ভারত-রত্ন।

অর্থাৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সহ

অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত

মূল সংস্কৃত হইতে

সুধীবর কাশীরাম দাস মহোদয় কর্ত্তৃক

সরল বিশুদ্ধ পদ্যে অনুবাদিত।

উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য (গদা),
সৌপ্তিক (ঐষীক) ও স্ত্রীপর্ব্ব।

নূতন সংস্করণ।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মোৎসাহী

মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল দে মহাশয়ের

উৎসাহে, উদ্যোগে ও অর্থ সাহায্যে

দে এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হিন্দুপ্রেস।

৬১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

সূচীপত্র।

উদ্যোগপর্ব্ব।

ভীষ্মপর্ব্ব।

দ্রোণপর্ব্ব।

কর্ণপর্ব্ব।

শল্যপর্ব্ব।

(গদাপর্ব্ব।)

সূচীপত্র।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

(ঐষীকপর্ব্ব।)

স্ত্রীপর্ব্ব।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

সে কারণে এই যুক্তি কহিনু তোমারে।
মারহ পাণ্ডবগণে বুদ্ধি অনুসারে॥
নতুবা সৈন্যের সহ সাজ নরপতি।
বিরাটনগরে চল যাইব সম্প্রতি॥
বিরাটের পুরী সব চৌদিকে বেড়িয়ে।
অগ্নি দিয়া পাণ্ডবেরে মারহ পোড়ায়ে॥
দুই মতে যাহা ইচ্ছা কর নরবর।
যেই চিত্তে লয় তাহা করহ সত্বর॥
রাজা বলে যত কহ নাহি লয় মনে।
কার শক্তি বিনাশিবে পাণ্ডুর নন্দনে॥
যতেক উপায় আমি করিলাম পূর্ব্ব।
কপট পাশাতে তার হরিলাম সর্ব্ব॥
পাঠাইনু বনবাসে দ্বাদশ বৎসর।
অজ্ঞাতেতে স্থিতি এক বর্ষ তার পর॥
সভামধ্যে পাণ্ডবেরা কৈল যেই পণ।
তাহাতে হইল মুক্ত দৈবের কারণ॥
আমার উপায় যত হইল বিফল।
এখন সহায় তবে হৈল মহাবল॥
যে হৌক সে হৌক যুদ্ধ করিলাম পণ।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
আমারে জিনিয়া পাণ্ডুপুত্র রাজ্য লয়।
আমি বা পাণ্ডবে জিনি মম রাজ্য হয়॥
এইত প্রতিজ্ঞা মোর কভু নহে আন।
ইহার উপায় সখা করহ বিধান॥
যাবৎ না মরে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
রাজ্যে রাজ্যে দূতগণে করহ প্রেরণ॥
নিবসে যতেক রাজা মম অধিকারে।
যুদ্ধ হেতু বরি ত্বরা আনহ সবারে॥
সভামধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুমন্ত নৃপতি।
কলিঙ্গ বামদ ভোজ বাহ্লীক প্রভৃতি॥
সুশর্ম্মা নৃপতি আদি যত রাজগণ।
যুদ্ধহেতু সবাকারে করহ বরণ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করহ সাজন।
হইবে অবশ্য যুদ্ধ না হবে খণ্ডন॥
অস্ত্র শস্ত্র বহুবিধ করহ সঞ্চয়।
মিত্রামিত্র বলাবল করহ নির্ণয়॥

রাজার বচন শুনি রাধার নন্দন।
সাধু সাধু বলি তারে প্রশংসে তখন॥
উত্তম বলিলে যুক্তি নিল মোর মনে।
তুমি হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি বলে গুণে॥
দেবগণ মধ্যে যথা দেব শচীপতি।
প্রজাপতি মধ্যে যথা দক্ষ মহামতি॥
তারাগণ মধ্যে যথা শীতল-কিরণ।
তাদৃশ ক্ষত্রিয় মধ্যে তোমার গণন॥
ক্ষত্রধর্ম্ম-শাস্ত্র যত আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে না করিবে ডর॥
জয় পরাজয়ে না করিবে অভিমান।
সংগ্রামে বিমুখ হলে নরকে প্রয়াণ॥
সে কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম করহ উদয়।
যুদ্ধ হেতু বর ত্বরা যত রাজচয়॥
হয় বা না হয় যুদ্ধ বিধির লিখন।
সৈন্য সমাবেশ কর না ছাড়ি বিক্রম॥
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচরে।
রাজগণে পত্র লিখি দিল সবাকারে॥
অনন্তরে কহিলেন গঙ্গার তনয়।
যে যুক্তি করিলে মম মনে নাহি লয়॥
ভাই ভাই বিচ্ছেদ উত্তম না দেখায়।
হিত উপদেশ রাজা করিব তোমায়॥
মান বৃদ্ধি নাহি ইথে নাহি কোন যশ।
হারিলে জিনিলে তুল্য না হবে পৌরুষ।
সে কারণে যুদ্ধে কিছু নাহি প্রয়োজন।
পাণ্ডব সহিত সবে করহ মিলন॥
পাণ্ডব তোমার কিছু অহিত না করে।
আপন ইচ্ছায় ভাগ যে দিবে তাহারে॥
তাহা পেয়ে সুখী হবে ভাই পঞ্চ জন।
এখন এমত বুদ্ধি না কর রাজন॥
পাশায় জিনিয়া তার নিলে সর্ব্ব ধন।
তবু তারা তোমা প্রতি নহে ক্রুদ্ধমন।
যে সত্য করিল তারা সবার সাক্ষাতে।
ধর্ম্ম অনুসারে মুক্ত হইল তাহাতে॥
পূর্ব্বে তা সবার যেই ছিল অধিকার।
তাহা ছাড়ি দিতে হয় উচিত তোমার॥

দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মাদির হিতোপদেশ।

তাহাতে প্রবোধ যদি নহে কদাচন।
তবে যাহা মনে লয় করিও তখন॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার তুমি করিলে আপনে।
সত্য হতে মুক্ত যদি হয় কদাচনে॥
পুনঃ আসি রাজ্য তবে লইবে পাণ্ডব।
সেইকালে সাক্ষাতেতে ছিনু মোরা সব॥
এক্ষণে যাহাতে তুষ্ট কুন্তীপুত্র সব।
তাহা দিয়া রাজা তুমি প্রবোধ পাণ্ডব॥
তাহা দিয়া প্রবোধহ পাণ্ডুপুত্রগণে।
ভাই ভাই বিরোধ না হয় প্রয়োজনে॥
ভীষ্মের এতেক কথা শুনি দুর্য্যোধন।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে বলিল বচন॥
শক্রকে ভজিব আমি মনে নাহি লয়।
যে হোক সে হোক যুদ্ধ করিব নিশ্চয়॥
ক্ষত্রমধ্যে অযোগ্যতা গণি এই কর্ম্ম।
শক্রকে যে রাজ্য ত্যজে বলি যে বি[illegible]ন্ন॥

ভীষ্ম বলিলেন কর যাহা লয় মন।
হিত উপদেশ আমি বলিনু এখন ॥
অনন্তরে দ্রোণ কৃপ বাহ্লীক রাজন।
ধৃষ্টকেতু ধৃতরাষ্ট্র গুরুর নন্দন ॥
বিদুর প্রভৃতি আর যত মন্ত্রিগণ।
একে একে দুর্য্যোধনে কহিল বচন ॥
ভীষ্ম যে কহিল তাহা কর মহারাজ।
ভাই ভাই বিরোধে না হেরি কোন কাজ ॥
কুলক্ষয় হইবেক লোকে অপমান।
ইহাতে পৌরুষ কিছু না হয় বিধান ॥
আপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
তাহা ছাড়ি দেহ তারে শাস্ত্রের বিহিত ॥
যে সত্য করিল তারা সবার গোচর।
তাহাতে হইল মুক্ত পঞ্চ সহোদর ॥
পূর্ব্বে যেই অধিকার ছিল তা সবার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি দেহ আর বার ॥
ইথে অপযশ নাহি নাহি কোন ক্লেশ।
পাণ্ডব তোমারে স্নেহ করয়ে বিশেষ ॥
যে করিলে অপমান না করিল মনে।
অন্য কেহ হলে নাহি সহিত কখনে ॥
দেবাসুর নর মধ্যে খ্যাত পঞ্চ জন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন ॥
উত্তর গোগ্রহে যুদ্ধে দেখিলে আপনে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে ॥
বিরাটের গবীগণ মুক্ত করি দিল।
দয়ায় অর্জ্জুন বীর কারে না মারিল ॥
তোমায় আক্রোশ যদি থাকিত তাহার।
তবে কেন রণ মাঝে করে পরিহার ॥
অনন্তরে অরণ্যেতে গন্ধর্ব্ব-প্রধান।
ধরিয়া তোমারে লয়ে করিল প্রয়াণ ॥
মুখ্য মুখ্য ছিল তব যত সেনাপতি।
ছাড়াইতে না হইল কাহার শকতি ॥
তোমারে আক্রোশ যদি পাণ্ডবের ছিল।
তবে কেন পার্থ তোমা মুক্ত করি দিল ॥
বলিবে যে উত্তর গোগ্রহে ধনঞ্জয়।
পরকার্য্যে অপমান করিল আমায় ॥

দ্রৌপদীর বাক্য পার্থ নারে খণ্ডিবারে।
সে কারণে গবী মুক্ত করিল প্রকারে ॥
ভাই ভাই যুদ্ধে কিছু নাহি অপমান।
জয় পরাজয় মানি একই সমান ॥
কহিলে পরম শত্রু মোর পঞ্চ জন।
তাহারে ভজিলে হয় কুযশ ঘোষণ ॥
কোনকালে শত্রুভাব না করে তোমারে।
বিচার করিয়া রাজা বুঝহ অন্তরে ॥
তুমি শত্রুভাব কর তাহারা না করে।
জ্ঞাতিমধ্যে যেই জন বেশী বল ধরে ॥
সে হয় প্রধান রাজা কহিনু নিশ্চয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায় ॥
ত্রেতাযুগে ছিল রাজা লঙ্কার ঈশ্বর।
বাহুবলে জিনে সেই এই চরাচর ॥
ক্ষত্রবংশে চূড়ামণি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তাহা সহ দ্বন্দ্ব করি হইল নিধন ॥
মুখ্য মুখ্য ছিল তার যত সেনাপতি।
ছাড়াইতে না হইল কাহার শকতি ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে বাখানে।
হিংসা সম পাপ নাহি কহে জ্ঞানিজনে ॥
আগু হতে হিংসাবুদ্ধি যেই জন করে।
পঞ্চ মহাপাপ আসি বেড়য়ে তাহারে ॥
জগতে অকীর্ত্তি ঘোষে লোকে নাহি মান।
কহিব পূর্ব্বের কথা কর অবধান ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ইন্দ্রের জন্ম ও তৎকর্ত্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও গৌতমের শাপ।

দক্ষকন্যা অদিতি যে কশ্যপগৃহিণী।
পুত্রবাঞ্ছা করি দেবী ভজে শূলপাণি ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া বর যাচেন শঙ্কর।
মাগিল অদিতি বর করি যোড়কর ॥
মম গর্ভে হবে যেই পুত্রের উৎপত্তি।
ত্রিভুবন মধ্যে যেন হয় মহামতি ॥
নাগ নর সুর আদি প্রজাপতিগণ।
সবে পূজা করে যেন তাহার চরণ ॥

স্বস্তি বলি তারে বর দেন শূলপাণি।
স্বামীরে কহিল তবে দক্ষের নন্দিনী ॥
আমারে দিলেন বর দেব পঞ্চানন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে তোমার নন্দন ॥
কশ্যপ বলিল শিববাক্য মিথ্যা নয়।
মহাবলবন্ত হবে তোমার তনয় ॥
ত্রিভুবন মধ্যে সেই হইবেক রাজা।
এ তিন ভুবনে লোক করিবেক পূজা ॥
স্বামীর নিকটে কন্যা পাইল সম্মান।
অদিতি করিল কত দিনে ঋতুস্নান ॥
স্বামীসঙ্গে রতি কেলি কুতূহলে করে।
বিষ্ণু অংশে পুত্র আসি জন্মিল উদরে ॥
পরম সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।
ইন্দ্র বলি তার নাম মুনিবর দিল ॥
দ্বাদশ আদিত্য তবে জন্মিল বিশেষে।
যাহার উদয়ে দিন আপনি প্রকাশে ॥
কত দিনান্তরে তবে দক্ষের নন্দিনী।
ঋতুস্নান করি বলে পতিধনে বাণী ॥
রতি করিলেন মুনি দক্ষের কন্যায়।
গর্ভেতে পবন আসি জন্মিল তাহায় ॥
কহিলেন অদিতিরে মহা তপোধন।
ত্রিভুবন ব্যাপিবেক এইত নন্দন ॥
ছোট বড় জীব জন্তু আছয়ে যতেক।
সর্ব্বভূতে হইবেক নন্দন প্রত্যেক ॥
ইহা সম বলবন্ত কেহ নাহি হবে।
সকল সংসার এই ব্যাপিত করিবে ॥
শুনি আনন্দিত হ'ল দক্ষের নন্দিনী।
স্বর্গলোকে তার পর যান মহামুনি ॥
নারদ আসিল কত দিনে সুরপুরে।
সঙ্কেতে ডাকিয়া মুনি বলিল ইন্দ্রেরে ॥
তোমার মায়ের গর্ভে হবে যেই জন।
জন্মমাত্র করিবেক জগত ব্যাপন ॥
মহাবলবন্ত হবে বিখ্যাত ত্রিলোকে।
এ তিন ভুবনে লোক পূজিবে ইহাকে ॥
এত বলি যথাস্থানে গেল তপোধন।
বিস্ময় মানিয়া ইন্দ্র ভাবে মনে মন ॥

এই ক্ষণে না করিলে সংহার ইহারে।
জন্মিলে অনেক দুঃখ দিবেক আমারে।
এতেক বিচার চিত্তে বাসব করিল।
সূক্ষ্মরূপে জননীর গর্ভে প্রবেশিল ॥
যেই কালে নিদ্রাগতা দক্ষের নন্দিনী।
সেই গর্ভ কাটি ইন্দ্র করে সাতখানি ॥
পুনঃ একখানি কাটিলেন সাত বার।
তাহাতে হইল ঊনপঞ্চাশ প্রকার ॥
চিত্তেতে সানন্দ ইন্দ্র হ'ল অতিশয়।
কত দিনে প্রসবিল সকল তনয় ॥
ক্রমে ঊনপঞ্চাশত জন্মে প্রভঞ্জন।
দেখিয়া হইল ইন্দ্র সবিস্ময় মন ॥
অহিংসকে হিংসা করি পায় বড় তাপ।
জন্মিল পবন দেব অতুলপ্রতাপ ॥
তবে কত দিনে ইন্দ্র কশ্যপনন্দন।
গৌতমের স্থানে গিয়া করে অধ্যয়ন ॥
চারি বেদ ষট শাস্ত্র পঠন করিল।
তথাপিহ কিছু তার জ্ঞান না জন্মিল ॥
পরম সুন্দরী দেখি গুরুর রমণী।
তারে হরিবারে ইচ্ছা করে সুরমণি ॥
এক দিন গেল মুনি স্নান করিবারে।
দেখে ইন্দ্র গুরুপত্নী আছে একা ঘরে ॥
কামেতে পীড়িত হয়ে অদিতিনন্দন।
মায়া করি গুরুরূপী হলেন তখন ॥
গুরুরূপ ধরি ইন্দ্র গুরুপত্নী হরে।
কত ক্ষণে ঋষিবর আসিলেন ঘরে ॥
গুরুপত্নী দেখি তাঁরে মানিয়া বিস্ময়।
মুনিপানে চাহি ধনী পায় বড় ভয় ॥
স্বামীরে চাহিয়া কয় বিনয় বচন।
স্নান করিবারে গেলে করিয়া রমণ ॥
কিরূপে করিয়া স্নান এলে মুহূর্ত্তেকে।
ইহার বৃত্তান্ত নাথ কহ না আমাকে ॥
এত শুনি মুনিবর ভাবে মনে মন।
করিল অধর্ম্ম বুঝি কশ্যপনন্দন ॥
গুরুপত্নী হরে এত করে অহঙ্কার।
এত বলি মুনিবর বলে প্রতি তার ॥

নিষ্ফল করিলি যত শাস্ত্র অধ্যয়ন।
তোর সম অজ্ঞান না দেখি কোন জন ॥
কপট করিয়া গুরুপত্নীরে হরিলি।
পাইবি উচিত শাস্তি যে কর্ম্ম করিলি ॥
হউক সহস্র যোনি তোর কলেবরে।
অলঙ্ঘ্য গৌতমবাক্য কে অন্যথা করে ॥
হইল সহস্র যোনি শক্রের শরীরে।
আপনা নেহারি ইন্দ্র বিষণ্ণ অন্তরে ॥
কোন লাজে দেবমাঝে দেখাব বদন।
তপস্যা করিয়া আত্মা করিব নিধন ॥
সকল শরীরে আচ্ছাদিলেক বসন।
চিন্তিত হইয়া যায় কশ্যপনন্দন ॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া কশ্যপকুমার।
সহস্র বৎসর তপ করে অনাহার ॥
সুরপুর নষ্ট হেথা হয় ইন্দ্র বিনে।
দুরন্ত রাক্ষস বড় অসুর-ভুবনে ॥
দুরন্ত অসুর সব দেশেতে ব্যাপিল।
দান যজ্ঞ তপ জপ সকলি নাশিল ॥
জানিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মনে।
এ সকল তত্ত্ব তবে জানিলেন ধ্যানে ॥
ব্রহ্মারে করেন স্তুতি বিবিধ প্রকারে।
তোমার নির্ম্মিত স্থষ্টি অসুরে সংহারে ॥
কুকর্ম্ম করিল ইন্দ্র আমার নন্দন।
অজ্ঞানে গুরুর পত্নী করিল হরণ ॥
গৌতম দারুণ শাপ দিলেন তাহারে।
সহস্রের ভগ হ'ল তাহার শরীরে ॥
ক্রোধ করি দেবরাজ মজে অপমানে।
ক্ষীরোদের কূলে তপ করে একাসনে ॥
ইন্দ্র বিনা অসুরেতে জগত ব্যাপিল।
তোমার রচিত স্থষ্টি সব নষ্ট হ'ল ॥
সে কারণে বাসবেরে করহ উদ্ধার।
নিতান্ত করিহ প্রভু শাপান্ত তাহার ॥
এইরূপ তপোধন কহে বহুতর।
শুনিয়া সদয় হইলেন স্থষ্টিধর ॥
কশ্যপ সহিতে আসি কমল-আসন।
গৌতম সকাশে আসি উপনীত হন ॥
গৌতমে বিনয়ে মুনি কহে বহুতর।
শুনহ গৌতম মুনি আমার উত্তর ॥
আমারে দেখিয়া ক্রোধ কর সম্বরণ।
অজ্ঞানে গুরুর পত্নী করিল হরণ ॥
পাইল উচিত শাস্তি ক্ষমা দেহ মনে।
কৃপায় শাপান্ত কর অদিতিনন্দনে ॥
গৌতম বলেন মুনি কর অবধান।
কহিলাম যেই কথা নাহি হবে আন ॥
তোমার কারণে বর দিলাম তাহারে।
সহস্রেক চক্ষু যেন দেবরাজ ধরে ॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি আনন্দিতমন।
যথাস্থানে গেল করি দেব সম্ভাষণ ॥
সত্যলোকে গেলেন গৌতম তপোধন।
কশ্যপ আসিল যথা আপন নন্দন ॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য না হয় খণ্ডন।
ভগগণ অঙ্গে লুপ্ত হইল তখন ॥
সহস্রেক চক্ষু হ'ল ইন্দ্রের শরীরে।
আপনা নেহারি ইন্দ্র হরিষ অন্তরে ॥
কশ্যপ বলিল পুত্র কর অবধান।
অনুচিত কর্ম্ম নাহি কর সাবধান ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নিতান্ত বর্জ্জিও
কদাচিত কোন জনে হিংসা না করিও ॥
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত পরিবারে।
কদাচিত হিংসা নাহি করিবে কাহারে।
অহিংসকে হিংসা কৈলে জন্মে মহাপাপ
কুযশ ঘোষণ হয় জন্মে মনস্তাপ ॥
এত বলি ইন্দ্রে পাঠাইল যথাস্থান।
এই শুন কহিলাম পূর্ব্বের বিধান ॥
যে কহেন ভীষ্ম বীর না কর অন্যথা।
সম্প্রীতে পাণ্ডবগণে আন রাজা হেথা ॥
সমুচিত রাজ্য ছাড়ি দেহত তাহারে।
সমভাবে থাক সদা সম ব্যবহারে ॥
ভাই ভাই বিরোধে না আছে প্রয়োজন।
কুলক্ষয় হবে আর কুযশ ঘোষণ ॥
এই মত দ্রোণ কৃপ বিদুর সহিত।
বিধিমতে দুর্য্যোধনে বুঝালেন নীত ॥

কারো বাক্য না শুনিল কৌরবের পতি।
অনিষ্ট মানিয়া গেল যে যার বসতি॥

বাক্যলাভার্থ পাণ্ডবদের পরামর্শ ও ধৌম্য-
দ্বিজকে হস্তিনায় প্রেরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
বিরাটনগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
অজ্ঞাতে হইয়া মুক্ত আনন্দিতমন।
সুহৃদ্ বান্ধব সহ হইল মিলন॥
অভিমন্যু-বিবাহ-উৎসব দিনান্তরে।
রজনী বঞ্চিয়া সুখে মহাসমাদরে॥
প্রাতঃকালে বসিলেন বিরাটসভায়।
শত সূর্য্য শত চন্দ্র যেন শোভা পায়॥
দিব্য সিংহাসনে বসিলেন যুধিষ্ঠির।
বামেতে নকুল ভীম পার্থ মহাবীর॥
দক্ষিণেতে সহদেব দ্রুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর আদি আর যত জন॥
সম্মুখে বসিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
প্রসঙ্গ করিল তবে দ্রুপদ রাজন॥
যেই সত্য করেছিল পাণ্ডুর তনয়।
ধর্ম্ম অনুবলে তাহা হইল উদয়॥
আপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
লইতে উপায় তার করহ ত্বরিত॥
মম চিত্ত নহে দুষ্ট পাপিষ্ঠ কৌরবে।
সম্প্রীতে ছাড়িয়ে রাজ্য অর্পিবে পাণ্ডবে॥
উত্তর গোগ্রহে যত পায় অপমান।
একেশ্বর ধনঞ্জয় করে সমাধান॥
সেই অপমানে রাজা কৌরবের পতি।
না করিবে প্রীতি হেন লয় মম মতি॥
তথাচ আছয়ে হেন শাস্ত্রের বিধান।
দূত পাঠাইয়া দেহ ধৃতরাষ্ট্র স্থান॥
প্রিয়ম্বদ দূত যেই নীতিশাস্ত্র জানে।
বিধিমতে বুঝাইবে অম্বিকানন্দনে॥
ভীষ্ম দ্রোণে বুঝাইবে রাজা দুর্য্যোধনে।
তবে যদি নাহি রাজ্য দেয় কদাচনে॥
তবে যা বিধান হয় করিব উচিত।
আমা সব মিলি শাস্তি দিব সমুচিত॥
এতেক বলিল যদি দ্রুপদ ভূপতি।
ভাল ভাল বলি সায় দিলেন নৃপতি॥
ভাল ভাল বলি ইহা লয় মম মন।
সম্প্রীতে হইলে ক্রোধ কোন প্রয়োজন॥
প্রিয়ম্বদ দূত যাক হস্তিনানগরে।
জ্যেষ্ঠতাত আদি করি বুঝাহ সবারে॥
দুর্য্যোধনে বুঝাউক রাধার নন্দনে।
তবে যদি সম্প্রীতে না করে কদাচনে॥
তবে যা বিধান হয় করিব উচিত।
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন কহে সুবিহিত॥
অকারণে দূত পাঠাইবে তথাকারে।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য কৌরব পামরে॥
মহাখল পাপাচার দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ততোধিক কর্ণ যেই রাধার নন্দন॥
কপটে যতেক কষ্ট দিল দুষ্টগণ।
বিনা যুদ্ধে শান্ত নাহি হবে কদাচন॥
মুহূর্ত্তেকে ক্ষমা করা উচিত না হয়।
ইন্দ্রপ্রস্থে চল লয়ে যাই সৈন্যচয়॥
লইবে আপন রাজ্য বলে মহারাজ।
না নিলে বাড়িবে দর্প নাহি দিলে লাজ॥
সে কারণে মাগিবার নাহি প্রয়োজন।
আপন ইচ্ছায় লহ আপন শাসন॥
তবে যদি দ্বন্দ্ব করে কৌরবকুমার।
আমা সব মিলি তারে করিব সংহার॥
সবংশে করিব ক্ষয় দুষ্ট কুরুগণে।
এই যুক্তি নরপতি লয় মম মনে॥
ভীমসেন বলে ভাল কৈলে নরপতি।
আপনি যেমত বিজ্ঞ কহিলে তেমতি॥
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য কুরু পাপাশয়।
মুহূর্ত্তেকে তারে ক্ষমা যুক্তিযুক্ত নয়॥
যত দুঃখ দিল দুষ্ট পাপী দুর্য্যোধন।
সে সব স্মরণে মম হেন লয় মন॥
রজনীর মধ্যে সব হস্তিনা বেড়িয়ে।
সকল কৌরবগণে মারহ পোড়ায়ে॥
তবে সে আমার খণ্ডে হৃদয়ের তাপ।
এমনে নিশ্বাস ছাড়ে যেন কালসাপ॥

ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ অরুণ লোচন।
রাজারে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন ॥
তোমার কারণে এত দুঃখ সবাকার।
তোমার কারণে জীয়ে কৌরবকুমার ॥
কি বুঝি সম্প্রীতি বল করি তার সনে।
বিনা দ্বন্দ্বে সাধ্য নহে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
আজ্ঞা কর নরপতি বিলম্ব না সয়।
সসৈন্য সাজিয়া আজি যাব হস্তিনায় ॥
সবংশে মারিব আজি রাজা দুর্য্যোধনে।
এই যুক্তি নরপতি লয় মম মনে ॥
অর্জ্জুন বলেন ভাল কৈলে মহাশয়।
আজ্ঞা কর কুরুগণে করি পরাজয় ॥
ক্ষমিবার যোগ্য নহে কি হেতু ক্ষমিব।
রজনীর মধ্যে আজি কৌরবে মারিব ॥
সহদেব ও নকুল দেন অনুমতি।
হাসিয়া কহেন তবে দেব জগৎপতি ॥
যে কহিলে ভীমসেন আর ধনঞ্জয়।
সেই মত করিবারে সমুচিত হয় ॥
তথাপি আছয়ে হেন শাস্ত্রের বিধান।
সম্প্রীতে রিপুর সঙ্গে করিবে সন্ধান ॥
সম্প্রীতে না দিলে বল করিবে পশ্চাতে।
পূর্ব্বাপর হেন রাজা আছয়ে শাস্ত্রেতে ॥
প্রিয়ম্বদ দূত হবে সর্ব্বশাস্ত্র জানে।
পাঠাইয়া দেহ আগে হস্তিনাভুবনে ॥
দুর্য্যোধন আদি করি যত সভাজনে।
ধর্ম্মনীতি বুঝাউক শাস্ত্রের বিধানে ॥
তবে যদি রাজ্য নাহি দেয় দুর্য্যোধন।
মনে যাহা লয় তাহা করিও তখন ॥
হেন চিত্তে লয় মম রাজা দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য করিবেক রণ ॥
ভূপতি বলেন ভাল কথা নারায়ণ।
দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনাভুবন ॥
ধর্ম্মনীতি বুঝাইবে অম্বিকানন্দনে।
তবু রাজ্য ছাড়িবে না লয় মম মনে ॥
পশ্চাতে করিব তবে যেই মনে লয়।
শুনিয়া উত্তর করিছেন ধনঞ্জয় ॥

বিরাট দ্রুপদ আদি সুহৃদ্ সুজন।
রাজারে চাহিয়া তবে বলিল বচন ॥
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য কুরু কুলাঙ্গার।
আমা সব মিলি তারে করিব সংহার ॥
এই কথা বলে সবে যত রাজগণ।
তবে ধৌম্যে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
হস্তিনানগরে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
প্রীতিবাক্যে বুঝাইবে কুরুগণ প্রতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি প্রতীপকুমারে।
প্রীতিবাক্যে সমাচার দিবে সবাকারে ॥
গান্ধারী প্রভৃতি আর জননী কুন্তীরে।
সমভাবে নমস্কার করিবে সবারে ॥
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রে কহিবে বচন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চ জন ॥
সম্প্রীতে বিনয়ভাষে অগ্রেতে কহিবে।
না শুনিলে উপযুক্ত বচন বলিবে ॥
দম্ভ করি কহিবে না কর তাহে ভয়।
পাণ্ডবের হাতে তোর হবে কুলক্ষয় ॥
কপটে যতেক দুঃখ দিলে সবাকারে।
সেই তাপ-হুতাশনে দহে কলেবরে ॥
তাহার উচিত শাস্তি অবিলম্বে দিব।
সবংশেতে দুর্য্যোধনে অবশ্য মারিব ॥
এরূপে ধৌম্যেরে কহি ভাই পঞ্চ জন।
পাঠাইয়া দিল তাঁরে হস্তিনাভুবন ॥
তবে কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নাদি যত যদুগণ।
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া করে নিবেদন ॥
আজ্ঞা কর দ্বারাবতী করি আগুসার।
আসিব সম্বাদ পেলে হেথা পুনর্ব্বার ॥
যুধিষ্ঠির বলে শুন কহি নারায়ণ।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
অবশ্য হইবে রণ না হবে খণ্ডন।
কৌরব সহায় মহা মহাবীরগণ ॥
তুমি অনুবলমাত্র কেবল আমার।
তোমা বিনা গতি আর নাহি মো-সবার।
তোমা বিনা আমরা যে ভাই পঞ্চ জন।
যেমন সলিলহীন মীনের জীবন ॥

চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন শোভা নাহি পায়।
তেন তোমা বিনা পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
আপনি আমারে কৃষ্ণ হও অনুকূল।
তবে সে জিনিতে পারি কৌরব সমূল॥
এত শুনি হাসি হাসি বলে নারায়ণ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব পালন॥
মহারণে হব আমি পার্থের সারথি।
সবংশে করিব ক্ষয় কুরুবংশপতি॥
পার্থের বিক্রম রাজা খ্যাত ত্রিভুবনে।
একেশ্বর জিনিবেক যত কুরুগণে॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ রণে নহে স্থির।
কি করিবে শত ভাই কৌরব কুবীর॥
এত বলি আলিঙ্গন করি সেইক্ষণে।
সবান্ধবে যান কৃষ্ণ দ্বারকাভুবনে॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
পড়ে যেবা শুনে যেবা কহে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে তার আপদ মোচন॥
সেই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
কাশীরাম দাস কহে পয়ার প্রবন্ধে।
পিয়ে সাধু জন নিঙ্গড়িয়া ভাষা ছন্দে॥

কুরুসভায় ধৌম্যের প্রবেশ ও কুরুদের প্রতি কথন।

মুনি বলে শুন শুন নৃপ জন্মেজয়।
কুরুসভামধ্যে গেল ধৌম্য মহাশয়॥
সভা করি বসিয়াছে কৌরবের পতি।
সুহৃদ অমাত্য বন্ধুগণের সংহতি॥
শত ভাই সহোদর রাধাপুত্র আর।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর গুরুর কুমার॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরাদি যত যত জন।
সভা করি বসিয়াছে কৌরবনন্দন॥
হেনকালে কহে গিয়া ধৌম্য তপোধন।
অবধান কর রাজা অম্বিকানন্দন॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভাই পাঠাইল মোরে।
আপন বিভাগ রাজ্য লভিবার তরে॥

কহিল বিনয় করি যুধিষ্ঠির রায়।
সে সকল কথা রাজা কহিতে তোমায়॥
জ্যেষ্ঠতাতে কহিবেন মম নিবেদন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চ জন॥
পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি।
তোমা বিনা পাণ্ডবের নাহি অব্যাহতি॥
তুমি যে করিবে আজ্ঞা না করিব আন।
তব আজ্ঞাবর্ত্তী পঞ্চ পাণ্ডুর সন্তান॥
যত সহিলাম দুঃখ তোমার কারণ।
তব বশে হারালাম সব রাজ্য ধন॥
যে নির্ণয় হ'ল পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতে।
তাহাতে হইনু মুক্ত দুঃখ সঙ্কটেতে॥
মহাদুঃখ পাইলাম অরণ্যে বিশেষ।
জটাবল্ক পরিধান তপস্বীর বেশ॥
অনন্তর অজ্ঞাতেতে রহিনু লুকায়ে।
পরসেবা করি পর আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে॥
রাজপুত্র হয়ে করি ক্লীব ব্যবহার।
হীনসেবা করিলাম হীন কুলাচার॥
পাইলাম এত দুঃখ নাহি করি মনে।
সব দুঃখ পাসরিনু তোমার কারণে॥
আপন পৈতৃক ভাগ উচিত যে হয়।
দিয়া প্রীত কর রাজা আমা সবাকায়॥
ভাই ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
এই মত কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীম কহিলেন দর্প করিয়া অপার।
অন্ধেরে কহিবে আগে মম নমস্কার॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর পৃষত কুমারে।
আমার বিনয় জানাইবে সবাকারে॥
কহিবে নিষ্ঠুর বাক্য রাজা দুর্য্যোধনে।
যত দুঃখ দিল তাহা সর্ব্বলোকে জানে॥
যা হ'বার সে হইল ক্ষমিনু অন্ধেরে।
উচিত বিভাগ রাজ্য দেহ পাণ্ডবেরে॥
না দিলে আমার হাতে হবে বংশক্ষয়।
এইরূপ কহিলেন ভীম মহাশয়॥
অর্জ্জুন কহিল রাজা করিয়া বিনতি।
কহিবে অন্ধের স্থানে আমার ভারতী॥

যত দুঃখ দিলে তাহা নাহি করি মনে।
তোমার কারণে ক্ষমিলাম দুর্য্যোধনে ॥
যত অপমান কৈল দেখিলে সাক্ষাতে।
দ্রৌপদীর কেশে ধরি আনিল সভাতে ॥
কপট পাশায় যথাসর্ব্বস্ব লইল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাসে পাঠাইল ॥
সহিলাম সে সকল তোমার কারণে।
আমার বিভাগ ছাড়ি দেহ এইক্ষণে ॥
সম্প্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবে অপার।
এইরূপে বলে রাজা ইন্দ্রের কুমার ॥
সহদেব ও নকুল কহে বহুতর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদাদি যত নরবর ॥
পাণ্ডবের সমুচিত বিভাগ যে হয়।
তাহা দিয়া সন্তোষহ পাণ্ডুর তনয় ॥
ভাই ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
যেই চিত্তে লয় তাহা করহ রাজন ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর।
যে কহিলে অসদৃশ নহে দ্বিজবর ॥
পাইল অনেক দুঃখ পাণ্ডুপুত্রগণে।
মম হেতু ক্ষমিলেক এই দুর্য্যোধনে ॥
কর্ণ দুঃশাসনে নিন্দা করিল অপার।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাণ্ডুর কুমার ॥
এখন যে কহি তাহা শুন সভাজনে।
প্রিয়ম্বদ দূত যাক পাণ্ডবের স্থানে ॥
প্রিয়বাক্য কহি সবে আন এথাকারে।
সমুচিত ভাগ ছাড়ি দেহ ত তাহারে ॥
নানা বস্ত্র অলঙ্কার ধন বহুতর।
পুরস্কার দিয়া তোষ পঞ্চ সহোদর ॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ পুনঃ দেহ অধিকার।
যত রত্ন ছিল আর যতেক ভাণ্ডার ॥
যেই সত্য করিলেক তাহে হ'ল পার।
সমুচিত ভাগ দেহ উচিত তাহার ॥
বলেতে অশক্ত নহে ভাই পঞ্চ জন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন ॥
সে কারণে দ্বন্দ্বে কিছু নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া রাখ পাণ্ডুপুত্রগণ ॥

ভীষ্ম বলিলেন ভাল নিল মম মনে।
উপযুক্ত যুক্তি বটে কর এইক্ষণে ॥
বিরোধ হইলে রাজা হবে কোন কাজ।
সমুচিত ভাগ তারে দেহ মহারাজ ॥
না দিলে প্রলয় রাজা হবে কুলক্ষয়।
সে কারণে অবধানে শুন মহাশয় ॥
প্রিয়ম্বদ দূতে রাজা দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে হেথায় আন বিনয় করিয়া ॥
তবে সে তোমার হিত হইবে রাজন।
আমারে এতেক কহি কোন প্রয়োজন ॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥
তুমি যে কহিবে তাহা কে করিবে আন।
যেই চিত্তে লয় তাহা করহ বিধান ॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি সভাজন।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল জনে জন ॥
দ্রোণ কৃপ বিদুরাদি বাহ্লীক নৃপতি।
পাণ্ডবে আনিতে সবে দিল অনুমতি ॥
পুনঃপুনঃ নানামতে কহিল অন্ধেরে।
সম্প্রীতে আনহ রাজা পাণ্ডুর কুমারে ॥
সমুচিত ভাগ তারে দেহ রাজধানী।
এই কর্ম্ম তব প্রিয় শুন নৃপমণি ॥
এইরূপে কহে যত যত সভাজন।
মনে মনে ক্রোধে জ্বলে রাজা দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের প্রসঙ্গেতে কর্ণে লাগে শাল।
ক্রোধে করে মাথা হেঁট কুরুমহীপাল ॥
তবে দুর্য্যোধনে কহে অন্ধ নরপতি।
আমার বচন পুত্র কর অবগতি ॥
সবার সম্মান রাখ শুন মম বাণী।
পাণ্ডবেরে সমুচিত দেহ রাজধানী ॥
ভাই ভাই সুপ্রণয়ে কর রাজ্যসুখ।
কলহেতে কার্য্য নাহি জন্মে মহাদুঃখ ॥
লোকেতে কুযশ ঘোষে অপকীর্ত্তি হয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বৃক রাজার উপাখ্যান।

সূর্য্যবংশে বৃক নামে ছিল নরপতি।
মহাধর্ম্মশীল রাজা জগতে সুখ্যাতি॥
সুমতি কুমতি তার যুগল বনিতা।
কোশলনন্দিনী দোঁহে সতী পতিব্রতা॥
যুবাকাল গেল তার অপত্য নহিল।
পুত্র বাঞ্ছা করি দোঁহে স্বামীরে সেবিল॥
কত দিনান্তরে বিভাণ্ডক তপোধন।
অযোধ্যানগরে তবে করিল গমন॥
ভার্য্যাসহ নরপতি আছে অন্তঃপুরে।
তথা গিয়া উত্তরিল কে নিবারে তারে॥
জিতেন্দ্রিয় তোজোময় দেখি তপোধন।
ভার্য্যা সহ নরপতি করিল বন্দন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইল সিংহাসনে।
মিষ্ট অন্ন পান তাঁরে দিলেন ভোজনে॥
রাণীসহ কর যুড়ি মুনি-অগ্রে রহে।
তুষ্ট হয়ে বিভাণ্ডক জিজ্ঞাসেন তাহে॥
মহাধর্ম্মশীল তুমি নৃপতি প্রধান।
তোমা সম সংসারেতে নাহি ভাগ্যবান॥
রূপে কামদেব জিনি শীততায় ইন্দু।
তেজে দিনকর তুমি গুণে গুণসিন্ধু॥
কার্ত্তবীর্য্য প্রতাপে সামর্থ্যে হনূমান।
কীর্ত্তিতে গণি যে পৃথুরাজার সমান॥
সেনাপতি মধ্যে গণি যেন ষড়ানন।
সর্ব্বজ্ঞতা মধ্যে যেন জীবের নন্দন॥
তবে কেন চিন্তান্তর দেখি যে তোমারে।
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কহ ত আমারে॥
রাজা বলে মুনিবর কহিলে প্রমাণ।
যেহেতু চিন্তিত আমি শুনহ বিধান॥
যুবাকাল গেল মম অপত্য নহিল।
এই হেতু মনস্তাপ মনেতে রহিল॥
সকল হইতে সেই জন অতি দীন।
সর্ব্বসুখবিহীন যে জন পুত্রহীন॥
জলহীন নদী যথা নহে সুশোভন।
পদ্মহীন সর ফলহীন তরুগণ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যথা সর্ব্ব অন্ধকার।
শাস্ত্রবিদ্যা হীন যথা ব্রাহ্মণকুমার॥
ধর্ম্মহীন নর যথা ধনহীন গৃহী।
জীবহীন জন্তু যথা দন্তহীন অহি॥
পুত্রহীনে ধনজন সব অকারণ।
এই হেতু চিন্তা মম শুন তপোধন॥
এত শুনি মনে মনে ভাবে মুনিবর।
রাজারে চাহিয়া পুনঃ করেন উত্তর॥
পুত্র ইষ্টি কর রাজা করিয়া যতন।
মহাবলবন্ত হবে তোমার নন্দন॥
সকল পৃথিবী পরাজিবে বাহুবলে।
হইবে তনয় তব যজ্ঞ-পুণ্যফলে॥
এত বলি অন্তর্হিত হ'ল তপোধন।
করিল পুত্রেষ্টি রাজা করি আয়োজন॥
সুমতির গর্ভে হ'ল যুগল নন্দন।
পরম সুন্দর ধরে রাজার লক্ষণ॥
কুমতির গর্ভে হ'ল একই তনয়।
দিনকর সম পুত্র হ'ল তেজোময়॥
দিনে দিনে বাড়ে সব রাজার নন্দন।
পুত্র দেখি নরপতি আনন্দিতমন॥
সুমতির গর্ভে যেই দুই পুত্র হ'ল।
তালজঙ্ঘ ও হৈহয় দু-নাম রাখিল॥
রূপে গুণে অনুপম কুমতিনন্দন।
বাহু নাম তবে তার রাখিল রাজন॥
কত দিনে বৃদ্ধকালে বৃক নরপতি।
তিন পুত্র ডাকি কাছে আনে শীঘ্রগতি॥
তিন পুত্রে রাজ্যখণ্ড ভাগ করি দিল।
ভার্য্যাসহ নরপতি অরণ্যে পশিল॥
তপোযোগ সাধি রাজা লভে দিব্যগতি।
রাজ্যেতে হইল রাজা বাহু নরপতি॥
মহা ধর্ম্মশীল রাজা বৃকের নন্দন।
নিরন্তর করে যজ্ঞ অন্যে নাহি মন॥
দ্বিজগণে ধন দান করে অপ্রমিত।
সর্ব্বশাস্ত্র বিজ্ঞ রাজা ধর্ম্মে সুপণ্ডিত।
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
একচ্ছত্র নরপতি এ মর্ত্ত্য ভুবনে॥

অযোনিসম্ভবা কন্যা নামে সত্যবতী।
বিবাহ করিল শুনি আকাশ-ভারতী ॥
এক ভার্য্যা বিনা তার অন্যে নাহি মতি।
পুরুরবা রাজা যেন বুধের সন্ততি ॥
কত দিনে ঋতুযোগে হ'ল গর্ভবতী।
গণিয়া গণকগণ কহিল ভারতী ॥
ইহার গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে সেই বিচক্ষণ ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে বিজ্ঞ হবে মহাধনুর্দ্ধর।
শত অশ্বমেধ করিবেক নরবর ॥
শুনি আনন্দিত রাজা হইল অন্তরে।
বহু পুরস্কার দিল ব্রাহ্মণগণেরে ॥
তবে কত দিনেতে নারদ তপোধন।
হৈহয় রাজার পুরী করিল গমন ॥
নারদে দেখিয়া রাজা অভ্যর্থনা করি।
বসাইল দিব্য রত্নসিংহাসনোপরি ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজন করিল।
মুনিবরে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি কুলপুরোহিত।
বশিষ্ঠ-মুখেতে তব শুনিয়াছি নীত ॥
জ্ঞাতিমধ্যে যেই ধনে জনে বলবান।
ক্ষত্রিয়েতে সেই শত্রু গণি যে প্রধান ॥
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন।
হেন নীতি শাস্ত্রে আছে কহে মুনিগণ ॥
কহ মুনি আমারে যে ইহার বিধান।
নারদ বলেন রাজা কহিলে প্রমাণ ॥
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমিবে কখন।
নিজ বশে হলে শত্রু করিবে নিধন ॥
কহিলে প্রমাণ রাজা না হয় অন্যথা।
শত্রুকে করিবে নষ্ট পাবে যথা যথা ॥
তারে শত্রু বলি যেই শত্রুভাব করে।
পাইলে নাশিবে শত্রু শাস্ত্রের বিচারে ॥
গর্ভে যদি জন্মে শত্রু দৈববাণী কয়।
তাহারে বধিবে প্রাণে শাস্ত্রের নির্ণয় ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি বিরিঞ্চির স্থান।
কহিব তোমারে রাজা কর অবধান ॥

বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
বাহুবলে পরাজিবে মরুত ভুবন ॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয়।
তোমা আদি জ্ঞাতিগণে করিবেক ক্ষয় ॥
উপায়েতে গর্ভ যদি পার নাশিবারে।
তবে তব শ্রেয় হয় জানাই তোমারে ॥
এত বলি দেব-ঋষি হন অন্তর্ধান।
শুনিয়া নৃপতি হন সুচিন্তিত প্রাণ ॥
অনুক্ষণ চিন্তি সমাকুল নৃপবর।
এক দিন বসিলেন সভার ভিতর ॥
পঞ্চ পাত্রে লয়ে যুক্তি করেন রাজন।
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন ॥
আমা আদি আছে তার যত জ্ঞাতিচয়।
বাহুবলে করিবেক সবাকারে ক্ষয় ॥
ইহার উপায় কিছু কহ মন্ত্রিগণ।
কিরূপে তাহার গর্ভ করিব নিধন ॥
বলেতে সমর্থ নাহি হ'ব কদাচন।
যদি বা করিব যুদ্ধ হারাব জীবন ॥
মন্ত্রিগণ বলে যুক্তি শুন নৃপমণি।
নিমন্ত্রিয়া হেথা আন বাহুর রমণী ॥
সাধ খা(ও)য়াবার ছলে উপায় কারণে।
বিষপান করাইয়া মারহ পরাণে ॥
ইহা ভিন্ন উপায় না দেখি আর কিছু।
এই মত করি রাজা বধ সেই শিশু ॥
রাজা বলে মন্ত্রিগণ কহিলে শোভন।
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আদি কর আয়োজন।
রন্ধন করিতে কহ সূপকারগণে।
সঙ্কেত করহ যেন কেহ নাহি জানে ॥
পরিবারগণ সহ বরিয়া রাজারে।
দূত দিয়া নিমন্ত্রিয়া আন হেথাকারে ॥
রাজার আদেশ পেয়ে যত মন্ত্রিগণ।
বাহুরে আনিল শীঘ্র করি নিমন্ত্রণ ॥
বিষ দিয়া উপহারে ভোজনের কালে।
বাহুর ভার্য্যারে খাওয়া(ই)ল বলে ছলে ॥
তথাপিহ গর্ভপাত নহিল তাহার।
সহ পরিবার রাজা কৈল আগুসার ॥

সে সব বৃত্তান্ত রাণী কহিল রাজারে।
বিষ খাওয়া(ই)ল মোরে মারিবার তরে ।।
অহিংসক মোরে হিংসা করে দুরাচার।
শুনিয়া নৃপতি মনে করিল ধিক্কার ।।
হিংসক কপট জ্ঞাতিমধ্যে যেই জন।
তাহার নিকটে নহে জ্ঞাতি সুশোভন ।।
অহিংসকে হিংসয় যে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
তাহার সংসর্গে নাহি রহি কদাচন ।।
পাপ সঙ্গে রহে যদি পাপে ধায় মন।
পুণ্যাত্মার সঙ্গ হয় মোক্ষের কারণ ।।
অপত্য নহিল হ'ল বিধির ঘটন।
তাহে দুষ্ট জ্ঞাতিগণ করিল হিংসন ।।
এই রূপে সদা রাজা করে অনুভব।
দ্বিতীয় বৎসর গর্ভ নহিল প্রসব ।।
অনুদিন হৈহয় অনুজ তালজঙ্ঘ।
রিপুভাব করিলেক নৃপতির সঙ্গ ।।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সহ মৈত্রভাব করি।
সংগ্রামে জিনিয়া তার রাজ্য নিল হরি ।।
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাহু নরপতি।
অরণ্যে প্রবেশ করে ভার্য্যার সংহতি ।।
দেখিল আশ্রমে বন অতি সুশোভন।
ফলফুলে সুশোভিত যত বৃক্ষগণ ।।
দিব্য সরোবর আছে বনের মাঝারে।
তাহে জলচরগণ সদা কেলি করে ।।
পুণ্য সরোবর সেই বিন্দুসর নাম।
প্রফুল্ল উৎপল কত অতি অনুপম ।।
ভার্য্যা সহ তথা রাজা করিল গমন।
সরোবর দেখি রাজা আনন্দিত মন ।।
তথাতে আশ্রম করি রচিল কুটীর।
চিন্তায় আকুল রাজা চিত্ত নহে স্থির ।।
অনুক্ষণ চিন্তাকুল ধর্ম্ম নরবর।
বৃদ্ধকালে ব্যাধিযুক্ত হ'ল কলেবর ।।
নৃপতির কাল প্রাপ্তে হইল নিধন।
ব্যাকুলা হইয়া রাণী মুদিল নয়ন ।।
অনেক রোদন করে বনে একেশ্বরী।
নিবৃত্তা হইয়া তবে মনে যুক্তি করি ।।

চিতা করি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালি বৈশ্বানর।
তদুপরি রাখে সতী পতি-কলেবর ।।
চিতা আরোহিতে চিতা প্রদক্ষিণ করে।
হেনকালে ঔর্ব্ব মুনি আসে তথাকারে ।।
গর্ভবতী নারী চিতা আরোহণ করে।
দেখিয়া বিস্ময় মুনি মানিল অন্তরে ।।
নিকটেতে গিয়া শীঘ্র করে নিবারণ।
রাণীরে চাহিয়া তবে বলে তপোধন ।।
চিতা আরোহণ নাহি কর কদাচিত।
অবধানে শুন মাতা শাস্ত্রের বিহিত ।।
দিব্য চক্ষে আমি সব পাই যে দেখিতে।
রাজচক্রবর্ত্তী আছে তোমার গর্ভেতে ।।
বাহুবলে জিনিবেক যত রিপুগণে।
একচ্ছত্র রাজা হবে এ মর্ত্ত্য ভুবনে ।।
রাজরাজেশ্বর হবে মহাতেজোময়।
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয় ।।
ব্রাহ্মণে দিবেক দান সদা অপ্রমিত।
না হইল না হইবে তাহার তুলিত ।।
গর্ভবতী নারী যদি অনুমৃতা হয়।
পঞ্চ মহাপাপ আসি তাহারে বেড়য় ।।
কদাচিত স্বামীসঙ্গে না হয় মিলন।
ঘোর নরকেতে তার হয়ত গমন ।।
যত পুণ্য কর্ম্ম তার সব নষ্ট হয়।
কদাচিত পুণ্যফল নাহিক সে পায় ।।
রজস্বলা কিম্বা শিশু পুত্রেরে রাখিয়া।
পতি সঙ্গে যেই জন মরয়ে পুড়িয়ে ।।
হয় পঞ্চ পাতকের ভাগী সে নারী।
ব্যর্থ হয় তার সর্ব্ব ধর্ম্মকর্ম্ম করি ।।
অগ্নিহোত্রে নৃপতিরে করিয়া দাহন।
নারীরে লইয়া গেল আপন সদন ।।
প্রেতকর্ম্ম করিল সে ভর্ত্তার বিধানে।
আর শ্রাদ্ধ শান্তি দান ত্রয়োদশ দিনে ।।
সেবাতে সন্তুষ্ট হন মহা তপোধন।
এই রূপে রহে রাণী মুনির সদন ।।
অন্যথা না হয় কভু বিধির লিখন।
মহারাণী প্রসবিল অপূর্ব্ব নন্দন ।।

গরল সহিত পুত্র হ'ল যে কারণ।
সগর বলিয়া নাম রাখে সে কারণ ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু সুন্দর লক্ষণ।
শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা বাড়য়ে যেমন ॥
দরিদ্র পাইল যেন হারানিধি ধন।
সেমত পাইল রাণী অপত্য রতন ॥
মধু ক্ষীর দুগ্ধ চিনি করি আনয়ন।
যত্ন করি সেই শিশু করেন পালন ॥
নানা অস্ত্র শাস্ত্র করাইল অধ্যয়ন।
অল্প দিনে হ'ল সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
নবীন বয়স শিশু মহাবলধর।
এক দিন তীর্থস্থানে গেল মুনিবর ॥
একান্তে মায়েরে শিশু জিজ্ঞাসিল বাণী।
কোন বংশে জন্ম মম কহ গো জননী ॥
কাহার তনয় আমি কহিবে নিশ্চয়।
এই মুনিবর বুঝি মম পিতা হয় ॥
শিশুকালে পিতৃহীন হয় যেই জন।
দুঃখী হতে দুঃখী সেই জন্ম অকারণ ॥
জলহীন নদী যথা নহে সুশোভন।
ফলহীন বৃক্ষ যথা অতি কুলক্ষণ ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যথা সব অন্ধকার।
গায়ত্রী বিহনে যথা ব্রাহ্মণকুমার ॥
ধনহীন গৃহী যথা ধর্ম্মহীন নর।
বেদহীন বিপ্র যথা পদ্মহীন সর ॥
পিতৃহীন পুত্র তথা শোভা নাহি পায়।
সে কারণে কহ মাতা জিজ্ঞাসি তোমায় ॥
এত শুনি কহে রাণী করিয়া রোদন।
বড় ভাগ্যবশে তোমা পাইনু নন্দন ॥
মহারাজ-বংশে পুত্র জনম তোমার।
তুমি সূর্য্যবংশে রাজা বাহুর কুমার ॥
তালজঙ্ঘ ও হৈহয় পাপী জ্ঞাতিগণ।
কপটে তোমার বাপে করিল নিধন ॥
সেই কালে তোমা আমি ধরিনু উদরে।
বিষ খাওয়া(ই)ল মোরে তোমা মারিবারে
দৈববলে রক্ষা হ'ল তোমার জীবন।
আমা সহ এই বনে আসিল রাজন ॥
হিংসকের হিংসা হেরি চিন্তি নরবর।
ব্যাধিযুক্ত নরপতি ত্যজে কলেবর ॥
অনুমৃতা হতে মম চিন্তা উপজিল।
ঔর্ব্ব মুনি আসি মোরে বারণ করিল ॥
মুনির আশ্রমে আমি আছি সে কারণ।
এতেক বলিয়া রাণী করেন রোদন ॥
শুনিয়া সগর ক্রোধে অরুণলোচন।
মাতার ক্রন্দন পুত্র করে নিবারণ ॥
প্রণমিয়া জননীরে লইল বিদায়।
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি লয় ॥
মুনিরে প্রণাম করি বিদায় হইয়া।
সুহৃদ্ বান্ধবগণে সহায় করিয়া ॥
যতেক পিতার শত্রু পূর্ব্ব হতে ছিল।
অস্ত্রেতে কাটিয়া সব খণ্ড খণ্ড কৈল ॥
একেশ্বর বিনাশিল যত রিপুগণ।
প্রাণভয়ে কেহ নিল বশিষ্ঠ-শরণ ॥
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণদান।
কোন জন মুনিস্থানে রাখিল পরাণ ॥
তখন বশিষ্ঠ মুনি তারে নিবারিল।
অযোধ্যায় লয়ে সিংহাসনে বসাইল ॥
একচ্ছত্র রাজা হ'ল ধরণীমণ্ডলে।
যত ক্ষত্রগণে শাসে নিজ বাহুবলে ॥
পুত্র যাটি সহস্র যে তাহার ঔরসে।
অদ্যাবধি যার কীর্ত্তি সংসারেতে ঘোষে
মহাবলবন্ত হ'ল মত্ত দুরাচার।
ব্রাহ্মণের শাপে তারা হইল সংহার ॥
অহিংসকে হিংসে যেই পায় এই গতি।
জগতে অকীর্ত্তি হয় অশেষ দুর্গতি ॥
সে কারণে শুন পুত্র না হও বিমন।
পাণ্ডবের সহ দ্বন্দ্বে কিবা প্রয়োজন ॥
সমুচিত ভাগ দিতে উচিত যে হয়।
তাহা দিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয় ॥
ভাই ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
অনুমতি দেহ আনাইতে পঞ্চ জন ॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার।
তাহার সহিত দ্বন্দ্বে কি কাজ তোমার ॥

দুর্য্যোধন বলে ইহা নহে ত বিচার।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর কুমার ॥
বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া না দিব রাজ্য ধন।
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রমত আছে নিরূপণ ॥
ক্ষত্র হয়ে শত্রুকে না করিবে বিশ্বাস।
শত্রুর মহিমা কেহ না করে প্রকাশ ॥
যে হৌক সে হৌক তাত ক্রোধ কর তুমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবে না দিব রাজ্য আমি ॥
এত বলি সভা হতে চলিল উঠিয়ে।
কর্ণ দুঃশাসন আর দুষ্ট মন্ত্রী লয়ে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
ব্যাসবিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে নাহিক সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ।

কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
সভা হতে উঠি যদি গেল দুর্য্যোধন ॥
কারো বাক্য না শুনিল কুরু-অধিকারী।
অধোমুখ হয়ে তথা রহে দণ্ড চারি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যত সভাজন।
সভা হতে উঠি সবে চলিল তখন ॥
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেল নিজ স্থান।
বিদুর বলেন ধৃতরাষ্ট্র বিদ্যমান ॥
কুলক্ষয় হেতু দুর্য্যোধনের বিধান।
উত্তর বচনে তাহা হইল প্রমাণ ॥
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দেহ পাণ্ডুর নন্দনে।
নতুবা তোমার রাজ্য রহিবে কেমনে ॥
আপনার রাজ্য যদি বাঞ্ছহ রাজন।
পাণ্ডবের সহ কর সম্প্রীতি মিলন ॥
পূর্ব্বের কাহিনী কিছু কহিব তোমারে।
কত কত রাজা হয়ে ছিল এ সংসারে ॥
আছিল উত্তানপাদ ধর্ম্ম অবতার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে যাঁর অধিকার ॥
ইন্দ্রের সম্পদ তুল্য যাঁহার গণন।
জলবিম্বপ্রায় সব দেখিল রাজন ॥
হিংসা হেন বস্তু তার না জন্মিল মনে।
সকল ছাড়িয়া রাজা প্রবেশিল বনে ॥
তপোযোগে আরাধিয়া পায় দিব্যগতি।
তার পুত্র হ'ল ধ্রুব জগতে সুকৃতী ॥
যাঁহার মহিমা-যশে পূরিল সংসার।
মহাধর্ম্মশীল ছিল ধর্ম্ম অবতার ॥
অনন্তরে সূর্য্যবংশে রঘু রাজা ছিল।
যাঁর যশস্তোমে সর্ব্ব ভুবন ভরিল ॥
অপার মহিমা যাঁর দিতে নারে সীমা।
শীত গুণে চন্দ্র যেন ক্ষমা গুণে ক্ষমা ॥
অতুল সম্পদ ভোগ করিল জগতে।
হিংসা হেন বস্তু কভু না করিল চিতে ॥
এইরূপে কত হ'ল চন্দ্র সূর্য্য কুলে।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল বহুলে ॥
তব পুত্র দুর্য্যোধন হয়েছে যেমন।
পৃথিবীতে হেন নাহি জন্মে কোন জন ॥
কপটী হিংসক ক্রূর মহাদুষ্টমতি।
ইহার কারণে রাজা হইবে অখ্যাতি ॥
কুলক্ষয় হইবেক লোকে উপহাস।
কুযশ ঘোষণ কুলে কলঙ্ক প্রকাশ ॥
সে কারণে নরপতি শুন সাবধানে।
দ্বন্দ্ব না করিহ রাজা পাণ্ডবের সনে ॥
ভীমের বিক্রম তুমি শুনিয়াছ কাণে।
যুদ্ধেতে করিল জয় যক্ষ-রক্ষগণে ॥
হিড়িম্ব কিম্মীর আর বক নিশাচর।
বাহুবলে সংহারিল কত বীরবর ॥
মত্ত দশ মাতঙ্গ সহস্র বল ধরে।
গদাধারী মধ্যে সেই অজেয় সংসারে ॥
ভীম ক্রুদ্ধ হলে বল রক্ষা হবে কার।
মুহূর্ত্তেকে সবাকারে করিবে সংহার ॥
অর্জ্জুনের প্রতাপ যে অতুল ভুবনে।
বাহুযুদ্ধে পরাভব করে পঞ্চাননে ॥
স্নেহ করি ইন্দ্র যারে স্বর্গে লয়ে গেল।
নানা বিদ্যা অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করাইল ॥
নিবাতকবচ কালকেয় দৈত্যগণ।
দেবের অবধ্য রিপু প্রতাপে তপন ॥

সবারে মারিয়া সন্তোষিল দেবগণে।
কোন বীর যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে ॥
উত্তর গোগ্রহে ভাই দেখিলে নয়নে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে ॥
পরকার্য্য হেতু কারে না মারিল প্রাণে।
জ্ঞান না জন্মিল তথাপিহ দুর্য্যোধনে ॥
আপনার মৃত্যু বুঝি বাঞ্ছিল আপনে।
পাণ্ডবের সনে যুদ্ধ ইচ্ছা করে মনে ॥
এখন যে হিত কহি শুনহ রাজন।
দূত পাঠাইয়া দেহ বিরাটভবন ॥
সম্প্রীতে এখানে আন পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার ॥
এ কর্ম্ম উচিত তব দেখি যে রাজন।
দ্বন্দ্ব হলে হইবেক সবার নিধন ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই কহিলে প্রমাণ।
সম্প্রীতি করিয়া আন পাণ্ডুর সন্তান ॥
যেই সত্য করেছিল পাণ্ডুর কুমার।
ধর্ম্মবলে তাহে ভাই হ'ল তারা পার ॥
আপন বিভাগ রাজ্য পাইতে উচিত।
দুর্য্যোধনে তুমি গিয়া বুঝাহ সুনীত ॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমারে না মানে।
ধর্ম্মনীতি শাস্ত্র তুমি বুঝাহ আপনে ॥
বিদুর বলিল আমি কি বুঝাব নীত।
মম বাক্য শুনে নাহি করে বিপরীত ॥
পাশাকালে কহিলাম যে সব বিধান।
না শুনিল মম বাক্য করি অল্পজ্ঞান ॥
এখন কহিয়া মম কিবা প্রয়োজন।
করিবেক তাহা যাহে লয় তার মন ॥
বিদুর এতেক বলি বসে অধোমুখে।
ধৌম্য পুরোহিত তবে কহিল রাজাকে ॥
মহামত্ত দুর্য্যোধন আমি ভাল জানি।
সম্প্রীতে পাণ্ডবে নাহি দিবে রাজধানী ॥
পূর্ব্বে যথা বলি বিরোচনের কুমার।
বাহুবলে পরাজিল সকল সংসার ॥
সম্পদে হইয়া মত্ত না মানিল কারে।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে হিংসা করে অহঙ্কারে ॥
বলিরে বান্ধিয়া হরি পাতালে রাখিয়া।
ইন্দ্রেরে ইন্দ্রত্ব পুনঃ দিলেন ডাকিয়া ॥
সেই হরি পাণ্ডবের সহায় আপনি।
যাঁহার প্রসাদে প্রাপ্ত হবে রাজধানী ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল অম্বিকানন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ইহার কারণ ॥
কি কারণে বলি দেব কৈল সুরগণে।
ইন্দ্রসহ বিবাদ বা করে কি কারণে ॥
ধৌম্য বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার ॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
পাণ্ডবের উপাখ্যান অদ্ভুত প্রমাণ ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হরে ভবভয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

বলি বামনোপাখ্যান।

তবে ধৌম্য কহে শুন অম্বিকানন্দন।
কহিব অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ ॥
আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপু হিরণ্যক।
মহাবলবন্ত হ'ল প্রতাপে পাবক ॥
দিতির গর্ভেতে জাত কশ্যপ ঔরসে।
জগতের মধ্যে দুষ্ট হইল বিশেষে ॥
তাহার নন্দন হ'ল বিখ্যাত জগতে।
সর্ব্ব তন্ত্র বিচক্ষণ প্রহ্লাদ নামেতে ॥
তার পুত্র বিরোচন বিখ্যাত ভুবনে।
যারে বিড়ম্বিল আসি অদিতিনন্দনে ॥
ব্রাহ্মণরূপেতে আসি দান মাগি নিল।
সেইক্ষণে বিরোচন নিজ অঙ্গ দিল ॥
ব্রাহ্মণের হেতু ত্যজে আপনার প্রাণ।
তাহার নন্দন হ'ল বলি মতিমান ॥
প্রতাপে প্রচণ্ড বলি দেবের দুর্জ্জয়।
বাহুবলে স্বর্গ মর্ত্য করিলেক জয় ॥
জানিলেক শুক্র গুরুস্থানে উপদেশে।
ছল করি দেবরাজ বাপেরে বিনাশে ॥
পিতৃবৈরী কয় ইন্দ্র শুনিল শ্রবণে।
সেইক্ষণে ডাকি আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে।

চতুরঙ্গ সৈন্য সহ সাজিল ত্বরিত ।
ইন্দ্রের নগরে গিয়া হ'ল উপনীত ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পূরিল গগন ।
দৈত্যসৈন্য ব্যাপিলেক ইন্দ্রের ভুবন ॥
শুনি দেবরাজ ক্রোধে লয়ে সৈন্যচয় ।
বলির সহিত রণ করিল প্রলয় ॥
দোহে বলবন্ত দোঁহে সংগ্রামে প্রচণ্ড ।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে যেন যমদণ্ড ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভুষণ্ডী মুদ্গর ।
পরশু পট্টিশ গদা বিশাল তোমর ॥
রুদ্র পশুপতি নানারূপ সব বাণ ।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল অস্ত্র খরশাণ ॥
শিলীমুখ সূচীমুখ রুদ্রমুখ ক্ষুর ।
পরস্পরে দুই বল বরিষে প্রচুর ॥
যেন প্রলয়ের কালে মজাইতে সৃষ্টি ।
দেবতা অসুরগণ করে বাণবৃষ্টি ॥
বলিরে চাহিয়া ইন্দ্র বলে ক্রোধমনে ।
মোর হস্তে আজি তোর হইবে নিধনে ॥
এই দেখ অস্ত্র মোর ঘোর দরশন ।
ইহার প্রহারে তোরে করিব নিধন ॥
এত বলি ইন্দ্র অস্ত্র যুড়িল ধনুকে ।
ক্ষণে অগ্নি বৃষ্টি হয় ধনুকের মুখে ॥
শূন্যেতে আইসে অস্ত্র উল্কার সমান ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে বলি করে দুই খান ॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি ইন্দ্র মনে পেয়ে লাজ ।
শক্তি অস্ত্র হানে তার হৃদয়ের মাঝ ॥
দুই বাণে বলি তাহা করে দুই খণ্ড ।
বাহুবলে মায়াবলে বিন্ধিল প্রচণ্ড ॥
সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত ।
মাতলি বাহুড়ি রথ পলায় ত্বরিত ॥
কতক্ষণে দেবরাজ হন সচেতন ।
মাতলিরে নিন্দা করি বলিল বচন ॥
সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে বাহুড়িলি রথ ।
পলাইয়া গেলি যেন নাহি দেখি পথ ॥
মাতলি বলিল মোরে নিন্দ অকারণ ।
অবধানে কহি শুন শাস্ত্রনিরূপণ ॥

রথী মূর্চ্ছা দেখি রথ বাহুড়ে সারথি ।
যুদ্ধশাস্ত্রে যোদ্ধাগণ কহে হেন নীতি ॥
ইন্দ্র বলে শীঘ্র তুমি বাহুড়াও রথ ।
বলিরে দেখাব আমি শমনের পথ ॥
আজ্ঞা মাত্রে রথ পুনঃ চালায় মাতলি ।
হাতেতে পরিঘ নিল ইন্দ্র মহাবলী ॥
পরিঘ এড়িল ইন্দ্র উপরে বলির ।
মুকুটকুণ্ডল সহ কাটিলেন শির ॥
রথ হতে ভূমে পড়ে বলি মহাবীর ।
রুধিরে আবৃত তার সমস্ত শরীর ॥
হাহাকার শব্দ করে যত দৈত্যগণ ।
পলাইল সকলে না রহে এক জন ॥
তবে দৈত্য সমবেত হয়ে কত জনে ।
কান্ধে করি বলিরাজে নিল সেইক্ষণে ॥
ক্ষীরসিন্ধু স্থানে গেল সবে শুক্রস্থান ।
মন্ত্রবলে শুক্র তারে দিল প্রাণদান ॥
গুরুর প্রসাদে বলি পাইল জীবন ।
বিধিমতে করে বলি গুরু আরাধন ॥
গুরু আরাধিয়া বলি পায় দিব্যবর ।
করিলেক শিক্ষা ব্রহ্ম মন্ত্র ষড়ক্ষর ॥
মহামন্ত্র পেয়ে তবে বিচারিল মনে ।
অমর অজেয় আমি হব ত্রিভুবনে ॥
এতেক ভাবিয়া বলি সত্বরে চলিল ।
হিমালয়-তটে গিয়া তপ আরম্ভিল ॥
করিল কঠোর তপ লোক-ভয়ঙ্কর ।
পবন ভক্ষিয়া রহে সহস্র বৎসর ॥
তপে তুষ্ট হয়ে বিধি অর্পিবারে বর ।
আসিলেন বলিপাশে হংসের উপর ॥
ডাকিয়া বলিরে কন দেব প্রজাপতি ।
তপঃসিদ্ধ হ'ল তব শুন মহামতি ॥
তোমার তপেতে তুষ্ট হইলাম আমি ।
যেই বর মনে লয় মাগি লহ তুমি ॥
যদি বা দুষ্কর হয় সংসার ভিতর ।
অঙ্গীকার করিলাম দিব সেই বর ॥
শুনিয়া কহিল বলি করিয়া প্রণতি ।
বর যদি দিবে মোরে সৃষ্টি-অধিপতি ॥

অজেয় অমর হই ভুবনমণ্ডলে।
ত্রিভুবন রহে যেন মম করতলে॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে আছে যত জন।
কারো হাতে নহে যেন আমার মরণ॥
বর দিয়া নিজস্থানে যান প্রজাপতি।
তপোযোগ করি বলি করিল আরতি॥
শুভকাল সমুদিত ক্রমে হ'ল তার।
সসৈন্য সাজিয়া বলি গেল নিজাগার॥
ইন্দ্রের সহিত পুনঃ আরম্ভিল রণ।
দোঁহাকার রণকথা না হয় বর্ণন॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
যুদ্ধে পরাভব করে অদিতিকুমারে॥
পবন শমন রুদ্র বরুণ তপন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ॥
যুদ্ধে পরাভব বলি করিল সবারে।
পলাইয়া দেবগণ গেল স্থানান্তরে॥
দেবের সকল কর্ম্ম লইল অসুরে।
নররূপে দেবগণ ভ্রমে মহীপরে॥
শুক্র গুরু আসি তবে উপদেশ দিল।
শত অশ্বমেধ বলি আরম্ভ করিল॥
মহাযজ্ঞ আরম্ভিল দৈত্যের ঈশ্বর।
নররূপে ভুমে রহে অমর নিকর॥
অদিতি পুত্রের দুঃখ হৃদয়ে চিন্তিল।
দেবের দেবত্ব জিনি বলি দৈত্য নিল॥
পুনরপি কোন রূপে নিজ রাজ্য পায়।
চিন্তিল অদিতি ভবে না দেখি উপায়॥

অদিতির তপস্যা ও বিষ্ণুর প্রতি স্তব।

হৃদে বিচারিল তবে দেবের জননী।
উপায় না দেখি আর বিনা চক্রপাণি॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
বিশ্বস্রষ্টা পোষ্টা তিনি সংহার কারণ॥
তাঁহা বিনা এ বিপদে কে করিবে ত্রাণ।
তিনি ভক্ত জনে কৃপা করেন প্রদান॥
বিনা তপে তুষ্ট নহিবেন ভগবান।
ভাবিয়া ক্ষীরোদকূলে করিল প্রস্থান॥
করিল কঠোর তপ দেবের জননী।
তিন দিনে খায় তবে তিন লোট পানি॥
অনন্তরে মাসমধ্যে খায় একবার।
তার পরে দেবমাতা থাকে অনাহার॥
ধ্যান অবলম্ব হেতু করে নিরূপণ।
উর্দ্ধদৃষ্টি রহে মাত্র পবন অশন॥
তপেতে তাপিত হ'ল এ তিন ভুবন।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন পদ্মাসন॥
দেবগণে ডাকি বলিলেন পিতামহ।
তপ পরীক্ষিতে শীঘ্র সকলেতে যাহ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র আদি দেবগণ।
মায়ের সাক্ষাতে গেল পরীক্ষা কারণ॥
ইন্দ্র বলে শুন মাত মম নিবেদন।
আত্মাকে এতেক কষ্ট দেহ কি কারণ॥
আমা সবাকার দুঃখ অদৃষ্টে লিখন।
শুভকাল হলে দুঃখ হবে বিমোচন॥
অশুভ সময়ে কর্ম্ম ফল নাহি ধরে।
বেদের নিয়ম হেন শাস্ত্রের বিচারে॥
এক্ষণে অশুভকাল হইল আমার।
সে কারণে এত দুঃখ হয় অনিবার॥
অদৃষ্টে থাকিলে দুঃখ না হয় খণ্ডন।
সে কারণে শুন মাত মম নিবেদন॥
আত্মাকে এতেক ক্লেশ দেহ কি কারণ।
তপঃ ত্যাগ করি মাত স্থির কর মন॥
মাতৃহীন তনয়ের নাহি সুখলেশ।
সদাই দুঃখিত সেই পায় নানা ক্লেশ॥
ধর্ম্মহীন জন যেন ব্যর্থ উপার্জ্জন।
ভক্তিহীন জ্ঞানিজন যেন অকারণ॥
গায়ত্রী বিহীন ব্যর্থ যেমন ব্রাহ্মণ।
শৌর্য্য বিনা রাজা যেন জীয়ে অকারণ॥
শ্রদ্ধাহীন শ্রাদ্ধ যেন বীজহীন মন্ত্র।
শাস্ত্রহীন গুরু যেন বীজহীন তন্ত্র॥
সে কারণে নিবেদন শুনহ জননি।
আপনার আত্মা রক্ষা করহ আপনি॥
তোমার প্রসাদে মাত শুভকাল হলে।
দুষ্ট দৈত্যগণে মোরা জিনিব যে হেলে॥

এতেক বলিল যদি দেব সুরপতি।
ধ্যান ভঙ্গ করি মাতা চাহে ক্রোধমতি॥
নয়ন শ্রবণ হতে অগ্নি বাহিরায়।
ভয় পেয়ে দেবগণ পলাইয়া যায়॥
ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া করে নিবেদন।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া স্তুতি করিলেন।
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ দর্শন দিলেন॥
নব জলধর জিনি অঙ্গের বরণ।
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন॥
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষিত।
নূপুর কঙ্কণ হার মুক্তা বিরাজিত॥
দিব্য মূর্ত্তি পুরোভাগে দেখি নারায়ণে।
করিলেন স্তুতি প্রণিপাত দেবগণে॥
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হয়ে জগৎপতি।
দেবগণ প্রতি কহে মধুর ভারতী॥
শীঘ্র হবে তোমাদের দুঃখ বিমোচন।
যাহ নিজ স্থানে চলি যত দেবগণ॥
এত বলি অন্তর্হিত হন নারায়ণ।
যথাস্থানে গেল ইন্দ্র আদি দেবগণ॥
অদিতি-তপেতে তপ্ত এ তিন ভুবন।
প্রত্যক্ষ হইয়া হরি দেন দরশন॥
সজল জলদ যেন অঙ্গের বরণ।
কোটি শশীমুখ ফুল্ল রাজীবলোচন॥
কোকনদ কর পদ অধর অতুল।
খগরাজ জিনি নাসা যেন তিলফুল॥
কাঞ্চন বরণ জিনি অম্বর শোভন।
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষণ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে অতি শোভা করে।
দেখিয়া মানিল দেবী বিস্ময় অন্তরে॥
সাক্ষাতে দেখিয়া সেই কমললোচনে।
দণ্ডবৎ প্রণমিল ভক্তিযুত মনে॥
করযোড়ে স্তুতি তবে করিল বিস্তর।
জয় জয় নারায়ণ জয় দামোদর॥
শিষ্টের পালক নমো দুষ্ট বিনাশন।
নমো হয়গ্রীব মধুকৈটভমর্দ্দন॥
নম আদি অবতার মৎস্য কলেবর।
নমো কূর্ম্ম অবতার নমস্তে ভূধর॥
নমস্তে বরাহরূপ মোহিনী আকৃতি।
অবতার শিরোমণি নমো জগৎপতি॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি বৈশ্বানর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব গদাধর॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি অস্থি গিরিগণ॥
তোমার বিভূতি এই সকল সংসার।
আত্মারূপে সর্ব্বস্থানে করিছ বিহার॥
পুরুষ প্রধান তুমি আদি নারায়ণ।
বিষম সঙ্কটে দেব করহ তারণ॥
এইরূপে স্তুতি করে দেবের জননী।
প্রসন্ন হইয়া কহিলেন চক্রপাণি॥
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
মনোনীত বর দিব মাগি লহ তুমি॥
যদি বা অসাধ্য হয় ভুবন ভিতরে।
অঙ্গীকার করিলাম দিব তা তোমারে॥
ভকত যে বাঞ্ছা করে মম সন্নিধান।
সেই তারে অবশ্য না করি আমি আন॥
ভকত-বৎসল আমি ভক্তের কারণে।
আত্ম দান দিয়া তুষি সেই ভক্ত জনে॥
সতী সাধ্বী গুণবতী বড় ভাগ্যবতী।
করিলে কঠোর তপ আমাতে ভকতি॥
সে কারণে বশ আমি হলেম তোমার।
বর ইচ্ছা আছে যদি মাগ সারোদ্ধার॥
এত শুনি কহিলেন দেবের জননী।
যদি বর দিবে তবে দেহ চক্রপাণি॥
নিষ্কণ্টক করি দেহ মম পুত্রগণে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল অসুর দারুণে॥
ধরিয়া মানবরূপ মম পুত্রগণ।
সঙ্গোপনে মহীতলে করিছে ভ্রমণ॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
আমার তনয়গণে জিনিল সমরে॥
পুত্রদের ক্লেশ আমি দেখিতে নারিনু।
তপস্যা করিয়া তাই তোমা আরাধিনু॥

দেহ নিজ মম পুত্রগণে অধিকার।
অসুরের অহঙ্কার করহ সংহার ॥
দৈত্যারি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীমধুসূদন।
এই বর আজ্ঞা মোরে কর নারায়ণ ॥
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ করে অঙ্গীকার।
তোমার গর্ভেতে আমি হব অবতার ॥
ধরিয়া বামনরূপ ছলিব বলিরে।
তব পুত্রগণ যাবে নিজ অধিকারে ॥
রাখিব অদ্ভুত কীর্ত্তি যাইব ধরণী।
এত শুনি কহে পুনঃ কশ্যপরমণী ॥
উপহাস কর প্রভু হেন লয় মনে।
আমার গর্ভেতে তুমি জন্মিবে কেমনে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব এক লোমকূপে।
তোমারে গর্ভেতে আমি ধরিব কি রূপে ॥
যাঁর তত্ত্ব যোগিগণ না পায় উদ্দেশে।
সকল সংসার মুগ্ধ যার মায়াবশে ॥
তাঁহারে কি রূপে আমি করিব ধারণ।
হেন বুঝি উপহাস কর নারায়ণ ॥
হাসিয়া কহেন হরি উপহাস কেনে।
আমারে বিভিন্ন কভু নহে ভক্ত জনে ॥
ভক্ত জন সবে পারে আমারে ধরিতে।
তুমি সতী সাধ্বী ভক্তি সাধিলে আমাতে ॥
সে কারণে তব গর্ভে হব অবতার।
নিজালয়ে এবে তুমি কর আগুসার ॥
এত বলি নিজ স্থানে যান নারায়ণ।
প্রণমিয়া দেবমাতা করিল গমন ॥
স্বামীরে কহিল দেবী এ সব কাহিনী।
শুনি তুষ্ট হইলেন সেই মহামুনি ॥
তবে কত দিন পরে দেব দামোদর।
করিলেন সুপবিত্র অদিতি উদর ॥
দেবরূপ ধরে তবে দেবের জননী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন মুনি ॥
জন্মিবে ঈশ্বর পুত্র জানিয়া নিশ্চয়।
নানা স্তুতি করিলেন ঋষি মহাশয় ॥
নমো নমো নারায়ণ অখিলপাবক।
নমো যজ্ঞকায় হিরণ্যাক্ষ-বিনাশক ॥
নমস্তে নৃসিংহরূপী দৈত্য-বিনাশন।
নমঃ সর্ব্বময় নমো জগতপালন ॥
জগতনায়ক নমো নমো জগৎপতি।
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মোহিনী আকৃতি ॥
নমো যোগপরায়ণ নমো যোগরূপ।
নমো জগৎকর্ত্তা তুমি সবাকার ভূপ ॥
নমো জগৎকর্ত্তা তুমি নমো নারায়ণ।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে তোমার ভ্রমণ।
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংহার।
তোমার বিভূতি দেব সকল সংসার ॥
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের সংহার।
সে কারণে মম ঘরে হলে অবতার ॥
নমস্তে বামনরূপ আদি সনাতন।
এই রূপে স্তুতি করিলেক তপোধন ॥
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হয়ে পীতবাস।
কশ্যপের পুত্ররূপে হলেন প্রকাশ ॥
অদিতির গর্ভে জন্ম লইলেন হরি।
সম্বরি বিরাটবেশ খর্ব্বমূর্ত্তি ধরি ॥
জন্মমাত্রে কহিলেন পিতারে কুমার।
ঝটিতি আমার কর ব্রাহ্মণ সংস্কার ॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি শুভক্ষণ করি।
আপন পুত্রেরে তবে দিলেন উত্তরী ॥
কশ্যপেরে কহিলেন দেব নারায়ণ।
মহাযজ্ঞ করে বিরোচনের নন্দন ॥
অসংখ্য অদ্ভুত ধন দ্বিজে করে দান।
সে কারণে তথা আমি করিব প্রয়াণ ॥
মাগিয়া আনিব দান বলি দৈত্যেশ্বরে।
এত বলি চলিলেন বলির দুয়ারে ॥
বলি রাজা যজ্ঞ করে বসি যজ্ঞস্থলে।
দ্বারে দেখি বামনেরে শুক্র গুরু বলে ॥
অবধান কর বলি বলিব বিশেষ।
এই যে বামন আসে বালকের বেশ ॥
অদিতির গর্ভে জন্ম বিষ্ণু অবতার।
তোমারে ছলিতে করিয়াছে আগুসার ॥
যে কিছু মাগিবে দান না দিবে ইহারে।
এত শুনি বলি দৈত্য কহিলেক তাঁরে ॥

না বুঝিয়া গুরু হেন কহ অকারণ।
স্বয়ং নারায়ণ যদি এই যে ব্রাহ্মণ।।
যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করি চিরকাল।
তিনি যদি ইনি তবে কি ভাগ্য বিশাল।।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর পূজয়ে চরণ।
উদ্দেশে মাগয়ে বর যত দেবগণ।।
সেই প্রভু আসে যদি আমার আলয়।
তবে গুরু অতিগুরু মম ভাগ্যোদয়।।
যে কিছু মাগিবে দান দিব ত নিশ্চয়।
ইহাতে বিরোধী কেন হও মহাশয়।।
ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা দেও অতি অনুচিত।
এত শুনি শুক্র গুরু হলেন দুঃখিত।।
শাপ দিল বলি দৈত্যে মহাক্রোধভরে।
মম বাক্য না শুনিলে ধন-অহঙ্কারে।।
এই শাপে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হবে এইক্ষণে।
এত বলি শুক্র গুরু গেল ক্রুদ্ধমনে।।
হেনকালে উপনীত হৈলা নারায়ণ।
বামন আকৃতি রূপ অরুণ নয়ন।।
দেখি যজ্ঞ-হোতাগণ মানিল বিস্ময়।
উঠে করযোড়ে বিরোচনের তনয়।
প্রণাম করিয়া দিল বসিতে আসন।
সভামধ্যে দ্বিজশিশু বসেন বামন।।
অপরূপ রূপধারী কশ্যপকুমার।
দেখি লোমাঞ্চিত বলি সানন্দ অপার।।
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি করে মতিমান্।
আজি যে সফল মম যোগ যজ্ঞ দান।।
আজি সে সফল জন্ম হইল আমার।
সে কারণে আসিলেন আমার আগার।।
চাহ যাহা দিব তাহা না হবে অন্যথা।
ত্রিভুবন চাহ যদি অর্পিব সর্ব্বথা।।
শুনিয়া কহেন হাসি কপট বামন।
বহু দানে আমার কি আছে প্রয়োজন।।
ব্রাহ্মণবালক আমি তপস্যাতৎপর।
গ্রামে ভূমে আমার কি কাজ দৈত্যেশ্বর।।
ধ্যানে তপে জপে মম যায় অনুক্ষণ।
মুনিকুলে জন্ম মোর শুনহ রাজন।।
অরণ্যনিবাসী আমি ফল-মূলাহারী।
সে কারণে কহি শুন দৈত্য অধিকারী।।
যদি দিবে তুমি দান করিয়াছ মনে।
তিন পদ ভূমি দেহ জুখিয়া চরণে।।
তপ করিবারে চাহি বসিয়া তাহাতে।
ইহা ভিন্ন কিছু অন্য না চাহি তোমাতে।।
ভূমি দান সম ফল নাহি ত্রিভুবনে।
ভূমিদানের মাহাত্ম্য শুন নৃপমণে।।
সুঘোষ নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
সৌভরি নগরবাসী দরিদ্র লক্ষণ।।
ধনার্থে করিল বহু রাজ্য পর্য্যটন।
না মিলিল ধন তার অদৃষ্ট কারণ।।
ছয় পত্নী পুত্র পৌত্র বহু পরিজন।
উপার্জ্জক সেইমাত্র একাকী ব্রাহ্মণ।।
নিরন্তর ভিক্ষা মাগি আনয়ে ব্রাহ্মণ।
ভ্রমণ ব্যতীত নহে উদর ভরণ।।
এক দিন দ্বিজবর ভিক্ষায় না গেল।
আলস্য করিয়া নিজ গৃহেতে রহিল।।
অন্ন হেতু কান্দে তার যত শিশুগণ।
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ পাইল ব্রাহ্মণ।।
আপনারে নিন্দা করি অনেক কহিল।
নিরর্থক জন্ম মম জগতে হইল।।
ধনহীন মনুষ্যের জন্ম অকারণ।
মনুষ্যের মধ্যে কেহ না করে গণন।।
চণ্ডাল যবন আদি যত নীচ জাতি।
ধনাঢ্য হইলে পায় সর্ব্বত্র সুখ্যাতি।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত জন।
ধনহীন হলে কেহ না করে গণন।।
ভার্য্যা পুত্র অরি হয় মিত্র না আদরে।
ধনহীন হলে কিছু করিবারে নারে।।
এই মত চিন্তি চিন্তাকুল তপোধন।
নগর ত্যজিয়া গেল লয়ে পরিজন।।
অবন্তিনগরে বিপ্র করিল বসতি।
বৃত্তি দিয়া বিপ্রবরে স্থাপিল নৃপতি।।
সেই পুণ্যফলে অবন্তীর নরপতি।
দুই কল্প ইন্দ্র সহ করিল বসতি।।

সে কারণে অবধান কর দৈত্যেশ্বর।
ত্রিভুবনে নাহি ভূমিদানের উপর ॥
তিন পদ ভূমিমাত্র সবে মাগি আমি।
ইহা দিয়া মোরে রাজা সন্তোষহ তুমি ॥
বলি বলে বামন হে বুঝি বল বাণী।
ত্রিপদে তোমার তৃপ্তি তাহা নাহি মানি ॥
এই দান দিতে মম চিত্তে নাহি আসে।
সংসারেতে অপযশ ঘুষিবে বিশেষে ॥
অপযশ হতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ মধ্যে গণি।
সে কারণে অবধান কর দ্বিজমণি ॥
নগর চত্বর গ্রাম যাহা ইচ্ছা মনে।
সকল মাগিয়া দান লহ মম স্থানে ॥
এত শুনি হাসি পুনঃ বলেন বামন।
ইহাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
অঙ্গীকার করি বলি কহে অনুচরে।
ভৃঙ্গারে ভরিয়া জল আনহ সত্বরে ॥
হাতে জল করি বলি দান দিতে যায়।
দেখি দৈত্যগুরু তবে চিন্তিল উপায় ॥
বজ্রকীটরূপে গুরু প্রবেশি ভৃঙ্গারে।
নলরুদ্ধ করে জল যেন না নিঃসরে ॥
ভৃঙ্গার ঢালিয়া জল নাহি পড়ে হাতে।
দেখি বলি দৈত্যেশ্বর পড়িল লজ্জাতে ॥
এ সকল তত্ত্ব জানিলেন নারায়ণ।
বলি প্রতি কহিলেন শুনহ রাজন ॥
ভৃঙ্গারের দ্বার মুক্ত কর কুশাঘাতে।
এত শুনি হাতে কুশ লইল ত্বরিতে ॥
বজ্র সম হ'ল কুশ ঈশ্বর-কৃপাতে।
নির্ভরে বাজিল ভার্গবের চক্ষুপথে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
এক চক্ষু অন্ধ তাঁর হ'ল সেই ক্ষণ ॥
কাতর ভার্গব মুনি গেল নিজ স্থান।
বলি দৈত্য বামনেরে দিল ভূমিদান ॥
দান পেয়ে হরি তবে নিজমূর্ত্তি ধরে।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হ'ল কলেবরে ॥
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ বাড়ে ক্রমে ক্রমে।
মুহূর্ত্তেকে তনু গিয়া ঠেকিলেক ব্যোমে ॥
ত্রিভুবন যুড়ি তনু হইল বিস্তার।
জল স্থল সব স্থান হ'ল একাকার ॥
পৃথিবী সহিত হরি সকল নগর।
এক পায়ে ব্যাপিলেন দেব দামোদর ॥
সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিলেন আর এক পায়।
আর পা রাখিতে স্থল নাহিক কোথায় ॥
ডাক দিয়া বলি রাজে বলে বনমালী।
চাহিলাম তব স্থানে তিন পদ স্থলী ॥
দুই পদ ভূমিমাত্র পাইলাম আমি।
আর পদ রাখি কোথা স্থল দেহ তুমি ॥
এত শুনি বলে বিরোচনের নন্দন।
অঙ্গীকার পূর্ণ মম কর নারায়ণ ॥
আমার মস্তকে পদ দেহ জগৎপতি।
নরক হইতে মম কর অব্যাহতি ॥
এত শুনি ধন্যবাদ দিয়া নারায়ণ।
বলির মস্তকোপরি দিলেন চরণ ॥
নানাবিধ মতে বলি পূজিল চরণ।
গরুড়েরে আজ্ঞা করিলেন নারায়ণ ॥
বলিকে পাতালে লয়ে বান্ধ নাগপাশে।
প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে গরুড় হরিষে ॥
বলিকে পাতালে লয়ে বান্ধে সেইক্ষণ।
সাধু সাধু ধন্যবাদ করে দেবগণ ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিয়া হরিষে।
হরিকে করিল স্তুতি অশেষ বিশেষে ॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব দিয়া দেব ভগবান।
অন্তর্হিত হয়ে যান আপনার স্থান ॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে।
সেই রূপ দুর্য্যোধন অহঙ্কার করে ॥
ধনমদে মত্ত হয়ে নাহি মানে কারে।
না শুনে কাহার বাক্য মগ্ন অহঙ্কারে ॥
অচির'তে যুদ্ধে ক্ষয় হবে কুরুকুল।
কুরুকুল প্রতি দেখি বিধি প্রতিকূল ॥
দুর্য্যোধন-পাপে বংশ হইবেক ক্ষয়।
জানিহ নিশ্চয় এই শুন মহাশয় ॥
এত বলি উঠিয়া সে ধৌম্য তপোধন।
পাণ্ডব সভাতে উত্তরিল সেইক্ষণ ॥

ধৌম্যে দেখি আস্তে ব্যস্তে পঞ্চ সহোদর।
বসিতে দিলেন দিব্য সিংহাসনোপর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজি জিজ্ঞাসেন বাণী।
একে একে সব কথা কহে ধৌম্যমুনি॥
তোমার কারণে রাজা সকলে বুঝাল।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল॥
অহঙ্কার করি আরো বলে কুবচন।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
যত শক্তি আছে তার কহিবে পাণ্ডবে।
লইবারে ধন রাজ্য জিনিয়া কৌরবে॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই কহেন বচন।
কুলক্ষয় হেতু বিধি করিল সৃজন॥
মহাক্ষয় হইবেক কুলের সংহার।
শুনিয়া চিন্তিত অতি ধর্ম্মের কুমার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভব তরি॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবদের নিকটে
সঞ্জয়কে প্রেরণ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিরাজ।
তবে কি করিল কহ অন্ধ মহারাজ॥
মুনি বলে নরপতি শুন একমনে।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল কাণে॥
তাহাতে বিরক্ত হয়ে অন্ধ নৃপবর।
সঞ্জয়েরে ডাকাইয়া কহেন সত্বর॥
দেখিলে সঞ্জয় দুর্য্যোধনের দুষ্টতা।
না শুনিল না মানিল মহতের কথা॥
সে কারণে যাহ-তুমি বিরাটনগর।
মম আশীর্ব্বাদ কহ পাণ্ডব-গোচর॥
একে একে পঞ্চ জনে কহিবে কল্যাণ।
বিনয় প্রণয় করি হয়ে সাবধান॥
দ্রৌপদীরে আশীর্ব্বাদ কহিবে আমার।
দৈবগতি দেখ এই সকল সংসার॥
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম সুবুদ্ধি জ্ঞান দৈবে নষ্ট করে॥

সে কারণে মন্দবুদ্ধি হ'ল দুর্য্যোধনে।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বনে॥
রাজপুত্রী হয়ে তুমি রাজার মহিষী।
পাইলে অনেক কষ্ট অরণ্যে নিবসি॥
নানা দুঃখ পেয়ে তুমি করিলে যাপন।
সে সব স্মরিয়া মম সদা পোড়ে মন॥
দৈবের ঘটনে এত হ'ল বিসম্বাদ।
মোরে দেখি কৌরবের ক্ষম অপরাধ॥
সতী সাধ্বী গুণবতী তুমি পতিব্রতা।
লক্ষ্মী অবতার তুমি ধর্ম্ম সচ্চরিতা॥
এইরূপে দ্রৌপদীরে কহিবে বিনয়।
কদাচ আমার প্রতি ক্রোধ নাহি হয়॥
কহিবে পাণ্ডবগণে কাল অনুক্রমি।
পাইলে অনেক কষ্ট বনে বনে ভ্রমি॥
ত্রয়োদশ বর্ষাবধি তোমা পঞ্চ বিনে।
দহিছে আমার আত্মা চিন্তার আগুণে॥
তাপিত আমার মন শান্ত নাহি হয়।
কাষ্ঠ ঘরিষণে যথা হয় অগ্নিময়॥
অন্ন নাহি রুচে মম নাহি রুচে নীর।
তোমা সবা বিচ্ছেদেতে চিত্ত নহে স্থির॥
নয়নে নাহিক নিদ্রা ভোজনে না সুখ।
তোমা সবাকার দুঃখে বিদরিছে বুক॥
গান্ধারী সুবলসুতা তোমা সবা বিনে।
করে খেদ বহে নীর সদাই নয়নে॥
বিদুর বাহ্লীক আর সোমদত্ত বীর।
তোমা সবা অভাবেতে সর্ব্বদা অস্থির॥
নগরনিবাসী চারি জাতি প্রজাগণ।
তোমা সবা না দেখিয়া অরুণ নয়ন॥
হস্তিনার লোক যত দুঃখী রাত্রি দিন।
সদা দীন ক্ষীণ যেন জলহীন মীন॥
তোমা রাজা বিনা রাজ্য শোভা নাহি পায়।
ফলহীন বৃক্ষ যেন জন্ম বৃথা যায়॥
জলহীন নদী যেন পক্ষিহীন সর।
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন ধর্ম্মহীন নর॥
জ্ঞানহীন জ্ঞানী যেন বীজহীন মন্ত্র।
বেদহীন বিপ্র যেন যোগহীন তন্ত্র॥

তোমা সব বিহনেতে তথা প্রজাগণ।
এইরূপে বিনয়েতে কহিবে বচন ॥
নানাবিধ অলঙ্কার দিব্য বস্ত্র লয়ে।
শীঘ্রগতি যাও পাণ্ডুপুত্র দেখ গিয়ে ॥
অশ্বের সংযোগ রথে করি আরোহণ।
শুভ লগ্ন তিথি আজি করহ গমন ॥
সঞ্জয় এতেক শুনি উঠি সেইক্ষণ।
যুড়ি খেচরের রথ পবন গমন ॥
বিরাট নগর মধ্যে পাণ্ডুর কুমার।
সভা করি বসিয়াছে দেব অবতার ॥
সঞ্জয় এ হেন কালে হন উপনীত।
দেখিয়া বিরাট তারে জিজ্ঞাসিল হিত ॥
দিব্য রত্ন সিংহাসন দিলেন বসিতে।
পাণ্ডবে সম্ভাষি দূত বসিল সভাতে ॥
কহেন সঞ্জয় প্রতি ভাই পঞ্চজন।
সবার কুশল বার্ত্তা কহ বিবরণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ভীষ্ম বাহ্লীক নৃপতি।
জননী আমার কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতি ॥
ত্রয়োদশ বর্ষ কাল নাহি দরশন।
কেবা মরে কেবা জীয়ে না জানি কারণ ॥
কোথা হতে এই স্থানে তব আগমন।
জ্যেষ্ঠ তাত পাঠাইল এই লয় মন ॥
কি কহিয়া পাঠাইল অম্বিকানন্দন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর যত সভাজন ॥
কি কহিল কর্ণ বীর রাধার কুমার।
দুর্য্যোধন কি বলে শকুনি দুরাচার ॥
উভয় কুলের হিত সবে কি চিন্তিল।
সম্প্রীতি করিতে বুঝি তোমা পাঠাইল ॥
যেই সত্য করিলাম সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইনু মুক্ত ধর্ম্মের কৃপাতে ॥
সর্ব্বধর্ম্ম-মূল হরি ব্রহ্ম সনাতন।
তাঁহার কৃপায় হ'ল সঙ্কটে তারণ ॥
এত দুঃখ পেয়ে তবু রাখিলাম ধর্ম্ম।
সবে সুখে আছেন সবার মূল কর্ম্ম ॥
সমুচিত ভাগ যেই হয়ত আমার।
তাহা ছাড়ি দিতে করিয়াছে কি বিচার ॥
আমারে বিভাগ দিতে কৌরব কি চাহে
সম্প্রীতে না দিবে কিবা মজিবে কলহে
কহত সঞ্জয় তুমি সব বিবরণ।
সঞ্জয় শুনিয়া তবে করে নিবেদন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বাহ্লীক নৃপতি।
সম্প্রীতি করিতে সবে দিল অনুমতি ॥
কারো বাক্য না শুনিল কৌরব দুর্ম্মতি।
অনেক সান্ত্বনা করে অন্ধ নরপতি ॥
ভীষ্মমুখে শুনি তোমা সবার উদয়।
আনন্দিত সকলের হইল হৃদয় ॥
চারি জাতি নগরেতে যত প্রজাগণ।
বার্ত্তা পেয়ে হৃষ্টচিত্ত হ'ল সর্ব্বজন ॥
মৃতের শরীর যেন পাইল জীবন।
তোমা সবা সমাচারে তথা প্রজাগণ ॥
সুহৃদ অমাত্য জ্ঞাতি যত বন্ধুজন।
সদা হাহাকার শব্দে করিত রোদন ॥
ডাকিত পাণ্ডব বলি সদা ঊর্দ্ধমুখে।
তোমা সবা না দেখিয়া দগ্ধ ছিল দুঃখে ॥
আত্মার বিহনে যথা না রহে জীবন।
তোমা সবা বিরহেতে তথা সর্ব্বজন ॥
দ্বাদশ বৎসরাবধি যত প্রজাগণ।
সুখলেশ নাহি কার জীয়ন্তে মরণ ॥
এবে সমাচার শুনি তোমা সবাকার।
দেখিতে উদ্বেগচিত্ত আনন্দ অপার ॥
তোমা পঞ্চ ভাই যবে গেলে বনবাসে।
বিনা মেঘে নগরেতে রুধির বরিষে ॥
দিবসে ডাকয়ে শিবা অতি কুলক্ষণ।
উল্কাপাত আদি শব্দ হয় ঘনে ঘন ॥
সেই ক্ষণে ধূমকেতু প্রকাশে আকাশে।
অশ্ব হস্তী পশুগণ কান্দে চারি পাশে ॥
এই অলক্ষণ দেখি বলে জ্ঞানিজন।
কুলক্ষয় হ'ল রাজা তোমার কারণ ॥
অতি কুলক্ষণ রাজা দেখি শাস্ত্রমতে।
এখন উপায় কর যদি লয় চিতে ॥
দিনে দিনে অলক্ষণ দেখ নৃপমণি।
পৃথিবী হারিল শস্য মেঘে অল্প পানী ॥

সে কারণে নরপতি মম বাক্য ধর।
আপন কুলের হিত যদি বাঞ্ছা কর॥
ঘাছুড়িয়া আন পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার॥
তবে সে মঙ্গল হয় প্রজার কল্যাণ।
এরূপে পূর্ব্বেতে কহে যত জ্ঞানবান॥
পুত্রবশ ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল।
সেই কাল আসি রাজা উপস্থিত হ'ল॥
উত্তর গোগ্রহে অনন্তরে কুরুগণে।
অপমান করিলেন ধনঞ্জয় রণে॥
দণ্ডভগ্ন হয়ে আসে কৌরবের পতি।
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইল নীতি॥
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া কহিল বচন।
কারো বাক্য না শুনিল রাজা দুর্য্যোধন॥
পরে ধৌম্য পুরোহিত তোমার আদেশে।
শাস্ত্র উপদেশে বুঝাইলেন বিশেষে॥
অনাদর করি তাহা না শুনিল কাণে।
শুনিয়া থাকিবে তাহা ধৌম্যের বদনে॥
কারো কথা দুর্য্যোধন যবে না শুনিল।
আমারে ডাকিয়া তবে বুড়াটী বলিল॥
এই রত্ন ধন দিল বস্ত্র অলঙ্কার।
পুনঃপুনঃ বহু কথা কহে বারবার॥
কহিব সে সব কথা শুনহ রাজন।
ত্রয়োদশ বর্ষ তব না ছিল মিলন॥
পাইলে অনেক কষ্ট ভ্রমি বনে বন।
সে সকল মনে নাহি কর কদাচন॥
কপটী কুমন্ত্রী কর্ণ আর দুঃশাসন।
শকুনি সৌবল আর রাজা দুর্য্যোধন॥
তা সবার কপটেতে হ'ল সর্ব্বনাশ।
তোমা সবে বনে গেলে আমরা নিরাশ॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমা নাহি মানে।
যতেক কহি যে আমি না শুনে শ্রবণে॥
আমার বচন সেই চিত্তে নাহি লিখে।
কর্ণ-দুঃশাসন-বাক্য শুধুমাত্র রাখে॥
কালেতে কুবুদ্ধি দেয় কে করিবে আন।
ইত্যাদি বলিল ধৃতরাষ্ট্র বর্ত্তমান॥
দুর্য্যোধন রাজ্য ছাড়ি নাহি দিতে চায়।
যেই চিত্তে আসে তাহা কর ধর্ম্মরায়॥
এত শুনি পুনরপি কহে পঞ্চ জন।
কহ শুনি কি বলিল রাজা দুর্য্যোধন॥
কি বলিল কর্ণবীর রাধার নন্দন।
সত্য করি বল তাহা শুনি দিয়া মন॥
সঞ্জয় কহিছে শুন পাণ্ডুর কুমার।
কহিল নিষ্ঠুর দুর্য্যোধন দুরাচার॥
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি আমি দিব তারে।
কোন শক্তি তার মোরে বলাৎকার করে॥
মহা মহা বীরগণ আমার সহায়।
মুহূর্ত্তেকে পাণ্ডবেরা হবে পরাজয়॥
সত্য সত্য সুনিশ্চয় করি যুদ্ধ পণ।
এইরূপে কহে কথা রাজা দুর্য্যোধন॥
রাধেয় করিয়া দম্ভ কহিল বিস্তর।
কার শক্তি মোর সঙ্গে করিবে সমর॥
যেবা ধনঞ্জয় আছে সংগ্রামে প্রখর।
প্রথমে যুদ্ধেতে তারে মারিব সত্বর॥
তারে মারি চারি জনে রাখিব বান্ধিয়া।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য কর নির্ভয় হইয়া॥
এইরূপে কহিলেক রাধেয় দুর্ম্মতি।
চিত্তে যাহা আসে তাহা কর নরপতি॥
নিশ্চয় হইবে রণ নহে নিবারণ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য ভাই পঞ্চ জন॥
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর।
যুদ্ধ হেতু বরিবারে পাঠাইল চর॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র রথ সামগ্রী বিস্তর।
দুর্য্যোধন-আদেশেতে করে অনুচর॥
শুনিয়া সঞ্জয়বাক্য ধর্ম্মের নন্দন।
কহেন কম্পিত-অঙ্গ অরুণ লোচন॥
যাহত সঞ্জয় পুনঃ মম দূত হয়ে।
যাহা কহি কৌরবেরে কহিবে বুঝায়ে॥
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত তাঁর উপরোধ।
সে কারণে পূর্ব্ব হতে না করিনু ক্রোধ॥
সেই হেতু এত দিন রহিল জীবন।
আপনার মৃত্যু বুঝি চাহিছে এখন॥

পূর্ব্বে যেই সত্য ছিল মুক্ত হই তায়।
তবে কেন রাজ্য মম নাহি দিতে চায়॥
মৃত্যু শ্রেয়ঃ সে বুঝিল বুঝি অনুমানে।
সে কারণে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা মনে॥
অল্পকার্য্যে জ্ঞাতিবধে নাহি প্রয়োজন।
আপনার মান রক্ষা কর দুর্য্যোধন॥
সমুচিত ভাগ যেই শাস্ত্র নিরূপণে।
তাহা দিয়া বশ কর আমা পঞ্চ জনে॥
নহিলে প্রলয় বড় হবে কুলক্ষয়।
এইরূপে কৌরবেরে কহিও নিশ্চয়॥
তবে ভীমসেন কহে ক্রোধ করি মনে।
বলিও আমার বার্ত্তা কৌরব রাজনে॥
হিমাদ্রি ত্যজয়ে ধৈর্য্য সূর্য্য না প্রকাশে।
অনল শীতল হয় সপ্ত সিন্ধু শোষে॥
নক্ষত্র সহিত শশী ত্যজয়ে আকাশ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যদি না হয় প্রকাশ॥
যোগী যোগ ত্যজে ধর্ম্ম ত্যজে ধর্ম্মিজন।
গায়ত্রীবিহীন হয় ব্রাহ্মণনন্দন॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
ঊরু ভাঙ্গি দুর্য্যোধনে করিব নিধন॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে সভা বিদ্যমানে।
এখন সঞ্জয় কহিলাম তব স্থানে॥
দুর্য্যোধন লয় যদি ধর্ম্মের শরণ।
যতেক প্রতিজ্ঞা মম সব অকারণ॥
মোর হাতে সব ভাই রক্ষা পাবে তবে।
এই কথা অনুসারে কহিবে কৌরবে॥
অবশ্য আমার হাতে হইবে নিধন।
যত দুঃখ পাইলাম আছে সে স্মরণ॥
এই সব দুঃখ অঙ্গে হতেছে দহন।
সেই সব দুঃখভরে সদা পোড়ে মন॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীর অপমান কৈল।
দেখিয়া অন্ধের মুখ সকলি সহিল॥
সেই সব অগ্নিপ্রায় জ্বলিছে অন্তরে।
ধর্ম্ম-আজ্ঞা পেলে যেত শমনের ঘরে॥
রাজ্য ভাগ ছাড়ি দিতে বলিও আমার।
নিবৃত্ত হয়েছে অগ্নি কেন জ্বাল আর॥

এরূপে কহিবে তুমি রাজা দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত কুরুগণে॥
এত বলি নিবর্ত্তিল মরুততনয়।
বলেন সঞ্জয় প্রতি তবে ধনঞ্জয়॥
কহিবে অন্ধেরে তুমি মম নমস্কার।
তোমা বিদ্যমানে দুঃখ হইল অপার॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি॥
আমার বিভাগ রাজ্য দেহ অবিকল।
অল্প হেতু জ্ঞাতিবধে নাহি কোন ফল॥
তুমি যদি আজ্ঞা কর আমারে রাজন।
আপনার রাজ্য গিয়া লই সেইক্ষণ॥
তবে যদি দ্বন্দ্ব করে মূর্খ দুর্য্যোধন।
আমি দ্বন্দ্ব কদাচ না করিব রাজন॥
অত্যন্ত করিলে তবু প্রাণে না মারিব।
আজ্ঞা হয় যদি তারে বান্ধিয়া রাখিব॥
বলিকে বান্ধিয়া যথা ইন্দ্র রাজ্য করে।
তব হিত হেতু রাজা কহি যে তোমারে॥
এইমত যদি নাহি কর কদাচিত।
বংশের সহিত তবে মজিবে নিশ্চিত॥
এইরূপে মম কথা কহিবে অন্ধেরে।
না শুনিলে পুনরপি কহিবে তাহারে॥
বাতাপি পক্ষীর যথা শুনেছি কথন।
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র তব আচরণ॥
মুখেতে সৌজন্য কথা অন্তরেতে আন।
তোমার কপটে বংশ হ'ল সমাধান॥
এত শুনি ধনঞ্জয়ে জিজ্ঞাসে সঞ্জয়।
বাতাপি পক্ষীর কথা কহ মহাশয়॥
পক্ষীযোনি হয়ে হিংসা কৈল কি কারণ।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় কহ বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বাতাপি পক্ষীর ইতিহাস।

অর্জ্জুন কহেন শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
তপস্যা করিতে যথা গেল খগমণি॥

করিয়া কঠোর তপ বিষ্ণু আরাধিল।
মনোনীত বর পেয়ে নিবর্ত্তি আসিল ॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতেতে আসে খগেশ্বর।
ঋষ্য নামে রাজা সেই গিরির ঈশ্বর ॥
তার ভার্য্যা রূপবতী পরম সুন্দরী।
সদা স্বামিসেবা করে পুত্র বাঞ্ছা করি ॥
কত দিনে অপুত্রক মরে নরপতি।
স্বামিশোকে শোকাকুলা ভার্য্যা গুণবতী ॥
একাকিনী বনমধ্যে করেন ক্রন্দন।
ক্রন্দনের শব্দ শুনি বিনতানন্দন ॥
কামরূপী বিহঙ্গম নানা মায়া জানে।
ধরিয়া মনুষ্যরূপ গেল তার স্থানে ॥
দিব্যরূপ হইলেন দেবের লক্ষণ।
দেখি কামিনীর রূপ মোহে সেইক্ষণ ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
দেখিয়া কন্যার রূপ বিনতানন্দন ॥
মদনমোহন-বাণে হয়ে জরজর।
কন্যারে কহিল তবে বিনয় উত্তর ॥
একাকী রোদন কর কিসের কারণ।
কার কন্যা তুমি তব পতি কোন জন ॥
নিজ পরিচয় মোরে কহ সুবদনি।
এত শুনি কহে কন্যা যুড়ি দুই পাণি ॥
দক্ষবংশে জন্ম মম বিখ্যাত ভুবনে।
ঋষ্য নামে রাজা ছিল এই ত কাননে ॥
পুত্রবাঞ্ছা করি তপ করিল রাজন।
পুত্র না হইল তাঁর হইল নিধন ॥
রাজা হয়ে রাজ্য রাখে বংশে কেহ নাই।
সে হেতু ক্রন্দন করি শুন এই ঠাঁই ॥
গরুড় কহিল শোক না কর অন্তরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে ॥
তোমাকে দেখিয়া মন মজিল আমার।
কামানলে দহে অঙ্গ করহ উদ্ধার ॥
এত শুনি কহে কন্যা করি যোড়পাণি।
কৃপা যদি কৈলে তবে শুন খগমণি ॥
শত পুত্র দান দেহ তোমার ঔরসে।
মহাবলবন্ত যেন হয়ত বিশেষে ॥
কন্যার বচনে খগ অঙ্গীকার কৈল।
দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া আনন্দে করিল ॥
কত দিনে ঋতুযোগে হ'ল গর্ব্ভবতী।
এককালে শত ডিম্ব প্রসবিল সতী ॥
সুশীলা নামেতে তার আছিল সতিনী।
সেবাবশে পরিতুষ্ট করে খগমণি ॥
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করিল রমণ।
ঋতুযোগে গর্ব্ভবতী হ'ল সেইক্ষণ ॥
দুইগুটি ডিম্ব সেই কন্যা প্রসবিল।
কত দিনে ডিম্বগণ সকল ফুটিল ॥
সুশীলার গর্ব্ভে হ'ল যুগল নন্দন।
এক জন অন্ধ হ'ল দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
অন্ধক বলিয়া নাম রাখিল তাহার।
মহাবলবন্ত হ'ল দ্বিতীয় কুমার ॥
মনুষ্যের প্রায় যেন পক্ষীর আকৃতি।
জটায়ু তাহার নাম রাখে খগপতি ॥
আর সব পুত্র হ'ল মহাবলধর।
তেজঃপুঞ্জ সুগঠন পরম সুন্দর ॥
প্রধান পুত্রের নাম রাখিল কুবল।
তারে রাজা করিল গরুড় মহাবল ॥
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে স্থাপিল রাজ্যেতে।
কত দিনে গেল রাজা সুমেরু পর্ব্বতে ॥
পবনের সহ তথা বিবাদ হইল।
চিরকাল খগেশ্বর তথায় রহিল ॥
হেথা সব নাগগণ পেয়ে অবসর।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতেতে আসিল সত্বর ॥
কুবল পক্ষীর রাজা গরুড়-কোঙর।
তার সঙ্গে যুদ্ধ কৈল শতেক বৎসর ॥
শত ভাই সহ তারে করিল সংহার।
দেখিয়া অন্ধক পক্ষী করিল বিচার ॥
ভ্রাতৃসহ নিল নাগগণের শরণ।
অভয় তাহারে দিল যত নাগগণ ॥
অন্ধকেরে রাজা করি স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
সঘনে চলিয়া নাগ গেল পাতালেতে ॥
কত দিনে খগেশ্বর আসিল তথায়।
পুত্রগণ-মৃত্যু শুনি ক্রোধে কম্পকায় ॥

সেই দোষে মারে বীর বহু নাগগণে।
ব্রহ্মা আসি শান্ত কৈল বিনতানন্দনে॥
জটায়ু ধার্ম্মিক হ'ল তপস্বী অপার।
তাহার ঔরসে হ'ল যুগল কুমার॥
শুক সারী নাম রাখে পক্ষীর প্রধান।
পরম সুন্দর হ'ল মহাবলবান॥
অন্ধক-ঔরসে হ'ল সহস্র কুমার।
মহাবলবন্ত হ'ল পক্ষীর আকার॥
প্রথম পুত্রের নাম বাতাপি রাখিল।
শুভক্ষণ দেখি তারে রাজ্যপদ দিল॥
মহাবলবন্ত হ'ল পক্ষীর প্রধান।
গরুড়-বংশের কথা অদ্ভুত আখ্যান॥
কোটি কোটি পক্ষী জন্মে তাহার ঔরসে।
সব জাতিগণে পালে ধর্ম্ম-উপদেশে॥
অন্তরে কপট তার কেহ নাহি জানে।
মহাবুদ্ধিমন্ত বলি সবে তারে মানে॥
চিন্তিয়া বাতাপি পক্ষী বলে মহাবলী।
সব নাগগণ সঙ্গে করিয়া মিতালি॥
তাহার আশ্বাসে মুগ্ধ নাগরাজ বংশে।
নিরন্তর বলে ছলে নাগগণে হিংসে॥
শুক সারী দুই ভাই ছিল বুদ্ধিমন্ত।
জানিল বাতাপি পক্ষী জাতিগণ-অন্ত॥
এতেক চিন্তিয়া দোঁহে সত্বরে চলিল।
হিমাদ্রির তটে গিয়া তপ আরম্ভিল॥
করিয়া কঠোর তপ পূজি পঞ্চাননে।
মনোনীত বর পেয়ে ভাই দুই জনে॥
আসিয়া সকল শত্রু করিল বিনাশ।
কহিলাম তোমারে এ পক্ষী ইতিহাস॥
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র করে আচরণ।
মুহূর্ত্তেকে সবংশেতে হইবে নিধন॥
অহিংসকে হিংসে যেই দৈবে তারে হিংসে
তার দোষে বাতি দিতে না থাকিবে বংশে
সঞ্জয় এতেক শুনি হ'ল হৃষ্টমন।
কহিতে লাগিল পরে অন্য সর্ব্বজন॥
সহদেব ও নকুল বিরাট নৃপতি।
শিখণ্ডী দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি॥
কহিবে অন্ধেরে আমা সবা নিবেদন।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য দেহত রাজন॥
সম্প্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবে পশ্চাতে।
সবংশে মজিবে রাজা কহিনু নিশ্চিতে॥
এরূপে কহিল কথা যত বীরগণ।
সবাকে সম্ভাষি তবে সূতের নন্দন॥
মেলানি মাগিয়া ধর্ম্মে আরোহিয়া রথে।
গিয়া সব নিবেদিল অন্ধের সাক্ষাতে॥
শুনিয়া নৃপতি নাহি কহে ভাল মন্দ।
চিত্তেতে আকুল হয়ে সদা ভাবে অন্ধ॥
যেই প্রভু নীলগিরি নীলকণ্ঠধারী।
নমো ব্রহ্ম অবতার দারুরূপধারী॥
দারুরূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
তাহার চরণ চিন্তি কহে কাশীদাস॥

দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণে রাজগণের আগমন ও যুদ্ধসজ্জা।

রাজা জন্মেজয় মুনিবরে জিজ্ঞাসিল।
পরে কহ মুনি আর কি প্রসঙ্গ হ'ল॥
পাণ্ডবের রণে আসে কত বীরগণ।
কত সৈন্য সহ সাজে নিজে দুর্য্যোধন॥
মহা মহা বীরগণ কৌরব সহায়।
অল্প সৈন্য বলহীন পাণ্ডুর তনয়॥
কেবল সহায় মাত্র দেব নারায়ণ।
ব্রহ্মার সহায় যথা অদিতিনন্দন॥
পাণ্ডবের পক্ষমাত্র কৃষ্ণধন দেখি।
ইন্দ্রের আশ্রয়ে যথা দেবগণ সুখী॥
উভয় কুলের হিত ভাবে নারায়ণ।
সহায় হলেন পাণ্ডবের কি কারণ॥
গোবিন্দেরে কেন নাহি বলে দুর্য্যোধন।
কহ কহ মুনিবর ইহার কারণ॥
মুনি বলে শুন নৃপ শ্রীজনমেজয়।
দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন পাপিষ্ঠ দুর্জ্জয়॥
সে হেতু কল্পনা করি জগত-নিবাস।
দুর্য্যোধনে ছাড়িলেন করিয়া নিরাশ॥
চেদিবংশে ছিল যত যত রাজগণ।
যুদ্ধ হেতু দুর্য্যোধন লিখিল লিখন॥

পাইয়া রাজার আজ্ঞা চেদিবংশপতি ।
নব কোটি গজ সাজে সাত কোটি রথী ॥
সহস্র শতেক কোটি সাজে অশ্ববর ।
পঞ্চ কোটি মল্ল সাজে পদাতি বিস্তর ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পূরিল ধরণী ।
সৈন্য-কোলাহলে সবে কর্ণে নাহি শুনি ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় সূর্য্য আচ্ছাদিল ।
কৌরবের সৈন্যমধ্যে শীঘ্র মিশাইল ॥
ভগদত্ত রাজা আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ ।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সৈন্য করিয়া সাজন ॥
সহস্র শতেক কোটি অশ্ব আসোয়ার ।
যষ্টি কোটি মহারথী তার পরিবার ॥
ছত্রিশ সহস্র কোটি সঙ্গে মত্ত হাতী ।
চতুরঙ্গ দল সহ আসে নরপতি ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কাঁপে মহীধরে ।
মিশাইল আসি কুরুসৈন্যের সাগরে ॥
বৃহদ্বল রাজা আসে শুনিয়া লিখন ।
যতেক সাজিল সৈন্য কে করে গণন ॥
পঞ্চষষ্টি সঙ্গেতে সহস্র মহারথী ।
যষ্টি শত সহস্র যে সঙ্গে মত্ত হাতী ॥
পঞ্চদশ সহস্র যে সঙ্গে আসোয়ার ।
তবকি তুরকি মল্ল পদাতি অপার ॥
নানা বাদ্য কোলাহলে কুরুরণে গেল ।
শ্রুতমাত্রে তদন্তরে কলিঙ্গ সাজিল ॥
শত ভাই সহ আসে কলিঙ্গ নৃপতি ।
সাজিল অসংখ্য সৈন্য রথী মহারথী ॥
সহস্র শতেক কোটি কিরাত যবন ।
ষষ্টি কোটি রথ সাজে পত্তি অগণন ॥
পঞ্চাশ সহস্র কোটি সাজে অশ্ববল ।
নৃপতি কলিঙ্গ চলে চতুরঙ্গ দল ॥
কৌরব সৈন্যেতে আসি করিল মিলন ।
নীলধ্বজ নৃপে তবে করে নিমন্ত্রণ ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সৈন্য ত্বরিতে আসিল ।
সুশর্ম্মা নৃপতি তবে সংবাদ পাইল ॥
চতুরঙ্গ দলে রাজা করিল সাজন ।
পঞ্চ কোটি রথী সাজে পত্তি অগণন ॥
দুই লক্ষ মত্ত গজ তুরঙ্গ অপার ।
চলিল সুশর্ম্মা রাজা সহ পরিবার ॥
কৌরবের সঙ্গে আসি করিল মিলন ।
আসিল ত্রিগর্ত্ত সঙ্গে সৈন্য অগণন ॥
পঞ্চ ভাই সহ আসে ত্রিগর্ত্ত নৃপতি ।
সাতকোটি রথী সঙ্গে পঞ্চ কোটি হাতী ॥
একাদশ কোটি তুরঙ্গম আসোয়ার ।
চতুরঙ্গ দল সহ করে আগুসার ॥
ক্ষেমবর্ত্তী রাজা আর রাজা অনুবৃন্দ ।
সুমন্ত্র সারথি আর রাজা জলসন্ধ ॥
এইরূপে পঞ্চষষ্টি শত নরপতি ।
রথ রথী গজ বাজী অসংখ্য পদাতি ॥
কৌরবের দলে আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ ।
সৈন্য-কোলাহল শব্দে পূরিল গগন ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিল ।
দেখি চিত্তে দুর্য্যোধন সানন্দ হইল ॥
অনুচরে আজ্ঞা দিল কৌরব তনয় ।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয় ॥
বিচিত্র মন্দির পুর করিবে অপার ।
ধান্য যব তণ্ডুলাদি রাখ উপহার ॥
অশ্বশালা সারি সারি করিবে অপার ।
কুরুক্ষেত্র মধ্যে সবে কর আগুসার ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী রহিবার স্থান ।
শীঘ্রগতি কুরুক্ষেত্রে করহ নির্ম্মাণ ॥
রাজার আশ্বাস পেয়ে অনুচরগণ ।
সেইক্ষণে কুরুক্ষেত্রে করিল গমন ॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি খনক আনিল ।
গড়খাই নির্ম্মাইতে সবাকে কহিল ॥
আজ্ঞা পেয়ে খনিবারে লাগে সেইক্ষণে ।
যতেক রচিল গৃহ না যায় লিখনে ॥
নানা অস্ত্র-শস্ত্র-পূর্ণ কৈল গৃহগণ ।
যতেক সঞ্চিত দ্রব্য না হয় লিখন ॥
নির্ম্মাইয়া গড়খাই যত অনুচরে ।
নিবেদন কৈল আসি কৌরবকুমারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী ।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভবতরী ॥

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধসজ্জা করিতে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ও কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তির কথা।

জন্মেজয় কহে কহ শুনি তপোধন।
অতঃপর কি করিল ভাই পঞ্চ জন॥
হেথা দুর্য্যোধন রাজা করিল সাজন।
তবে কিবা করিলেন পাণ্ডুর নন্দন॥
কোন কোন রাজা হ'ল সহায় তাঁহার।
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুন নৃপবর জন্মেজয়।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না হবে খণ্ডন।
ভ্রাতৃগণে ডাক দিয়া কহেন বচন॥
শুনিলে কি ভ্রাতৃগণ কৌরবকাহিনী।
সাজিল পাপিষ্ঠ একাদশ অক্ষৌহিণী॥
আমার আছয়ে যত সুহৃদ্ সুজন।
যুদ্ধ হেতু সবাকারে লিখহ লিখন॥
ভোজবংশে অন্ধবংশে যতেক রাজন।
সৌবল সুমিত্র আদি মাদ্রীর নন্দন॥
যদুবংশে উগ্রসেন আদি রাজগণ।
যথা যোদ্ধা সবাকারে লিখহ লিখন॥
অনুচরগণে আজ্ঞা কর শীঘ্রতরে।
কুরুক্ষেত্রে গড়খাই কহ রচিবারে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আদি করহ সঞ্চার।
নানা অস্ত্র শস্ত্র নানাবিধ উপহার॥
নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে ইন্দ্রের নন্দন।
ডাকি ধৃষ্টদ্যুম্নে তবে কহে সেইক্ষণ॥
আপনিহ যাহ তথা বিলম্ব না সয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয়॥
সহস্র সহস্র সঙ্গে লহ অনুচর।
দিব্য গড়খাই রচ আগার বিস্তর॥
কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ পুরাণে বাখানি।
যাহাতে পড়িলে যুদ্ধে পায় দেবযোনি॥
পূর্ব্বপিতামহ মম কুরু নৃপমণি।
ব্যাসমুখে শুনিলাম তাঁহার কাহিনী॥
একচ্ছত্র মহারাজ ছিল ভূমণ্ডলে।
কুরুক্ষেত্র কৈল রাজা নিজ পুণ্যবলে॥
শুনি কহে ধৃষ্টদ্যুম্ন করিয়া বিনয়।
ইহার বৃত্তান্ত কহ শুনি ধনঞ্জয়॥
কোন পুণ্যবলে রাজা কুরুক্ষেত্র কৈল।
কোন দেব আরাধিয়া এ বর পাইল॥
অর্জ্জুন বলেন শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
মহাধর্ম্মশীল ছিল কুরু নৃপমণি॥
বাহুবলে শাসিলেন সর্ব্ব ভূমণ্ডল।
একচ্ছত্র রাজা হ'ল বলে মহাবল॥
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল রাজন।
কুরুর মহিমা-গুণ বিখ্যাত ভুবন॥
এক দিন পিতৃগণ কহিল তাঁহারে।
মাংসশ্রাদ্ধে তৃপ্তি কর আমা সবাকারে॥
পিতৃগণ-আজ্ঞাকারী কুরু নরপতি।
মৃগয়া কারণে বনে গেল শীঘ্রগতি॥
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
আগু বাড়ি পাঠাইল মৃগ বহুতর॥
মৃগয়ান্তে শ্রান্ত বড় হইয়া রাজন।
জল অন্বেষণে রাজা ভ্রমে বনে বন॥
জল নাহি পায় রাজা তৃষ্ণায় পীড়িত।
দণ্ডক কাননে রাজা হ'ল উপনীত॥
মুনির আশ্রম সেই অপূর্ব্ব কানন।
মনুষ্য-অগম্য স্থল অতি সুশোভন॥
দিব্য সরোবর আছে বনের ভিতরে।
দেবকন্যাগণ তাহে নিত্য কেলি করে॥
সেই সরোবরে রাজা হ'ল উপনীত।
সরোবর দেখি রাজা মনে পায় প্রীত॥
বহুরূপা নামে কন্যা দেবের নর্ত্তনী।
রূপেতে কনকলতা খঞ্জননয়নী॥
মুখরুচি শত শশী করিয়াছে শোভা।
ওষ্ঠস্থল অতুল বন্ধুক পুষ্প আভা॥
শুকচঞ্চু জিনি নাসা জিনি তিলফুল।
কামের কামান ভুরু কিবা দিব তুল॥
দেখিয়া কন্যার রূপ মোহিত রাজন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল কামে অচেতন॥

নিকটেতে গিয়া রাজা জিজ্ঞাসে কন্যারে।
নিজ পরিচয় তুমি কহিবে আমারে॥
তোমার রূপের সীমা না যায় বর্ণনে।
তোমা সম রূপ গুণ না দেখি নয়নে॥
কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী হবে হরপ্রিয়া।
সাবিত্রী রুক্মিণী কিবা হবে সর্ব্বজয়া॥
কিবা নাগকন্যা হবে তিলোত্তমা প্রায়।
নিজ পরিচয় কন্যা কহিবে আমায়॥
কন্যা বলে শুন মম পূর্ব্বের কাহিনী।
বহুরূপা নাম মম ইন্দ্রের নর্ত্তনী॥
পূর্ব্বজন্মে আমি রাজা ছিনু পক্ষিযোনি।
প্রভাসে বসতি ছিল নাম সারঙ্গিণী॥
প্রামাণিক নামে বট প্রভাসের তীরে।
অদ্যাপি সে বৃক্ষ আছে দৃষ্টির গোচরে॥
তথা অবস্থিতি করি আমি বহুকাল।
কত দিনে বৃদ্ধকাল হইল জঞ্জাল॥
জরাতে আতুর তনু ব্যাধিতে পীড়িল।
সেই বৃক্ষ উপরেতে মম মৃত্যু হ'ল॥
মরিয়া শুকায়ে ছিনু বৃক্ষের উপরে।
বহুকাল ছিনু আমি বাসার ভিতরে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
কত দিনে ঘোরতর বহিল পবন॥
বাসার সহিত মম শুষ্ক কলেবরে।
উড়াইয়া ফেলিলেন প্রভাসের নীরে॥
পরশ করিতে অঙ্গ প্রভাসের পানী।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হইলাম নৃপমণি॥
দিব্য মূর্ত্তি ধরিলাম রূপেতে পদ্মিনী।
সেই পুণ্যে হইলাম ইন্দ্রের নর্ত্তনী॥
ইন্দ্রের সাক্ষাতে নৃত্য করি বার বার।
এক দিন পাপবুদ্ধি হইল আমার॥
সূর্য্যবংশে মহারাজ খট্টাঙ্গ আছিল।
যুদ্ধ হেতু ইন্দ্র তাঁরে বরিয়া আনিল॥
অসুরগণের সহ কৈল মহারণ।
সবাকারে পরাজিল খট্টাঙ্গ রাজন॥
তুষ্ট হয়ে সভাতলে নিল ইন্দ্র তারে।
যত্নে করাইল নৃত্য আমা সবাকারে॥

খট্টাঙ্গ নৃপতি রূপে পরম সুন্দর।
তাঁরে দেখি হৃদে মম বিন্ধে কামশর॥
পুনঃপুনঃ চাহিলাম তাঁহার বদন।
দেখি ইন্দ্র ক্রোধে শাপ দিল সেইক্ষণ॥
দেবলোক পেয়ে কর মনুষ্য আচার।
কিছুকাল কর নরলোকে ব্যবহার॥
সেকারণে নরপতি হেথায় বসতি।
বিরহিণী আছি যে না মিলে যোগ্য পতি॥
এত শুনি হাসি হাসি বলে নৃপমণি।
আমারে বরহ যদি আছ বিরহিণী॥
চন্দ্রবংশে মম জন্ম কুরু নাম ধরি।
সংসার মধ্যেতে হই আমি অধিকারী॥
তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার।
কামানলে দহে তনু করহ নিস্তার॥
শ্রেষ্ঠ পাটেশ্বরী আমি করিব তোমারে।
এত শুনি কন্যা পুনঃ কহিল রাজারে॥
নিশ্চয় নৃপতি আমি করিব বরণ।
এক সত্য মম আগে করহ রাজন॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ।
আমারে বারণ নাহি কর মহারাজ॥
কুবচন বল যদি ত্যজিব তোমারে।
কন্যার বচনে রাজা অঙ্গীকার করে॥
কন্যারে লইয়া রাজা গেল নিজ দেশে।
নিরবধি কেলি করে অশেষ বিশেষে॥
এক দিন নরপতি কহিল কন্যারে।
জল আনি শীঘ্রগতি দেহত আমারে॥
কন্যা বলে এবে মম আছে প্রয়োজন।
মুহূর্ত্তেক রহ জল দিবত এখন॥
রাজা বলে পিপাসাতে দহে কলেবর।
আমারে আনিয়া জল দেহত সত্বর॥
নৃপতির বাক্য কন্যা না করে শ্রবণ।
ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা বলে বহু কুবচন॥
ক্রোধেতে করিল নিন্দা বিবিধ প্রকারে।
গণিকার জাতি তুই কি বলিব তোরে॥
পুনঃপুনঃ স্বামিবাক্য করিস্ হেলন।
স্ত্রীজাতি নহিলে তোর নিতাম জীবন॥

এত শুনি কন্যা হাসি বলিল রাজারে।
পূর্ব্বসত্য পাসরিলে ছাড়িনু তোমারে ॥
এইক্ষণে ত্যাগ করি যাব নিজ স্থান।
এতেক বলিয়া কন্যা হ'ল অন্তর্ধান ॥
কন্যারে না দেখি রাজা আকুল জীবন।
কন্যার ভাবনা বিনা অন্যে নাহি মন ॥
রাজ্যপদে নাহি মতি সচিন্তিত মন।
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবন ॥
বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সব বুঝায় রাজারে।
কি হেতু ভূপাল চিন্তা করিছ অন্তরে ॥
বহুরূপা কন্যা সেই ইন্দ্রের নাচনী।
ইন্দ্রশাপে হয়েছিল তোমার রমণী ॥
শাপে মুক্তা হয়ে সেই গেল সুরপুরে।
তার হেতু শোক কেন করহ অন্তরে ॥
যদি তুমি সেই কন্যা ইচ্ছ নৃপবর।
ইন্দ্র দেবরাজ হয় সবার ঈশ্বর ॥
বিনয় করিয়া কর ইন্দ্র-আরাধন।
তবে সেই কন্যা প্রাপ্তি হইবে রাজন ॥
হস্তিনার উত্তরেতে সরস্বতী-তীরে।
উপবন আছে তথা তাহার উত্তরে ॥
নিত্য আসি সুরধেনু চরে সেই বনে।
ইন্দ্র-আরাধনা কর সুরভি-সেবনে ॥
তবে পুনর্ব্বার তুমি পাইবে কন্যারে।
তত্ত্ব উপদেশ রাজা কহিনু তোমারে ॥
এত শুনি আনন্দিত হইয়া অন্তরে।
বিধিমতে নরপতি ইন্দ্রে স্তুতি করে ॥
করিল কঠোর তপ শাস্ত্রের বিহিত।
সুরভির সেবা রাজা কৈল যথোচিত ॥
তুষ্টা হয়ে সুরধেনু বলে নৃপতিরে।
অভিমত বর রাজা মাগহ আমারে ॥
তব প্রতি তুষ্ট রাজা হইলাম আমি।
মনোনীত বর যাহা মাগি লহ তুমি ॥
এত শুনি করযোড়ে কহে নৃপমণি।
যদি বর দিবে তবে শুন গো জননি ॥
বহুরূপা নামে কন্যা আছে সুরপুরে।
সেই কন্যা প্রাপ্তি যেন হয়ত আমারে ॥
স্বস্তি বলি বর তবে দিলেন সুরভি।
পাইবে সে কন্যা তুমি দেবরাজে সেবি
ইন্দ্রমন্ত্র পঞ্চাক্ষর দেই রাজা লহ।
ইন্দ্রমন্ত্র জপি তুমি ইন্দ্রে আরাধহ ॥
ত্রিরাত্রি জপিলে ইন্দ্র দিবে দরশন।
যে বাঞ্ছা করিবে রাজা পাইবে তখন ॥
এত বলি দিল মন্ত্র প্রসন্ন হইয়ে।
হৃষ্টচিত্ত হ'ল তবে রাজা মন্ত্র পেয়ে ॥
ত্রিরাত্রি জপিল মন্ত্র বসি একাসন।
প্রসন্ন হলেন তবে সহস্রলোচন ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া ইন্দ্রে কুরু নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে বহুস্তুতি ॥
তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র বলিলেন মাগ বর।
এত শুনি বলে রাজা যুড়ি দুই কর ॥
বহুরূপা নামে যেই তোমার নর্ত্তনী।
সেই কন্যা আজ্ঞা মোরে কর সুরমণি ॥
ইন্দ্র বলে যাহা ইচ্ছা দিলাম তোমারে।
আর বর মাগ যাহা বাঞ্ছিত অন্তরে ॥
রাজা বলে যদি আজ্ঞা কর পুরন্দর।
এই স্থানে হয় যেন পুণ্যক্ষেত্রবর ॥
কুরুক্ষেত্র নাম হয় পুণ্যক্ষেত্র সার।
ইথে যুদ্ধ করি যেই হইবে সংহার ॥
ভুঞ্জিবে অক্ষয় স্বর্গ সহিত তোমার।
এই বর আজ্ঞা কর দেব গুণাধার ॥
ইন্দ্র বলিলেন পূর্ণ তব মনস্কাম।
পুণ্যক্ষেত্র হ'ল এই কুরুক্ষেত্র নাম ॥
এত বলি ইন্দ্র আজ্ঞা দিল মাতলিরে।
বহুরূপা কন্যা তুমি আনি দেহ এরে ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় কন্যা তথায় আনিল।
সেইক্ষণে নৃপ তারে বিবাহ করিল ॥
অনেক যৌতুক তারে দিল সুরপতি।
অন্তর্ধান হয়ে ইন্দ্র গেলেন বসতি ॥
ইন্দ্রের বরেতে সেই পুণ্যক্ষেত্র হ'ল।
কুরুক্ষেত্র বলি নাম জগতে ব্যাপিল ॥
তবে কন্যা সহ লয়ে কুরু নরপতি।
হৃষ্টচিত্তে গেল পরে আপন বসতি।

মদগর্ব্বে সুরভিরে সম্ভাষা না কৈল।
সেই হেতু সুরধেনু নৃপে শাপ দিল॥
এই অহঙ্কারে পুত্র না হইবে তোর।
এত বলি প্রবেশিল পাতাল ভিতর॥
এ সকল বৃত্তান্ত না শুনিল রাজন।
নিতম্বিনী লয়ে কেলি করে অনুক্ষণ॥
পুত্র না হইল তার যুবাকাল গেল।
এত ভাবি রাজা তবে সচিন্তিত হ'ল॥
বহু দান যজ্ঞ তবে করিল নৃপতি।
পুত্র না হইল রাজা চিন্তাকুল-মতি॥
কুলপুরোহিত যে বশিষ্ঠ তপোধন।
ভার্য্যা সহ তাঁর কাছে করে নিবেদন॥
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে বহু স্তুতি।
হৃষ্ট হয়ে দোঁহে আশ্বাসিল মহামতি॥
মনোনীত বর মাগি লহ দুই জনে।
যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে॥
এত শুনি রাণী সহ কহে নরপতি।
পুত্রবর আজ্ঞা মোরে কর মহামতি॥
তব বর দানে মোরা হই পুত্রবান।
ইহা বিনা তোমারে না মাগি বর আন॥
এত শুনি ধ্যানস্থিত হয়ে মুনিবর।
সুরভির শাপে অপুত্রক নৃপবর॥
জানিয়া কারণ তার কহিল রাজারে।
হইবে অবশ্য পুত্রবান্ মম বরে॥
কিন্তু সুরভির শাপ আছয়ে তোমায়।
সে কারণে রাজা তব না হয় তনয়॥
অভিমানে পাতালেতে গেলেন জননী।
মম গৃহে আছে রাজা তাঁহার নন্দিনী॥
নিয়ম করিয়া সেবা করহ তাঁহার।
অচিরাতে পুত্র রাজা হইবে তোমার॥
সংবৎসর সেবা তাঁর কর নৃপমণি।
ভজুক দাসীর মত তোমার রমণী॥
তবে সে নৃপতি তুমি হবে পুত্রবান।
অমনি নন্দিনী ধেনু আসে বিদ্যমান॥
নন্দিনীরে কহি মুনি কহিল রাজারে।
হইবে তোমার কার্য্যসিদ্ধি মম বরে॥
এই নন্দিনীরে তুমি সেবহ রাজন।
এক সম্বৎসর রাজা করিয়া নিয়ম॥
মুনির বচনে রাজা সেবিল তাঁহারে।
নিয়ম করিয়া রাজা এক সম্বৎসরে॥
রাজার সেবনে গবী সন্তুষ্টা হইল।
মুনিবর সাধি তারে শাপান্ত করিল॥
শাপে মুক্ত হয়ে রাজা হ'ল পুত্রবান।
দুই পুত্র জন্মিল মহামতিমান॥
প্রথম পুত্রের নাম স্বয়ম্বর রাখে।
তাহা হতে কুরুবংশ বাড়িবারে লাগে॥
অবশেষে পুত্রে রাজ্য দিয়া নরবর।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় গেল বনের ভিতর॥
সাধিয়া পরম যোগ পায় দিব্য গতি।
কহিনু তোমারে এই পূর্ব্বের ভারতী॥
শীঘ্রগতি যাহ তুমি না কর বিলম্ব
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া গড়ের আরম্ভ॥
কিসে দারুণ যুদ্ধ না হবে খণ্ডন।
সংগ্রাম হেতু বাঞ্ছা কৈল দুর্য্যোধন॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন হ'ল হৃষ্টমতি।
লক্ষ অনুচরগণ লইল সংহতি॥
দুই অক্ষৌহিণী বলে চলিল ত্বরিত।
কুরুক্ষেত্র মধ্যে গিয়া হ'ল উপনীত॥
খনকগণেরে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
রচিল অপূর্ব্ব গড়খাই বিচক্ষণ॥
স্থানে স্থানে বিরচিল দিব্য দিব্য ঘর।
রাজগণ রহিবারে আবাস বিস্তর॥
অশ্বশালা বিরচিল আর গজাগার।
নানা অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ করিল ভাণ্ডার॥
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আনাইলেন বিস্তর।
দুলক্ষ প্রহরী রাখে করি থরে থর॥
নির্ম্মাইয়া গড়খাই আসিল সত্বর।
নিবেদন করিলেন রাজার গোচর॥
শুনি হৃষ্টমন হ'ল ভাই পঞ্চ জন।
যুদ্ধ হেতু রাজগণে লিখিল লিখন॥
কারস্কর রাজা আর রাজা জয়সেন।
শিশুপালপুত্র সহদেব সুলক্ষণ॥

কাশীরাজ সুষেণ ও সুমিত্র নৃপতি।
অঙ্গরাজ কারস্কর সুধর্ম্মা প্রভৃতি॥
বাহ্লীক নৃপতি আর যতেক রাজন।
দূতমুখে পাণ্ডবের শুনি নিমন্ত্রণ॥
চতুরঙ্গ দলে সাজি কুরুক্ষেত্রে এল।
যুদ্ধের সামগ্রী দ্রব্য অনেক আনিল॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা অনেক মিলিল।
নানা বাদ্য-কোলাহলে পৃথিবী পূরিল॥
সাত অক্ষৌহিণীপতি হ'ল পঞ্চ জন।
একাদশ অক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধন॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হ'ল সৈন্যগণে।
কোলাহলে মহাশব্দ না শুনি শ্রবণে॥
কুরুক্ষেত্রে দুই দল সমানে রহিল।
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে সঞ্চয় করিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক উলূককে দূতরূপে প্রেরণের মন্ত্রণা।

মুনি বলে শুন শুন রাজা জন্মেজয়।
তবে দুর্য্যোধন রাজা চিন্তিল হৃদয়॥
দ্বারকা গেলেন কৃষ্ণ পেয়ে সমাচার।
বরিবারে দূত পাঠাইল আগুসার॥
গোবিন্দেরে লিখিলেন সব বিবরণ।
কৌরব পাণ্ডবে হবে ঘোরতর রণ॥
উভয় কুলের হিত কুটুম্ব আপনি।
সে কারণে অগ্রে তোমা বরিলাম আমি॥
মহারণে হবে তুমি আমার সারথি।
এত বলি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি॥
তবে মন্ত্রিগণ লয়ে কৌরবের পতি।
নিভৃতে বসিয়া যুক্তি করে মহামতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর পৃষতনন্দন।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত মন্ত্রিগণ॥
রাজা বলে একমনে শুন সভাজন।
দুই কুল হিত হন দেব নারায়ণ॥
হইবে ভারতযুদ্ধ না হবে খণ্ডন।
সম্বন্ধে সমান হন দেব জনার্দ্দন॥

দূত পাঠাইনু আমি বুঝিতে রহস্য।
দুই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য॥
সে হেতু বুঝিব আজ কৃষ্ণ-বলাবল।
পাণ্ডবে সম্ভাষে কিবা জানিব সকল॥
মম হিতাহিত কৃষ্ণ করে বা না করে।
বুঝিতে কারণ দূত পাঠাইনু তারে॥
এত শুনি কহে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
না বুঝিয়া দূত পাঠাইলে অকারণ॥
ত্রিভুবন জ্ঞাত কৃষ্ণ পাণ্ডবের হিত।
তোমার সপক্ষ নাহি হবে কদাচিত॥
কর্ণ বলে মম চিত্তে না লয় এ কথা।
পাণ্ডবের হিত কৃষ্ণ জানি যে সর্ব্বথা॥
তোমার অহিত কৃষ্ণ জানি নিজ মনে।
কি বুঝিয়া দূত পাঠাইলে তার স্থানে॥
যদি বা সপক্ষ তব হয় কদাচন।
কপট করিয়া নাশিবেক সর্ব্বজন॥
মুখেতে সুতৃপ্ত ভাষা অন্তরেতে আন।
তোমার পরম শত্রু দেব ভগবান॥
কিন্তু বলভদ্র করে তব প্রতি প্রীত।
তাঁহারে বরিতে যুদ্ধে হয় সমুচিত॥
তীর্থযাত্রা করি ভ্রমে সেই বলরাম।
দূত পাঠাইয়া রাজা দেহ তাঁর ধাম॥
তোমার সহায় হবে দেব নারায়ণ।
হেন মম চিত্তে নাহি লয় ত রাজন॥
সকলে বলিল ভাল বলিলে সুমতি।
তোমার সহায় হবে রেবতীর পতি॥
মহাবলবন্ত রাম সংগ্রামে প্রচণ্ড।
দৃষ্টিমাত্রে পাণ্ডবেরে করিবেক খণ্ড॥
রাজা বলে যা কহিলে সবে সারোদ্ধার।
মম হিতকারী সেই রোহিণীকুমার॥
কিন্তু তীর্থযাত্রা হেতু গেল সঙ্কর্ষণ।
গোবিন্দেরে দূত পাঠাইনু সে কারণ॥
সম্বন্ধে বেহাই হয় দেব জগৎপতি।
মনে লয় মম সঙ্গে করিবেন প্রীতি॥
দুঃশাসন বলে মম মনে নাহি লয়।
পাণ্ডবের প্রিয় বড় দৈবকীতনয়॥

তোমার সহায় নাহি হবে কদাচন।
না বুঝিয়া দূত পাঠাইলে কি কারণ॥
এত শুনি কহিলেন দ্রোণ মহাশয়।
উভয় কুলের হিত দেবকীতনয়॥
আপনি সহায় যদি না হন তোমার।
নারায়ণী সেনা তাঁর আছয়ে অপার॥
সেই সৈন্য হয় যদি তোমার সপক্ষ।
চিত্তে হেন লয় জয় হইবে প্রত্যক্ষ॥
নারায়ণী সেনা তাঁর মহাবলবান।
অজেয় অমর তারা দেবের সমান॥
সেই সৈন্য দেন যদি দৈবকীকুমার।
কিবা প্রয়োজন কৃষ্ণে আছয়ে তোমার॥
এতেক সহায় হলে কি করিবে রণে।
জগতে বিখ্যাত আছে তার বীরপণে॥
জরাসন্ধভয়ে স্থান মথুরা ত্যজিয়া।
সমুদ্রের কূলে গিয়া রহে লুকাইয়া॥
তারে বরি কোন কর্ম্ম হইবে তোমার।
তারে বরিবারে যুক্তি নহে মো সবার॥
রণে পলাইয়া যায় শৃগালের প্রায়।
হেন জনে বরিবারে মনে নাহি লয়॥
যেই জরাসন্ধ-ভয়ে পলাইয়া গেল।
কর্ণ মহাবীর তারে সমরে জিনিল॥
কর্ণের সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিবে পাণ্ডুর নন্দনে॥
ইন্দ্র আদি সখা যদি করিবে পাণ্ডব।
তথাপি কর্ণের হাতে পাবে পরাভব॥
প্রতাপেতে কীর্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমান।
ইন্দ্র আদি দেব করে যাহার বাখান॥
ধনুর্দ্ধরগণে গণি ভৃগুবংশপতি।
জগতে বিখ্যাত আর কর্ণ মহামতি॥
কর্ণের শতাংশ নাহি গণি নারায়ণ।
তারে তবে যুদ্ধে বরি কোন প্রয়োজন॥
রাজা বলে যুদ্ধ হেতু না বরিনু তারে।
আমার সারথি যেন হয় সে সমরে॥
সারথির যোগ্য হয় দেব নারায়ণ।
সারথি করিয়া তারে করিব বরণ॥

এত শুনি দ্রোণ কৃপ বলেন হাসিয়া।
হেন বাক্য মুখে রাজা আন কি বুঝিয়া॥
তোমার সারথি হবে দেব নারায়ণ।
অসম্ভব্য কথা এই নাহি লয় মন॥
পাণ্ডব-সহায় সেই দেব জগৎপতি।
কিমতে হবেন কৃষ্ণ তোমার সারথি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে ইহা দূতকর্ম্ম নয়।
আপনি বরহ গিয়া দেবকীতনয়॥
সসৈন্য দ্বারকাপুরী যাহ দুর্য্যোধন।
সাক্ষাতে বরিলে সেহ মানিবে বচন॥
দুর্য্যোধন বলে আগে শুনি দূতস্থানে।
কি বলয়ে আগে শুনি দেব নারায়ণে॥
হয় বা না হয় কৃষ্ণ আমার সারথি।
দূতমুখে পাইব যে ইহার ভারতী॥
বলাবল বুঝি কার্য্য করিব তখন।
নহে বা আপনি গিয়া করিব বরণ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাল কৈলে যুক্তিসার।
আপনি বরহ গিয়া দৈবকীকুমার॥
যাবৎ না বরে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সসৈন্যে দ্বারকা তুমি কর আগুসার॥
উভয় কুলের হিত দেব জগৎপতি।
সম্প্রীতি করিবে কৃষ্ণ বুঝি কার্য্যগতি॥
পিতার বচনে ক্রোধে বলে দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতি করিতে চাহ কোন প্রয়োজন॥
জীয়ন্তে পাণ্ডব সহ নাহি মোর প্রীত।
উচিত যে হয় তাহা করহ বিহিত॥
বিদুর এতেক শুনি কহেন তখন।
বিপদ সময়ে জ্ঞান হারায় সুজন॥
আরে দুর্য্যোধন তোর হেন লয় মন।
তোমার সারথি হইবেন নারায়ণ॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি দেব যত জন।
উদ্দেশে যাঁহার করে চরণসেবন॥
বার বার অবতার হয়ে জগন্নাথ।
করিলেন কোটি কোটি অসুর নিপাত॥
মৎস্য-কলেবর ধরি দেব নারায়ণ।
দৈত্য মারি করিলেন বেদ উদ্ধারণ॥

কূর্ম্ম অবতার হয়ে শ্রীমধুসূদন।
করিলেন পৃষ্ঠদেশে ধরণী ধারণ॥
অনন্তরে ধরি কৃষ্ণ বরাহ আকৃতি।
হিরণ্যাক্ষে বধি উদ্ধারিল বসুমতী॥
ধরিয়া নৃসিংহ রূপ হইয়া প্রকাশ।
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করিল বিনাশ॥
ধরিয়া বামনরূপ দেব নারায়ণ।
পাতালে নিলেন বলি করিয়া ছলন॥
ভৃগুবংশে রামরূপে হয়ে অবতার।
নিক্ষত্রা করেন ক্ষিতি তিন সপ্তবার॥
রামরূপে বধিলেন লঙ্কার রাবণ।
হলধর-বেশধারী আছেন এখন॥
পূর্ণব্রহ্ম অবতার কৃষ্ণ যদুমণি।
আগম পুরাণে যাঁর মহিমা বাখানি॥
হেন কৃষ্ণ সূতবৃত্তি করিবে তোমার।
হেন বাক্য না বুঝিয়া বল বারেবার॥
কিন্তু ভক্তিবশ হন দেব হৃষীকেশ।
ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন অশেষ॥
অভক্ত গোবিন্দে তুমি বিখ্যাত জগতে।
তোমার সারথি কৃষ্ণ হবেন কিমতে॥
এইরূপে কহিলেন বিদুর সুমতি।
শুনি কিছু উত্তর না দিল কুরুপতি॥
সভা হতে উঠি রাজা গেল অন্তঃপুরে।
সব কুরুগণ গেল যে যাহার ঘরে॥

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উলূকের গমন।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিল কুরুর নন্দন॥
তবে দ্বারকায় দূত গেল কোন জন।
দূতমুখে শুনি কিবা কহে নারায়ণ॥
বিবরিয়া মুনিবর বলহ আমারে।
শুনিয়া তোমার মুখে জুড়াক অন্তরে॥
মুনি বলে শুন শুন নৃপ জন্মেজয়।
উলূকেরে পাঠাইল কুরু মহাশয়॥
দুর্য্যোধন-আদেশেতে যায় অনুচর।
শীঘ্রগতি চলি গেল দ্বারকানগর॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে গিয়া হ'ল উপনীত।
দণ্ডবৎ করি পত্র দিলেন ত্বরিত॥
পড়িলেন পত্র কৃষ্ণ ঈষদ্ হাসিয়া।
পঠনান্তে কহিছেন দূতেরে চাহিয়া॥
দুই কুল হিত আমি বিখ্যাত ভুবন।
উভয় কুলের হিত চিন্তি অনুক্ষণ॥
দুর্য্যোধনে কহিবে যে বচন আমার।
ভাই ভাই বিরোধিয়া কি কার্য্য তোমার
তোমাতে অপ্রীত নহে পাণ্ডুর নন্দন।
গন্ধর্ব্বের হাতে তোমা রাখিল অর্জ্জুন॥
সভামধ্যে পূর্ব্বে যেই করিল নির্ণয়।
তাহাতে হইল মুক্ত পাণ্ডুর তনয়॥
আপনি কহিলে তুমি সভা বিদ্যমান।
সত্য হতে মুক্ত হলে পাণ্ডুর সন্তান॥
পুনর্ব্বার আপনার পাবে রাজ্য ধন।
তবে কেন কলহেতে করিতেছ মন॥
সমুচিত পাণ্ডবের বিভাগ যে হয়।
তাহা দিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয়॥
এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবে আপনে।
পশ্চাতে যাইব আমি সবা বিদ্যমানে।
সারথির হেতু যাহা কহিলে আমারে।
করিব সারথি পণ তাঁহার গোচরে॥
কিন্তু অগ্রে মোর পাশে বলে ধনঞ্জয়।
অঙ্গীকার করিয়াছি শুন মহাশয়॥
তথাপি তোমার বাক্য না পারি খণ্ডিতে
আপনি আসিবে হেথা আমারে বরিতে
আসিবে আমারে পার্থ করিতে বরণ।
পঞ্চম দিবসে হবে পার্থ-আগমন॥
আমারে আসিয়া অগ্রে যে জন বরিবে
তাহারি সারথ্য মম করিতে হইবে॥
এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবে বচন।
এত বলি দূতে পাঠালেন নারায়ণ॥
তবে যদুবল লয়ে দেব জগৎপতি।
গুপ্তরূপে পরামর্শ করে মহামতি॥
কৌরব পাণ্ডবে দোঁহে হবে মহারণ।
সে কারণে দুর্য্যোধন পাঠায় লিখন॥

পাণ্ডব আমারে পূর্ব্বে করিল বরণ।
দুই কুল হিত আমি জানে জগজ্জন॥
কাহার সপক্ষ হব করিব কেমন।
ইহার সুযুক্তি যাহা কহ সর্ব্বজন॥
এত শুনি কহিলেন যত যদুগণ।
কপটী কুবুদ্ধি খল রাজা দুর্য্যোধন॥
তাহার সপক্ষ হতে উচিত না হয়।
বিশেষে তোমার প্রিয় পাণ্ডব তনয়॥
যদি বা বরিতে তোমা আসে দুর্য্যোধন।
তাহার সহায় দেহ কিছু সৈন্যগণ॥
কপট করিয়া তার কর উপকার।
আমা সবা চিত্তে লয় এইত বিচার॥
যদুগণ-বাক্য শুনি দেব নারায়ণ।
শিল্পকারগণে আজ্ঞা দিলেন তখন॥
দিব্য সিংহাসন এক করহ নির্ম্মাণ।
ইন্দ্রের আসন জিনি তাহার বাখান॥
নানারত্ন মাণিকেতে সুবর্ণ জড়িত।
প্রবাল পাষাণ গজদন্তে বিরচিত॥
সত্বরে রচিয়া দেহ আমার অগ্রেতে।
আজ্ঞামাত্র শিল্পীগণ লাগিল গঠিতে॥
তিন দিবসের মধ্যে হ'ল সিংহাসন।
গোবিন্দের অগ্রে আনি দিল সেইক্ষণ॥
পঞ্চম দিবসে পরে দেব নারায়ণ।
বাহির মন্দিরে গিয়া করেন শয়ন॥
সংকীর্ণ রহিল স্থান শিতানের পানে।
রত্ন-সিংহাসন রাখিলেন সেই স্থানে॥
পাছে রাখিলেন স্থান বুঝিয়া বিস্তার।
অচেতনে নিদ্রা যায় দৈবকীকুমার॥

উলূকের পুনরাগমন ও দুর্য্যোধনের
দ্বারকাগমন।

দূত গিয়া দুর্য্যোধনে কহিল বারতা।
আপনি বরিতে কৃষ্ণে যাহ তুমি তথা॥
আপনি অর্জ্জুন আসি বরিবে কৃষ্ণেরে।
সে কারণে নারায়ণ কহিল আমারে॥
প্রথমে আমারে আসি যে জন বরিবে।
তার পক্ষ অবশ্যই মোরে হতে হবে॥
সমান সম্বন্ধ মম কুরু পাণ্ডুগণ।
দুই কুলহিত আমি চিন্তি অনুক্ষণ॥
আর যে কহিল তাহা শুন কুরুপতি।
পাণ্ডবের সহ তোমা করিতে পীরিতি॥
পাণ্ডবের সহ বিরোধেতে নিষেধিল।
সব রাজগণ তাহে অনুমতি দিল॥
অল্পকার্য্যে কুলক্ষয় নাহি প্রয়োজন।
চিত্তে যাহা লয় তাহা করহ রাজন॥
এতেক দূতের বাক্য শুনি মহারাজ।
মুহূর্ত্তেকে তথা গেল না করিল ব্যাজ॥
অল্পসৈন্য সঙ্গে নিল শীঘ্র যাইবার।
দ্বারকানগরে রাজা কৈল আগুসার॥
দুর্য্যোধন উত্তরিল দ্বারকানগরে।
সৈন্য সব রাখি গেল পুরের বাহিরে॥
একেশ্বর পুরে প্রবেশিল কুরুনাথ।
যেই গৃহে নিদ্রাগত আছে জগন্নাথ॥
তথা গিয়া উত্তরিল রাজা দুর্য্যোধন।
অচেতনে নিদ্রা যান দেব নারায়ণ॥
দিব্য সিংহাসন দেখে কৃষ্ণের শিয়রে।
ভৃঙ্গারেতে জল আছে দেখিল নিয়রে॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
আমার মর্য্যাদা বেশ জানে নারায়ণ॥
না আসিতে আমি হেথা দিব্য সিংহাসন।
আপন শিয়রে কৃষ্ণ করেছে স্থাপন॥
পাদ্য অর্ঘ্য রাখিয়াছে দিব্য জলাধার।
আমার সম্ভ্রম হেতু নানা উপচার॥
নিশ্চয় হইবে কৃষ্ণ আমার সারথি।
এত বলি সিংহাসনে বসে কুরুপতি॥
পরে ধনঞ্জয় আসিলেন ভক্তি করি।
একাকী প্রবেশ করিলেন অন্তঃপুরী॥
বসুদেব উগ্রসেন আদি যদুগণে।
একে একে প্রণমিল যথাযোগ্য জনে॥
মাতুলগণেরে পার্থ করিয়া সম্ভাষ।
তথা হতে চলিলেন যথা শ্রীনিবাস॥
অচেতনে নিদ্রাগত আছে নারায়ণ।
শিয়রে বসিয়া তাঁর রাজা দুর্য্যোধন॥

সিংহাসনে বসিয়াছে বাসবের প্রায়।
দেখি চিত্তে চিন্তা করিলেন ধনঞ্জয়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্থ যুক্তি করি মনে।
বসিলেন গিয়া শেষে কৃষ্ণের আসনে॥
কৃষ্ণের চরণপদ্ম চাপে ধীরে ধীরে।
দেখি দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইল অন্তরে॥
মনেতে ভাবিয়া তবে কহে অর্জ্জুনেরে।
কুরুবংশে জন্মি হেন কদাচার করে॥
বংশের অধম এই কুলের অঙ্গার।
কোন বা বরাক এই দৈবকীকুমার॥
আমারে নাহিক ভয় নাহি লাজ মনে।
ব্যর্থ নাম পার্থ বলি ধরে অকারণে॥
অন্য হলে করিতাম এখনি সংহার।
বিশেষ অজেয় মোর জ্ঞাতি পাপাচার॥
এইরূপে মনে মনে নিন্দিছে রাজন।
সব জানিলেন অন্তর্যামী নারায়ণ॥
তথাপি উত্তর কিছু না দিলেন হরি।
নিদ্রায় অলস যেন সিংহাসনোপরি॥
কত ক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল তাঁহার।
উঠিতে সম্মুখে দেখে কুন্তীর কুমার॥
আলিঙ্গন দিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল।
একে একে ধনঞ্জয় কহেন সকল॥
অবশেষে শ্রীগোবিন্দে কহে ধনঞ্জয়।
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ হইবে নিশ্চয়॥
তেঁই যুধিষ্ঠির পাঠাইলেন আমারে।
সারথি করিয়া যুদ্ধে তোমা বরিবারে॥
রথের সারথি তুমি হইবে আমার।
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ করে অঙ্গীকার॥
শুনিয়া অর্জ্জুন হইলেন হৃষ্টমন।
পরে দেখিলেন কৃষ্ণ রাজা দুর্য্যোধন॥
মান্য করি সম্ভাষেন উঠি নারায়ণ।
কি আনন্দ দেখি আজি কৌরবনন্দন॥
কোন প্রয়োজনে হেথা কৈলে আগমন।
কি কার্য্য তোমার কহ করিব সাধন॥
যদি বা দুষ্কর কর্ম্ম হয় অতিশয়।
আমা হতে হয় যদি করিব নিশ্চয়॥

তব কার্য্যে প্রীত আমি তব আজ্ঞাকারী
যে আজ্ঞা করিবে তাহা সাধিবারে পারি
সমান সম্বন্ধ মম কুরু পাণ্ডুগণে।
উভয় কুলের হিত বাঞ্ছি অনুক্ষণে॥
চন্দ্র সূর্য্য তেজে যথা নাহি ভিন্নজ্ঞান।
সেইরূপে দুই কুল রাখিব সমান॥
উভয় কুলের হিত করি প্রাণপণ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব সাধন॥
এত শুনি বলে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
আগে দূতমুখে তোমা করিনু বরণ॥
তাহাতে করিলে অঙ্গীকার নারায়ণ।
যে জন আমারে আগে করিবে বরণ॥
তাহার সপক্ষ আমি হইব নিশ্চয়।
সে কারণে আসিলাম তোমার আলয়॥
বহুক্ষণ হ'ল আমি আসিয়াছি হেথা।
পশ্চাৎ আসিল হেথা পার্থ মহারথা॥
তোমার সারথ্যগুণ বিখ্যাত ভুবনে।
ইন্দ্রের মাতলি সম শুনিনু শ্রবণে॥
মহাযুদ্ধে হবে তুমি আমার সারথি।
সে কারণে এই স্থানে আসি যদুপতি॥
ইথে মান অপমান নাহি যদুমণি।
অবধানে শুন কহি পূর্ব্বের কাহিনী॥
ত্রিপুর জিনিতে যবে যান শূলপাণি।
ব্রহ্মারে সারথি কৈল পরাক্রম জানি॥
ত্রিপুর-বিজয়ী শিব সারথির গুণে।
বৃহস্পতি সারথি যে ইন্দ্র দৈত্যরণে॥
দেবের পরম গুরু অঙ্গিরানন্দন।
স্বধর্ম্ম জানিয়া তবু করে সূতপণ॥
বৃহস্পতিরে সারথি করি বজ্রপাণি।
বৃত্রাসুরে মারিলেন বিখ্যাত ধরণী॥
গোবিন্দ বলেন তুমি কহিলে প্রমাণ।
আগে মোরে বরিয়াছে অর্জ্জুন ধীমান।
আগে তুমি বসিয়াছ জানিব কেমনে।
আগে আমি অর্জ্জুনেরে দেখেছি নয়নে
সারথি করিয়া মোরে করিল বরণ।
উপায় ইহার কিবা করি দুর্য্যোধন॥

ব্যতিক্রম করি যদি দুই কুল হিতে।
আমার কুযশ বহু ঘুষিবে জগতে ॥
দশ দিন করি যদি পার্থের সারথ্য।
দশ দিন করি যদি তোমার সুতত্ব ॥
এমত নিয়ম হলে উপহাস লোকে।
সে কারণে দুর্য্যোধন কহি যে তোমাকে ॥
তুমি কুরুপতি রাজা জগতে বিদিত।
তোমার মর্য্যাদা গুণ ঘোষে অপ্রমিত ॥
কুরুবংশে যদুবংশে চেদি ভোজবংশে।
রবিবংশোদ্ভব যত রাজা অবতংসে ॥
তব কার্য্যে হিত সবে তোমার শাসিতে।
তোমার অপ্রিয় কেহ নহে পৃথিবীতে ॥
তোমারে করিবে মান্য যত রাজগণ।
অগ্রেতে করিল পার্থ আমাকে বরণ ॥
তীর্থযাত্রা হেতু যবে যান হলপাণি।
কুরু পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব চরমুখে শুনি ॥
যুদ্ধ করিবারে করিলেন নিবারণ।
খণ্ডিতে না পারি আমি তাঁহার বচন ॥
আমা আদি করি সবে যত যদুগণ।
যুদ্ধ করিবারে মানা করিল তখন ॥
উভয় কুলের কোন পক্ষ না হইল।
রামের বচন কেহ খণ্ডিতে নারিল ॥
করিব কেবল আমি মাত্র সূতপণ।
সে কারণে কহি শুন রাজা দুর্য্যোধন ॥
নারায়ণী সেনা মম আছে কোটি সাত।
মম সম তেজবন্ত জগতে বিখ্যাত ॥
মহাবলবান সবে বিক্রমে অপার।
এক এক জন হয় সমান আমার ॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্য সম জনে জন।
মহারথি মধ্যে গণি বিপক্ষে শমন ॥
আমাকে ইচ্ছহ কিম্বা সেনা নারায়ণী।
নিশ্চয় আমাকে কহ নৃপ-চূড়ামণি ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন ভাবিল অন্তরে।
কোন কার্য্য সিদ্ধ হবে নিলে গোবিন্দেরে।
নারায়ণী সেনা যদি পাই কোটি সাত।
করিব অতুল যুদ্ধ পাণ্ডবের সাথ ॥
একক ইহারে নিলে হবে কোন কাজ।
এতেক ভাবিয়া চিত্তে কহে কুরুরাজ ॥
আমার সহায় দেহ সেনা নারায়ণী।
আমার সাহায্য এই কর চক্রপাণি ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা যে আজ্ঞা তোমার।
শুনি হৃষ্টচিত্ত হ'ল কৌরবকুমার ॥
নারায়ণী সেনা লয়ে গেল দুর্য্যোধন।
দেখিয়া অর্জ্জুন হ'ল বিষণ্ণবদন ॥
জয় প্রভু জগন্নাথ জয় চক্রধারী।
তোমার মহিমাগুণ কি বর্ণিতে পারি ॥
শিষ্ট জন পাল তুমি দুষ্টেরে সংহার।
এই হেতু জগন্নাথ নাম যে তোমার ॥
দারুরূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
জগজ্জন হিতে তব অতুল প্রকাশ ॥
অনুক্ষণ তাঁহার চরণে বহু নতি।
কাশীরাম দাস কহে মধুর ভারতী ॥

নারায়ণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের প্রত্যাগমন।

নারায়ণী সেনা লয়ে গেল দুর্য্যোধন।
নানা বাদ্য কোলাহলে হয়ে হৃষ্টমন ॥
পথে শল্যরাজা সহ হ'ল দরশন।
তাঁহার সহিত গিয়া করিল মিলন।
শল্যেরে সম্ভাষা করি কহে দুর্য্যোধন।
যুদ্ধ হেতু তোমা আমি করিনু বরণ ॥
শল্য বলে যেই আজ্ঞা তব মহাশয়।
তোমার সপক্ষ আমি হইব নিশ্চয় ॥
কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ ভাগিনা আমার।
যাই আমি তাহা সহ দেখা করিবার ॥
বহু দিনে সমাগমে নাহিক মিলন।
দেখিয়া আসিব আমি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
দুর্য্যোধন বলে তথা কি কাজ তোমার।
নিকটে দেখিবে হেথা পাণ্ডুর কুমার ॥
আমার সপক্ষ হলে কেন যাবে তথা।
দেখিলে না ছাড়ি দিবে ভীম মহারথা ॥
সত্যবাদিগণ মধ্যে গণি যে তোমায়।
সত্যভ্রষ্ট হতে চাহ বুঝি অভিপ্রায় ॥

এত শুনি শল্য স্থির করিলেন মন।
সসৈন্য সাজিয়া গেল রাজা দুর্য্যোধন॥
আর যত রাজগণ মধ্যদেশী ছিল।
যুদ্ধ হেতু দুর্য্যোধন সবারে বলিল॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করি সমাবেশ।
আপনার উপায় না গণিল বিশেষ॥
মদগর্ব্বে দুর্য্যোধন আশা করে হেন।
পাণ্ডবে জিনিয়া ত্বরা লবে রাজ্য ধন॥
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রনীতি করি কুরুপতি।
পাত্র মিত্র ভৃত্যগণ অমাত্য সংহতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ রাধার তনয়।
সোমদত্ত বীর ভূরিশ্রবা মহাশয়॥
দুঃশাসন দুঃশ্বসন শকুনি সৌবল।
নৃপতি সুশর্ম্মা ভগদত্ত মহাবল॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বিদুর সুমতি।
সভা করি বসিলেন কৌরবের পতি॥
সবারে চাহিয়া বলে কৌরব রাজন।
মম মনস্কাম পূর্ণ হইল এখন॥
একাদশ অক্ষৌহিণী হইল সঙ্গতি।
সাত কোটি মহারথী আমার সংহতি॥
আমারে জিনিতে পারে কে আছে সংসারে
অবহেলে পরাজিব পাণ্ডুর কুমারে॥
কর্ণের প্রতাপ সহে আছে কোন জনে।
একেশ্বর পরাজিবে পাণ্ডুর নন্দনে॥
যত যত বীর আছে মম অনুভবে।
এক এক বীর পারে জিনিতে পাণ্ডবে॥
পাণ্ডবেরে ভয় কিবা আছয়ে আমার।
একাদশ অক্ষৌহিণী মম পরিবার॥
শুন পিতামহ ভীষ্ম মাতুল আচার্য্য।
প্রাণপণে কর সবে আমার সাহায্য॥
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রমত জানহ আপনি।
পাণ্ডবের উপরোধ না করিহ তুমি॥
উপরোধে পাণ্ডবেরা কভু না ক্ষমিবে।
কদাচিৎ উপরোধ তারে না করিবে॥
রাজার বচন শুনি কহে কুরুগণ।
না বুঝিয়া হেন বাক্য কহ দুর্য্যোধন॥

কখন তোমার শত্রু না হয় পাণ্ডব।
কি কারণে দুর্য্যোধন কহ এত সব॥
মো সবার শক্তি যত করিব সর্ব্বথা।
না পারিব জিনিতে পাণ্ডব মহারথা॥
দেবের অবধ্য বীর পাণ্ডুর নন্দন।
মহাযুদ্ধে বিশারদ প্রতাপে তপন॥
তাহারে জিনিবে হেন আছে কোন বীর
বিশেষতঃ ধর্ম্ম আত্মা রাজা যুধিষ্ঠির॥
ধর্ম্ম অনুগত পার্থ ভীম মহাশয়।
দুই ভাই ধর্ম্মপ্রিয় মাদ্রীর তনয়॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে কেহ নহে ন্যূন।
কত বা তোমারে বুঝাইব পুনঃপুন॥
তাহার পৈতৃক রাজ্য যে হয় উচিত।
তাহা দিয়া সবা সহ করহ পীরিতি॥
ভাই ভাই বিরোধিয়া কিবা প্রয়োজন।
ইথে ক্ষত্রধর্ম্ম রাজা না করি গণন॥
হারিলে অখ্যাতি নাহি জিনিলে পৌরুষ
অর্থক্ষয় হবে আর অধর্ম্ম অযশ॥
ধার্ম্মিক পুরুষ তুমি এ কর্ম্ম না কর।
কদাচিৎ ভাই ভাই না কর সমর॥
ভাই সহ প্রীতিভাবে বঞ্চ নানা সুখ।
বিরোধ করিলে মনে পাবে বড় দুঃখ॥
বিপদ হইলে তবে নাহি পরিত্রাণ।
পূর্ব্বের কাহিনী কহি কর অবধান॥
আছিল রাবণ রাজা ব্রহ্মবংশে জন্ম।
জ্ঞাতি বন্ধু ভাই সহ করিল অধর্ম্ম॥
কত দিনান্তরে রাম রঘুর নন্দন।
পিতৃসত্য পালিবারে প্রবেশেন বন॥
অনুজ লক্ষ্মণ আর জানকী সহিতে।
বহু দিন রঘুনাথ থাকেন বনেতে॥
কালেতে কুবুদ্ধি হ'ল রাবণ রাজার।
সীতারে হরিয়া নিল দুষ্ট দুরাচার॥
সেইকালে রঘুনাথ বীর অবতরি।
সুগ্রীব সহায় করি বেড়ে লঙ্কাপুরী॥
রাবণের ছোট ভাই সুবুদ্ধি সুমতি।
মহাধর্ম্ম আত্মা বিভীষণ মহামতি॥

ধর্ম্ম উপদেশ বহু বুঝাইল বাণী।
কার কথা না শুনিল অহঙ্কার মানি॥
অহঙ্কারে কার কথা মনে না ধরিল।
ভ্রাতাকে নিন্দিয়া কতমত গালি দিল॥
কুবাক্য বলিয়া করে চরণ-প্রহার।
সেই হেতু চিত্তে দুঃখ হইল অপার॥
শ্রীরামের সহ আসি করিল মিলন।
শ্রীরাম অভয় তারে দিলেন তখন॥
রাবণে সবংশে মারি বীর রঘুমণি।
করিলেন উদ্ধার সে জনকনন্দিনী॥
বিভীষণে রাজা করি আসিলেন দেশে।
পূর্ব্বের কাহিনী এই কহিনু বিশেষে॥
সে কারণে ভাই ভাই দ্বন্দ্বে নাহি কাজ।
সমুচিত ভাগ তার দেহ মহারাজ॥
এইরূপ কহি তারে সব পরিবার।
মৌনভাবে রহে মন তুষিবারে তার॥
দুর্য্যোধন বলে করিয়াছি আমি সত্য।
অকারণে কেন এত বল নিত্য নিত্য॥
জীবন্তে পাণ্ডব সহ নাহি মম প্রীত।
বিধান করহ সবে ইহার বিহিত॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কেহ আর উত্তর না দিল মন্ত্রিগণ॥
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেল নিজ স্থান।
অনুচরগণে আজ্ঞা দিল ততক্ষণ॥
যুদ্ধ হেতু আয়োজন কর বহুতর।
রাজার আজ্ঞায় চর ধাইল বিস্তর॥
নানা-অস্ত্র-পূর্ণ করে সকল ভাণ্ডার।
গদা খড়্গ ধনুর্গুণ দিব্য অস্ত্র সার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের মনোদুঃখে শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধবাক্য।

নারায়ণী সেনা কৃষ্ণ দিল দুর্য্যোধনে।
দেখিয়া হইল দুঃখ অর্জ্জুনের মনে॥
অর্জ্জুনের মন বুঝি কহেন শ্রীপতি।
কি হেতু হইলে সখা তুমি দুঃখমতি॥
নারায়ণী সেনা যত দিলাম উহারে।
সবে হত হইবেক তোমার প্রহারে॥
পূর্ব্বের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন।
এক দিন মোর পাশে কহে পিতৃগণ॥
বংশের তিলক তুমি পূর্ণ ব্রহ্মরূপে।
সকল-সংসার এই তব লোমকূপে॥
তুমি বিষ্ণু মহারূপ নর অবতার।
আমা সবাকারে প্রভু করহ উদ্ধার॥
মগধ রাজ্যেতে জাত বরাহ আছয়।
তার মাংস আনি শ্রাদ্ধ কর মহাশয়॥
তবে তৃপ্ত হয় আমা সবাকার মন।
এই মত কহে মোরে যত পিতৃগণ॥
পিতৃগণ-বাক্যে করিলাম অঙ্গীকার।
পুনরপি মোরে তারা কহে আরবার॥
একাকী যাইবে তুমি বরাহ মারিতে।
এক জন সঙ্গে নাহি লবে কদাচিতে॥
যদি সেই দুষ্ট মাংস হইবে নিশ্চয়।
আমা সবাকার তবে নহে পাপক্ষয়॥
পিতৃগণবাক্য শুনি অশ্বে আরোহিয়া।
মগধ রাজ্যেতে আমি প্রবেশিনু গিয়া॥
জরাসন্ধ নৃপতির রক্ষী বনে ছিল।
অনুমানে চিহ্ন দেখি আমারে চিনিল॥
জরাসন্ধে আসি তারা কহে সমাচার।
সসৈন্যে সাজিয়া সেই আসে দুরাচার॥
একেশ্বর বেড়িলেক করি শত পুর।
সৈন্য-কোলাহল-শব্দ গেল বহু দূর॥
উপায় না দেখি আমি ভাবিনু তখন।
একেশ্বর বলে পরাজিব কত জন॥
দুরন্ত দুষ্কর সেই মগধের সেনা।
যত মরে তত জীয়ে না হয় গণনা॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি যুক্তি করি সার।
অঙ্গ বাড়াইনু যেন পর্ব্বত আকার॥
অঙ্গ হতে সেইক্ষণে হইল সৃজন।
দেখিতে দেখিতে নারায়ণী সেনাগণ॥
দশ সহস্র মহারথী অঙ্গেতে জন্মিল।
জরাসন্ধ সঙ্গে তারা সমর করিল॥

যুদ্ধে পরাভূত হ'ল মগধরাজন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত সৈন্যগণ ॥
তবে সেই বরাহেরে চক্রেতে প্রহারি।
আসিলাম নারায়ণী সেনা সঙ্গে করি ॥
তুষ্ট হয়ে বলিলাম সেই সেনাগণে।
যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে ॥
এত শুনি বলে নারায়ণী সেনাগণ।
যদি বর দিবে তবে দেহ নারায়ণ ॥
ইতরের হাতে মৃত্যু মোসবার নয়।
তোমার সমান রূপে গুণে যেবা হয় ॥
তার হাতে মৃত্যু যেন হয় সবাকার।
এই বর আজ্ঞা কর দৈবকীকুমার ॥
তা সবার বাক্য শুনি দিনু বরদান।
তবে আমি মনোমধ্যে করি অনুমান ॥
মম সম রূপে গুণে কে আছে সংসারে।
বিনা ধনঞ্জয় বীর না দেখি কাহারে ॥
অর্জ্জুনের হতে হবে তোমা সব ক্ষয়।
হইবে ভারতযুদ্ধ না হয় সংশয় ॥
সে কারণে নারায়ণী সৈন্য যত জন।
দুর্য্যোধন প্রতি করিলাম সমর্পণ ॥
তব অস্ত্রে হত হবে যত সৈন্যগণ।
এত বলি মায়া দেখাইল নারায়ণ ॥
কাহার মস্তক নাহি কবন্ধের প্রায়।
দেখিয়া অর্জ্জুন চিত্তে মানেন বিস্ময় ॥
তবে কৃষ্ণে ধনঞ্জয় কহে যোড়করে।
তোমার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে ॥
মায়ার পুত্তলী তুমি কত মায়া জান।
আদি নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ ভগবান ॥
তোমার সহায়ে কিবা মম আছে ভয়।
মারিব কৌরবগণে নাহিক সংশয় ॥
জানিলাম এখন যে যুদ্ধে হবে জয়।
যখন হইলে তুমি আমার সহায় ॥
তোমার সহায়ে ইন্দ্র জয়ী ত্রিভুবনে।
তোমার সহায়ে দণ্ড ধরয়ে শমনে ॥
তোমার সহায়ে সৃষ্টি করে প্রজাপতি।
তোমার সহায়ে শিব সংহার মূরতি ॥
সেই প্রভু হলে তুমি আমার সারথি।
তিলমাত্রে কুরুর না আছে অব্যাহতি ॥
হেন প্রভু হলে তুমি আমার সহায়।
ত্রিভুবন মধ্যে মম আর কারে ভয় ॥
অর্জ্জুনের বাক্যে হাসি কন নারায়ণ।
না বুঝিয়া পার্থ আমা করিলে বরণ ॥
আমি যুদ্ধ না করিব কহিলেন রাম।
রামের বচন কার শক্তি করে আন ॥
কৌরবের পক্ষ আছে বহু যোদ্ধাপতি।
একেশ্বর কি করিতে আমার শকতি ॥
এত শুনি হাসি হাসি কহে ধনঞ্জয়।
না বুঝিয়া হেন বাক্য কহ মহাশয় ॥
এ তিন ভুবনে ব্যাপ্ত তোমার বিভূতি।
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি জগৎপতি ॥
তুমি সৃষ্টি পাল তুমি করহ সংহার।
তোমার বিভূতি বুঝে সামর্থ্য কাহার ॥
কিঞ্চিৎ জানেন মাত্র দেব পঞ্চানন।
মৃত্যু বলি এক রূপ ধর নারায়ণ ॥
কোন অল্পমতি হয় কৌরবতনয়।
সহস্র কৌরবে মম আর নাহি ভয় ॥
এক্ষণে যে কহি তাহা শুন দিয়া মন।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা তথা যাইবে আপন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বিলম্ব না করি।
সেইক্ষণে রথে চড়ি চলিলেন হরি ॥
বিরাটনগরে যান অর্জ্জুন সহিত।
কৃষ্ণেরে দেখিয়া যুধিষ্ঠির মহাপ্রীত ॥
যদ্যপি গোবিন্দ বন্ধ পাণ্ডবের মনে।
তথাপি বসিতে দেন রত্ন সিংহাসনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত আখ্যান ॥
যেবা পড়ে যেবা শুনে করায় শ্রবণ।
তাহারে প্রসন্ন হন দেব নারায়ণ ॥
এই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি এবং নমুচি-দানবের উপাখ্যান।

তবে জন্মেজয় রাজা মুনিরে পুছিল।
কহ শুনি অনন্তরে কি প্রসঙ্গ হ'ল॥
পাণ্ডবের দূত হয়ে দেব জগৎপতি।
কিরূপে বুঝাইলেন কৌরবের প্রতি॥
কৃষ্ণের বচন নাহি শুনে দুর্য্যোধন।
কিরূপে ভারতযুদ্ধ হ'ল আরম্ভণ॥
কহিবে সে সব কথা করিয়া বিস্তার।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের কুমার॥
পাণ্ডব-সভায় আসিলেন নারায়ণ।
দেখি আনন্দিত বড় পাণ্ডুর নন্দন॥
গোবিন্দে দেখিয়া রাজা মহাহৃষ্ট মনে।
নিভৃতে করেন যুক্তি শ্রীকৃষ্ণের সনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন নারায়ণ।
হইবে ভারতযুদ্ধ না হবে খণ্ডন॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি সে করিবে প্রলয়।
যুদ্ধ হেতু হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয়॥
ক্ষত্রগণ অস্ত যাবে পৃথ্বী হতস্বামী।
সে কারণে মনে যুক্তি করিয়াছি আমি॥
জ্ঞাতিগণ বধ মম প্রাণে নাহি সহে।
কুলক্ষয় চক্ষে দেখা কভু যোগ্য নহে॥
দূতমুখে দুর্য্যোধনে কহি পুনঃপুন।
কদাচিত ছাড়িয়া না দিবে রাজ্য ধন॥
পূর্ব্বে যে নিয়ম করিলাম পঞ্চ জনে।
ধর্ম্ম হতে মুক্ত হইলাম এইক্ষণে॥
তাপস বেশেতে ভ্রমি কাননে কাননে।
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে দুর্য্যোধনে॥
অজ্ঞাত বৎসর এক রহি পরবশে।
রাজপুত্র হয়ে ভ্রমিলেক ক্লীববেশে॥
এত দুঃখ দিয়া ক্ষান্ত না করিল মন।
সমুচিত রাজ্য নাহি দেয় দুর্য্যোধন॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ থাকিবে তাহার।
তাবৎ ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে আমার॥
বহু কষ্টে পারি যদি করিতে সংহার।
তবে রাজ্য ধন সেই লব পুনর্ব্বার॥
হেন রাজ্য ধনে মম নাহি প্রয়োজন।
কিবা কাজ হবে বল মারি জ্ঞাতিগণ॥
এই হেতু চিত্তে আমি সব ক্ষমা দিব।
তব আজ্ঞা হলে পুনঃ বনবাসে যাব॥
তীর্থযাত্রা করি আমি ভ্রমি বনে বন।
লউক সকল রাজ্য রাজা দুর্য্যোধন॥
পিতৃ তুল্য পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
আপ্ত বন্ধু সব আর যত জ্ঞাতিকুল॥
এ সকল সংহারিব রাজ্যের নিমিত্তে।
হেন রাজপদে সুখ না করিব চিত্তে॥
না বুঝি প্রবৃত্ত হব বীর্য্য অহঙ্কারে।
যদি বা না পারি কৌরবেরে জিনিবারে॥
সংসার যুড়িয়া লজ্জা হবে অতিশয়।
এই হেতু মম চিত্তে হইতেছে ভয়॥
যেবা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
আজন্ম দুঃখেতে গেল কি করিবে রণ॥
বলহীন দেহ শুধু আছে আত্মামাত্র।
কৌরব সম্মুখে হবে নাহি মানে চিত্ত॥
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ড্যাদি।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আর সত্যবাদী॥
এই সব বীর আছে আমার সহায়।
ইহারা বা কি করিবে কৌরব দুর্জ্জয়॥
কৌরবের পক্ষ আছে বহু বীরগণ।
এক এক জন হয় দ্বিতীয় শমন॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা নৃপতি॥
মহারথী মহামতি সবে মহাবল।
শত ভাই দুর্য্যোধন আর বৃহদ্বল॥
শল্য মহাবীর আর রাধার নন্দন।
এ সকল বীর হয় দ্বিতীয় শমন॥
যুদ্ধে কাজ নাহি মম না পারিব জানি।
বনবাসে যাব আজ্ঞা কর চক্রপাণি॥
এত শুনি হাস্যমুখে কহে নারায়ণ।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বলহ রাজন॥
চিরজীবী নাহি কেহ সংসার ভিতরে।
জন্মিলে অবশ্য যায় শমনের ঘরে॥

ক্ষত্রধর্ম্ম-নীতি তব নাহিক রাজন।
সন্ন্যাস ধর্ম্মের মত তব আচরণ॥
রাজধর্ম্ম নীতি কিছু কহিব তোমারে।
পূর্ব্বেতে নিষ্পন্ন যাহা হইল বিচারে॥
রাজা হয়ে ক্ষমাবন্ত না হবে কখন।
অতি উগ্র না হইবে সদা শান্তমন॥
ক্ষত্র ধর্ম্মে যেই জন হয় বলবান্।
অহঙ্কারে জ্ঞাতি বন্ধু করে তৃণজ্ঞান॥
ক্ষত্র মধ্যে শত্রু আমি গণি যে তাহারে।
করিবে তাহারে নষ্ট যে কোন প্রকারে॥
বলে ছলে যুদ্ধে তারে যেরূপে পারিবে।
অবশ্য তাহারে রাজা সংহার করিবে॥
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি শুন নরবর।
সেই সব দুর্য্যোধন করিল পামর॥
তাহারে মারিতে নাহি পাপের উদয়।
জ্ঞাতি মধ্যে শত্রু সেই মহাদুরাশয়॥
পূর্ব্বের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন।
নমুচি দানব সেই কশ্যপনন্দন॥
এক পিতা হতে হ'ল দোঁহার জনম।
ইন্দ্রের সম্পদ হতে শত গুণ ধন॥
তপোবলে দেবরাজে করে পরাজয়।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব জিনি নিল দুরাশয়॥
ইন্দ্রের অমরাবতী বলেতে হরিল।
উপায় না দেখি ইন্দ্র চিন্তিত হইল॥
নমুচির সঙ্গে যুদ্ধে হইয়া পরাস্ত।
পলাইল দেবসেনা হয়ে অতি ব্যস্ত॥
পরাজয় মানি ইন্দ্র আদি দেবগণ।
সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমে সকল ভুবন॥
পুত্রগণ-কষ্ট দেখি দেবের জননী।
ক্ষীরোদের কূলে আরাধিল পদ্মযোনি॥
প্রত্যক্ষ হইয়া ব্রহ্মা বর দিল তাঁরে।
অচিরাতে পাবে রাজ্য তোমার কুমারে॥
এত বলি অন্তর্ধান হ'ল পদ্মাসন।
পুত্রগণে দেবমাতা বলেন তখন॥
জননীর বাক্যে ইন্দ্র আদি দেবগণ।
ব্রহ্মারে কহিল গিয়া সব বিবরণ॥
বিষম সঙ্কটে দেব করহ মোচন।
নমুচির ভয় হতে করহ তারণ॥
পিতামহ সুপ্রসন্ন হয়ে দেবগণে।
সান্ত্বনা করেন সবে প্রবোধবচনে॥
অসময়ে কার্য্যসিদ্ধি কভু নাহি হয়।
শাস্ত্রেতে বিচার হেন হইল নির্ণয়॥
জ্ঞাতিমধ্যে রিপু শ্রেষ্ঠ যেই মহাবলী।
তাহারে সংহার করি হৃদয়ে আকুলি॥
বলে ছলে নমুচিরে করিবে নিধন।
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি হইবে কখন॥
ব্রহ্মার বচন শুনি দেব সুরপতি।
নমুচির সঙ্গে আসি করিল পীরিতি॥
হীন জন প্রায় হয়ে তাহারে সেবিল।
নমুচির সহ ইন্দ্র মিত্রতা করিল॥
এইরূপে কত দিন আছে সুরনাথ।
করিল অচল প্রীতি নমুচির সাথ॥
কত দিনে শুভকাল হইল উদয়।
মারিতে দৈত্যেরে ইন্দ্র করিল উপায়॥
ক্ষণমাত্র রহি ইন্দ্র নমুচি মারিল।
আপন ইন্দ্রত্ব পদ পুনরপি নিল॥
ক্ষত্রধর্ম্মে এইমত আছয়ে নিয়ম।
পূর্ব্বাপর আছে হেন সকল সম্ভ্রম॥
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার বড় দুরাচার।
তাহারে মারিতে পাপ নাহিক তোমার॥
নমুচিরে মারি ইন্দ্র সুখে রাজ্য করে।
কৌরব মারিতে কেন পড়িলে বিচারে॥
কৌরবে মারিয়া তুমি সুখে রাজ্য কর।
দ্রৌপদীর মনঃশল্য উদ্ধার সত্বর॥
কহিলাম হিতবাক্য তোমারে রাজন।
এত বলি প্রবোধিল দেব নারায়ণ॥
ধর্ম্মের ঘুচিল ভয় আনন্দিত মন।
তবে ভীম ধনঞ্জয় আর মন্ত্রিগণ॥
একে একে নৃপতিরে কহে বিবরণ।
উদ্যোগ করহ রাজা করিবারে রণ॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা না কর সংশয়।
কৌরবে মারিয়া রাজ্য কর মহাশয়॥

বিনা দ্বন্দ্বে রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধন।
তাহারে মারিলে নহে পাপের কারণ॥
আমরা সহায় সব কারে কর ভয়।
আজ্ঞা কৈলে সংহারিব কৌরবতনয়॥
সহায় সর্ব্বস্ব তব দেব জগৎপতি।
ইহঁার প্রসাদে জয় হবে নরপতি॥
রাজা বলে যে কহিলে কভু নহে আন।
সহায় সর্ব্বস্ব মম দেব ভগবান॥
ইহঁার প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তথাপিহ চাহে লোক ধর্ম্মেতে তরিতে॥
অন্য দূত-কর্ম্ম নহে কহি সে কারণ।
কুরুসভা মধ্যে যাও দৈবকী-নন্দন॥
নিত্য ধর্ম্ম কহি জ্ঞান দেহ দুর্য্যোধনে।
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত গঙ্গার নন্দনে॥
প্রথমে কহিবে অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দিতে।
ধন জন রত্ন যেই ছিল ইন্দ্রপ্রস্থে॥
পূর্ব্বাপর অধিকার ছিল মম যত।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডব সহিত॥
যে নিয়ম হয়েছিল তাহে হই পার।
তবে কেন রাজ্য ছাড়ি না দেহ আমার॥
নাহি দিলে ধর্ম্মে বল কেমনে তরিবে।
ভাই ভাই যুদ্ধ হলে কিবা ফল হবে॥
জ্ঞাতিগণ মরিবেক আর বন্ধুগণ।
মহাযুদ্ধ হবে সর্ব্বকুল-বিনাশন॥
সে কারণে এই কার্য্যে নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া তোষ পাণ্ডবের মন॥
এরূপে কহিবে আগে কথা বহুতর।
তবে যদি কদাচ না শুনে কুরুবর॥
তবে সে কহিবে তারে করিয়া বিনয়।
বড় ক্ষমাশীল রাজা পাণ্ডুর তনয়॥
রাজ্য দেশ বৃত্তি যত অশ্ব ধন জন।
সকল ছাড়িয়া দিল তোমার কারণ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরে পঞ্চ গ্রাম দেহ।
সাগর অবধি রাজ্য সকল ভুঞ্জহ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ কুশস্থল বারণানগর।
হস্তিনার উত্তরে সুকান্তি গ্রামবর॥
পাণ্ডব নগর গ্রাম তাহার দক্ষিণে।
এই পঞ্চ গ্রাম দিয়া তোষ পঞ্চ জনে॥
এইরূপে বুঝাইবে রাজা দুর্য্যোধনে।
তোমার বচন যদি না শুনে শ্রবণে॥
আপনার দোষে দুষ্ট হইবে নিধন।
ইথে পাপ কলঙ্ক না হয় নারায়ণ॥
অধর্ম্ম করিলে পাপ হইবে আমার।
লোকে ধর্ম্ম ভাল মন্দ নহিবে বিচার॥
তার পাপে হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয়।
শীঘ্রগতি যাহ তুমি কৌরব-আলয়॥
গোবিন্দ বলেন রাজা যে আজ্ঞা তোমার।
হয়ত উচিত একবার জানিবার॥
যদ্যপি সম্প্রীতে রাজ্য দেয় দুর্য্যোধন।
দুই কুল রক্ষা হয় জীয়ে জ্ঞাতিগণ॥
ভীমার্জ্জুন বলেন না লয় ইহা মন।
সম্প্রীতে যে রাজ্য দিবে দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
তাহাতে রাধেয় মন্ত্রী বড় দুরাচার।
গান্ধারনন্দন দুঃশাসন দুষ্ট আর॥
এ তিন জনের বুদ্ধি লয়ে দুর্য্যোধন।
আমা সবা সঙ্গে নাহি করিবে মিলন॥
তথাপিহ যাহ তুমি ধর্ম্মের আজ্ঞায়।
সাবধান হয়ে দেব যাবে হস্তিনায়॥
কুবুদ্ধি কুমন্ত্রী খল রাজা দুর্য্যোধন।
একেশ্বর পেয়ে পাছে করে বিড়ম্বন॥
সে কারণে লহ সঙ্গে মহারথিগণ।
এক অক্ষৌহিণী সঙ্গে করুক গমন॥
গোবিন্দ বলেন মম ভয় আছে কারে।
শত দুর্য্যোধন মম কি করিতে পারে॥
তবে যদি প্রবর্দ্ধিত হয় অহঙ্কারে।
মুহূর্ত্তেকে চক্রে সংহারিব সবাকারে॥
বাতি দিতে না রাখিব কৌরবেয়গণে।
সবংশে মারিব সেই দুষ্ট দুর্য্যোধনে॥
এত বলি করিলেন গোবিন্দ প্রস্থান।
রথী দশ সহস্র লইয়া ধনুর্ব্বাণ॥
সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর চেকিতান।
দুই লক্ষ পদাতিক সঙ্গে বলবান॥

বলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ভাই পঞ্চ জন।
বিষম সঙ্কটে ভ্রমিলাম বনে বন।
তোমার প্রসাদে দুঃখ হইল মোচন।
সান্ত্বাইবে মায়ে যেন নহে দুঃখমন॥
শুনিয়া গোবিন্দ করিলেন অঙ্গীকার।
দ্রৌপদী কৃষ্ণেরে চাহি বলিছে আবার॥
শুনহ দুঃখের কথা কমললোচন।
বড়ই নিষ্ঠুর শত্রু পাপী দুর্য্যোধন॥
এত কষ্ট দিয়া নহে শান্ত তার মন।
কদাচ না ছাড়ি দিবে রাজ্য দুর্য্যোধন॥
যত দুঃখ দিলেক সে জানহ বিশেষ।
সভামধ্যে ধরি দুষ্ট আনে মোর কেশ॥
বিবস্ত্রা করিতে ইচ্ছা কৈল দুষ্টগণ।
ধর্ম্ম রক্ষা করিল যে তেঁই সে মোচন॥
হেন জন-মুখ প্রভু যাহ দেখিবারে।
তব বাক্য কদাচ না রাখিবে পামরে॥
তার সঙ্গে প্রীতি করি কিবা হবে হিত।
সবংশে মারিতে তারে হয়ত উচিত॥
তোমার আশ্রয়ে দেব কেবা বীর্য্যহত।
সবাই যুঝিবে দেব তোমার সম্মত॥
পিতা মম যুঝিবেন দ্রুপদ সুধীর।
ভাই আরো যুঝিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর॥
শিখণ্ডী করিবে যুদ্ধ মহাবলবান।
পঞ্চ ভাই যুঝিবেন রণে সাবধান॥
মম পঞ্চ পুত্র আছে সংগ্রামে সুধীর।
দ্বিতীয় বাসব যুদ্ধে অভিমন্যু বীর॥
ভোজবংশে মৎস্যবংশে যত বীরগণ।
এক এক জন হয় দ্বিতীয় শমন॥
কৌরবেরে পরাজয় করিবে সমরে।
কোন প্রয়োজনে প্রভু যাহ তথাকারে॥
স্বপ্ন আজি দেখিলাম শুন মহাশয়।
মনুষ্যে চড়িয়া রণে পাণ্ডুর তনয়॥
রাক্ষসমূরতি ধরি বীর বৃকোদর।
দুঃশাসনে ধরি রণে চিরিল উদর॥
রক্তপান করি বুলে দেখিনু নয়নে।
ধবল কুঞ্জর চড়ি মাদ্রীর নন্দনে॥
কৌরবের সহ যেন হ'ল মহারণ।
ধবল পুষ্পের মালা পরে পঞ্চ জন॥
শ্বেত কৃষ্ণ আরো যত বর্ণ ছত্র বাণ।
কৌরবের সেনা করে রক্তজলে স্নান॥
স্রোতোধারে মহাবেগে রক্তনদী বয়।
সাক্ষাতে দেখিনু এই স্বপ্ন মহাশয়॥
কৌরবের পরাজয় পাণ্ডবের জয়।
গোবিন্দ বলেন দেবি যে বল সে হয়॥
শত্রুমধ্যে যাইবারে উচিত না হয়।
তথাপি যাইব আমি রাজার আজ্ঞায়।
বুঝাইব নীতিধর্ম্ম দুষ্ট দুর্য্যোধনে।
মৃত্যুকালে ঔষধি না খায় রোগিজনে।
কদাচিত মম বাক্য না শুনিবে কাণে।
সবংশে যাইবে দুষ্ট শমনের স্থানে॥
অচিরাতে হবে তব দুঃখ বিমোচন।
হস্তিনায় রাজধানী হইবে এখন॥
এত বলি সান্ত্বাইল দ্রুপদকন্যায়।
শুভযাত্রা করি হরি যান হস্তিনায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে সাধুজন পীয়ে কর্ণ ভরি॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় আগমন সংবাদে
কুরুদের পরামর্শ।

মুনি বলে শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
বিদুর আসিয়া অন্ধে কহেন কাহিনী॥
হস্তিনায় আসিলেন আপনি শ্রীপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইতে ধর্ম্মশাস্ত্র-নীতি॥
সকল মঙ্গল রাজা হইবে তোমার।
সে কারণে শ্রীগোবিন্দ করে আগুসার॥
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম হইল উদয়।
সম্প্রীতি করিল কৃষ্ণ হেন মনে লয়॥
সাবধানে মহারাজ পূজিবে কৃষ্ণেরে।
ত্যজিয়া কাপট্য শাঠ্য না করি অন্তরে।
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ জানহ আপনে।
ভক্তিভাবে কৃষ্ণপূজা করহ যতনে॥
উভয় কুলের হিত চিন্তে নারায়ণ।
তোমার সভায় আসিবেন সে কারণ॥

সুমেরু সমান রত্ন অসঙ্খ্য কাঞ্চন।
অশ্রদ্ধায় যদি কৃষ্ণে করে নিবেদন॥
তাহাতে নহেন প্রীত দেব দামোদর।
শ্রদ্ধায় অত্যল্প দিলে মানেন বিস্তর॥
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে যেবা কৃষ্ণপূজা করে।
বিষম সঙ্কটে কৃষ্ণ উদ্ধারেন তারে॥
নররূপে পূর্ণব্রহ্ম আদি নারায়ণ।
সাবধান হয়ে তাঁরে পূজিবে রাজন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র সানন্দ হৃদয়।
পুলকে পূর্ণিত তনু হ'ল অতিশয়॥
বিদুরে চাহিয়া তবে বলিল বচন।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম হইল এখন॥
কুলক্ষয় হবে বলি জানি জগন্নাথ।
সে কারণে আসিবেন আমার সাক্ষাৎ॥
আমার ভাগ্যের সীমা বর্ণিতে না পারি।
প্রীতি করিবারে হেথা আসিবেন হরি॥
শ্রীকৃষ্ণের মতি হয় কুমতি-নাশিনী।
দুর্য্যোধনে শান্তি বুঝাইবেন আপনি॥
ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ কৃপ আরো দুর্য্যোধনে।
ডাক দিয়া আন শীঘ্র আমার সদনে॥
তারা দেখি কিবা বলে করিব বিচার।
কিরূপে বুঝিতে যুক্তি দেয় সে আবার॥
শুনিয়া বিদুর তবে গেল সেইক্ষণ।
ডাক দিয়া আনাইল যত সভাজন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পৃষতনন্দন।
আজ্ঞামাত্রে আনাইল যত সভাজন॥
সভাতে বসিল সবে সিংহ অবতার।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকাকুমার॥
মম মনস্কাম পূর্ণ হ'ল এত দিনে।
উভয় কুলের হিত চিন্তা করি মনে॥
রাজা দুর্য্যোধনে ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে।
কৃষ্ণ আসিছেন এই হস্তিনা পুরীতে॥
কিরূপে পূজিব কৃষ্ণে বলহ আমারে।
ইহার বিধান তবে করিব বিস্তারে॥
এত শুনি কহে ভীষ্ম গঙ্গার তনয়।
তোমার পুণ্যের বলে হইল উদয়॥

অকপটে পূজা কর আনন্দে তাঁহারে।
বৈভব বিস্তর দিয়া রাজ্য ব্যবহারে॥
যাহে প্রীত হন কৃষ্ণ কহি শুন নীত।
বিচিত্র মন্দির এক করহ রচিত॥
ইন্দ্রের নগর তুল্য নগর প্রধান।
নানা রত্ন মাণিক্যেতে করহ নির্ম্মাণ॥
পথে পথে দেহ রাজা জলছত্র দান।
স্থানে স্থানে রত্নবেদী করহ নির্ম্মাণ॥
অগুরু চন্দন ছড়া দেহত নগরে।
করুক মঙ্গল বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে॥
গুবাক কদলী আনি রোপ সারি সারি।
স্থানে স্থানে নানা যজ্ঞ মহোৎসব করি॥
নট নটীগণ আর নর্ত্তক গায়ন।
গোবিন্দ-গুণানুবাদ করুক কীর্ত্তন॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া সুবেশ।
চারি জাতি লয়ে বসে এই চারি দেশ॥
আগুসরি আন গিয়া দৈবকীনন্দনে।
পূজা কর গোবিন্দের এইত বিধানে॥
তবে সুখ নরপতি হইবে তোমার।
মম চিত্তে লয় রাজা এইত বিচার॥
এতেক বলিল যদি ভীষ্ম মহামতি।
দ্রোণ কৃপ আদি সবে দিল অনুমতি॥
এইরূপে পূজা কৃষ্ণে হয়ত উচিত।
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম এই লয় চিত॥
দুর্য্যোধন বলে মম নাহি রুচে মন।
এইরূপে কৃষ্ণ-পূজা কোন প্রয়োজন॥
ক্ষত্রধর্ম্মে পৃথিবীতে কে করে বাখান।
কোন রাজগণ কৃষ্ণে করিল সম্মান॥
শিশুপাল রাজা ছিল বিখ্যাত ভুবনে।
কদাচিত মান্য নাহি করে নারায়ণে॥
কপট করিয়া কৃষ্ণ সংহারিল তারে।
জরাসন্ধ রাজা নিন্দা করিল তাহারে॥
গোবিন্দেরে সে বলিল গোয়ালানন্দন।
ক্ষত্রিয় অধম বলি করিত গণন॥
ক্ষত্রসভামধ্যে কভু বসিতে না দিল।
তেঁই সে ভীমের হাতে তাহারে মারিল॥

বড়ই কপট ক্রূর রুক্মিণীর পতি।
তারে মান্য কদাচ না করি নরপতি॥
মান্য কৈলে উপহাস করিবে সংসার।
ক্ষত্র রাজগণ যত কৃষ্ণ মান্য কার॥
উপহাস হতে মৃত্যু বরং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
মান্য না করিল কেহ দেখি তার ধর্ম্ম॥
ইতর জনের প্রায় পূজি নারায়ণে।
যত বুঝাইবে তাহা না শুনিব কাণে॥
মোর মনে লয় রাজা এইত যুকতি।
এত শুনি কহে তবে ভীষ্ম মহামতি॥
ভাবে বুঝি দুর্য্যোধন হারাইলে জ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান॥
অমান্য করিতে তাঁরে চাহ অহঙ্কারে।
নারায়ণ মুহূর্ত্তেকে মারিবে সবারে॥
বাতি দিতে না রাখিবে কৌরববংশেতে।
এত বলি ভীষ্ম বীর উঠে সভা হতে॥
আপন মন্দিরে গেল হয়ে ক্রুদ্ধমন।
যার যে শিবিরে গেল যত সভাজন॥
তবে দুর্য্যোধনে অন্ধ বলিল বচন।
যা বলিল ভীষ্ম তাহা না কর হেলন॥
মান্য করি পূজ কৃষ্ণে করিয়া রহস্য।
দুই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য॥
তোমাকে ভেটিবে আসি দেবকীকুমার।
তোমার ভাগ্যের সীমা কিবা আছে আর।
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পূজ বৎস নারায়ণ।
শ্রদ্ধায় সকল কার্য্য হইবে সাধন॥
অল্প বা বিস্তর দেয় শ্রদ্ধা পুরস্কারে।
অকপট হয়ে যেবা কৃষ্ণপূজা করে॥
আপনাকে দিয়া তার বশ হন হরি।
সে কারণে কহি শুন কুরু-অধিকারী॥
অকপট হয়ে তুমি পূজ নারায়ণ।
মম বাক্য কদাচিত না কর হেলন॥
দুর্য্যোধন বলে তাত কহিলে যেমত।
তব আজ্ঞা হেতু আমি করিব সেমত॥
শিল্পকারগণে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
দিব্য রত্ন সিংহাসন করহ রচন॥

রত্নের মন্দির ঘর বিচিত্র আবাস।
বসিবে তাহাতে আসি দেব শ্রীনিবাস॥
নগরে নগরে কর পুষ্পের মন্দির।
পথে পথে স্থানে স্থানে রচহ শিবির॥
উৎসব করুক সদা সুখে সর্ব্বজনে।
নট নটী নৃত্য যেন করে স্থানে স্থানে॥
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে যত অনুচরগণ।
যে কহিল ততোধিক করিল গঠন॥
নগরে নগরে করে রত্ন বাস-ঘর।
স্থানে স্থানে যজ্ঞারম্ভ করিল বিস্তর॥
নানা বৃক্ষগণ রোপিলেক সারি সারি।
বিচিত্র শোভন যেন ইন্দ্রের নগরী॥
চারি জাতি নগরেতে যত প্রজাগণ।
সবাকারে চরগণ বলিল বচন॥
আসিবেন কৃষ্ণ আজি নৃপ ভেটিবারে।
আগু হয়ে সবে গিয়া আনিবে তাঁহারে।
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন নগরের জন।
সুসজ্জ হইল ভেটিবারে নারায়ণ॥

হস্তিনা যাইতে পথে প্রজা কর্ত্তৃক
শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

সুসজ্জ হইয়া হরি, রথে আরোহণ করি,
হস্তিনায় করেন গমন।
নানাবিধ বাদ্যবাজে, কেহ অশ্বে কেহ গজে,
সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্যগণ॥
বিরাটনগর তরি, তারিলা সে কাম্পিপুরী,
বাম করি মগধের দেশ।
কাঞ্চননগর দিয়া, কাশীরাজ্য এড়াইয়া,
ব্রহ্মদেশে আসে হৃষীকেশ॥
অবসান হ'ল বেলা, বনমালী উত্তরিলা,
বিশ্রাম করেন কতক্ষণ।
জানি কৃষ্ণ আগমন, ব্রহ্মবাসী প্রজাগণ,
ভেটিতে আসিল সর্ব্বজন॥
নানা ভক্ষ্য উপহার, দিয়া নানা অলঙ্কার,
শকটে পুরিয়া রত্ন ধন।
দণ্ডবৎ প্রণতি করি, ষড়ঙ্গে পূজিয়া হরি,
নানাবিধ করিল স্তবন॥

নমো নমো জয় জয়, নমস্তে করুণাময়,
পূর্ণব্রহ্ম আদি গদাধর ।
নমো হয়গ্রীব কায়, নমো বেদ উদ্ধারায়,
নমো নমো মীন কলেবর ॥
নমঃ কূর্ম্মরূপধারী, সমুদ্র মথনকারী,
জয় জয় নমস্তে শ্রীধর ।
নমস্তে বামনরূপ, মহাহরি বলি ভূপ,
নমো নমো দেব দামোদর ॥
নমস্তে বরাহ-কায়, হিরণ্যাক্ষ বিনাশায়,
নমস্তে মোহিনী-কলেবর ।
দেবাসুর মোহ যায়, রুদ্র তত্ত্ব নাহি পায়,
নমোনমঃ অখিল ঈশ্বর ॥
নমো নমো নারায়ণ, মহাদৈত্য-বিনাশন,
নমস্তে নৃসিংহ-রূপধারী ।
নমো-রাম ভৃগুকায়, ক্ষত্রবংশ বিনাশয়,
জয় জয় নমস্তে মুরারি ॥
নমো রবিবংশধারী, নমস্তে বামনহরি,
দুষ্ট শিশুপাল বিনাশন ।
নমো রাম কৃষ্ণতনু, বসুদেব-অঙ্গজনু,
জয় প্রভু জয় নারায়ণ ॥
জয় জয় জনার্দ্দন, কেশী কংস বিনাশন,
নমো ব্রজগোপীর মোহন ।
অঘাবক তৃণাবর্ত্ত, রিপুবংশ করি অন্ত,
জয় জয় ব্রহ্ম সনাতন ॥
তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি সূক্ষ্ম স্থূলতন্ত্র,
আত্মারূপে সর্ব্বত্র বিহারী ।
কীট পক্ষী মৎস্যআদি, জীবজন্তু নিরবধি,
কেহ ভিন্ন না হয় তোমারি ॥
তোমার চরণ সেবি, নারদাদি মহাকবি,
মৃত্যুঞ্জয় কৈল মৃত্যু জয় ।
সেবিয়া তোমার পায়, ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পায়,
ব্রহ্মপদ দেহ মহাশয় ॥
নমো বুদ্ধ দেহধর, ভবিষ্যতি কলেবর,
নমঃ কল্কি ম্লেচ্ছ বিনাশয় ।
নাহি তার কোন ভয়, সদা সে নির্ভয় হয়,
তব গুণকথা যেই গায় ॥

আমরা অত্যল্পমতি, কিজানি তোমারস্তুতি
না জানেন ব্রহ্মা হরি হর ।
পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে, চিরকালমনঃস্বাস্থ্যে
নির্ভয়েতে করিল আশ্রয় ॥
দুর্য্যোধন কুরুমণি, পাশায় সর্ব্বস্ব জিনি,
সবারে পাঠায় বনবাসে ।
দেখি দুষ্ট দুরাচার, মানি সবে পরিহার,
নিবাস করিল এই দেশে ॥
চিরকালআছিআশে, পাণ্ডবআসিবেদেশে,
পুনরপি যাইব তথায় ।
হাহা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, ভীম পার্থ নহে স্থির,
না দেখিয়া তোমা সবাকায় ॥
তোমা সবাবিনাকায়, দেখিবারেনাযুয়ায়,
পুত্রবৎ করিতে পালন ।
স্মরি পাণ্ডুপুত্রগণ, ব্রহ্মবাসী প্রজাগণ,
মহাশোকে হ'ল অচেতন ॥
তুষ্ট হয়ে নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
কহিতে লাগিলেন তখন ।
শোক না করিহআর, যাহসবে নিজাগার,
শীঘ্র হবে পাণ্ডব দর্শন ॥
হইয়া পাণ্ডবদূত, বুঝাইতে কুরুসুত,
যাই আমি হস্তিনাভুবনে ।
পাণ্ডবের রাজ্যবাড়ী, যদি নাহিদেয়ছাড়ি,
দুর্য্যোধন আমার বচনে ॥
রুষিবে পাণ্ডবগণ, বলে লবে রাজ্য ধন,
কুরুবংশ করিয়া বিনাশ ।
এত বলি নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
সেই দিন তথা করে বাস ॥
বিচিত্র ভারতকথা, ব্যাস বিরচিত গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

হস্তিনায় শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি ।

মুনি বলে শুন কুরুবংশচূড়ামণি ।
ব্রহ্মদেশে রাত্রি বঞ্চি দেব চক্রপাণি ॥

প্রাতঃকৃত্য নিবর্ত্তিয়া আরোহেন রথে।
মেলানি মাগিয়া চলিলেন হস্তিনাতে।।
বিচিত্র মন্দির পথে পথে নানা বাস।
দেখিয়া বিস্মিত হ'ল দেব শ্রীনিবাস।।
কোনখানে মুনিগণে বেদ উচ্চারয়।
কোনখানে বাদ্যকর সুবাদ্য বাজায়।।
নানা রত্ন অলঙ্কার পরি পুষ্পমালা।
কোনখানে শিশুগণ করে নানা খেলা।।
নগরের প্রজাগণ দিব্য বেশ ধরে।
চতুরঙ্গদলে বসিয়াছে থরে থরে।।
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণ ডাকি সাত্যকিরে।
পূর্ব্বমত হইবেক দেখি হস্তিনারে।।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন।
বড়ই ধর্ম্মাত্মা দেখি হেথা প্রজাগণ।।
বুঝি এবে ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মে মতি দিল।
সে কারণে মহোৎসব গীত আরম্ভিল।।
সাত্যকি বলিল নহে ধর্ম্মের কারণ।
তোমার পরীক্ষা করিতেছে দুর্য্যোধন।।
লোকমুখে শুনি ভক্তাধীন জনার্দ্দন।
পাণ্ডবের বশ তেঁই ভক্তির কারণ।।
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তাঁরে।
আমি ভক্তি করি দেখি এবে কিবা করে।।
এমত মন্ত্রণা করি যত কুরুগণ।
যজ্ঞ মহোৎসব করিয়াছে আরম্ভণ।।
এত শুনি হাসি হাসি কহে দামোদর।
আমার কপট ভক্তি নহে প্রীতিকর।।
বিড়ম্বিবে মোরে সেই নিজে বিড়ম্বিবে।
এই দোষে যমঘরে অবিলম্বে যাবে।।
এত বলি জগন্নাথ করিয়া প্রস্থান।
নগরমধ্যেতে উত্তরিলেন শ্রীমান্।।
কৃষ্ণ আগমন শুনি কৌরবের পতি।
আগু বাড়াইয়া গিয়া আনে শীঘ্রগতি।।
নর্ত্তক চারণ আদি গায়কের গণ।
দুঃশাসন সঙ্গে করি আসিল রাজন।।
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বীর দুঃশাসন।
আগু বাড়াইয়া শীঘ্র আনে নারায়ণ।।

সাত্যকি সহিত কৃষ্ণে আনিল সভাতে।
যথাযোগ্য স্থানে সবে দিলেন বসিতে।।
ভক্তি করি দুর্য্যোধন রত্ন-সিংহাসনে।
সভামধ্যে বসাইল দেব নারায়ণে।।
যত দ্রব্য আহরণ করে দুর্য্যোধন।
গোবিন্দের অগ্রে লয়ে দিল সেইক্ষণ।।
অশ্রদ্ধায় যত দ্রব্য করে সমর্পণ।
কোন দ্রব্য না নিলেন তার নারায়ণ।।
প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন জনার্দ্দন।
আজি কোন দ্রব্যে মম নাহি প্রয়োজন।
আজি আমি রহি গিয়া বিদুরের বাসে।
কালি রাজা মম পূজা করিহ বিশেষে।।
এত বলি সভা হতে উঠি নারায়ণ।
সাত্যকির হাত ধরি করেন গমন।।
তবে দুর্য্যোধন রাজা উঠি সভা হতে।
কর্ণ দুঃশাসন মাতুলেরে নিল সাথে।।
অন্দরে অমাত্য সহ বসি দুর্য্যোধন।
যুক্তি করে কি উপায় করিব এখন।।
পাণ্ডবের পক্ষ দেখি দেব নারায়ণ।
পাণ্ডবের গতি কৃষ্ণ পাণ্ডবজীবন।।
কৃত্যা করি বান্ধি এবে রাখ শ্রীনিবাস।
দন্ত উপাড়িলে যেন ভুজঙ্গ নিরাশ।।
কৃষ্ণ বিনা মরিবেক পাণ্ডু-অঙ্গজনু।
জলহীন মৎস্য যেন নাহি ধরে তনু।।
দুঃশাসন বলে যুক্তি নিল মোর মন।
গোবিন্দেরে রাখ রাজা করিয়া বন্ধন।।
বলিকে বান্ধিয়া যথা ইন্দ্র রাজ্য করে।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি যে অন্তরে।।
শকুনি বলিল যুক্তি নিল মোর মন।
এই কর্ম্মে সব সুখ দেখি যে রাজন।।
পূর্ব্বাপর শাস্ত্রমত আছে হেন নীত।
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমিতে উচিত।।
তোমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন।
তার অনুগত হয় দেব নারায়ণ।।
তারে কৃত্যা করি দোষ নাহিক ইহাতে।
বন্ধন করিয়া কৃষ্ণে রাখহ ত্বরিতে।।

কর্ণ বলে ভাল বলে গান্ধারীনন্দন।
এই কর্ম্মে তব সুখ হইবে রাজন॥
কিন্তু বলভদ্র আদি যত যদুগণ।
পাছে আসি কৃত্যা করে জানি অকারণ॥
পাণ্ডবের পক্ষ হবে যত যদুগণ।
গোবিন্দ বিচ্ছেদে সবে করিবেক রণ॥
যাহা হৌক তারা তব কি করিতে পারে।
নিভৃতে বান্ধিয়া তুমি রাখ দামোদরে॥
এতেক বলিল যদি রাধার নন্দন।
কপট মন্ত্রণা করি আনন্দিতমন॥
যত দৃঢ় ঘাতিগণ দ্বারেতে আছিল।
নিভৃতে ডাকিয়া আনি সবারে কহিল॥
কালি কৃষ্ণ আসিবেন মোর অন্তঃপরে।
দ্বারকা যাবেন তিনি কহিয়া আমারে॥
মহাপাশে শীঘ্র তাঁরে করিয়া বন্ধন।
যতনে রাখিবে তাঁরে করিয়া গোপন॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল দুষ্টমতিগণ।
হইল সানন্দ চিত্ত রাজা দুর্য্যোধন॥

বিদুরের গৃহে কুন্তী সহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন।

কহেন জনমেজয় শুন তপোধন।
অতঃপর কিবা করিলেন নারায়ণ॥
দুর্য্যোধন-সভা হতে উঠি হৃষীকেশ।
কিবা কর্ম্ম করিলেন কহ সবিশেষ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব পুরাণ-কথা করহ শ্রবণ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ চলিয়া সত্বরে।
দেখেন বিদুর নাহি আপনার ঘরে॥
বিদুর বিদুর বলি ডাকেন শ্রীহরি।
বাহির হলেন কুন্তী শব্দ অনুসরি॥
গোবিন্দে দেখিয়া কুন্তী আনন্দে পূরিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হাতেতে পাইল॥
আলিঙ্গিয়া শিরে চুম্বি কান্দে অবিশ্রাম।
দুই পায়ে ধরি কৃষ্ণ করেন প্রণাম॥
পাদ্য অর্ঘ্য আনি কুন্তী দিল সেইক্ষণে।
বসাইল গোবিন্দেরে কুশের আসনে॥
গোবিন্দের আগে কুন্তী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
মম সম ভাগ্যহীনা নাহিক সংসারে॥
আজন্ম দুঃখেতে মম দহিল শরীর।
এত কষ্টে পাপ আত্মা না হয় বাহির॥
শিশু পুত্র রাখি স্বামী স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণ এত কষ্ট চক্ষে না দেখিল॥
ভাগ্যবতী সঙ্গে গেল মদ্রের নন্দিনী।
আমি সঙ্গে না গেলাম অধম পাপিনী॥
দারুণ পাপিষ্ঠ খল রাজা দুর্য্যোধন।
বারে বারে যত দুঃখ দিলেক দুর্জ্জন॥
বিষ খাওয়াইল ভীমে মারিবার তরে।
ধর্ম্ম হতে রক্ষা পাইলেক বৃকোদরে॥
অনন্তরে কপটতা করি পাপমতি।
অগ্নিগৃহ করি দিল করিবারে স্থিতি॥
তাহাতে পাইল রক্ষা বিদুর-কৃপাতে।
দ্বাদশ বৎসর দুঃখে ভ্রমিনু বনেতে॥
যাচ্ঞাতে করিলাম উদর ভরণ।
পুত্র হয়ে করিলাম বিপ্র-আচরণ॥
বহু কষ্ট পেয়ে তবে গেনু পাঞ্চালেরে।
পাঁচটি কুমার গেল ভিক্ষা অনুসারে॥
আমার পুণ্যের ফল উদয় হইল।
সভামধ্যে লক্ষ বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল॥
পুত্রগণ পক্ষ রাজা দ্রুপদ হইল।
দিনকত তথামাত্র সুখেতে বঞ্চিল॥
অনন্তরে দেশে এলে খল কুরুপতি।
রহিবারে ইন্দ্রপ্রস্থে দিলেন বসতি॥
আপন ইচ্ছায় ভাগ দিল যেবা কিছু।
তাহাতে সন্তুষ্ট হ'ল মোর পঞ্চশিশু॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে সিঞ্চিল রতন।
পিতৃ আজ্ঞা লয়ে যজ্ঞ করিল সাধন॥
দেখিয়া বৈভব মোর দুষ্ট দুর্য্যোধন।
শকুনির সহ যুক্তি করিয়া দারুণ॥
কপট পাশায় জিনি সর্ব্বস্ব লইল।
নিয়ম করিয়া বনবাসে পাঠাইল॥
যে নিয়ম করে পুত্র সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইল মুক্ত ধর্ম্মবল হতে॥

দ্বাদশ বৎসর বনে করিল ভ্রমণ ॥
এক সম্বৎসর অজ্ঞাতেতে কাটাইল।
এত কষ্ট দিয়া তবু দয়া না জন্মিল ॥
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য পাপিষ্ঠ না দিল।
যুদ্ধ করি মারিবেক এই সে চইল ॥
যুদ্ধ করিবারে চাহে মোর পুত্র সনে।
না জানি কপালে কিবা আছয়ে লিখনে ॥
এতেক বলিতে শোক বাড়িল অপার।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কুন্তী করি হাহাকার ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কুন্তীর রোদন।

হাহা ভীম যুধিষ্ঠির, হাহা পুত্র পার্থবীর,
সহদেব নকুল তনয়।
রূপ-গুণ-শীলযুতা, হাহা বধূ পতিব্রতা,
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ রয় ॥
দুর্গম বিষম বনে, সঙ্গে নিজ স্বামীগণে,
ভয়ানকে বঞ্চিলে কেমনে।
দারুণ পাপিষ্ঠ পশু, ব্যাঘ্র সর্প যত কিছু,
যক্ষ রক্ষ ভয়ানক স্থানে ॥
তপস্বীর বেশধারী, যত সব হিংসাকারী,
ভাগ্যে পুণ্যে না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্বপুণ্য ফল হতে, রক্ষা হ'ল রিপুহাতে,
ধর্ম্মবলে বাঁচিলে জীবনে ॥
প্রাণের দোসর তুমি, নির্ভয় করিলে ভূমি,
সংহারিয়া রাক্ষস দুর্জ্জন।
হাহা পুত্র বৃকোদর, মম গোত্রে গোত্রধর,
হাহা পার্থ আমার জীবন ॥
করিয়া খাণ্ডব দাহ, তুষ্ট কৈলে হব্যবাহ,
ইন্দ্রের ভাঙ্গিলে মহাভয়।
মহা-উগ্রতপ করি, তুষ্ট কৈলে ত্রিপুরারি,
বাহুযুদ্ধে কৈলে পরাজয় ॥
এই রূপে পুত্রগণ, মনে করি চতুর্গুণ,
কান্দে দেবী ভোজের নন্দিনী।
শোকাকুল অতি দীন, শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ,
মূর্চ্ছা হয়ে পড়িল ধরণী ॥

প্রবোধিয়া কহিছেন তাঁরে।
শোক ত্যজ পিতৃস্বসা, গেল তব দুঃখদশা,
পুত্রগণ-দুঃখ গেল দূরে ॥
প্রসন্ন হইল কাল, ধর্ম্ম হবে মহীপাল,
আজি কালি হস্তিনানগরে।
আমারে করিয়া দূত, পাঠাইল ধর্ম্মসুত,
জানাইতে কৌরবকুমারে ॥
যদি নাহি শুনে বাণী, ক্রূরবুদ্ধি কুরুমণি,
যদি নাহি দেয় রাজ্যভার।
তবে তব পুত্র জয়, ক্রূরবুদ্ধি কুরুচয়,
সবংশেতে হইবে সংহার ॥
বলিলেন যুধিষ্ঠির, শীঘ্র যাহ যদুবীর,
জননীরে কহিবে এমতি।
হবে দুঃখ অবসান, ধর্ম্ম রাখিবেন মান,
অচিরেতে ঘুচিবে দুর্গতি ॥
এত বলি জগৎপিতা, প্রবোধেন ভোজসুতা,
শুনি কুন্তী হ'ল হৃষ্টমন।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা, ব্যাস বিরচিত গাথা,
কাশীরাম দাস বিরচন ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদুরের স্তব ও তাঁহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন।

কুন্তীকাছে বসিয়া ছিলেন নারায়ণ।
নানা কথা আলাপনে অতি হৃষ্টমন ॥
সহসা বিদুর উপনীত নিজালয়।
কান্ধে হ'তে ভিক্ষাঝুলি ভূমিতে নামায় ॥
গৃহ প্রবেশিতে দেখে দেবকীনন্দন।
কহে গদগদ হয়ে সজল লোচন ॥
আমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি।
কৃপা করি মম গৃহে আসিলে মুরারি ॥
কোন দ্রব্য দিয়া আমি পূজিব তোমারে।
আছুক অন্যের কাজ অন্ন নাহি ঘরে ॥
বড় ভাগ্যহীন আমি অধম বঞ্চিত।
ক্ষমিবে আমারে প্রভু দেখিয়া দুঃখিত ॥
এত বলি দণ্ডবৎ হয়ে করে স্তুতি।
নমোনমঃ পূর্ণব্রহ্ম জগতের পতি ॥

তুমি আদ্য তুমি অন্ত তুমি মধ্যরূপ।
সকল সংসার প্রভু তোমার স্বরূপ।।
নমোনমঃ আদি ব্রহ্ম মৎস্যরূপধর।
নমোনমো হয়গ্রীব নমস্তে ভূধর।।
নমস্তে বরাহ হিরণ্যাক্ষবিদারক।
নমো ভৃগুপতিরূপ ক্ষত্রকুলান্তক।।
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মন্দরধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।।
নমস্তে নৃসিংহরূপ দৈত্যবিনাশক।
নমস্তে প্রহ্লাদ প্রতি কৃপা-প্রকাশক।।
নমস্তে বামনরূপ বলিদ্বারে দ্বারী।
বাসুদেব নমো জয় নমস্তে মুরারি।।
ভবিষ্যতি অবতার নমো বৌদ্ধকায়।
নমঃ কল্কি অবতার ম্লেচ্ছবিনাশয়।।
কি জানি তোমার স্তুতি আমি হীনজ্ঞান।
ব্রহ্ম শিব আদি যাঁরে সদা করে ধ্যান।।
তুমি সে প্রকৃতিপর দেব নিরঞ্জন।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে তোমার গমন।।
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের সংহার।
এইহেতু জগৎপতি নাম যে তোমার।।
কে বলিতে পারে তব গুণ অগোচর।
তোমার মহিমা বেদশাস্ত্রের উপর।।
এরূপে বিদুর করে নানাবিধ স্তুতি।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন শ্রীপতি।।
পরম মহৎ তুমি সংসার ভিতরে।
তব তুল্য ধর্ম্মশীল নাহি চরাচরে।।
ভক্তবশ আমি থাকি ভক্তের অধীনে।
অধিক নাহিক প্রীতি ভক্তজন বিনে।।
মেরুতুল্য রত্ন যে অভক্ত জন দেয়।
তাহাতে আমার তুষ্টি কিঞ্চিৎ না হয়।।
অল্প বস্তু দেয় যদি ভক্তি পুরস্কারে।
তাহাতে যতেক তুষ্টি কে কহিতে পারে।।
শ্রীহরির স্নেহবাক্য বিদুর শুনিল।
প্রতি অঙ্গ পুলকিত কহিতে লাগিল।।
কি দিয়া করিব তুষ্ট আমি অভাজন।
আপনার গুণে কৃপা কর নারায়ণ।।
কৃপার অধীন তুমি দয়ার সাগর।
কৃপা করি পদছায়া দেহ গদাধর।।
কৃপা করি মোরে স্নেহ কর হৃষীকেশ।
তোমার মহিমা আমি না জানি বিশেষ।।
বিদুরের স্তবে তুষ্ট হয়ে নারায়ণ।
কৌতুকে কহেন পুনঃ কপট বচন।।
বিদুর সে সব কথা হইবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি কাতর আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতে।।
স্তবেতে কাহার কবে পূরিল উদর।
খাদ্য বস্তু আন কিছু জুড়াক অন্তর।।
স্নান করি বসিয়াছি বিনা জলপানে।
যে কিছু আছয়ে শীঘ্র আন এইখানে।।
শুনিয়া বিদুর গৃহে করিল প্রবেশ।
তণ্ডুলের খুদমাত্র আছে অবশেষ।।
তাহা আনি দিল পদ্মাপতি-পদ্মকরে।
পদ্মা সহ পদ্মাপতি বান্ধিল অন্তরে।।
সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।
বিদুর লজ্জিত হয়ে না মেলে নয়ন।।
পুনশ্চ বিদুর কহে দেব দামোদরে।
আজ্ঞা কর যাই আমি ভিক্ষা অনুসারে।।
নগরে যে পাই ভিক্ষা অতিরিক্ত নয়।
এত শুনি হাসি কন দৈবকীতনয়।।
ভিক্ষার কারণ বহু কৈলে পর্য্যটন।
পুনঃ যাবে ভিক্ষাতে না রুচে মম মন।।
যে কিছু পাইলে তাহা করহ রন্ধন।
সবে মেলি বাঁটিয়া তা করিব ভক্ষণ।।
শুনিয়া বিদুর আজ্ঞা করিল কুন্তীরে।
রন্ধন করিয়া কুন্তী দিলেন সত্বরে।।
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বিদুরের বাসে।
ভোজনান্তে আচমন করিলেন শেষে।।
তাম্বূল নাহিক আনি দিল হরীতকী।
ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।।
বিদুর সাত্যকি আর দেব নারায়ণ।
ইষ্ট আলাপনে করিলেন জাগরণ।।
বিদুর বলেন দেব কর অবধান।
কি হেতু হস্তিনাপুরে তোমার প্রয়াণ।।

পাণ্ডবের দূত হয়ে এলে অভিপ্রায়ে।
ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে গান্ধারীতনয়ে॥
তব বাক্য না রাখিবে কভু দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে দুর্জ্জন॥
ভীষ্ম দ্রোণ বুঝাইল ব্যাস মুনিবর।
কার বাক্য না শুনিল কৌরব পামর॥
গোবিন্দ বলেন যাহা কহিলে প্রমাণ।
না করিলে সম্প্রীতে পাণ্ডবের সম্মান॥
তথাপিহ লোকধর্ম্ম তরিবার তরে।
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির পাঠাইল মোরে॥
পঞ্চ ভাই জন্যে মাগি লব পঞ্চ গ্রাম।
এই হেতু আসিলাম দুর্য্যোধন ধাম॥
বিদুর বলেন দেব এ কথা না কহ।
ভাল ভাল শীঘ্রগতি এথা হতে যাহ॥
যে মন্ত্রণা করিয়াছে বলিবারে ভয়।
দুর্য্যোধন দুষ্ট আর রাধার তনয়॥
দুঃশাসন সহ দুষ্ট বসিয়া নিভৃতে।
যুক্তি করিয়াছে দুষ্ট বান্ধিয়া রাখিতে॥
এত শুনি গোবিন্দের কাঁপে হৃদি বক্ষ।
কুম্ভকার চক্র যেন ফিরে দুই অক্ষ॥
অরুণ লোচন ক্রোধে রক্তবিম্ব জিনি।
বলেন বিদুর প্রতি দেব চক্রপাণি॥
এত অহঙ্কার করে কুরু পাপকারী।
ইহার উচিত শাস্তি দিতে আমি পারি॥
মুহূর্ত্তেকে পারি সবা করিতে সংহার।
বাতি দিতে কুরুকুলে না রাখিব আর॥
গোবিন্দের বাক্যে বিদুরের ভয় মন।
করযোড় করি পুনঃ বলেন বচন॥
তোমারে বান্ধিতে পারে কাহার শকতি।
ত্রিভুবনে হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি জগৎপতি॥
ভকতে বান্ধিতে পারে মাত্র ভক্তিপাশে।
আপন বন্ধন তুমি লহ অনায়াসে॥
যে কালে গোকুলে বাল্যলীলা করেছিলে।
একদিন যশোদার ক্রোধ বাড়াইলে॥
ক্রোধেতে যশোদা তোমা করিল বন্ধন।
মায়াতে মোহিত হয়ে করিল এমন॥
যত দড়ি যশোমতী আনে ক্রোধমনে।
বান্ধিতে না আঁটে দুই অঙ্গুলি প্রমাণে॥
দেখিয়া মায়ের দুঃখ হ'ল তব দয়া।
লইতে বন্ধন তুমি ত্যজি নিজ মায়া॥
মায়ার পুত্তলী তুমি নানা মায়া জান।
আদি নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ ভগবান॥
তোমার এতেক ক্রোধ কি হেতু না জানি
আমারে দেখিয়া ক্রোধ ক্ষম চক্রপাণি॥
তোমারে বান্ধিতে পারে আছে কোন জন
কিবা অল্পমতি ছার রাজা দুর্য্যোধন॥
কি করিতে পারে তোমা কাহার শকতি।
মম অপরাধ ক্ষম দেব জগৎপতি॥
বিদুরের বাক্যে ক্ষমিলেন নারায়ণ।
জল দিলে যথা নিবর্ত্তয়ে হুতাশন॥
পুনরপি হাসি হাসি বলে জনার্দ্দন।
খণ্ডিতে না পারি আমি তোমার বচন॥
ক্ষমিলাম কৌরবের দোষ যে সকল।
অচিরাতে পাবে দুষ্ট সমুচিত ফল॥
খণ্ডিতে না পারি আমি ধর্ম্মের উত্তর।
সে কারণে আসিলাম হস্তিনানগর॥
এত বলি ক্রোধহীন হন নারায়ণ।
বিদুর প্রবোধ পেয়ে আনন্দিত মন॥
নানা কথা আলাপেতে ছিল তিন জন।
কথাশেষে করিলেন সকলে শয়ন॥
উদ্যোগ পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
ব্যাসবিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাহার শ্রবণে হয় ভবসিন্ধু পার॥

কৌরবের সভায় শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন।

রজনী বঞ্চিয়া সুখে বিদুরের ঘরে।
প্রভাতে উঠিয়া দেব হরিষ অন্তরে॥
প্রাতঃক্রিয়া নিবর্ত্তিয়া শুভযাত্রা করি।
বিদুরেরে সঙ্গে করি চলেন শ্রীহরি॥
সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর চেকিতান।
চারিজন চলি যান কুরুবিদ্যমান॥

সভা করি বসি আছে কুরু নরপতি।
হেনকালে উপনীত দেব জগৎপতি॥
কৃষ্ণ-আগমন রাজা জানি সেইক্ষণ।
বহু মান্য করি দিল বসিতে আসন॥
হেন কালে উপনীত যত সভাজন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পৃষতনন্দন॥
পঞ্চ ভাই ত্রিগর্ত্ত দেশের নরপতি।
আসিল যতেক রাজা সবে মহামতি॥
শত ভাই সহ বসি রাজা দুর্য্যোধন।
যার যেই আসনেতে বসে সর্ব্বজন॥
আসিল যতেক মুনি জানিয়া কারণ।
নারদ পৌলস্ত্য আর দেবল তপন॥
মার্কণ্ড অগস্ত্য বিভাণ্ডক তপোধন।
আসিল যতেক মুনি অন্ধের ভবন॥
যথাযোগ্য আসনেতে বসে মুনিগণ।
পরস্পর সম্ভাষণ করে সর্ব্বজন॥
ইন্দ্রের সমান সভা হইল শোভন।
প্রসঙ্গ বলেন তবে দেব নারায়ণ॥
শুন ধৃতরাষ্ট্র আর যত কুরুগণ।
শুন দুর্য্যোধন রাজা হয়ে একমন॥
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মেতে তৎপর।
ধর্ম্ম চিন্তি পাঠাইল তোমার গোচর॥
কুলক্ষয় জানি মনে সবে ক্ষমা দিল।
বিনয়ে আমাকে সেই এখানে পাঠা'ল॥
যা বলিল ধর্ম্মরাজ শুন বলি তাই।
ভাই ভাই বিরোধেতে প্রয়োজন নাই॥
নিয়ম হইল পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতে।
নানা কষ্ট ভোগি মুক্ত হইলাম তাতে॥
আমার বিভাগ রাজ্য যে হয় উচিত।
তাহা ছাড়ি দিয়া মম সঙ্গে কর প্রীত॥
সভামধ্যে যত কিছু কৈলে অপমান।
সে সকল অপরাধে আছি ক্ষমাবান॥
সে সকল দুঃখ আমি নাহি করি মনে।
অদৃষ্ট যেমন মম ঘটিল তেমনে॥
এইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের কুমার।
ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র দুই আর॥
যাহা চিত্তে লয় তাহা কর নরবর।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর॥
শুনিলে কি দুর্য্যোধন কৃষ্ণের বচন।
যাহা বলি পাঠাইল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পাণ্ডবেরা তব কিছু না করে অকার্য্য।
উচিত ছাড়িয়া দিতে তাহাদের রাজ্য
যে নিয়ম করেছিল হইল মোচন।
তবে তার সহ দ্বন্দ্ব কর কি কারণ॥
এমত করিলে তোমা না সহিবে ধর্ম্ম।
সংসার যুড়িয়া হবে তব অপকর্ম্ম॥
পূর্ব্ব অধিকার তার ছিল যত দূর।
যত রাজ্য ধন রত্ন ছিল গ্রাম পুর॥
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডবের সনে
নাহি দিলে পরিণামে পাবে দুঃখ মনে
দুর্য্যোধন বলে তাত না বুঝিয়া কহ।
জীয়ন্তে কি প্রীতি হবে পাণ্ডবের সহ
নাহি দিব রাজ্য আমি যুদ্ধ করি পণ
ইহার বিধান এই শুনহ রাজন॥
শক্তি থাকে পাণ্ডবের করিবেক রণ।
যুদ্ধে জিনি আমা সবে লবে রাজ্য ধন
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হইল বিরত।
কহিতে লাগিল তবে সভাসদ যত॥
ভীষ্ম বীর কহে আর দ্রোণ মহাশয়।
কৃপ অশ্বত্থামা আর পৃষতনয়॥
কহিল নারদ মুনি ধর্ম্মশাস্ত্রমত।
এ কর্ম্ম তোমার রাজা না হয় উচিত॥
সংসারে অজেয় পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
তাহা সহ যুদ্ধ তব উচিত না হয়॥
স্বধর্ম্মে থাকিলে হয় জয়ী ত্রিভুবনে।
অর্জ্জুনের গুণকর্ম্ম না হয় বর্ণনে॥
দেবের অবধ্য কালকেয়াদি মারিল।
গন্ধর্ব্বের ভয় হতে তোমারে রাখিল॥
নিবাতকবচগণে করিল নিধন।
খাণ্ডবদাহনে করে অগ্নির তর্পণ॥
মহাবল যদুগণে সমরে জিনিল।
সুভদ্রা জিনিয়া আনি বিবাহ করিল॥

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে বীর ধনঞ্জয় ।
এক লক্ষ রাজগণে করে পরাজয় ॥
বাহুযুদ্ধে পরাজয় করে পশুপতি ।
একেশ্বর পরাজিত করিলেক ক্ষিতি ॥
ভীমের বিক্রম সবে জান ভাল মতে ।
লক্ষ লক্ষ নিশাচরে মারে মুষ্ট্যাঘাতে ॥
হিড়িম্ব কিৰ্ম্মীর বক আদি নিশাচর ।
হেলায় সংহার করিলেন বৃকোদর ॥
শত ভাই কীচকেরে মারিল নিমেষে ।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে ভীম যদি রোষে ॥
হেন জন সহ তোমা বিরোধে কি কাজ ।
অৰ্দ্ধ রাজ্য পাণ্ডবেরে দেহ কুরুরাজ ॥
না দিলে প্রমাদ বড় হইবে তোমার ।
পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে পৃথ্বী যদি ভাসে ।
দিনকর তেজোহীন সপ্তসিন্ধু শোষে ॥
ইন্দ্র আদি দেব যদি তব পক্ষ হয় ।
জিনিতে নারিবে তবু পাণ্ডুর তনয় ॥
অপরাধ যে করিলে পাণ্ডব সদনে ।
বিনয় করিয়া দোষ খণ্ডহ এখনে ॥
গলায় কুঠার বান্ধি দন্তে তৃণ করি ।
শীঘ্রগতি যাহ যথা ধর্ম্ম-অধিকারী ॥
যত ধন রাজ্য নিল জিনিয়া পাশাতে ।
তাহার দ্বিগুণ করি দেহত সাক্ষাতে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে ধৰ্ম্মে আনি অভিষেক কর ।
এই কৰ্ম্মে তব হিত দেখি কুরুবর ॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন ।
বলিল পরশুরাম জানিয়া কারণ ॥
ব্যাস বুঝাইল কত না শুনিল কাণে ।
পৌলস্ত্য যে বুঝাইল বেদের বিধানে ॥
অনন্তরে বুঝাইল যত সভাজন ।
কার বাক্য না শুনিল গান্ধারীনন্দন ॥
অদৃষ্ট মানিয়া তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে ।
কালেতে কুবুদ্ধি ফল দুর্য্যোধনে ফলে ॥
সে কারণে কার বাক্য না শুনে শ্রবণে ।
এত শুনি মৌনী হয়ে রহে সভাজনে ॥

অদৃষ্ট মানিয়া তবে অম্বিকানন্দন ।
নিশ্বাস ছাড়িয়া হেঁট করিল বদন ॥
পুনরপি হাস্যমুখে বলে নারায়ণ ।
জানিলাম দুর্য্যোধন তোমার যে মন ।
অবশেষে বলিলেন যদুবংশপতি ।
কহি অবধানে শুন কুরুকুলপতি ॥
অৰ্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি যদি না দিবে রাজন
তোমার অধীন হ'ল পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পঞ্চ পাণ্ডবকে ।
সকল পৃথিবী ভোগ তুমি কর সুখে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ ও বারণাবত কুশস্থল ।
পাণ্ডবনগর আর সিদ্ধি গ্রামবর ॥
এই পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পাণ্ডবেরে ।
দ্বন্দ্বে কার্য্য নাহি রাজা কহিনু তোমারে
পঞ্চ গ্রাম দিয়া শান্ত কর পঞ্চ জন ।
পৌরুষ বৈভব যদি চিন্তহ রাজন ॥
উভয় কুলের আমি সদা চিন্তি হিত ।
মম বাক্যে পাণ্ডুপুত্র করহ সম্প্রীত ॥
বনে বনে ভ্রমে পাণ্ডবেরা পঞ্চ জন ।
বলহীন কিছু মাত্র ধরয়ে জীবন ॥
যুদ্ধে অসমর্থ তারা নারিবে জিনিতে ।
না হয় উচিত জ্ঞাতি হনন করিতে ॥
জ্ঞাতি বধ মহাপাপ সৰ্ব্বশাস্ত্রে গণি ।
সে কারণে উপেক্ষা না কর নৃপমণি ॥
এতেক বলিল যদি দেব জগৎপতি ।
মহাক্রোধ চিত্তে কহিতেছে কুরুপতি
মহাক্রোধ নিবারিয়া উঠে সভা হতে
গোবিন্দে চাহিয়া তবে লাগিল কহিতে
তীক্ষ্ণ সূচি অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি ।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি না হবে খণ্ডন ।
পশ্চিমে উদয় যদি হয়ত তপন ॥
আকাশ পড়য়ে ভূমি পৃথ্বী জলে ভাসে
দিনকর তেজে যদি সপ্তসিন্ধু শোষে ।
যোগী যোগ ত্যজে ধ্যান ত্যজে পঞ্চানন
গায়ত্রী-বিহীন যদি হয় দ্বিজগণ ॥

তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
পাণ্ডবেরে ছাড়িয়া না দিব রাজ্য ধন ॥
এত শুনি মৌনী হয়ে রহে লক্ষ্মীপতি।
বলেন ক্ষণেক পরে ধৃতরাষ্ট্র প্রতি ॥
দূত হয়ে আসিলাম দুই কুল হিতে।
শুনিনু অদ্ভুত কথা বিদুর মুখেতে ॥
কোন দোষ করিলাম শুনহ রাজন।
আমারে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন ॥
কে কারে বান্ধিতে পারে দেখ বিদ্যমানে।
ক্ষমা করি শুধু মাত্র চাহি তোমা পানে ॥
ক্ষুদ্র মৃগে মারে যথা কেশরী প্রচণ্ড।
নাগেরে গরুড় যথা করে খণ্ড খণ্ড ॥
সেইরূপ দেখি আমি যত কুরুগণে।
মুহূর্ত্তে মারিতে পারি যদি করি মনে ॥
তোমার অপেক্ষা হেতু ক্ষমিয়াছি আমি।
নহে কেন পাণ্ডবেরা ভ্রমে বনভূমি ॥
এত বলি উচ্চৈঃস্বরে হাসে নারায়ণ।
হাসিতে হাসিতে হ'ল আরক্ত লোচন ॥
অতিক্রোধ কলেবর দেখি লাগে ভয়।
দেবমায়া সৃজিলেন দেব দয়াময় ॥
নিজ অঙ্গে দেখালেন এ তিন ভুবন।
দিব্য চক্ষু সব জনে দেন নারায়ণ ॥
দিব্য চক্ষু পেয়ে তবে একদৃষ্টে চায়।
যতেক দেখিল তাহা কহনে না যায় ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি দেখে পৃষ্ঠদেশে।
নাভিপদ্মে দেখে ব্রহ্মা আছে সবিশেষে ॥
নারদ বক্ষেতে শোভে দেব তপোধন।
নয়নে দেখয়ে একাদশ রুদ্রগণ ॥
ঊন পঞ্চাশত বায়ু অশ্বিনীকুমার।
অনন্ত বাসুকি আদি যত নাগ আর ॥
গোবিন্দের পুরোভাগে করে নানা স্তুতি।
তবে আর নানাবিধ দেখয়ে বিভূতি ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে যত দেহিগণ।
গোবিন্দের অঙ্গে দেখে এ তিন ভুবন ॥
বিশ্বরূপ নিরখিয়া সবে মূর্চ্ছা গেল।
গোবিন্দের অগ্রে সবে কহিতে লাগিল ॥

জগতের কর্ত্তা তুমি জগতের পতি।
সৃজন পালন তুমি সংহার মূরতি ॥
অপার মহিমা তব বেদে অগোচর।
নিজ রূপ সম্বরহ দেব গদাধর ॥
এইরূপে স্তুতি কৈল যত মুনিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যতেক সুজন ॥
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হয়ে জগৎপতি।
বিশ্বরূপ মায়া ছাড়িলেন সে বিভূতি ॥
দুর্য্যোধনে পুনরপি বুঝাইল সবে।
কার বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল যবে ॥
সভা হতে উঠি তবে চলে সর্ব্বজন।
নিজ স্থানে গেল তবে যত মন্ত্রিগণ ॥
সাত্যকির হাতে ধরি চলেন শ্রীহরি।
যত দ্রব্য দিয়াছিল কুরু-অধিকারী ॥
কিছু দ্রব্য না নিলেন হয়ে ক্রুদ্ধমন।
শীঘ্রগতি করিলেন রথে আরোহণ ॥
বিস্ময় মানিল ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
অনর্থ হইল বলে ভীষ্ম মহামতি ॥
মৌনভাবে রহিলেন অম্বিকানন্দন।
কুন্তীর নিকটে কৃষ্ণ করেন গমন ॥
সম্ভাষি সবারে পরে কুন্তীকে নমিয়া।
বহু কথা কহিলেন নিকটে বসিয়া ॥
যাবৎ বৃত্তান্ত সব কহিলেন তাঁকে।
চলিলেন চক্রপাণি সম্ভাষি সবাকে ॥
পথে কর্ণ সহ মিলিলেন জনার্দ্দন।
কর্ণের সহিত হ'ল রহস্য কথন ॥
কন্যাকালে কুন্তীগর্ভে তোমার উৎপত্তি
তুমি কর্ণ মহাবীর কুন্তীর সন্ততি ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির তুমি সহোদর।
আপনা না চিন কর্ণ তুমি কি বর্ব্বর ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছ করিয়াছ দান।
ব্রাহ্মণ সভাতে করে তোমার ব্যাখান ॥
তোমার কনিষ্ঠ পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভাই।
এ হেন সম্বন্ধ কর্ণ বড় ভাগ্যে পাই ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র অভিমন্যু আদি।
পূজিবে ভৃত্যের সম তোমা নিরবধি ॥

নকুল অর্জ্জুন সহদেব ভীম বীর।
তব পদ ধোয়াইবে রাজা যুধিষ্ঠির॥
সুবর্ণ রজত কুম্ভে তব অভিষেকে।
রাজকন্যা সেবিবে যে দেখিবে প্রত্যেকে॥
ছয় জনে দ্রৌপদীরে করিবে সেবন।
অগ্নিহোত্র করিবেক ধৌম্য তপোধন॥
তোমারে সিঞ্চিবে আজি বিপ্র চারিবেদী।
পাণ্ডবের পুরোহিত কুশলসংবাদী॥
যুবরাজ হবে তব রাজা যুধিষ্ঠির।
ধবল চামর লয়ে বিচিত্র শরীর॥
মস্তকে ধরিবে ছত্র বীর বৃকোদর।
রথের সারথি হবে পার্থ ধনুর্ধর॥
সুধীর শিখণ্ডী তব হবে আগুসার।
এ সব বচন কর্ণ ধরিবে আমার॥
বৃষ্ণিবংশ লয়ে তব পিছে যাব আমি।
এ সব সম্পদ কর্ণ ভোগ কর তুমি॥
বলিলেন এইমত নিজে দামোদর।
ভক্তি করি কর্ণ তবে দিলেন উত্তর॥
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কুন্তীর উদরে।
সূর্য্যের বচনে মাতা বিসর্জ্জিল মোরে॥
সূত মোরে পেয়ে পালে আপনার ঘরে।
আমারে পুষিল রাধা যত্ন পুরঃসরে॥
স্তন দিয়া পুষিলেন জানে সর্ব্বজন।
সর্ব্বলোকে বলে মোরে রাধার নন্দন॥
ধর্ম্মেতে পাণ্ডুর সুত কুন্তীগর্ভে জাত।
যুধিষ্ঠিরে না কহিবে এ সব বৃত্তান্ত॥
অনুরোধ করিবেন ধর্ম্ম নৃপবর।
আমি পুনঃ সর্ব্বথা না যাব দামোদর॥
আমি যদি পাই রাজ্য দিব দুর্য্যোধনে।
সত্যভঙ্গ তথাপি না করি লয় মনে॥
দুর্য্যোধন কৈল মোরে বিস্তর পোষণ।
নানা বস্ত্র ধন দিল দিব্য নারীগণ॥
তের বর্ষ ভুঞ্জিলাম রাজ্য আদি সুখ।
দুর্য্যোধন প্রসাদেতে নাহি কোন দুঃখ॥
করিব নিতান্ত রণ অর্জ্জুন সহিত।
প্রতিজ্ঞা করিনু সর্ব্ব কৌরব বিদিত॥
যদ্যপি জানি যে আমি পাণ্ডবের জয়
সবান্ধবে দুর্য্যোধন হইবেক ক্ষয়॥
অর্জ্জুনের হাতে হবে আমার নিধন।
ভীষ্ম দ্রোণে মারিবেক দ্রুপদনন্দন॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র এই শত সহোদর।
পাঠাবে শমন ঘরে বীর বৃকোদর॥
তথাপিহ না ত্যজিব রাজা দুর্য্যোধনে
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জান প্রতিজ্ঞা পালনে॥
আপনি জানহ কৃষ্ণ সকল রহস্য।
সকল কৌরব নাশ হইবে অবশ্য॥
যেখানে তোমার নাম সেইখানে জয়
ইথে অন্য মত নাহি শুন মহাশয়॥
যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানি যে সর্ব্বথা।
আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট না হইবে তথা।
কেবল নিমিত্তভাগী এই তিন জন।
দুঃশাসন দুর্য্যোধন সুবলনন্দন॥
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধে রুধিরে কর্দ্দম।
মরিবে পাণ্ডবহাতে কৌরব অধম॥
পাণ্ডব হইবে জয় কুরু পরাজয়।
অবিলম্বে জনার্দ্দন হইবে নিশ্চয়॥
মঙ্গল না দেখি আমি কৌরবের কাজে
উৎপাত অদ্ভুত দেখি গ্রহগণ মাঝে॥
গগনেতে উল্কাপাত নির্ঘাত সহিত।
পৃথিবী কম্পিতা হয় দেখি বিপরীত॥
ভয়ানক শব্দ করি কান্দে অশ্ব গজ।
অকস্মাৎ খসি পড়ে যত রথধ্বজ॥
গৃধ্র পক্ষী কাক বক মূষিক সঞ্চান।
কৌরবের পাছে পাছে দেখি বিদ্যমান
মাংস আর রক্ত বৃষ্টি ঊর্দ্ধে বহে বাত।
কৌরবগণের মৃত্যু দেখি জগন্নাথ॥
দুঃস্বপ্ন দেখিনু আমি শুন নারায়ণ।
অমৃত পায়স ভুঞ্জে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পৃথিবী প্রসবে ধর্ম্ম দেখিয়া এমন।
পর্ব্বতে উঠিয়া ভীম করে মহারণ॥
ধবল কবচ গায় দেখি সুশোভন।
পুষ্পমালা গলে শোভে ধবল বসন॥

হাতেতে ধবল ছত্র নামি সরোবর।
স্বপ্ন আমি দেখিলাম শুন দামোদর ॥
পাণ্ডব হইল জয়ী কুরু পরাজয়।
অচিরে হইবে কৃষ্ণ নাহিক সংশয় ॥
এত বলি কর্ণ বীর করিল গমন।
প্রেমরূপে গোবিন্দেরে দিয়া আলিঙ্গন ॥
কর্ণ বীর গেল যদি আপন ভবন।
সৈন্যগণ সহ চলিলেন জনার্দ্দন ॥
নানাবাদ্য কোলাহলে চলেন ত্বরিত।
বিরাটনগরে হইলেন উপনীত ॥
হরিহর পুরগ্রাম সর্ব্ব গুণধাম।
পুরুষোত্তম নন্দন মুখটি অভিরাম ॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ-পাদপদ্মে ॥

ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সনৎসুজাত মুনির আগমন।

সভা হতে উঠি তবে চলে নারায়ণ।
বিদুর সহিত মাত্র রহিল রাজন ॥
পাণ্ডবের ভয়ে অন্ধ চিন্তানলে জ্বলে।
আসিল সনৎসুজাত মুনি হেনকালে ॥
সম্ভ্রমে বিদুর তবে উঠি সেইক্ষণ।
দণ্ডবৎ করি দিল বসিতে আসন ॥
অন্ধকে বিদুর জানাইল সেইক্ষণে।
আসিল সনৎসুজাত তব দরশনে ॥
শুনি অন্ধ দণ্ডবৎ করিল প্রণতি।
পাদ্য অর্ঘ্য আনাইয়া দিল শীঘ্রগতি ॥
তুষ্ট হয়ে আসনেতে বসে তপোধন।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকানন্দন ॥
পাপাত্মা কুবুদ্ধি মোর দুর্য্যোধন সুত।
কলহ বাঞ্ছয়ে সদা পাণ্ডব সহিত ॥
পাণ্ডুপুত্রগণ কভু অহিত না করে।
যতেক দারুণ কষ্ট দিল বারে বারে ॥
সকল ক্ষমিল তারা আমার কারণ।
তথাপিহ তারে নাহি দেয় রাজ্য ধন ॥
পাণ্ডবের দূত হয়ে বুঝাইল হরি।
তার বাক্য না শুনিল মহাপাপকারী ॥
বুঝাইল মুনিগণ না শুনিল কাণে।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি আমি যত পুরজনে ॥
কার বাক্য না শুনিল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
আপনি তাহারে কিছু বল তপোধন ॥
তত্ত্বজ্ঞান কহি তারে করহ সুমতি।
পাণ্ডবেরে ছাড়ি যেন দেয় বসুমতি ॥
শুনিয়া সনৎসুজাত কহেন তখন।
দিনমণি যদি উঠে পশ্চিম গগন ॥
তথাপি পাণ্ডব সহ নাহি হবে প্রীতি।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি শাস্ত্রনীতি ॥
প্রবল অসুর যবে পৃথিবী ব্যাপিল।
দান যজ্ঞ গো ব্রাহ্মণ সকল হিংসিল ॥
হিংসাতে পূরিল ক্ষিতি ধর্ম্ম হ'ল ক্ষয়।
দেখিয়া পৃথিবী বড় মনে পেয়ে ভয় ॥
ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া করিল গোহারী
হিংসকের ভার আর সহিতে না পারি
মায়াতে জন্মিয়া জীব করে অহঙ্কার।
মোর রাজ্য মোর ধন মোর পরিবার ॥
মরিলে সম্বন্ধ দেখ নাহি কার সনে।
আমারে হিংসয়ে লোক আপনা না জানে
কার বাধ্য নহি আমি কার আপ্ত নহি
কীট পক্ষী নর বৃক্ষ সবাকারে বহি ॥
আমাতে জন্মিয়া সুখে আমাতে বিহরে
আমাতে জন্মিয়া জীব আমাতেই মরে।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমি সবাকার।
তবে অবিচারে হিংসা করে দুরাচার ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম মনে নাহি জানে।
আমার আমার বলি মরে অজ্ঞ জনে ॥
সৃষ্টির রক্ষণ নাহি করিলে আপনে।
প্রলয় অসুর ব্যাপ্ত হইল এখনে ॥
বহিতে না পারি আর অসুরের ভর।
প্রবেশিয়া পাতালেতে যাই আজ্ঞা কর
পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট হয়ে পদ্মাসন।
হরির নিকটে গিয়া করেন স্তবন ॥
নম আদি অন্তহীন নিত্য সনাতন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল সৃজন ॥

হেন সৃষ্টি নাশ করে অসুর প্রবল।
সহিতে না পারে ক্ষিতি যায় রসাতল॥
উপায়ে উদ্ধার কর ব্রহ্ম সনাতন।
এইরূপে নানা স্তুতি কৈল পদ্মাসন॥
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হয়ে জগন্নাথ।
দিব্যরূপ হইলেন ব্রহ্মার সাক্ষাৎ॥
সাক্ষাতে দেখিল হরি কমল-আসন।
দণ্ডবৎ করি পুনঃ করিল স্তবন॥
গোবিন্দ কহেন ভয় না করিহ আর।
তোমার বচনে আমি হব অবতার॥
চারি যুগে চারি অংশে অবতার করি।
যতেক অসুরগণ ফেলিব সংহারি॥
এত বলি নিজ স্থানে যান নারায়ণ।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন হয়ে হৃষ্টমন॥
সান্ত্বাইয়ে পৃথিবীরে বলিল বচন।
অচিরাতে তব দুঃখ হইবে মোচন॥
প্রত্যক্ষ হইয়া প্রভু কহিল আমারে।
অবতার হয়ে সব মারিব অসুরে॥
অচিরাতে তব ভার করিব মোচন।
যুগে যুগে অবতার হয়ে নারায়ণ॥
শুনিয়া পৃথিবী হ'ল আনন্দিতা মনে।
প্রণমি ব্রহ্মারে তবে গেল নিজস্থানে॥
অঙ্গীকার পালিবারে দেব দামোদর।
প্রথমে ধরেন প্রভু মৎস্য কলেবর॥
বেদ উদ্ধারিয়া হয়গ্রীব বিনাশন।
তৎপরে বরাহ মূর্ত্তি ধরে নারায়ণ॥
ধরণী উদ্ধারি মারি হিরণ্যাক্ষ বীরে।
নৃসিংহাবতার হইলেন তত্‌পরে॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করেন নিধন।
অনন্তরে কূর্ম্মরূপ হন নারায়ণ॥
মন্দর ধরিয়া করি সমুদ্র মন্থন।
নারীরূপে করিলেন অসুর মোহন॥
ধরিয়া বামনরূপ দেব তার পর।
বলির মত্ততা নাশিলেন দামোদর॥
নাগপাশে বান্ধি তারে রাখে রসাতলে।
নিজ অধিকার দেন যত দিক্‌পালে॥

সত্যযুগে হইলেন এই অবতার।
অসুরের অহঙ্কার হ'ল ছারখার॥
ত্রেতাযুগে ক্ষত্র সব পৃথিবী পূরিল।
ভৃগুবংশে তাঁর অংশে অবতার হ'ল॥
পৃথিবীর ক্ষত্রগণ করিল সংহার।
রামরূপে পুনরপি হ'ল অবতার॥
দারুণ রাক্ষসে মারিলেন দশাননে।
কৃষ্ণ অবতার প্রভু হলেন এক্ষণে॥
বকাসুর কংস আর পূতনা রাক্ষসী।
জরাসন্ধ রাজা আর শিশুপাল কেশী॥
অবহেলে বধিলেন এ সব অসুরে।
অবশেষে যত মারিবেন সবাকারে॥
বিশ্বের কারণ সেই পালন সৃজন।
সেই পালে সেই সৃজে করে সম্বরণ॥
তার বশ দেখ এই এ তিন ভুবন।
ভেদবুদ্ধি করাবার তিনিই কারণ॥
তাঁহার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে।
অন্যের বাড়ান ক্রোধ অন্যেরে সংহারে॥
অদৃষ্টে যাহার যেই আছয়ে লিখন।
বিধাতার শক্তি নাহি করিতে খণ্ডন॥
পৃথিবীর ক্ষত্র নাশ হইবে অবশ্য।
চিত্তে ক্ষমা দেহ রাজা শুনহ রহস্য॥
যদুবংশে দেখ যত যত ক্ষত্রগণ।
অন্যে অন্যে ভেদ করি হইবে নিধন॥
দ্বাপর যুগের রাজা হ'ল অবশেষ।
ক্ষত্র ক্ষয় হতে হবে জানিহ বিশেষ॥
ভবিষ্যত অবতার হবে কলিশেষে।
যদুকুল নিরমূল হবে অবশেষে॥
এ সব জানিয়া সবে ধর্ম্মে দেহ মন।
পরলোক হেতু চিন্ত ঈশ্বর চরণ॥
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম কর অবিরত।
এ বিনা উপায় নাহি কহিনু নিশ্চিত॥
এত বলি সনৎসুজাত সে তপোধন।
আপন আশ্রম প্রতি করিল গমন॥
চিত্তেতে প্রবোধ পেয়ে অন্ধ নরপতি।
ক্ষমা দিয়া মৌনভাবে রহে মহামতি॥

বিদুর চলিয়া গেল আপন ভবন।
কহিলাম মহারাজ কথা পুরাতন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরে।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসারে॥

পাণ্ডবসভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও
সসৈন্য পাণ্ডবদের কুরু-
ক্ষেত্রে গমন।

মুনি বলে অবধানে শুনহ রাজন।
সভা করি বসিয়াছে ভাই পঞ্চ জন॥
হেনকালে উপনীত হন নারায়ণ।
কৃষ্ণে দেখি সসম্ভ্রমে উঠে পঞ্চ জন॥
বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন তাঁয়।
কি কার্য্য করিলে কৃষ্ণ কুরুর সভায়॥
বিবরিয়া সব কথা কহ নারায়ণ।
এত শুনি হাসি মুখে কহে জনার্দ্দন॥
বড় নরাধম অরি রাজা দুর্য্যোধন।
কাহার বচন নাহি শুনিল কখন॥
তোমার বিভাগ দিতে সবে বুঝাইল।
কার বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল॥
অবশেষে আমি বহু কহিলাম তায়।
তথাপি উচিত ভাগ নাহি দিতে চায়॥
পঞ্চখানি গ্রাম কহিলাম ছাড়ি দিতে।
শুনি সভা হতে উঠি গেল সে ক্রোধেতে॥
হাতেতে করিয়া বল কহিল সভায়।
সাবধানে শুন কৃষ্ণ কহি যে তোমায়॥
তীক্ষ্ণসূচি অগ্রে ভূমি আচ্ছাদয়ে যত।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব তত॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না যায় খণ্ডন।
ইহার বিধান তবে করহ রাজন॥
এতেক শুনিয়া তবে পাণ্ডুর নন্দন।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে ঘনে ঘন॥
ক্ষণে ক্রোধ নিবারিয়া কহেন রাজন।
মৃত্যুপথ দুর্য্যোধন করিল সৃজন॥

শুন বীর ধনঞ্জয় সহদেব বীর।
শুনহ নকুল আর সাত্যকি সুধীর॥
পাঞ্চাল নৃপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়।
জয়সেন আদি যত ভোজের তনয়॥
যুদ্ধের সময় হ'ল স্থির কর বুদ্ধি।
সাবধানে কর সবে মম কার্য্যসিদ্ধি॥
শুনি অঙ্গীকার করিলেক বীরগণ।
প্রাণপণে তব আজ্ঞা করিব পালন॥
কণ্ঠেতে যাবৎ প্রাণ সবার আছয়।
তাবৎ করিব যুদ্ধ শুন মহাশয়॥
বীরগণ-বাক্য তবে শুনি নরপতি।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি।
শুভযাত্রা দেখ ভাই যাব কুরুক্ষেত্র।
সৈন্যগণে সাজিবারে বলহ একত্র॥
সহদেব বলে রাজা আজি শুভক্ষণ।
পঞ্চমী দিবস আজি নক্ষত্র উত্তম॥
আজি যাত্রা করিবারে হয়ত উচিত।
আজ্ঞা কৈলে করি যত সৈন্য সমাহিত
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
সৈন্য সেনাপতি শীঘ্র করহ সাজন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চারি সহোদর
সৈন্য সেনাপতিগণ সাজিল বিস্তর॥
পঞ্চ কোটি সহস্র শতেক মহারথী।
লক্ষ কোটি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাজে সেনাপতি
কোটি কোটি অশ্ব আর পত্তি অগণন
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিল সাজন
ঘটোৎকচ বীর আসে পেয়ে সমাচার
দু কোটি রাক্ষস হয় যার পরিবার॥
চতুরঙ্গ দলে বল সাজে অগণন।
এই মত পাণ্ডুসৈন্য করিল সাজন॥
শূন্যে দেবগণ করে জয় জয় ধ্বনি।
অতি শুভক্ষণে চলে পাণ্ডববাহিনী॥
তিন দিনে আসে পথ শতেক যোজন
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
গড় দেখি পঞ্চ ভাই হইলেন প্রীত।
যুদ্ধের সামগ্রী দেখিলেন অপ্রমিত

আত্মবর্গ যত আসে রাজরাজেশ্বরে ।
সাত্যকিরে বলে অভ্যর্থনা করিবারে ।।
সাত্যকি চলিল আজ্ঞামাত্র বিচক্ষণ ।
সমাবেশ করে ক্রমে সব সৈন্যগণ ।।
যথাযোগ্য বসিতে সবারে দিল স্থিতি ।
নানা দ্রব্য উপহার দিল মহামতি ।।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ।।

কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা ।

মুনি বলে শুন রাজা শ্রীজনমেজয় ।
কুরুক্ষেত্রে আসিলেন পাণ্ডুর তনয় ।।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন ।
রহেন উত্তর ভাগে সিংহের গর্জ্জন ।।
চর আসি দুর্য্যোধনে করে নিবেদন ।
কুরুক্ষেত্রে আজি আসে পাণ্ডুপুত্রগণ ।।
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল দুঃশাসনে ।
শীঘ্রগতি ডাকি আন যত সভাজনে ।।
রণসজ্জা কর আসিয়াছে শত্রুগণ ।
শুভযাত্রা দেখি সৈন্য করহ সাজন ।।
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর দুঃশাসন ।
দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন করিল গণন ।।
রাজারে কহিল তবে বীর দুঃশাসন ।
তৃতীয় প্রহরে যাত্রা দিন শুভক্ষণ ।।
সাজিবারে আজ্ঞা দিল যত সৈন্যগণ ।
জয় শব্দ করে যত সৈন্য হৃষ্টমন ।।
অসংখ্য সাজিল রথী লিখিতে না পারি ।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কত সাজিল দুয়ারি ।।
গজ বাজী পত্তি সাজে রথ অগণন ।
সমুদ্র সমান সৈন্য সাজে কুরুগণ ।।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল আকাশ ।
বাসুকি সৈন্যের ভরে পায় বড় ত্রাস ।।
টলমল করে পৃথ্বী যায় রসাতলে ।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে ।।
একাদশ অক্ষৌহিণী করিল সাজন ।
[illegible] শত ক্রোশ যুড়ি রহে সৈন্যগণ ।।

তবে দুর্য্যোধন রাজা আনি সভাজনে ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পৃষতনন্দনে ।।
জয়দ্রথ সোমদত্ত ভগদত্ত বীর ।
পঞ্চ ভাই ত্রিগর্ত্ত সহিত নৃপতির ।।
শল্য মদ্রেশ্বর আর সুশর্ম্মা নৃপতি ।
সবারে বিনয় করি কহে নরপতি ।।
ক্ষত্রমধ্যে পরাপর নাহি শাস্ত্রনীত ।
যুদ্ধেতে উপেক্ষা করা না হয় উচিত ।।
পিতা পুত্রে যুদ্ধ হলে না করি উপেক্ষা
সে কারণে না করিলে কাহারো প্রতীক্ষা
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করিবে সমর ।
নিকটে সাজিয়া এল পাণ্ডুর কোঙর ।।
শুনি অঙ্গীকার কৈল যত বীরগণ ।
হইল সানন্দচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন ।।
তবে শত ভাই সঙ্গে গান্ধারীনন্দন ।
যাত্রা করি সজ্জীভূত হ'ল সেইক্ষণ ।।
বিদায় হইতে গেল বাপের সদন ।
নমস্কার করি কহে ভাই শত জন ।।
প্রসন্ন হইয়া তাত করহ আদেশ ।
শুভযাত্রা আজি যাব কুরুক্ষেত্র দেশ ।।
নিকটে আসিয়া সবে হ'ল উপনীত ।
যুদ্ধ করিবারে তবে হয়ত উচিত ।।
তোমার প্রসাদে তাত হবে রিপুক্ষয় ।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দেহ মহাশয় ।।
শুনিয়া হইল অন্ধ ক্রোধিত অন্তর ।
মনে মনে অনুশোচ করিল বিস্তর ।।
আশীর্ব্বাদ দিল হেঁট করিয়া বদন ।
মায়ের নিকটে তবে গেল দুর্য্যোধন ।।
শত ভাই কহে কথা করিয়া বিনতি ।
প্রসন্না হইয়া মাত দেহত আরতি ।।
শুনিয়া সুবলসুতা সজল-লোচন ।
আশ্বাসিয়া পুত্রগণে বলিল বচন ।।
ইতর তোমার রিপু নহে পাণ্ডুসুত ।
একৈক পাণ্ডব জিনিবেক পুরুহূত ।।
দেবের অজেয় রিপু বিখ্যাত ভুবনে ।
জীয়ন্তে পাণ্ডবে কেহ না পারিবে রণে ।।

সে কারণে তাহা সহ কলহ না রুচে।
মোর বাক্যে প্রীতি কর যদি মনে ইচ্ছে ॥
শুনিয়া করিল নাস্তি রাজা দুর্য্যোধন।
হেন বাক্য মাতা নাহি বলিও কখন ॥
কর্ণ মোর পক্ষ আর দ্রোণ মহাশয়।
পিতামহ ভীষ্ম বীর সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ মহাবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর রাজা সংগ্রামে সুধীর ॥
লক্ষ লক্ষ বীরগণ আমার সহায়।
পাণ্ডুপুত্রে সমরেতে মারিব হেলায় ॥
পাণ্ডবের পরাজয় মোর হবে জয়।
নাহিক সংশয় ইথে কহিনু নিশ্চয় ॥
আশীর্ব্বাদ কর মাতা বিলম্ব না সয়।
ক্ষণ বহি যায় মাতা করহ বিদায় ॥
এত শুনি হ'ল মাতা মলিনবদন।
জয়ী হও বলি মুখে বলিল বচন ॥
আরো এক কথা পুত্র শুন দুর্য্যোধন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন ॥
এই বাক্য মুখে বলে মাতা সুবদনী।
আকাশে নির্ঘাত বাণী হ'ল ঘোরধ্বনি ॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয়ত গগনে।
চীৎকার শব্দ করি ডাকে মেঘগণে ॥
বামেতে শকুনিগণ উড়য়ে আকাশে।
মন্দতেজঃ হ'ল রবি না করে প্রকাশে ॥
নগর-নিকটে আসি ডাকে শিবাগণ।
এইরূপে যাত্রাকালে হ'ল কুলক্ষণ ॥
অহঙ্কারে দুর্য্যোধন মনে না করিল।
মায়েরে বিদায় মাগি রথে আরোহিল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃতবর্ম্মা কৃপ মহামতি।
কর্ণ আদি করি সাজে যত মহারথী ॥
জয় শব্দ করি চলে রাজা দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল যত কুরুগণ ॥
শত ক্রোশ যুড়ি বহে কৌরবের সেনা।
রথ রথী গজ বাজী পত্তি অগণনা ॥
প্রলয়ের সিন্ধু সম সৈন্যের গর্জ্জনে।
জগৎ বধির হ'ল না শুনে শ্রবণে ॥

তবে দুর্য্যোধন রাজা হয়ে হৃষ্টমন।
উলূকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
যাহত উলূক তুমি বিলম্ব না সহে।
দেখহ আমার সৈন্য কোথা কত রহে ॥
যে দেখিলে বিবরিয়া কহিবে পাণ্ডবে।
যুদ্ধ কর আসি সবে যুক্তি অনুভবে ॥
কহিবে ভীমেরে মোর নিষ্ঠুর বচন।
মোর সঙ্গে আসি শক্তিমত কর রণ ॥
দ্রৌপদীর অপমান আর দাসপণ।
যত দুঃখ পেলে বনে করিয়া ভ্রমণ ॥
সে সব স্মরিয়া সাহসেতে কর ভর।
মোর সঙ্গে আসি তুমি করহ সমর ॥
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ বসুমতী।
নতুবা আমার হাতে হইবে সদ্গতি ॥
অর্জ্জুনে কহিবে দম্ভ করিয়া বিস্তর।
পূর্ব্বের যতেক দুঃখ স্মরহ অন্তর ॥
যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে করহ পালন।
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ ত্রিভুবন ॥
নতুবা কর্ণের হাতে দেখিবে শমন।
অবিলম্বে কর আসি যাহা লয় মন ॥
কৃষ্ণেরে কহিবে দম্ভ করিয়া অপার।
পাণ্ডবের পক্ষ হয়ে হও আগুসার ॥
যেই বিদ্যা দেখাইলে সভা বিদ্যমানে।
সে মায়া করিয়া এস অর্জ্জুনের সনে ॥
সহদেব নকুলেরে কহিবে বচন।
পূর্ব্বদুঃখ ভাবি দুই জনে কর রণ ॥
কহিবে ধর্ম্মেরে মোর বচন বিশেষে।
ব্রহ্মচারী বলি তোমা জগতেতে ঘোষে ॥
ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ তোমা বলে সর্ব্বজন।
তপস্বী করিয়া তোমা করি যে গণন ॥
এখন সে সব কথা হইল প্রচার।
বিড়াল সন্ন্যাসী প্রায় তব ব্যবহার ॥
পূর্ব্বেতে তাহার শুনিয়াছি যে কারণ।
সেই অভিপ্রায় তব যজ্ঞ আচরণ ॥
মুখে মাত্র বল ধর্ম্ম অন্তরেতে আন।
বিড়াল সন্ন্যাসী প্রায় হারাইবে প্রাণ ॥

এত শুনি সবিস্ময় উলূক তখন।
নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল বিনয় বচন॥
বিড়াল সন্ন্যাসী হয়ে ছিল কি কারণে।
আপনার দোষে সেই মরিল কেমনে॥
পশু হয়ে কৈল কেন তপ-আচরণ।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ॥
উদ্যোগ পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ।
কাশীদাস কহে গদাধর দাসাগ্রজ॥

উলূকের নিকট দুর্য্যোধন কর্তৃক
বিড়াল তপস্বীর উপাখ্যান
কীর্ত্তন।

রাজা বলে শুন শুন ওহে অনুচর।
সত্যযুগে ছিল এক তাপসপ্রবর॥
সর্ব্বগুণ সমন্বিত ছিলত ব্রাহ্মণ।
সুঘোর তাহার নাম শাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
সুশীলা নামেতে তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্রবাঞ্ছা করি ধনী সেবে পশুপতি॥
পুত্র না জন্মিল তাঁর যুবাকাল গেল।
বিপ্রের বৈরাগ্য বড় অন্তরে হইল॥
ভার্য্যা সহ বনে গেল তপস্যা কারণ।
হিমালয়-তটে উত্তরিল দুই জন॥
দেখিয়া বিচিত্র বন প্রীতি পায় মনে।
রচিয়া কুটীর তথা রহে দুইজনে॥
এক দিন গেল ঋষি ফলের কারণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈব-নিবন্ধন॥
অনাথ মার্জার শিশু পড়িয়াছে বনে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া শিশু চাহে চারি পানে॥
পলাইতে শক্তি নাহি শিশু-কলেবর।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে বায়স পামর॥
তার দুঃখ দেখি বিপ্র-হৃদে হ'ল দয়া।
জিজ্ঞাসিল মার্জারেরে নিকটেতে গিয়া॥
একাকী এথায় তুমি কিসের কারণ।
মাতা পিতা বন্ধু তোর নাহি কোনজন॥

বিড়াল বলয়ে কেহ নাহিক সংসারে।
প্রসবিয়া মাতা মোর গেছে কোথাকারে
জননী ছাড়িয়া গেল দৈব-নিবন্ধনে।
একাকী অনাথ হয়ে রহিয়াছি বনে॥
মুনি বলে আমি তোমা করিব পালন।
বঞ্চিবে পরম সুখে আমার সদন॥
অপুত্রক আছি আমি পুত্র নাহি হয়।
পুত্রবৎ করি তোমা পালিব নিশ্চয়॥
এত শুনি বিড়ালের হৃষ্ট হ'ল মন।
বিপ্রের চরণ আসি করিল বন্দন॥
বিড়াল লইয়া মুনি আসিল কুটীরে।
পালন করিতে তারে দিলেন ভার্য্যারে
বিড়াল পাইয়া তুষ্ট হইল সুন্দরী।
পালন করিল তারে পুত্রবৎ করি॥
মায়া মোহে বদ্ধ হয়ে সব পাশরিল।
বিড়ালে লইয়া দোঁহে নগরে আসিল॥
পুনরপি গৃহধর্ম্ম করে দুই জনে।
বলবন্ত হ'ল সেই অধিক পালনে॥
স্বভাব পশুর জাতি ছাড়িবারে নারে।
বহু উপদ্রব করে গৃহস্থের ঘরে॥
যজ্ঞ-হবি নষ্ট করে পায়সান্ন খায়।
মারিতে আসিলে লোক পলাইয়া যায়
ক্রোধে নগরের লোক দুঃখী মনে মন।
সবে ব্রাহ্মণেরে গালি দেয় অনুক্ষণ॥
কোথায় তপস্যা তব কোথায় ব্রাহ্মণ্য।
পুত্রহীন হয়ে তুমি হলে মতিচ্ছন্ন॥
বিড়ালেরে এত স্নেহ পুত্রবৎ কর।
সহজে পশুর জাতি মনে নাহি ডর॥
এইরূপে বলে মন্দ নগরের জন।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ক্রোধে জ্বলিল তখন॥
ধরিয়া সিচিকাবাড়ি প্রহারে বিড়ালে।
বান্ধিয়া রাখিল তারে হাতে পায়ে গলে
দিন দুই তিন তারে রাখিল বন্ধনে।
বড়ই বৈরাগ্য হ'ল বিড়ালের মনে॥
কোন মতে পারি যদি ছাড়াতে বন্ধন।
তপস্যা করিয়া পাপ করিব মোচন॥

গৃহবাসে কার্য্য নাহি যাব বনবাস ।
অনাহারে পাপ-আত্মা করিব বিনাশ ।।
এরূপে বিড়াল মনে মনে যুক্তি করি ।
দন্তেতে কাটিল তবে বন্ধনের দড়ি ।।
সেইক্ষণে গৃহ হতে হইল বাহির ।
দণ্ডককাননে গিয়া হইলেক স্থির ।।
বিন্দু সরোবরে তথা করি স্নানদান ।
একে একে সর্ব্বতীর্থে করিল প্রয়াণ ।।
ধরা প্রদক্ষিণব্রত করি একে একে ।
বিড়াল সন্ন্যাসী বলি খ্যাত হ'ল লোকে ।।
সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ অতিরম্য নামে ।
বহু মূষাগণ তথা থাকে অনুক্রমে ।।
তথা গিয়া উত্তরিল বিড়াল সন্ন্যাসী ।
দেখিয়া সকল মূষা মনে ভয় বাসি ।।
হাহাকার করি সবে পলায় তরাসে ।
আশ্বাসি বিড়াল তবে বলে সবিশেষে ।।
আমারে দেখিয়া ভয় কেন কর মনে ।
পরম ধার্ম্মিক আমি সর্ব্বলোকে জানে ।।
তপস্যা করিয়া মোর চিরকাল গেল ।
হিংসা হেন বস্তু মোর কখন নহিল ।।
পবন-আহারী আমি শুন মূষাগণ ।
আমারে তিলেক ভয় না কর কখন ।।
আনন্দ কৌতুকে সবে ভ্রমহ নির্ভয় ।
তপস্যা করিব আমি তোমার আশ্রয় ।।
এত শুনি মূষাগণ হ'ল হৃষ্টমন ।
যার যেই স্থানে ক্রমে আসে সর্ব্বজন ।।
মর্য্যাদা করিয়া বহু স্থাপিল বিড়ালে ।
নির্ভয়েতে মূষাগণ ভ্রমে কুতুহলে ।।
কত দিন গেল তবে জন্মিল বিশ্বাস ।
যার যেই শিশুগণ রাখি তার পাশ ।।
দূরবনে যায় সবে আহার কারণ ।
নারিল ছাড়িতে লোভ বিড়ালের মন ।।
সহজে পশুর জাতি নাহি আত্ম পর ।
চারিদিকে চাহি তার ফুলে কলেবর ।।
উদর পূরিয়া খায় মূষা-শিশুগণে ।
... বসিল যেখানে ।।

খাইতে খাইতে লোভ অনেক হইল ।
দিনে দিনে শিশুগণ অনেক খাইল ।।
এ সকল তত্ত্ব নাহি জানে কোন জন ।
দিনে দিনে অল্প হয় মূষা-শিশুগণ ।।
এক মূষা বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল ।
অল্প শিশুগণ দেখি হৃদয়ে ভাবিল ।।
এবেটা তপস্বী ভণ্ড জানিনু লক্ষণে ।
চুরি করি খায় যত মূষা-শিশুগণে ।।
দেখিয়া প্রবীণ মূষা করে হাহাকার ।
সব মূষাগণে গিয়া দিল সমাচার ।।
শুনিয়া সকল মূষা হ'ল দুঃখিমন ।
উপায় সৃজিল তার নিধন কারণ ।।
এত যুক্তি করি সবে হয়ে একমন ।
দ্বীপের চৌদিকে সবে করয়ে খনন ।।
খনিল গভীর গর্ত্ত দীর্ঘেতে বিস্তর ।
তাহাতে পড়িয়া মরে বিড়াল পামর ।।
সেই মত যুধিষ্ঠির কৈল আচরণ ।
মুহূর্ত্তেকে মোর হাতে হারাবে জীবন
উলূক এতেক শুনি আনন্দিত মনে ।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল দুর্য্যোধনে ।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ।।

দুর্য্যোধন-দূত উলূকের প্রতি
পাণ্ডবের কথা ।

উলূক রাজার আজ্ঞা-বশে বহে বাট
শীঘ্রগতি গেল যথা পাণ্ডবের ঠাট ।।
যত কহি পাঠাইল কুরু নৃপমণি ।
দণ্ডবৎ করি সব কহিল কাহিনী ।।
শুনিয়া রুষিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ।
উলূকে চাহিয়া বলে ক্রোধ করি মন ।
উলূক কহিবে শীঘ্র গিয়া দুর্য্যোধনে ।
প্রবীণ পক্ষীর প্রায় তোর আচরণে ।।
প্রবীণ নামেতে পক্ষী ছিল দুরাচার ।
নিরন্তর জ্ঞাতিগণে কৈল অপকার ।
তার ভয়ে জ্ঞাতিগণ স্থানভ্রষ্ট হয়ে ।
পৃথিবী ভ্রমিল সবে ...

শুভ দিন সমুদিত যবে জ্ঞাতিগণে।
এক যুক্তি করি সবে মারিল দারুণে ॥
সেই মত মোর হাতে মরিবে নিশ্চয়।
আজি কালি মধ্যে যাবে যমের আলয় ॥
তোমার মরণ দুষ্ট হ'ত সেই দিনে।
দ্রৌপদীর কেশে ধরিয়াছ যেই দিনে ॥
শুনহ উলূক বলি কহে বৃকোদর।
গদার প্রহারে উরু ভাঙ্গিব তাহার ॥
এই লৌহ-মহাগদা দেখ বিদ্যমান।
ইহাতে সকল ভাই হারাইবে প্রাণ ॥
এত বলি গদা লয়ে বীর বৃকোদর।
চক্রিচক্র ফিরে যেন মস্তক উপর ॥
গাণ্ডীব ধনুক তবে লইয়া অর্জ্জুন।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারেন ধনুর্গুণ ॥
এককালে হ'ল যেন শত বজ্রাঘাত।
প্রমাদ গণিল সবে দেখিয়া নির্ঘাত ॥
মূর্চ্ছা হয়ে পড়িল উলূক অনুচর।
সচেতন করিলেন তারে দামোদর ॥
চেতন পাইয়া চর চাহে চারি পানে।
হাসিয়া তাহারে কৃষ্ণ কহেন তখনে ॥
দেখিছ উলূক চর রক্ষা নাহি আর।
কহিল অর্জ্জুন বীর কুন্তীর কুমার ॥
সত্য কথা কুরুগণে মারিবে নিমেষে।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে পার্থ যদি রোষে ॥
ধনঞ্জয় কহিলেন উলূকে চাহিয়া।
মোর দম্ভ দুর্য্যোধনে শীঘ্র কহ গিয়া ॥
সূতপুত্র সঙ্গে এস করিয়া সাজন।
মোর হাতে তোমা সহ লইবে শমন ॥
ইন্দ্র যদি রক্ষা করে রক্ষা নাহি পাবে।
অবশ্য আমার হাতে যমঘরে যাবে ॥
এইরূপে পার্থ গর্ব্ব করেন বিস্তর।
মাদ্রীর তনয় তবে কহিল সত্বর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যতেক বীরগণ।
একে একে উলূকেরে কহে সর্ব্বজন ॥
উলূক পাইয়া আজ্ঞা রথে আরোহিয়া।
দুর্য্যোধনে সব কথা নিবেদিল গিয়া ॥
যে কহিল পাণ্ডবেরা কহিতে সে ভয়।
কহিল নিষ্ঠুর কথা ভীম ধনঞ্জয় ॥
রাজা বলে কিবা ভয় কহত কাহিনী।
কি কহিল ভীমসেন ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
কি কহিল ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি যত বীরগণ ॥
উলূক বলিল রাজা না বলিলে নয়।
শুন যাহা বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর চাহি আমি মুখ।
সে কারণে সহিলাম দিলে যত দুঃখ ॥
কৃষ্ণেরে পাঠাই অগ্রে করিবারে প্রীতি
অহঙ্কারে না শুনিল গোবিন্দের নীতি ॥
ইহার উচিত শাস্তি হাতে হাতে পাবে
অচিরাতে সবংশেতে নিপাত হইবে ॥
ক্রোধে ভীম দর্প করি বলিল বচন।
মোর সম বলিষ্ঠ না দেখি কোন জন ॥
রাক্ষস দানব মোর অগ্রে নহে স্থির।
গদার বাড়িতে তার ভাঙ্গিব শরীর ॥
মাদ্রীর নন্দন আদি যত বীরগণ।
একে একে প্রতিজ্ঞা যে করে জনে জন।
যে হয় উচিত রাজা করহ বিহিত।
শুনি দুর্য্যোধন করে সৈন্য সমাহিত ॥
আশ্বাসি কহিল সব যত যোদ্ধাগণে।
মোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর সর্ব্বজনে ॥
শুন কর্ণ মহাবীর রাধার নন্দন।
পরম বান্ধব তুমি মোর প্রাণধন ॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার কৈলে সবার গোচরে।
পাণ্ডবে মারিয়া রাজ্য দিবে হে আমারে
তাহার সময় এই হ'ল উপনীত।
করহ বিধান সখে ইহার উচিত ॥
কর্ণ বলে রাজা মোর সত্য অঙ্গীকার।
প্রাণপণে কার্য্য সিদ্ধ করিব তোমার ॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ সাধিব কার্য্য শুন সারোদ্ধার ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হ'ল হৃষ্টমন।
বহু পুরস্কার কর্ণে দিল সেইক্ষণ ॥

কর্ণের জন্ম বিবরণ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
কুন্তীগর্ভে জন্মে কর্ণ বিখ্যাত ভুবন॥
কৌরবের পক্ষ কেন সূর্য্যের নন্দন।
দেখিয়া ধরিল কুন্তী কিরূপে জীবন॥
মুনি বলে শুন কুরুবংশচূড়ামণি।
কৌরবের রণে গেল কর্ণ বীর শুনি॥
বিদুরের মুখে শুনি এ সব বচন।
চিত্তেতে চিন্তিত কুন্তী ভাবে মনে মন॥
আমার নন্দন কর্ণ কেহ না জানিল।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কর্ণের হইল॥
দৈবের এ সব কথা বিধির ঘটন।
রাধা যে পাইয়া পুত্র করিল পালন॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে সর্ব্বজন।
কেহ জ্ঞাত নহে কর্ণ আমার নন্দন॥
এ সময়ে লোকে যদি হয় সে প্রচার।
উপহাস করিবেক কৌরবকুমার॥
ইহার কারণে আমি করিব গমন।
কর্ণেরে কহিব আমি এ সব বচন॥
আমার বচন কর্ণ খণ্ডিতে নারিবে।
অবশ্য সহায় পাণ্ডুপুত্রদের হবে॥
কিরূপে নিভৃতে দেখা হবে কর্ণ সনে।
এতেক ভাবিয়া কুন্তী যুক্তি কৈল মনে॥
প্রাতঃস্নান নিত্য কর্ণ যমুনায় করে।
একেশ্বর যায় স্নানে নাহি লয় কারে॥
তত্ত্ব জানি কুন্তী তথা করিল গমন।
যমুনায় নামি কর্ণ করয়ে তর্পণ॥
নিত্যকর্ম্ম সমাপিয়া সূর্য্যে করে স্তব।
উঠিয়া আইসে কুন্তী মানিল উৎসব॥
কর্ণের সাক্ষাতে কহে গদ গদ বাণী।
অবধানে শুন তত্ত্ব পূর্ব্বের কাহিনী॥
আমার নন্দন তুমি সূর্য্যের ঔরসে।
যখন ছিলাম আমি জনকের বাসে॥
অতিথি সেবায় তাত রাখিল আমারে।
অনেক সেবন কৈনু দুর্ব্বাসা মুনিরে॥
চতুর্ম্মাস সেবিলাম বিবিধ বিধানে।
আজ্ঞাবর্ত্তী হয়ে আমি রহি অনুক্ষণে॥
আমার সেবায় মুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
মন্ত্রদান করিলেন আমারে ডাকিয়া॥
এ মন্ত্র দিতেছি দেবী তব বিদ্যমান।
মন্ত্র পড়ি যেই দেবে করিবে আহ্বান॥
সেইক্ষণে আসিবেন তোমার সাক্ষাতে।
যে বর মাগিবে তাহা পাইবে নিশ্চিতে॥
এত বলি মহামুনি গেল যথাস্থানে।
তবে আমি মন্ত্র পরীক্ষিতে এক দিনে॥
কলসে আনিতে যাই যমুনার বারি।
কৌতুকে জপিনু মন্ত্র সূর্য্যে ধ্যান করি॥
তখনি আসিল সূর্য্য মোর বিদ্যমানে।
সূর্য্য দেখি ভীত আমি হইলাম মনে॥
অনেক বিনয় করি কহিনু বচন।
না বুঝি তোমারে আমি করি আবাহন॥
অজ্ঞান স্ত্রীজন-দোষ ক্ষমিবে আমার।
শুনিয়া হাসিয়া সূর্য্য কহে আরবার॥
কভু মিথ্যা নাহি হয় মুনির বচন।
কভু মিথ্যা নহে কন্যা মম আগমন॥
আমারে ভজহ তুমি নাহিক সংশয়।
না ভজিলে মন্ত্র মিথ্যা হইবে নিশ্চয়॥
বিবাহিতা নহ চিন্তা করিছ অন্তরে।
মম বরে মহারাজ বরিবে তোমারে॥
এত শুনি বশ আমি হইনু তাঁহার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার॥
সূর্য্যের সঙ্গমে হ'ল গর্ভের উৎপত্তি।
তখনি তোমারে প্রসবিলাম সুমতি॥
প্রসব করিয়া তোমা সচিন্তিত মন।
কুমারীর কালে জন্ম হইল নন্দন॥
লোকে খ্যাত হয় পাছে এ সব কাহিনী।
যমুনায় ভাসাইনু তাম্রকুণ্ড আনি॥
আনিয়া তোমাকে রাধা করিল পালন।
কদাচিত নহ তুমি রাধার নন্দন॥
যে হইল সে হইল অজ্ঞাত কারণ।
ভাইগণ সঙ্গে তুমি কর্‌হ মিলন

ছয় ভাই মিলি বৎস নাশ মোর দুঃখ।
শত্রুগণে মারি ভুঞ্জ যত রাজ্য সুখ॥
এত শুনি কর্ণ কহে করিয়া মিনতি।
এ সকল গুপ্তকথা জানি যে ভারতী॥
জানিয়া করিলে ত্যাগ আমারে পূর্ব্বেতে।
রাধা যে পুষিল মোরে বিখ্যাত জগতে॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে ত্রিভুবনে।
তব পুত্র বলি এবে বলিব কেমনে॥
বলিলে কি লোক ইহা করিবে প্রত্যয়।
জগতে কুযশ লজ্জা হবে অতিশয়॥
বলিবেক ক্ষেত্রিগণ করি উপহাস।
যুদ্ধকাল দেখি কর্ণ পাইল তরাস॥
ভাই বলি পাণ্ডবের লইল শরণ।
ব্যর্থ কর্ণ নাম বলি ঘোষে অকারণ॥
এ সব হইতে মৃত্যু ভাল শতগুণে।
এ কর্ম্ম করিতে নাহি পারিব কখনে॥
তাহে দুর্য্যোধন মোরে শিশুকাল হতে।
নানা ভোগে পুরস্কারে পালিল বহুতে॥
দেশ ভূমি গ্রাম রত্ন দিল বহুতর।
হরিহর আত্মা যেন নহে ভিন্ন পর॥
তিলেক বিভিন্ন মনে নহে কদাচনে।
ইহার হিংসন আমি করিব কেমনে॥
বিশেষে তাহাতে আমি কৈনু অঙ্গীকার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে পণ সমর আমার॥
মোর হাতে পরলোকে যাবে ধনঞ্জয়।
কিম্বা অর্জ্জুনের হাতে মোর মৃত্যু হয়॥
এইত প্রতিজ্ঞা কৈনু সভা বিদ্যমানে।
সত্যভ্রষ্ট হতে নাহি পারিব কখনে॥
সে কারণে ক্ষমা কর জননি আমারে।
এত শুনি পুনঃ কুন্তী কহিল কর্ণেরে॥
ভাইগণ সঙ্গে যদি না কর মিলন।
মোর বাক্য যদি নাহি করিবে পালন॥
তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্রে মোর না মারিবে প্রাণে
এত শুনি কর্ণ কৈল সত্য অঙ্গীকার।
আর চারি ভায়েরে না করিব সংহার॥
পঞ্চ পুত্র রবে তব এই পৃথিবীতে।
অর্জ্জুন সহিত কিম্বা আমার সহিতে॥
ব্যাসের বচন মাতা আছে পূর্ব্বাপর।
পৃথিবীতে তব পঞ্চ রহিবে কোঙর॥
সংসারের মধ্যে হবে রণে মহাতেজা।
একচ্ছত্র পৃথিবীতে হবে মহারাজা॥
ব্যাসের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।
জগতে রহিবে মাত্র তোমার নন্দন॥
পাইবে তোমার পুত্রগণ রাজধানী।
নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে জননি॥
না ভাবিহ দুঃখ মাতা যাহ নিজ স্থানে।
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে॥
বিদায় হইয়া কর্ণ গেল নিজপুরে।
যথাস্থানে গেল কুন্তী দুঃখিতা অন্তরে॥
বিদুরের প্রতি কুন্তী কহিল সকল।
শুনি বিদুরের হৃদে হ'ল কুতূহল॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
উদ্যোগ পর্ব্বের কথা হ'ল সমাধান॥

উদ্যোগপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।*

(ভারত-রত্নের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের টীকা।)

প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগবাক্য দ্বারা
যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,
তৎসমুদয় সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্র-
সমীপে কথন।

সঞ্জয়ে সম্বোধি ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
কহেন শুনহ বলি আমার ভারতী॥
দুর্য্যোধন আদি করি মম পুত্রগণ।
যুধিষ্ঠির আদি আর পাণ্ডবেয়গণ॥
ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে মিলিয়া সকলে।
যুদ্ধ হেতু কি করিল বলহ আমারে॥
রাজার বচন শুনি সঞ্জয় তখন।
কহিলেন মিষ্টভাষে শুনহ রাজন॥
ব্যূহিত পাণ্ডব-সৈন্য দেখি দুর্য্যোধন।
দ্রোণের নিকটে গিয়া কহিল তখন॥
আচার্য্য নিবেদি তোমা কর অবধান।
মহতী পাণ্ডব-সেনা দেখ বিদ্যমান॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন তব শিষ্য দ্রুপদ-নন্দন।
মনোহর ব্যূহ দেখ করেছে রচন॥
রণসজ্জা করি সব পাণ্ডবের সেনা।
ব্যূহে অবস্থিত আছে চাহিয়া দেখ না।
ভীমার্জ্জুন সম যুদ্ধে মহা ধনুর্দ্ধর।
কত বীর রহিয়াছে সংগ্রাম ভিতর॥
সাত্যকি বিরাট আর দ্রুপদ নৃপতি।
ধৃষ্টকেতু চেকিতান কাশী-নরপতি॥
পুরুজিৎ কুন্তিভোজ শৈব্য নরবর।
যুধামন্যু উত্তমৌজা মহাবীরবর॥
সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যু মহাবীর।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিক্রমে সুধীর॥

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। যখন কুরুপাণ্ডবগণের সেনা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে পরস্পর সম্মুখীন হইল, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন এই গীতার আরম্ভ। যুদ্ধের পূর্ব্বে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, "আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না।" তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বর দান করিলেন। বর-প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বৃত্তান্ত দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন। গীতার এইরূপ আরম্ভ।

সকলেই মহারথ সবে বলবান।
পাণ্ডবের পক্ষে দেখ করে অবস্থান ॥
আমাদের পক্ষে যারা সেনাপতি আছে।
অবগতি হেতু তাহা বলি তব কাছে ॥
আপনি আচার্য্য নিজে আপন নন্দন।
ভীষ্ম কর্ণ কৃপাচার্য্য রণে বিচক্ষণ ॥
ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ বিকর্ণ সুমতি।
ইহা ভিন্ন বহু বীর করে অবস্থিতি ॥
অস্ত্র-শস্ত্রে বিশারদ সবে বিচক্ষণ।
করিবে আমার লাগি সবে প্রাণপণ ॥
ভীষ্ম দ্বারা সুরক্ষিত মম সৈন্যগণ।
হেন বুঝি রণে নাহি জিনিবে কখন ॥
পাণ্ডবের সেনা হয় ভীমের রক্ষিত।
যুদ্ধে সুপারগ বলি হয় অনুমিত ॥
আপন বিভাগমতে তোমরা সকলে।
ভীষ্মেরে করহ রক্ষা থাকি ব্যূহদ্বারে ॥
ভীষ্ম-বল মহাবল মোদের জীবন।
তাঁরে যেন পাছু হতে না করে নিধন ॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শঙ্খ-ধ্বনি করে ভীষ্ম অতি ঘন ঘন ॥
হর্ষ-বৃদ্ধি হেতু দুর্য্যোধনের অন্তরে।
বিপুল-প্রতাপ ভীষ্ম সিংহনাদ করে ॥
উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ আর শঙ্খধ্বনি।
উভয়ে তুমুল শব্দ কিছু নাহি শুনি ॥
শঙ্খ ভেরী আনকাদি গোমুখ মাদল।
কত বাদ্য বাজি উঠে বড় কোলাহল ॥
এদিকে পাণ্ডবপক্ষে নর-নারায়ণ।
শ্বেতাশ্ব-শোভিত রথে করি আরোহণ ॥
অনুত্তম শঙ্খ-ধ্বনি করেন হরিষে।
শুন শুন নরপতি বলিব বিশেষে ॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করে হৃষীকেশ।
দেবদত্ত শঙ্খ বাদ্য করে গুড়াকেশ ॥*

পৌণ্ড্র শঙ্খ বাদ্য করে ভীম বৃকোদর
অনন্ত বিজয় শঙ্খ ধর্ম্ম নরবর ॥
সুঘোষ নামেতে শঙ্খ নকুল বাজায়।
বর্ণনে সে সব শব্দ মুখে না জুয়ায় ॥
মণিপুষ্প শঙ্খ ধ্বনি সহদেব করে।
বাজায় বিবিধ শঙ্খ অপরে অপরে ॥
শিখণ্ডী রথীর শ্রেষ্ঠ কাশী-নরপতি।
বিজয়ী সাত্যকি আর বিরাট ভূপতি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদাদি দ্রৌপদেয়গণ।
মহাবাহু অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন ॥
ভিন্ন ভিন্ন শঙ্খ বাদ্য সকলেই করে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ-হৃদি নিনাদে বিদরে ॥
শঙ্খের তুমুল শব্দ উঠি উচ্চৈঃস্বরে।
ভূমণ্ডল খমণ্ডল নিনাদিত করে ॥
শস্ত্রক্ষেপে সমুদ্যত বীর ধনঞ্জয়।
কপিধ্বজ রথে চড়ি সানন্দ হৃদয় ॥
যথাযোগ্য রূপে স্থিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ।
সমারব্ধ যুদ্ধে আছে করি দরশন ॥
শরাসন উত্তোলিত করি ধনঞ্জয়।
বাসুদেবে সম্বোধিয়া সবিনয়ে কয় ॥
উভয় সেনার মধ্যে আছে যেই ভূমি।
তথায় রাখহ রথ ওহে চক্রপাণি ॥
সমর-বাসনা করি যত সৈন্যগণ।
কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছে এখন ॥
তার মাঝে কার সহ সমর করিব।
যাবৎ বিচারি তাহা নয়নে হেরিব ॥
তাবত রাখহ রথ ওহে চক্রপাণি।
উভয় পক্ষের মাঝে আছে যেই ভূমি
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির হিতের কারণ।
করেছেন যারা যারা হেথা আগমন ॥
যাবত সে সবারে আমি দরশন করি।
তাবত মাঝেতে রথ রাখহ মুরারি ॥
সঞ্জয় কহেন শুন ওহে নরপতি।
শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া এই পার্থের ভারতী ॥
অবিলম্বে রথ লয়ে সানন্দ অন্তরে।
রাখিল উভয়-পক্ষ-সৈন্যের মাঝারে ॥

* গুড়াকেশ—গুড়াকা শব্দে নিদ্রা, যে নিদ্রাকে পরাজয় করিয়াছে, তাহার নাম গুড়াকেশ। এটী অর্জ্জুনের এক নাম।

ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি যতেক রাজার ।
সম্মুখে রাখিয়া রথ হরি দয়াধার ॥
পার্থেরে সম্বোধি কন মধুর বচন ।
ঐই দেখ ভীষ্ম দ্রোণ আদি যোদ্ধাগণ ॥
আর যত কৌরবেরা রণসাজে সাজি ।
সমবেত রণভূমে হইয়াছে আজি ॥
অর্জ্জুন হরির বাক্যে চাহি রণভূমে ।
উভয় পক্ষেতে হেরে যত আত্মগণে ॥
পিতৃব্য আচার্য্য মামা ভ্রাতৃগণ আদি ।
পিতামহ সনে রণে করে অবস্থিতি ॥
দুর্য্যোধন প্রভৃতির পুত্র-পৌত্রগণ ।
শ্বশুর হিতৈষী কত আর মিত্রগণ ॥
সকলে সমরভূমে করে অবস্থিতি ।
তাহা দেখি ধনঞ্জয় বিষাদিত অতি ॥
উভয় দলেতে দেখি আত্মবন্ধুগণ ।
পার্থের হৃদয় হ'ল কৃপায় মগন ॥
বিষণ্ণ-বদনে কন ওহে হৃষীকেশ ।
আমার বচন শুন বলিব বিশেষ ॥
যুদ্ধ অভিলাষে এই আত্মবন্ধুগণ ।
আসিয়াছে রণভূমে শ্রীমধুসূদন ॥
সবারে হেরিয়া এবে মম কলেবর ।
হইতেছে অবসন্ন ওহে দামোদর ॥
বিশুষ্ক হতেছে দেখ আমার বদন ।
রোমাঞ্চিত বিকম্পিত দেহ ঘন ঘন ॥
গাণ্ডীব স্বকর হতে খসিয়া পড়িছে ।
দেহ-চর্ম্ম যেন মম জ্বলিয়া যেতেছে ॥
দাঁড়াতে শকতি আর নাহিক আমার ।
উদ্ভ্রান্ত হতেছে চিত্ত কি বলিব আর ॥
দুর্নিমিত্ত কত প্রভু করি দরশন ।
অনিষ্ট-সূচক সব অতি অলক্ষণ ॥
বিশেষ নিবেদি কৃষ্ণ তোমার চরণে ।
সমরে বধিয়া আত্ম-বান্ধবাদিগণে ॥
বিশেষ মঙ্গল ইথে কিছু নাহি হেরি ।
বিজয়-বাসনা কৃষ্ণ আর নাহি করি ॥
রাজ্যেতে বাসনা মম কিছু মাত্র নাই ।
ত্যজিনু সুখের বাঞ্ছা শুনহ গোঁসাই ॥

রাজ্যেতে মোদের আর কিবা প্রয়োজন ।
ভোগসুখে কিবা কাজ ওহে জনার্দ্দন ॥
কি ফল বলহ আর জীবন ধারণে ।
রাজ্যভোগ সুখ বাঞ্ছা যাদের কারণে ॥
তাঁরা সবে রণভূমে সমবেত হেরি ।
সুখে আর কিবা কাজ বলহ মুরারি ॥
পুত্র পৌত্র পিতামহ শ্বশুর মাতুল ।
শ্যালক আচার্য্য আর যত আত্মকুল ॥
ধন-আশা জীবনাশা করি বিসর্জ্জন ।
কুরুক্ষেত্রে আছে সবে করিবারে রণ ॥
তবে আর রাজ্যধনে অথবা জীবনে ।
কিবা কাজ বল প্রভু কহি তব স্থানে ॥
ফলতঃ মোদের যদি করয়ে নিধন ।
তবু সবে সংহারিতে নারিব কখন ॥
ত্রিলোক যদ্যপি পাই পৃথিবী ত দূরে ।
তথাপি নাহিক বাঞ্ছা এ ভব সংসারে ॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে মোরা করিলে নিধন ।
তাহে প্রীতি মোরা নাহি লভিব কখন ।
আততায়ী সত্য বটে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ।
আততায়ী বধে পাপ না হয় কখন ।।
যদ্যপি শাস্ত্রেতে হেন আছয়ে বিধান ।
তথাপি শুনহ বলি ওহে ভগবান ॥
আমাদের আত্মবন্ধু ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ।
ইহাদের বধ নহে উচিত কখন ॥
আততায়ী বধে পাপ হইবে নিশ্চয় ।
অতএব শুন বলি ওহে দয়াময় ॥
স্বজন আত্মীয়গণে করিয়া বিনাশ ।
আমরা কি সুখী হব কহ শ্রীনিবাস ॥
দুর্য্যোধন আদি সবে লোভেতে মজিয়ে
হিতাহিত-বুদ্ধি-শূন্য হয়েছে হৃদয়ে ॥
কুলক্ষয় জন্য দোষ না হেরে নয়নে ।
মিত্রদ্রোহ জন্য পাপ না ভাবিছে মনে ॥
কিন্তু বল দেখি প্রভু ওহে জনার্দ্দন ।
কুলক্ষয় দোষ মোরা করি নিরীক্ষণ ॥
এ মহাপাতক মোরা কিরূপে করিব ।
কেন নাহি পাপ হতে বিরত হইব ॥

অতএব শুন হরি মম নিবেদন।
সমরে নিবৃত্ত হতে উচিত এখন ।।
কুলক্ষয়ে কুলধর্ম্ম বিনাশিত হয়।
কুলধর্ম্ম নষ্ট হলে মজিব নিশ্চয় ।।
কুলধর্ম্ম নষ্ট হলে অধর্ম্ম উদিয়া।
অবশিষ্ট কুলে ঘেরে সবলে আসিয়া ।।
অধর্ম্মে নিমগ্ন যদি হয়ে পড়ে কুল।
কুলনারী দুর্যী হয়ে হারায় দুকূল ।।
কুলনারী যদি রত হয় দুরাচারে।
সঙ্কর বরণ জন্ম লয় সেই ঘরে ।।
সঙ্কর হইতে কুল অধোগামী হয়।
কুলনাশী নরকেতে পড়িবে নিশ্চয় ।।
সেই বংশে পিণ্ড লোপ হয় জনার্দ্দন।
উদকক্রিয়াদি তাহে না রহে কখন ।।
তাহাদের পিতা পিতামহ আদি করি।
পতিত হইয়া রহে ওহে মুর-অরি ।।
কুলনাশী লোকেদের এই সব দোষে।
জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম সমূলে বিনাশে ।।
শুন শুন জনার্দ্দন করেছি শ্রবণ।
কুলধর্ম্ম নষ্ট করে যেই সব জন ।।
চিরদিন রহে তারা নিরয়-মাঝারে।
সত্য সত্য এই কথা নিবেদি তোমারে ।।
হায় হায় কিবা কষ্ট কহিব বা কত।
স্বজন বান্ধব নাশে হয়েছি উদ্যত ।।
প্রতীকারে পরাঙ্মুখ যদি আমি হই।
শস্ত্রহীন হয়ে যদি রণভূমে রই ।।
স্বজন বিনাশে ইচ্ছু ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ।
রাজ্যলোভে অস্ত্রে যদি করয়ে নিধন ।।
তাহাও কল্যাণকর হবে জনার্দ্দন।
স্বজনে বধিতে তবু নারিব কখন ।।
স্বজনে বধিয়া মহাপাপে লিপ্ত হতে।
কভু না পারিব প্রভু বলিনু সাক্ষাতে ।।
সঞ্জয় কহিল শুন ওহে নরপতি।
কৃষ্ণকে এতেক বলি পার্থ মহামতি ।।
কর হতে ত্যজি শর আর শরাসন।
শোকাকলচিত্তে রথে বসেন তখন ।।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অন্ধেরে সম্বোধি পুনঃ কহেন সঞ্জয়
শুন শুন তার পর ওগো মহোদয় ।।
অর্জ্জুনে বিষণ্ণ হেরি সবাষ্প-লোচন।
বাসুদেব সম্বোধিয়া কহেন তখন ।।
বিষম সময়ে তব একি মোহ হেরি।
স্বর্গ-প্রতিরোধী ইহা জানিবে বিচারি
প্রাকৃত সদৃশ ইহা অযশ-কারণ।
কেন তব হেন মতি জন্মিল এখন ।।
যাহাতে অধর্ম্ম হয় অযশ যাহায়।
সুধীজনে সযতনে ত্যজিবে তাহায় ।।
পুরুষ হইয়া কেন ক্লীবের সমান।
এ সময়ে নহে যোগ্য ওহে মতিমান।
হৃদি হতে দুর্ব্বলতা করি বিদূরণ।
যুদ্ধ হেতু সমুদ্যত হও এইক্ষণ ।।
হরির এতেক বাক্য শুনি ধনঞ্জয়।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহোদয় ।।
পূজনীয় ভীষ্ম কিম্বা দ্রোণ গুরু সহ।
কিরূপে করিব রণ তাহা মোরে কহ ।।
রণ করা দূরে থাক যাঁহাদের সনে।
সমর করিব বলা অযুক্ত বিধানে ।।
তাঁদের সহিত যুদ্ধ কিরূপে করিব।
কিরূপে সমরক্ষেত্রে প্রতিযোদ্ধা হব ।।
মহোদয় গুরুজনে না করি নিধন।
যদ্যপি করিতে হয় ভিক্ষান্ন ভোজন ।।
তাহাও বরঞ্চ শ্রেয়ঃ মম পক্ষে জানি।
যুদ্ধ হেতু মন নাহি ওহে চক্রপাণি ।।
ইহাঁদিগে যদি আমি করি গো নিধন
ইহকালে মহাদুঃখ পাব জনার্দ্দন ।।
রুধিরাক্ত অর্থ কাম ভুঞ্জিতে হইবে।
ভীষ্মের বচন যাহা শুন বলি তবে ।।
বলেছিল ভীষ্মদেব ধর্ম্মের নন্দনে।
"পুরুষ অর্থের দাস বিদিত ভুবনে ।।
অর্থ পরদাস নাহি কখনই হয়।
বদ্ধ আছি কুরুধনে এ হেতু নিশ্চয় ।।"

বস্তুতঃ সংগ্রামে জয় আর পরাজয় ।
এ দুয়ে গৌরব কার আছয়ে সংশয় ॥
কেন না শুনহ বলি ওহে জনার্দ্দন ।
যাঁহাদিগে রণক্ষেত্রে করিয়া নিধন ॥
জীবিত থাকিতে মোরা নাহি অভিলাষী ।
তাহারাই রণাগত দেখ কালশশী ॥
আত্মীয় বান্ধবগণে করিয়া নিধন ।
কিরূপে জীবন মোরা করিব ধারণ ॥
এরূপ কাতরভাবে কার্পণ্য যে বলে ।
ইহাও পরম দোষ জানিছি অন্তরে ॥
এ হেতু নিবেদি প্রভু চরণে তোমার ।
বিবেচিয়া বল যাহা কল্যাণ আমার ॥
তোমার পরম শিষ্য জানিবে আমারে ।
উপদেশ দেহ প্রভু শরণাগতেরে ॥
নিষ্কণ্টক সুসমৃদ্ধ রাজ্য যদি পাই ।
দেবের দেবত্ব পাই যদ্যপি গোঁসাই ॥
তথাপি ইন্দ্রিয় মম শোকেতে মজিবে ।
শোক দূর হয় কিসে নাহি হেরি ভবে ॥
এ হেতু বিনয়ে নাথ জিজ্ঞাসি তোমায় ।
উচিত বিধান বলি উদ্ধার আমায় ॥
সঞ্জয় কহেন শুন ওহে নরপতি ।
এত বলি কুন্তীপুত্র পার্থ মহামতি ॥
যুদ্ধ না করিব আমি ওহে মহাশয় ।
এত বলি জনার্দ্দনে মৌনভাবে রয় ॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
সহাস্য-বদনে হরি বলেন তখন ॥
পণ্ডিত সমান বাক্য তোমার বদনে ।
নির্গত হইল সত্য শুনিনু শ্রবণে ॥
কিন্তু এক-কথা বলি শুন বীরবর ।
অশোচ্য বান্ধব লাগি কেন শোক কর ॥
ইহাতে অনভিজ্ঞতা হতেছে তোমার ।
বিবেকী জনের নহে হেন ব্যবহার ॥
কিবা মৃত কি জীবিত কাহারো কারণ ।
পণ্ডিত জনেরা শোক না করে কখন ॥
দেখ আমি বিশ্বপতি পরম-ঈশ্বর ।
লীলা-হেতু ধরিয়াছি নর-কলেবর ॥

পুনরায় তিরোভাব হইবে নিশ্চয় ।
এই হেতু শুন বলি ওহে ধনঞ্জয় ॥
তথাপি পূর্ব্বেতে আমি না ছিনু কখন
এ কথা সম্ভব নাহি হয় কদাচন ॥
আমি তুমি আর এই যত রাজগণ ।
অবশ্য ছিলাম পূর্ব্বজন্মে সব জন ॥
এখনো রয়েছি আর পরেও থাকিব ।
অতএব বন্ধু লাগি শোক কেন তব ॥
যদি বল ঈশ্বরের জনম মরণ ।
থাকা বা না থাকা নহে আশ্চর্য্য কার
জন্ম-মরণাদি সিদ্ধ জীবের পক্ষেতে ।
তদুত্তরে শুন বলি তোমার সাক্ষাতে ।
কৌমার যৌবন আর জরা আদি করি
যেমন শরীরে আসে ক্রম অনুসারি ॥
পূর্ব্বাবস্থা নষ্ট হয়ে অন্য দশা হয় ।
"আমি" এই জ্ঞান তবু পূর্ব্বমত রয় ।
সেরূপ জীবাত্মা দেহান্তর লাভ করে ।
বলিলাম তত্ত্বকথা কিরীটী তোমারে ॥
স্থূল-দেহ ত্যজি আত্মা লিঙ্গ-দেহ ধরি ।
দেহান্তর লাভ করে জানিবে বিচারি ॥
ধীর জনে এই সব করি বিবেচনা ।
শোক-মোহে অভিভূত কখন হয় না ॥
যদি বল বিয়োগাদি করিয়া স্মরণ ।
হৃদয় ব্যথিত তব হতেছে এখন ॥
তাহার উত্তর এই শুন ধনঞ্জয় ।
বিচারি বুঝিবে তবে আপন হৃদয় ॥
ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ যাহা বিষয় সহিত ।
সুখ-দুঃখ-হেতু তাহা হইবে বিদিত ॥
শীত-উষ্ণত্বাদি-হেতু ঐ সম্বন্ধ হয় ।
সে সম্বন্ধ কভু জাত কভু নষ্ট হয় ॥
অনিত্য সম্বন্ধ সব মনেতে বিচারি ।
সহ্য কর সেই সব উপদেশ করি ॥
হরিষে বিষাদে বশীভূত যেই জন ।
তারে ধীর নাহি বলে কুন্তীর নন্দন ॥
শুন শুন ধনঞ্জয় পুরুষ-প্রধান ।
সুখ দুঃখে যেই জন সম করে জ্ঞান ॥

পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ যারে ব্যথা দিতে নারে।
মুকতি লাভের যোগ্য জানিবে তাহারে।।
অনিত্য সম্বন্ধ তুমি যদি সহ্য কর।
তাহাতে নাহিক ক্ষতি পাণ্ডুবংশধর।।
কেন না ছিল না যাহা তাহা নাহি হয়।
যা আছে তাহার বল অভাব কি রয়।।
অর্থাৎ আত্মার সহ শীত-উষ্ণাদির।
কিছুই সম্বন্ধ নাই জানিবে সুধীর।।
সৎস্বভাব আত্মা হয় ধ্বংস নাহি তার।
পণ্ডিতগণের এই জানিবে বিচার।।
জানিবে এরূপে ভাবাভাব নিরূপণ।
করেছেন তত্ত্বদর্শী বিচক্ষণগণ।।
এ হেতু বিবেক দ্বারা চিত্ত করি স্থির।
শীত আদি সহ্য কর কিরীটী সুধীর।।
অনিত্য শরীরে ব্যাপ্ত আছে যেই জন।
তাঁহার বিনাশ পার্থ নাহি কদাচন।।
অব্যয় পুরুষ তিনি তাঁহারে নাশিতে।
সক্ষম নহেন কেহ এ তিন জগতে।।
অনিত্য শরীর বটে জীবাত্মা তা নয়।
নিত্যরূপী হন তিনি শরীরে আশ্রয়।।
অবিনাশী অপ্রমেয় তাহারেই বলে।
পণ্ডিতগণের বাক্য জানিবে অন্তরে।।
অতএব মোহজন্য শোক আদি ত্যজি।
ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা হেতু রণে সাজ আজি।।
যে ভাবে জীবাত্মা অন্যে করয়ে নিধন।
জীবাত্মারে নাশে কেহ ভাবে যেই জন।।
তারা দোঁহে অনভিজ্ঞ নাহিক সংশয়।
তাহার কারণ বলি শুন ধনঞ্জয়।।
জীবাত্মা কাহারে নাহি করয়ে নিধন।
জীবাত্মা বিনাশে নাহি শক্ত কোন জন।।
জন্ম নাই মৃত্যু নাই জানিবে আত্মার।
তিনি অজ পূর্ব্বাবধি একই প্রকার।।
সমভাবে বিরাজিত আছে নিরন্তর।
পুনঃ পুনঃ সমুৎপত্তি নাহিক তাঁহার।।
পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধমান কভু নাহি হন।
বিকার-রহিত তিনি সদা সম রন।।
পরিণাম-শূন্য তিনি কভু নাহি ক্ষয়।
অবিনাশী তাঁরে জান ওহে ধনঞ্জয়।।
শরীর অনিত্য বটে বিনাশিত হয়।
আত্মার বিনাশ কভু কোন কালে নয়।।
অবিনাশী নিত্য আত্মা অজ ও অব্যয়।
এরূপ যাহার জ্ঞান ওহে ধনঞ্জয়।।
তিনি কি কাহারে কভু করেন নিধন।
অথবা আদেশ দেন বধিতে কখন।।
যেমন পুরাণ বস্ত্র করি বিসর্জ্জন।
পুনশ্চ নূতন বস্ত্র করয়ে গ্রহণ।।
সেইরূপ এক দেহ পরিত্যাগ করি।
দেহান্তর পরিগ্রহ করেন শরীরী।।
অতএব সেই দেহ হইলে বিনাশ।
কভু না করিবে তাহে সন্তাপ প্রকাশ।।
আত্মারে শস্ত্রেতে কেহ ছেদিতে না পারে।
অনলে দহিতে নারে কখন তাহারে।।
সলিলে ক্লেদিত আত্মা কভু নাহি হয়।
বায়ুতে শোষিত কভু না হয় নিশ্চয়।।
অদাহ্য অশোষ্য আত্মা সর্ব্বথা অক্লেদ্য।
তিনি নিত্য সর্ব্বগত সতত অচ্ছেদ্য।।
জ্ঞানেন্দ্রিয়ে কর্ম্মেন্দ্রিয়ে না পাওয়া যায়।
অনাদি অচল তিনি সদা স্থিরকায়।।
জীবাত্মারে এইরূপ জানিয়া অন্তরে।
হৃদি হতে শোক-তাপ রাখহ অন্তরে।।
যদি হেন মনে কর ওহে ধনঞ্জয়।
জীবাত্মা জনমে আর মরয়ে নিশ্চয়।।
জাত মৃত বলি বোধ যদি কর তাঁরে।
তথাপি সন্তাপ নাহি করিও অন্তরে।।
কেন না জনম-লিপি আছয়ে যাহার।
অবশ্য হইবে মৃত্যু জানিবে তাহার।।
মরিলে জনম হবে খণ্ডাবার নয়।
অতএব শোক করা উচিত না হয়।।
উৎপত্তির পূর্ব্বে আর সংহারের কালে।
অব্যক্ত থাকয়ে সর্ব্ব ভুতাদি সকলে।।
জন্ম মৃত্যু উভয়ের অন্তরাল কালে।
শুধুমাত্র প্রকাশিত থাকয়ে সকলে।।

অতএব দুঃখ করা কভু যোগ্য নয়।
কহিলাম সত্য কথা শুন ধনঞ্জয় ॥
কেহ কেহ বিস্ময়েতে হয়ে নিমগন।
জীবআত্মারে দরশন করে অনুক্ষণ ॥
তাঁহারে বর্ণনা করে কেহ বা বিস্ময়ে।
তাঁর কথা শুনে কেহ বিস্মিত-হৃদয়ে ॥
দেহাদিতে আত্মজ্ঞান করি কোন জন।
বিপরীত ভাবনাতে হয়ে নিমগন ॥
শুনিয়া বুঝিতে তবু কভু নাহি পারে।
কারো নাহি পূর্ণজ্ঞান জানিতে আত্মারে ॥
জীবাত্মা সর্ব্বদা সর্ব্ব দেহীর শরীরে।
অবধ্য রূপেতে সদা অবস্থিতি করে ॥
অতএব শোকতাপ সমুচিত নয়।
প্রাণীর কারণে শোক কেন ধনঞ্জয় ॥
স্বধর্ম্মের প্রতি যদি কর নিরীক্ষণ।
তবে ভীত নাহি হবে কুন্তীর নন্দন ॥
কেন না ধরম-যুদ্ধ ওহে বীরবর।
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে হয় অতি শুভকর ॥
ইহা হতে শ্রেয়স্কর আর কিছু নাই।
কহিলাম ধনঞ্জয় সব তব ঠাঁই ॥
যদৃচ্ছাবশেতে যুদ্ধ হলে উপস্থিত।
স্বর্গ-দ্বার তুল্য তাহা জানিবে নিশ্চিত ॥
এতাদৃশ যুদ্ধ লাভ যেই জন করে।
প্রকৃত পরম সুখী জানিবে তাহারে ॥
উপস্থিত রণে যদি প্রবৃত্ত না হবে।
ধর্ম্ম-কীর্ত্তি-ভ্রষ্ট জন্য পাপী হবে তবে ॥
মহাযোদ্ধা বলি তব খ্যাতি আছে ক্ষিতি।
যুদ্ধে ক্ষান্ত হলে হবে অযশ অখ্যাতি ॥
যাহে ক্ষমবান্ ভুমে হয় যেই জন।
যদ্যপি তাহাতে হয় অযশ রটন ॥
মরণ অপেক্ষা কষ্ট তাহাতে নিশ্চয়।
হৃদয়ে ভাবিয়া বুঝ ওহে ধনঞ্জয় ॥
যেই সব মহারথ সদা তোমা মানে।
গৌরব তাঁদের পাশে রহিবে কেমনে ॥
মনে মনে বিবেচনা করিবে সকলে।
ভয়ে পরাঙ্মুখ তুমি হয়েছ সমরে ॥

অবক্তব্য কথা কত কবে শত্রুগণ।
তোমার সামর্থ্য-নিন্দা কবে কত জন ॥
ইহা হতে দুঃখ বল কিবা আছে আর।
ভাব দেখি ধনঞ্জয় করিয়া বিচার ॥
যদি যুদ্ধে দেহ ত্যাগ কর মহামতি।
নিশ্চয় হইবে তব সুরপুরে স্থিতি ॥
যদি যুদ্ধে শত্রুগণে কর পরাজয়।
সসাগরা ধরা ভোগ করিবে নিশ্চয় ॥
অতএব শুন বলি কুন্তীর নন্দন।
যুদ্ধ হেতু সজ্জীভূত হও এইক্ষণ ॥
সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয় ॥
সবে সম বোধ করি ওহে ধনঞ্জয় ॥
সমরে প্রবৃত্ত হও বচনে আমার।
পাপভাগী নাহি হবে কুন্তীর কুমার ॥
যেই জ্ঞানে আত্মতত্ত্ব বুঝিবারে পারে।
বলিলাম সেই সব তোমার গোচরে ॥
কর্ম্মযোগ-বিষয়ক জ্ঞান যারে কয়।
এখন [illegible] তাহা ওহে ধনঞ্জয় ॥
যদি [illegible] মহামতি লভ এই জ্ঞান।
কর্ম্মবন্ধ হতে তুমি পাবে পরিত্রাণ ॥
নিষ্কাম করম-যোগ বিফল না হয়।
অনুষ্ঠানে সিদ্ধকাম জানিবে নিশ্চয় ॥
প্রত্যবায় নাহি তাহে কহিনু বচন।
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ ॥
ধর্ম্মের অত্যল্প অংশ হলে অনুষ্ঠান।
দারুণ সংসার হতে করে পরিত্রাণ ॥
"ভগবানে ভক্তি দ্বারা অবশ্য উদ্ধার।"
হেন বুদ্ধি (১) একমাত্র ওহে গুণাধার ॥
অব্যবসায়ীর (২) বুদ্ধি বহু-শাখাবান্।
সে বুদ্ধি অনন্ত জান ওহে মতিমান ॥
আপাত সুরম্য আর শ্রুতি-মনোহর।
হেন বাক্যে অনুরক্ত সেই সব নর ॥

(১) ইহাকেই কর্ম্মযোগ বিষয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধি বলে।

(২) প্রমাণ-জনিত বিবেক-রহিত ব্যক্তি।

ফলপ্রকাশক বেদ-কথিত বচন । (১)
যাহাদের প্রীতিকর হয় সর্ব্বক্ষণ ।।
স্বর্গাদি সাধন ভিন্ন অন্যান্য করম ।
কভু না স্বীকার করে সেই সব জন ।।
কামনার বশ যারা এ ভব সংসারে ।
পুরুষার্থ জ্ঞান করে যাহারা স্বর্গেরে ।।
জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ ভোগাদি-কারণ ।
ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদের মন ।।
হইয়াছে অপহৃত ওহে ধনঞ্জয় ।
ভোগৈশ্বর্য্যে সমাসক্ত যেই নরচয় ।।
সে সব মূঢ়ের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে ।
নিশ্চয়-সংশয়-শূন্য জানিবে হৃদয়ে ।।(২)
কামনাসংযুত হয় যেই সব জন ।
কর্ম্মফলদাতা বেদ তাদের কারণ ।।
অতএব শুন বাক্য ওহে ধনঞ্জয় ।
ধৈর্য্য ধরি হও তুমি সুস্থির-হৃদয় ।।
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ করহ সহন ।
যোগক্ষেমশূন্য (৩) হও [illegible] ন ।।
অপ্রমাদী হয়ে হও সতত [illegible] নয় ।
কহিলাম তত্ত্ব-কথা তোমা বিদ্যমান ।।
কূপ বাপী তড়াগাদি নানা জলাশয় ।
স্নান আদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য তাহে হয় ।।
মহাহ্রদে সিদ্ধ হয় সেই প্রয়োজন ।
সেরূপ জানিবে ব্রহ্মে ওহে মহাত্মন ।।
যেই সব কর্ম্মফল বেদে উক্ত আছে ।
একমাত্র ব্রহ্মে তাহা সতত বিরাজে ।।
সংশয়-রহিত-বুদ্ধি যেই বিপ্রগণ ।
ব্রহ্মে সর্ব্ব কর্ম্মফল করে দরশন ।।

(১) চতুর্ম্মাসীয় যজ্ঞশীলগণের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় ; যজ্ঞ শেষে সোমপান দ্বারা অমরত্ব পাইব, ইত্যাদি ।

(২) অর্থাৎ তাহাদিগের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা নহে ।

(৩) যোগ—অপ্রাপ্ত বস্তু পাইতে ইচ্ছা ।
ক্ষেম—প্রাপ্ত দ্রব্যের রক্ষা ।

তত্ত্ব-জ্ঞান-অভিলাষী তুমি গুণাধার ।
হউক তোমার পার্থ কর্ম্মে অধিকার ।।
কিন্তু এক কথা বলি ওহে ধনঞ্জয় ।
কর্ম্ম-ফলে যেন তব মতি নাহি হয় ।।
কর্ম্ম-ফল যেন তব প্রবৃত্তির কারণ ।
কভু নাহি হয় পার্থ কুন্তীর নন্দন ।।
অথচ করম ত্যাগে তোমার মনন ।
কভু নাহি হয় যেন ওহে মহাত্মন ।।
সিদ্ধি ও অসিদ্ধি দোঁহে সম জ্ঞান করি ।
আসক্তি বাসনা হৃদি হতে পরিহরি ।।
একান্ত ঈশ্বরে মতি করিয়া স্থাপন ।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর ওহে মহাত্মন ।।
সিদ্ধি ও অসিদ্ধি এই দোঁহে সমজ্ঞান ।
ইহারেই যোগ বলে ওহে মতিমান ।।
শুন পার্থ যেই বুদ্ধি সংশয়রহিত ।
তাহে যেই কর্ম্মযোগ হয় অনুষ্ঠিত ।।
তারে শ্রেষ্ঠ বলি গণি ওহে ধনঞ্জয় ।
কাম্যকর্ম্ম অপকৃষ্ট নাহিক সংশয় ।।
এই হেতু কর্ম্মযোগ কর অনুষ্ঠান ।
কামনা-বিহীন হয়ে ওহে মতিমান ।।
সকাম যাহারা হয় ওহে মহাত্মন ।
কৃপণ ও দীন তারা স্বরূপ বচন ।।
কর্ম্মযোগ-বিষয়িণী বুদ্ধি হয় যার ।
সুকৃত দুষ্কৃত কিছু নাহি থাকে তার ।।
ইহলোকে হয়ে ঈশ-কৃপার ভাজন ।
সুকৃত দুষ্কৃত ত্যাগ করে সেই জন ।।
অতএব কর্ম্মযোগে হও যত্নবান ।
কহিলাম তত্ত্ব-কথা তব বিদ্যমান ।।
করম সকল হয় বন্ধন-কারণ ।
উপাসনা (১) দ্বারা তাহা করিয়া ছেদন ।।
অবশেষে মোক্ষলাভ হয় ধনঞ্জয় ।
ঈদৃশী চাতুরী যেই তারে যোগ কয় ।।
কর্ম্মযোগ-সমন্বিত যেই ব্যক্তিগণ ।
কর্ম্মজন্য ফল তাঁরা করেন বর্জ্জন ।।

(১) উপাসনা—ঈশ্বরোপাসনা ।

এই হেতু জন্ম-বন্ধ করিয়া ছেদন।
অনাময় বিষ্ণুপদে করেন গমন ॥
দুর্গম অরণ্যময় মোহজাল কাটি।
সমুত্তীর্ণ হবে বুদ্ধি যখন কিরীটী ॥
শ্রোতব্য অথবা শ্রুত যাবত বিষয়ে।
বৈরাগ্য লভিবে তুমি আপন হৃদয়ে ॥
সে বিষয়ে জিজ্ঞাসায় নাহি প্রয়োজন।
এখন কহিনু যাহা করহ সাধন ॥
বিবিধ বৈদিক আর লৌকিক বিষয়।
শুনিয়া তোমার মন ওহে ধনঞ্জয় ॥
উদ্‌ভ্রান্ত হতেছে পার্থ করি দরশন।
এখন উচিত কথা করহ শ্রবণ ॥
আকৃষ্ট হইয়া যবে বিষয় অন্তরে।
স্থৈর্য্যগুণ ধৈর্য্যবশে অবলম্ব করে ॥
ঈশ্বরে তোমার মন দাঁড়াবে যখন।
তত্ত্বজ্ঞান হবে তব জানিবে তখন ॥
হরির এতেক বাক্য শুনি ধনঞ্জয়।
সবিনয়ে কহিলেন ওহে দয়াময় ॥
সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ হয় যেই জন।
তাঁহার লক্ষণ কিবা করহ বর্ণন ॥
কিরূপ তাঁহার বাক্য বল মতিমান।
কিরূপেতে সেই জন করে অবস্থান ॥
কিরূপ তাঁহার গতি কহ মহাশয়।
ঔৎসুক্য নাশিয়া সুস্থ করহ হৃদয় ॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভগবান মিষ্টভাষে কহেন তখন ॥
কামনা যতেক কিছু ওহে মহাত্মন।
সর্ব্বরূপে মন হতে করে বিসর্জ্জন ॥
আত্মাতে আত্মার তুষ্ট আছয়ে যাঁহার।
স্থিতপ্রজ্ঞ বলে তাঁরে শাস্ত্রের বিচার ॥
সুখ লাভে বাঞ্ছা নাহি করে যেই জন।
দুঃখে ক্ষুব্ধ নাহি হয় যে জনের মন ॥
নাহি ক্রোধ নাহি ভয় নাহি অনুরাগ।
স্থিতপ্রজ্ঞ বলে তাঁরে ওহে মহাভাগ ॥
পুত্রমিত্রে স্নেহশূন্য হয় যেই জন।
আত্মীয় উপরে মায়াশূন্য যিনি হন ॥
অনুকূল বিষয়েতে প্রশংসা না করে।
প্রতিকূলে নাহি দ্বেষ যাঁহার অন্তরে ॥
স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁরে বলে শাস্ত্রের বচন।
জানিবে স্বরূপ বাক্য ওহে মহাত্মন ॥
কচ্ছপ সঙ্কোচ করে যেমন শরীর।
ইন্দ্রিয় আকর্ষে তথা যে জন সুধীর ॥
স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁরে বলে ওহে মতিমান।
কহিলাম তত্ত্ব-কথা তব বিদ্যমান ॥
ইন্দ্রিয় প্রয়োগ করি ওহে মহামতি।
বিষয় গ্রহণে যার নাহিক শকতি ॥
সেই জন মূঢ়বুদ্ধি নাহিক সংশয়।
দেহ-অভিমানী সেই ওহে ধনঞ্জয় ॥
স্বভাবতঃ বিষয়েতে বোধ নাহি তার।
অভিলাষ বিনিবৃত্ত না হয় তাহার ॥
কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ হয় যেই মতিমান।
পরমাত্মা হেরি তিনি পরিত্রাণ পান ॥
বিবেকী পুরুষ যারা যত্ন-পরায়ণ।
সবলে ইন্দ্রিয় হরে তাহাদেরো মন ॥
ক্ষোভ উৎপাদন করে ইন্দ্রিয়-নিচয়।
বিক্ষেপকারক তারা ওহে ধনঞ্জয় ॥
যাঁহার বশেতে রহে ইন্দ্রিয়-নিকর।
ইন্দ্রিয় সংযম করি যেই সাধু নর ॥
আত্মনিষ্ঠ হয়ে সদা করে অবস্থান।
স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁরে বলে ওহে মতিমান ॥
বিষয় ভাবনা যদি করে কোন জন।
বিষয়ে প্রথমে হয় আসক্তি জনম ॥
অভিলাষ জন্মে ক্রমে আসক্তি হইতে।
অভিলাষ হতে ক্রোধ জনমে পশ্চাতে।
ক্রোধ হতে মোহ জন্মে শুন মহামতি।
তার পর মোহ হতে জনমে বিস্মৃতি ॥
বিস্মৃতি হইতে বুদ্ধি বিনাশিত হয়।
বুদ্ধিনাশে লোক নষ্ট জানিবে নিশ্চয় ॥
আত্মাকে স্ববশে রাখে যেই মহাজন।
রাগ দ্বেষ যার হৃদে না আছে কখন ॥
বশগ ইন্দ্রিয়যোগে যেই সাধু নর।
বিষয়-সম্ভোগ আদি করে নিরন্তর ॥

তবু শান্তি লাভ করে সেই সাধু জন।
শান্তিলাভে সব দুঃখ হয় বিনাশন ।।
শান্তি লাভে বুদ্ধি হয় আত্মাতে সংস্থিত।
প্রীতাত্মা জনের বুদ্ধি সদা প্রতিষ্ঠিত ।।
ইন্দ্রিয়ের বশ হয় যেই সব জন।
তাহাদের বুদ্ধি নাই জানিবে কখন ।।
শান্তিলাভে সেই জন কভু শক্ত নয়।
চিন্তাতুর জনে নহে শান্তির আশ্রয় ।।
যেই জন শান্তি-হীন জগত-মাঝারে।
কোথায় তাহার সুখ বলহ আমারে ।।
প্রবল বাতাস-ভরে তরণী যেমন।
সাগরের চারিদিকে ঘূরে ঘন ঘন ।।
তেমতি ইন্দ্রিয়-বশ পুরুষের মন।
প্রজ্ঞাকে সবলে করে বিষয়ে মগন ।।
শুন শুন মহাবাহো বলি হে তোমারে।
বিষয় হইতে যিনি ইন্দ্রিয়-নিকরে ।।
বিমুখ করিতে শক্ত হন অনুক্ষণ।
নিশ্চলা তাঁহার প্রজ্ঞা শুনহ সুজন ।।
স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁরে বলে শাস্ত্রের বিচারে।
কহিলাম তত্ত্বকথা কিরীটী তোমারে ।।
অজ্ঞান-তিমিরাবৃত যেই সব জন।
ব্রহ্মনিষ্ঠা তাহাদের নিশার মতন ।।
জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ অবহিতচিতে।
জাগরিত ভাবে সদা রহে সে নিশাতে ।।
ভূতগণ দিবা সম বিষয়-নিষ্ঠায়।
সদা জাগরিত রহে ওহে নররায় ।।
আত্মতত্ত্বদর্শী হন যেই মুনিগণ।
তাঁহাদের রাত্রি সেই ওহে মহাত্মন ।।
যথা পরিপূর্ণ জল অচল সাগরে।
নদ নদী সব আসি সংপ্রবেশ করে ।।
সেইরূপ ভোগ সব অবলম্বে যাঁয়।
মুকতি লভেন তিনি কহিনু তোমায় ।।
ভোগ অভিলাষ করে যেই সব জন।
সে মুক্তি তাহারা নাহি পায় কদাচন ।।
কামনা মমতা স্পৃহা আর অহঙ্কার।
এই সব হৃদি হতে করি পরিহার ।।
ভোগ্য বস্তু উপভোগ করে যেই জন।
শান্তি লাভ সেই করে স্বরূপ বচন ।।
ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা যাহা কহিনু তোমারে।
এই জ্ঞান পূর্ণরূপে জন্মিলে অন্তরে ।।
সংসার-সাগরে মুগ্ধ সেই নাহি হয়।
তত্ত্বজ্ঞানে সদা তুষ্ট তাঁহার হৃদয় ।।
চরম সময় যবে করে আগমন।
ক্ষণমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে থাকিতে তখন ।।
শক্ত হয় যেই জন ওহে মহামতি।
পরব্রহ্মে লয় পায় সেই সে সুকৃতী ।।

তৃতীয় অধ্যায়।

হরিমুখে জ্ঞানকথা করিয়া শ্রবণ।
জিজ্ঞাসেন পুনঃ পার্থ ওহে জনার্দ্দন ।।
কর্ম্ম হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ যদ্যপি বলিলে।
তবে কেন উত্তেজনা করিছ সমরে ।।
মায়াত্মক কর্ম্মে মোরে কর নিয়োজন।
প্রকাশ করিয়া বল ইহার কারণ ।।
জ্ঞানের প্রশংসা তুমি করিছ কখন।
কর্ম্মের প্রশংসা কভু করিলে বর্ণন ।।
আমার বুদ্ধিরে তুমি করিছ মোহিত।
যাতে শ্রেয় হয় তার করহ বিহিত ।।
যাতে মম মুক্তি লাভ হয় জনার্দ্দন।
এক পক্ষ স্থির করি বলহ এখন ।।
এতেক বচন শুনি দেব হৃষীকেশ।
বলিলেন শুন বলি ওহে গুড়াকেশ ।।
ইহলোকে ব্রহ্মনিষ্ঠা দ্বিবিধ প্রকার।
বলিয়াছি পূর্ব্বে তাহা ওহে গুণাধার ।।
প্রথমতঃ সাংখ্য ইহা বিদিত ভুবন।
জ্ঞানযোগ বলি ইহা জানে সর্ব্বজন ।।
তার পর শুন বলি ওহে ধনঞ্জয়।
যোগীদের কর্ম্মযোগ দ্বিতীয় যে হয় ।।
কর্ম্মযোগে অধিকারী এই যোগীগণ।
দুই রূপে ব্রহ্মনিষ্ঠা করিনু কীর্ত্তন ।।

যদ্যপি করম নাহি করে অনুষ্ঠান।
কভু নাহি সেই জন লভে তত্ত্বজ্ঞান॥
জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি কোথা ওহে ধনঞ্জয়।
কেবল সন্ন্যাস দ্বারা মুক্তি নাহি হয়॥
বিনা কর্ম্মে ক্ষণকাল রহিবারে পারে।
হেন জন আছে কোথা বল ত সংসারে॥
হৃদি মাঝে ইচ্ছা যদি না রহে কখন।
স্বাভাবিক গুণে কর্ম্মে করে প্রবর্ত্তন॥
সংযত করিয়া যত কর্ম্মেন্দ্রিয়গণে।
অর্থের স্বরূপ চিন্তা যেই করে মনে॥
বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারী সেই জন হয়।
ইহাতে সংশয় নাহি ওহে ধনঞ্জয়॥
মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বশীভূত করি।
ফলবাঞ্ছা হৃদি হতে সব পরিহরি॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়ে যেই করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
তিনিই বিখ্যাত বলি সবার প্রধান॥
এ হেতু করহ তুমি কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কর্ম্মত্যাগ হতে কর্ম্ম জানিবে প্রধান॥
যদি তুমি কর পার্থ কর্ম্ম বিসর্জ্জন।
দেহযাত্রা কিসে তবে হবে সম্পাদন॥
যজ্ঞ হেতু (১) অনুষ্ঠিত যেই কর্ম্ম হয়।
সংসার-বন্ধন-হেতু তাঁহাই নিশ্চয়॥
এ হেতু কৌন্তেয় শুন আমার বচন।
নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কর অনুক্ষণ॥
বিষ্ণুর উদ্দেশে কর্ম্ম কর নিরন্তর।
কামনা না রহে যেন তোমার অন্তর॥
পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা দেব পদ্মাসন।
যজ্ঞ সহ প্রজাগণে করিয়া সৃজন॥
বলিলেন প্রজাগণে মধুর-বচনে।
যজ্ঞ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হও ক্রমে ক্রমে॥
যজ্ঞ হতে তোমাদের মন-অভিলাষ।
পরিপূর্ণ হবে সব করিনু প্রকাশ॥
যজ্ঞ দ্বারা দেবগণে বর্দ্ধিত করিবে।
বর্দ্ধিত করিবে দেবগণ তোমা সবে॥

(১) অর্থাৎ বিষ্ণুর উদ্দেশে।

এইরূপে পরস্পরে করিয়া বর্দ্ধন।
অভীষ্ট লভিবে সবে ওহে প্রজাগণ॥
যজ্ঞ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়ে দেবগণ।
তোমাদিগে ভোগসুখ করিবে অর্পণ॥
এই হেতু ভোগ্য নাহি দিয়া দেবতায়।
উপভোগ কৈলে চোর জানিবে তাহায়॥
যজ্ঞ-অবশিষ্ট দ্রব্য করিয়া ভোজন।
পাপ হতে বিনির্ম্মুক্ত হয় সাধু জন॥
নিজের উদর জন্য যেই পাক করে।
পাপভোগী পাপী বলি জানিবে তাহারে॥
অন্ন হতে জন্মিয়াছে যত জীবগণ।
বৃষ্টি হতে হইয়াছে অন্নের সৃজন॥
যজ্ঞ হতে পর্জ্জন্যের হয়েছে উদ্ভব।
যজ্ঞেরে জানিবে পার্থ কর্ম্ম-সমুদ্ভব॥
জন্মিয়াছে বেদ হতে জানিবেক কর্ম্ম।
বেদ হতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ব্রহ্ম॥
শ্রুতিতে কথিত আছে করহ শ্রবণ।
ব্রহ্মের নিশ্বাসরূপ তিন বেদ হন॥
কিবা ঋক কিবা যজু সাম-অভিধান।
নিশ্বাস স্বরূপ সব জানিবে ধীমান॥
অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিরন্তর।
যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছে ওহে বীরবর॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে এ ভব-সংসারে।
কর্ম্মাদি চক্রের অনুগমন না করে॥
মহাপাপী সেই জনে জানিবে নিশ্চয়।
বিফল তাহার সব নাহিক সংশয়॥
ঈশ্বরোপাসনা নাহি করে যেই জন।
কেবল বিষয়-সুখে থাকে নিমগন॥
জীবন বিফল তার সকলি বিফল।
বলিলাম সার কথা তোমার গোচর॥
আত্মাতেই প্রীতি সদা আছয়ে যাঁহার।
আত্মাতে সন্তোষ যাঁর আছে অনিবার॥
আত্মাতে আনন্দ সদা যেই জন রাখে।
কোন কর্ম্ম নাহি হয় করিতে তাঁহাকে॥
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ।
কর্ম্ম দ্বারা পুণ্য তাঁর না হয় অর্জ্জন॥

না করিলে পাপ কভু না হয় তাঁহার।
জানিবে নিগূঢ় কথা তত্ত্বের বিচার ॥
ফলতঃ সুধীর যেই জ্ঞানী মহাজন।
মুক্তি হেতু চিন্তা তাঁর না থাকে কখন ॥
আব্রহ্ম স্থাবর আদি কাহারো গোচরে।
সাহায্য কখন নাহি আকিঞ্চন করে ॥
আসক্তি-রহিত হয়ে করম করিলে।
মুক্তিলাভ করে সেই অতি কুতূহলে ॥
এ হেতু কামনা তুমি করি বিসর্জ্জন।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর কুন্তীর নন্দন ॥
জনকাদি বিজ্ঞ বিজ্ঞ মহোদয়গণ।
করেছেন কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন ॥
এই হেতু বলি তোমা ওহে ধনঞ্জয়।
স্বধর্ম্ম প্রবৃত্তি হেতু করিয়া নিশ্চয় ॥
সতত করহ তুমি কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কর্ম্মত্যাগ করা নহে উচিত বিধান ॥
কারণ তাহার দেখ যত শ্রেষ্ঠ জন।
সতত করেন সেইরূপ আচরণ ॥
ইতর জনেরা তাঁর অনুগামী হয়।
এই ত বিধান আছে কুন্তীর তনয় ॥
আমার অপ্রাপ্য নাহি ভুবন-মাঝারে।
কর্ত্তব্য নাহিক মম জানিবে সংসারে ॥
তথাপি দেখহ করি কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
ইহাতে বুঝিয়া লহ উচিত বিধান ॥
অতন্দ্রিত হয়ে যদি কর্ম্ম নাহি করি।
সকল মনুষ্য হবে মম অনুসারী ॥
আমি যদি কর্ম্ম নাহি করি অনুষ্ঠান।
সকল উৎসন্ন হবে জানিবে ধীমান ॥
ধর্ম্মলোপ হবে তাহে নাহিক সংশয়।
অচিরে বিনষ্ট হবে লোক সমুদয় ॥
আমি যদি কর্ম্ম নাহি করি অনুষ্ঠান।
জন্মিবে সঙ্কর জাতি জানিবে ধীমান ॥
বিনষ্ট হইবে আর যত প্রজাচয়।
নিমিত্তের ভাগী আমি হইব নিশ্চয় ॥
এই জন্য ফল-বাঞ্ছা করি মূঢ়জন।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান তারা করে অনুক্ষণ ॥
জ্ঞানী জনে সেই বাঞ্ছা করি পরিহার।
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু করে কর্ম্মের আচার ॥
বিজ্ঞ জনে করি সর্ব্ব কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ জনে করে শিক্ষা দান।
তাহাদের বুদ্ধিভেদ যাহে না জনমে।
সযতনে করে তাহা সেই বিজ্ঞজনে ॥
যতেক ইন্দ্রিয় পার্থ কর দরশন।
প্রকৃতি-গুণের তুল্য স্বরূপ বচন ॥
জগত মাঝারে আছে যত কর্ম্মচয়।
ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা নিষ্পাদিত হয় ॥
কিন্তু অহঙ্কারে মত্ত যেই মূঢ়জন।
"আমি কর্ত্তা" মনে মনে সে করে চিন্তন
শুন শুন মহাবাহো আমার বচন।
ইন্দ্রিয়-নিকর হয় বিষয়ে মগন ॥
ইহা বুঝি গুণকর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ যে জন।
কর্ম্মে সমাসক্ত নাহি হয় কদাচন ॥
প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে।
সতত মোহিত যারা সংসার ভবনে ॥
ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়-কার্য্যে সমাসক্ত রয়।
অল্পদর্শী মূঢ়মতি তাহারা নিশ্চয় ॥
সর্ব্ববেত্তা জ্ঞানী হয় যেই মহাজন।
তাঁহাদিগে কভু নাহি করিবে চালন ॥
শুন শুন ওহে পার্থ আমার বচন।
সর্ব্ব কর্ম্ম কর তুমি আমাতে অর্পণ ॥
"অন্তর্যামীর অধীন হয়ে করেছি করম।"
মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন ॥
কামনা মমতা শোক করি পরিত্যাগ।
সমরে প্রবৃত্ত হও ওহে মহাভাগ ॥
অসূয়া-বিহীন আর হয়ে শ্রদ্ধাবান।
মম মতে অনুগামী যে সব ধীমান ॥
কর্ম্ম হতে মুক্ত হয় সেই সব জন।
জানিবে নিশ্চয় ইহা কুন্তীর নন্দন ॥
অসূয়ার বশ হয়ে যেই মূঢ়মতি।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান নাহি করে মহামতি ॥
মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি সেই অভাজন।
বিবেক-বিহীন সেই অতি মূঢ়জন ॥

কর্ম্মে ব্রহ্মে মুগ্ধ হয়ে সেই পাপমতি।
নিশ্চয় বিনাশ পায় ওহে মহামতি॥
জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যাঁরা এ ভব-সংসারে।
স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম তাঁরা করে॥
স্বভাবের বশ হ'ল সকলে যখন।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহে বল কি হবে তখন॥
প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে দেখ বিচারি অন্তরে।
অনুকূল বিষয়েতে অনুরাগ করে॥
প্রতিকূল বিষয়েতে করয়ে বিদ্বেষ।
মুক্তির বন্ধক দুই জান গুড়াকেশ॥
এ হেতু ইন্দ্রিয়বশ কভু নাহি হবে।
বশীভূত হলে আর নিস্তার না রবে॥
কথঞ্চিৎ অঙ্গ-হীন যদি কভু হয়।
পূর্ণ-কৃত পরধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কভু নয়॥
স্বধর্ম্ম সবার শ্রেষ্ঠ জানিবে সুজন।
পরধর্ম্ম ভয়াবহ নরক-কারণ॥
স্বধর্ম্মে থাকিয়া হয় যদ্যপি মরণ।
শ্রেয়স্কর বলি তাহা জানিবে সুজন॥
হরির এতেক বাক্য শুনি ধনঞ্জয়।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কৃষ্ণে ওহে মহোদয়॥
পুরুষ যদ্যপি কভু না করে বাসনা।
পাপে নিয়োজিত তারে কে করে বল না॥
কৃষ্ণ বলে শুন শুন ওহে ধনঞ্জয়।
কামেরেই ক্রোধ বলি জানিবে নিশ্চয়।
রজোগুণ হতে জন্মিয়াছে সেই কাম।
দুষ্পূর অতীব উগ্র জানিবে ধীমান॥
মুক্তির পরম বৈরি জানিবে উহারে।
কহিলাম তত্ত্বকথা তোমার গোচরে॥
ধূমেতে আবৃত যথা থাকয়ে অনল।
দর্পণে আবৃত করে যেইরূপে মল॥
জরায়ু আবৃত করে যেরূপ জঠরে।
সেইরূপ জ্ঞানে কাম সমাচ্ছন্ন করে॥
জ্ঞানীদের চিরবৈরী অনল সমান।
দুষ্পূর অতীব উগ্র জানিবেক কাম॥
সেই কাম জ্ঞানে করে বলে আবরণ।
মুক্তির বন্ধক কাম জানিবে সুজন॥

মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় এই তিন স্থানে।
আবির্ভূত হয় কাম জানিবেক মনে॥
কামের আশ্রয় ভূত ইন্দ্রিয়াদি হয়।
ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞান সমাবৃত রয়॥
সেই হেতু আত্মা রহে বিমোহিত হয়ে।
এই হেতু বলি তোমা শুন মন দিয়ে॥
ইন্দ্রিয়গণেরে আগে করহ দমন।
পাপরূপী কামে তুমি কর বিনাশন॥
কাম হতে নাশ হয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান।
বলিলাম তত্ত্ব-কথা ওহে মতিমান॥
দেহাদি বিষয় হতে ইন্দ্রিয় প্রধান।
ইন্দ্রিয় হইতে মন জানিবে ধীমান॥
যেই বুদ্ধি নিরন্তর সংশয়-রহিত।
মন হতে শ্রেষ্ঠ তাহা জানিবে নিশ্চিত॥
বুদ্ধি হতে শ্রেষ্ঠ যিনি ওহে ধনঞ্জয়।
জানিবে তিনিই আত্মা নাহিক সংশয়॥
শুন শুন মহাবাহো বলি হে তোমারে।
আত্মারে এরূপ জানি আপন অন্তরে॥
সংশয়-বিহীন বুদ্ধি করিয়া নিবেশ।
মনকে নিশ্চল করি ওহে গুড়াকেশ॥
কামরূপ দুরাসদ দারুণ অরিরে।
বিনাশ করহ শীঘ্র কহিনু তোমারে॥

চতুর্থ অধ্যায়।

অর্জ্জুনে সম্বোধি কন দেব ভগবান।
শুন শুন ধনঞ্জয় ওহে মতিমান॥
পূর্ব্বে আমি এই যোগ সূর্য্যের সদন।
সবিস্তারে করেছিনু সকল কীর্ত্তন॥
মনুরে কহেন পরে দেব দিবাকর।
ইক্ষ্বাকু পুত্রেরে দেন মনু অতঃপর॥
নিমি আদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজঋষিগণ।
ইক্ষ্বাকু-মুখেতে সব করেন শ্রবণ॥
কালবশে বিলোপিত হ'ল সমুদয়।
তব পাশে বলি পুনঃ ওহে ধনঞ্জয়॥

তুমি সখা ভক্ত মম জানি গো অন্তরে।
বলিলাম সেই হেতু রহস্য তোমারে ॥
হরির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসে তাঁরে কুন্তীর নন্দন ॥
সূর্য্যেরে বলেছ তুমি যোগ-বিবরণ।
কিরূপে বলিলে ইহা ওহে জনার্দ্দন ॥
সূর্য্যের অনেক পরে জন্মিয়াছ তুমি।
তোমার কথার মর্ম্ম না বুঝিনু আমি ॥
কৃষ্ণ কহে শুন শুন ওহে ধনঞ্জয়।
কত বার জন্মিয়াছি নাহিক নির্ণয় ॥
তুমিও অনেকবার ধরেছ জনম।
কিছু নাহি জান তাহা কুন্তীর নন্দন ॥
আমি কিন্তু জ্ঞাত আছি সেই সমুদয়।
সবার ঈশ্বর মোরে জানিবে নিশ্চয় ॥
জন্ম-শূন্য অনশ্বর জানিবে আমারে।
তথাপি আশ্রয় করি স্বীয় প্রকৃতিরে ॥
প্রকৃতি আশ্রয় করি আপন মায়ায়।
জনম ধারণ করি কহিনু তোমায় ॥
ধর্ম্মের বিপ্লব হয় যখন যখন।
অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় দরশন ॥
আত্মারে স্বজন আমি করি সেই কালে।
কহিলাম তত্ত্বকথা অর্জ্জুন তোমারে ॥
সাধুগণে পরিত্রাণ করিবার তরে।
বিনাশ করিতে পার্থ পাতকী-নিকরে ॥
ধরাতলে ধরমেরে করিতে স্থাপন।
যুগে যুগে করি আমি জনম ধারণ ॥
এইরূপে স্বেচ্ছাকৃত জনম আমার।
অলৌকিক কর্ম্ম যাহা জগতে প্রচার ॥
ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানে যেই জন।
মোরে পায় সেই দেহ করি বিসর্জ্জন ॥
পুনরায় জন্ম তারে ধরিতে না হয়।
বলিলাম তথ্য কথা ওহে ধনঞ্জয় ॥
ভয় ক্রোধ আসক্ত্যাদি করি বিসর্জ্জন।
একাগ্র-অন্তর হয়ে বহু বহু জন ॥
জ্ঞানযোগ তপোযোগ করি অনুষ্ঠান।
পবিত্র-শরীর হয়ে ওহে মতিমান ॥
লভিয়াছে সবে শেষে সাযুজ্য আমার।
জানিবে পরম তত্ত্ব ওহে গুণাধার ॥
যেরূপে আমার সেবা করে যেই জন।
সেরূপে তাহারে করি করুণা অর্পণ ॥
যে কোন দেবের সেবা কর অনুষ্ঠান।
মম সেবাপথে সব করিবে পয়াণ ॥
কর্ম্মফল বাঞ্ছা করে যেই নরগণ।
ইহলোকে করে তারা দেবতা-অর্চ্চন ॥
ইহার কারণ পার্থ আর কিছু নয়।
নরলোকে কর্ম্ম সিদ্ধি অতি শীঘ্র হয় ॥
গুণ কর্ম্ম উভয়ের বিভাগানুসারে।
চারিবর্ণ সৃষ্টি আমি করেছি সংসারে ॥
সত্ত্বগুণ-সমন্বিত বিপ্রগণ হয়।
তাঁহাদের কর্ম্ম যাহা শুন পরিচয় ॥
শম দম উপরতি শ্রদ্ধা সমাধান।
তিতিক্ষা ইত্যাদি কর্ম্ম ব্রাহ্মণের জান ॥
সত্ত্ব-রজ-গুণযুত ক্ষত্রিয়-নিকর।
তাহাদের কর্ম্ম হয় শূরত্ব সমর ॥
রজস্তমোগুণযুত বৈশ্যজাতি হয়।
কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্ম্ম আছে পরিচয় ॥
শূদ্রগণ হয় তমোগুণেতে প্রধান।
ত্রিবর্ণের সেবা করা কর্ম্মের বিধান ॥
এরূপ যদ্যপি আমি তথাপি আমারে।
সংসার-বিহীন বলি জানিবে অন্তরে ॥
কর্ত্তা বলি মোরে নাহি কর বিবেচনা।
কর্ম্ম কভু মোরে স্পর্শ করিতে পারে না।
কর্ম্মের ফলেতে মম বাঞ্ছা কভু নাই।
এরূপে জানিবে মোরে বলি তব ঠাঁই ॥
এইরূপে মোরে জানে যেই সাধু জন।
কর্ম্মবন্ধে বদ্ধ নাহি হয় সেই জন ॥
এইরূপে মোরে জানি মুমুক্ষু-নিকর।
করিত করম পূর্ব্বে ওহে বীরবর ॥
অতএব শুন এবে আমার বচন।
প্রাচীনগণের পথে করহ গমন ॥
বিবেকী পণ্ডিত যাঁরা এ ভব-সংসারে।
কর্ম্মাকর্ম্মে রহে সদা মোহিত অন্তরে ॥

অতএব যদি কর কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
অশুভ সংসার হতে পাবে পরিত্রাণ ॥
এ বিষয়ে যাহা আমি করিব বর্ণন।
অবধানে ওহে পার্থ করহ শ্রবণ ॥
বিহিতাবিহিত কর্ম্ম কর্ম্ম-পরিত্যাগ।
তিন তত্ত্ব জানা ভাল ওহে মহাভাগ ॥
ইহার কারণ বলি করহ শ্রবণ।
দুর্ব্বোধ্য কর্ম্মের গতি কুন্তীর নন্দন ॥
কর্ম্ম বিদ্যমানে যিনি আপন অন্তরে।
কর্ম্ম-শূন্য বলি বোধ করে আপনারে ॥
কর্ম্ম-ত্যাগ হলে তবু কর্ম্মযুক্ত বলি।
আপনারে ভাবে যেই মনেতে বিচারি ॥
মনুষ্যের মধ্যে তিনি হন বুদ্ধিমান্।
সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা মতিমান ॥
একমাত্র যোগী বলি জানিবে তাঁহারে।
বলিলাম তথ্য কথা তোমার গোচরে ॥
সমস্ত করম যাঁর কামনা-রহিত।
পণ্ডিতেরা বলে তাঁরে প্রকৃত পণ্ডিত ॥
তাঁহার যতেক কর্ম্ম এ ভব-সংসারে।
জ্ঞানানলে দগ্ধ হয় কহিনু তোমারে ॥
কর্ম্মফলে অনুরাগ করি বিসর্জ্জন।
সর্ব্বদা সুতৃপ্ত রহে যেই সাধু জন ॥
কভু নাহি লয় যেই কাহার আশ্রয়।
যদ্যপি করমে সেই নিয়োজিত হয় ॥
সম্পূর্ণ রূপেতে কর্ম্ম যদি সেহ করে।
তথাপি না কৃতকর্ম্মা বলিবে তাহারে ॥
সর্ব্ববিধ পরিগ্রহ করি বিসর্জ্জন।
কামনা বর্জ্জন করে যেই সাধু জন ॥
বিশুদ্ধ যাঁহার মন সদা সর্ব্বক্ষণ।
আত্মশুদ্ধ অনুক্ষণ আছে যেই জন ॥
কেবল শরীর দ্বারা করম করিলে।
পাপভাগী সেই জন নহে কোন কালে ॥
প্রার্থনা কদাপি নাহি করি যেই জন।
যদৃচ্ছা লাভেতে তুষ্ট রহে অনুক্ষণ ॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ সহিবারে পারে।
শত্রুতা নাহিক কভু যাঁহার অন্তরে ॥
অসিদ্ধি অথবা সিদ্ধি সম জ্ঞান করে।
কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ নহে সে জন সংসারে ॥
যাঁহার অন্তরে ক্রোধ কভু নাহি রয়।
যে জন নিষ্কাম সদা-সর্ব্বক্ষণ হয় ॥
জ্ঞানরূপ পরব্রহ্মে সদা চিত্ত যার।
করম সকল লুপ্ত হয়ে যায় তাঁর ॥
যদ্যপি সে জন করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
তবু তাহা লুপ্ত হয় ওহে মতিমান ॥
স্রুব আদি পাত্র সব আর হুতাশন।
হবনীয় ঘৃত হোমকর্ত্তা যেই জন ॥
ব্রহ্মের স্বরূপ সব জানিবে অন্তরে।
যাঁর চিত্ত সদা কর্ম্ম-ব্রহ্মের উপরে ॥
ব্রহ্মলাভ করে পার্থ সেই সাধু জন।
বলিলাম তত্ত্বকথা তোমার সদন ॥
কতিপয় যোগী আছে এ ভব-সংসারে।
দেবযজ্ঞ অনুষ্ঠান সদা তাঁরা করে ॥
আরো কত যোগী আছে ওহে মহোদয়
মন দিয়া শুন তাঁহাদের পরিচয় ॥
উল্লিখিতরূপে ব্রহ্মস্বরূপ অনলে।
যজ্ঞরূপ উপায়েতে মন-কুতূহলে ॥
যজ্ঞাদি যতেক কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
সমস্ত তাহাতে করে আহুতি প্রদান ॥
বহু ব্রহ্মচারী আছে তাহারা সকলে।
ইন্দ্রিয়ে আহুতি দেয় সংযম অনলে ॥
বহু বহু যোগী আছে করহ শ্রবণ।
শব্দাদি বিষয়ে করে আহুতি অর্পণ ॥
তাহারা ইন্দ্রিয়রূপে অনল মাঝারে।
শব্দাদি বিষয়ে সবে সমর্পণ করে ॥
ধ্যাননিষ্ঠ মহাসাধু যত নরগণ।
ধ্যেয় বিষয়ের দ্বারা করি উদ্দীপন ॥
আত্মধ্যানরূপে যোগ অনল মাঝারে।
আহুতি প্রদান করে একান্ত অন্তরে ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ইহাদের করম।
প্রাণবায়ু কর্ম্ম আর করে সমর্পণ ॥
শ্রবণ দর্শন আদি যত কিছু হয়।
জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্ম ইহা ওহে মহোদয় ॥

বচন গ্রহণ আদি কর্ম্মেন্দ্রিয়-কর্ম্ম।
বহির্গমনাদি হয় প্রাণবায়ু-কর্ম্ম॥
সমস্তে আহুতি দেয় ধ্যাননিষ্ঠগণ।
কহিলাম তথ্য কথা তোমার সদন॥
দ্রব্যযজ্ঞ তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞ (১) আদি।
বেদপাঠ বেদজ্ঞান ওহে মহামতি॥
দৃঢ়ব্রত যতি হয় সেই সাধুগণ।
এই কয় যজ্ঞ তাঁরা করেন সাধন॥
পরাণ-বৃত্তিতে কেহ অপান-বৃত্তিরে।
আহুতি অর্পিয়া করে পূরক সাদরে॥
অপান-বৃত্তিতে হোম প্রাণবৃত্তি করি।
রেচক করয়ে নিজ মনেতে বিচারি॥
অপানের গতিরোধ করি সেই জন।
একান্ত অন্তরে করে কুম্ভক সাধন॥
কেহ কেহ মিতাহারী হইয়া যতনে।
আহুতি প্রদান করে প্রাণেন্দ্রিয়গণে॥
এই সব যজ্ঞবেত্তা মহা সাধুগণ।
পাপশূন্য হয় যজ্ঞ করিয়া সাধন॥
যজ্ঞ অবসানে করি অমৃত ভোজন।
সনাতন ব্রহ্মে লাভ করে সেই জন॥
যাহারা নাহিক করে যজ্ঞের আচার।
পরলোক-কথা থাক দূরেতে তাহার॥
নিজদোষে সেই মূঢ় অতি অভাজন।
নরলোক তার ভাগ্যে না হয় কখন॥
এইরূপে বহু যজ্ঞ করম হইতে।
জন্মিয়াছে ওহে পার্থ সংসার-ভূমিতে॥
বেদ দ্বারা বিস্তারিত হয়েছে সকল।
সে তত্ত্ব জানিয়া মুক্তি কর করতল॥
শুন শুন পরন্তপ আমার বচন।
জ্ঞানযজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুন্তীর নন্দন॥
দ্রব্যময় দৈবযজ্ঞ তা হতে অধম।
ইহার কারণ বলি করহ শ্রবণ॥

ফল সহ সর্ব্ব কর্ম্ম এ ভব-সংসারে।
জ্ঞান-অন্তর্গত আছে বলিনু তোমারে॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
জ্ঞানশিক্ষা হেতু সদা করহ যতন॥
প্রণিপাত প্রশ্ন আর আরাধনা করি।
জ্ঞানশিক্ষা কর তুমি ওহে পাপহারী॥
তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি হয় যেই জন।
অবশ্য তাঁহারা করে শিক্ষা সমর্পণ॥
যদি তুমি ওহে পার্থ লভ তত্ত্ব-জ্ঞান।
শোক মোহ নাহি রবে তব বিদ্যমান॥
বন্ধুবধ-হেতু মোহ কভু নাহি রবে।
অপূর্ব্ব আনন্দ হৃদে লভিতে পারিবে॥
সর্ব্ব ভূতে আত্মা সম হবে দরশন।
অবশেষে হবে যাহা করহ শ্রবণ॥
পরমাত্মরূপী মোরে জানিতে পারিবে।
স্বীয় আত্মা মম সহ অভিন্ন দেখিবে॥
পাপী হতে যদি পাপী হও ধনঞ্জয়।
তথাপি তাহাতে তব নাহি কিছু ভয়॥
জ্ঞানতরীযোগে তুমি অতি অবহেলে।
পার হবে মহাসুখে পাপের সাগরে॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে অনল যেমন॥
তেমতি জ্ঞানাগ্নি যোগে যাবত করম।
অবহেলে স্বল্পকালে হয় যে দহন॥
জ্ঞান হতে পূত আর নরলোকে নাই।
নিগূঢ় তত্ত্বের কথা কহি তব ঠাঁই॥
কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হয়ে মুমুক্ষু ধীমান।
নিজ হতে লাভ করে আত্মতত্ত্বজ্ঞান॥
আচার্য্যের উপদেশে শ্রদ্ধা আছে যার।
জিতেন্দ্রিয় সেই ব্যক্তি ভুবন মাঝার॥
আচার্য্য-সেবাতে রত যেই সাধু জন।
জ্ঞান লভি মুক্তিপদ পায় সেই জন॥
জ্ঞানহীন শ্রদ্ধাহীন যেই মূঢ়মতি।
সংশয়াত্মা যেই জন ওহে মহামতি॥
তাহার বিনাশ হয় নাহিক সংশয়।
উভয় লোকেতে সুখ নাহি কভু হয়॥

---

(১) দ্রব্যযজ্ঞ—দ্রব্যদান।
তপোযজ্ঞ—চান্দ্রায়ণাদি ব্রত।
যোগযজ্ঞ—সমাধি।

ইহলোক পরলোক কিছু তার নাই।
নিগূঢ় তত্ত্বের কথা বলি তব ঠাঁই॥
যোগ যোগে কর্ম্ম করে ঈশ্বরে অর্পণ।
জ্ঞান যোগে করে যেই সংশয় ছেদন॥
কর্ম্ম কভু বদ্ধ নাহি করে সেই জনে।
কহিনু তত্ত্বের কথা তোমার সদনে॥
অতএব শুন পার্থ আমার বচন।
জ্ঞান অসি হর্ষভরে করি উত্তোলন॥
অচিরে ছেদন কর অজ্ঞান সংশয়।
আশ্রয় করেছে যাহা তোমার হৃদয়॥
তার পর কর্ম্মযোগ করি অনুষ্ঠান।
সমরে প্রবৃত্ত হও শুনহ ধীমান॥

পঞ্চম অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে জনার্দ্দন।
সন্দেহ তোমার বাক্যে না হ'ল মোচন॥
কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা আর করম-সন্ন্যাস।
উভয়ের তত্ত্ব তুমি করিলে প্রকাশ॥
এ দুই মাঝেতে যাহা হয় শ্রেয়স্কর।
যাহাতে কৃতার্থ আমি হই গদাধর॥
নিশ্চয় করিয়া তাহা করহ বর্ণন।
তোমার নিকটে মম এই নিবেদন॥
পার্থের এতেক বাক্য শুনি গদাধর।
মিষ্টভাষে করিলেন প্রকৃত উত্তর॥
কিবা কর্ম্মযোগ কিবা কর্ম্ম-পরিত্যাগ।
মুক্তির কারণ দুই ওহে মহাভাগ॥
তার মাঝে কর্ম্মযোগ নিষ্কাম যে হয়।
সবার প্রধান তাহা ওহে ধনঞ্জয়॥
শুন শুন মহাবাহো আমার বচন।
আকাঙ্ক্ষা বিদ্বেষ নাহি করে যেই জন॥
প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি জানিবে সংসারে।
ভববন্ধ তারে নাহি বান্ধিবারে পারে॥
রাগদ্বেষ-শূন্য হয় যেই সাধু জন।
অনায়াসে ছেদ করে ভবের বন্ধন॥
সন্ন্যাসের ফলে আর যোগের যে ফলে।
ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান করে মূঢ়েরা সকলে॥
পণ্ডিতেরা কভু নাহি হেন বোধ করে।
বলিলাম তত্ত্ব কথা তোমার গোচরে॥
দুয়ের মাঝেতে এক কৈলে অনুষ্ঠান।
উভয়ের ফল পায় সেই মতিমান॥
সাংখ্যগণ লাভ করে যেই পুণ্যধাম।
কর্ম্মযোগী অনায়াসে পায় সেই স্থান॥
ফলতঃ সন্ন্যাস কিম্বা যোগের সাধনে।
উভয়ে সমান তিনি হেরেন নয়নে॥
এইরূপ সমদর্শী যেই সাধু জন।
দর্শী নাম যোগ্য তিনি কুন্তীর নন্দন॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
অবশ্য করিবে কর্ম্মযোগের সাধন॥
উহা ভিন্ন নাহি হয় সন্ন্যাস অভ্যাস।
অভ্যাস করিলে দুঃখ হইবে প্রকাশ॥
সতত করেন যাঁরা কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
সন্ন্যাসী হইয়া তাঁরা পরব্রহ্ম পান॥
যোগযুক্ত শুদ্ধচিত্ত হয় যেই জন।
বশে যার দেহ আর ইন্দ্রিয়াদিগণ॥
সর্ব্বভূতে আত্মা সম যেই জন হেরে।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান যদি সেই জন করে॥
তথাপি তাহাতে লিপ্ত কভু নাহি হয়।
লোক-সংগ্রহার্থ সেই করম নিশ্চয়॥
দর্শন শ্রবণ স্পর্শ ভোজন গমন।
শয়ন শ্বসন ঘ্রাণ আলাপ গ্রহণ॥
উন্মেষ নিমেষ আদি আর পরিত্যাগ।
কর্ম্মযোগীজনে সত্য করে মহাভাগ॥
তথাপি তাহারা মনে করে বিবেচনা।
"কোন কর্ম্ম ধরামাঝে আমি ত করি না।
ইন্দ্রিয়াদি হতে সব হতেছে সাধন।"
পরমার্থদর্শী তারা অতি সাধুজন॥
ঈশ্বরে করম-ফল করিয়া অর্পণ।
আসক্তি বিসর্জ্জি যিনি করেন করম॥
পদ্মপত্রজল সম তাঁহার শরীরে।
পাতক কখন আসি ঘেরিবারে নারে॥

চিত্তশুদ্ধি হেতু কর্ম্মযোগী যত জন ।
ফলাসক্তি হৃদি হতে করি বিসর্জ্জন ॥
কায় মন বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয় সাধনে ।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে কহি তব স্থানে ॥
যোগীগণ একনিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরে ।
কর্ম্মফল তেয়াগিয়া মোক্ষলাভ করে ॥
কামনাবিশিষ্ট কিন্তু যেই নরগণ ।
ফল আশা করি তারা লভয়ে বন্ধন ॥
মনে মনে সব কর্ম্ম করি পরিহার ।
জিতেন্দ্রিয় দেহীগণ করিয়া বিচার ॥
নবদ্বার-সমন্বিত এই দেহপুরে ।
মহাসুখে অনায়াসে অবস্থিতি করে ॥
নিজেরা প্রবৃত্ত কর্ম্মে না হন কখন ।
অন্যেরে করমে নাহি করে নিয়োজন ॥
জীবের কর্ত্তৃত্ব কিম্বা কর্ম্ম আদি করি ।
সৃজন না করে ঈশ সৃষ্টি-অধিকারী ॥
ফলভাগী নাহি করে কখন কাহারে ।
স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হয় মানবনিকরে ॥
পাপ কিবা পুণ্য যাহা হয় উপার্জ্জন ।
ঈশ্বর কদাচ নাহি করেন গ্রহণ ॥
জ্ঞানাজ্ঞানে সমাবৃত রহে জীবচয় ।
এ হেতু সকলে তারা বিমোহিত রয় ॥
তত্ত্বযোগে জ্ঞানরাশি করি উপার্জ্জন ।
আত্মার অজ্ঞানে যাঁরা করেন নাশন ॥
তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান আদিত্যের ন্যায় ।
স্বভাবতঃ চারিদিকে সুপ্রকাশ পায় ॥
সংশয় রহিত বুদ্ধি ঈশ্বরে যাঁহার ।
ঈশ্বরে অর্পিত আত্মা আছয়ে যাঁহার ॥
পরম আশ্রয় তাঁরে যেই করে জ্ঞান ।
ঈশ্বরে যাঁহার নিষ্ঠা আছে বিদ্যমান ॥
জ্ঞানযোগে পাপশূন্য হয়ে সেই জন ।
অন্তিমে কৈবল্যধামে করেন গমন ॥
বিচক্ষণ সুপণ্ডিত যাঁহারা ভূতলে ।
সকল জীবেরে তাঁরা সমজ্ঞান করে ॥
গো বিপ্র বারণ শ্বান চণ্ডালাদি করি ।
সমজ্ঞান করে তাঁরা নয়নে নেহারি ।

এইরূপে সমভাবে যাঁদের অন্তর ।
সর্ব্বত্রেতে অবস্থিত রহে নিরন্তর ॥
জীবিতে তাঁহারা করে সংসার বিজয় ।
ইহাতে কিছুই আর নাহিক সংশয় ॥
সর্ব্বত্র সমানভাবে ব্রহ্ম বিরাজিত ।
নির্দ্দোষ ব্রহ্মেরে পার্থ জানিবে নিশ্চিত
ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় সমদর্শীগণ ।
বলিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমার সদন ।
ব্রহ্মবৎ হয়ে যেই ব্রহ্মে করে স্থিতি ।
প্রিয়বস্তু লাভে তিনি নহে হৃষ্টমতি ॥
অপ্রিয় পদার্থ যদি কভু হয় লাভ ।
তাহাতে না হয় তাঁর বিষাদিত ভাব ॥
কেন না তাঁহার বুদ্ধি স্থির নিরন্তর ।
মোহ কভু নাহি রহে তাঁহার অন্তর ॥
আসক্ত নহেন যিনি বাহ্যিক বিষয়ে ।
শান্তিসুখ পান তিনি সতত হৃদয়ে ॥
অবশেষে ব্রহ্মে যোগ করি সমাধান ।
অক্ষয় পরম সুখ সেই জন পান ॥
বিষয়-সুখেতে রত নহে সুধীগণ ।
বিষয় নহেক কভু সুখের কারণ ॥
দুঃখের কারণ হয় বিষয় সকল ।
জানিবে অন্তরে পার্থ সব বিনশ্বর ॥
যত দিন এই দেহ রহে বিদ্যমান ।
কামক্রোধে বশ করে যেই মতিমান ॥
প্রকৃত পরম যোগী সেই সাধু জন ।
তিনিই প্রকৃত সুখী শাস্ত্রের বচন ॥
আত্মাতে আরাম হয় সতত যাঁহার ।
আত্মাতেই সুখী যিনি ওহে গুণাধার ॥
আত্মাতেই দৃষ্টি যাঁর রহে অনুক্ষণ ।
ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী সেই কুন্তীর নন্দন ॥
ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ পায় সেই সাধুমতি ।
সত্য সত্য জান পার্থ আমার ভারতী ॥
পাপরাশি বিদূরিত হয়েছে যাঁহার ।
সংশয় নাহিক যাঁর অন্তর-মাঝার ॥
চিত্ত বশীভূত সদা করেছে যে জন ।
পরহিতে রত যেই রহে অনুক্ষণ ॥

তত্ত্বদর্শী তাঁরে বলি ওহে মহামতি।
সে জন অবশ্য লভে নির্ব্বাণ মুকতি॥
কামক্রোধ-বিবহিত সন্ন্যাসী যে হয়।
আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছে সমুদয়॥
চিত্ত বশীভূত সদা করেছে যে জন।
পরকালে মোক্ষলাভ করে সেই জন॥
ইহকালে জীবন্মুক্ত তাহারেই বলে।
বলিলাম গূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
চিত্ত হতে বিসর্জ্জিয়া বাহ্যিক বিষয়।
ভ্রূযুগলমধ্যে স্থাপি দর্শেন্দ্রিয়দ্বয়॥
নাসা-অভ্যন্তরচারী প্রাণাপাণদ্বয়ে।
সমভাবাপন্ন করি একাগ্র-হৃদয়ে॥
কুম্ভক করিবে পার্থ অন্তরে সাধন।
জীবন্মুক্তি-হেতু ইহা শাস্ত্রের বচন॥
মুক্তিকামী যেই জন এ হেন প্রকারে।
মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে।
ইচ্ছা ভয় ক্রোধ আদি করে বিসর্জ্জন।
সংসারে তাহারে বলি জীবন্মুক্ত জন॥
যজ্ঞভোক্তা তপোভোক্তা জানিয়া আমারে
সবার ঈশ্বর বন্ধু জানিয়া অন্তরে॥
সদা সদানন্দে রহে যেই সাধুগণ।
শান্তিলাভ করে তাঁরা কুন্তীর নন্দন॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জনার্দ্দন সম্বোধিয়া কুন্তীর নন্দনে।
পুনরায় কহে যোগ মধুর বচনে॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
ফল-আশা হৃদি হতে করি বিসর্জ্জন॥
যেই সাধু জন করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
প্রকৃত সন্ন্যাসী যোগী সেই মতিমান॥
নতুবা নিরগ্নি ভূমে হয় যেই জন।
তারে না সন্ন্যাসী যোগী বলি কদাচন॥
পণ্ডিতেরা যেই কর্ম্মে বলেন সন্ন্যাস।
যোগ বলি তাহা হয় জগতে প্রকাশ॥
কর্ম্মফল এ হেতু না করিলে বর্জ্জন।
যোগী হতে সেই জন না পারে কখন॥
জ্ঞানযোগে আরোহিতে বাসনা যাঁহার।
কর্ম্মই কারণ হয় জানিবে তাঁহার॥
জ্ঞানযোগে সমারূঢ় হয়েছে যে জন।
জানিবেক কর্ম্ম ত্যাগ তাহার কারণ॥
সর্ব্ববিধ বাঞ্ছা ত্যাগ করেছে যে জন।
বাঞ্ছা নাহি করে ভোগ্য ভোগের সাধন।
যোগারূঢ় বলি তাঁরে শাস্ত্রের বিচারে।
বলিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
আত্মা দ্বারা করিবেক আত্মার উদ্ধার।
আত্মারে না দিবে কষ্ট ওহে গুণাধার॥
আত্মাই আত্মার বন্ধু জানিবে সুজন।
আত্মাই আত্মার রিপু কুন্তীর নন্দন॥
যে আত্মা আত্মারে পার্থ করিয়াছে জয়।
আত্মার সুহৃৎ সেই জানিবে নিশ্চয়॥
যে আত্মা আত্মারে জয় করিবারে নারে।
শত্রুবৎ রত সেই নিজ অপকারে॥
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান।
এই সব যবে পার্থ হয় বিদ্যমান॥
জীবাত্মা প্রশস্ত মাত্র হয় যেই জন।
তার আত্মা স্বীয় ভাব ধরয়ে তখন॥
আত্মজ্ঞানে পরিতৃপ্ত যেই জন রয়।
জিতেন্দ্রিয় নির্ব্বিকার যাহার হৃদয়॥
পাষাণে কাঞ্চনে লোষ্ট্রে করে সমজ্ঞান।
তারে বলি মুক্ত যোগী ওহে মতিমান॥
যোগারূঢ় বলি তারে শাস্ত্রের বিচারে।
বলিনু সকল কথা তোমার গোচরে॥
সুহৃদ্বন্ধু মিত্র অরি উদাসীন জন।
অসাধু মধ্যস্থ সাধু দ্বেষ্য আদিগণ॥
সবার উপর তুল্য জ্ঞান যেই করে।
সবার প্রধান বলি তাঁহারে বিচারে॥
যোগারূঢ় বিশ্বধামে হয় যেই জন।
বশীভূত করি তিনি দেহ আর মন॥
জনশূন্য স্থানে একা রহি নিরন্তর।
নিযুক্ত করিবে ঈশ-চিন্তায় অন্তর॥

কোন আশা না রাখিবে অন্তর-মাঝারে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
কুশোপরি চর্ম্ম আগে করিয়া স্থাপন।
তদুপরি বিস্তারিবে উত্তম বসন॥
নাতি উচ্চ নাতি নীচ হবে স্থিরতর।
অভ্যাস করিবে যোগ বসি তদুপর॥
জিতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যেই জন।
একচিত্ত হয়ে আত্মশুদ্ধির কারণ॥
এরূপ স্থানেতে বসি যোগ অভ্যাসিবে।
অবশ্য তাহার বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হবে॥
শরীর মস্তক গ্রীবা রহিবে সরল।
সদা দৃষ্টি রবে নাসা-অগ্রের উপর॥
এইরূপে সমাহিত হয়ে সাধুজন।
অভ্যাস করিবে যোগ শাস্ত্রের লিখন॥
যোগারূঢ় সাধু জন হইয়া নির্ভয়।
প্রশান্তাত্মা ব্রহ্মচারী সংযত-হৃদয়॥
মম প্রতি সর্ব্বভাবে হয়ে একমন।
আমাতেই নিজ মন করিবে অর্পণ॥
এইরূপে সমাহিত করিলে অন্তরে।
সে জন নির্ব্বাণ মুক্তি পায় অবহেলে॥
মদ্রূপেতে অবস্থিতি লভে সেই জন।
বলিনু যোগের কথা তোমার সদন॥
উপবাস করে কিম্বা অধিক আহার।
নিদ্রালু অথবা করে নিদ্রা পরিহার॥
তাহার সমাধি নাহি কোন কালে হয়।
কহিলাম তত্ত্বকথা ওহে ধনঞ্জয়॥
কার্য্যচেষ্টা জাগরণ আহার বিহার।
নিদ্রা আদি যথাবিধি যে করে আচার॥
সমাধি লাভেতে শক্য হয় সেই জন।
তাহাতেই দুঃখনাশ শাস্ত্রের বচন॥
স্পৃহাশূন্য যেই আর বশীভুত মন।
আত্মাতেই অবস্থিতি করে অনুক্ষণ॥
যোগধন লাভ করে সেই মহাশয়।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে ধনঞ্জয়॥
জিতচিত্ত ব্যক্তি হয় যেই সাধু জন।
আত্মযোগ অনুষ্ঠান করেন যখন॥

প্রদীপ যেরূপ রহে বায়ুশূন্য স্থানে।
সেরূপ নিশ্চল সেই রহে হৃষ্টমনে॥
যোগসেবা দ্বারা মন নিরুদ্ধ করিয়ে।
যেই অবস্থায় রহে উপরত হয়ে॥
শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে মন যেই অবস্থাতে।
আত্মারে হেরিয়া রহে সন্তুষ্ট আত্মাতে॥
বুদ্ধিলভ্য অতীন্দ্রিয় যে সুখেরে কয়।
যেই অবস্থায় তাহা উপলব্ধি হয়॥
যেই অবস্থায় স্থিতি করিলে সুজন।
আত্মতত্ত্ব হতে চ্যুত না হয় কখন॥
যদবস্থা লাভ হলে সাধু মতিমান।
অন্যলাভে বড় বলি নাহি করে জ্ঞান॥
যদবস্থা উপস্থিত হলে সাধুগণ।
গুরু দুঃখে বিচলিত কভু নাহি হন॥
সেই অবস্থার নাম যোগ বলি জানি।
কহিলাম তত্ত্বকথা শুনহ ফাল্গুনি॥
সেরূপ অবস্থা কভু হইলে ঘটন।
দুঃখলেশ কিছু আর না রহে কখন॥
এ হেতু যতন পার্থ করিয়া প্রকাশ।
নির্ব্বেদবিহীন চিত্তে করিবে অভ্যাস॥
সঙ্কল্প-সঞ্জাত যত কামনা নিকর।
বিসর্জ্জন করি পরে সাধুশীল নর॥
মন দ্বারা ইন্দ্রিয়েরে নিগৃহীত করি।
অভ্যাস করিবে যোগ ওহে কুরু-অরি॥
আত্মাতে আপন মন করিয়া নিহিত।
স্থিরবুদ্ধি যোগে পার্থ সুশীল-চরিত॥
বিরতি অভ্যাস অল্পে অল্পেতে করিবে।
অন্য কোন বিষয়েতে মন নাহি দিবে॥
চঞ্চল স্বভাব হয় মানবের মন।
যে যে বিষয়েতে মন করে বিচরণ॥
তত্তৎ বিষয় হতে করি আহরণ।
করিবে আত্মার বশ কুন্তীর নন্দন॥
ব্রহ্মভাবে ভাবাপন্ন যেই যোগী হয়।
পাপহীন রজোহীন প্রশান্ত-হৃদয়॥
পরম আনন্দ লাভ সেই জন করে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥

এরূপে নিষ্পাপ যোগী মনোবশ করি।
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ অনায়াসে করি॥
সর্ব্বোত্তম সুখ লাভ করেন অন্তরে।
জীবন্মুক্ত হন তিনি এ ভব সংসারে॥
সমাহিত-চিত্ত যিনি সমদর্শী হন।
আত্মারে সমস্ত ভূতে করেন দর্শন॥
আত্মাতে সকল ভূত দরশন করে।
আত্মা হতে ভেদ জ্ঞান না রাখে অন্তরে॥
সকল জীবেতে মোরে যে করে দর্শন।
আমাতে সকল জীব করে নিরীক্ষণ॥
তাঁহার অদৃশ্য আমি কভু নাহি হই।
সে নহে অদৃশ্য মম কহি তব ঠাঁই॥
মম সহ একীভূত হয়ে সেই জন।
সর্ব্বভূতস্থিত মোরে করি বিবেচন॥
একান্ত অন্তরে মোর আরাধনা করে।
যে রত্তি ধরুক সেই যে কোন প্রকারে॥
সর্ব্ব অবস্থাতে সেই যোগী মহোদয়।
আমাতেই অবস্থান করেন নিশ্চয়॥
সে জন মুকতি পায় আমার বচনে।
বলিলাম তত্ত্বকথা তোমার সদনে॥
নিজ-সুখদুঃখ সম যেই সাধুজন।
পর-সুখ-দুঃখ সদা করে দরশন॥
অর্থাৎ সবার সুখ অভিলাষ করে।
পরদুঃখ-বাঞ্ছা কভু না করে অন্তরে॥
সবার প্রধান সেই যোগী মহোদয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে জনার্দ্দন॥
আত্মার সমতারূপ যোগের বিষয়।
যা বলিলে ওহে প্রভু শুন দয়াময়॥
দীর্ঘকালস্থায়ী বলি উহারে আমার।
অনুমান নাহি হয় ওহে গুণাধার॥
মনের চাঞ্চল্য হেতু হেন বোধ করি।
বলিনু মনের কথা শুনহ মুরারি॥
অজেয় দুর্ভেদ্য মন প্রকৃত চঞ্চল।
ইন্দ্রিয়েরে বিক্ষোভিত করে নিরন্তর॥
বায়ুগতি রুদ্ধ করা দুষ্কর যেমন।
মন নিগৃহীত করা জানিবে তেমন॥
পার্থের এতেক বাক্য শুনি চক্রপাণি।
বলিলেন সম্বোধিয়া শুনহ ফাল্গুনি॥
সংসারে চঞ্চল হয় যে জনের মন।
দুর্নিবার্য্য সেই মন প্রকৃত বচন॥
অভ্যাস বৈরাগ্য যোগে একান্ত অন্তরে।
দমন করিবে সাধু তেমন মনেরে॥
বশীভূত নহে কভু যাহার অন্তর।
এ যোগ তাহার পক্ষে অতীব দুষ্কর॥
সযতনে চিত্ত বশ করেছে যে জন।
যোগ লাভে সেই জন সুপারগ হন॥
অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে ভগবান্।
যে ব্যক্তি প্রথমে থাকে অতি শ্রদ্ধাবান্॥
শেষেতে শিথিলযত্ন হয় যেই জন।
যোগভ্রষ্টচিত্ত হয় ওহে জনার্দ্দন॥
যোগসিদ্ধি নাহি লভি সেই নরবর।
কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় কহ গদাধর॥
যোগ কর্ম্ম দুই হতে পরিভ্রষ্ট হয়ে।
অনভিজ্ঞ হয়ে ব্রহ্মলাভের উপায়ে॥
নিরাশ্রয় হয়ে পরে ওহে জনার্দ্দন।
ছিন্ন মেঘ সম নাশ পায় কি কখন॥
ছেদন করহ কৃষ্ণ আমার সংশয়।
তুমি ভিন্ন নাহি মম ওহে দয়াময়॥
আমার সংশয় নাশ করিবারে পারে।
তোমা ভিন্ন নাহি হেন সংসার-মাঝারে॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে ভগবান কহেন তখন॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে ধনঞ্জয়।
যোগভ্রষ্ট বিশ্বমাঝে যেই জন হয়॥
ইহলোকে পরলোকে কুত্রাপি তাহার।
বিনাশ নাহিক কভু ওহে গুণাধার॥
শুভকারী ভবধামে হয় যেই জন।
তাহার দুর্গতি পার্থ না হয় কখন॥
পুণ্যকারী জনগণ যেই লোকে যায়।
যোগভ্রষ্ট জন যায় জানিবে তথায়॥

বহু বর্ষ সেই স্থানে করি অবস্থান।
পুনশ্চ আসেন তিনি এই নরধাম ॥
সদাচার ধনবান যে জন সংসারে।
জনম ধরেন আসি তাহার আগারে ॥
অথবা যোগীর বংশে ধরেন জনম।
সে জন্ম দুর্ল্লভ কিন্তু কুন্তীর নন্দন ॥
এইরূপে জন্ম ধরি যোগভ্রষ্ট জন।
জন্মার্জ্জিত বুদ্ধি সেই করে উপার্জ্জন ॥
পূর্ব্বজন্ম হতে যত্ন করি বহুতর।
মুক্তিলাভে সমুদ্যত রহে নিরন্তর ॥
বিঘ্নবশে যদি নাহি করে অভিলাষ।
ব্রহ্মনিষ্ঠ করে তারে পূর্ব্বের অভ্যাস ॥
পূর্ব্বজন্মকৃত সেই অভ্যাসের বলে।
ব্রহ্মনিষ্ঠ হয় সেই জানিবে অন্তরে ॥
অবশেষে হয়ে যোগ-জিজ্ঞাসু তখন।
সমধিক ফল লাভ করে সেই জন ॥
বেদোক্ত করমফল আছয়ে যেমন।
ততোধিক ফল লাভ করে সেই জন ॥
অবশেষে মুক্তিলাভ অনায়াসে হয়।
কহিলাম তত্ত্বকথা ওহে ধনঞ্জয় ॥
বহুযত্নে পাপহীন যোগী মহামতি।
বহু জন্মে লাভ করে পরমা সুগতি ॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ হয় যোগীজন ॥
জ্ঞানী হতে শ্রেষ্ঠ হয় যোগী মহামতি।
কর্ম্মী হতে যোগী শ্রেষ্ঠ শুনহ সুমতি ॥
অতএব মম বাক্য করহ ধারণ।
যোগী হও তুমি পার্থ কুন্তীর নন্দন ॥
আমাতে সমর্পি মন যেই মহামতি।
আমাকে ভজনা করে শ্রদ্ধা সহ অতি ॥
মম মতে সেই জন যোগীর প্রধান।
কহিনু যোগের কথা তব বিদ্যমান ॥

সপ্তম অধ্যায়।

সম্বোধিয়া ধনঞ্জয়ে কহে জনার্দ্দন।
আমার বচন পার্থ করহ শ্রবণ ॥
যেরূপে আশক্ত হয়ে আমার উপরে।
আমার আশ্রিত হয়ে একান্ত অন্তরে ॥
যোগাভ্যাস করি তুমি জানিবে আমায়।
মন দিয়া শুন তাহা বলিব তোমায় ॥
বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান করিতে কীর্ত্তন।
উদ্যত হয়েছি আমি তোমার সদন ॥
মম মুখে এই সব অবগত হলে।
মঙ্গল বিষয় সব জানিবে অন্তরে ॥
অবশিষ্ট কিছুমাত্র না রহিবে আর।
বলিলাম সার কথা ওহে গুণাধার ॥
সহস্র মানব মধ্যে কোন কোন জন।
আত্মজ্ঞান লাভ হেতু করয়ে যতন ॥
সেই সব যত্নশীল মানব মাঝারে।
ক্বচিদপি কেহ মোরে জানিবারে পারে ॥
মম মায়াস্বরূপিণী প্রকৃতি বিদিত।
আট ভাগে সুবিভক্ত জানিবে নিশ্চিত ॥
ভূমি জল অগ্নি বায়ু শূন্য আর মন।
বুদ্ধি অহঙ্কার এই শাস্ত্রের লিখন ॥
এ আট প্রকৃতি ধরে অপরা আখ্যান।
দ্বিতীয়া প্রকৃতি আছে পরা অভিধান ॥
জীবরূপ বলি তাঁরে জান ধনঞ্জয়।
জগত ধরিছে তিনি নাহিক সংশয় ॥
পরা হতে অপরারে নিকৃষ্ট জানিবে।
উৎকৃষ্টা প্রকৃতি পরা অন্তরে বুঝিবে ॥
প্রকৃতি দুয়ের কথা করিনু কীর্ত্তন।
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তুল্য এই দুই জন ॥
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ-নিকর।
এই দুই হতে জন্মে ওহে গুণধর ॥
অতএব একমাত্র আমারে অন্তরে।
সংসার-কারণ বলি জানিবে বিচারে ॥
আমা হতে হয় শেষে সবার প্রলয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয় ॥

সৃষ্টির কারণ আমি সংহার-কারণ।
অপর কারণ আর নাহি কদাচন ॥
সূত্রে গাঁথা রহে মণি জানিবে যেমন।
সংসার আমাতে গাঁথা রয়েছে তেমন ॥
শুন শুন ধনঞ্জয় বচন আমার।
রসরূপে থাকি আমি সলিল-মাঝার ॥
চন্দ্র-সূর্য্যে প্রভারূপে করি অবস্থিতি।
প্রণব রূপেতে বেদে করি নিবসতি ॥
শব্দরূপে থাকি আমি আকাশ মাঝারে।
পৌরুষ রূপেতে থাকি মানব-আগারে ॥
অবিকৃত গন্ধরূপে রহি পৃথিবীতে।
তেজোরূপে থাকি আমি অগ্নির মাঝেতে॥
সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে মম অবস্থান।
তপোরূপে তপস্বীতে ওহে মতিমান ॥
শুন শুন ধনঞ্জয় বলি হে তোমারে।
সনাতন বীজ বলি জানিও আমারে ॥
সর্ব্বভূত-বীজ আমি ওহে ধনঞ্জয়।
তেজস্বীর তেজ আমি নাহিক সংশয় ॥
বুদ্ধিমান-সমূহের বুদ্ধি বলি জান।
বলিষ্ঠের বল আমি ওহে মতিমান ॥
ধর্ম্ম-অনুগত কাম যারে বলা যায়।
সে কাম জানিবে পার্থ অন্তরে আমায় ॥
সাত্ত্বিক রাজস ভাব তামসিক আর।
জন্মিয়াছে আমা হতে ওহে গুণাধার ॥
আমার অধীন উহা জানিবে অন্তরে।
উহাদের বশীভূত না ভাব আমারে ॥
ফলতঃ যে কেহ আছে অবনীমাঝারে।
ত্রিগুণ-আত্মক ভাবে রহে মুগ্ধান্তরে ॥
সে হেতু না পারে তারা জানিতে আমায়।
বলিনু নিগূঢ় কথা কৌন্তেয় তোমায় ॥
মায়া এক আছে মম অতীব দুস্তরা।
অলৌকিক গুণ তার সার হতে সারা ॥
আমারে আশ্রয় করে যেই সাধুগণ।
একমাত্র তারা করে সে মায়া ছেদন ॥
সেই মায়াবশে যারা হয়ে হতজ্ঞান।
আসুরিক ভাব ধরে ওহে মতিমান ॥

সেই সব পাপাচারী নরাধমগণ।
আমারে লভিতে নাহি পারে কদাচন ॥
আর্ত্ত আত্মজ্ঞান-ইচ্ছু অর্থকামী জ্ঞানী।
চতুর্ব্বিধ পুণ্যবান্ জানিবে ফাল্গুনি ॥
চারিবিধ পুণ্যাত্মারা একান্ত অন্তরে।
একমনে ভক্তি করি মোরে সেবা করে ॥
উহাদের মধ্যে জ্ঞানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।
যোগযুক্ত ভক্ত তাঁরে জানিবে নিশ্চয় ॥
ফলতঃ যে জন জ্ঞানী শুনহ ফাল্গুনি।
একান্ত আমার প্রিয় তাহারেই জানি ॥
তাহার পরম প্রিয় আমি মাত্র হই।
বলিনু নিগূঢ় কথা আজি তব ঠাঁই ॥
চতুর্ব্বিধ উপাসক মুক্তিলাভ করে।
তথাপি জ্ঞানীরে শ্রেষ্ঠ জানিবে অন্তরে ॥
আমার স্বরূপ হয় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ।
আমাতে অর্পিত করে আপনার মন ॥
একমাত্র গতি ভাবে যে জন আমারে।
আশ্রয় করয়ে মোরে একান্ত অন্তরে ॥
বহু জন্ম অতিক্রম করি জ্ঞানীজন।
বাসুদেব সম বিশ্ব করে দরশন ॥
এইরূপ স্থির করি ভজয়ে আমারে।
দুর্ল্লভ তাদৃশ ব্যক্তি এ ভব সংসারে ॥
অন্যান্য উপাসকেরা প্রকৃতির বশে।
হতবুদ্ধি হয় মজি বিষয়ের রসে ॥
ভূত প্রেত যক্ষ আদি ক্ষুদ্র দেবগণে।
আরাধনা করে তারা ঐকান্তিক মনে ॥
সেই সব ভক্তগণ শ্রদ্ধা সহকারে।
আমার যে কোন মূর্ত্তি সদা ধ্যান করে ॥
মম মূর্ত্তিবিশেষের করে আরাধন।
স্থির শ্রদ্ধা তারে আমি করি সমর্পণ ॥
সেই সব ভক্তগণ শ্রদ্ধা সহকারে।
সেই সেই মূর্ত্তিগণে আরাধনা করে ॥
অবশেষে আমা হতে ইষ্ট ফল পায়।
কহিনু সকল কথা কৌন্তেয় তোমায় ॥
অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অবনী মাঝারে।
দেবলব্ধ ফল সব বিনাশিত করে ॥

দেবযাজী যারা তারা দেবতারে পায়।
মম ভক্তগণ পায় জানিবে আমায়॥
অব্যক্ত আমারে পার্থ জানিবে অন্তরে।
বুদ্ধিহীনগণে মোরে জানিবারে নারে॥
আমার স্বরূপ তারা জানিতে না পারে।
মনুষ্য বলিয়া ভাবে অন্তরে বিচারে॥
মীন কূর্ম্ম আদি ভাবাপন্ন ভাবে মনে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদনে॥
প্রকাশ না হই আমি সবার গোচরে।
প্রচ্ছন্ন হইয়া রহি যোগমায়া-বলে॥
এই হেতু বিশ্ব-মাঝে মূঢ়মতিগণ।
অব্যয় অজন্ম বলি না জানে কখন॥
ভূত ভবিষ্যৎ পার্থ কিবা বর্ত্তমান।
ত্রিকাল বিদিত মম ওহে মতিমান॥
তথাপি আমারে কেহ জানিবারে নারে।
কি আশ্চর্য্য হের পার্থ আপন অন্তরে॥
স্থূলদেহ সমুৎপন্ন হলে ভূতগণ।
মোহে বিমোহিত তারা রহে অনুক্ষণ॥
শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব হেতু সে মোহ জনমে।
ইচ্ছাদ্বেষ হতে শীত-উষ্ণ আদি জন্মে॥
শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব জন্য মোহ নাহি যার।
পাতক নাহিক যার শরীর মাঝার॥
ব্রতপরায়ণ হেন পুণ্যবানগণ।
আমারে ভজনা করে হয়ে একমন॥
আমারে আশ্রয় করি যেই সাধুগণ।
জরামৃত্যু তরিবারে করয়ে যতন॥
অধ্যাত্ম-বিষয় তারা জানিবারে পারে।
সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান জনমে অন্তরে॥
তাদের বিদিত হয় নিখিল করম।
বলিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥
অধিভূত অধিদেব অধিযজ্ঞ সনে।
আমারে জেনেছে যারা নিজ মনে মনে॥
সেই সব সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ।
মৃত্যুকালে মোরে নাহি হয় বিস্মরণ॥

—

অষ্টম অধ্যায়।

কৃষ্ণের মুখেতে শুনি যোগতত্ত্ব বাণী।
পুনরায় সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসে ফাল্গুনি॥
ব্রহ্মের বিষয় প্রভু করিলে কীর্ত্তন।
কিরূপ বলহ ব্রহ্ম করিব শ্রবণ॥
অধ্যাত্ম কিরূপ হয় কহ মহামতি।
কর্ম্ম কারে বলে তাহা শুনিব সংপ্রতি॥
অধিভূত অধিদেব কাহারে বা বলে।
প্রকাশ করিয়া বল আমার গোচরে॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে দয়াময়।
নরদেহে অধিযজ্ঞ কিবা রূপ হয়॥
অধিযজ্ঞ অবস্থিতি করে কি প্রকারে।
বিবরিয়া এই সব বলহ আমারে॥
মৃত্যুকালে সমাহিতচিত্ত নরগণ।
কিরূপে ব্রহ্মেরে জানে শ্রীমধুসূদন॥
ব্যাকুল হয়েছি এই সব জানিবারে।
কৃপা করি বল প্রভু আমার গোচরে॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মধুর বচনে কৃষ্ণ কহেন তখন॥
যেই জন জগতের আদিম কারণ।
পরম অক্ষর যিনি ওহে মহাত্মন্॥(১)
ব্রহ্মই তাঁহারে বলে জানিবে অন্তরে।
ব্রহ্ম-অংশ-রূপ জীব বলিনু তোমারে॥
দেহ অধিকার করি কৈলে অবস্থান।
জীবেরে অধ্যাত্ম বলে ওহে মতিমান॥
ভূতের উৎপত্তি বৃদ্ধি যাহা হতে হয়।
তাদৃশ যজ্ঞেরে কর্ম্ম বলে ধনঞ্জয়॥
বিনশ্বর দেহ আদি পদার্থ-নিকর।
ভূতগণে অধিকার করে নিরন্তর॥
এ হেতু উহারে অধিভূত বলা যায়।
শুন শুন তার পর বলিব তোমায়॥

(১) পরম অক্ষর—অর্থাৎ যাঁহার গমনাগমন নাই, যিনি অক্ষয়।

বৈরাজ পুরুষ যিনি খ্যাত চরাচর।
ভাস্করমণ্ডলে যাঁর স্থিতি নিরন্তর ।।
স্বীয় অংশরূপে যিনি সর্ব্বদেবপতি।
তিনিই অধিদৈবত ওহে মহামতি ।।
সদা যজ্ঞ-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আকারে।
অবস্থিতি করি আমি এ দেহ-মাঝারে ।।
এ হেতু আমারে সবে অধিযজ্ঞ কয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয় ।।
অন্তকালে মোরে যিনি করিয়া স্মরণ।
গমন করেন দেহ করি বিসর্জ্জন ।।
আমার স্বরূপ লাভ করে সেই জন।
ইহাতে সন্দেহ নাহি ওহে মহাত্মন ।।
যে ব্যক্তি অন্তিমকালে একান্ত অন্তরে।
স্মরণ করয়ে যে যে পদার্থ নিকরে ।।
যে কোন দেবতা কিম্বা যে কোন বিষয়।
হৃদয়ে স্মরণ করে ওহে ধনঞ্জয় ।।
সে জন পরেতে ত্যজি আপনার কায়।
সেই সেই দ্রব্যাদির স্বরূপতা পায় ।।
এ হেতু শুনহ পার্থ আমার বচন।
নিরন্তর মোরে তুমি করহ স্মরণ ।।
নিঃসন্দেহমনে হও প্রবৃত্ত সমরে।
মনোবুদ্ধি রাখ তুমি আমার উপরে ।।
তবে ত আমারে পাবে নাহিক সংশয়।
বলিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয় ।।
অভ্যাস উপায় অবলম্বিয়া অন্তরে।
পরম পুরুষে চিন্তা যদি কেহ করে ।।
তাঁহাতেই লীন হয় সেই সাধুজন।
সন্দেহ নাহিক ইথে ওহে মহাত্মন ।।
অন্তকালে স্থিরচিত্তে ভক্তিযোগবলে।
প্রাণবায়ু সমাবিষ্ট করি ভ্রূ-মাঝারে ।।
অজ্ঞান তিমিরোপরি যিনি বর্ত্তমান।
বিশ্বের নিয়ন্তা যিনি সর্ব্বজ্ঞ পুরাণ ।।
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম যিনি বিধাতা সবার।
স্বপ্রকাশ হন যিনি ভাস্কর আকার ।।
অচিন্ত্যস্বরূপ সেই পরম পুরুষে।
হৃদিমাঝে করে চিন্তা একাগ্রতাবশে ।।

সেই ব্যক্তি লাভ করে ব্রহ্মেরে নিশ্চয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয় ।।
অক্ষয় বলেন যাঁরে বেদবেত্তাগণ।
যাঁহাতে প্রবেশ করে যত যতিজন ।।
যাঁহার পরম তত্ত্ব জানিবার তরে।
একমনে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করে ।।
যেরূপে লভিতে পারে সেই মহাধন।
উপায় তাহার বলি করহ শ্রবণ ।।
সংযত করিয়া সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারে।
মনকে নিরুদ্ধ করি হৃদয়-কমলে ।।
ভ্রূর মধ্যে প্রাণবায়ু সন্নিবিষ্ট করি।
যোগজন্য ধৈর্য্য ধরে যেই শুদ্ধাচারী ।।
প্রণব ব্রহ্মের আখ্যা বিদিত ভুবন।
প্রণব উচ্চারি মোরে করিয়া স্মরণ ।।
কলেবর পরিত্যাগ যেই জন করে।
দিব্য গতি পায় সেই জানিবে অন্তরে ।।
একমনে মোরে সদা যে করে স্মরণ।
অনায়াসে পায় মোরে সেই যোগীজন ।।
আমারে লভিয়া যত মহাত্মা-নিকর।
মুক্তিরূপা সিদ্ধি লভি সানন্দ অন্তর ।।
দুঃখের আলয় যেই অনিত্য জনম।
তাহে নাহি বন্দী আর পুনরায় হন ।।
ব্রহ্মলোক আদি পার্থ সর্ব্বলোক হতে।
প্রাণীগণ আসে পুনঃ সংসার-ভূমিতে ।।
কিন্তু মোরে লাভ করে যেই মহাজন।
জন্ম নাহি ধরে পুনঃ সে জন কখন ।।
দেবের সহস্র যুগ যত দিনে হয়।
বিধাতার একদিন তাহারেই কয় ।।
ঐ রূপ সহস্র যুগে একরাত্রি জানি।
যাঁহারা জানেন ইহা শুনহ ফাল্গুনি ।।
সর্ব্বজ্ঞ তাঁদের বলি ওহে ধনঞ্জয়।
অহোরাত্রবেত্তা তাঁরা জানিবে নিশ্চয় ।।
শুন শুন মহামতি আমার বচন।
বিধাতার দিন যবে করে আগমন ।।
অব্যক্ত কারণ হতে ব্যক্ত চরাচর।
প্রাণীগণ আবির্ভূত হয় নিরন্তর ।।

এরূপ রজনী যবে করে আগমন।
বিলীন হইয়া যায় সকলি তখন ॥
কারণ স্বরূপ সেই অব্যক্ত দ্রব্যেতে।
সর্ব্ব বস্তু লীন হয় জানিবেক চিতে ॥
বিধাতার দিনাগমে যত ভূতগণ।
পুনঃপুনঃ করি সবে জনমগ্রহণ ॥
রাত্রি সমাগমে পুনঃ সবে লয় পায়।
এইরূপে পুনঃপুনঃ আসে আর যায় ॥
কর্ম্ম-আদি-পরতন্ত্র দিবাতে হইয়া।
পুনঃপুনঃ জন্মে সবে সংসারে আসিয়া ॥
রাত্রি সমাগমে পুনঃ হয়ে যায় লয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয় ॥
আর এক ভাব আছে বলি সনাতন।
অতীব অব্যক্ত উহা পাণ্ডুর নন্দন ॥
পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত চরাচরের কারণ।
তাহাপেক্ষা পরতর ওহে মহাত্মন ॥
যাবতীয় ভূত বটে বিনাশিত হয়।
এ ভাবের নাশ নাই ওহে ধনঞ্জয় ॥
অতীন্দ্রিয় ও অক্ষর ভাব যারে বলে।
পরম-পুরুষ-অর্থ জানিবে তাহারে ॥
আমার স্বরূপ তাহা ওহে মহামতি।
উহা লাভে নাহি হয় সংসারেতে গতি ॥
একমাত্র ভক্তিযোগ থাকিলে অন্তরে।
পরম পুরুষে লাভ করিবারে পারে ॥
তাঁর অভ্যন্তরে রহে যত প্রাণীগণ।
ব্যাপিয়া আছেন তিনি অখিল ভুবন ॥
যেই কালে যোগীগণ করিলে গমন।
আবৃত্তি লভেন তাঁরা ওহে মহাত্মন ॥
যেকালে গমন কৈলে অনাবৃত্তি পান।
বলিতেছি সে বিষয় কর অবধান ॥
শুক্লবর্ণ দিন যথা ওহে মহামতি।
অগ্নি সম প্রভা যত করিছে বিস্তৃতি ॥
ছয়মাস যেই স্থানে উত্তর অয়ন।
তথায় গমন করি ব্রহ্মবেত্তাগণ ॥
ব্রহ্মধনে লাভ করে শুন ধনঞ্জয়।
আর যেই স্থানে রাত্রি কৃষ্ণবর্ণ হয় ॥
সেই স্থানে ছয়মাস দক্ষিণ অয়ন।
তথায় যাইয়া যত কর্ম্মযোগীগণ ॥
চন্দ্রপ্রভা-সমন্বিত স্বর্গ লাভ করি।
নিবৃত্ত হয়েন তাঁরা জানিবে বিচারি ॥
দুইমাত্র গতি জান জগতের হয়।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই যার আছে পরিচয় ॥
শুক্লমার্গে যাঁরা সব করেন গমন।
মুক্তিভাগী তাঁরা ওহে কুন্তীর নন্দন ॥
কৃষ্ণমার্গে যারা যায় শুন মহামতি।
পুনশ্চ তাদের হয় সংসারেতে গতি ॥
এই দুই গতি জানি যত যোগীগণ।
কদাচ বিমুগ্ধ তাঁরা কভু নাহি হন ॥
অতএব ধনঞ্জয় আমার বচনে।
যোগরত হও তুমি ঐকান্তিকমনে ॥
বেদে যজ্ঞে তপে দানে যেই ফল হয়।
তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানি জ্ঞানীচয় ॥
তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল লভয়ে সকলে।
বিষ্ণুর পরম পদ পায় অবহেলে ॥
বিশ্বের কারণমাত্র যেই পদ হয়।
সেই বিষ্ণুপদ পায় ওহে ধনঞ্জয় ।

নবম অধ্যায়।

পার্থেরে সম্বোধি পুনঃ কহেন ঈশ্বর।
অসূয়া-বিহীন তুমি পাণ্ডুবংশধর ॥
যা জানিলে মুক্ত হয় সংসার-বন্ধন।
অতি গুহ্য সেই জ্ঞান করিব কীর্ত্তন ॥
বিজ্ঞান সহিত সেই ঐশ্বরিক জ্ঞান।
শ্রবণ করহ এবে ওহে মতিমান ॥
বিদ্যামধ্যে এই জ্ঞান সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতম।
রাজাদের পক্ষে অতি গুপ্ত পুণ্যতম ॥
প্রত্যক্ষ-ফলদ ইহা ধর্ম্ম-অনুগত।
অব্যয় জানিবে ইহা ওহে কুন্তীসুত ॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
অনায়াসে পারে ইহা করিতে সাধন ॥

যাহারা ইহাতে কভু বিশ্বাস না করে।
সংসার-পথেতে তারা নিয়ত বিচরে ॥
আমারে লভিতে তারা না পারে কখন।
পুনঃপুনঃ লভে তারা সংসার-বন্ধন ॥
অব্যক্তরূপেতে আমি ব্যাপ্ত সর্ব্বঠাঁই।
প্রাণিগণ অবস্থিতি আমাতে সদাই ॥
আমি কিন্তু কিছুতেই নহি অবস্থিত।
আমাতে সবার স্থিতি জানিবে নিশ্চিত॥
আমার ঐশিক যোগ কর দরশন।
আমাতে নহেক স্থিত যত ভুতগণ ॥
কেবল আমার আত্মা ধরিছে সবারে।
পালন করিছে দেখ যত চরাচরে ॥
কিন্তু কোন ভুতে আত্মা মিলিত না হয়।
এই হের কিবাশ্চর্য্য ওহে ধনঞ্জয় ॥
হেরহ সর্ব্বত্রগামী মহা সমীরণ।
আকাশে সতত স্থিতি করিছে যেমন ॥
তাদৃশ সকল ভুত আমাতে সংস্থিত।
অন্তরে ভাবিলে জ্ঞান লভিবে নিশ্চিত ॥
যবে উপনীত হয় প্রলয় সময়।
আমার মায়ায় লীন হয় সমুদয় ॥
ত্রিগুণ-আত্মিক-মায়া জানিবে অন্তরে।
তাহে লীন হয় সবে প্রলয়ের কালে ॥
সৃষ্টির আরম্ভ কাল যবে আসি হয়।
ভুতগণে সৃজি পুনঃ ওহে ধনঞ্জয় ॥
স্বীয় মায়া-অধিষ্ঠিত হয়ে নিরন্তর।
পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করি জানিবে সকল ॥
জন্মান্তর-কর্ম্মফলে যত ভুতগণ।
প্রলয় কালেতে হয় মায়াতে বিলীন ॥
কর্ম্মাদির বশীভুত সেই সবগণে।
পুনঃপুনঃ সৃজি আমি জানিবেক মনে ॥
সৃষ্টি আদি কর্ম্ম সব কখন আমায়।
আবদ্ধ করিতে নারে কহিনু তোমায় ॥
ইহার কারণ বলি করহ শ্রবণ।
উদাসীন সম আমি রহি অনুক্ষণ ॥
সর্ব্বকর্ম্মে অনাসক্ত রহি নিরন্তর।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচর ॥

মম অধিষ্ঠানমাত্র লভিয়া প্রকৃতি।
করিতেছে বিশ্ব সৃষ্টি ওহে মহামতি ॥
মম অধিষ্ঠান হেতু বিশ্ব চরাচর।
পুনঃপুনঃ সমুৎপন্ন হয় নিরন্তর ॥
সর্ব্বভুত-মহেশ্বর জানিবে আমায়।
পরিগ্রহ করিয়াছি মানুষের কায় ॥
আমার পরম তত্ত্ব না জানি অন্তরে।
অবজ্ঞা করিয়া থাকে মুঢ়েরা আমারে ॥
বিফল কর্ম্মেতে যারা সদা পরায়ণ।
বিফল আশার আশী যেইসব জন ॥
বিফল বুদ্ধির বশ যেই সব নর।
সেই সব হতজ্ঞান মানব-নিকর ॥
রাক্ষসী-প্রকৃতি-বশ হইয়া তাহারা।
আমারে অবজ্ঞা করে হয়ে আত্মহারা ॥
আসুরী-প্রকৃতি-বশ কিম্বা তারা হয়।
মোহিনী-প্রকৃতি-বশ অথবা নিশ্চয় ॥
দৈবী প্রকৃতিরে পার্থ করিয়া আশ্রয়।
আমারে ভজনা করে মহাত্মানিচয় ॥
মোরে চিন্তে বলি তারা জগত-কারণ।
নিত্যরূপ ভাবে মোরে হয়ে একমন ॥
কোন কোন ব্যক্তি সদা ভক্তিযুত হয়ে।
মম নাম গান করে একান্ত-হৃদয়ে ॥
দৃঢ়ব্রত হয়ে কিম্বা হয়ে যত্নবান।
ভক্তি করি করে সদা আমারে প্রণাম ॥
সর্ব্বদা সতর্ক হয়ে ভক্তি সহকারে।
উপাসনা করে মম একান্ত অন্তরে ॥
তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞরূপে কোন জন।
একান্ত অন্তরে মোরে করয়ে চিন্তন ॥
অভেদ ভাবনাক্রমে কোন কোন নর।
মম উপাসনা করে হয়ে একান্তর ॥
পৃথক্ ভাবনাক্রমে কোন কোন জন।
মম উপাসনা করে ওহে মহাত্মন ॥
কেহ কেহ ব্রহ্মরুদ্র আদি রূপে মোরে।
উপাসনা করে পার্থ একান্ত অন্তরে ॥
আমি আজ্য আমি হোম আমিই অনল
আমি যজ্ঞ স্বধা মন্ত্র ঔষধ-নিকর ॥

জগতের পিতা মাতা আমিই বিধাতা।
আমি বেদ্য পিতামহ আমি পবিত্রতা ॥
আমি ঋক্ আমি সাম আমি যজুর্ব্বেদ।
ইথে নাহি মনে কিছু ভাবিও প্রভেদ ॥
আমি গতি আমিভর্ত্তা আমি ভোগস্থান।
আমি প্রভু আমি সাক্ষী প্রলয় নিধান ॥
সুহৃৎ রক্ষক আমি এ ভব-আধার।
আমি বীজ ও অব্যয় ওহে গুণাধার ॥
আমিই জগতে করি উত্তাপ প্রদান।
সলিল বর্ষণ করি ওহে মতিমান ॥
আমিই করিছি পার্থ বারি আকর্ষণ।
সদসৎ আমি ওহে কুন্তীর নন্দন ॥
অমৃত বলিয়া মোরে জানিবে অন্তরে।
আমি মৃত্যু ওহে পার্থ কহিনু তোমারে ॥
বিগত-পাতক যত মহাত্মা-নিকর।
ত্রিবেদ-বিহিত কর্ম্মে হইয়া তৎপর ॥
সোমপায়ী হয়ে করি যজ্ঞ-অনুষ্ঠান।
আমার সৎকার করে শুনহ ধীমান ॥
সুরলোক লাভে তাঁরা করেন গমন।
ইষ্টসিদ্ধি লাভ করে সেই সব জন ॥
অনন্তর সেই সব স্বর্গকামীগণ।
নানারূপে স্বর্গসুখ করিয়া ভুঞ্জন ॥
পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় আসে মর্ত্ত্যপুরে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
এইরূপে ভোগবাঞ্ছা করি সব জন।
ত্রিবেদ-বিহিত কর্ম্ম করি সম্পাদন ॥
পুনঃপুনঃ আসে যায় অবনীমাঝারে।
কহিনু পরম তত্ত্ব তোমার গোচরে ॥
একমনে যারা করে আমারে চিন্তন।
উপাসনা করে মম হয়ে একমন ॥
সেই সব একনিষ্ঠ সজ্জন নিকরে।
যোগক্ষেম অর্পি আমি কহিনু তোমারে ॥
ভক্তি-শ্রদ্ধাবান্ হয়ে যেই সব জন।
অন্য দেবে আরাধনা করে অনুক্ষণ ॥
অবিধি পূর্ব্বক তারা মম পূজা করে।
জানিবে এ তত্ত্ব পার্থ আপন অন্তরে ॥

সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা আমি সকলের প্রভু।
আমার যথার্থ জ্ঞাত তারা নহে কভু ॥
এই জন্য স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সকলে।
পুনঃপুনঃ গতি লভে সংসার মাঝারে ॥
দেবব্রত-পরায়ণ যত নরগণ।
দেবতাগণেরে পায় সেই সব জন ॥
পিতৃব্রতপরায়ণে পিতৃগণে পায়।
মাতৃগণ-সেবকেরা ভূতগণে পায় ॥
কিন্তু মোর উপাসক হয় যেই জন।
মোরে লভে সেই ওহে কুন্তীর নন্দন ॥
ধরাধামে যেই ব্যক্তি হয়ে ভক্তিমান।
ফল পুষ্প জল মোরে করয়ে প্রদান ॥
সে সব গ্রহণ করি প্রীতি সহকারে।
নিষ্কাম বিশুদ্ধচিত্ত জানিবে তাহারে ॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
যাহা কর যাহা দেও যা কর ভোজন ॥
হোম কর তপ কর যাহা কিছু কর।
আমারে অর্পিও সব ওহে বীরবর ॥
আমারে করম-ফল করিলে অর্পণ।
কর্ম্মজন্য ফল তব হবে বিমোচন ॥
কর্ম্ম-সমর্পণরূপ যোগযুক্ত হয়ে।
আমারে করিবে লাভ সানন্দ হৃদয়ে ॥
সকলের পক্ষে আমি সদা একরূপ।
প্রিয় বা অপ্রিয় নাহি জানিবে স্বরূপ ॥
যাহারা আমারে ভজে ভক্তি সহকারে।
তাহারা আমাতে সদা অবস্থিতি করে ॥
আমিও সে সব ভক্তে করি অবস্থান।
জানিবে নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে মতিমান ॥
দুরাচার জন যেই এ ভব সংসারে।
একচিত্তে যদ্যপি সে আরাধনা করে ॥
তাহারেও সাধু বলি ওহে ধনঞ্জয়।
কেন না তাহার যত্ন অত্যুত্তম হয় ॥
মম আরাধনা যদি করে দুরাচারে।
আশু ধর্ম্মী হয় সেই জানিবে অন্তরে ॥
শান্তি লাভ করে সেই শেষে নিরন্তর।
তাহার বিনাশ নাই ওহে বীরবর ॥

শুন শুন ধনঞ্জয় বচন আমার।
নিতান্ত পাপাত্মা যারা হয় দুরাচার ॥
যেই সব বৈশ্য করে কৃষি আচরণ।
অধ্যয়ন আদি শূন্য যেই শূদ্রগণ ॥
অথবা স্ত্রীলোক যারা এ ভব সংসারে।
আমারে আশ্রয় যদি এই সবে করে ॥
উৎকৃষ্ট পরম গতি লভয়ে নিশ্চয়।
কহিলাম তত্ত্বকথা ওহে ধনঞ্জয় ॥
ভক্তিনিষ্ঠ রাজ-ঋষি যেই সব জন।
অথবা পবিত্র হয় যেই বিপ্রগণ ॥
তাঁহারা অবশ্য পায় পরম সুগতি।
ইহাতে সন্দেহ নাহি ওহে মহামতি ॥
অনিত্য অসুখকর এ ভব সংসারে।
আরাধনা কর পার্থ সতত আমারে ॥
আমার উপরে কর মন সমর্পণ।
আমার উপরে হও ভক্তিপরায়ণ ॥
সতত অর্চ্চনা পার্থ করহ আমার।
আমারে সতত পার্থ কর নমস্কার ॥
যদ্যপি আমাতে আত্মা কর সমাহিত।
আমারে লভিবে পার্থ জানিবে নিশ্চিত ॥

দশম অধ্যায়।

জনার্দ্দন কহে শুন ওহে ধনঞ্জয়।
মম বাক্যে প্রীত হেরি তোমার হৃদয় ॥
এই হেতু পুনর্ব্বার তব হিত তরে।
বলিতেছি যাহা তাহা ধরহ অন্তরে ॥
বিশ্বমাঝে মহর্ষিরা আর সুরগণ।
মম আবির্ভাব জ্ঞাত কভু নাহি হন ॥
কেন না মহর্ষি আমি সকল বিষয়ে।
দেবতার আদি আমি জানিবে হৃদয়ে ॥
অনাদি অজন্ম আমি সর্ব্বলোকেশ্বর।
এইরূপে জানে মোরে যেই নরবর ॥
জীবলোকে মোহশূন্য সেই জন হয়।
পাতক-রহিত তাঁরে জানিবে নিশ্চয় ॥
আমি বুদ্ধি আমি জ্ঞান আমি ক্ষমা দম।
আমি সত্য আমি সুখ আমি দুঃখ শম ॥
জন্ম মৃত্যু ভয়াভয় আমিই সকল।
ব্যাকুলত্বাভাব আমি ওহে বীরবর ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টি তপস্যা ও দান।
সুযশ কুযশ আদি ওহে মতিমান ॥
ভিন্ন ভিন্ন ভাব সব যাহা কিছু হের।
আমা হতে জাত সব ওহে নরবর ॥
প্রাচীন সনক আদি ঋষি চারিজন।
মনু আর ভৃগু আদি সপ্ত তপোধন ॥
মম মন হতে সবে হয়েছে উৎপন্ন।
আমারি প্রভাবে সবে প্রভাবসম্পন্ন ॥
এই যে হেরিছ লোকে প্রজা সমুদয়।
তাহারা করেছে সৃষ্টি ওহে ধনঞ্জয় ॥
আমার বিভূতি আর ঐশ্বর্য্য আমার।
যেই জন জানিয়াছে ওহে গুণাধার ॥
সংশয়-রহিত জ্ঞান লভে সেই জন।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমার সদন ॥
আমা হতে বুদ্ধি আদি হয় প্রবর্ত্তিত।
সকল জগত-হেতু আমিই নিশ্চিত ॥
এইরূপ বিবেচনা করি সুধীগণ।
আমারে ভজনা করে হয়ে প্রীতমন ॥
মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমাতে।
যাহারা আমারে জানে আপনার চিতে ॥
তাহারা আমার নাম করিয়া কীর্ত্তন।
সন্তোষ পরম শান্তি লভে অনুক্ষণ ॥
এইরূপে যারা ভজে প্রীতি সহকারে।
বুদ্ধি সমর্পণ করি সেই সব নরে ॥
সেই বুদ্ধিবশে তারা নিশ্চয় আমায়।
মহাসুখে লাভ করে কহিনু তোমায় ॥
সতত তাদের বুদ্ধিবৃত্তির ভিতরে।
অবস্থিতি করি আমি কহিনু তোমারে ॥
দীপ্তিশীল জ্ঞানদীপ করি প্রজ্বালিত।
অজ্ঞান-আঁধার নাশি তাদের নিশ্চিত ॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে ধনঞ্জয় কহেন বচন ॥

পরব্রহ্ম তুমি দেব পরম আশ্রয়।
পরম পবিত্র নিত্য দিব্য দয়াময় ॥
আদিদেব জন্মহীন সর্ব্বব্যাপী তুমি।
এইরূপ বলে তোমা যত ঋষি মুনি ॥
নারদ অসিত ব্যাস দেবলাদি করি।
সকলে এরূপ বলে ওহে মুর-অরি ॥
তুমিও আমার পাশে করেছ কীর্ত্তন।
এইরূপ হও তুমি ওহে জনার্দ্দন ॥
যেরূপ বলিলে তুমি ওহে দয়াময়।
কিছুতে সন্দেহ মাত্র আমার না হয় ॥
দেবগণে কৃপা করি ধরেছ জনম।
দেবগণ নাহি জানে এ সব কারণ ॥
নিগ্রহ করিতে যত দিতি-পুত্রগণে।
জন্মিয়াছ তাহা তারা কিছু নাহি জানে ॥
হে ভূতভাবন দেব পুরুষ উত্তম।
জগতের পতি প্রভু ওহে জনার্দ্দন ॥
তুমি নিজে আপনারে হতেছ বিদিত।
অন্যে নাহি জানে তব স্বরূপ নিশ্চিত ॥
যে সব বিভূতি দ্বারা লোক-সমুদয়।
ব্যাপিয়া রয়েছ তুমি ওহে দয়াময় ॥
সে সব বিভূতি এবে করহ কীর্ত্তন।
শুনিতে বাসনা বড় ওহে জনার্দ্দন ॥
তোমারে চিন্তিব প্রভু বল কি প্রকারে।
কি কি পদার্থেতে চিন্তা করিব তোমারে ॥
ঐশ্বর্য্য বিভূতি তব করিয়া বিস্তার।
পুনশ্চ কীর্ত্তন কর ওহে দয়াধার ॥
তব মুখে সুধাকথা করিয়া শ্রবণ।
তৃপ্তি লাভ নাহি হয় ওহে জনার্দ্দন ॥
পার্থের এতেক বাক্য শুনি দয়াময়।
কহিলেন শুন বলি ওহে ধনঞ্জয় ॥
মম বিভূতির সীমা কিছুমাত্র নাই।
প্রধান প্রধান যাহা বলি তব ঠাঁই ॥
সকল প্রাণীর হৃদে করি অবস্থান।
আত্মা বলি জান মোরে ওহে মতিমান ॥
আদি মধ্য অন্ত আমি ওহে মহাত্মন।
আমি মাত্র সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ ॥

আদিত্যগণের মাঝে বিষ্ণু বলি মোরে।
জানিবে হে ধনঞ্জয় কহিনু তোমারে ॥
জ্যোতিষ্কমণ্ডল মধ্যে আমি দিবাকর।
নক্ষত্রগণের মাঝে আমি শশধর ॥
বেদমধ্যে সাম আমি ওহে ধনঞ্জয়।
মরুত-গণের মধ্যে মরীচি নিশ্চয় ॥
দেবগণ-মধ্যে আমি দেব শচীপতি।
ইন্দ্রিয়-মাঝেতে মন ওহে মহামতি ॥
ভূতগণ-মাঝে আমি চৈতন্য যে হই।
বসুগণ-মাঝে আমি অগ্নিরূপে রই ॥
রুদ্রগণ-মধ্যে মোরে জানিবে শঙ্কর।
কুবের স্বরূপ যক্ষ-রাক্ষস ভিতর ॥
সুমেরু রূপেতে আমি পর্ব্বত-মাঝারে।
পুরোহিত-মাঝে জান বৃহস্পতি মোরে
জলাশয়-মাঝে আমি জানিবে সাগর।
কার্ত্তিকেয়রূপে আমি সেনার ভিতর ॥
ভৃগুরূপী জান মোরে মহর্ষি-মাঝারে।
বাক্যের ভিতরে রহি প্রণব আকারে ॥
জপযজ্ঞরূপে আমি যজ্ঞ-মাঝে রই।
স্থাবর-সমূহ-মাঝে হিমালয় হই ॥
অশ্বত্থরূপেতে আমি পাদপনিকরে।
দেবর্ষি-মাঝেতে জান নারদ আমারে ॥
কপিল জানিবে মোরে সিদ্ধগণ-মাঝে।
চিত্ররথরূপে আমি গন্ধর্ব্ব-সমাজে ॥
অশ্বগণ-মাঝে আমি উচ্চৈঃশ্রবা হই।
মাতঙ্গ-মাঝেতে ঐরাবতরূপে রই ॥
মনুষ্য-মাঝেতে মোরে জানিহ নৃপতি।
অস্ত্রমধ্যে অস্ত্ররূপী ওহে মহামতি ॥
প্রজা হেতু রহি আমি কন্দর্পরূপেতে।
কামধেনুরূপে রহি ধেনুর মধ্যেতে ॥
বিষযুক্ত ভুজঙ্গমগণের মাঝারে।
বাসুকি বলিয়া মোরে জানিবে অন্তরে ॥
জলচর-মধ্যে জান বরুণ আমায়।
দৈত্য-মাঝে প্রহ্লাদ যে কহিনু তোমায় ॥
নিয়মকারীর মধ্যে আমিই শমন।
মৃগেন্দ্র মৃগের মাঝে ওহে মহাত্মন ॥

নির্ব্বিষ ভুজঙ্গে রহি অনন্ত-রূপেতে।
অর্য্যমা-রূপেতে পিতৃগণের মাঝেতে॥
সংখ্যাকারীগণমাঝে কালরূপী হই।
গরুড় বিহগমাঝে কহি তব ঠাঁই॥
বেগবান যত বস্তু বিরাজে সংসারে।
পবন-রূপেতে রহি তাহার মাঝারে॥
শস্ত্রধারী-মাঝে মোরে জানিবে শ্রীরাম।
স্রোতস্বতী-মাঝে গঙ্গা ওহে মতিমান॥
মৎস্যগণ-মাঝে মোরে জানিবে মকর।
কহিলাম তব পাশে ওহে বীরবর॥
যত কিছু সৃষ্টবস্তু হের গুণাধার।
আদি অন্ত মধ্য আমি জানিবে সবার॥
বাদিগণ মাঝে আমি বাদিরূপে রই।
বিদ্যামাঝে আমি অধ্যাত্মক বিদ্যা হই॥
অক্ষর-মাঝেতে মোরে জানিবে অকার।
সমাসেতে দ্বন্দ্বরূপী ওহে গুণাধার॥
সর্ব্বকাল-মধ্যে আমি সে অনন্তকাল।
বিশ্বতোমুখ ধাতা আমি বিধাতৃ মাঝার॥
সর্ব্বধ্বংসকারী মৃত্যু জানিবে আমারে।
কহিনু স্বরূপ কথা তোমার গোচরে॥
আগামী কল্পেতে প্রাণী জন্মিবে যে সব।
জানিবে আমিই পার্থ সবার উদ্ভব॥
কীর্ত্তি বাণী স্মৃতি মেধা ধৃতি ক্ষমা আর।
স্ত্রী-আদি রূপেতে রহি নারীর মাঝার॥
সামবেদে বৃহৎসাম গায়ত্রী ছন্দেতে।
মাসমধ্যে মার্গশীর্ষ বসন্ত ঋতুতে॥
বঞ্চকের দ্যুত আমি ওহে ধনঞ্জয়।
তেজস্বীর তেজ আমি আমি হই জয়॥
সত্ত্ববান মানবের সত্ত্ব আমি হই।
ব্যবসায়রূপে আমি যথাস্থানে রই॥
বাসুদেবরূপী আমি বৃষ্ণিগণ-মাঝে।
অর্জ্জুন-রূপেতে আমি পাণ্ডব-সমাজে॥
মুনিগণ-মাঝে আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
কবি-মাঝে শুক্র আমি ওহে মহাত্মন॥
দমনকারীর দণ্ড জানিবে আমারে।
জয়েচ্ছু গণের নীতি কহিনু তোমারে॥

গোপনীয় যত কিছু আছয়ে বিষয়।
তাহে মৌনভাব আমি ওহে ধনঞ্জয়॥
অধিক বলিব কিবা ওহে মতিমান।
জ্ঞানীগণের মাঝে মোরে জানিবেক জ্ঞান॥
যাবতীয় ভূত পার্থ কর দরশন।
আমিই সবার উৎপত্তির কারণ॥
আমা হতে ভিন্ন নহে এই চরাচর।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচর॥
মম দিব্য বিভূতির নাহি কিছু শেষ।
সংক্ষেপে বলিনু কিছু শুন গুড়াকেশ॥
ফলতঃ ঐশ্বর্য্যযুক্ত যেই বস্তু হয়।
সম্পত্তি-বিশিষ্ট যাহা ওহে ধনঞ্জয়॥
প্রভাববলাদি গুণে যে সব প্রধান।
হেন বস্তু যাহা আছে ওহে মতিমান॥
আমার প্রভাব-অংশে জন্মেছে সকল।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচর॥
বিভূতি বিষয় মম কি হবে জানিয়া।
একাংশে রয়েছি আমি জগত ব্যাপিয়া॥
বস্তুতঃ অন্তরে জান ওহে ধনঞ্জয়।
আমা হতে কিছু ভিন্ন জগতে না হয়॥

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন বলেন পুনঃ ওহে গদাধর।
অনুগ্রহ প্রকাশিয়া আমার উপর॥
আত্মতত্ত্ব দেহতত্ত্ব করিলে বর্ণন।
অতি গোপনীয় যাহা ওহে জনার্দ্দন॥
তব মুখে শুনি প্রভু মধুমাখা বাণী।
ভ্রান্তি দূর হ'ল মম ওহে চক্রপাণি॥
শুন শুন ওহে প্রভু কমললোচন।
শুনিনু তোমার মুখে প্রলয় বর্ণন॥
অক্ষয় মাহাত্ম্য তব শুনিনু সকল।
বর্ণিলে সৃষ্টির কথা আমার গোচর॥
তোমার ঐশিক রূপ যেরূপ বলিলে।
প্রত্যক্ষ করিতে তাহা বাসনা অন্তরে॥

যদি মোরে যোগ্যপাত্র বিবেচনা কর।
নিত্যরূপ প্রদর্শন কর গদাধর॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে জনার্দ্দন কহেন তখন॥
সহস্র সহস্র রূপ হেরহ আমার।
অলৌকিক বর্ণ পার্থ বিবিধ প্রকার॥
বিবিধ আকৃতিযুক্ত কর দরশন।
নয়নে হেরহ এই কুন্তীর নন্দন॥
আদিত্য সকল আর অশ্বিনীতনয়।
বসু রুদ্র মরুদ্গণ হের ধনঞ্জয়॥
আশ্চর্য্য অসংখ্য বস্তু কর দরশন।
পূর্ব্বে যাহা দেখ নাই ওহে মহাত্মন॥
হের হের মম দেহে বিশ্ব চরাচর।
বিরাজ করিছে সদা ওহে বীরবর॥
যাহা কভু দেখিবারে করহ বাসনা।
মম দেহে সেই সব নিরখি দেখ না॥
সামান্য চক্ষেতে তুমি ওহে মহাত্মন।
মম রূপ নেহারিতে না হবে সক্ষম॥
করিতেছি দিব্যচক্ষু তোমারে প্রদান।
এই চক্ষে দেখ সব ওহে মতিমান॥
ধৃতরাষ্ট্রে সম্বোধিয়া কহেন সঞ্জয়।
পার্থেরে এতেক বলি হরি দয়াময়॥
আপন ঐশিক রূপ দেখালেন তাঁরে।
তাহা দেখি পার্থ হন বিস্মিত অন্তরে॥
সে রূপ হেরেন পার্থ অতি চমৎকার।
বহু মুখ বহু চক্ষু অদ্ভুত আকার॥
নানাবিধ বিভূষণে অতি সুশোভন।
কত শত দিব্য অস্ত্র কে করে গণন॥
দিব্য মাল্য দিব্য বস্ত্র কিবা শোভা পায়।
দিব্যগন্ধে সুচর্চ্চিত দিব্যাঙ্গ তাহায়॥
অনন্ত বিশ্বতোমুখ রূপ চমৎকার।
আশ্চর্য্য-সমূহময় বিশ্বের আধার॥
একেবারে উদে যদি সহস্র ভাস্কর।
সে তেজে প্রদীপ্ত হয় যথা চরাচর॥
সেইরূপ তেজঃপুঞ্জ অতি বিভীষণ।
অর্জ্জুন হেরিয়া হৃদে বিস্ময়ে মগন॥

সবিস্ময়ে ধনঞ্জয় নয়নে নেহারে।
অখিল জগৎ শোভে কৃষ্ণের শরীরে॥
বহুধা বিভক্ত বিশ্ব করেন দর্শন।
একস্থানে স্থিত কিন্তু অতি সুশোভন॥
বিস্মিত হইয়া হৃদে তবে ধনঞ্জয়।
প্রণমিয়া করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণেরে কয়॥
হেরিনু তোমার দেহে ওহে জনার্দ্দন।
যাবতীয় ভূত আর যত দেবগণ॥
জরায়ুজ আদি করি যত ভূত আছে।
সকলি হেরিছি তব শরীরে বিরাজে॥
হেরিতেছি তব দেহে দেব পদ্মাসন।
মহর্ষি-নিকর আর ভুজঙ্গমগণ॥
তোমার অনন্ত রূপ হেরিছি মুরারি।
কত বাহু কত মুখ কত নেত্র হেরি॥
অনন্তরূপেতে শোভে অসংখ্য উদর।
আদি অন্ত মধ্য কিন্তু না হ'ল গোচর॥
আবার হেরিনু তব অপরূপ রূপ।
শোভিছে কিরীট আদি ওহে বিশ্বরূপ॥
গদা চক্র শোভিতেছে অতি চমৎকার।
তেজঃপুঞ্জ রূপ কিবা দীপ্তির আধার॥
সূর্য্যতেজ সম প্রভা দুর্নিরীক্ষ হয়।
প্রদীপ্ত অনল সম ওহে দয়াময়॥
পরব্রহ্ম তুমি দেব জ্ঞাতব্য সংসারে।
সবার আশ্রয় তুমি ভবপারাবারে॥
অনাদি পুরুষ তুমি তুমি নিত্যধন।
তোমা হতে নিত্যধর্ম্ম হতেছে পালন॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি নাহিক তোমার।
অনন্ত তোমার বীর্য্য ওহে দয়াধার॥
অনন্ত তোমার বাহু ওহে দয়াময়।
শশাঙ্ক ভাস্কর সম তব নেত্রদ্বয়॥
এ রূপ তোমার আমি করি দরশন।
তব মুখে সদা হেরি দীপ্ত হুতাশন॥
তব তেজে সন্তাপিত এ বিশ্ব সংসার।
তব রূপ হেরি হৃদে লাগে চমৎকার॥
একাকী হইয়া তুমি ওহে গদাধর।
ব্যাপিয়া রয়েছ এই বিশ্ব চরাচর॥

[স্ব]র্গ মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ দিক সমুদয়।
[তো]মা দ্বারা ব্যাপ্ত আছে ওহে মহাশয়॥
[এ]রূপ ভীষণ রূপ হেরিয়া তোমার।
[ব্য]থিত হতেছে দেব এ তিন সংসার॥
[এ]ই সব সুরগণ শঙ্কিত অন্তরে।
[স]বিনয়ে লইতেছে শরণ তোমারে॥
কেহ কেহ ভীত হয়ে দূরেতে থাকিয়ে।
বলিতেছে "রক্ষা কর" কৃতাঞ্জলি হয়ে॥
স্বস্তি উচ্চারণ করি সিদ্ধ ঋষিগণ।
স্তুতিবাদ করিতেছে ওহে জনার্দ্দন॥
গন্ধর্ব্ব অসুর যক্ষ বসু সাধ্যগণ।
আদিত্য অশ্বিনীসুত আর রুদ্রগণ॥
বিশ্বেদেব মরুদ্গণ সিদ্ধ আদি করি।
বিস্মিত হইয়া তোমা হেরিছে মুরারি॥
বহু মুখ বহু বাহু অসংখ্য নয়ন।
অসংখ্য উদর উরু অসংখ্য চরণ॥
বহু দন্ত আদিযুক্ত হেরিয়া তোমারে।
নিতান্ত হতেছি ভীত অন্তরে অন্তরে॥
এই সব লোক যাহা করি দরশন।
সকলে হতেছে ভীত ওহে জনার্দ্দন॥
গগন স্পর্শিছে দেব মূরতি তোমার।
বিবিধ বরণ হেরি লাগে চমৎকার॥
অপরূপ তেজ হেরি অতি বিভীষণ।
বিশাল লোচন তব বিবৃত আনন॥
এই সব হেরি প্রভু ওহে জনার্দ্দন।
বিচলিত আত্মা মম হতেছে সঘন॥
সক্ষম না হইতেছি ধৈর্য্য ধরিবারে।
না রহিছে শান্তি মম হৃদয়-মাঝারে॥
সুপ্রসন্ন হও প্রভু আমার উপর।
নিরখি তোমার নাথ বদনমণ্ডল॥
কালাগ্নি সন্নিভ হেরি করাল দশন।
দিগ্‌ভ্রম হতেছে মম ওহে জনার্দ্দন॥
সুখলাভ হৃদি মাঝে কিছুতে না হয়।
মম প্রতি সুপ্রসন্ন হও দয়াময়॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যত রাজ সহকারে।
প্রবেশ করিছে তব বদন-বিবরে॥

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর শিখণ্ডাদি করি।
প্রবেশ করিছে তব বদনে মুরারি॥
দুর্য্যোধন আদি সবে হয়ে বিদ্যমান।
তোমার বদন-মধ্যে করিছে পয়াণ॥
তার মাঝে আরো প্রভু আশ্চর্য্য নেহারি।
মস্তক চূর্ণিত কারো শুনহ মুরারি॥
দশন-সন্ধিতে তব কোন কোন জন।
সংলগ্ন রয়েছে প্রভু করি দরশন॥
নদীর প্রবাহ যায় যেমন সাগরে।
বীরগণ তথা তব বদন-বিবরে॥
বেগবান্ পতঙ্গেরা বিনাশ কারণ।
প্রদীপ্ত বহ্নিতে সবে প্রবেশে যেমন॥
সেইরূপ বেগশালী যত বীরগণে।
আত্মনাশ-হেতু পশে তোমার বদনে॥
প্রদীপ্ত বদন তুমি করিয়া বিস্তার।
ভ্রমিছ অখিল বিশ্ব ওহে গুণাধার॥
তোমার প্রখর দীপ্তি হয়ে বিস্তারিত।
বিশ্ব সংসারেরে করিতেছে সন্তাপিত॥
এখন মিনতি করি তোমার চরণে।
কে তুমি বলহ দেব এ চির-অধীনে॥
পুনঃপুনঃ তব পদে করি নমস্কার।
সুপ্রসন্ন হও মোরে ওহে কৃপাধার॥
অনাদি পুরুষ তুমি ওহে সনাতন।
তোমারে বিদিত হতে করেছি মনন॥
তোমার বৃত্তান্ত আমি কিছু নাহি জানি।
কৃপা কর মম প্রতি ওহে চক্রপাণি॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভগবান্ মিষ্টভাষে কহেন তখন॥
কালের স্বরূপ আমি হয়ে ভয়ঙ্কর।
উদ্যত হয়েছি নাশে ওহে বীরবর॥
একমাত্র তুমি ভিন্ন ওহে ধনঞ্জয়।
যত বীর সবে ক্ষয় হইবে নিশ্চয়॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
যুদ্ধের লাগিয়া হও উদ্যত এখন॥
অরিগণে পরাজয় কর ধনঞ্জয়।
যশোলাভ রাজ্যলাভ হইবে নিশ্চয়॥

পূর্ব্ব হতে শত্রুগণে নাশিয়াছি আমি।
নিমিত্ত-মাত্রের ভাগী তুমি হে ফাল্গুনি ॥
দ্রোণ ভীষ্ম জয়দ্রথ কর্ণ আদি করে।
নাশিয়াছি সকলেরে ভাবিও অন্তরে ॥
অতএব উঠ শীঘ্র কর পরাজয়।
নির্ভীক হৃদয়ে যুদ্ধ কর ধনঞ্জয় ॥
অবশ্য অরাতিকুল হইবে বিনাশ।
তব পাশে গূঢ় কথা করিনু প্রকাশ ॥
ধৃতরাষ্ট্রে সম্বোধিয়া কহেন সঞ্জয়।
শুন শুন তার পর ওহে মহাশয় ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি পাণ্ডুর কুমার।
কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে করে নমস্কার ॥
করযোড়ে প্রণমিয়া কহেন ফাল্গুনি।
শুন শুন দেবদেব ওহে চক্রপাণি ॥
তোমার মাহাত্ম্য-কথা করিলে কীর্ত্তন।
হৃষ্ট অনুরক্ত হয় এ তিন ভুবন ॥
রাক্ষসেরা ভীত হয়ে পলায়ন করে।
সিদ্ধগণ নমস্কার করে ভক্তিভরে ॥
যুক্তিসিদ্ধ বলি ইহা জানিনু এখন।
জগত-নিবাসী তুমি ওহে সনাতন ॥
ব্রহ্মা হতে গুরুতর তুমি চক্রপাণি।
বিধাতার কর্ত্তা তুমি অন্তরেতে জানি ॥
ব্যক্ত যে জগত আর অব্যক্ত প্রকৃতি।
উভয়ের মূল তুমি ওহে বিশ্বপতি ॥
অবিনাশী ব্রহ্ম তুমি নাহিক সংশয়।
নমস্কার করি তোমা ওহে মহোদয় ॥
আদিদেব তুমি দেব পুরুষ পুরাণ।
তুমি দেব একমাত্র বিশ্বের নিধান ॥
বেত্তা বেদ্য তুমি নাথ পরম যে ধাম।
বিশ্বের সর্ব্বত্র তুমি বিরাজ ধীমান ॥
তুমি বায়ু তুমি যম তুমি শশধর।
প্রজাপতি জলপতি তুমিই অনল ॥
পিতামহ ব্রহ্মা তুমি ওহে দয়াধার।
পুনঃপুনঃ তব পদে করি নমস্কার ॥
তোমার সম্মুখে দেব নমস্কার করি।
তোমার পশ্চাতে নমি শুনহ মুরারি ॥

তব চারিদিকে দেব করি নমস্কার।
অমিত-বিক্রম তুমি বীর্য্যের আধার।
ব্যাপিয়া রয়েছ তুমি বিশ্ব সমুদয়।
সকল স্বরূপ তুমি ওহে মহোদয় ॥
তোমার চরণে দেব আমার মিনতি।
তোমার মহিমা নাহি বুঝি মহামতি ॥
প্রমাদে প্রণয়ে সখা বুঝি মনে মনে।
যে সকল ব্যবহার করেছি চরণে ॥
সেই সব ক্ষমা কর ওহে চক্রপাণি।
পুনঃপুনঃ নতি তোমা করিছে ফাল্গুনি
একাকী যখন তুমি ছিলে জনার্দ্দন।
তিরস্কার যত কিছু করেছি তখন ॥
বিহারে শয়নে উপবেশনেতে আর।
ভোজন-সময়ে করিয়াছি তিরস্কার ॥
পরিহাস হেতু মাত্র করেছি সকল।
সে সকল কর ক্ষমা ওহে দণ্ডধর ॥
বন্ধুবান্ধবাদি পাশে পরিহাস করি।
তিরস্কার করিয়াছি কত হে মুরারি ॥
সেই সব ক্ষমা কর ওহে জনার্দ্দন।
তোমার চরণে মম এই নিবেদন ॥
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের পিতা।
তুমি পূজ্য তুমি গুরু বিধির বিধাতা ॥
তোমা হতে কেহ নাহি প্রভাবে প্রধান
প্রভাবে তোমার সম নাহি মতিমান ॥
অতএব দণ্ডবৎ প্রণমি তোমায়।
প্রসন্ন হইয়া দৃষ্টি করহ আমায় ॥
পুত্রদোষ ক্ষমা করে জনক যেমন।
বন্ধুর যতেক দোষ যথা বন্ধুজন ॥
স্ত্রীর অপরাধ যথা ক্ষমে নিজপতি
সেরূপ আমার দোষ ক্ষম বিশ্বপতি ॥
যে রূপ কখন নাহি হেরেছি নয়নে।
সে রূপ তোমার নাথ দেখিনু এখনে ॥
পরম সন্তোষ লাভ হয়েছে আমার।
অন্তরে হতেছে কিন্তু ভয়ের সঞ্চার ॥
দেবের ঈশ্বর ওহে জগত নিবাস।
তুষ্ট হও মমোপরে ওহে শ্রীনিবাস ॥

পুনরায় পূর্ব্বরূপ করহ ধারণ।
হৃদি হতে ভয় মম কর বিদূরণ॥
গদা চক্র কিরীটাদি করিবে ধারণ।
সেরূপ পূর্ব্বের রূপ করিব দর্শন॥
পূর্ব্ববৎ চতুর্ভুজ হও ত্বরা করি।
ভয়েতে অন্তর মম কাঁপিছে মুরারি॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মা ভৈ মা ভৈ রবে কহে জনার্দ্দন॥
যোগমায়াবলে আমি ওহে ধনঞ্জয়।
ধরিয়াছি বিশ্বরূপ এই তেজোময়॥
তোমারে দেখাতে রূপ করেছি ধারণ।
পূর্ব্বে দেখে নাই ইহা আর কোন জন॥
নরলোকে বেদপাঠ করি বহুতর।
যজ্ঞ দান ক্রিয়া কাণ্ড করিয়া বিস্তর॥
কঠোর তপস্যা আদি করি আচরণ।
এ রূপ দেখিতে নাহি পায় কোন জন॥
এ রূপ দেখিয়া পার্থ নাহি পাও ভয়।
বিমোহিত নাহি হও ওহে ধনঞ্জয়॥
হৃদি হতে কর তুমি ভয় পরিহার।
পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বরূপ হের গুণাধার॥
ধৃতরাষ্ট্রে সম্বোধিয়া কহেন সঞ্জয়।
পার্থেরে এতেক বলি হরি দয়াময়॥
পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বরূপ করি প্রদর্শন।
পার্থেরে দিলেন কত আশ্বাস বচন॥
তখন অর্জ্জুন পুনঃ নির্ভয় অন্তরে।
কৃষ্ণেরে সম্বোধি কহে শুনহ মুরারে॥
তোমার প্রশান্ত রূপ করি দরশন।
প্রকৃতিস্থ হৈনু আমি ওহে জনার্দ্দন॥
এখন প্রসন্ন হ'ল আমার অন্তর।
তুমি দেব গদাধর তুমি দণ্ডধর॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে নারায়ণ কহেন তখন॥
যে রূপ দেখিলে মম ওহে ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত দুর্ল্লভ ইহা সকলের হয়॥
এই রূপ নেহারিতে যত দেবগণ।
নিরন্তর মনে মনে করে আকিঞ্চন॥
বেদ অধ্যয়ন আর করি তপঃ দান।
অথবা করিয়া নানা যজ্ঞ অনুষ্ঠান॥
মম বিশ্বরূপ কেহ হেরিতে না পায়।
কেবল দেখানু আজি কৌন্তেয় তোমায়॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
একনিষ্ঠ মম প্রতি হয়ে যেই জন॥
একান্ত ভকতি মোরে করে প্রদর্শন।
এ রূপ দেখিতে পায় সেই সাধুজন॥
আমারে হেরিয়া সেই প্রবেশে আমায়।
কহিনু নিগূঢ় কথা কৌন্তেয় তোমায়॥
আমাতে একান্ত ভক্ত হয় যেই জন।
মমোপরে অনুরাগ করে প্রদর্শন॥
আমার করম যত করে অনুষ্ঠান।
সংসারে আসক্ত নহে যেই মতিমান॥
পরম পুরুষ অর্থ আমিই যাহার।
বিরোধ নাহিক যার সহিত কাহার॥
পুত্রে অনুরক্তি নাহি করে যেই জন।
কলত্র উপরে নাহি যে জনের মন॥
সেই ব্যক্তি মোরে পায় নাহিক সংশয়।
নিগূঢ় পরম তত্ত্ব এই ধনঞ্জয়॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে জনার্দ্দন।
একমনে তব সেবা করে যেই জন॥
অক্ষয় অব্যক্ত ব্রহ্মে যেই সেবা করে।
এ দুই মাঝেতে শ্রেষ্ঠ বলিব কাহারে॥
পার্থের বচন শুনি কৃষ্ণ দয়াময়।
কহিলেন শুন শুন ওহে ধনঞ্জয়॥
যাহারা আমার প্রতি অনুরক্ত হয়ে।
ভক্তিযোগে মোরে সেবে একান্ত হৃদয়ে॥
তাহারা প্রধান যোগী জানিবে নিশ্চয়।
ইহাতে অন্তরে নাহি করিও সংশয়॥
সর্ব্বত্র সমানদর্শী যেই সব জন।
সর্ব্বভূত হিতে যারা রহে নিমগন॥

জিতেন্দ্রিয় হয়ে যারা একান্ত অন্তরে।
কুটস্থ পরম ব্রহ্মে আরাধনা করে ॥
অক্ষয় অব্যক্ত সর্ব্বব্যাপী যেই জন।
অচিন্ত্য সে ব্রহ্মে চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥
তাহারা চরমে লাভ আমারেই করে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
দেহ অভিমানী যারা এ ভব সংসারে।
দুঃখেতে অব্যক্ত গতি তারা লাভ করে ॥
অব্যক্ত ব্রহ্মেতে যারা আসক্ত-অন্তর।
সমধিক কষ্ট পায় সেই সব নর ॥
মমোপরে সর্ব্ব কর্ম্ম করি সমর্পণ।
একমনে হয়ে যারা মম পরায়ণ ॥
আমারে সতত চিন্তা করে ভক্তিভরে।
একান্ত অন্তরে মম উপাসনা করে ॥
সংসার-সাগরে তারা লভয়ে উদ্ধার।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে গুণাধার ॥
আমার উপর তুমি মন কর স্থির।
আমাতে নিবিষ্ট বুদ্ধি করহ সুধীর ॥
তা হলে দেহান্তে বাস আমাতে হইবে।
সন্দেহ ইহাতে হৃদে কিছু না রাখিবে ॥
মমোপরে মন স্থির যদি নাহি হয়।
মম স্মৃতিরূপ যোগ শিখ ধনঞ্জয় ॥
সেই যোগে মোরে লাভ করিবে সুজন।
আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ ॥
সে যোগ অভ্যাসে যদি অপারগ হও।
ব্রত পূজা আদি কর্ম্মে তবে রত রও ॥
আমার সন্তোষ হেতু একান্ত অন্তরে।
ব্রত পূজা নাম গান কর ভক্তিভরে ॥
তাহা হলে মুক্তিলাভ করিবে নিশ্চয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয় ॥
ইহাতেও যদি পার্থ না হও সক্ষম।
আমার বচন তবে করহ শ্রবণ ॥
আমার শরণ লও ওহে ধনঞ্জয়।
কর্ম্মফল ত্যজ হয়ে সংযত-হৃদয় ॥
কৃতার্থ হইবে তাহে কহিনু বচন।
লভিবে পরম তত্ত্ব ওহে মহাত্মন ॥

বিবেক-রহিত পার্থ অভ্যাস যে হয়।
তাহাপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয় ॥
জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ জানিবে সুজন।
ধ্যানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মফল-বিসর্জ্জন ॥
কর্ম্মফল তেয়াগিলে ওহে ধনঞ্জয়।
শান্তিলাভ হবে তাহে নাহিক সংশয় ॥
সাধারণ প্রাণিগণে দ্বেষ নাহি যার।
মমতা-বিহীন যিনি কৃপার আধার ॥
অহঙ্কার নাহি কভু যাহার অন্তরে।
ক্ষমাশীল যেই জন এ ভব-সাগরে ॥
সুখ দুঃখে সমজ্ঞান করে যেই জন।
প্রসন্ন অন্তর যার আছে অনুক্ষণ ॥
সংযত-স্বভাব যিনি সুদৃঢ় নিশ্চয়।
অপ্রমত্ত সদা রহে যাহার হৃদয় ॥
মনবুদ্ধি মমোপরে করে সমর্পণ।
সেই ভক্ত মম প্রিয় ওহে মহাত্মন ॥
উদ্বিগ্ন না হয় কেহ যে জন হইতে।
স্বতঃ মুক্ত যেই জন হর্ষ আদি হতে ॥
উদ্বেগ-বিহীন যিনি নাহি যাঁর ভয়।
আমার পরম প্রিয় সেই জন হয় ॥
স্পৃহাশূন্য শুচি দক্ষ যিনি উদাসীন।
ব্যাধিশূন্য কর্ম্মত্যাগী যিনি ব্যথাহীন ॥
এরূপ পরম ভক্ত যেই জন হয়।
আমার পরম প্রিয় সে জন নিশ্চয় ॥
হর্ষশূন্য দ্বেষহীন হয় যেই জন।
পুণ্য-পাপ যেই জন করেছে বর্জ্জন ॥
আকাঙ্ক্ষা কখন নাহি যাহার অন্তরে।
আমার পরম প্রিয় জানিবে তাহারে ॥
শত্রু মিত্র সুখ দুঃখ মান অপমান।
শীতোষ্ণ সবেতে যার আছে সমজ্ঞান ॥
বিষয়েতে অনাসক্ত হয় যেই জন।
আমার পরম প্রিয় সেই মহাত্মন ॥
প্রশংসা অথবা নিন্দা যদি কেহ করে।
সমজ্ঞান তাহে ভাবে যে জন অন্তরে ॥
এক স্থানে সদা নাহি রহে যেই জন।
যথালাভে সন্তোষিত সদা যাঁর মন ॥

স্থিরভক্তি স্থিরমতি যেই জন হয়।
আমার পরম প্রিয় সে জন নিশ্চয় ॥
মৎপর হইয়া যেই হয়ে শ্রদ্ধাবান্।
ধরম-অমৃত হেন যেই করে পান ॥
সেই জন মম প্রিয় নাহিক সংশয়।
বলিনু তোমার পাশে ওহে ধনঞ্জয় ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুনে সম্বোধি পুনঃ কহে জনার্দ্দন।
শুন শুন মহাবাহো কুন্তীর নন্দন ॥
ক্ষেত্র শব্দে ওহে পার্থ শরীর বুঝায়।
এ তত্ত্ব জানিলে বলে ক্ষেত্রজ্ঞ তাহায় ॥
সকল ক্ষেত্রের জ্ঞান ক্ষেত্রজ্ঞ আমারে।
মন দিয়া শুন যাহা বলি তার পরে ॥
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বৈলক্ষণ্য জ্ঞান।
তাহারে প্রকৃত জ্ঞান বলি মতিমান ॥
কেন না মুক্তির হেতু সেই জ্ঞান হয়।
এখন শুনহ বলি ওহে ধনঞ্জয় ॥
যেই ক্ষেত্র যেইরূপ ধর্ম্মযুক্ত হয়।
ইন্দ্রিয়-বিকারযুক্ত যেইরূপ রয় ॥
প্রকৃতি পুরুষ যোগে যেরূপে জনমে।
যেরূপে পৃথক হয় স্থাবর জঙ্গমে ॥
যেরূপ প্রভাবযুক্ত সেই ক্ষেত্র হয়।
সংক্ষেপে বলিব তাহা শুন ধনঞ্জয় ॥
হেতুবান্ নির্ণীতার্থ বেদ নানারূপ।
তটস্থ লক্ষণ (১)আর লক্ষণ স্বরূপ ॥(২)
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এ সব উপায়ে।
নির্ণয় করেছেন যাহা কহিব তোমারে ॥

পঞ্চ মহাভুত বুদ্ধি মন অহঙ্কার।
আদিমা প্রকৃতি দশ বাহ্যেন্দ্রিয় আর ॥
জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ইচ্ছা দ্বেষ সুখ।
ইন্দ্রিয়-বিষয় ধৈর্য্য সংঘাত (১) ও দুঃখ ॥
ক্ষেত্রধর্ম্ম এই গুলি জানিলে অন্তরে।
বলিলাম ধনঞ্জয় তোমার গোচরে ॥
ইন্দ্রিয়-বিকারযুক্ত ক্ষেত্রের বিষয়।
বলিলাম তব পাশে ওহে ধনঞ্জয় ॥
অমানিতা দম্ভত্যাগ হিংসা-বিসর্জ্জন।
ক্ষান্তি শৌচ স্থৈর্য্য আর শরীর-সংযম ॥
সারল্য আচার্য্যসেবা নিরহঙ্কার।
বিষয়-বৈরাগ্য জন্ম জরা ব্যাধি আর ॥
মৃত্যু দুঃখ বারম্বার দোষানুদর্শন।
দারাসুত গৃহাদিতে আসক্তি বর্জ্জন ॥
ইষ্টে বা অনিষ্টে সদা সমান অন্তর।
আসক্তি বর্জ্জন আর ওহে বীরবর ॥
জনশূন্য স্থানে বাস বিরাগ সভায়।
একান্ত ভকতি আর সতত আমায় ॥
আত্মজ্ঞানে অনুরাগ তত্ত্ব-দরশন।
ইহারেই জ্ঞান বলে কুন্তীর নন্দন ॥
ইহা ভিন্ন আর সব জানিবে অজ্ঞান।
বলিনু জ্ঞানের কথা তব বিদ্যমান ॥
অধুনা জ্ঞেয়ের কথা করিব কীর্ত্তন।
ইহা জ্ঞাত হলে মুক্তি লভে নরগণ ॥
নির্ব্বিশেষরূপ যিনি অনাদি যে জন।
সেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় বস্তু ওহে মহাত্মন ॥
কিবা সৎ কি অসৎ কিছু তিনি নন।
সর্ব্বত্র বিরাজে তাঁর পবিত্র চরণ ॥
সর্ব্বত্র মস্তক তাঁর বদন নয়ন।
সর্ব্বত্র তাঁহার কর সর্ব্বত্র শ্রবণ ॥
ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গুণ তাঁ হতে প্রকাশ।
সর্ব্বলোক ব্যাপি আছে জগত-নিবাস ॥
অথচ ইন্দ্রিয়-হীন সেই ব্রহ্ম হন।
সঙ্গশূন্য গুণ-হীন ব্রহ্ম অনুক্ষণ ॥

---

(১) তটস্থ লক্ষণ—যাহা হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি হয়।

(২) লক্ষণ স্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপ লক্ষণ—যদ্দ্বারা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জ্ঞান করা যায়।

(১) সংঘাত—শরীর।

সকল বস্তুর হন তিনিই আধার।
গুণ-ভোক্তা (১) সেই ব্রহ্ম ওহে গুণাধার॥
সতত আছেন সর্ব্বভূতের অন্তরে।
বিরাজেন সদা সর্ব্বভূতের বাহিরে॥
বিজ্ঞেয় নহেন তিনি সূক্ষ্ম কারণ।
বিরাজেন চরাচরে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
অতিদূরবর্ত্তী তিনি কহিনু তোমারে।
অথচ নিকটে রন জানিবে অন্তরে॥
ভূতমাঝে অবিভক্ত জানিবে তাঁহায়।
অথচ বিভক্ত সম কহিনু তোমায়॥
ভূতগণে সদা তিনি করেন পালন।
প্রলয়ে সবারে তিনি করেন নিধন॥
নানাবিধ কার্য্যরূপে সৃষ্টির সময়ে।
উৎপন্ন হয়েন তিনি জানিবে হৃদয়ে॥
জ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ তিনি জ্ঞেয় আর জ্ঞান
জ্ঞানগম্য সর্ব্বহৃদে করে অবস্থান॥
অজ্ঞান আঁধার হতে তিনি স্বপ্রকাশ।
পরব্রহ্ম তিনি পার্থ জগত-নিবাস॥
ক্ষেত্র জ্ঞান জ্ঞেয় এই তিনের বিষয়।
বলিনু তোমার পাশে ওহে ধনঞ্জয়॥
এই সব জানি মম ভক্ত যত জন।
ব্রহ্মত্ব লাভের যোগ্য অবশ্যই হন॥
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে জানিবে অনাদি।
প্রকৃতি হইতে হয় সবার উৎপত্তি॥
সুখ দুঃখ মোহ আদি এই দেহ আর।
জন্মেছে প্রকৃতি হতে ইন্দ্রিয়-বিকার॥
শরীরের ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্ব-বিষয়ে।
প্রকৃতি কারণমাত্র জানিবে হৃদয়ে॥
সুখ দুঃখ ভোগ পার্থ এ সব বিষয়ে।
পুরুষ কারণমাত্র জানিবে হৃদয়ে॥
প্রকৃতিস্থ দেহে থাকি পুরুষ ধীমান।
তদুদ্ভব সুখ দুঃখ ভুঞ্জে মতিমান॥

সদসৎ যোনিমাঝে জনম ধারণ।
ইন্দ্রিয়-সংসর্গ হয় তাহার কারণ॥
শরীর মাঝারে জীব করে অবস্থান।
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ওহে মতিমান॥
কারণ সাক্ষীর তুল্য সেই জীব হন।
বিধানকারক তিনি ওহে মহাত্মন্॥
অনুগ্রহ-কর্ত্তা তিনি পালনের কর্ত্তা।
অন্তর্যামী মহেশ্বর সবাকার পাতা॥
এইরূপে যেই জন আপন অন্তরে।
প্রকৃতি-পুরুষ-গুণ জানিবারে পারে॥
মুক্তিলাভ হয় তাঁর নাহিক সংশয়।
কহিলাম তত্ত্বকথা ওহে ধনঞ্জয়॥
ধ্যানযোগে মন দ্বারা কোন কোন জন।
আত্মারে শরীর মাঝে করেন দর্শন॥
সাঙ্খ্যযোগে অন্য অন্য মানব নিকর।
আত্মারে দর্শন করে ওহে বীরবর॥
কেহ কেহ কর্ম্মযোগ করি অনুষ্ঠান।
আত্মারে দর্শন করে ওহে মতিমান॥
আত্মারে জানিতে নাহি পারি কোন জন
আচার্য্যের উপদেশ করিয়া শ্রবণ॥
উপাসনা করে সদা একান্ত অন্তরে।
মুক্তিলাভ করে তারা কহিনু তোমারে॥
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে ওহে মহাত্মন্।
জনমে জানিবে সব স্থাবর-জঙ্গম॥
সর্ব্বভূতে সমভাবে আছেন ঈশ্বর।
বিনষ্ট যদ্যপি হয় পদার্থ-নিকর॥
তথাপি তাঁহার নাশ কভু নাহি হয়।
তাঁহারে হেরিলে তারে বহুদর্শী কয়॥
সমভাবে সর্ব্বভূতে আছেন ঈশ্বর।
মনে মনে ইহা জানি যেই সব নর॥
অবিদ্যা আত্মারে কভু স্পর্শিবারে নারে।
এই সব বিবেচনা করয়ে অন্তরে॥
মুক্তিলাভ তাহাদের অবশ্যই হয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
আত্মা কোন কর্ম্ম নাহি করেন কখন।
প্রকৃতি হইতে হয় করম সাধন॥

(১) গুণভোক্তা অর্থাৎ সত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের পালক।

ইহা যিনি নিরীক্ষণ করেন অন্তরে।
প্রকৃত দর্শনকারী বলিবে তাঁহারে ॥
একমাত্র প্রকৃতিতে স্থিত ভূতগণ।
তাদের পৃথকভাব করিলে দর্শন ॥
তখন প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ ব্রহ্মেরে।
লাভ করে অবশ্যই কহিনু তোমারে ॥
অব্যয় পরম-আত্মা শরীর-মাঝারে।
সত্য বটে ওহে পার্থ অবস্থান করে ॥
অনাদিত্ব আর নির্গুণত্বের কারণ।
কিন্তু আত্মা কোন কর্ম্ম না করে কখন ॥
কর্ম্মফলে লিপ্ত আত্মা কভু নাহি হয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয় ॥
সকল পদার্থে আছে আকাশ যেমন।
কিন্তু লিপ্ত নহে উহা সূক্ষ্মত্ব কারণ ॥
সেইরূপ আত্মা দেহে করে অধিষ্ঠান।
তবু কিন্তু লিপ্ত নহে ওহে মতিমান ॥
একমাত্র দিবাকর উদিয়া যেমন।
জগৎ প্রকাশ করে ওহে মহাত্মন ॥
সেইরূপ আত্মা হতে ওহে ধনঞ্জয়।
সর্ব্বদেহ প্রকাশিত জানিবে নিশ্চয় ॥
জ্ঞানচক্ষুযোগে যারা আপন অন্তরে।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ দরশন করে ॥
ভৌতিক প্রকৃতি হতে মুক্তির উপায়।
পরিজ্ঞাত হন যাঁরা ওহে নররায় ॥
পরম মুকতি পায় সেই সব জন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অর্জ্জুনে সম্বোধি পুনঃ কহে ভগবান।
শুন শুন পুনঃ বলি ওহে মতিমান ॥
অনুত্তম জ্ঞান আমি করিব কীর্ত্তন।
যাহার প্রভাবে মুক্তি পায় ঋষিগণ ॥
এই জ্ঞান যদি কেহ করয়ে আশ্রয়।
আমার সাধর্ম্ম্য পায় নাহিক সংশয় ॥

সৃষ্টিকালে সেই পুনঃ না ধরে জনম।
কোন দুঃখ নাহি পায় প্রলয়ে সে জন ॥
মহদ্‌ব্রহ্ম নামে যেই প্রকৃতি আখ্যান।
গর্ভাধান স্থান উহা ওহে মতিমান ॥
সেই গর্ভে বিশ্ববীজ করি যে বপন।
তাহাতে সকল ভূত লভয়ে জনম ॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে ধনঞ্জয়।
সমস্ত যোনিতে জন্মে যেই মূর্ত্তিচয় ॥
সমস্তের যোনি হয় মহতী প্রকৃতি।
বীজপ্রদ পিতা আমি ওহে মহামতি ॥
প্রকৃতি-সম্ভব সত্ত্ব রজ তম আর।
তিন গুণ দেহ-মাঝে ওহে গুণাধার ॥
নির্ব্বিকার শরীরীর করিয়া আশ্রয়।
রহিয়াছে নিরন্তর ওহে ধনঞ্জয় ॥
তার মাঝে সত্ত্বগুণ অতি দীপ্তিমান।
উপদ্রব হীন উহা ওহে মতিমান ॥
এই হেতু সত্ত্বগুণ শরীরী নিকরে।
সুখী জ্ঞানী করে সদা জানিবে অন্তরে ॥
অনুরাগ সম হয় রজোগুণ আর।
তৃষ্ণা সঙ্গ হতে জন্ম জানিবে উহার ॥
রজোগুণবশে দেহী কর্ম্মে বদ্ধ রয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয় ॥
তমোগুণ জন্মে পার্থ অজ্ঞান হইতে।
মোহ উৎপাদন করে শরীরীর চিতে ॥
প্রমাদ আলস্য আর নিদ্রার আবেশে।
প্রাণীগণ বদ্ধ রহে তমোগুণবশে ॥
সত্ত্বগুণ হতে জীব সুখে মগ্ন রয়।
রজোগুণ কর্ম্মে বদ্ধ করয়ে নিশ্চয় ॥
তমোগুণে জ্ঞানরাশি করয়ে বিনাশ।
তোমার নিকটে পার্থ করিনু প্রকাশ ॥
রজ তম গুণদ্বয়ে করি পরাভব।
অবশেষে হয় পার্থ সত্ত্বের উদ্ভব ॥
পরাজয় করি সত্ত্ব তম দুই গুণে।
রজোগুণ ওহে পার্থ তবে ত জনমে ॥
রজঃ সত্ত্ব দুই গুণে করি পরাজয়।
তমোগুণ সমুদ্ভূত হয় ধনঞ্জয় ॥

সত্ত্বগুণ সংবর্দ্ধিত হয় সেই কালে।
এই দেহে সেই কালে ইন্দ্রিয়ের দ্বারে॥
জ্ঞানরূপে স্বপ্রকাশ জনমে তখন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥
রজোগুণ সংবর্দ্ধিত যেই কালে হয়।
লোভ আদি সেই কালে জনমে নিশ্চয়॥
প্রবৃত্তি অশম স্পৃহা কর্ম্মারম্ভ করে।
সেই কালে জন্মে পার্থ জানিবে অন্তরে॥
তমোগুণ বাড়ে যবে ওহে ধনঞ্জয়।
অপ্রবৃত্তি প্রমাদাদি আর মোহ হয়॥
বিবেক বিনাশ পায় জানিবে তখন।
কহিনু সকল কথা তোমার সদন॥
সত্ত্বগুণ সবিশেষ যবে বৃদ্ধি পায়।
সেই কালে যদি কেহ ত্যজে নিজ কায়॥
যে স্থান সেজন লভে করহ শ্রবণ।
হিরণ্যগর্ভেরে সেবে যেই নরগণ॥
সেই স্থানে যায় তারা ওহে মহামতি।
তাদৃশ অমল লোকে করয়ে সুগতি॥
রজোগুণ বাড়ে পার্থ জানিবে যখন।
সেই কালে দেহত্যাগ করে যেই জন॥
মনুষ্য-যোনিতে জন্ম সে জনের হয়।
কর্ম্মাসক্ত হয় সেই নাহিক সংশয়॥
তমোগুণ-বৃদ্ধিকালে যদি কেহ মরে।
পশ্বাদি জনম লভে কহিনু তোমারে॥
সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল অতীব বিমল।
জানিবে হে ধনঞ্জয় সুখের আকর॥
রাজস কর্ম্মের ফলে দুঃখমাত্র হয়।
তামস কর্ম্মের ফলে অজ্ঞান নিশ্চয়॥
রজ হতে লোভ জন্মে সত্ত্ব হতে জ্ঞান।
প্রমাদ জনমে তমোমোহেতে অজ্ঞান॥
সাত্ত্বিক যাহারা হয় ঊর্দ্ধলোকে যায়।
রাজসিক জনগণে মধ্যলোক পায়॥(১)
জঘন্য-আচারশালী তামসিক জন।
অধোগতি লভে তারা ওহে মহাত্মন॥

বিবেকী হইয়া পার্থ সমস্ত গুণেরে।
সর্ব্ব-কার্য্য-কর্ত্তা বলি যেই জন হেরে॥
গুণ হতে অতিরিক্ত নেহারে আত্মায়।
ব্রহ্মত্ব সে জন লভে কহিনু তোমায়॥
এই তিন গুণে জীব করি অতিক্রম।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ করিলে লঙ্ঘন॥
মুক্তি লাভ করে সেই নাহিক সংশয়।
বলিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে জনার্দ্দন॥
কোন্ চিহ্নে গুণত্রয় লঙ্ঘিবারে পারে।
অতিক্রম হয় কিম্বা কিরূপ আচারে॥
এই সব বিবরিয়া বলহ এখন।
তোমার চরণে মম এই নিবেদন॥
পার্থের বচন শুনি কহে গদাধর।
শুন শুন মম বাক্য ওহে গুণধর॥
প্রকাশ প্রবৃত্তি মোহ আপনা হইতে।
প্রবৃত্ত হইলে দ্বেষ নাহি যার চিতে॥
নিবৃত্ত হলেও বাঞ্ছা না করে যে জন।
উক্ত গুণাতীত হয় সেই সাধু জন॥
উদাসীন সম রহে যেই সাধু নর।
সুখ দুঃখে নহে যার চঞ্চল অন্তর॥
বিবেচনা করে যেই নিজ মনে মনে।
সর্ব্বগুণ রত আছে আপন করমে॥
আমার সংস্রব নাই তাহার সহিত।
হেন বুঝি ধৈর্য্য ধরে যে জন নিশ্চিত॥
সুখ দুঃখে সমজ্ঞান করে যেই জন।
আত্মনিষ্ঠ মহাবুদ্ধি যেই জন হন॥
পাষাণে কাঞ্চনে লোষ্ট্রে সমজ্ঞান করে
প্রিয়াপ্রিয় সমজ্ঞান যাহার অন্তরে॥
প্রশংসা অথবা নিন্দা সম করে জ্ঞান।
যাহার নিকটে সম মান অপমান॥
শত্রু পক্ষে মিত্র পক্ষে সমজ্ঞান করে।
সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী যিনি এ ভব-সংসারে॥
ত্রিগুণ অতীত হন সেই সাধু জন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥

(১) মধ্যলোক—মনুষ্যলোক।

মম সেবা করে যেই অতি ভক্তিভরে।
সে জন এ সব গুণ অতিক্রম করে॥
অবশেষে মুক্তিলাভ করে সেই জন।
নিশ্চয় জানিবে পার্থ আমার বচন॥
আমি ব্রহ্ম নিত্য মোক্ষ শাশ্বত ধরম।
অখণ্ড সুখের স্থান ওহে মহাত্মন॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পার্থেরে সম্বোধি পুনঃ কহে জনার্দ্দন।
সংসার হেরিছ যাহা পাণ্ডুর নন্দন॥
অশ্বত্থ বৃক্ষের সম জানিবে উহারে।
ঊর্দ্ধভাগে আছে মূল কহিনু তোমারে॥
অধোভাগে আছে শাখা হইয়া বিস্তার।
বেদ সব পত্ররূপ জানিবে উহার॥
এই বৃক্ষে জানিবারে পারে যেই জন।
বেদজ্ঞ তাঁহারে বলে শাস্ত্রের বচন॥
অধ ঊর্দ্ধে আছে সব শাখার বিস্তার।
সত্ত্বাদি গুণেতে বৃদ্ধি হতেছে উহার॥
রূপ রস আদি করি যতেক বিষয়।
সে শাখার পত্ররূপে আছে পরিচয়॥
ধর্ম্মরূপ মূল তার ওহে গুণাধার।
অধোভাগে নরলোকে হয়েছে বিস্তার॥
অনাদি অনন্ত বৃক্ষ নাহি তার রূপ।
বুঝা নাহি যায় তার স্থিতি কিবা রূপ॥
এই বদ্ধমূল বৃক্ষ ওহে মহাত্মন।
নির্ম্মমত্বরূপ অস্ত্রে করিয়া ছেদন॥
মূলভূত বস্তু তবে অন্বেষিতে হয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
যাহারে লভিলে পার্থ এ ভব সংসারে।
পুনরায় নাহি হয় আর আসিবারে॥
যাঁহা দ্বারা চিরন্তনী সংসার-প্রবৃত্তি।
বিস্তীর্ণ হয়েছে ভবে ওহে মহামতি॥
সেই আদি পুরুষের লভিনু শরণ।
ইহা বলি করিবেক তাঁরে অন্বেষণ॥

দারা-সুত গৃহাদিতে আসক্তি ত্যজিয়ে।
অভিমান মোহ নাহি হৃদয়ে রাখিয়ে॥
সুখ দুঃখ হতে মুক্ত হয়েছে যে জন।
অবিদ্যা-বিহীন হয় সেই বিচক্ষণ॥
আত্ম-জ্ঞান-সমন্বিত তাহারেই কয়।
কামনা-বিহীন সেই ওহে ধনঞ্জয়॥
অব্যয় পরম পদ পায় সেই জন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥
দিবাকর শশধর কিম্বা হুতাশন।
যারে প্রকাশিতে শক্ত কভু নাহি হন॥
নিবৃত্ত না হয় পুনঃ যাহারে পাইলে।
শাস্ত্রেতে পরম পদ তাহারেই বলে॥
এই জীবলোকে জীব যাহা সনাতন।
আমারই অংশ তাহা ওহে মহাত্মন॥
প্রকৃতিস্থ পঞ্চেন্দ্রিয়ে আরো যে মনেরে।
আকর্ষণ করে জীব কহিনু তোমারে॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
পুষ্পগন্ধ লয়ে যায় পবন যেমন॥
সেইরূপ জীব যবে দেহ লাভ করে।
অথবা বর্জ্জন করে পূর্ব্বের শরীরে॥
পূর্ব্বদেহ হতে লয়ে ইন্দ্রিয় তখন।
পুনঃ জীব অন্য দেহে করেন গমন॥
এই জীব চক্ষু কর্ণ জিহ্বা ত্বক, ঘ্রাণ।
মন আদি মধ্যে করি নিজ অধিষ্ঠান॥
শব্দাদি বিষয় সব উপভোগ করে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
দেহান্তরগামী কিম্বা দেহে অবস্থিত।
বিষয়ের ভোগী কিম্বা ইন্দ্রিয়াদি-যুত॥
এরূপ জীবেরে পার্থ করিতে দর্শন।
কভু না সক্ষম হয় মূঢ়মতিগণ॥
জ্ঞানচক্ষু মহাত্মারা দেখিবারে পারে।
অন্যের নাহিক সাধ্য কহিনু তোমারে।
যোগী জন হৃদি মাঝে করিয়া যতন।
দেহস্থিত জীবে সদা করে দরশন॥
অবিশুদ্ধচিত্ত যারা ওহে নররায়।
তাহারা কদাচ তাঁরে দেখিতে না পায়।

এই যে হেরিছ পার্থ জগত সংসার।
বিকাশী ভাস্কর চন্দ্র হুতাশন আর॥
মম তেজে তেজীয়ান্ জানিবে সকলে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
রজোবলে ভূমণ্ডলে পশি নরবর।
ভূতগণে ধরিতেছি আমি নিরন্তর।
রসাত্মক চন্দ্ররূপে ওষধি-নিকরে।
করিতেছি হৃষ্টপুষ্ট কহিনু তোমারে॥
শুন পার্থ এই আমি জঠরাগ্নি হয়ে।
প্রাণাপান বায়ু সহ দেহেতে পশিয়ে॥
চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য পাক করি নিরন্তর।
কহিনু দেহের তত্ত্ব ওহে বীরবর॥
সবার হৃদয়ে আমি পশি সর্ব্বক্ষণ।
আমা হতে স্মৃতি জ্ঞান পায় সব জন॥
আমা হতে উভয়ের অভাব জনমে।
চারিবেদে বেদ্য আমি কহি তব স্থানে॥
বেদান্তের কর্ত্তা আমি বেদবক্তা আমি।
কহিলাম তব পাশে শুনহ ফাল্গুনি॥
দুইটী পুরুষ আছে জানে সর্ব্বজন।
একের অক্ষর নাম ক্ষর আর জন॥
সমস্ত ভূতেরে ক্ষর জানিবে অন্তরে।
কূটস্থে(১) অক্ষর বলে শাস্ত্রের বিচারে॥
ইহা ভিন্ন পরমাত্মা নামেতে অপর।
উত্তম পুরুষ এক আছে বীরবর॥
সে অব্যয় পরমাত্মা(২) ত্রিলোক মাঝারে।
প্রবেশ করিয়া রক্ষা করিছে সবারে॥
উভয় পুরুষ যাহা করিনু কীর্ত্তন।
ক্ষরাক্ষর বলি উহা পাণ্ডুর নন্দন॥
তাহা হতে অনুত্তম জানিবে আমারে।
উত্তম পুরুষ বলে এই হেতু মোরে॥
লোকমাঝে বলে মোরে পুরুষ উত্তম।
বেদ-মাঝে বলে তথা ওহে মহাত্মন॥

শুন শুন মম বাক্য ওহে ধনঞ্জয়।
যে জন হইয়া মোহ-রহিত-হৃদয়॥
উত্তম পুরুষ বলি আমারেই জানে।
সর্ব্ববেত্তা বলি সেই বিদিত ভুবনে॥
নানারূপে মোরে ভজে সেই সাধুজন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে বীরবর।
কহিনু পরম গুহ্য তোমার গোচর॥
ইহা পরিজ্ঞাত হলে ওহে ধনঞ্জয়।
বুদ্ধিমান্ কৃতকার্য্য সেই জন হয়॥

ষোড়শ অধ্যায়।

ভগবান্ কহে পুনঃ পাণ্ডুর কুমারে।
শুন শুন তত্ত্বকথা বলিব তোমারে॥
ষড়বিংশবিধ গুণ বিদিত ভুবন।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ॥
আত্মজ্ঞানে পরনিষ্ঠা স্বাধ্যায় অভয়।
চিত্তশুদ্ধি সত্য যজ্ঞ ওহে ধনঞ্জয়॥
আর্জব অহিংসা দম তপ আর দান।
ত্যাগ শান্তি দীনে দয়া ওহে মতিমান॥
অক্রোধ মৃদুতা পরনিন্দা-পরিহার।
তেজ ক্ষমা ধৃতি লজ্জা অচাপল্য আর॥
অলোভ অদ্রোহ শৌচ অভিমানত্যাগ।
এই সবে গুণ বলি ওহে মহাভাগ॥
দৈব-সম্পত্তিরে লক্ষ্য করিয়া যে জন।
এ ভব সংসারে করে জনম ধারণ॥
সেই জন করে এই গুণ অধিকার।
কহিনু নিগূঢ় কথা নিকটে তোমার॥
আসুর সম্পদ লক্ষ্য করিয়া যে জন।
ভবধামে ওহে পার্থ লভয়ে জনম॥
সেই জনে ঘেরে আসি দম্ভ অভিমান।
নিষ্ঠুরতা দর্প রোষ আর যে অজ্ঞান॥
মুক্তির কারণ হয় দৈবের সম্পদ।
আসুর সম্পদে সদা ঘটায় বিপদ॥

---

(১) কূটস্থ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ ভোক্তা।
(২) অর্থাৎ ঈশ্বর।

বন্ধের কারণ মাত্র জানিবে উহায়।
অতএব শুন পার্থ বলি যা তোমায় ॥
দৈবী সম্পত্তিরে লক্ষ্য করি বীরবর।
আসিয়াছ তুমি পার্থ অবনী ভিতর ॥
অতএব শোক করা উচিত না হয়।
কহিনু পরম তত্ত্ব ওহে ধনঞ্জয় ॥
ইহলোকে ভুত আছে দ্বিবিধ প্রকার।
দৈব ও আসুর নামে ওহে গুণাধার ॥
দৈবের বিষয় আমি করেছি বর্ণন।
অসুরগণের কথা করহ শ্রবণ ॥
আসুর স্বভাব পার্থ যাহাদের হয়।
শৌচ বা আচার নাই তাদের নিশ্চয় ॥
নাহি জানে তারা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি-বিষয়।
অধর্ম্মে নিবৃত্তি নাহি জানে ধনঞ্জয় ॥
সত্য আদি কিছুমাত্র তাহাদের নাই।
কহিলাম গূঢ় কথা এবে তব ঠাঁই ॥
উহারা অসত্য বলে জগত সংসারে।
স্বাভাবিক ভাবে কভু আপন অন্তরে ॥
ঈশ্বর-বিহীন বলে সেই সব জন।
কামজন্য বলে কভু ওহে মহাত্মন্ ॥
নর-নারী-জাত বিশ্বে চিন্তে মনে মনে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদনে ॥
এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি করিয়া আশ্রয়।
সেই সব অল্পবুদ্ধি মানব-নিচয় ॥
উগ্রকর্ম্মা হয় আর মলিন-অন্তর।
অমঙ্গলকারী হয় ওহে নরবর ॥
জগতের ক্ষয় হেতু তাদের জনম।
কহিলাম সার কথা তোমার সদন ॥
দুষ্পূর কামনা দম্ভ মদ অভিমান।
অবিশুদ্ধ ব্রত আদি ওহে মতিমান ॥
তাহারা এ সব করে সাদরে আশ্রয়।
মোহবশে দুরাগ্রহ লয় ধনঞ্জয় ॥
শূদ্র দেবগণে তারা আরাধনা করে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
অসীম চিন্তায় তারা রহে নিমগন।
কামভোগ পুরুষার্থ ভাবে অনুক্ষণ ॥
শত শত আশাপাশে সম্বদ্ধ হইয়ে।
কাম ক্রোধ আদি নিজ হৃদয়ে ধরিয়ে ॥
কামভোগ চরিতার্থ করিবার তরে।
অন্যায় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে ॥
মনে মনে করে তারা কতই চিন্তন।
"অদ্য মম লাভ হ'ল এই সব ধন ॥
মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে আমার।
এই ধন আছে মম ধনের ভাণ্ডার ॥
পুনঃ এত ধন মম হবে উপার্জ্জন।
আমা হতে এই শত্রু হয়েছে নিধন ॥
অপর শত্রুকে আমি করিব বিনাশ।
আমি ভোগী আমি সিদ্ধ জগতে প্রকাশ ॥
আমি সুখী বলবান্ আমিই ঈশ্বর।
আমি ধনী আমি মানী কুলীনপ্রবর ॥
আমার সদৃশ আর আছে কোন্ জন।
দীন জনে আমি দান করিব অর্পণ ॥
যাগাদি করিব আমি দেবের উদ্দেশে।
আমোদ করিব কত মনের হরিষে।"
এরূপ অজ্ঞানে মুগ্ধ রহে অনুক্ষণ।
সতত জনমে হৃদে কত চিত্তভ্রম ॥
মোহজালে সমাচ্ছন্ন রহে নিরন্তর।
কামভোগে রত রহে ওহে নরবর ॥
দারুণ নরকে শেষে নিমগন হয়।
দুর্গতি বিস্তর পায় নাহিক সংশয় ॥
নিজ হতে মানমদে প্রমত্ত হইয়ে।
সম্ভাবিত অহঙ্কৃত হইয়া হৃদয়ে ॥
দম্ভ সহ যজ্ঞ-আদি করে অনুষ্ঠান।
কিন্তু তাহা নামমাত্র ওহে মতিমান ॥
বল দর্প কাম ক্রোধ আর অহঙ্কার।
অসূয়া আশ্রয় করি' ওহে গুণাধার ॥
আপনার দেহে আর পরের শরীরে।
আমা প্রতি দ্বেষ তারা নিরন্তর করে ॥
আমি সেই দ্বেষ্টা ক্রূর নরাধমগণে।
আসুর-যোনিতে ফেলি সংসার-ভবনে ॥
বহু জন্ম সেই যোনি করিয়া ভ্রমণ।
তথাপি আমারে নাহি পায় মূঢ়জন ॥

ক্রমে ক্রমে নীচ যোনি লভয়ে নিশ্চয়।
কৃমি-কীট-আদি হয় ওহে ধনঞ্জয়॥
কাম ক্রোধ লোভ তিন নরকের দ্বার।
এ তিনে করিবে সাধু সদা পরিহার॥
মুক্তি অভিলাষ করে যেই সব জন।
এ তিনে সর্ব্বথা তারা করিবে বর্জ্জন॥
এ তিন হইতে যেবা পায় পরিত্রাণ।
সে জন নিজের করে মঙ্গল বিধান॥
দেহ-অন্তে মুক্তি লাভ করে সেই জন।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন॥
শাস্ত্রবিধি ত্যজি যেই রত স্বেচ্ছাচারে।
সিদ্ধি লাভ নাহি তার হয় কোন কালে॥
সুখলাভ সেই জন না করে কখন।
সুগতি তাহার নাহি হয় কদাচন॥
শাস্ত্রই প্রমাণ তব ওহে ধনঞ্জয়।
বিবেচহ কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাবিষয়॥
শাস্ত্রোক্ত করম জানি একান্ত অন্তরে।
সেইরূপ কার্য্য কর কহিনু তোমারে॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে কৃষ্ণে ওহে মহামতি।
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব ভারতী॥
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন।
ঘুচাও মনের ধন্দ ওহে জনার্দ্দন॥
যাহারা শাস্ত্রোক্ত বিধি করি পরিহার।
শ্রদ্ধা সহকারে করে যজ্ঞের আচার॥
সে শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী কিম্বা রাজসিকী হয়।
তামসিকী কিম্বা তাহা বল দয়াময়॥
পার্থের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সাদরে সম্বোধি কহে মধুর বচন॥
স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা হয় ত্রিবিধ প্রকার।
সাত্ত্বিকী রাজসী পার্থ তামসিকী আর॥
বিস্তারিয়া সেই সব করিব বর্ণন।
মন দিয়া শুন ওহে পাণ্ডব-ভূষণ॥

সত্ত্বগুণরূপা শ্রদ্ধা সকলের হয়।
পুরুষের সত্ত্বময় জান ধনঞ্জয়॥
তাহে শ্রদ্ধাবান্ পূর্ব্বে যে ছিল যেমন।
তদ্রূপ হবেন পরে শাস্ত্রের বচন॥
সাত্ত্বিকেরা দেবগণে সদা পূজা করে।
রাজসিক সেবে যক্ষ রাক্ষস নিকরে॥
ভূতপ্রেতে পূজা করে তামসিক জন।
সত্য সত্য ইহা পার্থ শাস্ত্রের বচন॥
কাম রাগ বল দম্ভ আর অহঙ্কার।
এই সবে মত্ত হয়ে যেই দুরাচার॥
লোক-ভয়াবহ তপ আচরণ করে।
তাহাদের কথা বলি তোমার গোচরে॥
সেই সব অবিবেকী দুরাচারগণ।
বৃথা উপবাস আদি করিয়া সাধন॥
শরীরস্থ ভূতগণে অতি ক্লিষ্ট করে।
অধিকন্তু দেয় কষ্ট অন্তস্থ আমারে॥
আসুর-স্বভাব তারা নাহিক সংশয়।
কহিলাম সার কথা ওহে ধনঞ্জয়॥
যজ্ঞ তপ দান পার্থ অথবা আহার।
সকলি ত্রিবিধ হয় জান সারোদ্ধার॥
সবিস্তার ভেদ আমি করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন ওহে কুন্তীর নন্দন॥
আয়ুস্কর বলকর উৎসাহ জনক।
আরোগ্যদ সুখপ্রদ রুচিপ্রবর্দ্ধক॥
রসযুক্ত স্নেহযুক্ত অতি মনোহর।
বহুদিন-স্থায়ী যাহা ওহে নরবর॥
হেন বস্তু সাত্ত্বিকের অতি প্রিয়তম।
সাত্ত্বিকেরা এই সব করেন ভোজন॥
অতি কটু অতি অম্ল অতীব লবণ।
অতি উষ্ণ অতি তীক্ষ্ণ ওহে মহাত্মন॥
অতি রুক্ষ অতি দাহী দুঃখশোককর।
ব্যাধির আকর যত পদার্থ নিকর॥
রাজসিক জনে ইহা করয়ে ভোজন।
তাহাদের এই সব অতি প্রিয়তম॥
অনেক ক্ষণের পক্ক রসহীন আর।
পর্য্যুষিত মন্দগন্ধ সে সব আহার॥

অপবিত্র ভোজ্য আর উচ্ছিষ্ট সকল।
তামস জনের প্রিয় ওহে গুণধর ॥
ফলাকাঙ্ক্ষা হৃদি হতে করি বিসর্জ্জন।
কর্ত্তব্য বোধেতে হয়ে ঐকান্তিক মন ॥
আবশ্যক যেই যজ্ঞ করে অনুষ্ঠান।
তাহাই সাত্ত্বিক বলি জানিবে ধীমান ॥
ফলের কামনা করি অন্তর মাঝারে।
মহত্ত্ব প্রকাশ হেতু অবনী ভিতরে ॥
যেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয় ধনঞ্জয়।
রাজসিক তার নাম শাস্ত্রে হেন কয় ॥
অসৃষ্টান্ন (১) বিধিহীন দক্ষিণাবিহীন।
শ্রদ্ধাশূন্য দানশূন্য যাহা মন্ত্রহীন ॥
তামসিক বলে পার্থ এ হেন যজ্ঞেরে।
ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা বলিনু তোমারে ॥
দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ জনের পূজন।
শুচিতা ঋজুতা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ ॥
অহিংসা এ সবে পার্থ জানিবে অন্তরে।
শারীর তপস্যা বলে শাস্ত্রের বিচারে ॥
সত্যবাক্য প্রিয়বাক্য হিতবাক্য আর।
উদ্বেগবিহীন বাক্য ওহে গুণাধার ॥
বেদাভ্যাস এই সবে জানিবে অন্তরে।
বাঙ্ময় তপস্যা বলে শাস্ত্রের বিচারে ॥
চিত্তের প্রসাদ আর মৌনাবলম্বন।
ভাবশুদ্ধি অক্রূরতা আত্মার দমন ॥
মানস তপস্যা পার্থ এই সবে বলে।
বলিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
ফলবাঞ্ছা হৃদি হতে করি বিসর্জ্জন।
শ্রদ্ধা সহ যেই তপ করে আচরণ ॥
সাত্ত্বিক তাহার নাম ওহে ধনঞ্জয়।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই তপ নাহিক সংশয় ॥
সৎকার অর্থলাভ দম্ভ আর মান।
এই সব হেতু যেই তপ-অনুষ্ঠান ॥
ক্ষণিক তপস্যা তাহা নাহিক সংশয়।
রাজসিক বলে তারে ওহে ধনঞ্জয় ॥
অবিবেককৃত যেই তপ আচরণ।
যেই তপ হয় আত্মা করিয়া পীড়ন ॥
অন্যের বিনাশ হেতু কিম্বা যাহা হয়।
তামসিক বলে তারে ওহে ধনঞ্জয় ॥
কর্ত্তব্য এ হেন জ্ঞান করিয়া অন্তরে।
দেশ কাল পাত্র আদি বিবেচনা করে ॥
প্রত্যুপকারেতে অক্ষমেরে যেই দান।
সাত্ত্বিক তাহারে বলে ওহে মতিমান ॥
স্বর্গাদি কামনা করি কষ্ট সহকারে।
প্রতি উপকার কিম্বা লভিবার তরে ॥
যেই দান করা যায় ওহে ধনঞ্জয়।
রাজসিক তার নাম শাস্ত্রে হেন কয় ॥
অবিশুদ্ধ স্থানে আর অনুচিত কালে।
সৎকার-রহিত আর অপাত্রের করে ॥
তিরস্কার সহ দান-যাহা করা যায়।
তামসিক বলে তারে ওহে নররায় ॥
ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম জানিবে ধীমান।
ওঁ, তৎ, সৎ এই ত্রিবিধ আখ্যান ॥
এই তিন নামে ওহে কুন্তীর নন্দন।
বিপ্র বেদ যজ্ঞ তিন হয়েছে সৃজন ॥
এই হেতু ব্রহ্মবাদীগণের বিধানে।
যজ্ঞ দান তপ যাহা দেখহ নয়নে ॥
ওঁকার উচ্চারি সব হয় সম্পাদন।
শুনিলে নিগূঢ় কথা ওহে মহাত্মন ॥
মুক্তি বাঞ্ছা করে যারা এ ভব সংসারে।
ফলবাঞ্ছা নাহি রাখি হৃদয় মাঝারে ॥
নানাবিধ যজ্ঞ তপ দান অনুষ্ঠান।
সতত করেন তাঁরা ওহে মতিমান ॥
অস্তিত্ব সাধুত্ব আর মঙ্গল করমে।
সৎশব্দ প্রয়োগ হয় কহি তব স্থানে ॥
ঈশ্বর উদ্দেশে যজ্ঞে তপে আর দানে।
যেই সব কর্ম্ম হয় শুন অবধানে ॥
সৎশব্দ প্রয়োগ হয় জানিবে তাহায়।
কহিনু নিগূঢ় কথা কৌন্তেয় তোমায় ॥

---

(১) অসৃষ্টান্ন অর্থাৎ যে যজ্ঞে অন্নাদি ব্রাহ্মণাদি দ্বারা নিষ্পাদিত হয় নাই।

অশ্রদ্ধা সহিত যেই হোম তপ দান।
অথবা যে কোন কর্ম্ম হয় অনুষ্ঠান ॥
অসৎ তাহার নাম শাস্ত্রে হেন কয়।
ইহ পর উভলোকে সফল না হয় ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসে পুনঃ ওহে জনার্দ্দন।
মহাবাহো হৃষীকেশ কেশিনিসূদন ॥
সন্ন্যাসের তত্ত্ব আর ত্যাগের বিষয়।
সবিশেষ জানিবারে চাহি দয়াময় ॥
কৃপা করি সেই সব করহ কীর্ত্তন।
তুমি ভিন্ন আর মম নাহি কোন জন।
পার্থের এতেক বাক্য শুনি চক্রপাণি।
কহিলেন বলিতেছি শুনহ ফাল্গুনি ॥
কাম্যকর্ম্ম-ত্যাগ যাহা তাহাই সন্ন্যাস।
বিচক্ষণ জনে হেন করেন প্রকাশ ॥
সর্ব্বরূপ কর্ম্মফল-ত্যাগ যাহা হয়।
তাহারেই ত্যাগ বলে পণ্ডিত নিচয় ॥
হিংসাদি দোষের ন্যায় সকল করম।
করিবেক পরিত্যাগ কহে কোন জন ॥
যজ্ঞ দান তপ নাহি করিবেক ত্যাগ।
কেহ কেহ বলে ইহা ওহে মহাভাগ ॥
প্রকৃত ত্যাগের কথা শুন গুণাধার।
তামসাদি ভেদে ত্যাগ ত্রিবিধ প্রকার ॥
যজ্ঞ দান তপ নাহি ত্যজিবে কখন।
অবশ্য করিবে পার্থ সব আচরণ ॥
কেন না যজ্ঞাদি কার্য্য বিবেকী জনের।
পবিত্রতা সাধক হয় জানিবে চিত্তের ॥
আমার নিশ্চিত মত ওহে মহাত্মন।
আসক্তি করমফল করিয়া বর্জ্জন ॥
সতত করিবে এই সব অনুষ্ঠান।
কহিনু মনের কথা তব বিদ্যমান ॥
নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করা সমুচিত নয়।
মোহবশে যদি ত্যাগ করে ধনঞ্জয় ॥
তামস তাহারে বলে জানিবে ধীমান।
কহিনু নিগূঢ় কথা তব বিদ্যমান ॥
দুঃখের কারণ ভাবি ভীত হয়ে মনে।
শরীরের কষ্ট হবে এই সে কারণে ॥
কর্ম্ম-পরিত্যাগ যাহা ওহে ধনঞ্জয়।
রাজস তাহার নাম শাস্ত্রে হেন কয় ॥
রাজসিক ত্যাগী পার্থ হয় যেই জন।
ত্যাগফল নাহি লভে সে জন কখন ॥
আসক্তি করমফল করি বিসর্জ্জন।
কর্ত্তব্য জ্ঞানেতে মনে করিয়া চিন্তন।
যেই কার্য্য অনুষ্ঠান ওহে ধনঞ্জয়।
সাত্ত্বিক তাহার নাম শাস্ত্রে হেন কয় ॥
মেধাবী সংশয়হীন সত্ত্বগুণবান্।
হেন ত্যাগী যেই জন ওহে মতিমান ॥
দুঃখকর বিষয়েতে নাহি করে দ্বেষ।
সুখের বিষয়ে নাহি অনুরাগ-লেশ ॥
নিঃশেষে সকল কার্য্য করিবারে ত্যাগ।
কভু নাহি পারে দেহী ওহে মহাভাগ ॥
কিন্তু যিনি কর্ম্মফল করেন বর্জ্জন।
তাঁরে ত্যাগী বলা যায় ওহে মহাত্মন ॥
তিনরূপ ফল হয় ওহে মতিমান।
ইষ্টানিষ্ট মনুষ্যত্ব এ তিন আখ্যান ॥
ত্যাগী নাহি হন যাঁরা ওহে মহাত্মন।
দেহান্তে এ সব ফল তাঁরা প্রাপ্ত হন ॥
সন্ন্যাসীরা কভু উহা লভিবারে নারে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
শুন শুন মহাবাহো আমার বচন।
কর্ম্মসিদ্ধি বিষয়ের যে পঞ্চ কারণ ॥
বেদান্তসিদ্ধান্তে আছে যে পঞ্চ প্রকার।
মম মুখে শুন তাহা ওহে গুণাধার ॥
দেহ কর্ত্তা পৃথক্ বিধি পৃথক্ যতন।
দৈব এই পঞ্চবিধ শুনহ কারণ ॥
কায়মনোবাক্যে যাহা হয় অনুষ্ঠান।
ন্যায্যান্যায্য যাহা হোক ওহে মতিমান ॥
এ পাঁচ তাহার হেতু জানিবে সুজন।
বলিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন ॥

এরূপ কারণ স্থির হলে যেই জন।
অসঙ্গ আত্মার করে কর্তৃত্ব দর্শন ॥
সে দুর্ম্মতি সম্যক্‌দর্শী কভু নাহি হয়।
জানিবে নিশ্চয় ইহা ওহে ধনঞ্জয় ॥
যাঁর বুদ্ধি কভু নাহি কার্য্যে ব্যাপ্ত রয়।
আমি কর্ত্তা ইহা মনে কভু নাহি হয় ॥
সমস্ত লোকেরে নাশ করি সেই জন।
আপনি বিনাশ নাহি পায় কদাচন ॥
অধিকন্তু সেই জন্য সেই সাধুজন।
ফলভোগ নাহি করে ওহে মহাত্মন ॥
জ্ঞান জ্ঞেয় পরিজ্ঞাতা এ তিন কারণে।
প্রবর্ত্তিত হয় সদা কর্ম্ম সম্পাদনে ॥
কারণ করম কর্ত্তা এই তিন জন।
ক্রিয়ার আশ্রয় হয় ওহে মহাত্মন ॥
জ্ঞান কর্ম্ম কর্ত্তা তিন ওহে মহোদয়।
গুণভেদে প্রত্যেকেতে তিনরূপ হয় ॥
সাংখ্যশাস্ত্রে এইরূপ আছয়ে বর্ণন।
বলিতেছি তাহা পার্থ ওহে মহাত্মন ॥
যেই জ্ঞানে সাধুজন এ ভব সংসারে।
অব্যয় পরমাত্মতত্ত্ব নিরীক্ষণ করে ॥
সর্ব্বভুতে অবস্থিত করে দরশন।
সে জ্ঞানে সাত্ত্বিক বলে ওহে মহাত্মন ॥
পৃথক্ পৃথক্ বস্তু পৃথক্ প্রকারে।
যেই জ্ঞানে সর্ব্বভুতে জানিবারে পারে ॥
রাজসিক সেই জ্ঞান ওহে ধনঞ্জয়।
শাস্ত্রের বিচার ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
প্রতিমা আদিতে পূর্ণ আছেন ঈশ্বর।
অযথার্থ হেন জ্ঞান ওহে নরবর ॥
তামসিক বলে তারে শাস্ত্রের বিচারে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
অভিনিবেশবিহীন নিষ্কাম যে জন।
অনুরাগ দ্বেষ আদি করি বিসর্জ্জন ॥
যেই সব নিত্যকর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
সাত্ত্বিক তাহারে বলে ওহে মতিমান ॥
অহঙ্কারী যেই আর কামপরায়ণ।
বহু ক্লেশ করি করে কর্ম্ম আচরণ ॥

রাজসিক বলে তারে ওহে ধনঞ্জয়।
জানিবে নিশ্চয় পার্থ শাস্ত্রে হেন কয় ॥
ভাবী শুভাশুভ হিংসা আর বিত্তক্ষয়।
পৌরুষ ইত্যাদি নাহি ভাবি ধনঞ্জয় ॥
মোহবশে যেই কর্ম্ম হয় অনুষ্ঠান।
তামসিক বলে তারে ওহে মতিমান ॥
আসক্তি-বিহীন যিনি নাহি অহঙ্কার।
সিদ্ধি ও অসিদ্ধি দোঁহে নাহিক বিকার ॥
ধৈর্য্যবান্ সমুৎসাহী কর্ত্তা যেই জন।
সাত্ত্বিক তাহারে বলে ওহে মহাত্মন ॥
কর্ম্মফল-অভিলাষী সানুরাগমতি।
অশুচি হিংসক আর লোভন-প্রকৃতি ॥
হর্ষশোক-সমন্বিত কর্ত্তা যেই জন।
রাজসিক বলে তারে ওহে মহাত্মন ॥
উদ্ধত বিবেকশূন্য বিষাদ-অন্তর।
অযুক্ত অলস শঠ দীর্ঘসূত্রী নর ॥
পর-অপমান করে যেই দুরাচার।
তামসিক কর্ত্তা সেই ওহে গুণাধার ॥
শুন শুন ধনঞ্জয় বলিব তোমারে।
বুদ্ধি আর ধৈর্য্য দুই গুণ অনুসারে ॥
তিন রূপ হয় পার্থ কহিনু বচন।
বলিতেছি মন দিয়া করহ শ্রবণ ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কার্য্য অকার্য্য অভয়।
বন্ধ মোক্ষ ভয় আদি ওহে ধনঞ্জয় ॥
যাহা দ্বারা এই সব জানিবারে পারে।
সে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী বলি জানিবে অন্তরে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য যথার্থ প্রকারে।
যাহা দ্বারা ওহে পার্থ জানিবারে নারে ॥
সে বুদ্ধি রাজসী বলি জানিবে নিশ্চয়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে ধনঞ্জয় ॥
যেই বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন অজ্ঞান আঁধারে।
অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে প্রতিপন্ন করে ॥
সকল পদার্থে করে বিপরীত রূপ।
তামসিক বলে তারে জানিবে স্বরূপ ॥
চিত্ত-একাগ্রতা জন্য বিষয়-অন্তর।
যেই ধৃতি নাহি ধরে ওহে নরবর ॥

মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদয় ।
ধারণ করয়ে তাহা সাত্ত্বিকী নিশ্চয় ॥
ফলাকাঙ্ক্ষা করি ধর্ম্ম অর্থ আর কাম ।
যে ধৃতি ধারণ করে ওহে মতিমান ॥
রাজসী তাহার নাম জানিবে সুজন ।
শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মহাত্মন ॥
যেই ধৃতিবশে সব অবিবেকী নর ।
স্বপ্ন ভয় ত্যজিবারে নারে নরবর ॥
শোক দুঃখ গর্ব্ব ত্যাগে শক্ত নাহি হয় ।
সে ধৃতি তামসী বলি খ্যাত ধনঞ্জয় ॥
যে সুখ লভিলে হয় দুঃখ অবসান ।
অভ্যাসেতে যাহে রত হয় মতিমান ॥
তাদৃশ ত্রিবিধ সুখ করিব কীর্ত্তন ।
মন দিয়া শুন বলি ওহে মহাত্মন ॥
প্রথমে বিষের ন্যায় যেই সুখ হয় ।
পরিণামে সুধাতুল্য ওহে ধনঞ্জয় ॥
আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি যাহে মতিমান ।
প্রসন্ন হইয়া উঠে শুনহ ধীমান ॥
সাত্ত্বিক তাহার নাম জানিবে নিশ্চয় ।
শাস্ত্রের বচন বলিলাম ধনঞ্জয় ॥
বিষয় ইন্দ্রিয় এই দুয়ের যোগেতে ।
সুধা সম বোধ হয় যাহা প্রথমেতে ॥
পরিণামে বিষ সম যাহা বোধ হয় ।
রাজসিক সুখ তারে বলে ধনঞ্জয় ।
প্রথমে পশ্চাতে যাহা আত্মমোহকর ।
নিদ্রালস্য প্রমাদেতে জাত নরবর ॥
তামসিক বলে তারে শাস্ত্রের বিচারে ।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
পৃথিবী-মাঝারে কিম্বা অমর-ভবনে ।
ত্রিগুণবিহীন প্রাণী নাহি কোন স্থানে ॥
স্বভাবপ্রভব এই ত্রিবিধ গুণেতে ।
বিভক্ত হয়েছে কর্ম্ম মানবভূমিতে ॥
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র চারির করম ।
বিভক্ত হয়েছে পার্থ কহিনু বচন ॥
স্বাভাবিক কর্ম্ম যাহা ব্রাহ্মণের হয় ।
বলিতেছি শুন তাহা ওহে ধনঞ্জয় ॥

শম দম শৌচ ক্ষমা সরলতা জ্ঞান ।
আস্তিক অষ্টম আর জানিবে বিজ্ঞান ॥
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম যাহা করহ শ্রবণ ।
শৌর্য্য তেজ ধৃতি দান ঈশ্বর-চিন্তন ॥
সমরে ক্ষত্রিয় কভু বিমুখ না হবে ।
সর্ব্বত্র সকল কাজে দক্ষতা দেখাবে ॥
বৈশ্যের করম তিন জানি ধনঞ্জয় ।
কৃষি গোরক্ষণ আর বাণিজ্য নিশ্চয় ॥
একমাত্র পরিচর্য্যা শূদ্রের করম ।
বলিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন ॥
নিজ নিজ কর্ম্মে রত যেই জন রয় ।
সিদ্ধিলাভ করে সেই নাহিক সংশয় ॥
স্বকর্ম্ম নিরত ব্যক্তি ওহে মহাত্মন ।
যেরূপে লভেন সিদ্ধি করহ শ্রবণ ।
যেই অন্তর্যামী ঈশ হতে ধনঞ্জয় ।
সবার প্রবৃত্তি পার্থ হয়েছে উদয় ॥
যিনি ব্যাপ্ত সদা রন এ বিশ্ব-সংসারে ।
তাঁহারে পূজিয়া নর সিদ্ধি লাভ করে ॥
স্বকর্ম্মে তাঁহারে পূজা করিয়া সুজন ।
সিদ্ধি লাভ করে পার্থ শাস্ত্রের বচন ॥
অঙ্গহীন নিজ ধর্ম্ম বরং শ্রেষ্ঠ হয় ।
পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম নয় ॥
স্বভাববিহিত কার্য্য কৈলে অনুষ্ঠান ।
পাপভোগ নাহি হয় ওহে মতিমান ॥
স্বাভাবিক কর্ম্ম যদি দোষযুক্ত হয় ।
কভু না ত্যজিবে তাহা ওহে ধনঞ্জয় ॥
কেন না ধূমেতে ঢাকা অনল যেমন ।
দোষ দ্বারা ঢাকা রহে করম তেমন ॥
আসক্তি-বিহীন জিত-আত্মা যেই জন ।
স্পৃহাশূন্য যেই হয় ওহে মহাত্মন ॥
সন্ন্যাসের দ্বারা সেই ওহে ধনঞ্জয় ।
সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করে নাহিক সংশয় ॥
করম-নিবৃত্তিরূপ সর্ব্বশুদ্ধি পায় ।
কহিনু নিগূঢ় কথা কৌন্তেয় তোমায় ॥
সিদ্ধগণ যেইরূপে ব্রহ্মলাভ করে ।
বলিতেছি সেই জ্ঞান তোমার গোচরে ॥

সংক্ষেপে বলিব সেই জ্ঞানের বিষয়।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে ধনঞ্জয় ॥
শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত জন ধৈর্য্য সহকারে।
বুদ্ধিকে সংযত্ত করি আপন অন্তরে ॥
শব্দাদি বিষয় ভোগ করিয়া বর্জ্জন।
রাগ-দ্বেষ-শূন্য হবে ওহে মহাত্মন ॥
মিতাহারে শুদ্ধ স্থানে করি অবস্থিতি।
সংযত করিয়া কায় আর মনোবৃত্তি ॥
বৈরাগ্য আশ্রয় করি ওহে ধনঞ্জয়।
ধ্যান-যোগ অনুষ্ঠান করিবে নিশ্চয় ॥
কাম ক্রোধ পরিগ্রহ দর্প অহঙ্কার।
বল আদি তেয়াগিয়া ওহে গুণাধার ॥
মমতাবিহীন হয়ে শান্তভাব হলে।
ব্রহ্মে স্থিতি লভে সেই অতি অবহেলে ॥
ব্রহ্মে অবস্থিত হয় যেই সাধুজন।
প্রসন্ন অন্তর তার সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
লোভের বশগ সেই কভু নাহি হয়।
সর্ব্বভূতে সমভাব সদা তার রয় ॥
পরম ভকতি জন্মে আমার উপরে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে ॥
সেই ভক্তিবলে শেষে ওহে ধনঞ্জয়।
আমার স্বরূপ সেই পরিজ্ঞাত হয় ॥
সর্ব্বব্যাপকত্ব মোর জানিবারে পারে।
পরিণামে মোতে সেই সংপ্রবেশ করে ॥
আমারে আশ্রয় করি যেই সাধুজন।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে ওহে মহাত্মন ॥
আমার প্রসাদে সেই মহা সাধুবর।
অব্যয় শাশ্বত পদ লভে নরবর ॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
সর্ব্ব কর্ম্ম মমোপরে কর সমর্পণ ॥
বুদ্ধিযোগে বুদ্ধিযোগ করিয়া আশ্রয়।
আমাতে একান্ত রত হও ধনঞ্জয় ॥
নিরন্তর মোতে চিত্ত কর সমর্পণ।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার সদন ॥
আমাতে একান্ত রত হলে ধনঞ্জয় ॥
না রহিবে কভু তব দুঃখ সমুদয় ॥

মম অনুগ্রহে তুমি দুস্তর সংসারে।
সমুত্তীর্ণ হবে পার্থ কহিনু তোমারে ॥
কিন্তু যদি গর্ব্বভরে না শুন বচন।
অবশ্য বিনষ্ট হবে ওহে মহাত্মন ॥
অহঙ্কার-বশে যদি করে থাক স্থির।
যুদ্ধ না করিবে কভু শুনহ সুধীর ॥
তাহা হলে তব পক্ষে সকলি নিষ্ফল।
কেন না প্রকৃতিবশে ঘটিছে সমর ॥
শুন শুন কুন্তীসুত আমার বচন।
মোহবশে এবে নাহি করিতেছ রণ ॥
কিন্তু এক কথা বলি ওহে ধনঞ্জয়।
অবশ্য করিতে হবে নাহিক সংশয় ॥
ক্ষত্রিয়-সুলভ শৌর্য্য করিয়া স্মরণ।
অবশ্য পরেতে রণে হবে নিমগন ॥
দারুযন্ত্রে পুত্তলিকা করি আরোপণ।
সূত্রধার তারে যথা করায় ভ্রমণ ॥
ঈশ্বর তদ্রূপ রহি সবার হৃদয়ে।
মায়াবশে ফিরাতেছে ঘূরায়ে ঘূরায়ে ॥
এক্ষণ আমার বাক্য করহ ধারণ।
ঈশের স্মরণ লও ওহে মহাত্মন ॥
তাঁহার প্রসাদে তুমি ওহে ধনঞ্জয়।
নিত্য স্থান শান্তি আর লভিবে নিশ্চয়।
পরম জ্ঞানের কথা অতি গুহ্যতম।
করিনু তোমার পাশে সকলি কীর্ত্তন ॥
মনে মনে আলোচনা করিয়া সকল।
যাহা ইচ্ছা কর তাহা ওহে নরবর ॥
আমার একান্ত প্রিয় তুমি নররায়।
তোমার প্রীতির হেতু কহি পুনরায় ॥
হিতকর গুহ্য কথা করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া ওহে পার্থ করহ শ্রবণ ॥
চিত্ত সমর্পণ কর আমার উপর।
আমারে ভজনা কর ওহে নরবর ॥
আমার উদ্দেশে কর যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
ভক্তিভরে মোরে সদা করহ প্রণাম ॥
একান্ত আমার প্রিয় তুমি মহাত্মন।
আমারে লভিবে তুমি কহিনু বচন ॥

সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম করি বিসর্জ্জন।
একমাত্র মোরে তুমি করহ শরণ ॥
শোকাকুল নাহি হও ওহে ধনঞ্জয়।
সর্ব্বপাপে মুক্ত তোমা করিব নিশ্চয় ॥
শুন শুন ধনঞ্জয় আমার বচন।
গীতার্থ যে সব কথা করিনু কীর্ত্তন ॥
কভু নাহি প্রকাশিবে সবার গোচরে।
সতর্ক করিয়া পার্থ দিলাম তোমারে ॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম যেই নাহি করে অনুষ্ঠান।
ভক্তি নাহি যার হৃদে ওহে মতিমান ॥
অসূয়া প্রকাশ করে আমার উপরে।
কভু নাহি প্রকাশিবে তাহার গোচরে ॥
ভক্তিযুক্ত হয়ে যিনি ওহে ধনঞ্জয়।
ভক্তেরে শুনাবে এই গোপন বিষয় ॥
আমারে লভিবে সেই সাধু মহাজন।
কহিনু পরম তত্ত্ব তোমার সদন ॥
সেই জন মম প্রিয় অবনীমণ্ডলে।
তাহা হতে প্রিয় আর নাহি কোন স্থলে ॥
তাহা হতে প্রিয় নাহি হবে কোন জন।
বলিনু মনের কথা তোমার সদন ॥
তোমাতে আমাতে এই কথোপকথন।
ধর্ম্ম-অনুগত ইহা ওহে মহাত্মন ॥
যে জন পড়িবে ইহা অতি ভক্তিভরে।
মমপূজা হবে তাহে জানিবে অন্তরে ॥
জ্ঞানযজ্ঞে হবে তাহে আমার পূজন।
সত্য সত্য মম বাক্য ওহে মহাত্মন ॥
অসূয়া-বিহীন হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে।
যদি কেহ শুনে ইহা কহিনু তোমারে ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হবে সেই সাধুজন।
শুভলোকে যাবে সেই কহিনু বচন ॥
অশ্বমেধ আদি যারা করে অনুষ্ঠান।
অন্তিমে যে স্থানে তারা করয়ে পয়াণ ॥
সে স্থানে শুভগতি হইবে নিশ্চয়।
কহিনু তোমার পাশে ওহে ধনঞ্জয় ॥
বল দেখি ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসি তোমারে।
শুনিলে কি এই সব একান্ত অন্তরে ॥
অজ্ঞান-জনিত মোহ হ'ল কি বিনাশ।
মম পাশে তাহা পার্থ করহ প্রকাশ ॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সবিনয়ে কহে তাঁরে পাণ্ডুর নন্দন ॥
তোমার প্রসাদে দেব ওহে দয়াময়।
আত্মজ্ঞান লভিয়াছি নাহিক সংশয় ॥
মোহমাত্র নাহি আর আমার অন্তরে।
স্মৃতি লাভ করিয়াছি কহিনু তোমারে ॥
সমস্ত সন্দেহ মম হ'ল বিদূরণ।
তব উপদেশ আমি করিব পালন ॥
সঞ্জয় সম্বোধি তবে ধৃতরাষ্ট্রে কয়।
শুন শুন নরনাথ ওহে মহোদয় ॥
বাসুদেব অর্জ্জুনের এ হেন সংবাদ।
শুনিয়াছি নিজ কর্ণে ওহে নরনাথ ॥
অত্যদ্ভুত কথা সব ওহে নরবর।
শুনি পুলকিত হয় নর-কলেবর ॥
ব্যাসের প্রসাদে আমি কৃষ্ণের বদনে।
শুনিয়াছি গুহ্য কথা কহি তব স্থানে ॥
শুন শুন নরপতি আমার বচন।
অদ্ভুত পবিত্র কথা করিয়া স্মরণ ॥
মুহুর্মুহুঃ পুলকিত হতেছে শরীর।
সন্তুষ্ট হতেছি হৃদে ওহে নরবীর ॥
অধিক বলিব কিবা শুনহ রাজন।
শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ করিয়া স্মরণ ॥
বিস্মিত হতেছি আমি ওহে গুণাধার।
রোমাঞ্চিত হইতেছে দেহ বারম্বার ॥
আমার হৃদয়ে এই হয় অনুমান।
যে পক্ষে গাণ্ডীবী আছে ওহে মতিমান।
যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যিনি নিজে যোগেশ্বর।
রাজলক্ষ্মী সেই পক্ষে ওহে নরবর ॥
সত্য সত্য সেই পক্ষে বুঝেছি বিজয়।
সেই পক্ষে অভ্যুদয় জানিবে নিশ্চয় ॥
সেই পক্ষে নীতিলাভ শুনহ রাজন।
বলিনু মনের কথা তোমার সদন ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পূর্ণ।
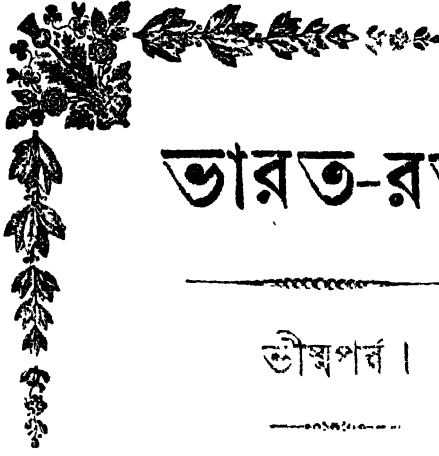
ভারত-রত্ন।

ভীষ্মপর্ব্ব।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধসজ্জা।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
উলূকের মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ ॥
কোন কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
কিবা কর্ম্ম করিলেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
কোন কোন বীর এল সংগ্রাম ভিতরে।
প্রত্যক্ষ বিশেষ করি বলহ আমারে ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন মহাশয়।
দূতমুখে বার্ত্তা শুনি ধর্ম্মের তনয় ॥
কৃষ্ণেরে কহেন হ'ল সমর সময়।
বিহিত ইহার যাহা কর মহাশয় ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন।
যাত্রা কর মহাশয় দিন শুভক্ষণ ॥
তখনি দিলেন আজ্ঞা রাজা যুধিষ্ঠির।
চল্লিশ সহস্র রাজা সাজে মহাবীর ॥
পাঁচ কোটি রথী সাজে ত্রিশকোটি হাতী।
ষষ্টি কোটি আসোয়ার অসংখ্য পদাতি ॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা পাণ্ডবের দলে।
সবে বিষ্ণুপরায়ণ মহাবল বলে ॥
সিংহনাদ শঙ্খধ্বনি বিবিধ বাজন।
নানা অস্ত্রে বীরগণ করিল সাজন ॥
শ্রীহরি করিয়া আগে পাণ্ডুর তনয়।
কুরুক্ষেত্রে চলে সবে করি জয় জয় ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে যত যোদ্ধাগণ।
পাঞ্চজন্য বাজান যে নিজে নারায়ণ ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া ধনঞ্জয়।
যুদ্ধ করিবারে যান সমরে দুর্জ্জয় ॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ সৈন্যের গর্জ্জন।
মহাঘোর শব্দে কাঁপে এ তিন ভুবন ॥
গদা হস্তে বৃকোদর আনন্দিত মন।
সহদেব ও নকুল সাজিল তখন ॥
দ্রুপদ শিখণ্ডী আর বিরাট নৃপতি।
জরাসন্ধসুত সহদেব মহামতি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান সাত্যকি দুর্জ্জয়।
শ্বেতশঙ্খ ও উত্তর বিরাটতনয় ॥
শূরসেন নৃপ আর কাশী মহাবল।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সমরে কুশল ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বিক্রমে বিশাল।
ইত্যাদি সাজিল রণে যত মহীপাল ॥
জয় জয় শব্দে বাদ্য বাজে কোলাহল।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডবের দল ॥
পূর্ব্বমুখ করি দাণ্ডাইল সেনাগণ।
যুধিষ্ঠির মহারাজ হরষিতমন ॥

দুঃশাসনে ডাকি তবে বলে দুর্য্যোধন।
যুদ্ধ করিবারে কর সৈন্যের সাজন ॥
সাজ সাজ বলে রাজা বিলম্ব না সহে।
মারিব পাণ্ডবগণে আনন্দেতে কহে ॥
দুঃশাসন বীর দিল কটকে ঘোষণা।
সাজ সাজ বলি ধ্বনি করে সর্ব্বজনা ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা বীর।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রফুল্ল শরীর ॥
বাহ্লীক শকুনি কৃতবর্ম্মা নরপতি।
ভগদত্ত শল্যরাজ মদ্র-অধিপতি ॥
বিন্দ আর অনুবিন্দ কর্ণ মহাবল।
শত ভাই কলিঙ্গ সে খ্যাত ভূমণ্ডল ॥
শ্বেতচ্ছত্র ধ্বজ আদি শোভে সারি সারি।
শত ভাই সহ সাজে কুরু-অধিকারী ॥
ছত্রধর চলে ষষ্টি সহস্র ভূপতি।
একৈক রাজার সঙ্গে সহস্রেক হাতী ॥
একৈক হাতীর সহ ঘোড়া শত শত।
শতেক ধানুকি এক ঘোড়া অনুগত ॥
একৈক ধানুকি সাতে দশ দশ ঢালী।
চরণে নূপুর শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
গজ বাজী রথধ্বজ পতাকা প্রচুর।
কুরুসৈন্য-সাজ দেখি কম্পে তিনপুর ॥
কৌরবের সৈন্যগণ মহাপরাক্রম।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ বিপক্ষের যম ॥
শঙ্খ ভেরী বাদ্য বাজে মহাকোলাহল।
ঢাক ঢোল শব্দে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
মহা আনন্দিত-মন যত কুরুগণ।
যুদ্ধ হেতু সর্ব্বজন করিল সাজন ॥
আচম্বিতে বায়ু বহে মহাশব্দ শুনি।
গিরিতে চাপিয়া যেন আইসে মেদিনী ॥
অকস্মাৎ মেঘ যেন বরিষে রুধির।
বিনা ঝড়ে খসি পড়ে দেউল প্রাচীর ॥
গর্দ্দভ প্রসবে গবী কুক্কুর শৃগাল।
ময়ূরে প্রসবে কাক ইন্দুরে বিড়াল ॥
নিরুৎসাহ অশ্বগণ কাঁপে ঘন ঘন।
নানা অমঙ্গল হয় না হয় বর্ণন ॥
ত্রিপদ দেখি যে পশু নাহি চারি পাদ।
পিছু দিকে মাথা করি করে ঘোর নাদ ॥
দণ্ড হস্তে শিশু সব যুঝে পরস্পর।
মহাঘোর নাদ শব্দ গগন উপর ॥
এক বৃক্ষে অন্য ফল অদ্ভুত কথন।
ক্ষণে ক্ষণে বসুমতী কাঁপে ঘন ঘন ॥
বিদুর দেখিয়া ইহা বিস্ময় মানিল।
ধৃতরাষ্ট্র স্থানে গিয়া সব নিবেদিল ॥
শুনিয়া আকুল হ'ল অন্ধ নরপতি।
নিরুৎসাহ হয়ে রাজা বসিলেন ক্ষিতি ॥
কুরুকুল ধ্বংস হেতু জানিয়া তখন।
আসিলেন তথা সত্যবতীর নন্দন ॥
দেখি সভাজন সবে পাদ্য অর্ঘ্য দিল।
চরণ বন্দিয়া অন্ধ স্তবন করিল ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন মুনি মহাশয়।
কারো বাক্য না শুনিল আমার তনয় ॥
যুদ্ধ আয়োজন করে দুষ্ট-মন্ত্রণায়।
অমঙ্গল দেখি ভয় জন্মিল তাহায় ॥
ব্যাসদেব বলে শুন ওহে মহাশয়।
কুরুকুল ক্ষয় হবে জানিহ নিশ্চয় ॥
কর্ম্ম অনুসারে জীব ভ্রময়ে সংসারে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥
পৃথিবীর যত ক্ষত্র একত্র হইল।
এই যুদ্ধে সর্ব্বজন নিশ্চয় মজিল ॥
ক্ষত্রবংশধ্বংস হেতু কৈল আয়োজন।
বৃথা শোক কর কেন তুমি বিচক্ষণ ॥
পুত্র তব শত আর যত নৃপচয়।
পরস্পর যুদ্ধ করি সবে হবে ক্ষয় ॥
যুদ্ধ দেখিবারে যদি বাঞ্ছা কর মনে।
দিব্য চক্ষু দিয়া যাব দেখহ নয়নে ॥
প্রণমিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কহে।
পুত্রবধ জ্ঞাতিবধ প্রাণে নাহি সহে ॥
তোমার প্রসাদে আমি শুনিব শ্রবণে।
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র পড়িল চরণে ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
রাজারে বলেন শুন আমার বচন ॥

দিব্য চক্ষে সঞ্জয় দেখিবে ত্রিভুবন।
দিবানিশি তব পাশে কবে বিবরণ ॥
ইহাতে শুনিবে যত যুদ্ধ-বিবরণ।
গৃহে বসি সর্ব্ব বার্ত্তা পাইবে রাজন ॥
যত অলক্ষণ এই দেখ মহাশয়।
দিবসেতে নক্ষত্রের হতেছে উদয় ॥
উদয়াস্ত প্রায় সূর্য্য গগনে বেষ্টিত।
বিনা মেঘে বরিষয়ে সঘনে শোণিত ॥
অগ্নিবর্ণ প্রায় দেখি সঘন আকাশ।
দিবসেতে ধূমকেতু হয়েছে প্রকাশ ॥
প্রতিস্রোত বহে নদী শোণিত সহিতে।
নির্ঘাত উলকাপাত পড়ে পৃথিবীতে ॥
পর্ব্বতশিখর খসে সাগর উথলে।
ভাঙ্গিয়া পড়িছে মহাবৃক্ষ স্থলে স্থলে ॥
এই সব অলক্ষণ শুনহ রাজন।
বংশনাশ হইবার এই সে কারণ ॥
এতেক বচন মুনি অন্ধেরে কহিয়া।
নিজ স্থানে গেলেন সঞ্জয়ে আজ্ঞা দিয়া ॥
ব্যাকুল হইয়া অন্ধ ভাবে মনে মন।
সৈন্যের সাজন করে রাজা দুর্য্যোধন ॥
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা রথী।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত যোদ্ধাপতি ॥
পিতামহ স্থানে সবে করিল গমন।
সেনাপতি রূপে ভীষ্মে করিল বরণ ॥
ভীষ্মে সেনাপতি করি রাজা দুর্য্যোধন।
জিনিব পাণ্ডবগণে ভাবে মনে মন ॥
তবে ভীষ্ম কহিলেন চাহি সর্ব্বজনে।
অন্যায় করিয়া যুদ্ধ না করি কখনে ॥
অস্ত্রহীনে কদাচিত না করি প্রহার।
শরণাগতেরে নাহি করিব সংহার ॥
এক সহ যুদ্ধ করি না মারিব আনে।
ত্রাসিত জনেরে নাহি মারিব কখনে ॥
শঙ্খ ভেরী বহে অস্ত্র যোগায় যে জন।
তাহারে না মারি দূতে না করি নিধন ॥
রথী রথী যুদ্ধ হবে পদাতি পদাতি।
গজে গজে অশ্বে অশ্বে এই যুদ্ধ নীতি ॥
সমানে সমানে যুদ্ধ না মারিবে হীনে।
আমার নিয়ম এই শুন সর্ব্বজনে ॥
ধর্ম্ম নিরূপণ করি করে শঙ্খধ্বনি।
নানা বাদ্য বাজে কিছু কর্ণে নাহি শুনি ॥
বাদ্য-কোলাহলে সবে হরষিত মন।
সৈন্য-কোলাহল শুনি কাঁপে দেবগণ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী চলিল সমরে।
ভীষ্ম তাহে সেনাপতি দুর্জ্জয় সংসারে ॥
মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী যে তিথি।
মঘা নামে নক্ষত্রেতে সাজে নরপতি ॥
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব প্রচণ্ড।
কুরুক্ষেত্রে রহে যুড়ি সব পূর্ব্বখণ্ড ॥
পাণ্ডববাহিনী সব বিষ্ণুপরায়ণ।
পূর্ব্বমুখে দাণ্ডাইল যুদ্ধের কারণ ॥
পশ্চিমমুখেতে রাজা কৌরব প্রধান।
মহাবল-পরাক্রম জগতে বাখান ॥
সর্ব্বসৈন্য আগে ভীষ্ম শান্তনুনন্দন।
দিব্য রথে আরোহণ হাতে শরাসন ॥
যুধিষ্ঠির ভূপতির বিস্ময় হইল।
ভীষ্মে সেনাপতি দেখি ভয় উপজিল ॥
লাগিল কহিতে কৃষ্ণে তবে ধর্ম্মরাজ।
ভীষ্ম সহ কে যুঝিবে সংসারের মাঝ ॥
যার যুদ্ধে ভৃগুরাম পায় পরাজয়।
তাঁর সহ কে যুঝিবে কহ মহাশয় ॥
দ্রোণাচার্য্য মহাবীর বিখ্যাত জগতে।
কোন বীর যুঝিবেক তাঁহার সহিতে ॥
অর্জ্জুন কহেন রাজা কর অবধান।
সংসারের ধাতা কর্ত্তা যেই ভগবান ॥
হেন জন হইলেন আমার সারথি।
ত্রিভুবনে কারে ভয় কর মহামতি ॥
নিরর্থক চিন্তা রাজা কর কি কারণ।
সর্ব্বত্র বিজয়কর্ত্তা সেই নারায়ণ ॥
হেন জন সহায়েতে ভয় কি কারণ।
নিশ্চয় হইবে জয় স্থির কর মন ॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির হৃদয়ে ভাবিয়া।
পদব্রজে চলিলেন রথ বিবর্জ্জিয়া ॥

পদব্রজে যান রাজা কুরুসৈন্য মাঝ।
দেখিয়া বিস্ময় মানে নৃপতি সমাজ॥
দেখি ভীমার্জ্জুন মনে করে মহারোষ।
কৃষ্ণেরে কহেন দোঁহে হয়ে অসন্তোষ॥
বিপক্ষগণের মধ্যে যান একেশ্বর।
কোন বুদ্ধি করিলেন ধর্ম্ম নৃপবর॥
পূর্ব্বে এই বুদ্ধিদোষে হারি রাজ্য ধন।
বনবাস-দুঃখ ভোগিলাম সর্ব্বজন॥
সেই বুদ্ধি আজি বুঝি উদয় হইল।
নতুবা ইহাতে কেন প্রবৃত্তি জন্মিল॥
শ্রীহরি কহেন ইথে কিছু নাহি ডর।
সত্ত্বগুণী ধর্ম্মপুত্র না জানেন পর॥
নিজ দল পর দল সকলি সমান।
সে কারণে একেশ্বর করেন প্রয়াণ॥
মনেতে সুযুক্তি তাহা করিয়া বিচার।
গমন করেন রাজা কর্ম্ম অনুসার॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
বন্দিলেন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপের চরণ॥
তুষ্ট হয়ে তিন জন আশীর্ব্বাদ করে।
রণজয়ী হও আর সংহার শত্রুরে॥
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক সত্বর।
তুষ্ট হয়ে তিন বীর দিল এই বর॥
ধর্ম্মরাজ বলেন যে আজ্ঞা হ'ল মোরে।
এ বাক্য অলঙ্ঘ্য সদা জানিবে সংসারে॥
নিজ পরাক্রম আমি কিছু নাহি জানি।
কিন্তু আশীর্ব্বাদে জয়ী হইব আপনি॥
এমাত্র ভরসা আজি হ'ল মম চিতে।
অবশ্য হইবে জয় সন্দেহ না ইথে॥
পূর্ব্বকথা নিবেদন চরণে তোমার।
করিল কপট পাশা বিখ্যাত সংসার॥
কপট করিয়া সব রাজ্য ধন নিল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাস মোরে দিল॥
বৎসর অজ্ঞাতে থাকি বঞ্চি মহাশয়।
এত ক্লেশ পেয়ে পুনঃ হইনু উদয়॥
রাজ্যের বিভাগ নাহি দিল দুর্য্যোধন।
পঞ্চ গ্রাম নাহি দিল কৈল যুদ্ধ পণ॥

সেই অনুক্রমে যুদ্ধ আয়োজন করে।
অসম্ভব দেখি আমি ভাবিত অন্তরে॥
মহাবল পিতামহ বিদিত সংসারে।
দেবাসুর যাঁর নামে সদা ডর করে॥
গুরু দ্রোণাচার্য্য নামে কাঁপে তিন পুর
সশস্ত্র থাকিলে যাঁরে নারে দেবাসুর॥
কৌরব পাণ্ডব সম তোমা সবাকার।
পক্ষাপক্ষ দেখি ভয় জন্মিল আমার॥
কোন বীর যুঝিবেক তোমা সবা সাথে
মম ভাগ্যে রাজ্য নাই জানিলাম ইথে
কিন্তু তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদ মূল।
অবশ্য পাইব এই যুদ্ধার্ণবে কূল॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি হয়ে তুষ্টমন।
ধন্যবাদ করি তবে কহে তিন জন॥
সাধু ধর্ম্মপুত্র তুমি ধর্ম্ম অবতার।
তোমার ধর্ম্মেতে ধন্য হইল সংসার॥
যেখানেতে ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ মহাশয়।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানিহ নিশ্চয়॥
ধর্ম্মবলে রাজ্য ভোগ শাস্ত্রে হেন কয়।
ধর্ম্মেতে থাকিলে তার সর্ব্বত্রেতে জয়॥
শত দ্রোণ শত ভীষ্ম আসে সুরপতি।
তথাপি ধর্ম্মেতে জয় শুন নরপতি॥
যাহার সহায় হরি ত্রিলোকের নাথ।
কাহার ক্ষমতা তারে করিতে নিপাত॥
তথা হতে নিবর্ত্তিয়া ধর্ম্মের কুমার।
নিজ দলে করিলেন হর্ষে আগুসার॥
ডাকিয়া বলেন রাজা শুনহ বচন।
এ সৈন্যের মধ্যে যেই ইচ্ছয়ে জীবন॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে গিয়া লউক আশ্রয়।
কোন স্থানে কোন কালে নাহি তার ভয়
শুনিয়া যুযুৎসু নিজ সৈন্যগণ লয়ে।
ধর্ম্ম আগে কহে বীর কৃতাঞ্জলি হয়ে॥
নিবেদন করি শুন ধর্ম্ম-অধিকারী।
শরণ লইনু মোরে দেখাও মুরারি॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুযুৎসুকে লয়ে।
কহিলেন গোবিন্দেরে বিনয় করিয়ে॥

যথা আমা পঞ্চ জনে স্নেহ কর হরি।
ততোধিক যুযুৎসুরে রাখ দয়া করি॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা স্থির কর মন।
সাবধান হও তুমি উপস্থিত রণ॥
যুযুৎসু চলিল যদি ধর্ম্মরাজ সাথ।
বার্ত্তা শুনি বিষাদিত হ'ল কুরুনাথ॥
রথ হতে নামি শীঘ্র অশ্বে আরোহিল।
ভীষ্মের নিকটে গিয়া সব নিবেদিল॥
কি মন্ত্রণা করি আসিলেক ধর্ম্মরাজ।
যুযুৎসুকে লয়ে গেল নিজ সৈন্য মাঝ॥
লক্ষ সেনা লয়ে গেল উপস্থিত রণে।
ইহার বিচার কেন না কর আপনে॥
শুনি ভীষ্ম দুর্য্যোধনে কহে বিবরণ।
আমা বন্দিবারে আসে ধর্ম্মের নন্দন॥
ধর্ম্মডাক ধর্ম্মরাজ সৈন্যমধ্যে দিল।
প্রাণেতে কাতর হয়ে শরণ পশিল॥
তাহার কারণ দুঃখ না কর রাজন।
সাবধান হও রাজা উপস্থিত রণ॥
মম পরাক্রম রাজা জান ভাল মতে।
সুরাসুর আসে যদি সমর করিতে॥
আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কভু না করিব।
হরির প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব॥
শুনিয়া হইল হৃষ্ট গান্ধারীতনয়।
পিতামহে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
এই যে উভয় সৈন্য একত্র মিলিল।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গণিত হইল॥
হেন কেহ ধনুর্দ্ধর আছে এ সংসারে।
এক রথে এই সৈন্য পারে জিনিবারে॥
ভীষ্ম বলে আমি যদি যুদ্ধে দেই মন।
এক দিনে দুই সৈন্য করি নিপাতন॥
দ্রোণাচার্য্য যদি করে ধরে ধনুর্ব্বাণ।
তিন দিনে দুই দল করে সমাধান॥
কর্ণ যদি প্রাণপণে করয়ে সমর।
পাঁচ দিনে দুই সৈন্য লয় যমঘর॥
দ্রোণপুত্র যদি রণে দেন নিজ মন।
তিন দণ্ডে দুই দলে নাশে সর্ব্বজন॥
যদ্যপি করয়ে মন ইন্দ্রের কুমার।
না লাগে নিমেষ করে সবার সংহারে॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা বিস্ময় মানিল।
পুনরপি পিতামহে কহিতে লাগিল॥
এমত অর্জ্জুন যদি জান মহাশয়।
কি প্রকারে হইবেক তাহার বিজয়॥

ভীষ্মদেবের দশ দিন যুদ্ধ করিতে
প্রতিজ্ঞা ও অর্জ্জুনের প্রতি
শ্রীকৃষ্ণের যোগ কথন।

ভীষ্ম কহিলেন তবে কৌরব ঈশ্বরে।
দশ দিন ভার মম হইল সমরে॥
নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যেরে নাশিব।
রথী দশ সহস্রেরে সংগ্রামে মারিব॥
অর্জ্জুন সহিতে যুদ্ধ শ্রীহরি সাক্ষাৎ।
রথী দশ সহস্রেক করিব নিপাত॥
শুনি দুর্য্যোধন হয়ে হরষিত মন।
নিজ রথে সৈন্য সাথে করে আরোহণ॥
দুই দলে যোদ্ধাগণ করে সিংহনাদ।
ঢাক ঢোল শঙ্খ বাজে জয় জয় বাদ॥
পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ভয়ানক ধ্বনি।
দুই করে ধরি কৃষ্ণ বাজান আপনি॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজায়েন ধনঞ্জয়।
পৌণ্ড্র শঙ্খ বাজায়েন ভীম মহাশয়॥
ভূপতি বাজান শঙ্খ অনন্তবিজয়।
মণিপুষ্প সহদেব নিনাদ করয়॥
বাজায় সুঘোষ শঙ্খ নকুল প্রচণ্ড।
শুনিয়া বিপক্ষ পক্ষ করে লণ্ডভণ্ড॥
দুই দলে কোলাহল হইল তুমুল।
দশদিক যুড়ি শব্দ জন্মিল অতুল॥
ধনুর্ব্বাণ ধরি বলে কৃষ্ণে ধনঞ্জয়।
নিবেদন শুন মম কৃষ্ণ মহাশয়॥
দুই দল মধ্যে রথ রাখহ ক্ষণেক।
যতেক বিপক্ষগণে দেখিব প্রত্যেক॥
কাহার সহিত রণ হইবে প্রথম।
কাহে কাহে যুদ্ধ হবে কেবা কার সম॥

দুই দল মধ্যে রথ রাখিলেন হরি।
একে একে ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি॥
সর্ব্ব অগ্রে পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
ভ্রাতৃ পুত্র পৌত্র দেখিলেন সমতুল॥
বন্ধুগণে দেখি পার্থ বিষাদিত মন।
অবশ হইল অঙ্গ মলিন বদন॥
শরীর রোমাঞ্চযুক্ত কাঁপে ঘনে ঘন।
হাতে হতে খসি তাঁর পড়ে শরাসন॥
সকরুণে কৃষ্ণ প্রতি কহে ধনঞ্জয়।
নিজ পরিবার বধ উচিত না হয়॥
দেখিলাম যত বন্ধু অমাত্য সকল।
ইহা সবা মারি রণে নাহি কোন ফল॥
বিফল জীবন মম বাঁচি কোন সুখ।
গুরু বন্ধু মারি শেষে দেখি কার মুখ॥
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম জীবন অসার।
কাহার নিমিত্তে করি বংশের সংহার॥
গোত্র বধে মহাপাপ হইবে নিশ্চয়।
রাজ্যলোভে কোন হেতু পাপের সঞ্চয়॥
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম বনবাসে যাব।
জ্ঞাতিনাশ বন্ধুনাশ সহিতে নারিব॥
এত বলি ধনঞ্জয় ত্যজি ধনুঃশর।
বিমুখ হইয়া বসিলেন রথোপর॥
কৃষ্ণ তাঁরে প্রবোধিয়া বলেন বচন।
কি কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম কর বিসর্জ্জন॥
অহঙ্কার করি আগে আসি যুদ্ধ স্থান।
সম্মুখ সমরে কেন ছাড় ধনুর্ব্বাণ॥
জ্ঞাতিবধ পাপ যদি ভাব ধনঞ্জয়।
কৌরব কহিবে পার্থ হইল সভয়॥
কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি।
সবারে সংহারি আমি আমি সব করি॥
কর্ম্ম অনুসারে লোক করে গতায়াত।
যাহার যেমন কর্ম্ম পায় সেই পথ॥
যেন বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য উপস্থান।
তেমন জানিহ তুমি সকল সমান॥
জীর্ণবস্ত্র ত্যজি যথা নব্য বস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চারে॥
শরীর বিনাশ হয় নহে জীবনাশ।
শুন কহি ধনঞ্জয় করিয়া প্রকাশ॥
যত সব বস্তু দেখ চতুর্দ্দশ লোকে।
সকল আমার মূর্ত্তি জানাই তোমাকে
সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি যে অশ্বত্থ।
নদী মধ্যে সুরধুনী কহিলাম তথ্য॥
ঋষি মধ্যে নারদ যে আমি মহাশয়।
মুনি মধ্যে কপিল যে মোর মূর্ত্তি হয়।
গজ মধ্যে ঐরাবত অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা।
নর মধ্যে নরপতি আমারে জানিবা॥
দেব মধ্যে দেবরাজ রুদ্রেতে কপালী।
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ দানবেতে বলী॥
নাগেতে অনন্ত নাগ আমারে জানিবে
গ্রহ মধ্যে দিনকর আমারে মানিবে॥
তেজোমধ্যে বৈশ্বানর আমার বিভুতি
পাণ্ডবের মধ্যে আমি তুমি মহামতি।
বর্ণমধ্যে দ্বিজ পর্ব্বতেতে হিমালয়।
ইত্যাদি অনন্ত আমি কুন্তীর তনয়॥
পৃথিবীর মধ্যে লোক যতেক জন্ময়।
আপনার কর্ম্মফলে সব হয় ক্ষয়॥
কর্ম্মফলে যাতায়াত করে সব জন।
যাহার যেমন কর্ম্ম পায় সে তেমন॥
কৃষ্ণার্জ্জুনে যোগ কথা অনেক হইল।
বাহুল্য কারণ সব নাহি লেখা গেল॥
নানাবিধ যোগ কৃষ্ণ কহেন অর্জ্জুনে।
তথাপি প্রবোধ নাহি মানে তাঁর মনে
তবে কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধনঞ্জয়।
মৃত সব সৈন্য এই জানিহ নিশ্চয়॥
নিমিত্ত মাত্রক হও সব্যসাচী তুমি।
সব সৈন্য দেখ বধ করিয়াছি আমি॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু তবে সত্য জানি।
আপন নয়নে যদি দেখি চক্রপাণি॥
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দিব্যচক্ষু অর্জ্জুনেরে।
অর্জ্জুন দেখেন বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে॥
মেঘ বর্ষ শীর্ষ তাঁর পরশে আকাশ।
রবি শশী দুই চক্ষু অতি সুপ্রকাশ॥

মুখ তাঁর বৈশ্বানর তারাগণ দন্ত ।
আশ্চর্য্য দেখেন পার্থ নাহি পান অন্ত ॥
ইন্দ্র দেবরাজ বাহু ব্রাহ্মণ হৃদয় ।
নাভি সিন্ধুসম তাঁর পৃষ্ঠে বসুময় ॥
দশ দিক্ জঙ্ঘা তাঁর পাতাল চরণ ।
শৈলগণ তাঁর অস্থি রোম তরুগণ ॥
মাংসরূপা ধরণীরে দেখে ধনঞ্জয় ।
দেখিয়া বিরাটরূপ মানেন বিস্ময় ॥
করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার ।
তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার ॥
সর্ব্ব সৈন্য মৃত তাহে দেখি ধনঞ্জয় ।
সলজ্জ সভয় চমৎকৃত অতিশয় ॥
স্তব করিলেন শেষে বিনয় করিয়া ।
আপন বৃত্তান্ত কৃষ্ণ কহ বিবরিয়া ॥
ত্রিদশের নাথ যিনি ব্যাপক সংসার ।
না পারি চিনিতে তাঁরে আমি পাপাচার ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা ।
আমি মূঢ় নর জাতি কি জানি মহিমা ॥
কহেন গোবিন্দ পার্থে করিয়া সান্ত্বন ।
প্রকাশিত কর চক্ষু ত্রাস কি কারণ ॥
চক্ষু মেলি ধনঞ্জয় সখারূপ দেখি ।
নিলেন ধনুক করে পরম কৌতুকী ॥
প্রবোধ পাইয়া পার্থ রণে দেন মন ।
ধনুর্ব্বাণ লয়ে তবে বসেন তখন ॥
তবে কৃষ্ণ কর্ণে দেখি বলেন সাদরে ।
ভীষ্ম দেখি সেনাপতি তোমা না আদরে ॥
এমত অবজ্ঞা কিহে তব প্রাণে সহে ।
উপেক্ষিল তোমা ইহা ক্ষত্রধর্ম্ম নহে ॥
পাণ্ডবের দলে এস বুঝি নিজ হিত ।
পাণ্ডবে অবশ্য তোমা করিবে পূজিত ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৈকর্ত্তন ।
দুর্য্যোধন কার্য্যে আমি করি প্রাণপণ ॥
গোবিন্দ যাবৎ কণ্ঠে রহিবে জীবন ।
দুর্য্যোধনে না ছাড়িব আমি কদাচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

প্রথম দিনের যুদ্ধ ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয় ।
সৈন্য-কোলাহল যেন সমুদ্র প্রলয় ॥
দুই দলে শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধ্বনি ।
আগু হইলেন যত রথী নৃপমণি ॥
অর্জ্জুনেরে বলিলেন দেব নারায়ণ ।
ভীষ্মের সহিতে তুমি কর আজি রণ ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন ।
অর্জ্জুন সম্মুখে আসে করিবারে রণ ॥
পিতামহে প্রণমিল তবে ধনঞ্জয় ।
কল্যাণ করেন ভীষ্ম বলি হৌক জয় ॥
রণসজ্জা-বিভূষিত দেখি ভীষ্মবীরে ।
বিজয় বিনয়ে তাঁরে জিজ্ঞাসেন ধীরে ॥
কোন হেতু যুদ্ধসজ্জা দেখি মহাশয় ।
তোমার সমান কুরু পাণ্ডুর তনয় ॥
দুর্য্যোধন সাহায্যেতে গেল তব মন ।
তুমি যুদ্ধ করিলে না করি নিবারণ ॥
ভীষ্ম বলিলেন পার্থ কহিলে প্রমাণ ।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন না করিব আন ॥
গোবিন্দেরে বলিলেন শান্তনুনন্দন ।
সারথি হইলে প্রভু ভক্তের কারণ ॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল ।
ত্রিদশ-ঈশ্বর যার সারথি হইল ॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম ধরে ধনুঃশর ।
দুই বাণ মারিলেন অর্জ্জুন উপর ॥
গাণ্ডীব লইয়া করে বীর ধনঞ্জয় ।
গাঙ্গেয়ের বাণ কাটি করিলেন ক্ষয় ॥
পুনঃ ভীষ্ম দশ অস্ত্র করিল সন্ধান ।
সেই অস্ত্র কাটিলেন ইন্দ্রের সন্তান ॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয় ।
দোঁহে অস্ত্র নিবারেন সমরে দুর্জ্জয় ॥
ভীমসেন সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন ।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত মহাপরাক্রম ॥
সাত্যকি সহিত কৃতবর্ম্মা করে রণ ।
সোমদত্ত সহ যুঝে বিরাটনন্দন ।

দ্রোণে ধৃষ্টদ্যুম্নে যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
কাশীরাজ সহ কৃপাচার্য্যের সমর॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন।
বিরাটের সহ ভূরিশ্রবা করে রণ॥
শশিবিন্দ সহ যুঝে শিখণ্ডী দুর্জ্জয়।
অলম্বুষ সহ যুঝে ভীমের তনয়॥
অভিমন্যু কর্ণে বাধে অতি মহারণ।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর মহাপরাক্রম॥
সহদেব দুর্ম্মুখেতে হ'ল বড় রণ।
আকাশ যুড়িয়া করে বাণ বরিষণ॥
দুঃশাসন নকুলেতে হ'ল ঘোর রণ।
বরিষার মেঘ যেন বরিষে সঘন॥
লজ্জা পায় দুঃশাসন নকুলের রণে।
ধ্বজ ছত্র কাটা গেল দেখে সর্ব্বজনে॥
মদ্ররাজ সহ যুঝে রাজা যুধিষ্ঠির।
দোঁহে বড় বীর্য্যবন্ত রণে অতি স্থির॥
শকুনি সহিত রণ করে চেকিতান।
শূরসেন কলিঙ্গেতে হইল সমান॥
শল্যরাজ এক বাণ করিল সন্ধান।
ধর্ম্মের হাতের ধনু করে খান খান॥
ধর্ম্মরাজ অন্য ধনু ধরিলেন করে।
থাক থাক বলি ব্যাপ্ত করিলেন শরে॥
অস্ত্রদ্বারা নিবারিল মদ্র-অধিকারী।
দোঁহে সমশর কেহ জিনিতে না পারি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুদ্ধ করে দ্রোণ বীর।
ধনুক কাটিয়া তাঁর ভেদিল শরীর॥
আর ধনু লয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন করে রণ।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ ঘোর-দরশন॥
সোমদত্ত সহ যুদ্ধ ধৃষ্টকেতু করে।
অন্ধকারময় সব উভয়ের শরে॥
এককালে ধৃষ্টকেতু নব বাণ মারে।
কবচ ভেদিয়া তাঁর বিন্ধিল শরীরে॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল।
দেব দানবের যুদ্ধ নহে সমতুল॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ রাক্ষসে ধাইল।
দৈত্যেরে মারিতে যেন দেবেন্দ্র আসিল॥
নব বাণ মারি তারে ঘটোৎকচ হাসে
মহাবীর অলম্বুষ ধায় মহারোষে॥
অস্ত্রাঘাতে দোঁহা অঙ্গে বহিল রুধির।
করয়ে রাক্ষসী মায়া নির্ভয় শরীর॥
ইলাবন্ত সহ যুদ্ধ অশ্বত্থামা করে।
দুই জনে অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তরে॥
সিন্ধুরাজ সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি।
শতাম্বুষ সহ যুঝে বিরাট-সন্ততি॥
সুদক্ষিণ সহ যুঝে সহদেবসুত।
দুই বীরে শরবৃষ্টি করেন অদ্ভুত॥
রথে রথে গজে গজে পদাতি পদাতি।
সমানে সমানে যুদ্ধ হয় ধর্ম্মনীতি॥
আসোয়ারে আসোয়ারে ধানুকি ধানুকি
যুঝয়ে সকল সৈন্য মনেতে কৌতুকী॥
পরিঘ পট্টিশ গদা ত্রিশূল তোমর।
মুদ্গার মুষল শেল বর্ষে নিরন্তর॥
দুই দলে নানা অস্ত্র পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
অস্ত্রে অন্ধকার কেহ না দেখে কাহাকে
মণিমন্ত সর্প যেন আকাশেতে ধায়।
উভয় সৈন্যের অস্ত্র সেইরূপে যায়॥
কনক রচিত নাগ আকাশে ভরিল।
যোদ্ধাগণ অস্ত্র সেইরূপ আবরিল॥
অস্ত্রবৃষ্টি দেখি কম্পমান দেবগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন॥
কর্দ্দম হইল রক্তে নদীস্রোত বয়।
সাগর উথলে যেন প্রলয় সময়॥
তবে অভিমন্যু বীর অর্জ্জুননন্দন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
কাটিয়া অনেক সৈন্য পাড়ে চারিভিতে
চঞ্চল হইল সব কৌরব-সৈন্যেতে॥
দেখিয়া রুষিল ভীষ্ম কুরু-সেনাপতি।
কৃপ শল্য বিবিংশতি দুর্ম্মুখ সংহতি॥
চোক শর মারি কাটি পাড়ে বহু বীর।
বাণাঘাতে পাণ্ডুসৈন্যে করিল অস্থির॥
অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহাবীর।
ধনুক ধরিয়া হাতে নির্ভয় শরীর॥

শল্যরাজ রথধ্বজ কাটে এক বাণে।
তিন বাণে কৃপের যে কাটে শরাসনে ।।
নয় বাণ বিন্ধিলেক দোঁহার শরীরে।
একবাণে বিন্ধিলেক কৃতবর্ম্মা বীরে ।।
পঞ্চ গোটা বাণ বিবিংশতিরে মারিল।
এক বাণে দুর্ম্মুখের কবচ ভেদিল ।।
রথধ্বজ কাটে সব মারি তীক্ষ্ণশর।
অশ্ব সহ সারথিরে নিল যমঘর ।।
কৃতবর্ম্মা কৃপ শল্য বরিষয়ে শর।
জলধর বর্ষে যেন পর্ব্বত উপর ।।
নিবারয়ে অভিমন্যু নির্ভয় শরীর।
ধনঞ্জয় সম রণে অতি বড় ধীর ।।
শরবৃষ্টি নিবারিয়া করে সিংহনাদ।
দেখি সব রথিগণ পাইল বিষাদ ।।
ভীষ্মকে মারিতে যত্ন অভিমন্যু করে।
নিবারয়ে ভীষ্ম বীর হাতে ধনুঃশরে ।।
কাটিয়া ভীষ্মের ধ্বজ ভূমিতে পাড়িল।
সৈন্য মধ্যে দেবগণ তাহে প্রশংসিল ।।
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল।
অভিমন্যু রথধ্বজ সারথি কাটিল ।।
দিব্য অস্ত্র নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে অর্জ্জুনতনয় ।।
তবে মহারথী সব লয়ে অস্ত্রগণ।
অভিমন্যু রক্ষা হেতু ধায় সর্ব্বজন ।।
ভীষ্মের উপরে করে বাণ বরিষণ।
নিবারয়ে সব অস্ত্র গঙ্গার নন্দন ।।
সব অস্ত্র নিবারিয়া সবারে বিন্ধিল।
পাণ্ডবের সেনাগণে জর্জর করিল ।।
ব্যাকুল পাণ্ডবসৈন্য রণে নহে স্থির।
দেখি রুষিলেন ধনঞ্জয় মহাবীর ।।
যেন দুই অগ্নি আসি একত্র মিলিল।
ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে মিশামিশি যুদ্ধ হ'ল ।।
ক্রোধে অগ্নিবাণ নিল গঙ্গার নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে পার্থ করেন বারণ ।।
হেনমতে দুইজনে মহাযুদ্ধ হ'ল।
বাহুল্য হেতুক তাহা লেখা নাহি গেল ।।

অতি ক্রোধে মহাবীর গঙ্গার নন্দন।
পরশুরামের অস্ত্র করিল ক্ষেপণ ।।
তিনলোক কম্পমান দেখি অস্ত্রবর।
দশ দিক্ অন্ধকার কাঁপে চরাচর ।।
দেখি হইলেন ব্যস্ত প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন কোমল বচন ।।
নিবারণ কর অস্ত্র হইল প্রলয়।
নহে সব সৈন্য আজি মরিল নিশ্চয় ।।
শুনি পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে কাটি করিলেন খান খান ।।
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
সাধু মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন ।।
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান।
বাণে নিবারিল তাহা শান্তনুসন্তান ।।
দুই জন দিব্য শিক্ষা মহাপরাক্রম।
কেহ কারে জিনিতে না পারে করি শ্রম ।।
দোঁহাকার ছিদ্র দোঁহে খুঁজিয়া বেড়ায়।
না পায় সন্ধান দোঁহে সমরে দুর্জ্জয় ।।
হেনকালে ভীম মহাবিক্রম করিল।
অনেক কৌরব সৈন্য রণে বিনাশিল ।।
তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট মন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ ।।
বাণে বাণ নিবারিল বীর বৃকোদর।
প্রলয় হইল যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর ।।
ধনু ছাড়ি গদা ধরি করে সিংহধ্বনি।
চাহিয়া দেখেন তাহা অর্জ্জুন আপনি ।।
এই অবসর পেয়ে গঙ্গার কুমার।
রথি দশ সহস্রেরে করিল সংহার ।।
রথি মারি দর্প করি জয় শঙ্খ দিল।
প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল ।।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার স্থান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ।।

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহাশয়।
রণবেশ ছাড়ি সবে বসিল সভায় ।।

ভীষ্ম-পরাক্রম সবে বাখানে বিস্তর।
দশ সহস্র মহারথী নিল যমঘর ॥
না হয় নিমিষ পূর্ণ অবসর পায়।
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ গঙ্গার তনয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
বড়ই দুষ্কর পিতামহ সনে রণ ॥
মহাপরাক্রম বীর দুর্জ্জয় সংসারে।
দেবাসুর যার নামে সদা কাঁপে ডরে ॥
হেন বীর সহ আর কে করিবে রণ।
কিরূপে হইবে জয় কহ নারায়ণ ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা নাহি মনে।
কালি সেনাপতি কর বিরাটনন্দনে ॥
অর্জ্জুন করিবে কুরুসৈন্যের সংহার।
শুনিয়া বিস্মিত অতি ধর্ম্মের কুমার ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন।
ইহাতে বিস্ময় নাহি করিও কখন ॥
এতেক বলিয়া হরি বুঝাইল তাঁরে।
লাগিল কহিতে তবে বিরাট রাজারে ॥
কালি সেনাপতি কর শঙ্খ মহাবীরে।
কৌরবের সেনাগণে মারিবে অচিরে ॥
শুনিয়া বিরাট বড় সানন্দ হইল।
কৃতাঞ্জলি করি স্তব করিতে লাগিল ॥
মম পূর্ব্বজন্ম ভাগ্য না যায় কথন।
হেন যুদ্ধে সেনাপতি আমার নন্দন ॥
তবে রাজা শঙ্খে আনি অভিষেক করে।
আনন্দে পাণ্ডবগণ ভাসে সুখনীরে ॥
করযোড় করি বলে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর ॥
অনুগ্রহ করি মোরে কৈলে সেনাপতি।
ভীষ্ম সহ যুঝি হেন নাহিক সারথি ॥
সারথি অভাবে যুদ্ধ না হয় শোভন।
ইহার উপায় আজ্ঞা কর নারায়ণ ॥
তবে কৃষ্ণ সাত্যকিরে বলেন সত্বর।
আপনি সারথি হও শুন বীরবর ॥
শুনিয়া সাত্যকি বীর করিল স্বীকার।
প্রভাতে সমরে সবে করে আগুসার ॥

দুই দলে বাদ্য বাজে মহাকোলাহল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
দুই দল মিশামিশি হ'ল মহারণ।
কার শক্তি আছে হেন করিতে বর্ণন ॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
সেনাপতি শঙ্খে দেখি সবিস্ময় মন ॥
সিংহনাদ করি বীর করে শঙ্খধ্বনি।
ত্রিভুবন কম্পমান সেই শব্দ শুনি ॥
অগ্র হয়ে শঙ্খবীর সিংহনাদ করে।
সন্ধান পূরিল বাণ ভীষ্মের উপরে ॥
আকর্ণ টানিয়া ধনু এড়ে দশ বাণ।
অর্দ্ধপথে ভীষ্ম তাহা করে খান খান ॥
যত অস্ত্র এড়ে শঙ্খ কাটে ভীষ্মবীর।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শঙ্খের শরীর ॥
বাণাঘাতে বিরাটের পুত্র মূর্চ্ছা গেল।
সাত্যকি লইয়া রথ পশ্চাত করিল ॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নে হ'ল ঘোরতর রণ।
চমকিত হয়ে তবে দেখে সর্ব্বজন ॥
ধনঞ্জয় মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
সহস্র সহস্র সৈন্য করিল সংহার ॥
রথ গজ পদাতিক পড়ে সারি সারি।
যত মারিলেন সৈন্য কহিতে না পারি ॥
মহাকোলাহল হ'ল কৌরবের দলে।
প্রাণভয়ে যোদ্ধাগণ পলায় সকলে ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা বহু সৈন্য লয়ে।
অর্জ্জুন সম্মুখে গেল সাহস করিয়ে ॥
বাণবরিষণ করে অর্জ্জুন উপর।
বরিষা কালেতে যেন বর্ষে জলধর ॥
সহস্র সহস্র বীরগণ এককালে।
মুষল মুদ্গার শেল বর্ষে কুতূহলে ॥
দেখি পার্থ দিব্য অস্ত্র যুড়িয়া কার্ম্মুকে।
নিমেষে সবার অস্ত্র নিবারেন সুখে ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করেন ঘাতন ॥

অস্ত্রাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত হইয়া ।
পলাইল নীচবৎ সমর ত্যজিয়া ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন মহামার ।
সহস্র সহস্র রথী হইল সংহার ॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির ।
সৈন্যভঙ্গ দেখি তবে রুষে ভীষ্মবীর ॥
অর্জ্জুন সম্মুখে আসি ধনু অস্ত্র ধরি ।
কহিতে লাগিল বীর অহঙ্কার করি ॥
অসাক্ষাতে মারিলে যে মম বহু সেনা ।
সাক্ষাতে যুঝহ তবে জানি বীরপণা ॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র পূরিল সন্ধান ।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন ।
যেন জলধর ঘন করে বরিষণ ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারেন অর্জ্জুন প্রচণ্ড ।
বহু সৈন্য মারি বীর করে খণ্ড খণ্ড ॥
হেনমতে যুঝে দোঁহে নাহি দিশপাশ ।
না লয় নিমেষ দোঁহে না ছাড়ে নিশ্বাস ॥
ভীমসেন মহাবীর অতুল প্রতাপ ।
মারিয়া কৌরব সৈন্য করে একচাপ ॥
ভীমের প্রতাপে আর কেহ নহে স্থির ।
দেখিয়া রুষিল সূর্য্যপুত্র মহাবীর ॥
অতুল প্রতাপী দোহে মহাপরাক্রম ।
সংগ্রামে দুর্জ্জয় দোঁহে কেহ নহে কম ॥
অভিমন্যু অশ্বত্থামা দোঁহে হয় রণ ।
দোঁহে দোঁহা মারে অস্ত্র করি প্রাণপণ ॥
শল্যরাজে দেখি তবে সুবীর উত্তর ।
একবারে মারে ষাটি সহস্র তোমর ॥
কুজ্‌ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন হিমালয় ।
তাদৃশ প্রহারে অস্ত্র বিরাটতনয় ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে মদ্র-অধিপতি ।
সব অস্ত্র কাটি তার কাটিল সারথি ॥
রথধ্বজ কাটে আর চারি অশ্ববর ।
মুষলের ঘাতে তারে নিল যমঘর ॥
পড়িল উত্তর বীর বিরাটনন্দন ।
হাহাকার করে সবে যত যোদ্ধাগণ ॥

পুত্রের নিধন দেখি বিরাট নৃপতি ।
শল্যের সম্মুখে আসে অতি শীঘ্রগতি ॥
মুখামুখি দুই জন সমর হইল ।
দুই বৈশ্বানর যেন একত্র মিলিল ॥
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ ।
উভয়ে সমান যোদ্ধা সমান বিক্রম ॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষে যুদ্ধে নাহি ওর ।
রাক্ষসী মায়ায় করে অন্ধকার ঘোর ॥
কৃপ পাঞ্চালেতে যুদ্ধ অদ্ভুত কথন ।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ বরিষণ ॥
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে নিবারণ করে ।
দোঁহে সমশর কেহ পরাজিতে নারে ॥
হেনমতে দুই সৈন্যে মহা যুদ্ধ হয় ।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি যায় যমালয় ॥
রুষিলেক শঙ্খবীর সবার সাক্ষাত ।
কৌরবের বহু সেনা করিল নিপাত ॥
হইল কৌরব সৈন্যে মহাকোলাহল ।
দেখিয়া ধাইল তবে দ্রোণ মহাবল ॥
শঙ্খবীর প্রতি গুরু বলেন বচন ।
এত অহঙ্কার তোর বিরাটনন্দন ॥
নিঃসহায় পেয়ে সৈন্য মারিলে অনেক ।
সাক্ষাতে বুঝিব তব ক্ষমতা যতেক ॥
এতেক বলিয়া গুরু পূরিল সন্ধান ।
একবারে প্রহারিল দশগোটা বাণ ॥
মহাবেগে আসে শর গগন উপর ।
দেখিয়া ত্রাসিত হ'ল যতেক অমর ॥
বাণ দেখি শঙ্খবীর সন্ধান পূরিল ।
দ্রোণের যতেক শর কাটিয়া ফেলিল ॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল গুরু ক্রোধে হুতাশন ।
শঙ্খের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর ।
দ্রোণ রথধ্বজ কাটে মারি পঞ্চ শর ॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান ।
দ্রোণের ধনুক কাটি করে খান খান ॥
চক্ষু পালটিতে গুরু আর ধনু নিল ।
গুণ নাহি দিতে শঙ্খ কাটিয়া ফেলিল ॥

রথের সারথি কাটে আর চারি হয়।
আর রথে চড়ে তবে দ্রোণ মহাশয়॥
শঙ্খের বিক্রম দেখি কৌরবে বিষাদ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ ছাড়ে সিংহনাদ॥
লজ্জা পেয়ে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে হুতাশন।
ধনুক ধরিয়া বলে তর্জ্জন বচন॥
শিশু হয়ে কেন তোর এত অহঙ্কার।
তোমারে দেখাব এই বাণে যমদ্বার॥
এক অস্ত্র বিনা যদি অন্য অস্ত্র মারি।
দ্রোণাচার্য্য নাম তবে ব্যর্থ আমি ধরি॥
মন্ত্রে অভিষেক করি ব্রহ্ম-অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া গুরু সন্ধান করিল॥
তেজোময় অগ্নি-অস্ত্র পরশে আকাশ।
দেখি সব দেবগণ পাইল তরাস॥
যত যোদ্ধাগণ দেখি করে হাহাকার।
সাত্যকি বলয়ে শুন বিরাটকুমার॥
এ অস্ত্র কাটিতে তব না হইবে শক্তি।
অর্জ্জুন নিকটে যাই এই হয় যুক্তি॥
সাত্যকির প্রতি বলে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণেতে কাতর॥
সম্মুখ সংগ্রামে যদি হইবে নিধন।
সুরলোক প্রাপ্ত হবে না হয় খণ্ডন॥
মহাতেজে আসে বাণ অগ্নিজ্যোতির্ম্ময়।
দেখিয়া সাত্যকি বড় মনে পায় ভয়॥
শঙ্খেরে বলিল বাক্য লঙ্ঘন না কর।
পতঙ্গের প্রায় কেন মিছা জ্বলি মর॥
রথ লয়ে যাই চল অর্জ্জুন সাক্ষাতে।
তবে সে পাইবে রক্ষা এ মহা উৎপাতে॥
মহাক্রোধে বলে শঙ্খ বিরাটতনয়।
কি কারণে পলাইতে কহ মহাশয়॥
সেনাপতি করিলেন প্রভু নারায়ণ।
অপযশ রাখিব কি করি পলায়ন॥
এতেক বলিয়া বীর ধনু হাতে নিল।
ব্রহ্ম-অস্ত্র কাটিবারে সন্ধান পূরিল॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র তেজে বাণ ভস্ম হয়ে গেল।
দেবগণ হাহাকার আকাশে করিল॥
বড় অবিচার রণে করিলেন দ্রোণ।
শিশুর উপরে ব্রহ্ম-অস্ত্রের ক্ষেপণ॥
যেমন প্রলয় কালে আদিত্য প্রকাশে।
তাদৃশ অস্ত্রের তেজ গর্জ্জিয়া আইসে॥
দেখিয়া সাত্যকি ভয়ে রথ ফিরাইল।
লাফ দিয়া শঙ্খবীর ভূমিতে পড়িল॥
বুক পাতি রহে বীর হাতে ধনুঃশর।
ব্রহ্ম-অস্ত্র তেজে ভস্ম হ'ল কলেবর॥
শঙ্খে বিনাশিয়া অস্ত্র ফিরিয়া আসিল।
দেখি সব যোদ্ধাগণ আশ্চর্য্য মানিল॥
অর্জ্জুন ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
দোঁহে অতি শীঘ্রহস্ত মহাধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র ভীষ্ম খুঁজিয়া বেড়ায়।
তিল আধ অবসর কদাচ না পায়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র-তেজ যবে প্রত্যক্ষ হইল।
ক্ষণেক পার্থের দৃষ্টি তাহাতে পড়িল॥
এই অবসরে বীর শান্তনুনন্দন।
রথী দশ সহস্রেরে করিল নিধন॥
জয়শঙ্খ বাজাইল দিন অবসান।
দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ হ'ল সমাধান॥
কৌরব পাণ্ডব দলে যত যোদ্ধা বীর।
সবে চলি গেল তবে আপন শিবির॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

তৃতীয় দিনের যুদ্ধ।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ।
স্নানদান করি বসে নিজ সভামাঝ॥
সান্ত্বনা করেন বহু বিরাট রাজনে।
স্বর্গে গেল পুত্র তব শোক কি কারণে।
শোক ত্যজ মহারাজ স্থির কর মন।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু না হয় খণ্ডন॥
বিরাট বলিল মোর পূর্ব্ব পুণ্য ছিল।
তেঁই মম পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিল॥
সম্মুখ সংগ্রামে তুমি যত বীরগণ।
সুরলোকে গেল শেষে শোক অকারণ॥

তবে যুধিষ্ঠির রাজা করি যোড় হাত।
সবিনয়ে বলিলেন শ্রীহরি সাক্ষাৎ॥
দুই দিন যুদ্ধ হ'ল পিতামহ সনে।
রথী দশ সহস্রেরে মারিল যে রণে॥
প্রাণপণে রাখিবারে নারে ধনঞ্জয়।
কি প্রকারে সমরেতে হইবেক জয়॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা না করিহ ভয়।
পূর্ব্বে অরণ্যের কথা স্মর মহাশয়॥
কাম্যবনে আছিলাম আমা সবে যবে।
দুর্ব্বাসারে পাঠাইল পাপিষ্ঠ কৌরবে॥
তাঁর সঙ্গে শিষ্য ষাটি সহস্র আসিল।
নিশাযোগে আসি মুনি পারণ মাগিল॥
হইলাম ব্যস্ত সবে না দেখি উপায়।
ব্যাকুলা দ্রুপদসুতা স্মরে যদুরায়॥
দ্বারকায় আছিলেন প্রভু নারায়ণ।
দ্রৌপদী স্মরণ করে জানিয়া কারণ॥
ব্যস্ত হয়ে বনমালী চড়ি গরুড়েতে।
কাম্যবনে আসিলেন পাণ্ডবে তারিতে॥
ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে মাগেন ভোজন।
দ্রৌপদী বলিল কোথা পাব জনার্দ্দন॥
দশ দণ্ড রাত্রি পরে করিনু ভোজন।
আসিল তাহার পর মহা তপোধন॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কিছু নাহি ঘরে।
কাতর হইয়া আমি ডাকিনু তোমারে॥
আমা সবা ভাগ্যে তুমি ক্ষুধায় আকুল।
নিশ্চয় মজিল আজি পাণ্ডবের কুল॥
শ্রীহরি বলেন তুমি দেখ পাকস্থলী।
ক্ষুধায় অন্তর মম যাইতেছে জ্বলি॥
তবে কৃষ্ণা পাকস্থলী মধ্যে নিরীক্ষিয়া।
কণামাত্র পেয়ে শাক আসিল লইয়া॥
পদ্মহস্তে সমর্পণ করে যাজ্ঞসেনী।
খাইলেন মহানন্দে গোবিন্দ আপনি॥
তৃপ্তোস্মি বলিয়া ছাড়িলেন যে উদ্গার।
তাহাতে হইল তৃপ্ত সকল সংসার॥
সন্ধ্যা হেতু গিয়াছিল মহাতপোধন।
উদর পূরিয়া উঠে উদ্গার তখন॥
ভয় লজ্জা উপজিল পলাইল সবে।
এইরূপে সদা রক্ষা করেন পাণ্ডবে॥
সেই হরি এখনহ আমার সারথি।
অবশ্য হইবে জয় শুন নরপতি॥
অর্জ্জুন-বচনে রাজা প্রবোধ পাইয়ে।
বিভাবরী বঞ্চিলেন ভ্রাতৃগণে লয়ে॥
পরদিন প্রভাতেতে মিলিল দু-দল।
নানা বাদ্য বাজে বসুমতী টলমল॥
করিল গরুড়ব্যূহ রাজা কুরুবর।
অগ্রেতে রহিল ভীষ্ম সমরে তৎপর॥
দ্রোণাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চঞ্চু নিরমিল।
দুঃশাসন শল্য দুই পক্ষতি হইল॥
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুই বীরবর।
বক্ষদেশ রক্ষা হেতু হাতে ধনুঃশর॥
ভূরিশ্রবা নিবসিল বীর ভগদত্ত।
পশ্চাদ্দেশে রহিলেন বীর জয়দ্রথ॥
পৃষ্ঠে রাজা দুর্য্যোধন সোদর সহিত।
বিন্দ অনুবিন্দ বহু বীর সমন্বিত॥
বাম পাশে দুঃশাসন সমরে দুর্জ্জয়।
মগধ কলিঙ্গ সৈন্য দক্ষিণেতে রয়॥
পক্ষদেশে রহে বৃহদ্বল ধনুর্দ্ধর।
গরুড় সদৃশ ব্যূহ কৈল কুরুবর॥
প্রতিব্যূহ করিলেন পার্থ মহামতি।
অর্দ্ধচন্দ্র নামে ব্যূহ তাদৃশ আকৃতি॥
দক্ষিণভাগেতে রহে বীর বৃকোদর।
তার পাছে বিরাট দ্রুপদ ধনুর্দ্ধর॥
নীল নামে মহারাজ ধৃষ্টকেতু সনে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী রহে অনুক্রমে॥
মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকি সহিত।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বীর সমন্বিত॥
সম্মুখেতে রহিলেন বীর ধনঞ্জয়।
গোবিন্দ সারথি যাঁর সমরে দুর্জ্জয়॥
পরস্পর দুই দলে হ'ল হানাহানি।
সৈন্য-কোলাহলে কর্ণে কিছু নাহি শুনি॥
রথে রথে গজে গজে অশ্বে অশ্ববর।
পদাতি পদাতি রণ হাতে ধনুঃশর॥

নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে বিক্রমে বিশাল।
নারাচ ভূষুণ্ডী অর্দ্ধচন্দ্র ভিন্দিপাল ॥
নানা বাণ বরিষয় সমরে দুর্জ্জয়।
শোণিতে কর্দ্দম ভূমি দেখে লাগে ভয় ॥
অস্ত্রাঘাতে মহাশব্দ উঠিল গগনে।
বিনা মেঘে সৌদামিনী দেখি ঘনে ঘনে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য শকুনি বিকর্ণ।
ক্রোধে সব সেনাপতি যেমত সুপর্ণ ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবেশিল সংগ্রামের স্থল।
তাহা দেখি আগু হ'ল পাণ্ডবের দল ॥
ভীমসেন ঘটোৎকচ রাক্ষস দুর্জ্জয়।
সাত্যকি দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয় ॥
শর বর্ষে গগনেতে হ'ল অন্ধকার।
যত মহারথী রথে অস্ত্রের সঞ্চার ॥
ব্যূহ মধ্যে প্রবেশিল বীর ধনঞ্জয়।
হস্তিযূথ মধ্যে যেন সিংহ প্রবেশয় ॥
গাণ্ডীব কার্ম্মুক হাতে গোবিন্দ সারথি।
দেখিয়া বেড়িল তারে কুরুযোদ্ধাপতি ॥
সহস্র সহস্র বাণ চারি দিকে মারে।
যার যত পরাক্রম সেই অনুসারে ॥
পরিঘ তোমর গদা পরশু মুষল।
অর্জ্জুনে বেড়িয়া মারে যত কুরুবল ॥
গগনেতে বৃষ্টি যেন বর্ষে নিরন্তর।
সেই মত অস্ত্রবৃষ্টি অর্জ্জুন উপর ॥
শীঘ্রহস্তে ধনঞ্জয় নিবারেন বাণ।
আকাশে অমরগণ করেন ব্যাখ্যান ॥
সবাকার অস্ত্র কাটি পূরিয়া সন্ধান।
সবাকারে মারে বীর সুশাণিত বাণ ॥
অদ্ভুত বিচিত্র শিক্ষা খ্যাত তিন লোকে।
কাহারো না হয় শক্তি আসিতে সম্মুখে ॥
তবে মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন।
মারিলেন কত সৈন্য কে করে গণন ॥
অর্জ্জুন-সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়।
সম্মুখে যাহারে পান লন যমালয় ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সমরে প্রচণ্ড।
কৌরবের যোদ্ধাগণে করে লণ্ডভণ্ড ॥

রণেতে প্রবেশ করে সাত্যকি দুর্জ্জয়।
অনেক কৌরব সৈন্য করিলেক ক্ষয় ॥
তবেত সৌবল রাজা কুপিত হইল।
তর্জ্জন করিয়া সাত্যকিরে ডাক দিল ॥
মারিলে অনেক সৈন্য রণের ভিতর।
পড়িলে আমার হাতে যাবে যমঘর ॥
এতেক বলিয়া রাজা মারে পঞ্চবাণ।
সাত্যকির রথ কাটি করে খান খান ॥
বিরথ হইয়া বীর লজ্জা পায় রণে।
অভিমন্যু-রথে গিয়া চড়ে সেইক্ষণে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম দুই বীর অতি মহাবল।
যুধিষ্ঠির নৃপতির মারে বহু দল ॥
মাদ্রীপুত্র সহ যুঝে সুশর্ম্মা নৃপতি।
প্রাণপণে দোঁহে যুঝে নাহিক বিরতি ॥
দোঁহার উপরে দোঁহে অস্ত্রক্ষেপ করে।
দোঁহে নিবারয়ে তাহা কেহ কারে নারে।
দিব্য রথে আরোহিয়া রাজা দুর্য্যোধন
ভীমসেন বীর সহ আরম্ভিল রণ ॥
হাসে বীর বৃকোদর হাতে করি শর।
আকর্ণ পূরিয়া মারে রাজার উপর ॥
দেখি দুর্য্যোধন বাণ কাটি পাড়ে রণে।
পঞ্চগোটা বাণ পুনঃ মারে ভীমসেনে ॥
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা অক্লেশে কাটিল।
দুর্য্যোধনে বধিবারে দিব্য অস্ত্র নিল ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ পূরিল সন্ধান।
রথে পড়ে দুর্য্যোধন হইয়া অজ্ঞান ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
সৈন্যের বিনাশ করে ভীম মহারথী ॥
কৌরবের সেনাগণ পাইলেক ত্রাস।
নানা দিকে পলাইল ছাড়ি যুদ্ধ আশ ॥
কতক্ষণে দুর্য্যোধন পাইল চেতন।
সৈন্যগণে আশ্বাসিয়া বলে সেইক্ষণ ॥
যথায় করিছে রণ ভীষ্ম মহারথী।
তাঁহারে বলিতে লাগে তবে কুরুপতি ॥
তুমি হেন মহাযোদ্ধা ত্রিভুবনে জানি।
দ্রোণ গুরু মহাবীর জগতে বাখানি ॥

তোমা দোঁহা বিদ্যমানে সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পাণ্ডব পৌরুষ করে সবে দেখ রঙ্গ ॥
পাণ্ডবের অনুরোধে পরিহর রণ।
অনুমানে বুঝি চাহ আমার নিধন ॥
কটুবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ হয়ে মহামতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে রাজা প্রতি ॥
তোমারে দিলাম বহু হিত উপদেশ।
না শুনিলে কারো বাক্য মন্ত্রণা বিশেষ ॥
ইন্দ্র সহ দেবগণ যদি আসে রণে।
তথাপি জিনিতে নারে পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
বৃদ্ধকালে যত শক্তি আমার সম্ভব।
প্রাণপণে করি যুদ্ধ নিবারি পাণ্ডব ॥
রাজা হয়ে সৈন্যগণ রাখিতে নারিলে।
বৃদ্ধ জানি মোরে অনুযোগ কর ছলে ॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম সিংহনাদ করে।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া অস্ত্র নিল করে ॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর সমরে পশিল।
কালান্তক যম যেন সাক্ষাৎ হইল ॥
যুধিষ্ঠির-সৈন্য যত করে ঘোররণ।
সহিতে না পারে কেহ ভীষ্মের বিক্রম ॥
বড় বড় যোদ্ধাপতি সাহস করিল।
বাণবৃষ্টি করি সবে ভীষ্মে আবরিল ॥
সবাকার অস্ত্র কাটি গঙ্গার নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন ॥
সহস্র সহস্র সেনা বড় বড় বীর।
ভীষ্মের বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির ॥
বনে সিংহ দেখি যথা গজেন্দ্র পলায়।
পাণ্ডবের সৈন্য তথা রণ ছাড়ি ধায় ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি রুষে বীর ধনঞ্জয়।
ভীষ্মের সম্মুখে আসিলেন সুদুর্জ্জয় ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া গঙ্গাপুত্র তার পর।
নানা অস্ত্রবৃষ্টি করে অর্জ্জুন উপর ॥
রথ অশ্ব না দেখি না রথি ধনঞ্জয়।
দশদিক যুড়ি সব করে অস্ত্রময় ॥
দেখি সব পাণ্ডুদল পলায় তরাসে।
কৌরবের যোদ্ধাগণ আনন্দেতে ভাসে ॥
দিব্য অস্ত্র দিয়া তবে পার্থ মহামতি।
পিতামহ-অস্ত্র কাটিলেন শীঘ্রগতি ॥
অস্ত্র নিবারিয়া মারিলেন দশ বাণ।
ভীষ্মের কার্ম্মুক করিলেন খান খান ॥
অন্য ধনু নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়।
সেহ ধনু কাটিলেন পার্থ মহাশয় ॥
ভীষ্ম তাঁরে প্রশংসিল সাধু সাধু করি।
শরবৃষ্টি করে ভীষ্ম আর ধনু ধরি ॥
যেমন বরিষাকালে বরিষয় ঘনে।
ততোধিক শরবৃষ্টি করে ক্রোধমনে ॥
প্রাণপণে যুঝে বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
নিবারিতে না পারেন বড়ই দুষ্কর ॥
চোখ চোখ শর বিন্ধে পার্থের হৃদয়।
হীনবল হইলেন কুন্তীর তনয় ॥
বাসুদেবে বিন্ধে বীর চোখ চোখ বাণ।
হলেন কাতর তাহে দেব ভগবান ॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর করে উপহাস।
আপনি করহ যুদ্ধ দেব শ্রীনিবাস ॥
হলেন অর্জ্জুন রণে অতীব কাতর।
তাহাকে আশ্বাস করিলেন গদাধর ॥
কৃষ্ণের আশ্বাস বাক্যে পাইয়া সম্বিত
ধনঞ্জয় হইলেন কোপেতে পূর্ণিত ॥
বিন্ধেন সন্ধান পূরি ভীষ্মের শরীর।
দেখি ক্রোধ করিলেন ভীষ্ম মহাবীর ॥
বাণে বাণ নিবারিয়া করে শরজাল।
অন্ধকারময় দেখে দশ দিক্‌পাল ॥
নাহি দেখি কপিধ্বজ সারথি অর্জ্জুনে।
চমকিত হয়ে চাহে সব যোদ্ধাগণে ॥
তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্র অস্ত্র এড়ি শর করেন সংহার ॥
বাণ নিবারিয়া পুনঃ দিব্য অস্ত্র নিয়া।
রথধ্বজ কাটিলেন কবচ ভেদিয়া ॥
সারথির মুণ্ড করিলেন খণ্ড খণ্ড।
দেখি ভীষ্মদেব হইলেন লণ্ড ভণ্ড ॥
লজ্জিত হইয়া বীর নিল ধনুঃশর।
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে অর্জ্জুন উপর ॥

দিবা নিশি জ্ঞান নাহি সূর্য্যের প্রকাশ ।
দশদিক রুদ্ধ হ'ল না চলে বাতাস ॥
দেখি সব যোদ্ধাগণ করে হাহাকার ।
কাটিলেন সব অস্ত্র ইন্দ্রের কুমার ॥
ভারত সমুদ্র তুল্য কতেক লিখিব ।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত নহে পরাভব ॥
সমস্ত দিবস হেন রূপে যুদ্ধ হ'ল ।
বেলা অবসানে পার্থে ঘর্ম্ম উপজিল ॥
মুছিবার অবকাশ না পান অর্জ্জুন ।
টানেন আকর্ণ পূরি যবে ধনুগুর্ণ ॥
অস্ত্র সহ গুণ বীর টানিবার কালে ।
মুছিয়া ফেলেন ঘর্ম্ম যাহা ছিল ভালে ॥
সেই অবসরে ভীষ্ম গঙ্গার কুমার ।
রথী দশ সহস্রেক নিল যমদ্বার ॥
সিংহনাদ ছাড়ি জয়শঙ্খ বাজাইল ।
শুনি সব যোদ্ধাগণ নিরস্ত হইল ॥
তবে পার্থ জিজ্ঞাসেন চাহি নারায়ণ ।
পিতামহ সহ মম যুদ্ধ অনুক্ষণ ॥
নিশ্বাস ছাড়িতে কার নাহি অবসর ।
বাজাইল কেন শঙ্খ কহ দামোদর ॥
শ্রীহরি বলেন তুমি শুনহ কারণ ।
যুদ্ধকালে ঘর্ম্মজল মুছিলে যখন ॥
সেই অবকাশে ভীষ্ম মারে রথিগণ ।
জয়শঙ্খ বাজাইল তাহার কারণ ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন-মনে বিস্ময় হইল ।
নিজ দল বলে সব শিবিরে চলিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী ।
তৃতীয় দিনের যুদ্ধ সমাপন করি ॥
এ ভীষ্মপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব কথন ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজন ॥

চতুর্থ দিনের যুদ্ধ ।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির নৃপবর ।
বসিলেন সর্ব্বজন সভার ভিতর ॥
নানা কথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল ।
প্রভাতেতে দুই দল সাজন করিল ॥
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে করে কোলাহল ।
নানা বাদ্য বাজে যেন সমুদ্র কল্লোল ॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে ।
আসোয়ারে আসোয়ারে পদাতিক যুঝে ।
যে যার লইয়া অস্ত্র করে মহারণ ।
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে ঘন ॥
শঙ্খধ্বনি করি রথ চালান শ্রীহরি ।
ভীষ্মের সম্মুখে যান অতি ত্বরা করি ॥
দুই বীর দেখাদেখি সংগ্রাম হইল ।
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র সন্ধান পূরিল ॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে সমরে নিপুণ ।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর কেন নহে ঊন ॥
অযুত রথীর সঙ্গে সুশর্ম্মা নৃপতি ।
প্রবেশে পাণ্ডব দলে অতি শীঘ্রগতি ॥
শত শত রথীগণে করিল সংহার ।
শত শত মারে হস্তী অশ্ব কত আর ॥
সৈন্যের নিধন দেখি রোষে বৃকোদরে ।
রথ ত্যজি ধায় বীর গদা লয়ে করে ॥
দেখিয়া সুশর্ম্মা রাজা সন্ধান পূরিল ।
একবারে শতবাণ ভীমে প্রহারিল ॥
দশ সহস্রেক রথী সবে ধনুর্দ্ধর ।
দশ দশ অস্ত্র মারে ভীমের উপর ॥
একবারে লক্ষ শর লাগে ভীমসেনে ।
মহাক্রোধ উপজিয়া ধায় সেইক্ষণে ॥
দুই শত রথী মারে এক গদা ঘায় ।
আর দুই শত রথী মারিলেক পায় ॥
রথ সহ ধরি বহু বহু রথিগণ ।
আকাশ-মার্গেতে ফেলে পবননন্দন ॥
রথে রথ প্রহারিয়া মারে বহু জনে ।
গদাঘাতে সংহারিল বহু বীরগণে ॥
আথালি পাথালি বীর মারে গদাবাড়ি ।
রথী দশ সহস্রেক মারিল খেদাড়ি ॥
তবেত সুশর্ম্মা বীর নানা অস্ত্র মারে ।
গদা ফিরাইয়া বাণ সকলে সংহারে ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমসেন অতি বেগে ধায় ।
রথ অশ্ব সারথিরে মারে এক ঘায় ॥

লাফ দিয়া পলাইল সুশর্ম্মা নৃপতি।
দেখিয়া ধাইল দুর্য্যোধন নরপতি ॥
নানা অস্ত্র বরিষয়ে ভীমের উপর।
রথে চড়ি ধনু ধরে বীর বৃকোদর ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়ে অস্ত্রগণ।
দুর্য্যোধন যত অস্ত্র কাটে সেইক্ষণ ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা সমরে তৎপর।
ভীমের উপরে মারে দশগোটা শর ॥
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান।
পুনঃ দুর্য্যোধনে মারে দশ গোটা বাণ ॥
বাণে নিবারিল তাহা কৌরব প্রচণ্ড।
ভীমের ধনুক কাটি করে খণ্ড খণ্ড ॥
আর ধনু ধরে ভীম চক্ষুর নিমেষে।
বৃষ্টিধারাবত বাণ নির্ভয়ে বরিষে ॥
ধনু অস্ত্র কাটিল রথের চারি হয়।
একবাণে সারথিরে নিল যমালয় ॥
আর রথে চড়ে তবে কৌরব প্রধান।
ভীমের উপরে পুনঃ পূরিল সন্ধান ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে পবননন্দন।
দুর্য্যোধন নৃপতির কাটে শরাসন ॥
ধনু কাটা গেলে বীর পায় বড় লাজ।
পুনঃ আর ধনু লয় কুরুমহারাজ ॥
পুনঃ দুর্য্যোধন মারে যত অস্ত্রচয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা পবনতনয় ॥
রাজার সঙ্কট দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
রণে অবকাশ নাহি হইল অস্থির ॥
রাজগণে ডাকি বলে ওহে মহাশয়।
শীঘ্র যাহ বুঝি আজি হইল প্রলয় ॥
ভীম দুর্য্যোধনে হইতেছে ঘোর রণ।
মহাবল পরাক্রম পবননন্দন ॥
শুনিয়া ধাইল তবে যত যোদ্ধাগণ।
জয়দ্রথ ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা রাজন ॥
কৃপ শল্য দুঃশাসন দুর্ম্মুখ প্রভৃতি।
বর্ম্মসেন চিত্রসেন আর বিবিংশতি ॥
ভগদত্ত মহারাজ বিলম্ব না করে।
মহাগজে আরোহিয়া বেড়ে বৃকোদরে ॥

চারি দিকে আসি বেড়ে যত বীরগণে।
অন্ধকার করিলেক অস্ত্র বরিষণে ॥
মেঘে আচ্ছাদিল যেন দেব দিবাকরে।
শরজালে আবরিল বীর বৃকোদরে ॥
দেখি ভীম মহাবীর শীঘ্রহস্ত হ'ল।
সবাকার শরবৃষ্টি শরে নিবারিল ॥
সব অস্ত্র ব্যর্থ করি এড়ে অস্ত্রগণ।
একে একে সর্ব্বজনে করয়ে ঘাতন ॥
কাহার কাটিল রথ কার ধনুর্গুণ।
কাহার ধনুক কাটে কার কাটে তূণ ॥
কাহার কাটিয়া পাড়ে দন্ত দুই পাটী।
বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটী ॥
হস্ত পদ কাটি পাড়ে কোন কোন বীর।
অস্ত্রাঘাতে কোন জন উভে হ'ল চীর ॥
কৌরবের সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিল।
দেখি ভগদত্ত বীর সমরে কুপিল ॥
মহাগজরাজে চড়ি হাতে ধনুঃশর।
ভীমের উপরে ধায় অতি ক্রোধভর ॥
ভগদত্তে দেখি ভীম পূরিল সন্ধান।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোক চোক বাণ।
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল ভগদত্ত বীর।
চোখ চোখ বাণে বিন্ধে ভীমের শরীর ॥
বাণাঘাতে ভীমসেন অজ্ঞান হইল।
ভগদত্ত সিংহনাদ তখন করিল ॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পেয়ে উঠে মহাবীর।
ধনুঃশর নিল হাতে নির্ভয় শরীর ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ করয়ে সন্ধান।
ভগদত্ত নৃপতির কাটে ধনুখান ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গেতে ভেদিল।
নানা অস্ত্র মহাগজরাজে প্রহারিল ॥
অরুণ কিরণ যেন জলধর মাঝে।
তেমন রুধির পড়ে ধারে গজরাজে ॥
ভগদত্ত এড়িয়া দিলেক গজরাজ।
দেখিয়া হইল ব্যস্ত পাণ্ডব সমাজ ॥
বেগেতে আইসে গজ পৃথ্বী কাঁপে ভরে।
পাণ্ডবের সৈন্য ভাঙ্গে স্থির নহে ডরে।

দেখি ভীম মারিলেক মর্ম্মভেদী শর।
ভ্রূভঙ্গ নাহিক ভয়ানক গজবর॥
নানা অস্ত্র ভীমসেন গজেরে প্রহারে।
মহাবেগে ধায় গজ ভীমে মারিবারে॥
গজের বিক্রম দেখি ভগদত্ত বীর।
সিংহনাদ ছাড়ে মহা নির্ভয় শরীর॥
পিতার সঙ্কট দেখি হিড়িম্বানন্দন।
মহাক্রোধে অন্তরীক্ষে ধায় সেইক্ষণ॥
করিল রাক্ষসী মায়া অতি ভয়ঙ্কর।
ঐরাবতে চড়ি আসে সংগ্রাম ভিতর॥
আটগোটা হস্তী আর মহাভয়ঙ্কর।
তাহে আরোহণ করি আট নিশাচর॥
বজ্রহস্ত যথা শোভে দেব দেবরাজ।
লইয়া আসিল সঙ্গে দেবের সমাজ॥
মহাঘোর শব্দে সবে করিল গর্জ্জন।
দেখিয়া ত্রাসিত হ'ল সব কুরুগণ॥
এক কালে গজগণে টোয়াইয়া দিল।
কৌরবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল॥
মহাবল হস্তিগণ মদ গলে ধারে।
বড় বড় রথীগণে খেদাড়িয়া মারে॥
গজরাজে এড়ি দিল ঘটোৎকচ বীর।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ রণে নহে স্থির॥
কৌরবেরা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।
চতুরঙ্গদল সব চরণে মর্দ্দিল॥
ভগদত্ত-গজবর বড়ই প্রখর।
ঘটোৎকচ গজ সহ বাধিল সমর॥
শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি দন্তে হানাহানি।
নির্ঘাত চীৎকারশব্দে কর্ণে নাহি শুনি॥
ঐরাবত সম পরাক্রম গজবর।
দেখিয়া কম্পিত ভগদত্তের অন্তর॥
ভগদত্ত-গজ রণে কাতর হইল।
রণ ত্যজি গজরাজ ভয়ে পলাইল॥
অদ্ভুত রাক্ষসীমায়া না যায় কথন।
কুরুসৈন্য বিনাশিল ভীমের নন্দন॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি অলম্বুষ ধায়।
দেখা দেখি দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয়॥

দারুণ রাক্ষসীমায়া করয়ে প্রকাশ।
কভু থাকে রণভূমে কখন আকাশ॥
পর্ব্বত উপরে থাকি কভু অস্ত্র মারে।
অগ্নিরূপ হয়ে কভু সৈন্যেরে সংহারে।
হেন মতে দোঁহে মায়া করিয়া সঞ্চার
প্রাণপণে দুই জনে করে মহামার॥
বহুক্ষণ দুই দলে করে ঘোর রণ।
কার শক্তি কেমনে কে করিবে বর্ণন॥
অর্জ্জুন-ভীষ্মের যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
শূন্যমার্গে চমকিত যতেক অমর॥
সন্ধান করিয়া সাত বাণ কুন্তীসুত।
দুই বাণে রথধ্বজ কাটেন অদ্ভুত॥
আর দুই বাণে কাটিলেন ধনুর্গুণ।
আর তিন বাণ অঙ্গে করেন ঘাতন॥
শীঘ্রহস্তে ভীষ্মবীর গুণ চড়াইল।
নানা বাণবৃষ্টি পার্থ উপরে করিল॥
কৃষ্ণের শরীরে বীর মারে দশ বাণ।
হনূমানে কুড়ি বাণ করিল সন্ধান॥
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের শরীরে বাণ বিন্ধিল বিস্তর॥
পঞ্চ বাণ মারিলেন কুন্তীর কুমার।
সহস্র চরণ রথ পাছে গেল তাঁর॥
এই অবসরে পার্থ মারিলেন সেনা।
মারেন সহস্র রথী গজ অগণনা॥
তবে ভীষ্ম রথ সারি হয়ে অগ্রসর।
পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি করিছে উত্তর॥
মহাপরাক্রম করে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
এবে নিজ রথ রক্ষা কর দামোদর॥
এতেক বলিয়া বীর দিব্য অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া ভীষ্ম সন্ধান করিল॥
কপিধ্বজ রথ তাহে গোবিন্দ সারথি।
বাণেতে ত্রিপদ পার্থ করে মহামতি॥
সাধু সাধু বলি প্রশংসেন নারায়ণ।
তাহা শুনি জিজ্ঞাসেন কুন্তীর নন্দন॥
মম বাণে সহস্র চরণ রথ গেল।
মম রথ পিতামহ ত্রিপদ টানিল॥

কি কারণে সাধুবাদ দিলে নারায়ণ।
কৃপা করি কৃপানাথ কহ বিবরণ॥
হাসি কৃষ্ণ কহিলেন শুনহ ফাল্গুনি।
ভীষ্মরথ সারথি আর চারি অশ্ব গণি॥
ইহাতে সহস্র পদ করিলে চালন।
কপিধ্বজ রথের যে শুন বিবরণ॥
সুমেরু সদৃশ ধ্বজে বসে হনূমান।
রথ বেড়ি আছে যত দেবতা প্রধান॥
পর্ব্বত সদৃশ ভারি রথ ভয়ঙ্কর।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি আমি তাহার উপর॥
ইহাতে ত্রিপদ পাছু চলিল স্যন্দন।
সাধু সাধু মহাবীর গঙ্গার নন্দন॥
বিস্ময় মানেন শুনি কুন্তীর নন্দন।
ভীষ্ম রথী দশ সহস্র মারে সেইক্ষণ॥
জয়শঙ্খ বাজাইয়া রথ ফিরাইল।
আনন্দেতে কুরুগণ শিবিরে চলিল॥
পাণ্ডব নিবর্ত্তি রণে সহ যদুবীর।
সৈন্য সহ আসিলেন আপন শিবির॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রুপদরাজার প্রবোধ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কৃষ্ণ প্রতি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
পিতামহ-পরাক্রম অদ্ভুত কথন।
যুদ্ধেতে নাহিক জয় বুঝিনু কারণ॥
শুনিয়া দ্রুপদরাজা বুঝায় ধর্ম্মেরে।
পূর্ব্বকথা কেন রাজা না কর অন্তরে॥
শৈশবে একত্র বাস করিতে যখন।
বিরোধ করিত প্রায় ভীম দুর্য্যোধন॥
এ কারণ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণা করিয়া।
সবারে বারণাবতে দিল পাঠাইয়া॥
দুষ্ট মন্ত্রীসহ যুক্তি করি দুর্য্যোধন।
তথা এক জতুগৃহ করিল রচন॥
তোমা সবে রহিবারে দিল সে ভবন।
বহু সৈন্যগণ সহ রাখে পরোচন॥

ব্রাহ্মণ ভোজন দৈবযোগে সেই দিনে।
ব্যাধপত্নী এল এক অন্নের কারণে॥
তার সঙ্গে পঞ্চ পুত্র দেখি তব মাতা।
জিজ্ঞাসিল কহ সত্য কিবা তব কথা॥
কি নাম ধরয়ে তব পুত্র পঞ্চ জন।
কি নাম তোমার হেথা গতি কি কারণ।
ব্যাধপত্নী বলে দেবি নিবেদন করি।
পাণ্ডু-ব্যাধপত্নী আমি কুন্তী নাম ধরি॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম যে দ্বিতীয়।
চতুর্থ নকুল নাম অর্জ্জুন তৃতীয়॥
পঞ্চমের নাম সহদেব সে কোমল।
আমার বৃত্তান্ত দেবি শুনহ সকল॥
মৃগয়া করেন নিত্য নিত্য মোর স্বামী।
মাংস বেচি পেট মোরা ভরি সর্ব্ব প্রাণী।
স্বামী জাল লয়ে গেল মৃগয়া কারণ।
নাহি পায় মৃগ বহু করি অন্বেষণ॥
অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ আসে দুঃখমনে।
হেনকালে এক মৃগী দেখিল নয়নে॥
মৃগীর প্রসবকাল আসি উপস্থিত।
হেনকালে ব্যাধ তারে বেড়ে চারিভিত॥
এক দিকে অগ্নি দিল জাল আর দিগে।
আর দিকে শ্বান ছাড়ি দিল অতি বেগে।
আপনি সে ধনু ধরি অস্ত্র নিল হাতে।
ব্যাকুলা হইয়া মৃগী চাহে চতুর্ভিতে॥
চারিদিকে নিরখিয়া পথ না পাইল।
কাতর হইয়া মৃগী ভাবিতে লাগিল॥
হে শ্রীকৃষ্ণ আর্ত্তত্রাতা যাদবনন্দন।
এ মহাসঙ্কটে মোরে করহ রক্ষণ॥
তৃণ জল খাই কারো হিংসা নাহি জানি।
তবে কেন ব্যাধ মোরে বধয়ে অমনি॥
এইরূপে মৃগী প্রাণে কাতর হইয়া।
রক্ষা কর জগন্নাথ বলিল ডাকিয়া॥
শুনি নারায়ণ হয়ে সদয়-হৃদয়।
মেঘে আজ্ঞা দিলে মেঘ জল বরিষয়॥
অগ্নি নিবাইল জাল উড়িল বাতাসে।
অকস্মাৎ আসি ব্যাঘ্র শ্বানেরে বিনাশে।

ব্যাধ-শিরে সেই কালে হ'ল বজ্রাঘাত।
চরিদিকে মুক্ত তারে করেন শ্রীনাথ ।।
ব্যাধের মরণে সবে অনাথ হইনু।
অন্ন হেতু দেবি তব সদনে আসিনু ।।
শুনিয়া সকল বাক্য ভোজের নন্দিনী।
দয়া উপজিয়া তারে দিল অন্ন পানী ।।
উদর পূরিয়া অন্ন খায় ছয় জন।
সেই ঘরে রহে সবে করিয়া শয়ন ।।
দুর্য্যোধন-আজ্ঞা তোমা সবা পোড়াবারে।
রাত্রিযোগে পুরোচন অগ্নি দিল দ্বারে ।।
প্রলয় হইল অগ্নি আকাশ পরশে।
সহদেবে তুমি জিজ্ঞাসিলে রাজা রোষে ।।
সকল জানেন বীর মাদ্রীর নন্দন।
বিদুর রক্ষিত পথ করে নিবেদন ।।
স্তম্ভের নীচেতে পথ সুরঙ্গ ভিতর।
স্তম্ভ উপাড়িল তবে বীর বৃকোদর ।।
সেই পথে ছয় জন হইলে বাহির।
গদা ছাড়ি আসিলেন ভীম মহাবীর ।।
ফিরিয়া গেলেন বীর গদা আনিবারে।
সাক্ষাৎ হইল অগ্নি ভীমে দহিবারে ।।
তবে ভীম অগ্নি প্রতি বলিল বচন।
আমার সমান দিব এক শত জন ।।
শুনি নিবর্ত্তিল অগ্নি ক্ষমা দিল মনে।
গদা লয়ে বাহিরিল তবে ভীমসেনে ।।
দ্বারকা ছিলেন প্রভু অপূর্ব্ব শয্যায়।
নিজাঙ্গে নিলেন তাপ দয়াল হৃদয় ।।
অঙ্গেতে উত্তাপ দেখি ভীষ্মকদুহিতা।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন কহ ইহার বারতা ।।
শ্রীহরি কহেন ইহা বলিবার নয়।
এ কথা প্রেয়সী নাহি জিজ্ঞাস আমায় ।।
সেই মহা অগ্নিতাপ নিজ অঙ্গে লয়ে।
তোমা সবাকারে উদ্ধারিলেন আসিয়ে ।।
মহাসঙ্কটেতে মৃগ পাইল উদ্ধার।
এমত দয়ালু হরি সারথি তোমার ।।
ইহাতে সন্দেহ কেন কর মহাশয়।
অবশ্য সমরে তব হইবেক জয় ।।
এত বলি বুঝাইল দ্রুপদ ধর্ম্মেরে।
রজনী বঞ্চিল সবে সানন্দ অন্তরে ।।

পঞ্চম দিনের যুদ্ধ।

আর দিন প্রভাতেতে মিলি দুই দল।
সমুদ্র সদৃশ ব্যূহ করে কুরুবল ।।
রচেন শৃঙ্গট নামে ব্যূহ যুধিষ্ঠির।
দুই শৃঙ্গে রহে যে সাত্যকি ভীমবীর ।।
সহস্র সহস্র যোদ্ধা করি রণবেশ।
কৃষ্ণ সঙ্গে ধনঞ্জয় রহে মধ্যদেশ ।।
তার পাছে যুধিষ্ঠির মাদ্রীপুত্র সনে।
অভিমন্যু ও বিরাট রহে অনুক্রমে ।।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র রহে তার পাছে।
ঘটোৎকচ মহাবীর রহে তার কাছে ।।
প্রতিব্যূহ করি সবে উঠানি করিল।
বিবিধ বিধানে বাদ্য বাজিতে লাগিল।
নানা অস্ত্র লয়ে সবে আস্ফালেন যোধ।
পরস্পর দুই দলে লাগিল বিরোধ ।।
যুদ্ধ হয় নানা অস্ত্র ধরি দুই দলে।
বিদ্যুৎ চমকে যেন গগনমণ্ডলে ।।
শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জ্জন।
যুগান্তের যম যেন করিছে তর্জ্জন ।।
দেখিবার কার্য্য থাক কর্ণে নাহি শুনি।
পরাপর নাহি জ্ঞান অস্ত্রে হানাহানি ।।
অশ্ব গজ পড়ে কত পদাতি বিস্তর।
দেখিয়া ক্রোধিত হ'ল ভীষ্ম বীরবর ।।
বাসব হইতে যুদ্ধে ভীষ্ম নহে ঊন।
হাতেতে ধনুক ধরি টঙ্কারিল গুণ ।।
যতেক পাণ্ডব দল সমরে প্রচণ্ড।
শরেতে কাটিয়া ভীষ্ম করে খণ্ডখণ্ড ।।
কার কাটে অশ্ববর কার কাটে গজ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে ধ্বজ।
কাহার মুকুট কাটে কার কাটে দণ্ড।
কাহার ধনুক কাটে কার কাটে মুণ্ড ।।
কার হস্ত পদ কাটে কার কাটে স্কন্ধ।
ঘোরতর সমরেতে নাচয়ে কবন্ধ ।।

সৈন্যের বিনাশ দেখি ধায় বৃকোদর।
ভীষ্মে মারিবারে যায় সক্রোধ অন্তর ॥
গদা হাতে ভীমসেন ধায় অতি বেগে।
খেদাড়িয়া মারে বীর যারে পায় আগে ॥
ভীমের সাক্ষাতে আর কেহ নাহি রয়।
ভীষ্মের সারথি মারি নিল যমালয় ॥
ধনুক ধরিয়া হাতে ভীষ্ম মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ এড়ে শীঘ্রগতি ॥
গদা ফিরাইয়া ভীম নিবারয়ে শর।
এক ঘায়ে রথ অশ্ব নিল যমঘর ॥
লাফ দিয়া ভীষ্ম বীর চড়ে অন্য রথে।
অস্ত্র বৃষ্টি করে মহাপণ্ডিত রণেতে ॥
নারায়ণ দেখি রথ চালান ঝটিতি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ রাখেন শ্রীপতি ॥
অন্তরীক্ষে পার্থ তবে কাটে সব বাণ।
দেখি ক্রুদ্ধ হন ভীষ্ম অগ্নির সমান ॥
দেখা দেখি দুই জনে বাণে ঘোর রণ।
চমকিত হয়ে দেখে যত দেবগণ ॥
ভীম মহাক্রোধে সৈন্য করিল সংহার।
যারে পায় তারে মারে না করে বিচার।
যেন ইন্দ্র বজ্র হাতে ভাঙ্গে গিরিবর।
গদাঘাতে মারে বড় বড় গজবর ॥
পর্ব্বতের চূড়া যেন ভাঙ্গি পড়ে ঝড়ে।
তেমত কৌরব গজ পৃথিবীতে পড়ে ॥
মাদ্রীপুত্র দুই জনে ভাঙ্গে পাটোয়ার।
সহস্র সহস্র মারে রথ আসোয়ার ॥
সহস্র সহস্র গজ পদাতি বিস্তর।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে সৈন্য বহুতর ॥
ধ্বজচ্ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
দুই দলে কোলাহল কিছু নাহি শুনি ॥
হেনকালে রণে আসে ইলাবন্ত নাম।
অর্জ্জুনের পুত্র সেই ইন্দ্রের সমান ॥
সুবর্ণ রচিত দিব্য বিমান সুন্দর।
তাহাতে চড়িয়া আসে সংগ্রাম ভিতর।
যবে তীর্থ যাত্রা হেতু যান পার্থ বীর।
ভ্রমিলেন বহু তীর্থ নির্ভয় শরীর ॥

অনূঢ়া নাগের কন্যা উলূপী আছিল।
সর্পরাজ পুণ্ডরীক হৃদয়ে ভাবিল ॥
অর্জ্জুনেরে সেই স্থানে নিল ছল করি।
প্রদান করিল তারে উলূপী সুন্দরী ॥
তার গর্ভে জাত বীর ইলাবন্ত নাম।
মহাপরাক্রমশালী যুদ্ধে যেন রাম ॥
ঐরাবত পাঠাইয়া দেব পুরন্দর।
ইলাবন্তে আনিলেন আপন গোচর ॥
অর্জ্জুন গেলেন যবে ইন্দ্রের ভুবন।
পিতা পুত্রে সেই স্থানে হ'ল দরশন ॥
পিতা পুত্রে পরিচয় মাতলি করিল।
সেই বীর ইলাবন্ত উপনীত হ'ল ॥
সমরে আসিয়া ইলাবন্ত করে রণ।
সুবলের পুত্রগণ আসিল তখন ॥
পরিঘ তোমর শেল মুষল মুদ্গার।
ইলাবন্ত উপরেতে বর্ষে নিরন্তর ॥
নিবারিয়া ইলাবন্ত বাণবৃষ্টি করে।
একে একে সবে পাঠাইল যমঘরে ॥
নানা অস্ত্র সৌবলের সৈন্যেরে প্রহারে।
জর্জ্জর সকল বীর ইলাবন্ত-শরে ॥
রণমুখে যেই বীর যায় লড়িবারে।
যে যায় সে যায় আর নাহি আসে ফিরে ॥
অনেক মরিল তবে কৌরবের গণ।
সসৈন্য সাজিয়া আসে দেখি দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন নিজ সৈন্যে করিল আদেশ।
ইলাবন্ত বীরে মার কহিনু বিশেষ ॥
অলম্বুষ রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল আর।
ইলাবন্ত বীরে শীঘ্র কর প্রতীকার ॥
সাবধান হয়ে তারে করহ নিধন।
তোমা বিনা তারে মারে নাহি কোন জন।
অলম্বুষ ইলাবন্ত হ'ল মহারণ।
অলক্ষিতে মায়াযুদ্ধ করে দুই জন ॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সংগ্রামে নিপুণ।
দোঁহে অস্ত্রে বিশারদ কেহ নহে ঊন ॥
তবে অলম্বুষ করে মায়ার প্রকাশ।
বাণে অন্ধকার করে না চলে বাতাস ॥

দেখিয়া হাসিল ইলাবন্ত মহাবীর ।
রাক্ষসের বাণ কাটি রণে হ'ল স্থির ।।
চোখ চোখ বাণ পুনঃ পূরিয়া সন্ধান ।
অলম্বুষ রাক্ষসের কাটে ধনুর্ব্বাণ ।।
আর ধনু লইল রাক্ষস বীরবর ।
ইলাবন্ত উপরেতে বরিষয়ে শর ।।
বাণে নিবারেন তাহা অর্জ্জুন-তনয় ।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধে বীর রাক্ষস-হৃদয় ।।
বাণাঘাতে অলম্বুষ অজ্ঞান হইল ।
সারথি ফিরায়ে রথ ভয়েতে পলাল ।।
তবে সৈন্য সংহারয় ইলাবন্ত বীর ।
কৌরবের সেনাগণ সমরে অস্থির ।।
সৈন্যের দুর্গতি দেখি রাজা দুর্য্যোধন ।
ইলাবন্ত সহ গেল করিবারে রণ ।।
যেই বেগে হ'ল আগে রাজা দুর্য্যোধন ।
ইলাবন্ত কাটি তাঁর ফেলে শরাসন ।।
রথধ্বজ কাটিল রথের চারি হয় ।
সারথির মাথা কাটি নিল যমালয় ।।
বিরথ হইয়া রাজা অতিশয় রোষে ।
অন্য রথে আরোহিয়া নানাস্ত্র বরিষে ।।
বাণে বাণ নিবারয় ইলাবন্ত বীর ।
বাণেতে জর্জ্জর করে রাজার শরীর ।।
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ ।
নানা অস্ত্র লয়ে তবে ধায় সর্ব্বজন ।।
দেখিয়া ধাইল ইলাবন্ত ধনুর্দ্ধর ।
কাটিয়া সবার বাণ বিন্ধয়ে সত্বর ।।
কাহার কাটিল ধনু কার কাটে গুণ ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে তূণ ।।
নানা অস্ত্র বীরগণে করয়ে ঘাতন ।
অস্ত্রাঘাতে কত বীর হ'ল অচৈতন ।।
বাণাঘাতে যত বীর গেল যমলোক ।
দেখি দুর্য্যোধনে বড় উপজিল শোক ।।
কৌরবের সেনাগণ করে হাহাকার ।
পাণ্ডবের সেনা মধ্যে আনন্দ অপার ।।
সিংহনাদ ছাড়ে ইলাবন্ত মহাবল ।
কৌরব সৈন্যেতে রোদনের কোলাহল ।।

দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ ।
ইলাবন্ত-শরে সবে ব্যথিত জীবন ।।
কতক্ষণে অলম্বুষ চেতন পাইয়া ।
দিব্য রথে চড়ি এল সন্ধান পূরিয়া ।।
মুখামুখি দুই জনে পুনঃ যুদ্ধ হয় ।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে জর্জ্জর হৃদয় ।
তবে অলম্বুষ করি মায়ার সৃজন ।
শূন্যে লুকাইয়া করে বাণ বরিষণ ।।
দেখি ইলাবন্ত ক্রুদ্ধ হইল প্রচুর ।
বাণাঘাতে রাক্ষসের মায়া করে চূর ।।
মায়া দূর গেলে করে অস্ত্রের ঘাতন ।
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সমান সাহস ।
ধনু এড়ি খড়্গ নিল দারুণ রাক্ষস ।।
তাহা দেখি ইলাবন্ত খড়্গ লয়ে ধায় ।
মহাবেগে মারে অলম্বুষের মাথায় ।।
খড়্গাঘাতে কম্পমান হইল রাক্ষস ।
ইলাবন্ত মারে খড়্গ করিয়া সাহস ।।
দোঁহে দোঁহা পুনঃপুনঃ করয়ে ঘাতন
অপূর্ব্ব রাক্ষসী মায়া করিল রচন ।।
রণভূমি ছাড়ি শূন্যে উঠে শীঘ্রতর ।
ক্ষণে লাফ দিয়া আসে সমর ভিতর ।।
ইলাবন্ত মহাবীর দেখা নাহি পায় ।
বিদ্যুতের মত বীর মেঘেতে লুকায় ।।
তাহা দেখি রক্ষ আসে অতি মহাকোপে
ইলাবন্ত বীর তাকে ধরে এক লাফে ।।
সন্ধান করিয়া খড়্গ করয়ে প্রহার ।
দারুণ রাক্ষস তাহে নহিল সংহার ।।
লাফ দিয়া উঠে বীর খড়্গ লয়ে করে ।
খড়্গের প্রহার করে ইলাবন্ত-শিরে ।।
দারুণ প্রহারে বীর হইল দুর্ব্বল ।
অলম্বুষ হাসে দুষ্ট করি খলখল ।।
খড়্গ দিয়া রাক্ষস কাটিল তার শির ।
ভূমিতলে পড়ে ইলাবন্ত মহাবীর ।।
ইলাবন্ত পড়ে যদি উঠে কোলাহল ।
ক্রুদ্ধ হয়ে আসে ঘটোৎকচ মহাবল ।

নকুল দ্রুপদ সহদেব মহাশয়।
অভিমন্যু ভীমসেন সাত্যকি দুর্জ্জয় ॥
অস্ত্র বরিষয়ে সবে অতি ক্রোধমনে।
ভঙ্গ দিল কুরুসৈন্য স্থির নহে রণে ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা ভগদত্ত বীর।
পাণ্ডব সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির ॥
মহাক্রুদ্ধ ভীমসেন কৃতান্ত সমান।
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণে দেখি বিদ্যমান ॥
গদা লয়ে মহাবেগে ধায় বৃকোদর।
দণ্ডহস্তে যম যেন প্রবেশে সমর ॥
তাহা দেখি দ্রোণগুরু সমরে দুর্জ্জয়।
ভীমের উপরে অস্ত্র ঘন বরিষয় ॥
বৃক্ষ যথা বৃষ্টিজল মাথা পাতি ধরে।
তাদৃশ সম্বরে অস্ত্র বীর বৃকোদরে ॥
পশু মধ্যে ব্যাঘ্র যথা মহা কুতূহলে।
গদাঘাতে মারে বীর কৌরবের দলে ॥
ভীমের সমরে আর কেহ নহে স্থির।
ভঙ্গ দিল বড় বড় রথী মহাবীর ॥
পুত্রের নিধন শুনি মহাক্রুদ্ধমন।
অর্জ্জুন করেন ঘোর অস্ত্র বরিষণ ॥
সহস্র সহস্র বাণ করেন প্রহার।
অর্দ্ধপথে কাটে তাহা গঙ্গার কুমার ॥
অগ্নিবাণ ছাড়িলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শূন্যপথ রুদ্ধ করি বর্ষে বৈশ্বানর ॥
রথ হস্তী অশ্ব পুড়ে হ'ল ছারখার।
দেখি বারুণাস্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার ॥
মুষল ধারাতে জল হয় বরিষণ।
অগ্নি সব নিমেষেতে হ'ল নির্ব্বাপণ ॥
পাণ্ডবের সেনাগণ ভাসি বুলে জলে।
রথ গজ আসোয়ার পদাতি বহুলে ॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ পবন সঞ্চার।
জল উড়াইয়া সব করেন সংহার ॥
পবন বেগেতে সব ধ্বজ ভাঙ্গি পড়ে।
যেমন প্রলয় কালে সৃষ্টি উড়ে ঝড়ে ॥
হাসি ভীষ্ম বলে শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তোমার যতেক শক্তি করহ সমর ॥
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা আমি করিব পূরণ।
নহিবে তোমার শক্তি করিতে বারণ ॥
এত বলি সর্পবাণ এড়ে বীরবর।
লক্ষ লক্ষ ফণী উঠে গগন উপর ॥
নিমেষেতে ঝড় সব করিল আহার।
গর্জ্জন করিয়া ধায় পার্থে গিলিবার ॥
শিখীবাণ এড়িলেন ইন্দ্রের কুমার।
ধরিয়া সকল ফণী করিল আহার ॥
শত শত শিখী উড়ে গগন উপর।
দেখি অন্ধকার অস্ত্র এড়ে বীরবর ॥
ঘোর অন্ধকার নাহি জ্ঞান আত্ম পর।
নিশা জানি শিখীগণ গেল দিগন্তর ॥
মহা অন্ধকারে সৈন্য দেখিতে না পায়।
দেখিয়া ভাস্কর অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয় ॥
সূর্য্যোদয় হ'ল ঘুচে যত অন্ধকার।
উদিত দ্বিতীয় রবি অখিল সংসার ॥
দেখি গঙ্গাপুত্র মহাকুপিত হইল।
ধনুক টঙ্কারি আট বাণ নিক্ষেপিল ॥
এমত সে আট বাণ তীক্ষ্ণবেগে গেল।
অর্জ্জুনের রথ অশ্ব জর্জ্জর হইল ॥
সাত বাণ মারে আর ধ্বজার উপরে।
আশী বাণে বিন্ধিলেন প্রভু দামোদরে ॥
আর কুড়ি বাণ বীর এড়ে শীঘ্র হাতে।
কপিধ্বজ রথচক্র পোতে মৃত্তিকাতে ॥
তবে হরি অশ্বগণে করেন প্রহার।
বহু কষ্টে করিলেন রথের উদ্ধার ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন ক্রোধী হয়ে অতিশয়।
পঞ্চ বাণে বিন্ধিলেক ভীষ্মের হৃদয় ॥
চারি বাণে চারি অশ্ব করেন সংহার।
সারথির মাথা কাটি লন যমদ্বার ॥
এক বাণে ধ্বজ তাঁর কাটেন অর্জ্জুন।
করেন ভীষ্মের প্রতি বাণ বরিষণ ॥
কৃষ্ণ প্রতি বলে ভীষ্ম অতি ক্রোধ করি।
নিজ অশ্ব রথ এবে রক্ষা কর হরি ॥
এত বলি অস্ত্র বরিষয় বীরবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর ॥

সব বাণ কাটি পার্থ করে খান খান।
ভীষ্মের উপরে পুনঃ পূরেন সন্ধান ॥
এইরূপে দুই জন নিবারয়ে বাণ।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন গঙ্গার সন্তান ॥
পর্ব্বত নামেতে অস্ত্র ভীষ্ম নিল করে।
লক্ষ লক্ষ গিরিবর যাহাতে সঞ্চারে ॥
মন্ত্রে অভিষেকি এড়ে গঙ্গার নন্দন।
দেখি সব দেবগণ হ'ল ভীতমন ॥
লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতেতে আবরে আকাশ।
শূন্যপথ রুদ্ধ হ'ল না চলে বাতাস ॥
ভাদ্রমাসে নিশা যেন ঘোর অন্ধকার।
দেখি সব সৈন্যগণ করে হাহাকার ॥
সাগর মন্থনে যেন মহাকোলাহল।
মহাশব্দ করি আসে যত কুলাচল ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল।
শূন্য পথে দেবগণ ত্রাসিত হইল ॥
সর্ব্ব সৈন্য পলাইল সহ নৃপবর।
তিন মহারথী রহে সংগ্রাম ভিতর ॥
বৃকোদর ধনঞ্জয় অভিমন্যু বীর।
এই তিন মহারথী রণে থাকে স্থির ॥
দেখি যত দেবগণ করে হাহাকার।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন ইন্দ্রের কুমার ॥
হুহুঙ্কার ছাড়ি বীর ছাড়ে বজ্রবাণ।
যতেক পর্ব্বত ভাঙ্গে বজ্রের সমান ॥
রেণুর প্রমাণ করি সব উড়াইল।
দেখি সব দেবগণ সানন্দ হইল ॥
যতেক দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
সমরেতে আসিলেন সব যোদ্ধাগণ ॥
সাধু সাধু বলি ভীষ্ম প্রশংসা করিল।
সন্ধান পূরিয়া পুনঃ দিব্যাস্ত্র মারিল ॥
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কেহ পরাজয় নহে বিক্রমে দোসর ॥
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না পান বিশ্রাম।
দেবাসুর চমকিত দেখিয়া সংগ্রাম ॥
দৈবে দেখিলেন পার্থ কৃষ্ণের শরীর।
সমরে প্রতিজ্ঞা নিজ রাগে কুরুবীর ॥
সংহারি অযুত রথী শঙ্খ বাজাইল।
দেখিয়া পার্থের মনে বিস্ময় জন্মিল ॥
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন নিবর্ত্তিল রণে।
দুই দলে চলি গেল নিজ নিকেতনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরিবে ভববারি ॥

কর্ণ, দুর্য্যোধন এবং ভীষ্মের মন্ত্রণা।

দুর্য্যোধন মহাবীর, দেখিয়া না হয় স্থির,
বিস্তর পড়িল সৈন্যগণ।
মনে যুক্তি বিচারিয়া, শকুনিরে পাঠাইয়া,
আনাইল সূর্য্যের নন্দন ॥
বসিয়া বিরল স্থানে, যুক্তি করে তিনজনে,
রাধেয় শকুনি দুর্য্যোধন।
কহে রাজা কুরুবর, শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
মম দুঃখ করি নিবেদন ॥
পাণ্ডবে জিনিব রণে, হেন আশা করি মনে,
যুদ্ধ হেতু করিব উপায়।
তিনলোকে সবে জানি, দেবতা অসুর মুনি,
বাখানয়ে ভীষ্ম মহাশয় ॥
সেনাপতি করি তাঁরে, ভাসি সুখ সরোবরে,
সমরে জিনিব বৈরিগণে।
মনে হেন করি সাধ, বিধি তা যে দেয় বাদ,
হীনবল হ'ল দিনে দিনে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম মহাসত্ত্ব, কৃপ শল্য সোমদত্ত,
আর যত মহারাজগণ।
পাণ্ডবেরে স্নেহ করি, ক্ষত্রধর্ম্ম পরিহরি,
সবে মেলি উপেক্ষিল রণ ॥
পড়ে রণে সেনাগণ, ব্যাকুল আমার মন,
আর কেহ না করে উদ্দেশ।
দেখিয়া এ সব রীত, ভয় হ'ল উপস্থিত,
কি করিব কহ সবিশেষ ॥
তুমি উদাসীন রণে, মম দুঃখ বিমোচনে
আর কেবা সংগ্রাম করিবে।
নিবেদিনু বরাবরে, ভাবি যুক্তি দেহ মোরে
কি উপায়ে পাণ্ডবে মারিবে ॥

বলে কর্ণ ধনুর্দ্ধর, শুন কুরু নরবর,
সুযুক্তি বিচারে এই হয়।
বুঝিয়া করহকার্য্য,তবে সবে পাবেরাজ্য,
করিব পাণ্ডব পরাজয়॥
গঙ্গাপুত্র কৃপ দ্রোণ,আর যত যোদ্ধাগণ,
নাহি ছাড়ে পাণ্ডবের আশ।
এতেক পাণ্ডবভক্ত,ভীষ্ম তাহে নহে শক্ত,
সেনাপতি কর্ম্মেতে উদাস॥
রণ দেখ ভীষ্মবৃদ্ধ, করি আমি কার্য্যসিদ্ধ,
পাণ্ডবেরে করিয়া সংহার।
পুনরপি চলি যাহ,ভীষ্মের অগ্রেতে কহ,
এই সে মন্ত্রণা কর সার॥
কর্ণের মন্ত্রণা শুনি, হিত হেন মনে গণি,
রাজা গেল ভীষ্মের শিবির।
নিবেদিল কুরুরাজ,সাধিতে আপন কাজ,
শুন ভীষ্ম পিতামহ বীর॥
স্বীকার করিলে পূর্ব্বে,শত্রুগণ সংহারিবে,
এবে উপেক্ষিয়া কর রণ।
আমারভাগ্যেরবশে,চতুর্দ্দিকেশত্রুহাসে,
আজ্ঞা কর করি কি এখন॥
সেনাপতি কর্ণে কর, মারুক পাণ্ডববর,
উপেক্ষা নাহিক তার স্থানে।
করে বড় অহঙ্কার, সবান্ধব পরিবার,
পাণ্ডবে নাশিবে ঘোর রণে॥
দুর্য্যোধনবাক্যজালে, ভীষ্মঅগ্নিহেনজ্বলে,
চক্ষু পাকলিয়া বলে রোষে।
পূর্ব্বেতেবলিনুতোকে,শুনিলেকসর্ব্বলোকে,
হিত না শুনিলে কর্ম্মদোষে॥
আমারে বলিছবৃদ্ধ,কর্ণের কি আছেসাধ্য,
কহ কর্ণ কি করিতে পারে।
যখন গন্ধর্ব্ব বীরে, বান্ধিয়া লইল তোরে,
কর্ণ বীর কি করিল তারে॥
উত্তর গোগ্রহরণে, সাজিগেলেসৈন্যসনে,
গোধন বেড়িলে গিয়া সবে।
একেশ্বর ধনঞ্জয়, গোধন কাড়িয়া লয়,
কর্ণ বীর কি করিল তবে॥

ধর্ম্মবন্ত পঞ্চ জন, মহাবল পরাক্রম,
দেবগণ প্রশংসয়ে যারে।
এতিন ভুবন মাঝে,কে তার সহিত যুঝে,
কহিতে অনেক জন পারে॥
ইন্দ্রেরে জিনিয়া রণে,দহিল খাণ্ডববনে,
অগ্নিরে তর্পিল একেশ্বর।
নিবাতকবচ জিনে, কালকেয় আদিগণে,
অর্জ্জুনে জিনিতে কেবা পারে॥
এতেক দুর্ব্বার রণে,তাহে সখা রাজগণে,
সমূল পাঞ্চালগণে সাথে।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন,
সারথি হইলেন তিনি রথে॥
পূর্ব্ব কথা কহি শুন, মহারাজ দুর্য্যোধন,
নন্দালয়ে ছিলেন শ্রীহরি।
যত শিশুগণ সঙ্গে, গোধন চরান রঙ্গে,
মহা আনন্দিত ব্রজপুরী॥
যত ব্রজবাসিগণ, করে যজ্ঞ আরম্ভণ,
সুরপতি পূজার কারণ।
তা দেখিয়া জনার্দ্দন,সেই সব আয়োজন,
পর্ব্বতে করেন নিবেদন॥
শুনি ক্রুদ্ধ সুরনাথ, দেবগণ লয়ে সাথ,
হস্তী সহ যত মেঘগণ।
অহোরাত্র ঝড় বৃষ্টি,করিল মজিল সৃষ্টি,
ত্রাসিত হইল সর্ব্বজন॥
যত গোপ ব্রজবাসী, কাতর হইয়া আসি,
শ্রীকৃষ্ণের চরণ পশিল।
তাহা দেখি নারায়ণ, ধরিলেন গোবর্দ্ধন,
বাসবের কোপ উপজিল॥
দিবানিশা নাহি জ্ঞান,ত্রিভুবন কম্পমান,
বজ্রাঘাত সতত হইল।
সাত দিন হেনমতে, করিলেন সুরনাথে,
না পারিয়া মনে ক্ষমা দিল॥
সুরপতি যায় স্বর্গ, রক্ষা পায় গোপবর্গ,
গোকুলের ঘুচিল উৎপাত।
এবে সেই নারায়ণ, পাণ্ডবেরে অনুক্ষণ,
রক্ষা করেন যেন পুত্রে তাত॥

কাহারযোগ্যতা তারে,বিনাশ করিতেপারে
যাহার সাক্ষাৎ নারায়ণ।
যদি না রাখেন হরি,নিমিষে বধিতেপারি
সসৈন্য পাণ্ডব পঞ্চ জন ॥
কল্য ঘোর রণ হবে,হেন অস্ত্র সঞ্চারিবে,
যাহা কেহ নিবারিতে নারে।
ভীষ্মের বচন শুনি, হরষিত কুরুমণি,
চলি গেল আপন শিবিরে ॥
ব্যাস বিরচিত গাথা,অপূর্ব্ব ভারত কথা,
শ্রুতমাত্রে পাপের বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ।

আর দিন প্রভাতেতে সাজে দুই দল।
নানা বাদ্য বাজে সৈন্য করে কোলাহল ॥
নানাবর্ণ পতাকা যে উড়ে রথধ্বজে।
সিংহনাদ করি সব যোদ্ধারা গরজে ॥
মহারথী রথিগণ ধনুঃশর হাতে।
সিংহনাদ করি সবে ধায় চতুর্ভিতে ॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ার পদাতিক যুঝে।
মুষল মুদ্গার শেল ভূষণ্ডী তোমর।
নানা অস্ত্র মারে যেন বর্ষে জলধর ॥
গদা হাতে কোন বীর অতিবেগে ধায়।
গজ অশ্ব মারে কত যারে দেখা পায় ॥
সহদেব মহাবীর মাদ্রীর নন্দন।
অসি চর্ম্ম ধরি বীর আরম্ভিল রণ ॥
রণদর্প করি বীর প্রবেশে সমরে।
শত শত বীরগণে নিল যমঘরে ॥
শত শত হস্তী মারে পদাতি বহুল।
যতেক মারিল সৈন্য নাহি তার কূল ॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি শকুনি রুষিল।
একবারে ত্রিশ শর সন্ধান করিল ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর শীঘ্র এড়ে বাণ।
খড়্গে কাটি সহদেব করে খান খান ॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি রোষে শকুনি দুর্ম্মতি।
সন্ধান পূড়িয়া বাণ মারে শীঘ্রগতি ॥
পুনঃপুনঃ যত অস্ত্র মারিছে শকুনি।
শীঘ্রহস্তে সহদেব খড়্গে ফেলে হানি ॥
মহাকোপে ধায় বীর খড়্গ লয়ে হাতে
অশ্ব সহ সারথিরে ফেলিল ভূমিতে ॥
সারথি সমরে গেল অশ্ব সহ কাট।
পলায় শকুনি বীর নাহি চাহে বাট ॥
শকুনি পলায়ে গেল ত্যজিয়া সমর।
নিজ রথে চড়ি বীর নিল ধনুঃশর ॥
জয়দ্রথ নকুলেতে বাধে ঘোর রণ।
নানা অস্ত্র দুই জন করে বরিষণ ॥
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে নিবারয়ে শরে।
পরাজয় কারো নাহি হইল সমরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূরিশ্রবা রণ ঘোরতর।
সর্ব্বলোক দেখে তাহা থাকিয়া অন্তর ॥
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর।
ততোধিক দুই জন বরিষয় শর ॥
সহস্র সহস্র সেনা পড়য়ে সমরে।
দ্রোণাচার্য্য দেখি তবে রোষেন অন্তরে ।
মহাকোপে দ্রোণাচার্য্য বরিষয়ে শর।
লক্ষ লক্ষ সৈন্যগণে নিল যমঘর ॥
তাহা দেখি রোষে বীর অর্জ্জুননন্দন।
দ্রোণের উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা দ্রোণ মহাশয়।
কুপিত হইল দেখি অর্জ্জুনতনয় ॥
একবারে শত শর সন্ধান করিল।
দ্রোণাচার্য্য বাণাঘাতে তাহা নিবারিল।
ক্রোধে অভিমন্যু বীর এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের হাতের ধনু করে খান খান ॥
আর ধনু লয় গুরু চক্ষু পালটিতে।
সেই ধনু কাটে বীর নাহি গুণ দিতে ॥
পুনঃপুনঃ দ্রোণাচার্য্য যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুনতনয় ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র বীর সন্ধান পূরিল।
দ্রোণের কবচ ভেদি অঙ্গে প্রবেশিল ॥

মুর্চ্ছিত হইয়া দ্রোণ পড়িলেন রথে।
সৈন্যেরে পাঠায় অভিমন্যু যমপথে॥
সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন।
মারয়ে যতেক সৈন্য কে করে গণন॥
কতক্ষণে সচেতন হন দ্রোণ গুরু।
কোপে কম্পমান অঙ্গ কাঁপে বক্ষ উরু॥
ধনুর্ব্বাণ লয়ে অস্ত্র করে বরিষণ।
শরে শর নিবারয়ে অর্জ্জুননন্দন॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র বিন্ধে করি প্রাণপণ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে নিবারণ॥
পরস্পর যুদ্ধ করে যত যোদ্ধাগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য কে করে গণন॥
মুষল মুদ্গার শেল ভুষণ্ডী তোমর।
চক্র শূল শক্তি জাঠি বর্ষে নিরন্তর॥
শ্রাবণ ভাদ্রেতে যথা জল বর্ষে ধারে।
সেইমত বীরগণ নানা অস্ত্র মারে॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরে তীক্ষ্ণ মারিলেন শর॥
শরে শর নিবারিয়া গঙ্গার নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বীর বলেন বচন॥
পাঁচ দিন যুদ্ধ করি গেলে সবে ঘর।
আজি হইবেক যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর॥
ইহা জানি পার্থ আজি রণে দেহ মন।
বুঝিব কিমতে আজি রাখ সৈন্যগণ॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ করিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে মারে চোখ চোখ বাণ॥
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আশ্চর্য্য মানিল দেখি দেব দৈত্য নর॥
দেখি ভীষ্ম পঞ্চবাণ মারে অতি রোষে।
মূর্ত্তিমন্ত হয়ে বাণ শূন্যপথে আসে॥
দেখি পার্থ দুই বাণ পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে কাটি তাহা করে খান খান॥
দেখি মহাকোপান্বিত গঙ্গার নন্দন।
আকাশ ছাইয়া বাণ করে বরিষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
বাণে বাণে দোঁহাকারে করিল জর্জ্জর॥
মহাকোপে পার্থ এড়িলেন অস্ত্রগণ।
কাটিলেন সারথি ও রথী-শরাসন॥
আট বাণে মারিলেন আর চারি হয়ে।
আশী বাণে বিন্ধিলেন গঙ্গার তনয়ে॥
লক্ষ বাণ মারিলেন সৈন্যের উপরে।
হয় গজ রথী সব গেল যমঘরে॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর আর ধনু লয়ে।
বাণ বৃষ্টি করিলেন আকাশ ছাইয়ে॥
শূন্য মার্গ রুদ্ধ হ'ল না চলে বাতাস।
বাণে অন্ধকার হ'ল রবির প্রকাশ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল সংহার।
শত শত গজ মারে কত আসোয়ার॥
হেনমতে দুই জনে হ'ল যত রণ।
সকল না লেখা গেল বাহুল্য কারণ॥
মহাকোপে পার্থ পুনঃ করিয়া সন্ধান।
ভীষ্মের ধনুক কাটি করে খান খান॥
সারথির মাথা কাটিলেন অশ্ব চারি।
ধ্বজ রথ কাটিলেন বিক্রমে কেশরী॥
দেখি গঙ্গাপুত্র বড় লজ্জা পেয়ে মনে।
আর রথে চড়ি ধনু লইল তখনে॥
ভীষ্ম বলে শুন বাক্য কৃষ্ণ মহাশয়।
করিল অদ্ভুত রণ কুন্তীর তনয়॥
এবে মম পরাক্রম দেখ গদাধর।
সাবধান হয়ে বৈস রথের উপর॥
অর্জ্জুনেরে রাখ আর রাখ সেনাগণ।
বড়ই দুষ্কর অস্ত্র নাশে ত্রিভুবন॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিল মহাশর।
নারায়ণ নাম তার খ্যাত চরাচর॥
সেই শরে অভিষেক গাঙ্গেয় করিল।
মন্ত্রপূত করি তাহা ধনুকে বসাল॥
বিষ্ণুতেজঃ ধরে অস্ত্র বিষ্ণু অবতার।
পাণ্ডবের অস্ত্রধারী করিয়া সংহার॥
সসৈন্য পাণ্ডবগণে যত ধনুর্দ্ধর।
সবারে সংহার করি লহ যমঘর॥
এতেক বলিয়া বীর ধনুক টানিল।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ সন্ধান পূরিল॥

বাণ হ'তে বিষ্ণুতেজঃ হইল প্রকাশ।
যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ॥
দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল।
সসৈন্য পাণ্ডব বুঝি সংহার হইল॥
ভূমিকম্প হয় ঘন নড়ে চলাচল।
বাসুকি নাগের ফণা করে টলমল॥
দেখিয়া পাইয়া ভয় প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে বলেন বচন॥
জগত নাশিতে শক্তি ধরে এই বাণ।
দেবাসুর গন্ধর্ব্বেতে নাহি ধরে টান॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ কর শুন বীরবর।
বিমুখ হইয়া বৈস রথের উপর॥
অর্জ্জুন বলেন দেব না হয় উচিত।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণে এত ভীত॥
শ্রীহরি বলেন নহে কথার সময়।
আমার শপথ অস্ত্র ত্যজ ধনঞ্জয়॥
ধনু অস্ত্র ত্যজি বীর বসেন বিমুখে।
নারায়ণ ডাকি তবে বলে সর্ব্ব লোকে॥
পাণ্ডব-সৈন্যেতে যত জন অস্ত্রধর।
বিমুখ হইয়া সবে ত্যজ ধনুঃশর॥
উচ্চৈঃস্বরে বাসুদেব বলে ঘনে ঘন।
শুনিয়া করিল ত্যাগ অস্ত্র সর্ব্বজন॥
নৃপতি সহিত আর যত যোদ্ধাগণে।
বিমুখ হইল সবে বিনা ভীমসেনে॥
তাহা দেখি শ্রীগোবিন্দ কহে বৃকোদরে।
পতঙ্গের প্রায় কেন পুড়ে মর শরে॥
এই ভিক্ষা দেহ মোরে শুন মহাবল।
অস্ত্র ত্যজি পৃষ্ঠ দিয়া থাকহ কেবল॥
ভীম বলে হেন বাক্য না বল আমারে।
প্রাণ দিব তবু পৃষ্ঠ না দিব সমরে॥
ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ।
সমরেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন॥
কি কারণে প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিব।
নিজধর্ম্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব॥
এত বলি গদা ধরি রহে মহাবীর।
দেখিয়া হইল চিন্তা শ্রীবনমালীর॥

মহাতেজোময় অস্ত্র গগনে উঠিল।
পাণ্ডবের সৈন্যে অস্ত্রধারী না পাইল॥
ভীমহস্তে গদা দেখি কোপে আসে বাণ
প্রজ্বলিত অগ্নি যেন পর্ব্বত সমান॥
ঘোরনাদে গর্জ্জে শর ভীমে বিনাশিতে।
নারায়ণ দেখি বড় চিন্তিলেন চিতে॥
রথ ত্যজি ধাইলেন গোবিন্দ সত্বরে।
ভীমে আচ্ছাদিল দেব নিজ কলেবরে॥
মহাতেজোময় অস্ত্র সংসারে ব্যাপিল।
কৃষ্ণের পরশে সব তেজঃ সম্বরিল॥
আপনার তেজঃ হরি আপনি ধরিয়া।
ভীমে রক্ষা করিলেন অস্ত্র নিবারিয়া॥
স্বর্গে দেবগণ সব করে জয় জয়।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ সানন্দ হৃদয়॥
গঙ্গাপুত্র হইলেন আনন্দিতমন।
ধনু ছাড়ি করিছেন কৃষ্ণের স্তবন॥
জয় জয় নারায়ণ ভুবনপালন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি জগততারণ॥
নমো নমো বাসুদেব মুকুন্দ মুরারি।
নমস্তে মাধব জয় দুষ্ট-দর্পহারী॥
সাধু পাণ্ডু সাধু কুন্তী পুত্র জন্মাইল।
ত্রিজগদীশ্বর যার সারথি হইল॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে বীরবর।
আপনার রথে তবে যান গদাধর॥
গাণ্ডীব লইয়া হাতে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন মুষলধারে অস্ত্র বরিষণ॥
সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন।
বাণে কাটি লইলেন শমন সদন॥
ধনুক ধরিয়া ভীষ্ম পূরিল সন্ধান।
নিমেষেতে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ॥
নিবারিয়া অস্ত্র পুনঃ এড়ে আর শর।
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করেন ছেদন।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করেন বারণ॥
হেনমতে বহু যুদ্ধ হয় দুই জনে।
নাহি লিখিলাম সব বাহুল্য কারণে॥

ক্রোধে ভীষ্ম পঞ্চ শর সন্ধান পূরিল।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে প্রবেশ করিল ॥
করে ধরি অস্ত্র পার্থ করিতে বাহির।
অযুতেক রথী মারে ভীষ্ম মহাবীর ॥
জয় শঙ্খ দিয়া বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন রণে নিবর্ত্তিল ॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
হেনমতে ছয় দিন হইল সমর ॥

অর্জ্জুনের সহিত হনূমানের বিবাদ ও
শর দ্বারা সাগর বন্ধন।

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহাশয়।
কহেন গোবিন্দ প্রতি করিয়া বিনয় ॥
পিতামহ করিলেন সৈন্যের নিধন।
কি করি উপায় এবে কহ নারায়ণ ॥
নারায়ণ অস্ত্র ভীষ্ম পূরিল সন্ধান।
দেবাসুরে কেহ যার নাহি জানে নাম ॥
মহাকোপে আসিল সে ভীমে মারিবার।
আপনি করিলে রক্ষা সংসারের সার ॥
মম মনে লয় যাহা শুন হৃষীকেশ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি বনে করিব প্রবেশ ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
অমঙ্গল চিন্তা কেন কর নিরন্তর ॥
আমা সবে রক্ষা যিনি করে সর্ব্বকাল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি শুন মহীপাল ॥
তীর্থ পর্য্যটনে আমি গেলাম যখন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যাই দ্বারকাভুবন ॥
সুগন্ধি কনকপদ্ম গন্ধে মনোহর।
সত্রাজিত-নন্দিনীকে দেন দামোদর ॥
দেখিয়া রুক্মিণী-মনে ক্রোধ উপজিল।
শরীর ত্যজিব হেন মনে বিচারিল ॥
এ সব বৃত্তান্ত জানিলেন নারায়ণ।
পুষ্প-হেতু মোরে আজ্ঞা দিলেন তখন ॥
আমি কহিলাম পুষ্প আছে কোন খানে।
হরি কহিলেন আছে কদলীর বনে ॥
সেইক্ষণে ধনুর্ব্বাণ লইলাম আমি।
গেলাম কদলীবনে অতি শীঘ্রগামী ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখি পুষ্প মনোহর।
রক্ষক আছয়ে চারি মর্কট বানর ॥
পুষ্প তুলিবারে মম উদ্যোগ হইল।
দেখিয়া তাহারা মোরে নিষেধ করিল ॥
না মানিয়া পুষ্প আমি তুলি নিজ মনে।
দেখিয়া ধাইয়া তারা গেল চারি জনে ॥
গিয়া হনূমানে সব কহে সমাচার।
শ্রুতমাত্র আসে তথা পবনকুমার ॥
আমারে দেখিয়া বলে হয়ে ক্রোধমন।
অন্যায়ী কিরাত চোর শুনরে বচন ॥
যাইবে শমনপুরী ইচ্ছা হ'ল তোর।
সে কারণে পুষ্প তুল উদ্যানেতে মোর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র দেবগণ নাহি আসে ডরে।
অধম কিরাত কেন এলে মরিবারে ॥
নিত্য নিত্য পূজা আমি করি রঘুবীর।
যাঁহার প্রসাদে মোর অক্ষয় শরীর ॥
দুর্জ্জয় রাবণ যেই বিখ্যাত সংসারে।
সবংশে নিলেন যিনি তারে যমঘরে ॥
রাজত্ব দিলেন বিভীষণে চিরকাল।
বালিরাজে মারিলেন ভেদি সপ্ততাল ॥
বনের বানর বন্দী যাঁর গুণে হ'ল।
অলঙ্ঘ্য সাগর যাঁর হাতে বান্ধা গেল ॥
মনুষ্য হইয়া তোর বুদ্ধি হ'ল হত।
যমপুরী যাইবার সৃজিতেছ পথ ॥
আমি কহিলাম তুই জাতিতে বানর।
বনফল খেয়ে ভ্রম বনের ভিতর ॥
না জানিয়া কটূত্তর বলিস্ আমারে।
যদি প্রাণে মারি তোরে কে রাখে সংসারে
বড় বীর বলি মনে কর রঘুনাথ।
সংসারেতে তাঁর বল আছয়ে বিখ্যাত ॥
বানর পাথর বহি সাগর বান্ধিল।
আপনি কটক লয়ে তবে পার হ'ল ॥
আপনি শরেতে যদি বান্ধিত সাগর।
তবে আমি কহিতাম তাঁরে বীরবর ॥
ক্রোধে হনূ বলে শুন কিরাত অধম।
ত্রিভুবনে খ্যাত যত রামের বিক্রম ॥

হরধনু ভাঙ্গিলেন যিনি অবহেলে।
পরশুরামেরে যিনি জিনিলেন বলে॥
শরেতে সাগর বান্ধী তাঁর চিত্র নহে।
কটকের মহাভার কি প্রকারে সহে॥
সে কারণে বান্ধিলেন পাষাণে সাগর।
রামের করহ নিন্দা অধম পামর॥
ইহার উচিত ফল পাবে মোর ঠাঁই।
পড়িলে আমার হাতে অব্যাহতি নাই॥
তুমি যদি মহাবীর বড় ধনুর্দ্ধর।
শরেতে সাগর বান্ধি মোরে কর পার॥
আমার ভরেতে যদি তব বান্ধ রয়।
তবে ত হইবে সখা এ কথা নিশ্চয়॥
যগুপি আমার ভরে বান্ধ হয় ভঙ্গ।
সাক্ষাতে তোমারে আজি দেখাইব রঙ্গ॥
আমি কহিলাম যদি বান্ধি হে সাগর।
তোমারে কি গণি পার হয় চরাচর॥
তোমার ভরেতে যদি মম বান্ধ ভাঙ্গে।
তবে পরাজিত আমি হই তব আগে॥
এমত প্রতিজ্ঞা করিলাম সেইক্ষণ।
সাগর তীরেতে তবে যাই দুই জন॥
ধনুক ধরিয়া আমি দিলাম টঙ্কার।
বৃষ্টিধারাবত অস্ত্র হইল সঞ্চার॥
পদ্ম শঙ্খ আদি বাণ কে করে গণন।
নিমেষেকে বান্ধিলাম শতেক যোজন॥
বান্ধ দেখি হনূমান সবিস্ময় মন।
জানিল কিরাত নহে হবে কোন জন॥
কোন দেবতার আজি বিপাক লাগিল।
আমার সহিত আসি বিবাদ করিল॥
আমারে চাহিয়া বীর বলিলেন হাসি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর শীঘ্র আমি আসি॥
এত বলি উত্তরেতে চলে মহাবীর।
বাড়াইল উভে লক্ষ যোজন শরীর॥
লোমে লোমে মহাবীর পর্ব্বত বান্ধিল।
পর্ব্বত স্কন্ধেতে কত শত ভুমি নিল॥
মহাবেগে আসে বীর কৃতান্ত আকার।
লুকাইল রবিতেজঃ হ'ল অন্ধকার॥
প্রলয়ের ঝড় সম মহাশব্দ শুনি।
চমকিত হয়ে চারিদিকে চাহি আমি॥
নিরখিয়া দেখি রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
হনূমানে চিনি মম কাঁপিল অন্তর॥
এমত কুবুদ্ধি মোরে কেন দিলে হরি।
সকল থাকিতে হনূমানে বৈরী করি॥
পিপীলিকা পাখা যেন উঠে মরিবার।
তেমতি হইল মোরে কুবুদ্ধি সঞ্চার॥
মহাভয় পেয়ে আমি স্মরি মনে মন।
অন্তর্যামী সব জানিলেন নারায়ণ॥
হনূমানে অর্জ্জুনেতে হ'ল বিসম্বাদ।
মহাবীর হনূমান পাড়িল প্রমাদ॥
এতেক চিন্তিয়া প্রভু আসিয়া ত্বরিতে।
রহেন কচ্ছপরূপে বান্ধের নীচেতে॥
কোপে হনূমান ডাকি আমা প্রতি বলে
এবে বান্ধ কর রক্ষা প্রতিজ্ঞা করিলে॥
আমি পড়ি সঙ্কটে সাহস করিলাম।
নিঃশঙ্কাতে হও পার ডাকি বলিলাম॥
হনূমান-ভরে কম্পমানা বসুমতী।
বান্ধে একপদ দিল মনে ক্রুদ্ধ অতি॥
আর পদ তুলি দেয় যেমন সুবীর।
কচ্ছপের মুখ হতে বহিল রুধির॥
হইল অরুণবর্ণ সাগরের জল।
তাহা দেখি সচিন্তিত হ'ল মহাবল॥
পৃথিবী সহিতে মোর ভর নাহি পারে।
শর বান্ধ কি প্রকারে রহিল সাগরে॥
কোন হেতু রক্তবর্ণ সাগরের নীর।
এতেক চিন্তিয়া জ্ঞানদৃষ্টি করে বীর॥
ধ্যানেতে জানিল প্রভু বান্ধের নীচেতে।
লাফ দিয়া তটে পড়ে অতি ভীতচিতে॥
আমি পশু মূঢ়মতি ইহা নাহি জানি।
বান্ধের নীচেতে প্রভু রঘুকুলমণি॥
অজ্ঞান অধম আমি বড়ই বর্ব্বর।
না জানিয়া আরোহিনু প্রভুর উপর॥
তবে ত কচ্ছপরূপ ত্যজিয়া শ্রীহরি।
দূর্ব্বাদলশ্যাম হইলেন ধনুর্দ্ধারী॥

হনূমান প্রভৃতি তবে বলেন বচন।
আমার পরম ভক্ত তোমরা দুজন॥
দুই জনে প্রীতি কর ছাড় মনে রোষ।
আমারে করহ ক্ষমা অর্জ্জুনের দোষ॥
কৃতাঞ্জলি বলে হনূ করিয়া বিনয়।
পাপ কর্ম্ম করিলাম আমি পাপাশয়॥
অপরাধ ক্ষম মোর ওহে রঘুমণি।
অজ্ঞান অধম পশু কিছু নাহি জানি॥
শুনি হরি উভয়ের সখ্য করাইয়া।
উভয়েরে শান্ত করি গেলেন চলিয়া॥
হনূমান আমা চাহি বলেন বচন।
তুমি আমি সখা হইলাম দুই জন॥
সদাই তোমার আমি সহায় থাকিব।
সমর-সঙ্কটে তব সাহায্য করিব॥
এতেক বলিয়া বীর গেলেন উত্তর।
পুষ্প লয়ে আসিলাম দ্বারকানগর॥
বড় বড় সঙ্কটেতে রাখিলেন মোরে।
ধর্ম্ম মহারাজ শুন না চিন্ত অন্তরে॥
এত বলি প্রবোধেন পার্থ ধর্ম্মনৃপে।
রজনী বঞ্চিল নানা কথার আলাপে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সপ্তম দিনের যুদ্ধ।

প্রভাতেতে দুই দল সাজিল সমরে।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র উথলে॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ গজের গর্জ্জন।
ধনুক টঙ্কার ঘোর রথের নিস্বন॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ারে পদাতিক যুঝে।
মুষল মুদ্গর শেল পরশু তোমর।
ভূষণ্ডী পট্টিশ গদা বর্ষে নিরন্তর॥
দুই দলে বাধে যুদ্ধ মহাকোলাহল।
যেমন প্রলয়কালে সমুদ্র-কল্লোল॥
ভীষ্ম অর্জ্জুনেতে যুদ্ধ নাহিক তুলনা।
বাণবৃষ্টি নিরন্তর কে করে বর্ণনা॥

মুষলের ধারে যেন বরিষয়ে ঘনে।
তাদৃশ আয়ুধ বৃষ্টি করে দুই জনে॥
ভীমসেন মহাবীর প্রবেশে সমরে।
সহস্র সহস্র রথী নিল যমঘরে॥
গদা হস্তে ভীমসেন যেই দিকে ধায়।
বড় বড় যোদ্ধাগণ আতঙ্কে পলায়॥
দেখিয়া রুষিল বীর দ্রোণের নন্দন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর চড়ে নিজ রথে।
গদা এড়ি ধনুঃশর তুলি নিল হাতে॥
সন্ধান করিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ।
দ্রৌণির যতেক অস্ত্র করে খান খান॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র বৃকোদর বীর।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে তাহার শরীর॥
দেখি অশ্বত্থামা কোপে এড়ে পঞ্চবাণ।
ভীমের যতেক অস্ত্র করে খান খান॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে দোঁহে মহাবল।
সমরে রুষিল বীর হইল প্রবল॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া এড়ে পঞ্চ বাণ।
দ্রৌণির ধনুক কাটি করে খান খান॥
আর দুই বাণ মারে কি কহিব কথা।
রথ অশ্ব কাটে আর সারথির মাথা॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
চোখ চোখ বাণ মারে ভীম মহাবল॥
বাণাঘাতে অচেতন দ্রোণের কুমার।
দেখি সব কুরুগণ করে হাহাকার॥
আর রথে করি অশ্বত্থামারে লইল।
মহাবল ভীম সৈন্য বিনাশ করিল॥
কোটি কোটি রথী মারি নিল যমালয়।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা মহাদুঃখমতি।
রাজগণে অনুমতি করে শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া কলিঙ্গ শত সহোদর আগে।
ভীমেরে মারিতে যায় ধনু ধরি বেগে॥
চতুর্দ্দিক বেড়ি সবে বরিষয়ে শর।
বাণে বাণ নিবারয়ে বীর বৃকোদর॥

চোক চোক বাণে বিন্ধে সবার শরীর।
রণে ভঙ্গ দিল সবে হইয়া অস্থির ॥
কোপেতে কলিঙ্গ রাজ এড়ে শত বাণ।
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান ॥
পুনঃ সপ্ত বাণ বীর মারে বৃকোদরে।
খণ্ড খণ্ড করি তাহা পাড়ে ভীম শরে ॥
বাণ নিবারিয়া করে বাণের প্রহার।
সারথি সহিত অশ্ব করিল সংহার ॥
বিরথ হইয়া বীর ভাবে মনে মন।
আর রথে চড়ি করে অস্ত্র বরিষণ ॥
বাণ নিবারিয়া ভীম করে শরজাল।
ঢাকিল রবির তেজ তিমির বিশাল ॥
নিবারিতে না পারিল কলিঙ্গ রাজন।
রথের উপরে পড়ে হয়ে অচেতন ॥
রাজার সঙ্কট দেখি সহোদরগণ।
ভীমের উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥
তাহা দেখি বৃকোদর গদা হাতে লয়ে।
নিমেষেকে সবাকারে নিল যমালয়ে ॥
সৈন্যগণ বিনাশয়ে পবনকুমার।
লক্ষ লক্ষ সেনাগণে নিল যমদ্বার ॥
চেতন পাইয়া উঠে কলিঙ্গরাজন।
ভাই সব মরে দেখি মহাশোকমন ॥
হস্তী ষাটি সহস্র যে রাজার ভিড়নে।
সবারে আদেশি রাজা প্রবেশিল রণে ॥
ভীমেরে ডাকিয়া বলে শুন বীরবর।
সমরেতে বিনাশিলে মোর সহোদর ॥
মোর সহ স্থির হয়ে করহ সমর।
হস্তীর চাপনে তোমা নিব যমঘর ॥
শুনি ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করয়।
নিশ্চয় তোমারে আজি নিব যমালয় ॥
যে হস্তীগণের তুই করিস্ অহঙ্কার।
গদার বাতাসে সবে লব যমদ্বার ॥
গদার বাতাস বিনা না করি আঘাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুনহ সাক্ষাৎ ॥
এত বলি গদা লয়ে ধায় বীরবর।
কোপেতে ফিরায় গদা মাথার উপর ॥
দিলেন আপন তেজ ভীমে হৃষীকেশ।
ঊনপঞ্চাশত বায়ু গদাগ্রে প্রবেশ ॥
গদা ফিরাইয়া বীর ধায় মহারোষে।
উড়াইল হস্তিগণে দারুণ বাতাসে ॥
আকাশেতে ঘূর্ণবায়ু বহে নিরন্তর।
গদার বাতাসে তথা উড়িল কুঞ্জর ॥
ঘূর্ণিত বায়ুতে হস্তী ঘূর্ণমান হয়।
অদ্যাবধি ঘুরিতেছে পড়িতে না পায় ॥
একই যোজন মধ্যে যত সৈন্য ছিল।
গদার বাতাসে ভীম সবে উড়াইল ॥
পর্ব্বত কাননে কত পড়ে দেশান্তরে।
কতেক পড়িল গিয়া সাগর ভিতরে ॥
দেখি সব দেবগণে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার ॥
তবে বৃকোদর বীর অতি বেগে ধায়।
এক ঘায়ে কলিঙ্গেরে নিল যমালয় ॥
রথ অশ্ব সহ সব গুঁড়া হয়ে গেল।
দেখিয়া কৌরবদলে আতঙ্ক হইল ॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ চোখ বাণ।
সহস্র সহস্র বাণ মারে একবারে।
ভীমের শরীর বিদ্ধ করিল প্রহারে ॥
দেখি বীর বৃকোদর চড়ে গিয়া রথে।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইলেক হাতে ॥
বাণবৃষ্টি করি বীর নিবারয়ে শর।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধে পুনঃ দ্রোণ-কলেবর ॥
দোঁহে দোঁহাপরে করে অস্ত্র বরিষণ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে বারণ ॥
জয়দ্রথ নকুলেতে হয় ঘোর রণ।
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ ॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
বাণেতে জর্জ্জর হ'ল উভয়-শরীর ॥
ক্রুদ্ধ হ'ল সহদেব-মাদ্রীর নন্দন।
শকুনি-হাতের কাটে বড় শরাসন ॥
রথধ্বজ কাটি তার সারথি কাটিল।
দিব্য ভল্ল পঞ্চ গোটা অঙ্গে প্রহারিল ॥

আঘাতে শকুনি হয়ে পড়ে অচেতন।
আর রথে তুলি তারে নিল যোদ্ধাগণ॥
অভিমন্যু দ্রোণপুত্রে বাধিল সমর।
দোঁহে মহাপরাক্রম মহাধনুর্দ্ধর॥
মহাকোপে অভিমন্যু এড়ে ষাটি শর।
রথ অশ্ব সারথিরে নিল যমঘর॥
অন্য রথে চড়ে দ্রোণপুত্র বিপ্রবর।
অর্জ্জুনি উপরে মারে সহস্রেক শর॥
অর্দ্ধপথে কাটে তাহা অভিমন্যু বীর।
সন্ধান পূরয়ে পুনঃ নির্ভয় শরীর॥
হেনমতে দুই জনে বরিষয়ে শর।
সংগ্রামে নিপুণ দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥
ভূরিশ্রবা দ্রুপদেতে রণ অতিশয়।
সমান বিক্রম কারো নাহি পরাজয়॥
শ্রীহরি চালান রথ পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরে বীর বরিষেণ শর॥
বাণে বাণ নিবারেন গঙ্গার নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে কাটি পার্থ তাহা করে নিবারণ।
পুনঃ দিব্য দশ বাণ করেন ক্ষেপণ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করেন সংহার।
বাণাঘাতে ভীষ্ম বীর ব্যথিত অপার॥
তবে পার্থ লক্ষ শর এড়েন ত্বরিতে।
লক্ষ লক্ষ সেনা কাটি পাড়েন ভূমিতে॥
পার্থের বিক্রম দেখি ভীষ্ম ধরে ধনু।
আশী বাণ দিয়া বিন্ধে অর্জ্জুনের তনু॥
অঙ্গেতে প্রবেশে শর রক্ত বহে ধারে।
আর ষাটি বাণ মারে কৃষ্ণের শরীরে॥
সহস্রেক বাণ বীর মারিলেক ধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন।
গাণ্ডীব ধনুক হতে কাটিলেন গুণ॥
ধনুকেতে আর গুণ দিতে মহাশয়।
রথী দশ সহস্রেরে মারে মহাশয়॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন শিবিরে চলিল॥
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
কাশী কহে সাত দিন হইল সমর॥

কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক ছলে দুর্য্যোধনের মুকুট আনয়ন।

কৌরবের যোদ্ধাগণ চলিল শিবির।
ভীষ্মের নিকটে গেল দুর্য্যোধন বীর॥
পিতামহ-পদে বীর প্রণাম করিয়ে।
সবিস্ময়ে কহে রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে॥
তোমার সমান বীর নাহিক সংসারে।
দেবতা দানবগণ সবে তোমা ডরে॥
নিঃক্ষত্রা পৃথিবীকারী রাম মহাশয়।
তোমার নিকটে হ'ল তাঁর পরাজয়॥
হেন মহাবীর তুমি দুর্জ্জয় সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে তিন লোক পার জিনিবারে॥
পাণ্ডবের সহ কর সাত দিন রণ।
নির্ব্বিঘ্নে গৃহেতে যায় ভাই পঞ্চ জন॥
যদ্যপি রণেতে কালি না মার পাণ্ডবে।
অপযশ হবে তব জগতে জানিবে॥
রুষিয়া উঠিল শুনি ভীষ্ম মহাবীর।
তূণ হতে পঞ্চ শর করিল বাহির॥
মহাকাল নাম তার জানে সর্ব্বজন।
সুরপতি বজ্র সম নহে নিবারণ॥
বাণ হস্তে করি কহে জাহ্নবীনন্দন।
কোন চিন্তা নাহি তব শুন দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবে সমরে কল্য নাশিব এ শরে।
দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে॥
কৃষ্ণের কারণে বাঁচে ভাই পঞ্চ জনে।
নহে তার কিবা শক্তি মম সহ রণে॥
কালি পাণ্ডুপুত্রগণে মারিব এ শরে।
তবে সে যাইব আমি নিজ অন্তঃপুরে॥
দুর্য্যোধন শুনি মহা আনন্দ পাইল।
দিব্য বস্ত্রগৃহ তথা নির্ম্মাইয়া দিল॥
সেই গৃহে রহিলেন গঙ্গার নন্দন।
দুর্য্যোধন মনে ভাবে জিনিলাম রণ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সহ ভ্রাতৃগণ।
যত যোদ্ধাগণ আর দেব নারায়ণ॥

সভা করি বসিলেন আপন আলয়।
সহদেবে জিজ্ঞাসেন দেবকীতনয়॥
কিমতে হইবে কালি যুদ্ধের করণি।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মন্ত্রিমণি॥
সহদেব বলে শুন সংসারের সার।
সকল জানহ আমি কি বলিব আর॥
দুর্য্যোধন আদেশেতে পিতামহ বীর।
তূণ হতে পঞ্চ শর করিল বাহির॥
পাণ্ডবে বধিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল।
দ্বারেতে রহিল অন্তঃপুরে নাহি গেল॥
পাণ্ডবের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে উচিত হয়॥
শুনি যুধিষ্ঠির পাইলেন মহাভয়।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কভু লঙ্ঘন না হয়॥
সবান্ধবে কালি সবে হইব নিধন।
উপায় ইহার কিবা হবে নারায়ণ॥
শ্রীহরি বলেন রাজা চিন্তা না করহ।
ধনঞ্জয় বীরবরে মম সঙ্গে দেহ॥
ছল করি ভীষ্ম স্থানে আনি পঞ্চ বাণ।
অরিষ্ট ঘুচিবে হবে সবার কল্যাণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন হইল বিস্ময়।
কিরূপে আনিবে ছলে কহ মহাশয়॥
কৃষ্ণ কহিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কাম্যবনে যবে তোমা ছিলে পঞ্চ জন॥
দূতমুখে দুর্য্যোধন শুনি সমাচার।
দুষ্ট মন্ত্রিগণ সহ করিল বিচার॥
ঐশ্বর্য্য দেখাতে তথা করে আগমন।
সর্ব্বসৈন্য সাজিলেক বিনা ভীষ্ম দ্রোণ॥
করিতে প্রভাস স্নান দিলেক ঘোষণা।
সবান্ধবে চলে আর যত পুরজনা॥
তোমার অমান্য করি প্রভাসেতে গেল।
চিত্ররথ-পুষ্পোদ্যান তথায় ভাঙ্গিল॥
গন্ধর্ব্ব শুনিয়া ক্রোধে আসে বীরবর।
দুর্য্যোধন সহ তার হইল সমর॥
কর্ণ আদি যত যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিল।
স্ত্রীগণ সহিত দুর্য্যোধনেরে বান্ধিল॥

প্রেরণীর মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
অর্জ্জুনেরে পাঠাইয়া করিলে মোচন॥
তুষ্ট হয়ে ধনঞ্জয়ে বলে দুর্য্যোধন।
মম স্থানে তাহা লহ যাহে যায় মন॥
পার্থ বলিলেন এবে নাহি মম কাজ।
সময় হইলে লব শুন কুরুরাজ॥
সেই সত্য হেতু আজি তথাকারে যাব।
ছল করি নিজ কার্য্য উদ্ধার করিব॥
এতেক বলিয়া হরি পার্থ দুই জন।
শীঘ্রগতি চলিলেন যথা দুর্য্যোধন॥
শ্রীহরি বলেন আমি থাকিব বাহিরে।
তুমি গিয়া মুকুট যে আন মাগি বীরে॥
মুকুট মস্তকে দিয়া যাহ ভীষ্ম যথা।
শর মাগি আন বীর ঘুচুক যে ব্যথা॥
শুনি পার্থ চলিলেন অতি শীঘ্রতর।
দ্বারী জানাইল গিয়া নৃপতিগোচর॥
শুনি রাজা দুর্য্যোধন ত্বরিত ডাকিল।
অন্তঃপুরে দিব্যাসনে পার্থে বসাইল॥
জিজ্ঞাসে কি হেতু হ'ল তব আগমন।
যে বাঞ্ছা তোমার তাহা করিব পূরণ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা পূর্ব্ব অঙ্গীকার।
মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার॥
শুনি দুর্য্যোধন নাহি বিলম্ব করিল।
মাথার মুকুট আনি অর্জ্জুনেরে দিল॥
মুকুট পাইয়া বীর হরষিত মন।
তথা হতে চলিলেন ভীষ্মের সদন॥
মুকুট শিরেতে বান্ধি উপনীত পার্থ।
দেখি ভীষ্ম সমাদর করিল যথার্থ॥
ভীষ্ম কহে কহ শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
এত রাত্রে কি কারণে হেথা আগমন॥
পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর।
স্বহস্তে পাণ্ডবে বধি জিনিব সমর॥
হাসি গঙ্গাপুত্র শর দিল সেইক্ষণে।
নিলেন অর্জ্জুন তাহা হরষিত মনে॥
হেনকালে বাসুদেব দিলেন দর্শন।
দেখি ভীষ্ম জানিলেন সকল কারণ॥

কৃষ্ণ প্রতি বলিছেন শান্তনুকুমার।
কিহেতু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলে আমার॥
শিব-সনকাদি তব না জানে মহিমা।
দেবগণ মুনিগণ দিতে নারে সীমা॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর জগতের পতি।
আপনি হইলে তুমি পাণ্ডব-সারথি॥
আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলে পাণ্ডবে।
তোমার প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আহবে॥
সান্ত্বনা করিয়া ভীষ্মে দৈবকীনন্দন।
অস্ত্র লয়ে দুই জন করেন গমন॥
পাণ্ডবগণের তাহে আনন্দ হইল।
মৃত শরীরেতে যেন প্রাণ সঞ্চারিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অষ্টম দিনের যুদ্ধ।

দুর্য্যোধন রাজা শুনি হ'ল দুঃখিমন।
প্রভাতে করিল বীর সৈন্যের সাজন॥
হরিষেতে পাণ্ডবের সৈন্যগণ সাজে।
ভেরী তুরী ও দুন্দুভি নানা বাদ্য বাজে॥
চতুরঙ্গ দল সাজি সমরে আসিল।
সৈন্যগণ-কোলাহলে আকাশ ব্যাপিল॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ারে পদাতিক যুঝে॥
নানা অস্ত্র সৈন্যগণ করে বরিষণ।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে ঘন॥
পার্থ ধনুর্দ্ধর রথে শ্রীহরি সারথি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ নিলেন ঝটিতি॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন অর্জ্জুন।
বাজিল ভীষ্মের শঙ্খ তা হতে দ্বিগুণ॥
দুই শঙ্খনিনাদেতে হ'ল মহারোল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভীষ্ম বলেন বচন।
আজিকার রণে পার্থ বুঝিব কেমন॥
দুর্য্যোধনের মুকুট ছলে নিলে তুমি।
কৃষ্ণের ছলনা এত না বুঝিনু আমি॥

কৃষ্ণের মায়ায় বশ এতিন সংসার।
ব্রহ্মা হর অগোচর কিবা অন্য আর॥
ছল করি মম স্থানে নিলে পঞ্চ শর।
বুঝিব কিমতে আজি করিবে সমর॥
প্রতিজ্ঞা আমার আজি শুন ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে ধরাইব অস্ত্র জানিহ নিশ্চয়॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি যদি নাহি করি।
শান্তনুনন্দন বৃথা ভীষ্ম নাম ধরি॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি যত দেবগণ।
কৌতুক দেখিতে সবে আসিল তখন॥
প্রথমে প্রতিজ্ঞা এই করিলেন হরি।
ভারত সমরে অস্ত্র নাহি করে ধরি॥
প্রতিজ্ঞা করিল এবে গঙ্গার নন্দন।
দেখিব কাহার পণ করিবে রক্ষণ॥
অনন্তর ভীষ্মবীর সন্ধান পূরিল।
গগন ছাইল বাণে অন্ধকার হ'ল॥
সন্ধান পূরিয়া পার্থ এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধপথে কাটি ভীষ্ম করে খান খান॥
পুনঃ বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের নন্দন।
শীঘ্রহস্তে ভীষ্ম তাহা কাটে সেইক্ষণ॥
দোঁহে দোঁহাপরে অস্ত্র করয়ে প্রহার।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে সংহার॥
দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নে বাধে ঘোরতর রণ।
চমৎকৃত হয়ে তাহা দেখে সর্ব্বজন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ প্রতি মারে মহাশর।
দ্রোণ মারে শত বাণ তাহার উপর॥
মহাক্রোধে দ্রোণাচার্য্য পূরিল সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরে মারে দশগোটা বাণ॥
হাহাকার করে লোক আসে মহাবাণ।
শরে হানি ধৃষ্টদ্যুম্ন করে খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু বড় পায় লাজ।
শক্তি ফেলি মারে তার হৃদয়ের মাঝ॥
মহারল ধৃষ্টদ্যুম্ন পূরিল সন্ধান।
দ্রোণের বৃহৎ শক্তি করে দুই খান॥
মহাক্রোধে দ্রোণ গুরু বরিষয়ে শর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-ধনু দ্রুত কাটে বীরবর॥

ধনু কাটা গেল দেখি গদা নিল হাতে।
গদা ফেলি মারিলেন দ্রোণাচার্য্য-মাথে ॥
ডুব দিয়া এড়াইল দ্রোণ মহাবলী।
দুর্য্যোধন দেখি হয় মহা কুতূহলী ॥
তবে দ্রোণ দশ বাণ পূরিল সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন রথধ্বজ করে খান খান ॥
বিরথ হইয়া বীর খড়্গ লয়ে ধায়।
সারথির মাথা কাটি নিল যমালয় ॥
খড়্গের প্রহারে চারি অশ্ব সংহারিল।
চোখ চোখ শর দ্রোণ আচার্য্য মারিল ॥
পঞ্চ শরে খড়্গ কাটি সংচূর্ণ করিল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র অঙ্গে প্রবেশিল ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যথিত অন্তর।
অভিমন্যু রথে গিয়া উঠিল সত্বর ॥
ভীম-দুর্য্যোধন যুদ্ধ কি দিব তুলনা।
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্ব্বজনা ॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রাম ভিতর।
দোঁহার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
মহাকোপ উপজিল বৃকোদর বীরে।
গদার প্রহার করে রাজার উপরে ॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হইল ব্যথিত।
আপনার রথে গিয়া উঠিল ত্বরিত ॥
ধনুক ধরিয়া অস্ত্র করে বরিষণ।
দেখি নিজ রথে চড়ে পবননন্দন ॥
নানা অস্ত্র দুই জন করয়ে প্রহার।
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করয়ে সংহার ॥
মহাক্রোধে ভীমসেন পূরিল সন্ধান।
দুর্য্যোধন-ধনু কাটি করে খান খান ॥
আর ধনু লয় দুর্য্যোধন বীরবর।
সেই ধনু কাটি পাড়ে বীর বৃকোদর ॥
পুনঃ দুর্য্যোধন বীর যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা ভীম মহাশয় ॥
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা বীর বৃকোদর।
নিজ শরে সবাকারে করিল জর্জর ॥
কাহার কাটিল ধ্বজ কাহার সারথি।
কার মাথা কাটি পাড়ে ভীম মহামতি।
ভীমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর ॥
ক্রোধে ভীমসেন বীর বরিষয়ে শর।
সহস্র সহস্র সেনা নিল যমঘর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সেনাভঙ্গ দেখি কৃপাচার্য্য মহামতি।
ভীমের সম্মুখে বীর আসিল ঝটিতি ॥
দিব্য অস্ত্র এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভীমের ধনুক কাটি করে দুই খান ॥
কাটা ধনু ফেলি বীর অন্য ধনু লয়।
কৃপাচার্য্য উপরেতে বাণ বরিষয় ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা কৃপ দ্বিজবর।
ভীমের উপরে পুনঃ বরিষয়ে শর ॥
দোঁহে রণে বিশারদ সমরে প্রচণ্ড।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে খণ্ড খণ্ড ॥
সাত্যকি সহিত ভূরিশ্রবা করে রণ।
অভিমন্যু সহ যুঝে সুশর্ম্মা রাজন ॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ সমরে মাতিল।
দোঁহে মহাপরাক্রম রণে প্রকাশিল ॥
অশ্বত্থামা সহ যুঝে দ্রুপদ রাজন।
গগন ছাইয়া করে অস্ত্র বরিষণ ॥
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে শল্য মহামতি।
দুর্ম্মুখ সহিত যুঝে বিরাট নৃপতি ॥
নকুল সহিত দুঃশাসন করে রণ।
কেহ কারে জিনিতে না পারে কদাচন ॥
সহদেব সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি।
সহদেব কাটিলেন তাহার সারথি ॥
ধনুর্গুণ কাটি তার কবচ ভেদিল।
মর্ম্মব্যথা পেয়ে তাহে শকুনি পলাল ॥
শকুনির পলায়নে হরষিত মন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ ঘোর দরশন।
আকাশমার্গেতে থাকি দেখে দেবগণ ॥

দুই বীর অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তর।
দোঁহে নিবারণ করে মহাধনুর্দ্ধর॥
ক্রোধে ভীষ্ম শত শর পূরিল সন্ধান।
অৰ্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন খান খান॥
বাণ ব্যর্থ করি পার্থ এড়িলেন শর।
ভীষ্মের সে ধনুর্গুণ কাটেন সত্বর॥
আর গুণ ধনুকেতে দিল মহাশয়।
সহস্রেক বাণ একবারে বরিষয়॥
গগন ছাইয়া হ'ল বাণের সঞ্চার।
রবিতেজ আচ্ছাদিয়া হইল আন্ধার॥
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শরাঘাতে জর জর হ'ল কলেবর॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনুনন্দন।
কৃষ্ণের শরীরে বাণ করিল ঘাতন॥
তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর মহাকোপমন।
ভীষ্মের শরীরে বাণ করিল ঘাতন॥
পুনঃ আর দিব্য শর এড়েন ত্বরিতে।
ভীষ্মের হাতের ধনু কাটেন তাহাতে॥
আর ধনু নিল শীঘ্র ভীষ্ম বীরবর।
সেহ ধনু কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ভীষ্ম তাঁরে প্রশংসিল সাধু সাধু করি।
শর বৃষ্টি করে বীর আর ধনু ধরি॥
সারথি শ্রীবাসুদেব পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দোঁহারে বিন্ধিয়া ভীষ্ম করেন জর্জ্জর॥
আর লক্ষ শর মারে সৈন্যের উপর।
কোটি কোটি সেনা পড়ি যায় যমঘর॥
কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের সৈন্য মারি করিল অস্থির॥
মনেতে সম্ভ্রম পাইলেন যদুবীর।
ভীষ্মের বাণেতে বিদ্ধ শ্যামল শরীর॥
তবে পার্থ মহাবীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
কাটেন ভীষ্মের বাণ সন্ধান পূরিয়া॥
আর বাণ এড়িলেন অতিশয় রোষে।
পড়িল কৌরব সৈন্য শমনের গ্রাসে॥
দেখিয়া হইল রুষ্ট গঙ্গার নন্দন।
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥

নাহি দিক না বিদিক সূর্য্যের প্রকাশ।
শূন্যমার্গ রুদ্ধ করে না চলে বাতাস॥
দিবা নিশা নাহি জ্ঞান হ'ল অন্ধকার।
নিবারিতে না পারেন কুন্তীর কুমার॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর।
সমরে সামর্থ্যহীন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
অৰ্জ্জুন দুর্ব্বল আর সৈন্যের নিধন।
নিবৃত্ত না হয় ভীষ্ম মারে শরগণ॥
মহাকোপ উপজিল দেবকীনন্দনে।
আজি আমি বিনাশিব যত কুরুগণে॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে বাণ না ধরিব।
না ধরিলে আজি রণে পাণ্ডবে হারাব॥
এতেক চিন্তেন লক্ষ্মীকান্ত মনে মন।
চোখ চোখ বাণ ভীষ্ম মারে ঘনে ঘন॥
অস্থির হইয়া হরি কমললোচন।
লাফ দিয়া রথ হতে পড়েন তখন॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ॥
গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি।
কৃষ্ণের চরণ ভরে কাঁপে বসুমতী॥
চমৎকৃত হয়ে চাহি দেখে সর্ব্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর॥
আসিছে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
মারুক আমারে যেন দেখে সর্ব্বলোকে॥
শীঘ্র এস কৃষ্ণ কর আমারে সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার॥
তোমার বাণেতে যদি সমরে মরিব।
দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ঠে যাইব॥
এতেক বলিয়া বীর ত্যজে ধনুঃশর।
কৃতাঞ্জলি স্তুতি করে মহাধনুর্দ্ধর॥
ভক্তের অধীন তুমি বিরিঞ্চিমোহন।
নমস্তে সুদামবিপ্র দারিদ্র্যভঞ্জন॥
ধ্রুবকে অচল পদ দিলে চক্রধারী।
প্রহ্লাদে রক্ষিলে হিরণ্যাক্ষেরে সংহারি॥
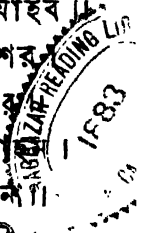
নমস্তে বামনমূর্ত্তি নমো জনার্দ্দন।
নমো রামচন্দ্র দশস্কন্ধ বিনাশন ॥
ভক্তের অধীন তুমি জানে চরাচরে।
আমার প্রতিজ্ঞা আজি রাখিলে সমরে ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে ভীষ্ম বীর।
আনন্দে পূর্ণিত মন রোমাঞ্চ শরীর ॥
দেখিয়া কৃষ্ণের ক্রোধ ইন্দ্রের নন্দন।
রথ হতে নামি ধাইলেন সেইক্ষণ ॥
দশ পদ অন্তরেতে ধরে দুটী হাত।
সম্বর সম্বর ক্রোধ ত্রিভুবন-নাথ ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে তোমার অগ্রেতে।
ভীষ্মের বিনাশ আমি করিব যুদ্ধেতে ॥
ভীষ্মে মারি কুরুবংশ করিব যে ক্ষয়।
তোমার প্রসাদে রণে হইবেক জয় ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি দেব দামোদর।
ক্ষান্ত হয়ে চড়িলেন রথের উপর ॥
অনন্তরে ধনঞ্জয় ধরি শরাসন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য বাণ করেন ক্ষেপণ ॥
সহস্রেক রথী তাহে গেল যমদ্বার।
সহস্র সহস্র গজ হইল সংহার ॥
দেখি ভীষ্ম শক্তি এড়িলেন বজ্রসার।
ইন্দ্রবাণে কাটিলেন ইন্দ্রের কুমার ॥
এড়েন মাহেন্দ্র বাণ মহেন্দ্র সমান।
লক্ষ লক্ষ রথী করিলেন খান খান ॥
দেখি ভীষ্ম মহাকোপে এড়ে শরগণ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণে করিল নিধন ॥
দশ সহস্র রথী মারি শঙ্খ বাজাল।
সন্ধ্যা জানি যোদ্ধাগণ নিবৃত্ত হইল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

নবম দিনের যুদ্ধ।

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহামতি।
সভা করি বসিলেন বিষাদিত অতি ॥
পিতামহ-পরাক্রম অতুল ভুবনে।
কিরূপে হইবে জয় ভাবেন তা মনে ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি বীরবর।
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ সংগ্রাম ভিতর ॥
হেন বীর সহ যুঝিবেক কোন জন।
এত বলি চিন্তাযুক্ত ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনিয়া দ্রুপদরাজা প্রবোধে ধর্ম্মেরে।
আমার বচন শুন না চিন্ত অন্তরে ॥
ভক্তের অধীন প্রভু জগতে বিদিত।
সর্ব্বদা ভক্তের হিত করেন বিহিত ॥
ভক্তের প্রতিজ্ঞা সদা করেন রক্ষণ।
স্তম্ভেতে নৃসিংহমূর্ত্তি করেন ধারণ ॥
প্রহ্লাদেরে বহু দুঃখ দিল দৈত্যেশ্বর।
সে কারণে তারে দেব নিল যমঘর ॥
বলিরে ছলনা করি নিলেন পাতালে।
স্বর্গের কর্ত্তৃত্ব পুন দিল স্বর্গপালে ॥
বিভীষণ রাজা হয় যাঁহার মহিমা।
অদ্ভুত প্রভুর লীলা নাহি তার সীমা ॥
হেন প্রভু গদাধর তোমার সারথি।
অকারণে শোক কেন কর মহীপতি ॥
অবশ্য হইবে জয় নাহিক সংশয়।
এত বলি প্রবোধিল ধর্ম্মের তনয় ॥
এত শুনি পাণ্ডবের প্রবোধ জন্মিল।
নানা কথা আলাপনে রজনী বঞ্চিল ॥
প্রভাতে উভয় সৈন্য করিয়া সাজন।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে দিল দরশন ॥
যে যার লইয়া অস্ত্র যত যোদ্ধাগণ।
সিংহনাদ করি রণে ধায় সর্ব্বজন ॥
মহারথিগণ তবে করে অস্ত্রাঘাত।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল নিপাত ॥
শ্রীহরি সারথি রথে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন যেন জলধর ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মরি গেল যমঘর।
বহিল শোণিত-নদী অতি ভয়ঙ্কর ॥
ভীমসেন বিনাশিল যত হস্তীগণ।
আড়ারির প্রায় তাহে হইল শোভন ॥
নদীফেন সম ভাসে শ্বেতচ্ছত্রগণ।
কচ্ছপ হইল চর্ম্ম অসি মীন সম ॥

শেবাল সমান কেশ ভাসি যায় স্রোতে।
শুশুক সমান গজ ডুবিছে তাহাতে ॥
গ্রাহ সম মৃত অশ্ব ভাসি যায় বেগে।
হস্ত পদ তৃণ সম ভাসে চতুর্দ্দিকে ॥
শোণিতের নদী বেগে বহে ভয়ঙ্কর।
অস্ত্রগণ বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর ॥
প্রচণ্ড সমর দেখি আসেন চামুণ্ডা।
দিগম্বরী মুক্তকেশী হস্তে শোভে খাণ্ডা ॥
সঙ্গেতে যোগিনীগণ বিস্তারবদনা।
নরমুণ্ড গলে দোলে বিলোলরসনা ॥
গজমুণ্ড লয়ে কর্ণে পরিল কুণ্ডল।
করতালি দিয়া নাচে হাসে খলখল ॥
নরমুণ্ডমালা কেহ গাঁথি পরে গলে।
গেঁড়ুয়া খেলায় কেহ মহাকুতূহলে ॥
হাতেতে খর্পর করি রক্ত করে পান।
ক্রীড়ায় যোগিনীগণ আনন্দ বিধান ॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে আনন্দেতে ধায়।
শকুনি গৃধিনী কঙ্ক উড়িয়া বেড়ায় ॥
ভীষ্ম পার্থ দুই বীর করেন সমর।
চমৎকৃত হয়ে চাহে যতেক অমর ॥
মহাকোপে ভীষ্ম বীর সন্ধান পূরিল।
সহস্র নৃপতি রণে সংহার করিল ॥
পাণ্ডবের সেনা বহু বিনাশিল রণে।
হয় হস্তী পদাতিক পড়ে অগণনে ॥
যত যোদ্ধাগণ সব করে ঘোর রণ।
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥
তোমর ভুষণ্ডী শেল মুষল মুদ্গার।
বরিষাকালেতে যেন বর্ষে জলধর ॥
মহারোষে বৃকোদর সমরে প্রবেশে।
গদার প্রহারে সৈন্য মারয়ে বিশেষে ॥
দেখিয়া ধাইল রণে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমের উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥
দেখি বৃকোদর বীর অস্ত্র নিল হাতে।
নিমেষে সবারে মারে অস্ত্রের আঘাতে ॥
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে রাজার শরীর।
বাণাঘাতে মর্ম্মব্যথা পায় কুরুবীর ॥

ধনুক ছাড়িয়া বীর গদা লয়ে ধায়।
মারিল ভীমের সারথিরে এক ঘায় ॥
মহাক্রোধ উপজিল বীর বৃকোদরে।
চোখ চোখ দশ অস্ত্র রাজারে প্রহারে ॥
দুই বাণে গদা কাটি করে খান খান।
অঙ্গের কবচ কাটিলেক তনুত্রাণ ॥
নিরস্ত্র বিবস্ত্র হয়ে রাজা দুর্য্যোধন।
আপনার সৈন্যে পশি রাখিল জীবন ॥
দেখি যত যোদ্ধাগণ অতিবেগে ধায়।
ভীমের উপরে নানা অস্ত্র বরিষয় ॥
নিবারিল সব অস্ত্র পবননন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন ॥
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রোণ মহামতি।
ভীমের ধনুক বীর কাটে শীঘ্রগতি ॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে।
সেহ ধনু কাটে গুরু গুণ নাহি দিতে ॥
মহাক্রোধ করিলেন বৃকোদর বীর।
গদা লয়ে ধায় পুনঃ নির্ভয় শরীর ॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
গদা কাটিবারে বীর এড়ে দশ বাণ ॥
গদা ফিরাইয়া ভীম করিল বারণ।
দ্রোণাচার্য্য-রথে গদা করিল ঘাতন ॥
সারথি তুরগ রথ সব হ'ল চূর।
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে দ্রোণ মহাশূর ॥
আর রথে চড়ি গুরু বরিষয় শর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর ॥
ভীম বায়ুবেগে গদা মস্তকে ফিরায়।
দ্রোণের সারথি বীর মারে এক ঘায় ॥
চোখ চোখ বাণ গুরু পূরিয়া সন্ধান।
কাটিল ভীমের গদা করি খান খান ॥
গদা কাটা গেল ভীম কুপিত হইল।
আঁকাড়িয়া রথ ধরি তুলিয়া ফেলিল ॥
লাফ দিয়া দ্রোণাচার্য্য ভূমিতে পড়িল।
ভূমিতে পড়িয়া রথ চূর্ণ হয়ে গেল ॥
মহাক্রোধী ভীমসেন ধায় অতিবেগে।
মুকটীর ঘায় মারে যারে পায় আগে ॥

পদাঘাতে বহু রথ করিলেক চূর।
বড় বড় গজ ধরি ফেলে বহু দূর ॥
রথে রথ প্রহারয়ে গজে গজ মারে।
চরণে মর্দ্দিয়া পদাতিকেরে সংহারে ॥
এইমত মহামার করে বৃকোদর।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি নিল যমঘর ॥
পুনঃ আর রথে গুরু করে আরোহণ।
ভীমের উপরে বাণ করে বরিষণ ॥
দেখি ভীম নিজ রথে চড়িয়া বসিল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া নিজ অস্ত্র নিল ॥
মুহূর্ত্তেকে নিবারিল আচার্য্যের শর।
নিজ অস্ত্র প্রহারিল দ্রোণের উপর ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দোঁহে বীরবর।
দোঁহে অস্ত্র বৃষ্টি করে যেন জলধর ॥
অভিমন্যু মহাবীর অর্জ্জুন নন্দন।
কৌরবের সৈন্যগণ করিল নিধন ॥
দেখিয়া রুষিল কৃপাচার্য্য মহামতি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ধায় শীঘ্রগতি ॥
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুননন্দন ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি কৃপাচার্য্য মহাশয়।
পুনঃ দিব্য শর নিল সক্রোধ হৃদয় ॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু এড়ে পঞ্চ বাণ।
অভিমন্যু বীরের যে কাটে ধনুখান ॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষুর নিমিষে।
বাণ বৃষ্টি করে যেন মেঘেতে বরিষে ॥
কৃপের সারথি কাটে আর অশ্ব চারি।
ধ্বজ কাটি পাড়িলেক কৃপ বরাবরি ॥
আর দুই বাণে তার কবচ ভেদিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কৃপ রথেতে পড়িল ॥
দেখি অশ্বত্থামা রণে অগ্রসর হ'ল।
অভিমন্যু বীর তারে বাণ প্রহারিল ॥
ধনুক কাটিয়া তার দ্বিখণ্ড করিল।
দ্রোণপুত্র মহাবীর লজ্জিত হইল ॥
ক্রোধে আর ধনু হাতে নিল মহাবীর।
বাণবৃষ্টি করে বহু রণে হয়ে স্থির ॥

যত বাণ এড়ে দ্রৌণি কাটে মহাবীর।
পিতৃ সম পরাক্রম সমরে সুধীর ॥
নিজ শরে পুনঃ তারে করয়ে প্রহার।
বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুন কুমার ॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা বাণ মারে।
দোঁহাকার বাণ দোঁহে নিবারয়ে শরে ॥
এইমত যুদ্ধ করে যত যোদ্ধাগণ।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে কে করে গণন ॥
জাঠি শেল ঝকড়াদি মুষল মুদ্গর।
বরিষার ধারা যেন বর্ষে নিরন্তর ॥
ভয়ঙ্কর রণস্থল দেখি লাগে ভয়।
ডাকিনী যোগিনী প্রেত পিশাচ ক্রীড়য় ॥
কবন্ধ উঠিয়া শত শত করে রণ।
কাহার সামর্থ্য আছে করিতে বর্ণন ॥
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কি দিব উপমা।
দেবাসুর নরে তাহা দিতে নারে সীমা ॥
পূর্ব্বে যথা রণ করে মিলি দেবাসুর।
দোঁহাকার অস্ত্রাঘাতে কাঁপে তিনপুর ॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র করিল সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে ধনঞ্জয় করে দশখান ॥
পুনঃ শত শর এড়ে গঙ্গার কুমার।
বাণে কাটি ধনঞ্জয় করে ছার খার ॥
যত বাণ এড়ে ভীষ্ম কাটেন অর্জ্জুন।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু সমরে নিপুণ ॥
তবে পার্থ দশ বাণ পূরিয়া সন্ধান।
ধনুর্গুণ ভীষ্মের যে করে খান খান ॥
দুই বাণে কাটি তবে পাড়ে রথধ্বজ।
দুই বাণে ভেদিলেন অঙ্গের কবচ ॥
হাতের ধনুক কাটি ইন্দ্রের নন্দন।
সহস্রেক মহারথী করেন নিধন ॥
দেখি মহাকোপে ভীষ্ম অন্য ধনু লয়।
গগন ছাইয়া বীর বাণ বরিষয় ॥
নাহি দেখি দিবাকরে রজনী প্রকাশ।
শূন্য পথ রুদ্ধ হ'ল না চলে বাতাস ॥
দেখি ইন্দ্র অস্ত্র নিয়া ইন্দ্রের নন্দন।
নিবারণ করিলেন সব শরগণ ॥

কোপে ভীষ্ম দিব্য শর সন্ধান পূরিল।
দশ বাণ অর্জ্জুনের হৃদয়ে হানিল॥
বাণাঘাতে ব্যথা পায় বাসবতনয়।
ষাটি বাণে বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়॥
আট বাণে চারি অশ্বে বিন্ধিল সত্বর।
রথী দশ সহস্রেরে নিল যমঘর॥
জয়শঙ্খ বাজাইল হ'ল সন্ধ্যাকাল।
শিবিরে চলিল রণ ত্যজি মহীপাল॥
কৌরব পাণ্ডবগণ গেল নিকেতন।
নবম দিনের যুদ্ধ হ'ল সমাপন॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

ভীষ্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের খেদোক্তি।

রণসজ্জা ত্যাগ করি বৈসে যোদ্ধাগণ।
কৃষ্ণ প্রতি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
নয় দিন হ'ল আজি ঘোরতর রণ।
পিতামহ করিলেন প্রতিজ্ঞা পূরণ॥
দেখ কৃষ্ণ দয়াময় হ'ল সর্ব্বনাশ।
কি করিব কি হইবে কহ শ্রীনিবাস॥
ভীষ্ম বীর পরাজিতে যত বীরগণ।
গজ যেন ভাঙ্গে সব কদলীর বন॥
বায়ুর সাহায্যে যেন অনল উথলে।
পিতামহ-পরাক্রম তথা রণস্থলে॥
শমনে বরুণে ইন্দ্রে জিনিবারে পারে।
মহাপরাক্রম ভীষ্ম অতুল সংসারে॥
আপনা কুবুদ্ধি দোষে করিনু এ কর্ম্ম।
প্রবৃত্ত হইনু যুদ্ধে না বুঝিয়া মর্ম্ম॥
অনলে পতঙ্গ পড়ি যেন পুড়ে মরে।
সেইমত মম সৈন্য পড়য়ে সমরে॥
প্রহারে পীড়িত হ'ল সব সৈন্যগণ।
যুদ্ধে কার্য্য নাহি মম পুনঃ যাই বন॥
আজ্ঞা দেহ শ্রীগোবিন্দ শুভ নহে রণ।
তপস্যা করিব গিয়া ভাই পঞ্চ জন॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির শুনি হেন বাণী।
সান্ত্বনা করিয়া কহিছেন চক্রপাণি॥
ভ্রাতা সব তব যত দুর্জ্জয় ভুবনে।
আপনি বিষাদ রাজা কর কি কারণে॥
ভীমসেন ধনঞ্জয় অগ্নি সম শর।
মাদ্রীপুত্র দোঁহে বীর যেন পুরন্দর॥
আমিহ কুশল চিন্তি কর ধর্ম্ম সার।
ত্রিভুবনে কোন কার্য্য অসাধ্য তোমার॥
মহাধনুর্দ্ধর পার্থ দুর্জ্জয় সমরে।
প্রতিজ্ঞা করিল সেহ ভীষ্মে মারিবারে॥
অবশ্য সমরে ভীষ্ম হবেন নিধন।
সাক্ষাতে দেখিবে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া বিনয়।
যত কিছু বল কৃষ্ণ ওহে মহাশয়॥
সকল সম্ভবে তুমি সহায় যাহার।
ত্রিভুবনে কোন কার্য্য অসাধ্য তাহার॥
প্রতিজ্ঞা করিলে কিন্তু তুমি বিদ্যমানে।
অস্ত্র না ধরিব আমি এই মহারণে॥
ইহাতে না দেখি আমি সমরেতে জয়।
আর কে মারিতে পারে ভীষ্ম মহাশয়॥
শ্রীহরি বলেন শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাসত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় কুরুবীর॥
কভু মিথ্যা না কহেন ভীষ্ম মহামতি।
তাঁহার নিকটে রাজা চল শীঘ্রগতি॥
ইচ্ছামৃত্যু সেই ভীষ্ম খ্যাত ত্রিভুবনে।
মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাসিব সে কারণে॥
এই যুক্তি কহিলেন কৃষ্ণ মহামতি।
অঙ্গীকার করিলেন ধর্ম্ম নরপতি॥
কৃষ্ণের সহিত তবে পঞ্চ মহাবীর।
সবে মিলি চলিলেন ভীষ্মের শিবির॥
দ্বারী গিয়া কহে বার্ত্তা ভীষ্ম বরাবর।
শ্রীহরি সহিত দ্বারে ধর্ম্ম নৃপবর॥
শুনি ভীষ্ম ব্যগ্র হয়ে চলিল সত্বর।
কৃষ্ণ দরশন করি হরিষ অন্তর॥
আনন্দাশ্রু নয়নেতে রোমাঞ্চ শরীর।
হরিপদ পরশিল কুরু মহাবীর॥
ভীষ্মের চরণ বন্দে ভাই পঞ্চ জন।
হাসি ভীষ্ম সবাকারে দিল আলিঙ্গন॥

আশীর্ব্বাদ করিলেন প্রসন্ন হইয়া ।
সমরবিজয়ী হও শক্র বিনাশিয়া ॥
এত বলি সবাকারে লয়ে মহামতি ।
বসাইল দিব্যাসনে অতি শীঘ্রগতি ॥
কৃষ্ণপদ ধৌত করে সুবাসিত নীরে ।
কৃতাঞ্জলি হয়ে বীর নানা স্তুতি করে ॥
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন ভীষ্ম বীরবর ।
রজনীতে কি কারণে এলে নৃপবর ॥
যে কার্য্য তোমার থাকে বলহ আমারে ।
যদি বা দুষ্কর হয় করিব সত্বরে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া প্রণতি ।
মম দুঃখ অবধান কর মহামতি ॥
পঞ্চগ্রাম মাগিলাম সবার সাক্ষাৎ ।
এক গ্রাম আমারে না দিল কুরুনাথ ॥
কার বাক্য না মানিয়া যুদ্ধ করে পণ ।
তোমার সহিত নয় দিন হ'ল রণ ॥
তোমারে দেখিয়া যোদ্ধা রণে নহে স্থির ।
সাক্ষাৎ হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর ॥
তূণ হতে বাণ লয়ে সন্ধান করিতে ।
তুমি বড় শীঘ্রহস্ত না পারি লক্ষিতে ॥
হেন রূপে যদি তুমি করহ সমর ।
আজ্ঞা দেহ যাই পুনঃ কানন ভিতর ॥
সৈন্য ক্ষয় হ'ল মম তোমার কারণে ।
তোমারে জিনিতে শক্ত নহে কোন জনে ॥
আমা সবা প্রতি যদি তব স্নেহ হয় ।
মৃত্যুর উপায় তবে কহ মহাশয় ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন ।
যথা ধর্ম্ম তথা সদা দেব নারায়ণ ॥
যাহারে সাক্ষাৎ হরি জগতের সার ।
তাহার না হয় বিঘ্ন ধর্ম্মের কুমার ॥
ধর্ম্ম অনুসারে জয় বেদের বচন ।
শত ভীষ্ম হলে তারে নারে কদাচন ॥
যুধিষ্ঠির শুনি কহিলেন সবিনয় ।
বেদ তুল্য তব বাক্য লঙ্ঘনীয় নয় ॥
আপনি যদ্যপি যুদ্ধ কর এই মতে ।
তবে জয় আমার না হবে কোন মতে ॥
আমারে যদ্যপি তুমি দিতে চাহ জয় ।
মৃত্যুর উপায় তব বল মহাশয় ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদাসাগর ।
পাণ্ডবে কাতর দেখি দিলেন উত্তর ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের কুমার ।
ভুবনে বিদিত আছে বিক্রম আমার ॥
সশস্ত্র যদ্যপি থাকি সংগ্রাম ভিতরে ।
কোন বীর শক্ত নহে জিনিতে আমারে
ইন্দ্র সহ সুরাসুর যদি আসে রণে ।
আমি যুদ্ধ করিলে না পারে কদাচনে ।
যাবৎ থাকিব আমি সংগ্রাম ভিতর ।
করিব কৌরব কার্য্য শুন নরবর ॥
তবে ত তোমার রণে নাহি হবে জয় ।
সে কারণে নিজ মৃত্যু কহিব নিশ্চয় ॥
আমারে মারিলে তুমি জানিহ নিশ্চয় ।
কৌরবের পরাজয় তোমার বিজয় ॥
আমার প্রতিজ্ঞা যাহা শুনহ রাজন ।
নীচজনে অস্ত্র নাহি ধরিব কখন ॥
পুরুষ নির্ব্বলী কিম্বা হয় হীনবস্ত্র ।
কাতর জনেরে কভু নাহি মারি অস্ত্র ॥
সমর ত্যজিয়া যেবা ভয়ে পলায়িত ।
তাহারে না মারি অস্ত্র আমি কদাচিত
স্ত্রীজাতি দেখিয়া আমি অস্ত্র পরিহরি ।
স্ত্রীর নামে যার নাম তারে নাহি মারি
অমঙ্গল দেখিলে না করি আমি রণ ।
কহিলাম তোমারে এ বিজয় কারণ ॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র খ্যাত চরাচর ।
মহাবল পরাক্রম সমরে তৎপর ॥
পূর্ব্বে নারী ছিল সেই পুরুষ যে পাছে ।
দৈবের বিপাক শুনিয়াছি হেন আছে ॥
অমঙ্গল ধ্বজা সেই হয় নারীজাতি ।
তাহারে রাখিও রণে অর্জ্জুন সংহতি ॥
শিখণ্ডীকে আগে করি পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
তীক্ষ্ণ বাণে বিন্ধে যেন মম কলেবর ॥
অস্ত্র না ধরিব আমি শিখণ্ডীকে দেখি ।
আমারে মারিবে পার্থ গৌরব উপেক্ষি ।

আমারে মারিয়া জয় কর দুর্য্যোধনে।
উদ্যোগ করহ এই মত এইক্ষণে ॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির ভীষ্ম মহাবীরে।
বাসুদেব সঙ্গে যান আপন শিবিরে ॥
অর্জ্জুন বলেন তবে চাহি নারায়ণে।
কপট সমর নাহি করি যে কখনে ॥
গুরু বৃদ্ধ পিতামহ বংশের প্রধান।
কপটে তাঁহারে অস্ত্র করিব সন্ধান ॥
শৈশবে হইল যবে পিতার মরণ।
কোলে করি পিতামহ করিল পালন ॥
ধূলায় ধূসর আমি কোলেতে উঠিয়া।
বাপ বাপ বলি ধরিলাম যে চাপিয়া ॥
নিজ বস্ত্র দিয়া পুঁছি আমার শরীর।
কোলে করি বলিলেন পিতামহ বীর ॥
তোর পিতামহ আমি নহি তোর বাপ।
অকারণে কেন মম বাড়াও সন্তাপ ॥
হেন পিতামহে আমি সংহারিব রণে।
নিষ্ঠুর আমার সম নাহি ত্রিভুবনে ॥
মরুক আমার সৈন্য হৌক পরাজয়।
পিতামহে মারি আমি নাহি লব জয় ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি দেব গদাধর।
সান্ত্বনা করেন তারে প্রবোধি বিস্তর ॥
কৃষ্ণের বচন মানিলেন ধনঞ্জয়।
রজনী প্রভাত হ'ল এ হেন সময় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা।

প্রভাতে উভয় দল করিল সাজন।
সিংহনাদ ছাড়ি কেহ করয়ে গর্জ্জন ॥
যুধিষ্ঠির দুই পার্শ্বে মাদ্রীর তনয়।
পৃষ্ঠে অভিমন্যু সঙ্গে শিখণ্ডী নির্ভয় ॥
তাঁর পাছে সাত্যকির সহ চেকিতান।
বাম ভাগে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রমে প্রধান ॥
দক্ষিণ ভাগেতে ভীম সমরে দুর্জ্জয়।
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টকেতু মহাশয় ॥
মহা আনন্দেতে সাজে পাণ্ডবের পতি
সর্ব্ব অগ্রে ধনঞ্জয় গোবিন্দ সারথি ॥
কুরুসৈন্য সাজে সব সমরে দুর্জ্জয়।
সর্ব্ব অগ্রে ভীষ্ম বীর অত্যন্ত নির্ভয় ॥
তার পাছে পুত্র সহ দ্রোণ মহাবীর।
বাম ভাগে ভগদত্ত প্রকাণ্ড শরীর ॥
দক্ষিণেতে কৃতবর্ম্মা কৃপ বীরবর।
তার পাছে সুদক্ষিণ কাম্বোজ-ঈশ্বর ॥
জয়সেন মদ্রপতি আর বৃহদ্বল।
শত ভাই দুর্য্যোধন ভূপতি মণ্ডল ॥
পরস্পর দুই দলে হ'ল মহারণ।
সুরাসুর যুদ্ধ যেন ঘোর দরশন ॥
তবে ভীষ্ম বলিলেন চাহিয়া সারথি।
অর্জ্জুন-সম্মুখে রথ লহ মহামতি ॥
শুনিয়া সারথি বলে শুন কুরুবর।
আজি অমঙ্গল বহু দেখি নিরন্তর ॥
মহানাদে ডাকে কাক ভয়ঙ্কর বাণী।
মহাবায়ু বহে বিনা মেঘে বর্ষে পানী।
গৃধিনী উড়িছে সব ধ্বজার উপর।
ঘোরনাদে শিবাগণ ডাকে নিরন্তর ॥
অমঙ্গল দেখি আজি ভয় হয় মনে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবে আপনে।
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অজ্ঞান অবোধ তেঁই জিজ্ঞাস কারণ ॥
পার্থের সারথি হের নিজে নারায়ণ।
অমঙ্গল কি করিবে তাঁহা দরশন ॥
অশেষ পাপের পাপী যাঁর নামে তরে
বিমানেতে চড়ি যায় বৈকুণ্ঠনগরে ॥
নবঘনশ্যাম রূপ সাক্ষাতে দেখিব।
এই সব অমঙ্গলে কেন বা ডরাব ॥
এতেক বলিয়া বীর রথ চালাইল।
সিংহনাদে শঙ্খনাদে মেদিনী কাঁপিল।
মহাক্রোধে ধনুঃশর লইলেক হাতে।
বিনয় করিয়া বীর কহে জগন্নাথে ॥
সাবধানে ওহে দেব ধর অশ্বডুরি।
অর্জ্জুনেরে রক্ষা আজি করহ মুরারি ॥

এতেক বলিয়া বীর সন্ধান পূরিল ।
সহস্রেক বাণ একবারে প্রহারিল ।।
শ্রীহরি উপরে বীর মারে দশ বাণ ।
আর বিশ বাণ মারে চাহি হনুমান ।।
আর চারি গোটা বাণ ধনুকে যুড়িল ।
চারি অশ্ব বিন্ধে তাহে জর্জ্জর করিল ।।
আর একাদশ বাণ সৈন্যোপরে মারে ।
হয় গজ রথ পত্তি অনেক সংহারে ।।
পার্থ এড়িলেন অস্ত্র সন্ধান পূরিয়া ।
ভীষ্মের যতেক অস্ত্র ফেলেন কাটিয়া ।।
সন্ধান করেন দুই বীর হেনমতে ।
লক্ষ লক্ষ সেনা মরি পড়িল ভূমিতে ।।
অর্জ্জুন ভীষ্মের যুদ্ধ কে করে বর্ণন ।
রুধিলেন শূন্যপথ এড়ি অস্ত্রগণ ।।
জল স্থল ভারতের পূরিল আকাশ ।
অস্ত্রেতে আচ্ছন্ন রবি না হয় প্রকাশ ।।
দুই দলে রথ বাহে বিচিত্র সারথি ।
শত শত বিমানেতে যেন সুরপতি ।।
নানা বর্ণে ধ্বজ সব উড়িছে গগনে ।
লাগিছে কর্ণেতে তালি অশ্বের গর্জ্জনে ।।
সিংহনাদ করি ধায় যত যোদ্ধাগণ ।
সমানে সমানে যুদ্ধ তুল্য প্রহরণ ।।
মহারথিগণ অস্ত্র ক্ষেপণ করিল ।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় মেদিনী ঢাকিল ।।
হস্তীগণে টোয়াইয়া দিলেক মাহুত ।
ধাইল পর্ব্বত লক্ষ যেমন অদ্ভুত ।।
ঈষা সম গজদন্ত মহা ভয়ঙ্কর ।
শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি যুঝে নিরন্তর ।।
দুই দলে যুদ্ধ করে হইয়া বিহ্বল ।
বিপরীত শব্দে উঠে মহা কোলাহল ।।
ভীমসেন মারিলেন বহু যোদ্ধাগণ ।
বদনে রুধির ছাড়ি ত্যজিল জীবন ।।
দেখিয়া ধাইল রণে দুঃশাসন বীর ।
বিংশতি বাণেতে বিন্ধে ভীমের শরীর ।।
দেখি মহাক্রোধভরে পবননন্দন ।
ধনু এড়ি গদা লয়ে ধাইল তখন ।।

মহাবেগে মারে গদা রথের উপর ।
রথ অশ্ব সারথিরে নিল যমঘর ।।
মর্ম্মব্যথা পাইলেক দুঃশাসন বীর ।
অজ্ঞান হইল অঙ্গে বহিল রুধির ।।
আর বহু রথীগণে সংহারিয়া রণে ।
নিজ রথে চড়ে বীর আনন্দিত মনে ।।
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান ।
ভীম-অঙ্গে প্রহারিল এক শত বাণ ।।
ব্যথিত হইল রণে ভীম বীরবর ।
অশ্ব সহ সারথিরে নিল যমঘর ।।
তাহা দেখি আশু হ'ল অর্জ্জুননন্দন ।
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ ।।
পার্থদত্ত পঞ্চ বাণ এড়ে মহাবীর ।
দ্রোণের কবচ কাটি ভেদিল শরীর ।।
দুই বাণে চারি অশ্ব নিল যমঘর ।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমিপর ।।
করিল বিরথ দ্রোণে অর্জ্জুননন্দন ।
চমৎকৃত হয়ে চাহে যত কুরুগণ ।।
তবে দ্রোণ অন্য রথে চড়ি সেইক্ষণ ।
অভিমন্যু সহ গুরু আরম্ভিল রণ ।।
মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ হ'ল দুই জনে ।
কারো পরাজয় নাহি হয় সেই রণে ।।
পাঞ্চাল বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল ।
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রবল ।।
কৌরবের সেনাগণে করিল সংহার ।
হইল কৌরব দলে মহা হাহাকার ।।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিমন ।
রাজগণে আশ্বাসিল করিবারে রণ ।।
ভূরিশ্রবা কৃতবর্ম্মা শল্য জয়দ্রথ ।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর রাজা ভগদত্ত ।।
সাহস করিয়া সবে সমরে প্রবেশে ।
শত শত সেনা মারি নিল যমপাশে ।।
ঘটোৎকচ মহাবীর সমরে প্রচণ্ড ।
যত রাজগণে বিন্ধি করে খণ্ড খণ্ড ।।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে রথ ।
ভঙ্গ দিল রাজগণে নাহি চাহে পথ ।।

মহাপরাক্রম করে পাণ্ডবের দল।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিকল ॥
রাখিতে না পারে সৈন্য করিয়া শকতি।
ব্যগ্র হয়ে ভঙ্গ দিল রণে কুরুপতি ॥
সিংহনাদ ছাড়ে যত পাণ্ডু-সৈন্যগণ।
কৌরবের সৈন্যগণে করয়ে নিধন ॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির।
তাহা দেখি বলে ভীষ্মে কুরুমহাবীর ॥
রাজারে আশ্বাসি বীর কহে বহুতর।
স্থির হও দুর্য্যোধন না হও কাতর ॥
যুদ্ধেতে নিয়ম নাহি জয় পরাজয়।
সম্মুখ সংগ্রাম ইথে না করিহ ভয় ॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম মহাক্রুদ্ধমন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
সহস্রেক বাণ বিন্ধে বীর ধনঞ্জয়ে।
দশ বাণ বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়ে ॥
সহস্রেক বাণ মারে ধ্বজের উপরে।
চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে ॥
আর লক্ষ বাণ বীর সৈন্যেরে প্রহারে।
পাণ্ডবের সেনা সব সমরে সংহারে ॥
কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের যোদ্ধাগণে করিল অস্থির ॥
কাহার সারথি কাটে কার কাটে হয়।
মাথা কাটি কাহারে বা নিল যমালয় ॥
কখন সন্ধান করে কবে এড়ে বাণ।
কুমারের চক্র যেন হয় ঘূর্ণমান ॥
অদ্ভুত দেখিয়া সব যোদ্ধা ভঙ্গ দিল।
পাণ্ডব সৈন্যেতে মহাবিপত্তি পড়িল ॥
তাহা দেখি রুষিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
গগন ছাইয়া বাণ করেন বর্ষণ ॥
নাহি দিক্ বিদিক্ না হয় সুপ্রকাশ।
দশ দিক্ রুদ্ধ হয় না চলে বাতাস ॥
কোটি কোটি সেনা বীর হানিলেন রণে।
মারিলেন বীর লক্ষ লক্ষ হস্তীগণে ॥
ইন্দ্রদত্ত পঞ্চ বাণ করিয়া ক্ষেপণ।
ভীষ্ম-বক্ষোদেশে করিলেন নিপাতন ॥
ব্যথিত হইল গঙ্গাপুত্র বীরবর।
অশ্ব সহ সারথিরে নিল যমঘর ॥
কালানল সম বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কৌরবের সৈন্যগণে নাশেন সত্বর ॥
শ্রাবণ ভাদ্রেতে যেন পাকাতাল পড়ে।
সেইমত কুরুসৈন্য পড়ে ঝোড়ে ঝাড়ে।
অর্জ্জুন-বিক্রম নাহি সহে কুরুগণ।
বড় বড় যোদ্ধা পলাইল ত্যজি রণ ॥
অশ্বত্থামা দ্রোণ কৃপ যুঝে প্রাণপণে।
পাণ্ডবগণেরে নারে নিবারিতে রণে ॥
যুগান্ত সময়ে যেন রবির উদয়।
তেমন ছাড়েন পার্থ বাণ তেজোময় ॥
যত অস্ত্র দিল ইন্দ্র আদি দেবগণ।
সেই সব অস্ত্র পার্থ করেন ক্ষেপণ ॥
ভীষ্মের শরীরে বিন্ধি করেন জর্জ্জর।
কোটি কোটি সৈন্যগণে নিল যমঘর ॥
ব্যাঘ্র দেখি মৃগগণ পলায় যেমন।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ পরিহরি রণ ॥
অর্জ্জুনের শরজালে ভাঙ্গে সব সৈন্য।
জ্বলন্ত অনলে যেন দহিল অরণ্য ॥
গরুড়ে দেখিয়া যেন ধায় নাগগণ।
অর্জ্জুনের ভয়ে সৈন্য পলায় তেমন ॥
অশ্বত্থামা প্রতি বলে দ্রোণ মহাশয়।
যুদ্ধেতে আমার আজি চিত্ত স্থির নয়।
পক্ষী সব ঘন ডাকে অতি অলক্ষণ।
ধনুক হইতে উখড়িয়া পড়ে গুণ ॥
সন্ধান পূরিতে হাত হতে পড়ে শর।
প্রভাবন্ত নাহি দেখি দেব দিবাকর ॥
দুর্য্যোধন-বাহিনীতে গৃধ্র কঙ্ক বুলে।
শিবাগণ ঘোর নাদ করে কুতূহলে ॥
গগনমণ্ডল হতে উল্কা পড়ে খসি।
স্থানে স্থানে ভস্মবৃষ্টি হয় রাশি রাশি
সকল পৃথিবী কাঁপে দেখি ভয়ঙ্কর।
রাহুগ্রহ অকারণে গ্রাসে দিবাকর ॥
ভীষ্মবধে অর্জ্জুনের যে প্রতিজ্ঞা ছিল।
তাহার সময় বুঝি বিধি নিয়োজিল ॥

সে কারণে উৎপাত এত ঘনে ঘন ।
এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন ।।
বুঝিলাম আজি যুদ্ধ হ'ল বিপরীত ।
ভীষ্মের সমরে যথাশক্তি কর হিত ।।
হেনকালে কৃপ শল্য ভগদত্ত বীর ।
কৃতবর্ম্মা জয়দ্রথ নির্ভয় শরীর ।।
বিন্দ অনুবিন্দ চিত্রসেন অনুগত ।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর মহারথী যত ।।
সমরে ধাইয়া সবে পাণ্ডবে বেড়িল ।
শিবাগণ যেইমত কেশরী ঘেরিল ।।
বাছিয়া বাছিয়া সবে নানা অস্ত্র মারে ।
হয় হস্তী আসোয়ারে সঘনে সংহারে ।।
দেখিয়া রুষিল তবে বীর বৃকোদর ।
গগন ছাইয়া শীঘ্র বরিষয়ে শর ।।
সবাকার অস্ত্র নিবারিয়া বৃকোদর ।
প্রত্যেকে সবারে বিন্ধে চোখ চোখ শর ।।
বাছিয়া বাছিয়া বীর এড়ে অস্ত্র সব ।
কৃপের ধনুক কাটি করে পরাভব ।।
আর সব মহাবীর অজ্ঞান হইল ।
একেশ্বর ভীমসেন সবে নিবারিল ।।
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে দশ বীরবর ।
চারি দিকে বেড়ি মারে ভীম একেশ্বর ।।
তাহা দেখি ভীমসেনে ক্রোধ উপজিল ।
ধনু এড়ি গদা লয়ে সমরে ধাইল ।।
গদার বাড়িতে সব রথ করে চূর ।
ভঙ্গ দিয়া দশ বীর পলাইল দূর ।।
মহাক্রোধে বৃকোদর সৈন্যেরে সংহারে ।
যারে পায় তারে মারে কিছু না বিচারে ।।
পাণ্ডব-বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির ।
রণ ত্যজি পলাইল ধড় বড় বীর ।।
ভীষ্মের সহিত পার্থ প্রবর্ত্তিয়া রণ ।
অতুল বিক্রমে সৈন্য করেন নিধন ।।
যত অস্ত্র এড়ে ভীষ্ম কাটি ধনঞ্জয় ।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধিলেন তাঁহার হৃদয় ।।
অস্ত্রের ঘাতন আর সৈন্যভঙ্গ দেখি ।
[illegible] ।।

মহাপরাক্রম আজি করিলে সমরে ।
মম সহ যুদ্ধ করি মারিলে সৈন্যেরে ।।
এখন আমার বীর্য্য দেখহ অর্জ্জুন ।
আপনা রাখিতে পার তবে জানি গুণ ।
এত বলি এড়ে বীর সহস্রেক শর ।
অর্দ্ধ পথে ধনঞ্জয় কাটেন সত্বর ।।
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা অস্ত্র মারে
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে সমরে সংহারে
কারো পরাজয় নহে সমান বিক্রম ।
অর্জ্জুন ভীষ্মের ধনু কাটেন বিষম ।।
চক্ষু পালটিতে ভীষ্ম আর ধনু নিল ।
গগন আবরি শর বর্ষণ করিল ।।
সহস্রেক বাণ মারে অর্জ্জুন উপর ।
আশী শরে বিন্ধিলেক কৃষ্ণ-কলেবর ।।
ষাটি শর মারে বীর ধ্বজের উপর ।
চারি বাণে চারি অশ্বে করিল জর্জর ।।
আর লক্ষ শর মারে সেনার উপর ।
কোটি যোদ্ধাগণে মারি নিল যমঘর ।।
হেনরূপে বাণবৃষ্টি করে নিরন্তর ।
নিশ্বাস লইতে মাত্র নাহি অবসর ।।
প্রাণপণে পার্থ এড়ে মহাঅস্ত্রগণ ।
বাণ কাটি সৈন্য বধে গঙ্গার নন্দন ।।
জল স্থল-শূন্যমার্গ ব্যাপিল আকাশ ।
অস্ত্রে অন্ধকার হ'ল না চলে বাতাস ।।
ভীষ্মের বিক্রম যেন কালান্তক যম ।
বজ্রের সদৃশ অস্ত্র মারিল বিষম ।।
পাণ্ডবের সৈন্য সব শরে আবরিল ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ রণে ভঙ্গ দিল ।।
কাহার কাটয়ে রথ কার ধনুর্গুণ ।
কাহার সারথি কাটে কার কাটে তূণ ।।
মধ্যদেশ কাহার সে ফেলাইল কাটি ।
বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটী ।।
অস্থির পাণ্ডবসৈন্য রণে নাহি রয় ।
রাখিতে নারেন সৈন্য ভীম ধনঞ্জয় ।।
বাণে বাণে কপিধ্বজ রথ আবরিল ।
[illegible] ।।

অশ্বেরে চালান ক্রোধ করি নারায়ণ।
বাণে পথ রোধে রুদ্ধ অশ্বের গমন॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনেরে বলে নারায়ণ।
সাবধানে যুঝ নাহি চলে অশ্বগণ॥
মহাক্রোধে যত অস্ত্র মারেন অর্জ্জুন।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা গঙ্গার নন্দন॥
নিরন্তর বধে সৈন্য নাহি তার লেখা।
রণমধ্যে পড়ে অস্ত্র যেমন উলকা॥
দেখি সবিস্ময় হ'ল অর্জ্জুনের মন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র করেন ক্ষেপণ॥
গঙ্গার নন্দন তাহা কাটেন ত্বরিতে।
দেখিয়া বিস্ময় পার্থ মানিলেন চিতে॥
কৌরবের যোদ্ধাগণ মুদিত হইল।
পাণ্ডবের সেনা সব বিষাদ করিল॥
অর্জ্জুন অস্থির রণে শ্রীহরি সারথি।
বিচার করেন মনে মনে যদুপতি॥
ত্রিভুবন মধ্যে হেন কেহ নাহি বীর।
ভীষ্মের সংগ্রামে কোন বীর হয় স্থির॥
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হলে মরে।
হেন জনে কোন বীর জিনিবে সমরে॥
নিজ মৃত্যু উপায় যে করে মহাশয়।
এইকালে শিখণ্ডীকে আনাইতে হয়॥
এত ভাবি শিখণ্ডীকে ডাকেন সত্বর।
হেনকালে বহে বায়ু গন্ধে মনোহর॥
আকাশে অমরগণ আসিল সকল।
গগনে দুন্দুভি বাজে মহাকোলাহল॥
শুনি ভীষ্ম মহাবীর চিন্তে মনে মন।
হেনকালে ডাকি বলে যত দেবগণ॥
ঋষিগণ মুনিগণ বসে সুরলোকে।
সপ্ত বসু সহ সবে আসিল কৌতুকে॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত ভীষ্ম পরিহর রণ।
আকাশে থাকিয়া ডাকি বলে সর্ব্বজন॥
ঋষিগণে মুনিগণে গগন ভরিল।
করিয়া কুসুমবৃষ্টি ভীষ্মে আবরিল॥
এ সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল।
শান্তনুতনয় তাহা সকল শুনিল॥
তাহ সব বলে আর বলে মুনিগণে।
দেবতার প্রিয় কর্ম্ম চিন্তিলেন মনে॥
এতেক চিন্তিয়া বীর ক্রোধ সম্বরিল।
অর্জ্জুন-সম্মুখে তবে শিখণ্ডী আসিল॥
অর্জ্জুনের প্রতি হরি বলেন বচন।
শিখণ্ডীকে আগে রাখি মার অস্ত্রগণ॥
অর্জ্জুন বলেন শুন দৈবকীতনয়।
এমত কপট যুদ্ধ উচিত না হয়॥
শ্রীহরি বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
ভীষ্মে মারি পরাজয় কর কুরুবর॥
এত বলি শিখণ্ডীকে বসাইল রথে।
দেখি অস্ত্র ত্যাগ কৈল কৌরবের নাথে॥
অস্ত্র ত্যাগ করি ভীষ্ম হেঁটমুণ্ড হয়ে।
কহিতে লাগিল বীর কৃষ্ণেরে চাহিয়ে॥
ওহে প্রভু নারায়ণ যাদব-ঈশ্বর।
আমারে মারিবে করি কপট সমর॥
এতেক বলিয়া বীর নানা স্তুতি করে।
পুলকে সহস্র নাম বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
শিখণ্ডী ভীষ্মেরে বলে করি অহঙ্কার।
ক্ষত্রিয়-অন্তক তুমি বিদিত সবার॥
পরশুরামের সহ শুনিয়াছি রণ।
দেবের প্রতাপ তব কহে সর্ব্বজন॥
তোমার প্রতাপ সব জগতে বিদিত।
সে কারণে তোমা সহ যুঝিব নিশ্চিত॥
পাণ্ডব-সাহায্য হেতু করি মহারণ।
মারিব তোমারে সবে করুক দর্শন॥
সত্য বলিলাম মম নাহি নড়ে বোল।
আমার সমরে তব মৃত্যু দিল কোল॥
শিখণ্ডীকে কহে ভীষ্ম মনের কৌতুকী।
যদি মৃত্যু হয় তবু তোমারে উপেক্ষি॥
স্ত্রীজাতি শিখণ্ডী তোরে বিধাতা সৃজিল।
দৈবের বিপাকে তোরে পাণ্ডব পাইল॥
শরীর কাটিয়া যদি পড়ে ভূমিতলে।
তোরে দেখি অস্ত্র নাহি ধরি কোন কালে॥
শুনিয়া শিখণ্ডী ক্রোধে নিল ধনুর্ব্বাণ।
ভীষ্মের উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান॥

শত শত বাণ মারে বাছিয়া বাছিয়া।
অর্জ্জুন শিখান তারে বহু বুঝাইয়া ॥
শিখণ্ডী এড়য়ে বাণ হইয়া নির্ভয়।
সহস্রেক বাণে বিন্ধে ভীষ্মের হৃদয় ॥
নাহিক সম্ভ্রম তার না জানে বেদন।
মৃগীর প্রহারে যেন মৃগেন্দ্রের মন ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন হাতে লইলেন ধনু।
পঞ্চবিংশ বাণে তাঁর বিন্ধিলেন তনু ॥
শত লক্ষ বাণ মারিলেন একবারে।
ভীষ্মের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ধারে ॥
অর্জ্জুনের বাণ সব অগ্নি সম ছুটে।
ভীষ্মের শরীরে যেন বজ্র সম ফুটে ॥
গঙ্গার নন্দন বিচারেন মনে মন।
এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কখন ॥
শিখণ্ডী-পশ্চাৎ থাকি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আমারে মারিছে বীর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর ॥
এত চিন্তি হরিপদ হৃদে ধ্যান করি।
মুখেতে রটনা করে শ্রীহরি শ্রীহরি ॥
বাণাঘাতে দেহ কাঁপে অতি ঘনে ঘন।
শিশির কালেতে যেন কাঁপয়ে গোধন ॥
ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র বরিষণে।
রোমে রোমে বিন্ধিলেন গঙ্গার নন্দনে ॥
সর্ব্বাঙ্গ ভেদিল অস্ত্রে স্থান নাহি আর।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার ॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র নিলেন তখন।
পিতামহ-বক্ষঃস্থলে করেন ঘাতন ॥
বাণাঘাতে মহাবীর হয়ে হীনবল।
রথের উপর হতে পড়ে ভূমিতল ॥
শিয়র করিয়া পূর্ব্বে পড়িল সে বীর।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥
ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর।
হেনমতে শরশয্যা নিল বীরবর ॥
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার।
সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে আসে দেখিবার ॥
দুর্য্যোধন মহারাজ শোকাকুল হয়ে।
রথ ত্যজি মহাবীর আসিল ধাইয়া ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা আদি বীরগণ।
রণ ত্যজি ধায় সবে মহাশোকমন ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
উঠ পিতামহ পার্থ সহ কর রণ ॥
স্বয়ম্বরে জিনি ভ্রাতৃগণে বিভা দিলে।
পরশুরামেরে তুমি রণে পরাজিলে ॥
বাহুবলে ক্ষত্রগণে কৈলে পরাজয়।
তোমার নামেতে সুরাসুরে কম্প হয় ॥
আমার আছিল বড় সাধ মনে মন।
পাণ্ডবে জিনিয়া সব পাব রাজ্যধন ॥
তাহে বিপরীত হেন বিধাতা হইল।
সুমেরু পর্ব্বত যেন শৃগালে লঙ্ঘিল ॥
তোমার পৌরুষ যত ত্রিভুবনে ঘোষে।
সমরে পড়িলে তুমি মম কর্ম্মদোষে ॥
বিলাপ করয়ে হেনমতে কুরুরাজ।
শোকাকুলে কান্দে যত কৌরবসমাজ ॥
রথ হতে নামি তবে ধর্ম্মের নন্দন।
ভীষ্মে দেখিবারে যান সহ জনার্দ্দন ॥
ভীম ধনঞ্জয় আর মাদ্রীর তনয়।
সাত্যকি দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয় ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ মৎস্য-অধিপতি।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রাজার সংহতি ॥
শরের শয্যায় যথা আছে ভীষ্মবীর।
প্রণাম করিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির ॥
ওহে পিতামহ তুমি বলে বীরবর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদাসাগর ॥
ভৃগুরাম অভিশাপ দিলেন তোমারে।
দুর্য্যোধন হেতু তাহা ফলিল সমরে ॥
শিশুকালে পিতৃহীন হৈনু পঞ্চ জনে।
পিতৃশোক না জানিনু তোমার কারণে।
আজি পুনঃ বিধি তাহে হইলেন বাম।
এত দিনে আমরা অনাথ হইলাম ॥
ধিক্ ক্ষত্রধর্ম্ম মায়া মোহ নাহি ধরে।
হেন পিতামহ দেবে নাশিনু সমরে ॥
ওহে মহাশয় এই উপস্থিত কালে।
নয়ন ভরিয়া দৃষ্টি করহ গোপালে ॥

হাসি ভীষ্ম মহাবীর নয়ন মেলিল।
সাধু সাধু বলি ধর্ম্মপুত্রে প্রশংসিল॥
মধুর কোমল স্বর অধিক গভীর।
কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠির॥
এই যে দক্ষিণায়ন আছে যত দিন।
তত দিন শরীর না হবে প্রভাহীন॥
বল পরাক্রম যত সব পরিহরি।
শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণমাত্র ধরি॥
রবির উত্তরায়ণ হইবে যখন।
জানিহ তখন আমি ত্যজিব জীবন॥
রবির উত্তরায়ণ না হয় যাবত।
শরের শয্যাতে আমি থাকিব তাবত॥
এতেক বলিতে তথা হ'ল দৈববাণী।
সাধু সাধু গঙ্গাপুত্র কুরুকুলমণি॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম জান তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত।
তোমার মহিমা গুণ জগতে বিখ্যাত॥
দৈববাণী শুনি বীর হরিষ অন্তর।
দুর্য্যোধন রাজা চাহি বলেন উত্তর॥
শয্যায় আছয়ে মম সকল শরীর।
মাথা লুঠি পড়িয়াছে দেখ কুরুবীর॥
কোন বীর আছে হেথা ক্ষত্রিয়প্রধান।
মাথা যেন না লুঠায় দেহ উপাধান॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা ধাইল আপনে।
দিব্য উপাধান আনি দিল সেইক্ষণে॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শয্যা মম শর।
হেন উপাধান কোন হেতু নৃপবর॥
ক্ষত্র হয়ে আপনি না বুঝহ সময়।
এত বলি মাথা তুলি চাহে ধনঞ্জয়॥
তবেত অর্জ্জুন বীর লয়ে ধনুঃশর।
তিন বাণ মারি মাথা করেন সোসর॥
মস্তক ভেদিয়া বাণ মৃত্তিকা ভেদিল।
হেনমতে ভীষ্ম শরশয্যাতে রহিল॥
আনন্দিত হয়ে মনে ভীষ্ম মহাবীর।
দুর্য্যোধনে ডাকি কহে হইয়া সুস্থির॥
শুন দুর্য্যোধন রাজা আমার বচন।
জল আনি দেহ মোরে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা অতি ব্যস্ত হয়ে।
সুবাসিত জল আনে ভৃঙ্গার পূরিয়ে॥
স্বর্ণের ভৃঙ্গার দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
অর্জ্জুনেরে নিরখিল নির্ভয় শরীর॥
তবেত অর্জ্জুন বীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
মারেন পৃথ্বীতে বাণ আকর্ণ পূরিয়া॥
পৃথিবী ভেদিয়া বাণ অধঃ প্রবেশিল।
ভোগবতী গঙ্গাজল তথায় উঠিল॥
দুগ্ধধারা প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে।
দেখি জল পান করে মহা আনন্দেতে॥
জল পান করি ভীষ্ম হয়ে তৃপ্তমন।
দুর্য্যোধনে চাহি পুনঃ বলেন বচন॥
ভাই ভাই বিরোধ না কর কদাচিত।
যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত॥
দ্বন্দ্ব হলে বংশনাশ জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম্ম অনুসারে হয় জয় পরাজয়॥
পাণ্ডব-সহায় নিজে দেব নারায়ণ।
তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ॥
দুর্য্যোধন বলে মম প্রতিজ্ঞা না নড়ে।
বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র না দিব পাণ্ডবেরে॥
শুনি ভীষ্ম ক্ষমা দিল আপন অন্তরে।
দৈবে যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
বস্ত্রগৃহ রণভূমে নির্ম্মাইয়া দিল।
রক্ষা হেতু কত সৈন্য তথায় রাখিল॥
গঙ্গাপুত্র মহাবীর নীরব হইল।
কৌরব পাণ্ডব নিজ শিবিরে চলিল॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কথন।
সর্ব্বযজ্ঞফল লভে শুনে যেই জন॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় বৈকুণ্ঠে গমন।
কাশীরাম কহে ইহা ব্যাসের বচন॥
পয়ার ত্রিপদী ছন্দে করিয়া রচন।
এত দিনে ভীষ্মপর্ব্ব করি সমাপন॥

ভীষ্মপর্ব্ব সম্পূর্ণ।
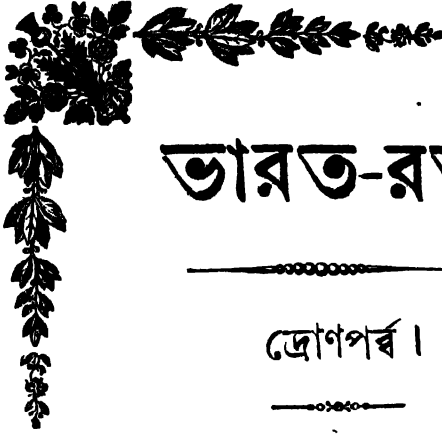
ভারত-রত্ন।

দ্রোণপর্ব্ব।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

দ্রোণকে সৈনাপত্যে বরণ ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় ।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ ।
আপন ইচ্ছায় তেঁই হইল পতন ॥
ভীষ্ম যদি পড়ে তবে ভাবে দুর্য্যোধন ।
হা হা ভীষ্ম শব্দ করি করয়ে রোদন ॥
রোদন করয়ে মহাশোকে সেনাগণ ।
কহিতে লাগিল কর্ণে চাহি দুর্য্যোধন ॥
ভীষ্মের মরণে কর্ণ মনে পাই ত্রাস ।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিবে কহিলেন ব্যাস ॥
তোমাকে জিজ্ঞাসি সখে করহ বিচার ।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার ॥
তোমা বিনা যোদ্ধাপতি নাহিক আমার ।
কেবল ভরসা আমি করি যে তোমার ॥
উপরোধ করি ভীষ্ম না করিল রণ ।
তুমি মোরে ধরি দেহ ধর্ম্মের নন্দন ॥
যদি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর কুমার ।
সত্য কহি শুন বীর সকলি তোমার ॥
এতেক শুনিয়া কহে কর্ণ মহাবীর ।
দর্প করি কহে কথা নির্ভয় শরীর ॥
ওহে মহারাজ চিন্তা না করিহ তুমি ।
একাকী পাণ্ডবগণে বিনাশিব আমি ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরষিত মন ।
শীঘ্র উঠি কর্ণবীরে দিল আলিঙ্গন ॥
হেনকালে কহে কৃপাচার্য্য মহামতি ।
সার কথা কহি শুন কুরু মহীপতি ॥
কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণ বিদ্যমান ।
পৃথিবীতে বীর নাহি দ্রোণের সমান ॥
একা মহারথী দ্রোণ পৃথিবী ভিতরে ।
অর্দ্ধরথী বলি কহে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ॥
অতএব দ্রোণে তুমি কর সেনাপতি ।
শুনি তুষ্ট হয়ে কহে গান্ধারীসন্ততি ॥
আজি সেনাপতি করি দ্রোণ মহারথী ।
এত বলি দুর্য্যোধন চলে শীঘ্রগতি ॥
কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা কর্ণ ধনুর্দ্ধর ।
শকুনি দুর্ম্মুখ লয়ে চলিল সত্বর ॥
হরিষেতে দুর্য্যোধন সবারে লইয়া ।
দ্রোণের নিকটে সবে উত্তরিল গিয়া ॥
প্রণাম করিয়া কহে রাজা দুর্য্যোধন ।
অবধান কর গুরু মম নিবেদন ॥
মহারথী দেখি ভীষ্মে কৈনু সেনাপতি ।
উপরোধে না যুঝিল ভীষ্ম মহারথী ॥

ভরসা কেবল আমি তব ভুজাশ্রিত।
শরণ পালন কর হয়ে কৃপান্বিত ॥
সেনাপতি বিনা যুদ্ধ নাহি হয় জানি।
কৃপা করি সেনাপতি হইবে আপনি ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরি দেহ এই নিবেদন।
তোমা ভিন্ন তারে ধরে নাহি হেন জন ॥
কাতর দেখিয়া দুর্য্যোধনে গুরু দ্রোণ।
আশ্বাস করিয়া কহে শুন দুর্য্যোধন ॥
সেনাপতি হব আমি করিব সমর।
কিন্তু এক কথা কহি তোমার গোচর ॥
আমি সেনাপতি যদি হইব সমরে।
তবে অস্ত্র না ধরিবে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ॥
আমার নিয়ম এই শুন নরবর।
কহিলাম সত্য এই তোমার গোচর ॥
যুধিষ্ঠিরে তবে আমি ধরিব নিশ্চয়।
কিন্তু যদি নাহি থাকে বীরধনঞ্জয় ॥
এতেক শুনিয়া তবে বলে দুর্য্যোধন।
তোমার নিকটে কর্ণ না করিবে রণ ॥
দ্রোণ বলে শুন রাজা আমার বচন।
চক্রব্যূহ করি তবে করিব যে রণ ॥
দুর্য্যোধন শুনি হয় অতি হৃষ্টমতি।
অভিষেক করি দ্রোণে করে সেনাপতি ॥
জয় জয় শব্দ হ'ল কটকে ঘোষণা।
মহাশব্দে নানাবিধ বাজয়ে বাজনা ॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয় ঢোল।
মহাশব্দ হ'ল যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
শত শত দামা বাজে বাজে জগঝম্প।
কোটিকোটি সানি বাজে কোটি কোটি ডম্ফ
তরঙ্গের রোলে কম্প হয় বসুমতী।
খমক টমক বাদ্য বাজে নানাজাতি ॥
মহানাদে গরজন করে সেনাগণ।
দেখি আনন্দিত বড় হ'ল দুর্য্যোধন ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—

শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণা।

হেথায় ধর্ম্মের পুত্র সহ ভ্রাতৃগণ।
কৃষ্ণ সনে বসি সবে আনন্দিতমন ॥
দ্রুপদ বিরাট আর সাত্যকি সংহতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান যুযুৎসু প্রভৃতি ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ দ্রৌপদী-কুমার।
সভায় বসিয়া সবে করেন বিচার ॥
হেনকালে দূত গিয়া কহিল সত্বর।
দ্রোণ সেনাপতি হ'ল শুন নৃপবর ॥
তোমারে ধরিয়া দিতে কৌরব বলিল।
ধরিব বলিয়া দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিল ॥
ইহার বিধান শীঘ্র কর নৃপবর।
নিবেদন করি এই তোমার গোচর ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির মহা ভয় পেয়ে।
কৃষ্ণ আগে সব কথা নিবেদিল গিয়ে ॥
প্রতিজ্ঞা করিল দ্রোণ ধরিতে আমারে।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ কৃষ্ণ মোরে ॥
ভুবনে দুর্জ্জয় দ্রোণ বীর মহারথী।
প্রতিজ্ঞা খণ্ডায় তাঁর কেবা হয় কৃতী ॥
হৃদয় কম্পিত মম খণ্ডে নাহি ভয়।
কি করি উপায় কহ কৃষ্ণ মহাশয় ॥
অশেষ সঙ্কটে পার করিয়াছ তুমি।
কার মনে ছিল দেশে আসিব যে আমি।
সভায় দ্রৌপদী-লজ্জা কর নিবারণ।
তোমা বিনা পাণ্ডবের নাহি কোন জন।
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুনহ বচন।
কি শক্তি তোমারে ধরি লইবেক দ্রোণ ॥
শত দ্রোণ হয়ে যদি আইসে সমরে।
তবু কি তাহার শক্তি ধরিবে তোমারে।
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা যদি করে রণ।
তথাপি তোমারে নাহি জিনিবে কখন ॥
ভীম বলে মহারাজ কি ভয় তোমার।
তোমারে ধরিবে হেন শক্তি আছে কার ॥
সহদেব নকুলাদি যত যোদ্ধাগণ।
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন ॥

কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ভীমে সেনাপতি করি তুমি কর রণ ।।
মহাযোদ্ধা ভীমসেন হবে সেনাপতি।
সমরে অজেয় শক্তি অকাতর-মতি ।।
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত-মনে।
ভীমেরে করেন অভিষেক সেইক্ষণে ।।
ভীমে সেনাপতি করি ধর্ম্মের নন্দন।
হরষিত হ'ল তবে যত যোদ্ধাগণ ।।
আনন্দিত যোদ্ধাগণ করে জয়ধ্বনি।
বাদ্য-কোলাহল শব্দে কিছুই না শুনি ।।
বাজিল দুন্দুভি শঙ্খ অতি সুললিত।
বীণা বাঁশী বাজে গায় সুমধুর গীত ।।
ভীম বলে মহারাজ শুনহ বচন।
কালি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে করিব নিধন ।।
এত শুনি হরষিত ধর্ম্মের নন্দন।
গর্জ্জন করয়ে মহানন্দে সেনাগণ ।।
সৈন্য-কোলাহলে যেন সিন্ধু উথলিল।
অশ্ব গজ গর্জ্জনেতে কর্ণ রুদ্ধ হ'ল ।।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ কৃষ্ণ বাজান আপনে।
পৃথিবীর যত বাদ্য কৈল আচ্ছাদনে ।।
হৃষ্টচিত্তে সর্ব্বজন বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া সৈন্যে বলেন ফাল্গুনি ।।
রাজারে রাখিবে সবে করিয়া যতন।
কোন মতে কুরু যেন না পায় রাজন ।।
হেথায় প্রভাতকালে রাজা দুর্য্যোধন।
দ্রোণে আগে করি রণে আসিল তখন ।।
রথ ছাড়ি গেল সবে ভীষ্মের সদন।
ভীষ্মেরে প্রণাম করে রাজা দুর্য্যোধন ।।
শরশয্যা শয়নেতে আছে মহাবীর।
দুর্য্যোধন কহে তাঁরে হয়ে অতি ধীর ।।
আজ্ঞা কর পিতামহ প্রসন্ন-বদনে।
সমর করিতে যাই পাণ্ডুপুত্র সনে ।।
সেনাপতি সময়েতে করিলাম গুরু।
কি ভয় আশ্রয় যার হেন কল্পতরু ।।
শুনি দুর্য্যোধনবাক্য কুরুবংশপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইল মধুর ভারতী ।।

আমি যাহা কহি তাহা শুন দুর্য্যোধন।
কদাচিত না লঙ্ঘিবে আমার বচন ।।
সকল মঙ্গল হবে অপার পৌরুষ।
পৃথিবী মধ্যেতে তব হবে মহাযশঃ ।।
তোমা সবাকার হিত চিন্তি অনুক্ষণ।
এ হেতু তোমারে বলি ওহে দুর্য্যোধন ।।
আমার বচন তুমি না করিও আন।
কি কারণে ক্ষয় কর কৌরব সন্তান ।।
সৈন্য অপচয় মাত্র হবে ধন শেষ।
প্রজার পরম পীড়া নষ্ট হবে দেশ ।।
যুধিষ্ঠির রাজা দেখ ধর্ম্ম অবতার।
তার সহ কর তুমি প্রীতি ব্যবহার ।।
রাজ্য ধন কিছু তারে দেহ গিয়া তুমি।
বুঝায়ে সম্মত করি দিব তারে আমি ।।
আমার বচন কভু না কর অন্যথা।
বংশ রক্ষা হেতু তোমা কহি হেন কথা ।।
নিরর্থক জ্ঞাতিগণে করিবে সংহার।
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার ।।
বুদ্ধির সাগর তুমি বলে মহাবল।
সসাগরা ধরা হের তব করতল ।।
কহ আমি যুধিষ্ঠিরে আনি এইক্ষণ।
মম বাক্য না লঙ্ঘিবে ধর্ম্মের নন্দন ।।
ভীম ধনঞ্জয় দেখ মহাধনুর্দ্ধর।
তার সহ কোন জন করিবে সমর ।।
পাণ্ডব সহায় হন নিজে নারায়ণ।
তাঁর সহ বিরোধেতে জীবে কোন জন ।।
অতএব তাঁর সহ না করিহ রণ।
বংশরক্ষা হেতু কহি শুন দুর্য্যোধন ।।
প্রত্যয় না হয় যদি আমার বচনে।
আপনি জিজ্ঞাসা কর দ্রোণাচার্য্য স্থানে
দ্রোণাচার্য্য বলে তুমি যে আজ্ঞা করিলে
এমত করিলে থাকে সকলে কুশলে ।।
বেদ তুল্য জানি আমি তোমার বচন।
যতেক কহিলে তুমি সবার কারণ ।।
দুর্য্যোধনে অনুক্ষণ বুঝাই বিস্তর।
নাহি শুনে দুর্য্যোধন করি অনাদর ।।

মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়।
সেইমত দুর্য্যোধন অজ্ঞানের প্রায় ॥
কি হইবে তস্করে কহিলে ধর্ম্মবাণী।
কভু নাহি হয় সতী অসতী রমণী ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন বলিল বচন।
অনুক্ষণ নিন্দা মোরে কর সর্ব্বজন ॥
অনুক্ষণ দোষ মম বল তোমা সবে।
সবে মাত্র দেখিয়াছ নির্দ্দোষ পাণ্ডবে ॥
অবিরত কটু কথা প্রাণে নাহি সহে।
গুরুজন-গঞ্জনেতে সদা তনু দহে ॥
বলে পারি ছলে পারি প্রকার বিশেষে।
নাশিব আপন শক্র ভয় মোর কিসে ॥
মৃত্যু হতে কষ্ট ভাবি পাণ্ডবের বশ।
মরি যদি রণে তবু রহিবেক যশ ॥
ক্ষোভ না করিয়া ক্ষিতি করিলাম ভোগ।
এখন যে হয় কর্ম্ম দৈবের সংযোগ ॥
পণ করিয়াছি রণ আপনি বিচারি।
কদাপি অন্যথা নাহি করিবারে পারি ॥
এত বলি দুর্য্যোধন হয়ে দুঃখমতি।
কর্ণ দুঃশাসনে লয়ে চলে শীঘ্রগতি ॥
দেখিয়া গঙ্গার পুত্র হইল দুঃখিত।
দ্রোণেরে চাহিয়া তবে বলিল বিহিত ॥
কাল প্রাপ্ত হইলেক বুঝি দুর্য্যোধন।
অতএব নাহি শুনে কাহার বচন ॥
নিশ্চয় জানিনু কুরুকুল হ'ল অস্ত।
দিন দুই চারি মধ্যে মজিবে সমস্ত ॥
এত বলি ভীষ্ম বীর নিঃশব্দে রহিল।
সৈন্য লয়ে দুর্য্যোধন রণস্থলে গেল ॥
চক্রব্যূহ করিলেন দ্রোণ মহাশয়।
ভেদিতে বিষম ব্যূহ দৈবে সাধ্য নয় ॥
রথে আরোহণ করি আসিলেন বীর।
ভুবনবিজয়ী দ্রোণ নির্ভয় শরীর ॥
যুধিষ্ঠির দেখিলেন আসে দুর্য্যোধন।
বাহির হইতে আজ্ঞা কৈল নারায়ণ ॥
করিয়া মকরব্যূহ বীর ধনঞ্জয়।
রণে আসিলেন সহ কৃষ্ণ মহাশয় ॥

দুই সৈন্য-কোলাহলে হ'ল গণ্ডগোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
বাদ্যশব্দে আর কিছু নাহি শুনি কাণে।
পৃথিবী কম্পিতা অশ্ব গজের গর্জ্জনে ॥
মুহুর্মুহুঃ যোদ্ধাগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার।
বজ্রের সমান শুনি ধনুক-টঙ্কার ॥
পদাতি পদাতি আগে হইল সংগ্রাম।
গজে গজে যুদ্ধ করে না করে বিশ্রাম ॥
রথী রথী যুদ্ধ হয় বীর জনে জন।
সংগ্রাম হইল ঘোর না যায় কথন ॥
দ্রোণ অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয় অবিরাম।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সংগ্রাম ॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ অপূর্ব্ব হইল।
দেখি যোদ্ধাগণ সবে আশ্চর্য্য মানিল ॥
নকুলের সনে যুদ্ধ করে দুঃশাসন।
শকুনির সহ করে সহদেব রণ ॥
কৃপের সহিত যুঝে পাঞ্চাল রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ অশ্বত্থামা করে রণ ॥
মদ্রপতি সহ যুঝে চেকিতান বীর।
বিরাটের সহ যুঝে ভূপাল কাশীর ॥
এইরূপ জনে জনে বাধিল সমর।
মানিল প্রমাদ দেখি স্বর্গের অমর ॥
মহাবাতাঘাতে দেখি বৃক্ষ যেন পড়ে।
পড়িল অনেক সৈন্য রণস্থল যুড়ে ॥
রুধিরে সাঁতার নদী বহে পঞ্চ ধারে।
হইল প্রবল যুদ্ধ শেষেতে দ্বাপরে ॥
জন্মেজয় বলে মুনি কহ আরবার।
সংক্ষেপে কহিলে কহ করিয়া বিস্তার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দ্রোণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেই মতে যুদ্ধ করে সব রাজগণ ॥
দ্রোণ অর্জ্জুনের যুদ্ধ কি দিব উপমা।
রাম রাবণের যুদ্ধ নাহি হয় সীমা ॥

দ্রোণ গুরু দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়।
করপুটে প্রণমেন করিয়া বিনয়॥
অর্জ্জুন বলেন গুরু কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ধরিবারে কহে দুর্য্যোধন॥
এমত প্রতিজ্ঞা কেন করিলে আপনে।
আমি জীতে ধরিতে না পারিবে রাজনে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য সহাস্য বদন।
অর্জ্জুনের প্রতি তবে বলিল বচন॥
যুধিষ্ঠিরে আমি আজি ধরিব সমরে।
দেখি তুমি রক্ষা কর কেমন প্রকারে॥
দুর্য্যোধন রাজা হেতু করি মহারণ।
প্রতিজ্ঞা পালন আমি করিব সাধন॥
অর্জ্জুন বলেন কহ শুনি আরবার।
যুধিষ্ঠিরে ধরে হেন শক্তি আছে কার॥
এত শুনি হন গুরু ক্রোধে হুতাশন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
শিষ্যস্নেহ উপরোধ আজি নাহি মনে।
সম্বর সংশয় আজি করাইব রণে॥
এত বলি এড়ে বাণ অগ্নি অবতার।
হাসিয়া সম্বরে তাহা ইন্দ্রের কুমার॥
দশ বাণ এড়ে গুরু পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে পার্থ তাহা করে খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রোধে অতিশয়।
গগন ছাইল তবে করি অস্ত্রময়॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমেষেকে নিবারেন আচার্য্যের বাণ॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ যেন যমদণ্ড।
দ্রোণের ধনুক কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
আর ধনু লয়ে দ্রোণ পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুন উপরে এড়ে হুতাশন বাণ॥
সংগ্রামের স্থলে হ'ল সব অগ্নিময়।
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয়॥
এড়িয়া বরুণবাণ ইন্দ্রের নন্দন।
নিমেষেকে নিবারেন ঘোর হুতাশন॥
প্রলয় কালেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি।
মুষল ধারায় বরিষয়ে ঘোরবৃষ্টি॥
জলেতে হইল পূর্ণ সংগ্রামের স্থল।
শোষকাস্ত্রে নিবারিল দ্রোণ মহাবল॥
বায়ু অস্ত্রে সেনাগণ করিল অস্থির।
আকাশাস্ত্রে নিবারেন পার্থ মহাবীর॥
তবে অতিক্রোধাবিষ্ট বীর ধনঞ্জয়।
চারি বাণে কাটিলেন তাঁর চারি হয়॥
চারি বাণে ধ্বজ কাটি করিলেন খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
আর দশ বাণ তাঁর তারা হেন ছুটে।
আচার্য্যের বুকে অর্জ্জুনের বাণ ফুটে॥
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হন অচেতন।
হাহাকার করি ধায় কুরুসৈন্যগণ॥
আর রথ আনি তবে দ্রোণেরে লইল।
সারথি লইয়া রথ সত্বরে পলাল॥
দ্রোণ-ভঙ্গ দেখি তবে পার্থ মহাবীর।
বাণবৃষ্টি করি সৈন্য করেন অস্থির॥
ভীম দুর্য্যোধন দোঁহে হইল সমর।
সব যোদ্ধাগণ দেখে থাকিয়া অন্তর॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে দোঁহে গদাধর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে মহাভয়ঙ্কর॥
বায়ুর সমান গদা ফিরায় মস্তকে।
মহাক্রোধে দুই জন প্রহারে দোঁহাকে।
দোঁহার প্রহার কারো নাহি লাগে গায়
কেবল হইল যুদ্ধ গদায় গদায়॥
রাশি রাশি পড়ে খসি তাহাতে অনল।
চমকিয়া চাহে কুরু পাণ্ডবের দল॥
পর্ব্বত পড়িল যেন পর্ব্বত উপর।
দুই জনে দেখা যায় দুই মহীধর॥
জর্জ্জর হইল দোঁহে খাইয়া প্রহার।
নিস্তেজ হইল ধৃতরাষ্ট্রের কুমার॥
যুদ্ধ ত্যজি দুর্য্যোধন পলাইয়া যায়।
বৃকোদর বীর তার পাছে পাছে ধায়॥
দেখি তবে যত মহা মহা যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
গদা লয়ে বৃকোদর বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ চূর্ণ করে সম্মুখে যে পায়॥

তবে দুর্য্যোধন বীর হইয়া কাতর।
যুঝিবারে দিল দশ সহস্র কুঞ্জর ॥
হস্তি লয়ে যায় সবে মাহুত প্রভৃতি।
ভীমের উপরে আসে অতি শীঘ্রগতি ॥
কুঞ্জর দেখিয়া বীর হরিষ অন্তর।
রথ এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর ॥
ছাগলের পাল দেখি ব্যাঘ্র যেন যায়।
শত শত হস্তী বীর মারে এক ঘায় ॥
প্রহারে প্রহারে গদা আধা হয় খণ্ড।
তাহা ফেলাইয়া বীর ধরে করিশুণ্ড ॥
অন্তরীক্ষে ভ্রমাইয়া ফেলায় কুঞ্জরে।
স্থির বায়ু মধ্যে রহে গগন উপরে ॥
ভগ্ন গদা ফেলাইয়া শূন্য হ'ল কর।
শূন্য করে যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর ॥
হস্তীর উপরে হস্তী মারে ফেলাইয়া।
হস্তী হস্তী চাপনেতে পড়ে চূর্ণ হয়ে ॥
সুধু হাতে ভীম বীর যুঝে রণমাঝে।
হেন বীর নাহি কভু ভীমসনে যুঝে ॥
মহাক্রোধে বৃকোদর হ'ল ভয়ঙ্কর।
অবিলম্বে মারে দশ সহস্র কুঞ্জর ॥
ভীমের নিকটে আর কেহ নাহি রয়।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র ক্রোধে আগু হয় ॥
নানা অস্ত্র প্রহারয়ে ভীমের উপর।
কর্ণেরে দেখিয়া ধায় বীর বৃকোদর ॥
মুষ্ট্যাঘাতে মারিল রথের চারি হয়।
এক চড়ে সারথিরে নিল যমালয় ॥
মহাক্রোধে লাথি মারে রথের উপর।
চূর্ণ হয়ে রথ পড়ে সংগ্রাম ভিতর ॥
রথচূর্ণ হ'ল কর্ণ পড়িল ভূতলে।
পলাইল কর্ণ বীর ত্যজি রণস্থলে ॥
কর্ণ-ভঙ্গ দেখি যত কুরুমহাবীর।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির ॥
শূন্যহস্তে বৃকোদর সংগ্রাম ভিতর।
রথ তুলি মারে আর রথের উপর ॥
যেই দিকে বৃকোদর ক্রোধদৃষ্টে চায়।
হয় হস্তী রথ পত্তি সকল পলায় ॥

ভারত-যুদ্ধের কথা কে বর্ণিতে পারে।
অদ্ভুত দেখিয়া দেবগণ কাঁপে ডরে ॥
হেনকালে অস্ত গেল দেব দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপনার ঘর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনাদির ক্রমে যুদ্ধ।

আর দিন প্রভাতেতে যত বীরগণ।
সসৈন্য চলিল সবে করিবারে রণ ॥
যোদ্ধাগণ চলিলেন দিব্য দিব্য রথে।
গজ বাজী পদাতিক চলে যূথে যূথে ॥
হস্তী হস্তী গজে গজে মহাযুদ্ধ করে।
অশ্বে আসোয়ার যুঝে নানা অস্ত্র ধরে ॥
হেনকালে ধনঞ্জয় কৃষ্ণে আগে করি।
রণস্থলে আসিলেন হাতে ধনু ধরি ॥
গগন ছাইয়া বীর এড়িলেন বাণ।
কোটি কোটি সেনাগণ ত্যজিলেক প্রাণ।
ক্রোধেতে অর্জ্জুন যেন দীপ্ত হুতাশন।
প্রাণ লয়ে পলাইয়া যায় সেনাগণ ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
ক্রোধমনে রথে চড়ি করিল গমন ॥
অর্জ্জুন উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান।
একবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ ॥
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করি খান খান।
ছয় বাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান ॥
দুই বাণে কাটিলেন ধ্বজ মনোহর।
চারি বাণে অশ্বগণ গেল যমঘর ॥
দুই বাণ এড়িলেন যেন যমদণ্ড।
সারথির মাথা করিলেন খণ্ড খণ্ড ॥
নিরখিয়া দুর্য্যোধন কুপিত অন্তর।
রথ এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর ॥
গদা ফেলি মারিলেন অর্জ্জুনের রথে।
দারুণ প্রহারে রথ লাগিল কাঁপিতে ॥
কোপেতে অর্জ্জুন যেন অনল সমান।
দুর্য্যোধনে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ ॥

বাণাঘাতে দুর্য্যোধন মহাকম্পমান।
বেগে পলাইয়া যায় লইয়া পরাণ ॥
বাণাঘাতে সুব্যথিত হ'ল দুর্য্যোধন।
সারথি যোগায় রথ লয়ে সেইক্ষণ ॥
রথে চড়ি পলাইয়া যায় দুর্য্যোধন।
দেখি ক্রোধে আগুসরি দ্রোণের নন্দন ॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা হয় মহারণ।
বিস্ময় হইয়া চাহে যত যোদ্ধাগণ ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা এড়ে বাণ।
অর্দ্ধ পথে পার্থ তাহা করে খান খান ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর ক্রোধে হুতাশন।
দ্রৌণির উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
বৃষ্টিধারাবত বাণ করেন ক্ষেপণ।
নিমেষেকে নিবারিল দ্রোণের নন্দন ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়।
মহাকোপে পুনরপি করে অস্ত্রময় ॥
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা ব্যথিত হইল।
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর রথেতে পড়িল ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
রণে ভঙ্গ দিয়া গেল অশ্বত্থামা রথী ॥
তবে দুঃশাসন বীর দেখি বৃকোদরে।
হস্তীর উপরে চড়ি আসিল সত্বরে ॥
দুঃশাসনে দেখি কোপে বলে ভীমবীর।
গদাঘাতে আজি তোর লোটাব শরীর ॥
দ্রৌপদীর মনোরথ করিব যে পূর্ণ।
এত বলি গদা লয়ে ধায় অতি তূর্ণ ॥
হস্তীর উপরে গদা করিল ক্ষেপণ।
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ ॥
হস্তী যদি পড়িল পলায় দুঃশাসন।
সৈন্যের মধ্যেতে পশি রাখিল জীবন ॥
তবে বৃকোদর বীর ক্রোধে হুতাশন।
গদার প্রহারে মারে রথ রথিগণ ॥
পুনঃ অশ্বত্থামা বীর ধায় শীঘ্রগতি।
যুদ্ধ করিবারে বাঞ্ছা ভীমের সংহতি ॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর চাপে নিজ রথে।
ভয়ঙ্কর ধনু তুলি নিল নিজ হাতে ॥

বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
কোপে অশ্বত্থামা বীর পরিঘ লইয়া।
মারিলেক বৃকোদরে ক্রোধিত হইয়া ॥
অচেতন হ'ল ভীম পরিঘের ঘায়।
রথের উপরে বীর পড়ি গেল ঠায় ॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে বীর বৃকোদর।
মহাকোপে উঠিলেক কম্পিত অধর ॥
গদা ফেলি মারিলেক রথের উপর।
চূর্ণ হ'ল রথ খান দেখি লাগে ডর ॥
সেইক্ষণে আর রথ যোগায় সারথি।
তাহাতে চড়িল গুরুপুত্র মহামতি ॥
ভীমের উপরে বীর এড়ে যত বাণ।
কাটি পাড়ে ভীম তাহা করি খান খান ॥
অতিক্রোধে বৃকোদর জ্বলন্ত অনল।
রথ এড়ি গদা লয়ে ধায় মহাবল ॥
রথের উপর মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
চূর্ণ হ'ল রথখান যায় গড়াগড়ি ॥
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা পলাইয়া যায়।
দেখি বৃকোদর বীর পাছে পাছে ধায় ॥
হেনকালে কর্ণ বীর হ'ল আগুয়ান।
ভীমের উপরে মারে চোখ চোখ বাণ ॥
বাণেতে আচ্ছন্ন বীর করিল ভীমেরে।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবরে ॥
বাণাঘাতে বৃকোদর হইল বিবর্ণ।
কর্ণেরে এড়য়ে বাণ পূরিয়া আকর্ণ ॥
যত বাণ এড়ে ভীম কর্ণ ফেলে কাটি।
রথ এড়ি ধায় ভীম মহাক্রোধে ফাটি ॥
গদা হাতে করি ক্রোধে ধায় মহাশূর।
গদা মারি অশ্ব রথ করিলেক চূর ॥
লাফ দিয়া কর্ণ বীর যায় পলাইয়া।
শীঘ্রগতি আর রথে চড়িলেক গিয়া ॥
কর্ণ পলাইল দেখি বীর বৃকোদর।
আপনার রথে গিয়া চড়িল সত্বর ॥
বাণবৃষ্টি করে বীর সৈন্যের উপর।
বাণেতে সকল সৈন্য করিল জর্জ্জর ॥

হোথায় সংগ্রাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি কোটি সৈন্য কাটিলেন নিরন্তর॥
অর্জ্জুনের বাণে স্থির নহে সেনাগণ।
দেখিয়া ব্যাকুল হ'ল রাজা দুর্য্যোধন॥
দ্রোণেরে ডাকিয়া তবে বলিল বচন।
দেখ গুরু সৈন্য সব হইল নিধন॥
সেনাপতি তোমা করিলাম করি আশ।
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিবে করিলে আশ্বাস॥
আজিকার যুদ্ধে গুরু না দেখি নিস্তার।
ভীম ধনঞ্জয় করে সকল সংহার॥
সেনাপতি করিতাম যদ্যপি কর্ণেরে।
এত দিনে কর্ণ ধরি দিত যুধিষ্ঠিরে॥
মহারথী দেখি তোমা কৈনু সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝহ বুঝি তব মতি॥
তোমার শিক্ষিত অস্ত্র অর্জ্জুন পাইয়ে।
তব অগ্রে মারে সেনা দেখিছ দাণ্ডায়ে॥
এত শুনি ক্রোধে গুরু অরুণলোচন।
ডাকিয়া বলিল তবে শুন দুর্য্যোধন॥
পূর্ব্বেতে তোমাকে আমি কহিনু আপনে।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি কিবা কাজ রণে॥
সেনাপতি-যোগ্য আমি না হই কখন।
আমার এ সব কার্য্যে নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি ডাকিলেন আপন নন্দনে।
ক্রোধ করি যায় দ্রোণ উপেক্ষিয়া রণে॥
তবে দুর্য্যোধন বীর শকুনি লইয়া।
আগু হয়ে গুরুপদে পড়িল আসিয়া॥
শকুনি বলিল গুরু কর অবধান।
প্রীতি ভাবে দুর্য্যোধন করে অভিমান॥
তুমি যদি উপেক্ষিয়া চলিলে ভবনে।
আজ্ঞা কর রাজা দুর্য্যোধন যাক বনে॥
তোমা বিনা যুদ্ধ করে নাহি হেন জন।
তোমার আশ্বাসে সদা থাকে দুর্য্যোধন॥
এত শুনি গুরু হাসি হইল সদয়।
দুর্য্যোধন-দুঃখ দেখি ব্যথিত হৃদয়॥
দ্রোণ বলে কহিলাম পূর্ব্বেতে তোমারে।
পার্থ না থাকিলে ধরি দিব যুধিষ্ঠিরে॥
অর্জ্জুন-সম্মুখে যুঝে নাহি হেন বীর।
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির॥
এক যুক্তি ভাবিয়াছি শুন দুর্য্যোধন।
তবে সে ধরিতে পারি ধর্ম্মের নন্দন॥
না থাকিবে পার্থ বীর হেন কাল পেয়ে।
তবে ধরি দিতে পারি রাজারে বান্ধিয়ে॥
এতেক কহিতে হ'ল সন্ধ্যার সময়।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপন আলয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের খেদোক্তি ও
নারায়ণী সেনার যুদ্ধারম্ভ।

শিবিরেতে গেল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বিরস-বদন॥
দ্রোণ গুরু অগ্রে কহে করিয়া রোদন।
কিরূপে আমার গুরু হইবে তারণ॥
জিনিতে উপায় দেব বল এবে তুমি।
তোমার ভরসা ভিন্ন নাহি জানি আমি॥
দ্রোণ বলে শুন আমি কহি যে বচন।
এবে যুধিষ্ঠিরে ধরি শুন দুর্য্যোধন॥
নারায়ণী সেনা দেখ বড় যুদ্ধে কৃতী।
তাহার সহায় আছে সুশর্ম্মা নৃপতি॥
অর্জ্জুনের সহ তারা করুক সমর।
তবে সে ধরিতে পারি ধর্ম্মের কোঙর॥
এত শুনি আনন্দিত হইল রাজন।
সেইক্ষণে ডাকি আনে সংসপ্তকগণ॥
ত্রিগর্ত্ত রাজারে আনি বলিল বচন।
আমার বচন শুন সুশর্ম্মা রাজন॥
নারায়ণী সেনামধ্যে হও সেনাপতি।
অর্জ্জুনের সনে যুদ্ধ কর মহামতি॥
সসৈন্যে উত্তরদিকে তুমি চলি যাহ।
অর্জ্জুনের সনে গিয়া সমর করহ॥
সুশর্ম্মা বলেন শুন আমার বচন।
আজি অর্জ্জুনেরে আমি করিব নিধন॥
নারায়ণী সেনা দেখ যমের সমান।
পৃথিবীর মাঝে যার অব্যর্থ সন্ধান॥

এ সব লইয়া আমি করি গিয়া রণ।
জানিহ পার্থের তবে নিশ্চয় মরণ॥
এতেক বলিয়া গর্জ্জে যত সেনাগণ।
শুনি দুর্য্যোধন হ'ল উল্লাসিতমন॥
নারায়ণী সেনা মধ্যে শ্রেষ্ঠ সপ্তরথী।
সুশর্ম্মা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি॥
আনন্দিতমনে সবে রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিয়া কুরুক্ষেত্রেতে চলিল॥
অর্জ্জুনের রথে তবে সাজিলেন হরি।
আইল পাণ্ডবগণ কৃষ্ণে আগে করি॥
অর্জ্জুনের প্রতি বলে সংশপ্তকগণ।
আজি ধনঞ্জয় তুমি মোরে দেহ রণ॥
করিব তোমারে আজি অবশ্য সংহার।
এই করিলাম আজি সত্য অঙ্গীকার॥
এতেক শুনিয়া হাসি ইন্দ্রের নন্দন।
সংশপ্তক সহ যান করিবারে রণ॥
রণেতে প্রচণ্ড বড় সংশপ্তকগণ।
অদ্ভুত করয়ে রণ নাহি নিবারণ॥
কর্ণ দুর্য্যোধন দেখি আনন্দিতমন।
হাসিয়া বলিল তবে রবির নন্দন॥
বুঝিতে না পারি কিছু বিধাতার ইচ্ছা।
করিলাম যে প্রতিজ্ঞা সে হইল মিছা॥
অর্জ্জুনে বধিব আমি আছে অঙ্গীকার।
পড়িয়া সংশপ্ত-হাতে হইবে সংহার॥
হরষিত হয়ে বড় রাজা ত্বরা করি।
কহিতে লাগিল গিয়া গুরু বরাবরি॥
তোমার ভারতী গুরু মস্তক-ভূষণ।
একান্ত আমার তুমি জানিনু এখন॥
দেখিলাম সংশপ্তকগণের সমর।
সংগ্রামে কেবল তারা যমের দোসর॥
অর্জ্জুন বাহুড়ে রণে না বুঝি এমন।
নিশ্চয় হইবে সে সংশপ্তকে নিধন॥
আমার সহায় শত ভাই কর্ণ রথী।
দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামা মাতুল সুমতি॥
বেড়িয়া বধিব ভীমে ভয় তার কিসে।
যুধিষ্ঠিরে গিয়া গুরু ধর অনায়াসে॥
দ্রোণ বলে কর আজি সকলে সংগ্রাম।
আজি ঘুচাইব রণে পাণ্ডবের নাম॥
অপূর্ব্ব করিব ব্যূহ অদ্ভুত মানুষে।
ব্যূহ করি সবাকারে করিব নিঃশেষে॥
আজি সে ধরিব আমি ধর্ম্ম নৃপবরে।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সবার গোচরে॥
চক্রব্যূহ তবে করে অদ্ভুত মানুষে।
যন্ত্রেতে পূর্ণিত করি অস্ত্র চারি পাশে॥
ব্যূহমুখে জয়দ্রথ রহে সাবধানে।
মহারথী মধ্যে যারে করিয়া গণনে॥
বহু রথ রথী হস্তী অশ্ব সেনাগণ।
চক্রব্যূহ দ্বারদেশে রহে সর্ব্বজন॥
তাহার পশ্চাতে রহে দ্রোণ মহাশয়।
দুই পার্শ্বে অশ্বত্থামা সূর্য্যের তনয়॥
স্থানে স্থানে রাখে দ্রোণ মহাবীরগণ।
ব্যূহমধ্যে ভ্রাতৃসহ রাজা দুর্য্যোধন॥
পশ্চাতে রহিল কৃপ শল্য ভগদত্ত।
সবে মহাপরাক্রমী রণে মহামত্ত॥
দেবের অজিত ব্যূহ সৈন্য সমাবেশ।
সাহস না হয় কারো করিতে প্রবেশ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় গালাগালি।
সমর বাধিল সৈন্য সৈন্যে রণস্থলী॥
সৈন্যে সৈন্যে মহাযুদ্ধ হ'ল আগুয়ান।
গজে গজে মহাযুদ্ধ আর পাছু আন॥
রথে রথে যুদ্ধ হ'ল অশ্বে আসোয়ার।
হুড়াহুড়ি রণস্থলে হ'ল মহামার॥
আষাঢ়ে শ্রাবণে যেন বরিষয়ে মেঘে।
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণবৃষ্টি হয় চতুর্দ্দিগে॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
নিমেষেকে নিপাতিল যত সৈন্যগণ॥
দ্রোণের বিক্রমে সেনাগণ নহে স্থির।
সম্মুখ হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর॥
সংশপ্তকে রহিলেন পার্থ মহামতি।
হেথা সেনা বিনাশয়ে দ্রোণ যোদ্ধাপতি॥
একেশ্বর বৃকোদর করি প্রাণপণ।
নিবারণ করে আর যত যোদ্ধাগণ॥

সমানে সমানে যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠে ক্ষত্রধর্ম্ম অনুগত কর্ম্ম ॥
যমের সমান হের দেখ দ্রোণ বীর।
যার বাণে যোদ্ধাগণ কেহ নহে স্থির ॥
এতেক শুনিয়া বীর ক্রোধে হুতাশন।
সারথিরে চাহি বলে করিয়া তর্জ্জন ॥
কৃষ্ণের ভাগিনা আমি অর্জ্জুনতনয়।
ত্রিভুবনমধ্যে কারে আছে মোর ভয় ॥
দ্রোণের সহিত আজি করিব সমর।
একবাণে তাহারে পাঠাব যমঘর ॥
আজি যদি দ্রোণে আমি মারিবারে পারি।
বড় তুষ্ট হইবেন মাতুল শ্রীহরি ॥
জনকের ঠাঁই পাব বড় সম্মাননা।
জ্যেষ্ঠ তাত স্থানে হবে যশের ঘোষণা ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির করি কিছু হিত।
করিব সমর আজি জানাই নিশ্চিত ॥
এইক্ষণে রথ তুমি সাজাও সত্বর।
অবশ্য করিব যুদ্ধ নাহি কিছু ডর ॥
এতেক শুনিয়া তবে সুমন্ত্র সত্বর।
তুলিল বহুল অস্ত্র রথের উপর ॥
জাঠি শেল ঝগড়া যে মুষল মুদ্গার।
শক্তি ভিন্দিপাল তোলে অসংখ্য তোমর ॥
মহাদর্প করি উঠে রথের উপর।
ব্যূহ ভেদিবারে যায় পার্থবংশধর ॥
ভীম আদি করি তবে মহারথীগণ।
তাহার পশ্চাতে চলে করিবারে রণ ॥
ব্যূহ প্রবেশিল বীর চক্ষুর নিমেষে।
নানা অস্ত্রগণ সৈন্য-উপরে বরিষে ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
ততোধিক অভিমন্যু করে শরবৃষ্টি ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ পড়ে সৈন্যের উপর।
মার মার বলি কাটে অর্জ্জুন-কোঙর ॥
এক গোটা বাণ বীর তূণ হতে আনে।
দশ গোটা বাণ হয় ধনুকের গুণে ॥
গমনে শতেক হয় সহস্র পতনে।
হেন মত পুনঃপুনঃ এড়ে অস্ত্রগণে ॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
কুরুসৈন্য-রক্তে স্নান করে বসুমতী ॥
ভীম আদি যত মহা মহাবীরগণ।
ব্যূহমুখে গিয়া সবে করে মহারণ ॥
জয়দ্রথ ব্যূহ রক্ষা করে প্রাণপণে।
না দেয় দুয়ার ছাড়ি কোন বীরগণে ॥
যুধিষ্ঠির ভীম আদি নকুল দুর্জ্জয়।
পার্থ বিনা সবাকারে করিলেক জয় ॥
জয়দ্রথ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।
বিমুখ করিল সর্ব্ব বীরে একেশ্বর ॥
এতেক শুনিয়া জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল।
কহ মুনিবর আরো শুনিতে হইল ॥
পাণ্ডবগণেরে জয়দ্রথ করে জয়।
ইহার কারণ মোরে কহ মহাশয় ॥
দ্রোণপর্ব্ব-সুধারস অভিমন্যু বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে।

জয়দ্রথের নিকটে পাণ্ডবদিগের পরাভবের পূর্ব্ববৃত্তান্ত।

মুনি বলে পূর্ব্বকথা শুনহ রাজন।
যুধিষ্ঠির রাজা যবে প্রবেশেন বন ॥
কত দিনে জয়দ্রথ গেল সেই বনে।
দ্রৌপদীরে একা তবে দেখিল ভবনে ॥
দেখিয়া দুর্ম্মতি হ'ল সিন্ধুর নন্দন।
দ্রৌপদীরে রথে তুলি করিল গমন ॥
লইয়া আপন দেশে চলিল দুর্ম্মতি।
হাহাকার শব্দ করি ডাকয়ে পার্ষতী ॥
ধৌম্য আদি মুনিগণ আছিল বসিয়া।
শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠিরে কহিলেন গিয়া ॥
শুনিয়া ধাইল তবে পার্থ বৃকোদর।
দেখিল দ্রৌপদী কান্দে রথের উপর ॥
তবে মহাক্রোধে পার্থ বরিষয়ে বাণ।
রথ অশ্ব কাটিলেন করি খান খান ॥
তবে ভীম কোপে ধায় ভীমপরাক্রম।
ক্রোধে মূর্ত্তি দেখি যেন যুগান্তের যম ॥
শীঘ্রগতি উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবর।
বৃক্ষ হস্তে করি ধায় বীর বৃকোদর ॥

নিমিষেতে নিপাতিল বহু সৈন্যগণ।
ভয়ে পলাইয়া যায় সিন্ধুর নন্দন॥
এক লাফে ধরি বীর তাহার চিকুর।
এক চড়ে দন্তপাটী করিলেক চূর॥
ক্ষুরপা বাণেতে তার মাথা মুড়াইল।
বিধিমতে জয়দ্রথে দুর্দ্দশা করিল॥
যুধিষ্ঠির-বাক্যে ছাড়ি দিল বৃকোদর।
দেশেতে না গেল বীর লজ্জায় কাতর॥
অবশেষে আর যত ছিল সেনাগণ।
নিজ দেশে পাঠাইল সিন্ধুর নন্দন॥
আপনি প্রবেশ করি বনের ভিতরে।
দ্বাদশ বৎসর সেবা করিল শঙ্করে॥
বিবিধ প্রকারে করে শিবের সেবন।
দর্শন দিলেন তথা আসি পঞ্চানন॥
শিব বলে বর মাগ সিন্ধুর তনয়।
এত শুনি জয়দ্রথ হরে প্রণময়॥
অনেক করিয়া স্তুতি বলয়ে বচন।
অবধান কর প্রভো মম নিবেদন॥
এই বর দেহ মোরে দেব শূলপাণি।
পাণ্ডবগণেরে যেন রণে আমি জিনি॥
শিব বলিলেন শুন সিন্ধুর তনয়।
জিনিবে সবারে কিন্তু বিনা ধনঞ্জয়॥
এত বলি অন্তর্ধান হ'ল পঞ্চানন।
জয়দ্রথ নিজ দেশে করিল গমন॥
এই হেতু সবাকারে জিনিল সৈন্ধব।
ভীম আদি পরাজিত যতেক পাণ্ডব॥
হাতে ধনু ধরি বীর করে মহারণ।
একা জয়দ্রথ সব করিল বারণ॥
এক রথে জয়দ্রথ সিন্ধুর তনয়।
মহাগর্ব্ব করি বুলে নির্ভয়-হৃদয়॥
ভীমেরে করিল দশ বাণে পরাজয়।
আর দশ বাণে বিন্ধে সাত্যকি-হৃদয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে নিবারিল মারি দশ বাণ।
দশ বাণে বিরাটেরে করিল অজ্ঞান॥
এইমত জয়দ্রথ করে ঘোর রণ।
ব্যূহ প্রবেশিতে নাহি পারে যোদ্ধাগণ॥

অভিমন্যুর যুদ্ধ।

ব্যূহ প্রবেশিল বলে অভিমন্যু বীর।
ভীম আদি যোদ্ধা সব হইল অস্থির॥
নাহি দিল জয়দ্রথ প্রবেশিতে পথ।
চিন্তাকুল হ'ল বড় পড়িল বিপদ॥
ব্যূহ ভেদি গেল পুত্র নিজ বীরপণে।
তাহাতে কহিল শুনি নির্গম না জানে॥
জানিয়া সমূহ সৈন্য মাঝে গেল রণে।
সঙ্কটে পড়িলে রক্ষা পাইবে কেমনে॥
হোথা না দেখিয়া বীর সৈন্য নিজ পাশ।
জানিল নিশ্চয় বিধি করিল নিরাশ॥
উপায় কি আছে আর অপারের সিন্ধু।
পড়িয়াছে পার নাহি বিনা বিধি বন্ধু॥
সাহস করিল এত বলি মহাবীর।
বাণ বৃষ্টি করি সৈন্য করিল অস্থির॥
এক রথে অভিমন্যু করে মহামার।
দেখিয়া কৌরবগণে লাগে চমৎকার॥
চৌদিকে বেষ্টিত যত কুরুসৈন্যচয়।
পিঞ্জর মধ্যেতে যেন পোষাপক্ষী রয়॥
না জানে বালক সেই নির্গমের সন্ধি।
মীন যেন পড়ে হায় হয়ে জালে বন্দী॥
তথাপি অভয় ধনু লইলেক হাতে।
শাসিত করিয়া সৈন্য ভ্রমে এক রথে॥
জলদ বরিষে যেন কালে বরিষায়।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পড়ে ক্ষমা নাহি তায়॥
মাহুত মাতঙ্গ পড়ে তুরঙ্গ বহুত।
কোটি কোটি সৈন্য মারে সংগ্রামে অদ্ভুত।
অলস না হয় তনু সাহসী বালক।
সৈন্যারণ্য দহে যেন হইয়া পাবক॥
প্রকাশে বিক্রম যত নাহি তার সীমা।
বাখানয়ে বালকের বিবিধ মহিমা॥
একমাত্র ধনুকের গুণে পঞ্চ বাণ।
না পারে সম্মুখে কেহ করিতে সন্ধান॥
কুমারের প্রতাপ দেখিয়া কুরুগণে।
চিন্তাকুল দুর্য্যোধন বিষণ্ণবদনে॥

সহসা উলূক দুঃশাসনের নন্দন ।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ ॥
আসিল সমর হেতু অভিমন্যু সঙ্গ ।
ইচ্ছিল পড়িতে যেন পাবকে পতঙ্গ ॥
দেখিয়া আর্জ্জুনি কোপে অনল সমান ।
গালি দিয়া বলে তুমি বড়ই অজ্ঞান ॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে হ'ল ব্রহ্মশাপ ।
এই দণ্ডে দেখাইব আমার প্রতাপ ॥
ত্যজ আশা কর বাসা শমনের ঘরে ।
বিলম্ব নাহিক এই পাঠাই তোমারে ॥
এত বলি ইঙ্গিতেতে এড়ে মহা বাণ ।
তাহার বিক্রমে উলূকের উড়ে প্রাণ ॥
এক বাণে ধ্বজ কাটি করে খণ্ড খণ্ড ।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড ॥
কাটিল রথের চারি বাণে চারি হয় ।
দুই বাণে উলূকেরে দিল যমালয় ॥
উলূক পড়িল যদি লাগে চমৎকার ।
কৌরবের যোদ্ধাগণ করে হাহাকার ॥
বহু বিলপিয়া তবে কান্দে দুঃশাসন ।
এক যোদ্ধাপতি মোর উলূক নন্দন ॥
সর্ব্বশূন্য দেখি আমি তোমার বিহনে ।
গৃহে না যাইব আমি যাইব কাননে ॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন ।
আর্জ্জুনি সহিত গেল করিবারে রণ ॥
করিয়া অনেক দর্প বৃষসেন বীর ।
এক রথে যায় তবে নির্ভয় শরীর ॥
দেখি অভিমন্যু বীর অগ্নি হেন জ্বলে ।
বাণবৃষ্টি করে বীর অতি কোপানলে ॥
কাটিল রথের ধ্বজ মারি দুই বাণ ।
চারি বাণে চারি অশ্ব করে খান খান ॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে ।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে ॥
অর্দ্ধ চন্দ্র বাণ এড়ে অর্জ্জুনকুমার ।
এক ঘায়ে বৃষসেন গেল যমাগার ॥
পুত্রের মরণ দেখি কর্ণ মহাবীর ।
ক্রোধেতে পূর্ণিত অঙ্গ হইল অস্থির ॥

বহু বিলপিয়া কর্ণ-সূর্য্যের নন্দন ।
মহাকোপে গেল বীর করিবারে রণ ॥
পুত্রশোকে কর্ণ বীর এড়ে অস্ত্রগণ ।
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ করে অর্জ্জুননন্দন ॥
যত অস্ত্র এড়ে কর্ণ দৃষ্টিমাত্র কাটে ।
অরুণলোচন বীর চাহে কোপদৃষ্টে ॥
তবে কোপে অভিমন্যু এড়ে দশ বাণ ।
কর্ণের কবচ কাটি করে খান খান ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল ।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি ।
পলাইয়া গেল তবে কর্ণ যোদ্ধাপতি ॥
তবেত লক্ষ্মণ দুর্য্যোধনের নন্দন ।
অভিমন্যু সহ গেল করিবারে রণ ॥
যেইক্ষণে আগু হ'ল ভানুমতীসুত ।
অভিমন্যু বীর তারে বলে ক্রোধযুত ॥
হিতবাক্য কহি শুন ভাইরে লক্ষ্মণ ।
এমত কুমতি তোরে দিল কোন জন ॥
বাপের দুলাল তুই বড় প্রিয়তর ।
না করিহ রণ ভাই মোর বাক্য ধর ॥
অনেক যতনে লোক রক্ষা করে দেহ ।
আপনি মরিলে সঙ্গে না যাইবে কেহ ॥
এ সুখ সম্পদ আশা ছাড় কি কারণ ।
আমার বচন ধর না করিহ রণ ॥
জননী জনক ইষ্ট বন্ধু খুড়া ভাই ।
মরিলে সম্বন্ধ আর কারো সঙ্গে নাই ॥
ভালরূপে দেখ ভাই সবার বদন ।
মোর সঙ্গে রণে তোর অবশ্য মরণ ॥
ক্ষমা চাহে আমারে যে হইয়া কাতর ।
হইলে পরম শত্রু নাহি তার ডর ॥
অভয় দিলাম ভাই বলিলাম তোরে ।
সম্বরি সমর চলি যাহ নিজ ঘরে ॥
তোমারে বধিলে কোন সিদ্ধ হবে কাজ ।
বরঞ্চ হবেন রুষ্ট শুনি ধর্ম্মরাজ ॥
পড়িলে আমার ঠাঁই আজি রক্ষা নাই ।
সাক্ষাতে দেখিলে যত কর্ণের বড়াই ॥

পলাইয়া গেল নারি সহিতে সমর।
বাথানে কৌরবগণ যারে নিরন্তর ॥
আমি তোরে বলি আজি অখণ্ডিত কথা।
কাটিয়া ফেলিব কর্ণ শকুনির মাথা ॥
বান্ধিয়া লইব আজি ধর্ম্মরাজ আগে।
এত বলি রক্তবর্ণ চক্ষু হ'ল রাগে ॥
লক্ষ্মণ বলিল আর না কর বড়াই।
বুঝিব কেমনে এড়াইবে মোর ঠাঁই ॥
শুনিয়া কুপিল তবে অর্জ্জুননন্দন।
ধনুকের গুণে বাণ যোড়ে সেইক্ষণ ॥
দুই বাণে রথধ্বজ কৈল খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড ॥
আর বাণ এড়ে বীর কি কহিব কথা।
সকুণ্ডল কাটি পাড়ে লক্ষ্মণের মাথা ॥
দেখি দুর্য্যোধন হ'ল শোকে অচেতন।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া করয়ে রোদন ॥
প্রাণের নন্দন মোর অতি প্রিয়তর।
তোমার বিহনে আর নাহি যাব ঘর ॥
ভ্রাতার মরণ দেখি পদ্ম বীর বেগে।
হাতে ধনু করি গেল অভিমন্যু আগে ॥
যেই বেগে আগু হ'ল পদ্ম বীরবর।
দুই বাণে কাটে তারে অর্জ্জুন-কোঙর ॥
দুর্য্যোধন দেখি পুত্র হইল সংহার।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে হাহাকার ॥
পুত্রশোকে দুর্য্যোধন হইল কাতর।
বংশনাশ কৈল মোর অর্জ্জুন-কোঙর ॥
দুই পুত্র শোকে রাজা শোকাকুলমন।
হাতে গদা ধরি ধায় করিবারে রণ ॥
আর্জ্জুনি বলিল আর কারে নাহি চাই।
পাণ্ডুবংশ-শত্রু দুষ্ট তার লাগ পাই ॥
তুমি দুঃখ দিলে পিতা আদি পঞ্চজনে।
কপটে পাশায় জিনি পাঠাইলে বনে ॥
মোরা বনবাসী তব সব অধিকার।
এত অবিচার বিধি কত সবে আর ॥
পাছে নাহি পলাইও প্রাণে পেয়ে ভয়।
রহিয়া করহ যুদ্ধ কুরু মহাশয় ॥
না করিহ অবহেলা বলি শিশু মোরে।
ফিরিয়া যাইবে সাধ না কর অন্তরে ॥
এত বলি বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
হাতের গদায় মারে তীক্ষ্ণ দশ বাণ ॥
দশ বাণে গদা কাটি সত্বরে ফেলিল।
তীক্ষ্ণভল্ল দশ গোটা অঙ্গে প্রহারিল ॥
বাণাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত অন্তর।
বেগে পলাইয়া যায় ত্যজিয়া সমর ॥
অভিমন্যু বলে রাজা না চাহি তোমায়।
পলাইয়া যাও কেন শৃগালের প্রায় ॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুদ্ধ কর মহাশয়।
আজি তোমা পাঠাইব শমন আলয় ॥
এতেক বলিয়া গর্জ্জে অর্জ্জুনতনয়।
পলাইল দুর্য্যোধন ব্যথিত-হৃদয় ॥
এক রথে ভ্রমে বীর অর্জ্জুনকোঙর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় অন্তর ॥
গগন ছাইয়া বীর করে অস্ত্রবৃষ্টি।
বাণে অন্ধকার হয় নাহি চলে দৃষ্টি ॥
অমর্থ সমর্থ বাণ বাণ ব্রহ্মজাল।
কৌশিক কপালী বাণ আর রুদ্রকাল ॥
ক্ষুরপ তোমর অর্দ্ধচন্দ্র ভল্ল শর।
বারুণ হুতাশ বাণ সমরে দুষ্কর ॥
কোনখানে অগ্নি বাণে পোড়ে সেনাগণ।
কোনখানে মহাঝড় বহিছে পবন ॥
কোনখানে মেঘগণে নাহি দেখি ভানু।
মুষলের ধারে বৃষ্টি শীতে কাঁপে তনু ॥
ঢাকিল রবির তেজ হ'ল অন্ধকার।
চারিদিকে অস্ত্র পড়ে না দেখি নিস্তার ॥
কুঞ্জর সারথি অশ্ব ফেলে কাটি কার।
ধনু সহ বাম হস্ত কাটে আসোয়ার ॥
কাহার কাটিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত।
নাসা শ্রুতি কাটে কারো দেখিতে কুৎসিত
বাণবৃষ্টি করে বীর পূরিয়া সন্ধান।
কাহার কাটিয়া পাড়ে পদ দুইখান ॥
অস্ত্রাঘাতে কোন বীর করে ছটফটি।
কাটিয়া পাড়িল কার দন্ত দুইপাটি ॥

দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার।
একা অভিমন্যু করিলেক মহামার॥
এক শত সহোদর রাজা দুর্য্যোধন।
তাহা সবাকার যত আছিল নন্দন॥
একে একে অভিমন্যু করিল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ধৃতরাষ্ট্রে সব কথা শুনায় সঞ্জয়॥
শুনহ নৃপতি তুমি অনর্থের কথা।
হইল দৈবেতে বাম দারুণ বিধাতা॥
অর্জ্জুনতনয় ষোল বৎসরের শিশু।
সৈন্যমধ্যে সিংহ যেন পেয়ে বন্য পশু॥
সামন্ত অর্দ্ধেক অন্ত করে একা আসি।
দ্রোণ কর্ণ রহে চাহি ভয় বড় বাসি॥
অধোমুখ দুর্য্যোধন মানিয়া বিস্ময়।
চিন্তিয়া আকুল বড় চমকিয়া রয়॥
ঊনশত ভাই তারা হারাইল বোধ।
সমরে অশক্ত বড় যেমন অবোধ॥
শোণিতে বহিয়া নদী স্রোতোধারে ধায়।
প্রলয়ের কালে সৃষ্টি নাশ হ'ল প্রায়॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে শুন সঞ্জয় সুমতি।
যতেক শুনি যে পড়ে মোর সেনাপতি॥
একা অভিমন্যু করে মোর সেনাক্ষয়।
বড় বড় সেনাপতি পায় পরাজয়॥
ষোড়শ বৎসর শিশু পূর্ণ নাহি হয়।
কেহ না পারিল তারে করিতে বিজয়॥
অদ্ভুত শুনিয়া মোর কাঁপিছে হৃদয়।
ধন্য ধন্য মহাবীর অর্জ্জুনতনয়॥
সঞ্জয় বলিল রাজা শুনহ কারণ।
অভিমন্যু সহ যুঝে নাহি হেন জন॥
পর্ব্বত কাটিয়া পাড়ে অভিমন্যুবাণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর বাপের সমান॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে মোর হেন লয় মন।
সবারে মারিয়া যাবে অর্জ্জুননন্দন॥
দ্রোণপর্ব্বে পুণ্যকথা অভিমন্যুবধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

অভিমন্যু বধ।

মুনি বলে অত্যাশ্চর্য্য শুন জন্মেজয়।
করে যে অদ্ভুত যুদ্ধ অর্জ্জুনতনয়॥
তিন কোটি রথবৃন্দ পড়িল সমরে।
ছয় বৃন্দ মদমত্ত পড়ে করিবরে॥
সপ্ত পদ্ম অশ্ব পড়ে রণে আসোয়ার।
পদাতিক সৈন্য পড়ে সংখ্যা নাহি তার॥
শোণিতে সাঁতার নদী বহে ভাসে সেনা।
তরঙ্গে আতঙ্ক হয় রাশি রাশি ফেনা॥
কবন্ধ উঠিয়া কেলি করে তার রসে।
শোণিত সাগর মাঝে সাঁতারিয়া ভাসে।
ঝনঝনি রণভূমি অস্ত্র অগ্নিবাণে।
প্রাণপণে কৌরবের যুঝে সেনাগণে॥
এড়িল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্জ্জুনতনয়।
কৌরবের ঠাট কাটি করিলেন ক্ষয়॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে হ'ল রাঙ্গা।
খরস্রোত বহে যেন ভাদ্র মাসে গঙ্গা॥
শোণিত হইল নীর নৌকা করিবর।
রথচয় ভাসে যেন রাজহংসবর॥
অশ্ব সব ভাসি বুলে কচ্ছপের প্রায়।
মীনের সদৃশ নর ভাসিয়া বেড়ায়॥
তৃণের সমান ভাসে ধনু অস্ত্রগণ।
দেখিয়া শোণিত নদী ভীত সর্ব্বজন॥
এতেক দেখিয়া তবে শকুনিনন্দন।
রথেতে চড়িয়া গেল করিবারে রণ॥
দেখিয়া আর্জ্জুনি ক্রোধে অনল সমান।
ধনুক কাটিয়া তার করে খান খান॥
চারি বাণে কাটিল রথের অশ্ব চারি।
আর দুই বাণে তার সারথি সংহারি॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
বিস্ময় মানিয়া চাহে কৌরবের দল॥
পুনরপি অভিমন্যু এড়ে দুই বাণ।
শ্রবণ নাসিকা কাটি করে খান খান॥
শ্রবণ নাসিকা গেল দেখিতে কুৎসিত।
কাটিয়া পাড়িল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত॥

শকুনি দেখিল যুদ্ধে পড়িল নন্দন।
হাহাকার করি বহু করিল রোদন॥
আর্জ্জুনিরে দেখি কাল শমন সমান।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান॥
সংগ্রাম করয়ে বীর অর্জ্জুনকোঙর।
কোটি কোটি রথীগণে দিল যমঘর॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়ে দিব্য বাণ।
শোণিতে বহিছে নদী অতি খরশাণ॥
দেখিয়া ব্যাকুল বড় রাজা দুর্য্যোধন।
বলিতে লাগিল দ্রোণে চাহি সেইক্ষণ॥
কুমারেরে তুষ্ট তুমি বুঝিনু বিধানে।
অতএব যুদ্ধ করে তব বিদ্যমানে॥
বালক হইয়া করে এত অপমান।
তোমা সব মহারথী আছ বিদ্যমান॥
বুঝিলাম জয় নাহি আমার সমরে।
একাকী মারিয়া আজি যাইবে সবারে॥
এতেক শুনিয়া দুর্য্যোধনের উত্তর।
ক্রোধমুখে কহে তারে দ্রোণ বীরবর॥
তব কর্ম্ম প্রাণপণে করি অনুক্ষণ।
তথাপিহ হেন ভাষা কহ দুর্য্যোধন॥
অভিমন্যু জিনে হেন নাহি কোন জন।
তার ডরে পলাইলে লইয়া জীবন॥
বাপের সোসর বীর যমের সমান।
বজ্রের সমান যার অব্যর্থ সন্ধান॥
কর্ণ হেন যোদ্ধা যারে নারিল সমরে।
আর কে আছয়ে হেন জিনিবে তাহারে॥
রাজা বলে বৃথা গুরু গঞ্জহ আমারে।
তোমা না বলিয়া আর বলিব কাহারে॥
না জান জীয়ন্তে আমি হয়ে আছি মরা।
শোক দুঃখ অনুতাপে বিধি কৈল জরা॥
সংশয়ে আশ্রয়ী গিরি সেহ নহে সার।
তবে কি উপায় এতে হইবেক আর॥
বিপক্ষের এক শিশু বধে নানা সেনা।
নিবারিতে নাহি ইথে হেন এক জনা॥
এত কাল আশ্বাসে বিশ্বাস যাই যার।
আজি কেন হ'ল হীন ভরসা তাহার॥
নামেতে বিখ্যাত যারা বড় বড় বীর।
বিষাদে হইল সব দেখি নতশির॥
করুণা বিষাদবাক্য নৃপতির শুনি।
কহিতে লাগিল দ্রোণ শুন কুরুমণি॥
ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যু জিনিতে যে পারে।
কহিলাম হেন জন নাহিক সংসারে॥
ভাগিনেয় কৃষ্ণের সে অর্জ্জুনের সুত।
দেখিলে সাক্ষাতে যার সমর অদ্ভুত॥
তাহারে নারিব ন্যায়যুদ্ধে কদাচন।
কহিনু জানিহ মম স্বরূপ বচন॥
দুর্য্যোধন বলে শুন আমার বচন।
সপ্ত রথী এককালে কর গিয়া রণ॥
এতেক শুনিয়া গুরু বিরসবদন।
এমত অন্যায় নাহি করে কোন জন॥
কৃপাচার্য্য বলে ইহা অদ্ভুত কথন।
কিমত প্রকারে ইহা হয় দুর্য্যোধন॥
এমত অন্যায় যুদ্ধ কভু নাহি করি।
এত বলি কৃপাচার্য্য স্মরিল শ্রীহরি॥
দুর্য্যোধন বলে যদি ইহা না করিবে।
সবারে মারিয়া আজি আর্জ্জুনি যাইবে॥
প্রধানের সর্ব্বদোষ অন্যায়ে কি ভয়।
বধিতে রিপুকে মম এই বিধি হয়॥
ইহাতে করিলে হেলা বড় হবে দোষ।
বধিয়া বালকে কর আমার সন্তোষ॥
মজিল সকল সৃষ্টি ব্যাজ নাহি সয়।
সর্ব্বনাশ কৈল শিশু শমন-উদয়॥
মম বাক্যে তোমা সবে কর এই মতি।
এককালে অভিমন্যু বেড় সপ্ত রথী॥
শকুনি রাধেয় দুঃশাসন মম মামা।
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য আর অশ্বত্থামা॥
আমিহ যাইব তোমা সবার পশ্চাৎ।
এইরূপ করি তারে করহ নিপাত॥
এত শুনি কৃপাচার্য্য নিশ্বাস ছাড়িল।
দুর্নীতি রাজার হাতে বিধি নিযোজিল॥
আমা সবাকার ইথে কি করে বিলাপে।
মরিবেক দুর্য্যোধন এই মহাপাপে॥

অমঙ্গল হ'ল তার নাহিক অবধি।
শুকাইল সরোবর স্রোত এড়ে নদী ॥
আহার এড়িল সব পক্ষী যে প্রমাদে।
আকুল হইয়া বড় গ্রামসিংহ কাঁদে ॥
অনাচার কর্ম্ম বড় অরণ্যে হইল।
মুহুর্মুহুঃ বসুমতী কাঁপিতে লাগিল ॥
রাজারে ছাড়িল রাজলক্ষ্মী অনুতাপে।
নিকট হইল মৃত্যু এই মহাপাপে ॥
বিবর্ণ বদন হ'ল অঙ্গ হ'ল কালি।
সামর্থ্যবিহীন অঙ্গ কর্ণে লাগে তালি ॥
দেবমায়া দেখে রাজা হইতে গগন।
উদয় হইল যেন দ্বাদশ তপন ॥
আচম্বিতে মাথার মুকুট গেল খসি।
অন্ধকার দেখি সদা মনে ভয় বাসি ॥
তথাপি বিষয়মদে না জানি মরণ।
আজ্ঞা দিল বধ ঝাট পার্থের নন্দন ॥
সপ্ত রথী রথে চড়ে ভাবিয়া বিষাদ।
ভদ্র নাহি নৃপতির হইল প্রমাদ ॥
বেড়িল বালকে গিয়া সপ্ত মহারথী।
হানাহানি মহাযুদ্ধ হয় অবিরতি ॥
এক কালে সপ্ত রথী করে অস্ত্রময়।
রবি আচ্ছাদিল বাণে অন্ধকার হয় ॥
ভূষণ্ডী তোমর শক্তি বাণ জাঠা জাঠি।
ত্রিশূল পট্টিশ মহা অস্ত্র কোটি কোটি ॥
সূচীমুখ শেলমুখ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
বিকট সঙ্কট শক্তি অগ্নির সমান ॥
কপালী কৌশিকী বাণ বাণ ব্রহ্মজাল।
রুদ্রদ্যুতি রিপুচণ্ড অত্যন্ত বিশাল ॥
শ্রাবণের মেঘে যেন বৃষ্টি বার বার।
তপন ঢাকিল যেন তিমির আকার ॥
একযোগে সপ্ত রথী অস্ত্র বরষিল।
অমর ভুজঙ্গ নর চকিত হইল ॥
যেন সৃষ্টি মজাইতে ইচ্ছা বিধাতার।
বাণ বৃষ্টি হয় যেন মুষলের ধার ॥
হইল পাবক তুল্য আর্জ্জুনি কুপিয়া।
কৌরব দলের এত অন্যায় দেখিয়া ॥

হাহাকার নভোমার্গে দেবগণ করে।
সপ্ত মহারথী বেড়ে এক বালকেরে ॥
বিধি বিড়ম্বিল দুর্য্যোধন দুরাচারে।
এমত অন্যায় যুদ্ধ সে কারণে করে ॥
কভু হেন বিপরীত না দেখি না শুনি।
মারিবে নিশ্চয় পাপী গরাসিল ফণী ॥
মহাবীর্য্য তনুজ তুলনা নাহি মহী।
সাধু সাধু শব্দ শুনি নাহি ইহা বহি ॥
অভিমন্যু মহাবীর নাহি কোন ভয়।
প্রশংসা করয়ে যত দেবতানিচয় ॥
বন্ধনে সন্ধান পূরি শিশু এড়ে বাণ।
নিমেষে সকল অস্ত্র করে খান খান ॥
কাটিয়া সবার অস্ত্র অর্জ্জুনতনয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয় ॥
বাণাঘাতে সপ্ত রথী হতজ্ঞান হয়।
শিশুর শমন বাণ হেন মনে লয় ॥
দেখিয়া রথীর মূর্চ্ছা তবে লয়ে রথ।
পলাইল রথী লয়ে যোজনেক পথ ॥
সপ্ত রথী এইরূপে যুঝে সাত বার।
সবাকারে পরাজিল অর্জ্জুনকুমার ॥
অবসাদ নাহি অস্ত্র এড়ে শিশু কত।
কোটি কোটি সেনা হয় সমরেতে হত ॥
হয় পড়ে নাহি সীমা কুঞ্জরের দল।
রথে পথ ঢাকা পড়ে নাহি রহে স্থল ॥
মড়ায় ঘোড়ায় ক্ষিতি পদাতিক গদা।
রুধিরে হইল হোড় বরিষার কাদা ॥
কতক্ষণে সপ্ত রথী পাইল চেতন।
লজ্জায় সবার যেন হইল মরণ ॥
কার মুখ কেহ নাহি চায় অভিরোষে।
রথ এড়ি মহীতলে মাথা ধরি বসে ॥
কি হ'ল কি হবে এই শিশু নহে যম।
পলাইল অবসাদে বলে হয়ে কম ॥
চিন্তায় আকুল হয়ে কূল নাহি দেখি।
মজিলাম অবোধ রাজার হাতে ঠেকি ॥
বালকের ক্ষমা নাহি আর বাড়ে বল।
পতঙ্গের প্রায় দেখি কুরুসৈন্যদল ॥

নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী।
নিপাতে নিমেষে লক্ষ লক্ষ সেনাপতি ॥
দুর্নীতি দেখিয়া তবে দুর্য্যোধন ভুপ।
ছাড়িল জীবন আশা শুকাইল মুখ ॥
অধোমুখে বীরগণ বুক নাহি বান্ধে।
নৃপতির পাদদ্বয় ধরি সবে কান্দে ॥
কেশরী সমান শিশু মৃগ যেন পেয়ে।
সংহারে সকল সৈন্য দেখ কিবা চেয়ে ॥
আকুল হইয়া রাজা রথী সপ্ত জনে।
কহিতে লাগিল বড় বিনয়বচনে ॥
দেখ গুরু মহাশয় কর্ণ প্রাণসখা।
বিনাশিল সর্ব্বসৈন্য অভিমন্যু একা ॥
শুন শুন সপ্ত রথী আমার বচন।
পুনরপি পার্থ সুতে বেড় সপ্ত জন ॥
সাহসে না হও হীন সতর্ক হইয়া।
মোরে রক্ষা কর এই বালকে বধিয়া ॥
সমরে বিজয়ী হয়ে পূরাইলে আশ।
কিনিয়া করিবে তবে মোরে নিজ দাস ॥
রাজার বিনয় শুনি বল করে রথী।
পুনরপি যায় রণে সাত সেনাপতি ॥
রথে বৈসে বিক্রমেতে ইন্দ্রতেজ ধরি।
সারথি চালায় রথ শিশু বরাবরি ॥
বালকে বেড়িয়া বাণ বরিষয় তারা।
বৃষ্টি যেন বরিষয়ে মুষলের ধারা ॥
প্রাণপণে করে রণ প্রাণে ছাড়ি আশা।
সাহসে বান্ধিয়া বুক করিল ভরসা ॥
নিবারণ করি অস্ত্র অভিমন্যু বীর।
বাণে বিন্ধি খণ্ড খণ্ড করিল শরীর ॥
ধারায় রুধির বহে অবিরত গায়।
তথাপি তিলেক ভ্রম নাহি করে তায় ॥
তবে কর্ণ মহাবীর মানিয়া বিস্ময়।
প্রমাদ দেখিয়া ডাকি ছয় জনে কয় ॥
অর্জ্জুন-অধিক শিশু মহাপরাক্রম।
অবসাদ বলি হৃদে তিলে নাহি ভ্রম ॥
সাবধান হয়ে এবে সবে কর রণ।
এককালে করহ সন্ধান সপ্ত জন ॥
কেহ কাট ধনু খানি কেহ কাট গুণ।
কেহ কাট রথ কেহ কাট অস্ত্র তূণ ॥
এই সে উপায় বিনা নাহি দেখি আর।
কাল অগ্নি সম শিশু দেখ চমৎকার ॥
তবে সপ্ত রথী পুনঃ বেড়িল কুমারে।
এককালে সন্ধান করিল সাত বীরে ॥
তবে কর্ণ মহাবীর কোপে কাঁপে তনু।
অনেক সন্ধানে কাটি ফেলাইল ধনু ॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে।
সেহ ধনু কাটে কর্ণ গুণ নাহি দিতে ॥
ধনুক ধরিয়া যত বার হাতে লয়।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সূর্য্যের তনয় ॥
পুনর্ব্বার আর ধনু লয়ে গুণ দিল।
দ্রোণের নন্দন তাহা কাটিয়া পাড়িল ॥
কবচ কাটিয়া দ্রোণ আর কাটে ধনু।
দুঃশাসন কাটে রথ সারথির তনু ॥
কৃপাচার্য্য বাণে কাটি ফেলে শরাসন।
দুর্য্যোধন কাটে অশ্বে মারি অস্ত্রগণ ॥
অস্ত্র ধনু কাটা গেল রথের সারথি।
শূন্য হাত হ'ল যেন মদমত্ত হাতী ॥
খড়্গ লয়ে চর্ম্ম এড়ি রণ করে বীর।
তাহাতে কাটিল সৈন্য কেহ নহে স্থির।
বড় বড় রথী মারে পর্ব্বতের চূড়া।
খান খান করে রথ হয়ে যায় গুঁড়া ॥
শত শত হস্তী মারে পর্ব্বতের কায়।
পদাতি পাইক মারে ধরণী লোটায় ॥
যোড়া যোড়া বধে ঘোড়া পক্ষিরাজ না[illegible]
বিষম বালক বড় শমনের সম ॥
আকর্ণ সন্ধানে তবে কর্ণ এড়ে শর।
সেই বাণে চর্ম্ম কাটি ফেলায় সত্বর ॥
কাটা চর্ম্ম আচ্ছাদন নাহি তাহা [illegible]
চতুর্দ্দিক হতে বাণ গায় আসি [illegible] ॥
সুধু অসি লয়ে রণ করে মহাবীর।
আসে পাশে কাটে যত সৈন্যগণ-[illegible]।
বড় বড় বীর মারে বড় বড় রথী।
নিবারে নিকটে নাহি কাহার শক্তি [illegible]

হস্তী মারে কত শত অতি তড়বড়ি।
অসংখ্য পদাতি পড়ি যায় গড়াগড়ি ॥
শিশুর সমর দেখি অগ্নি হয়ে কোপে।
অশ্বত্থামা মহাবীর বাণ যোড়ে চাপে ॥
তিন বাণে কাটি তার ফেলে খাণ্ডাখান।
অস্ত্রশূন্য হ'ল কিছু না দেখি বিধান ॥
চর্ম্ম কাটা গেল অস্ত্র অবশেষ খাঁড়া।
তাহা যদি কাটা গেল ফুরাইল ভাঁড়া ॥
কাহার বিরাম নাহি বলবান অরি।
অসংখ্য রাজার সেনা গণিতে না পারি ॥
পঙ্গপাল পাতে জাল চারিদিকে ছাঁকা।
পলাইতে পথ নাহি কি করিবে একা ॥
নৃপতি অধর্ম্মী বড় অন্যায় সমর।
করিয়া বালকে মারে পাপিষ্ঠ পামর ॥
ভাবিয়া অসার করি ভয় হ'ল মনে।
বিপক্ষের হাতে আর রক্ষা নাহি রণে ॥
মুকুটীতে মারে সেনা কর-পদঘায়।
কারে যমালয়ে চড়ে চাপড়ে পাঠায় ॥
অস্ত্র রথ দুই হীন একাকী কুমার।
চারি দিক হতে হয় অস্ত্র অবতার ॥
অবসাদ পেয়ে বীর এড়িল নিশ্বাস।
আজি রক্ষা নাহি আর অবশ্য বিনাশ ॥
অধর্ম্ম অন্যায় আচরিয়া কৈল রণ।
কেমনে ইহাতে রক্ষা পাইবে জীবন ॥
পিতা রণ করে সেনা নারায়ণী যথা।
তিনি মাত্র না জানেন এতেক বারতা ॥
কৃষ্ণ মোর মামা হন পার্থ মোর বাপ।
মৃত্যুকালে না দেখিনু এই মনস্তাপ ॥
আমার বৃত্তান্ত তাত গোবিন্দ মাতুল।
শুনিলে অবশ্য হইতেন অনুকূল ॥
এতেক চিন্তিয়া শিশু হইল নিরাশ।
উৎপাত অনল যেন এড়িল নিশ্বাস ॥
হাতে করি লয় তবে রথ-চক্রদণ্ড।
যমচক্র সম তেজ বড়ই প্রচণ্ড ॥
হেন চক্রদণ্ড বীর হাতে করি লয়ে।
সর্ব্বসৈন্যগণে বীর মারে খেদাড়িয়ে ॥

চূর্ণ করে তবে হস্তী হাজারে হাজার।
তুরঙ্গ মারিল কত সংখ্যা নাহি তার ॥
সহস্র সহস্র বীরে বধিল বালক।
নিবারিতে নাহি শক্তি জ্বলন্ত পাবক ॥
তবে কর্ণ পাঁচ বাণ পূরিয়া সন্ধান।
চক্রদণ্ড কাটি তার করে খান খান ॥
চক্রদণ্ড গেল যদি চক্র নিল হাতে।
দানবের যুদ্ধ যেন সহ জগন্নাথে ॥
তাহাতে অনেক সৈন্য শোয়াইল ক্ষিতি
লেখাযোখা নাহি মরে কত ঘোড়া হাতী
চক্রহস্ত বিষ্ণু যেন অতি জ্যোতির্ম্ময়।
তাহার সমান শোভা অভিমন্যু হয় ॥
তবে কর্ণ মহাবীর ধরিয়া ধনুক।
তিন বাণ প্রহারিল যেন হুতভুক ॥
অভিমন্যু করে রণ রথচক্র হাতে।
রথচক্র কাটে কর্ণ তিন বাণাঘাতে ॥
শূন্যহস্ত ব্যস্ত শিশু তাহে রথহীন।
ভরসায় তবে যুঝে সংগ্রামে প্রবীণ ॥
পদাঘাত করাঘাত প্রহারয়ে যারে।
তখনি পাঠায় তারে শমনের ঘরে ॥
মদমত্ত হস্তী যেন মহাভয়ঙ্কর।
মুষ্ট্যাঘাতে রথ রথী বিনাশে কুঞ্জর ॥
হয় পড়ে নাহি হয় পরিমাণ যূথে।
বড় বড় রথী পড়ে অযুতে অযুতে ॥
চারি দিকে বীরগণ বরিষয়ে বাণ।
বাণে অঙ্গ হ'ল যেন সজারু সমান ॥
রক্তে তনু তোলবোল বিকল শরীর।
পড়িয়া ভূমেতে ধারা বহিছে রুধির ॥
অস্ত্রাঘাতে অভিমন্যু হ'ল অচেতন।
পুনঃ সপ্ত রথী করে অস্ত্র বরিষণ ॥
হেনকালে আসে দুঃশাসনের নন্দন।
গদা হাতে করি ধায় মহাক্রুদ্ধমন ॥
অরুণ জিনিয়া রক্ত ঘূর্ণিত নয়ন।
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে খণ্ডন।
আর্জ্জুনি উপরে করে গদার প্রহার।
দেখিয়া অমরগণ করে হাহাকার ॥

এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
এই পাপে হইবেক সবংশে নিধন॥
গদার প্রহারে বীর পায় বড় মোহ।
নয়ন যুগলে অভিমানে বহে লোহ॥
না দেখিল জনকেরে মামা কৃষ্ণরূপে।
মৃত্যুকালে সেই নাম মনে মনে জপে॥
সম্মুখ সমরে বীর ছাড়িল জীবন।
গমন করিল চন্দ্রলোকে সেইক্ষণ॥
রোদন করয়ে পাণ্ডবের সেনাগণ।
শোকাকুল হইলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
দুর্য্যোধন হইলেক আনন্দিতমন।
খমক টমক বাজাইল শত জন॥
দামামা দগড় বাজে শত শত বাঁশী।
বরঙ্গ মোহুরি বাজে শত শত কাঁসি॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
পৃথিবী যুড়িয়া যেন হ'ল গণ্ডগোল॥
বাজে শঙ্খ দুন্দুভি ও সুমধুর বীণা।
ভেউরি ঝাঁঝরি বাজে নাহিক গণনা॥
কুরুসৈন্যে হ'ল মহাবাদ্য-কোলাহল।
ক্রন্দন করয়ে যত পাণ্ডবের দল॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন অচেতন।
রোদন করয়ে ভীম আদি যোদ্ধাগণ॥
হেনকালে অস্তগত হ'ল দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল যে যাহার ঘর॥
দ্রোণপর্ব্বে সুধারস অভিমন্যুবধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

অভিমন্যুর জন্ম বৃত্তান্ত।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
শিবিরেতে গেল রাজা শোকাকুলমন॥
বিলাপ করেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
ভূমিতে বসিয়া সবে ত্যজিয়া আসন॥
হেনকালে আসি সত্যবতীর নন্দন।
দেখেন ধর্ম্মের পুত্র শোকাকুলমন॥
ব্যাসে দেখি সর্ব্বজন বসিল উঠিয়া।
ধর্ম্মে জিজ্ঞাসেন ব্যাস আশীর্ব্বাদ দিয়া॥
কি কারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহত রাজন॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়।
কান্দিয়া বলেন শুন ব্যাস মহাশয়॥
মহালোভে নষ্টমতি আমি কুলাধম।
পৃথিবীতে পাপী আর নাহি আমা সম॥
রাজ্যলোভে কার্য্য বাধ ধর্ম্মপথে রোধ।
নহে কি উচিত জ্ঞাতি সহিত বিরোধ॥
রাজ্যলোভে করিলাম বড় অপকর্ম্ম।
বুঝিলাম আচার সে বিচারে অধর্ম্ম॥
পাঠাইনু বালকেরে বিপক্ষের মাঝে।
কহিতে ফাটিছে বুক হেঁট হই লাজে॥
কহিল আমারে শিশু করিয়া সম্ভ্রম।
ব্যূহ প্রবেশিতে পারি না জানি নির্গম॥
কহিল এ কথা পুত্র মোরে বারে বারে।
তথাপিহ যত্ন করি পাঠাইনু তারে॥
সমরে অর্দ্ধেক সৈন্য বধিয়াছে সুত।
করিল প্রলয় যুদ্ধ দেখিতে অদ্ভুত॥
অন্যায় করিয়া কুরু শিশুবধ করে।
দ্রোণ আদি সপ্তরথী বেড়ি তারে মারে॥
অন্যায় সমরে মারে অভিমন্যু বীর।
নিবারিতে শোক আমি হয়েছি অস্থির॥
এত বলি কান্দিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
অভিমন্যু-মহাশোকে হইয়া অস্থির॥
ব্যাস বলিলেন শোক ত্যজহ রাজন।
খণ্ডাইতে নারে কেহ দৈবনির্ব্বন্ধন॥
মন স্থির করি শুন আমার বচন।
আর্জ্জুনির পূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ॥
মুনিশাপে চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা-উদরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
চন্দ্রলোকে গেল গর্গ মহাতপোধন।
সঙ্গেতে আছিল তাঁর বহু শিষ্যগণ॥
চন্দ্রের নিকটে সবে উত্তরিল গিয়া।
সেই স্থানে মুনিগণ রহে দাণ্ডাইয়া॥
রোহিণী সহিত চন্দ্র ক্রীড়ায় আছিল।
হেনকালে গর্গ মুনি তথাকারে গেল॥

মদনে মোহিত হয়ে ক্রীড়ায় আছিল।
গর্গ মুনি দেখি চন্দ্র পূজা না করিল॥
এতেক দেখিয়া মুনি কুপিত হইয়া।
চন্দ্র প্রতি সেইক্ষণে বলিল ডাকিয়া॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে না দেখ নয়নে।
অপমান কৈলে কেন বল মুনিগণে॥
ব্রাহ্মণ হেলন কর মত্ত দুরাচার।
করিব ইহার আজি আমি প্রতীকার॥
মনুষ্যলোকেতে গিয়া জন্মহ সত্বর।
ক্রোধে শাপ দিল তারে গর্গ মুনিবর॥
শুনিয়া মুনির শাপ রজনীর পতি।
অশেষ বিশেষে করে মুনিবরে স্তুতি॥
অজ্ঞানে ছিলাম আমি শুন মুনিবর।
যাইতে মনুষ্যলোকে বড় লাগে ডর॥
কৃপায় শাপান্ত মুনি আজ্ঞা কর মোরে।
কত দিনে মুক্ত হয়ে আসি হেথাকারে॥
তুষ্ট হয়ে বলে তবে গর্গ মুনিবর।
তোমার শাপান্ত এই শুন শশধর॥
অর্জ্জুনের পুত্র হবে সুভদ্রা-উদরে।
করিয়া বীরের কর্ম্ম পড়িবে সমরে॥
সম্মুখ সাগ্রামে পড়ি ত্যজিবে জীবন।
ষোড়শ বৎসর অন্তে পুনরাগমন॥
এই হেতু চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা-উদরে।
অভিমন্যু-জন্মকথা জানাই তোমারে॥
পূর্ব্বেতে হয়েছে এই রূপেতে নির্ণয়।
অতএব শোক নাহি কর মহাশয়॥
পুনশ্চ বলেন রাজা শুন মুনিবর।
কেমনে কহিব ইহা পার্থের গোচর॥
কি বলিয়া প্রবোধিব ভাই ধনঞ্জয়।
শুনিয়া কি বলিবেন কৃষ্ণ মহাশয়॥
কি বলিয়া প্রবোধিব সুভদ্রার মন।
বিরাটকন্যার দশা হইবে কেমন॥
রাজ্য আশে হারালাম হেন রত্ননিধি।
না পারি ধরিতে বুক বিড়ম্বিল বিধি॥
এতেক বলিয়া রাজা করেন রোদন।
ব্যাসের প্রবোধে স্থির তবু নহে মন॥
ব্যাস কন শোক নাহি কর নৃপবর।
অমর না হয় কেহ সংসার ভিতর॥
অকালে না মরে কেহ জানিহ রাজন।
কালপ্রাপ্ত হলে নাহি রহে কদাচন॥
পার্থের সহিত আছে নিজে নারায়ণ।
অর্জ্জুনের শোক করিবেন নিবারণ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ত্যজেন রোদন।
নিরুৎসাহে বসে তবে যত যোদ্ধাগণ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধিয়া ব্যাস তপোধন।
করিলেন আপনার স্থানেতে গমন॥
দ্রোণপর্ব্বে পুণ্যকথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

অর্জ্জুনের শিবিরে আগমন ও অভিমন্যুর নিধন শ্রবণ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সমরেতে অভিমন্যু হইল নিধন॥
সংসপ্তকে থাকি করে পার্থ মহারণ।
উৎপাত অনেক দেখি করেন চিন্তন॥
করুণ ডাকিয়া কাক ধ্বজে আসি পড়ে।
দুর্ব্বল সমরে গাণ্ডীবের গুণ ছিঁড়ে॥
বামচক্ষু স্পন্দে ঘন ঘন বাম কর।
উড়ু উড়ু করে প্রাণ রণে নাহি ভর॥
গাণ্ডীব ধরিতে নারে শর লাগে গুরু।
ঘন ঘন কর পদ কাঁপে বক্ষ উরু॥
কৃষ্ণেরে চাহিয়া তবে বলিল তখন।
অবধানে শুন কৃষ্ণ আমার বচন॥
আজি কেন মম মন হয় উচাটন।
অবশ্য কারণ আছে দেব নারায়ণ॥
নাহি জানি কি করেন রাজা যুধিষ্ঠির।
হাহাকার করে শুন সর্ব্ব মহাবীর॥
হাহা অভিমন্যু বলি কান্দে যোদ্ধাগণ।
সমরে হইল বুঝি তাহার নিধন॥
প্রাণ স্থির নহে মম জানাই তোমারে।
না জানি কি হ'ল আজি সমর ভিতরে॥
কুরুসৈন্যকোলাহল জয়শব্দ শুনি।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য জয় জয় ধ্বনি॥

রথ চালাইয়া দেহ অতি শীঘ্রতর।
রাজারে দেখিলে তুষ্ট হইবে অন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে না চিন্ত অরিষ্ট।
যোদ্ধামধ্যে অভিমন্যু সবাকার শ্রেষ্ঠ॥
বালক বলিয়া শত্রু না বধিবে রণে।
দ্রোণ আদি করি যত মহাবীরগণে॥
তবে যদি অভিমন্যু বধে দুর্য্যোধন।
তার সম পাপী তবে নহে অন্য জন॥
অন্তর্যামী নারায়ণ জানেন সকলি।
পড়িয়াছে অভিমন্যু সমরের স্থলী॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ প্রবোধি অর্জ্জুনে।
রথ চালাইয়া দেন পবনগমনে॥
শিবির-নিকটে উত্তরিয়া ধনঞ্জয়।
বিপরীত দেখিলেন অমঙ্গলময়॥
অন্ধকার করি সবে বসেছে সভায়।
শোকাকুল সর্ব্বজনে দেখিয়া তথায়॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ দেখি বিপরীত।
মোরে দেখি লোক কেন হয় অতিভীত॥
আজি যোদ্ধাগণ কেন শোকাকুলমন।
ভূমিতে বসেছে সবে ত্যজিয়া আসন॥
এ সব দেখিয়া মম স্থির নহে প্রাণ।
কিসের কারণে কৃষ্ণ বলহ বিধান॥
এতেক বলিয়া গেল শিবির-ভিতর।
রোদন করেন দেখে ধর্ম্ম নৃপবর॥
অধোমুখ করি বসিয়াছে যোদ্ধাগণ।
একে একে পার্থ করিলেন নিরীক্ষণ॥
অভিমন্যু নাহি দেখি উচাটনমন।
ভীমেরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসেন সেইক্ষণ॥
কোথা গেল অভিমন্যু কহ বৃকোদর।
তারে না দেখিয়া মম বিদরে অন্তর॥
এতেক শুনিয়া ভীম উত্তর না দিল।
অধোমুখ হয়ে বীর নিঃশব্দে রহিল॥
উত্তর না পেয়ে পার্থ শোকেতে আকুল।
লোচনের জলে ভিজে অঙ্গের দুকূল॥
যারে চাহে তারে দেখে অশ্রুপূর্ণ আঁখি।
অজ্ঞান অর্জ্জুন অভিমন্যুরে না দেখি॥
নকুল আকুল আর সহদেব শোকে।
অশ্রুধারে ভাসে ধরা বসি অধোমুখে॥
রোদন করিয়া ভীম কহিল তখন।
কেমনে কহিব অভিমন্যুর নিধন॥
অন্যায় সমর করি দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সপ্ত রথী বেড়ি পুত্রে করিল নিধন॥
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ কৈল সিন্ধুর নন্দন।
না পারিল প্রবেশিতে ব্যূহে কোন জন॥
এতেক শুনিয়া ধনঞ্জয় মহাবীর।
হইলেন অভিমন্যু-শোকেতে অস্থির॥
দ্রোণপর্ব্ব-সুধারস অপূর্ব্ব কথন।
আয়ুঃ যশ পুণ্য বাড়ে শুনে যেই জন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস রচে গান॥

অভিমন্যু-শোকে অর্জ্জুনের বিলাপ।

পার্থ মহাবীর, হইয়া অস্থির,
তনয়-নিধন শুনি।
হাহা পুত্রবর, মহা ধনুর্দ্ধর,
বীর-মধ্যে চূড়ামণি॥
তোমা বিনা মোর, ঘর হ'ল ঘোর,
কি করিব রাজ্য ধনে।
আমারে ছাড়িয়া, গেলে পলাইয়া,
দুঃখ দিয়ে মোর প্রাণে॥
পুত্র মহাবীর, কন্দর্প শরীর,
চন্দ্রমুখ পরকাশ।
কটাক্ষ লাবণ্য, সবে বলে ধন্য,
অমৃত সমান ভাষ॥
কহ নারায়ণ, স্থির নহে মন,
করিব কোন উপায়।
বিনা অভিমন্যু, না রাখিব তনু,
দহিছে আমার কায়॥
বলে ধনঞ্জয়, বিদরে হৃদয়,
বিনা পুত্র অভিমন্যু।
হেন পুত্র বিনে, রহিব কেমনে,
না রাখিব এই তনু॥

অর্জ্জুনের বাণী, শুনি চক্রপাণি,
অনেক বিলাপ কৈল।
মধুর বচনে, কহিয়া অর্জ্জুনে,
কৃষ্ণ ধরি সান্ত্বাইল ॥
ভারত-চরিত, ব্যাস বিরচিত,
শ্রবণে কলুষ নাশ।
ভারত-সঙ্গীত, শ্রবণে ললিত,
বিরচিল কাশীদাস ॥

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসের
সান্ত্বনা ও জয়দ্রথ-বধে
অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন।
অভিমন্যু বিনা আর না রহে জীবন ॥
অভিমন্যু সম নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
কন্দর্প সমান রূপ পূর্ণ সর্ব্বগুণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুনহ বচন।
স্বর্গে গেল যেই তার না করি শোচন ॥
বীরধর্ম্ম করিলেক অদ্ভুত ভুবনে।
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাগণে বিনাশিল রণে ॥
সম্মুখ সংগ্রাম করি গেল স্বর্গলোক।
বড় কার্য্য কৈল সেই পরিহর শোক ॥
অনিত্য সংসার দেখ নিত্য কিছু নয়।
স্বরূপে কহিনু এই জানিহ নিশ্চয় ॥
যতেক দেখহ পুত্র পৌত্র পরিবার।
কেহ কার নহে শুন কুন্তীর কুমার ॥
এক কথা সাবধানে করহ শ্রবণ।
বৃক্ষের উপরে দেখ থাকে পক্ষিগণ ॥
নিশাকালে থাকে সব বৃক্ষের উপর।
প্রভাতে উঠিয়া যায় দিগ্‌দিগন্তর ॥
তত্তুল্য সংসার এই দেখ ধনঞ্জয়।
কুহকের প্রায় যেন কিছু সত্য নয় ॥
এমত সান্ত্বনা পার্থে করে নারায়ণ।
হেনকালে তথা আসে ব্যাস তপোধন ॥
আসন দিলেন বসিবারে সেইক্ষণ।
উঠিয়া প্রণাম করিলেন সর্ব্বজন ॥
পার্থ বলিলেন মুনি কর অবধান।
অভিমন্যু পুত্র বিনা স্থির নহে প্রাণ ॥
ব্যাস বলিলেন ইহা শুন সর্ব্বজন।
জীবন অসার সার কেবল মরণ ॥
সৃজন করিল প্রভু এ তিন ভুবন।
পরিপূর্ণ হ'ল পাপী না হয় পতন ॥
পৃথিবী না সহে ভার টলমল করে।
এত দেখি নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে ॥
নিশ্বাস ছাড়েন প্রভু ছাড়ি হুহুঙ্কার।
নাসাপথে কন্যা এক হ'ল অবতার ॥
প্রভুর নিকটে কন্যা দাণ্ডাইয়া কয়।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
প্রভু বলিলেন তুমি মৃত্যুরূপা হও।
চতুর্দ্দশ পুরে গিয়া ভ্রমিয়া বেড়াও ॥
মৃত্যুরূপে জীবগণে বধ কাল পেয়ে।
প্রভুর আদেশে কন্যা হরষিতা হয়ে ॥
কাল প্রাপ্ত জীবগণে মৃত্যুরূপে হরে।
অনিত্য সংসার এই জানাই তোমারে।
অভিমন্যু হেতু সবে শোক কর কেনে।
কেবল প্রভুর নাম চিন্ত একমনে ॥
এত বলি ব্যাসদেব করেন গমন।
সবে মেলি করে তাঁর চরণ বন্দন ॥
তার পর বাসুদেব কমললোচন।
যুধিষ্ঠির রাজা চাহি বলেন বচন ॥
কহ শুনি অভিমন্যু-যুদ্ধ-বিবরণ।
কিরূপে কৌরব সহ করিলেক রণ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন বিবরণ।
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ ॥
ব্যূহ ভেদি যুদ্ধ করে নাহি হেন জন।
অভিমন্যু প্রতি কহিলাম সে কারণ ॥
এতেক শুনিয়া পুত্র কহিল তখন।
ব্যূহ প্রবেশিতে জানি না জানি নির্গম।
তথাপিহ পাঠাইনু না করি বিচার।
প্রবেশিল ব্যূহে শিশু করি মহামার ॥
তার পাছু যাই সবে হেন করি মনে।
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দনে ॥

জিনিতে নারিল জয়দ্রথে কোন জন।
সে কারণে মারিলেক অর্জ্জুননন্দন ॥
কুরুবল বিনাশিল অভিমন্যু রথী।
তবে তারে বেড়িলেক সপ্ত সেনাপতি ॥
এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সমরেতে বিনাশিল আমার নন্দন ॥
এত শুনি কৃষ্ণ বড় ক্রোধে হুতাশন।
এমত অন্যায় যুদ্ধ করে দুষ্ট জন ॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির ॥
মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আমি যাহা বলি তাহা শুন সর্ব্বজন ॥
জয়দ্রথ হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর ॥
কালি যদি জয়দ্রথে নাহি মারি রণে।
পিতৃ পিতামহ গতি না পায় কখনে ॥
গোবধে ব্রাহ্মণবধে যত পাপ হয়।
সে সকল মম হবে কহিনু নিশ্চয় ॥
বিনা জয়দ্রথবধে সূর্য্য অস্ত হয়।
করিব শরীর ত্যাগ জানিহ নিশ্চয় ॥
জয়দ্রথে না মারিয়া না আসিব ঘর।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সভার ভিতর ॥
এত শুনি যোদ্ধাগণ হরিষ অন্তর।
মহানাদে গর্জ্জি উঠে বীর বৃকোদর ॥
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ।
দেবদত্ত শঙ্খ পার্থ পূরিল তখন ॥
নিজ নিজ শঙ্খশব্দ করে সর্ব্বজনে।
ত্রৈলোক্য কম্পিত হ'ল শঙ্খের নিঃস্বনে ॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
সুমধুর রাণা বাজে তরঙ্গের রোল ॥
কোটি কোটি ডম্ফ বাজে মৃদঙ্গ বিশাল।
ভেঁউরি ঝাঁঝরি বাজে মুহুরী কাহাল ॥
নানা জাতি বাদ্য বাজে কত লব নাম।
সুমধুর বীণা বাজে অতি অনুপম ॥
মহাকোলাহল শব্দে হইল গর্জ্জন।
শুনিয়া হইল ত্রস্ত কুরুসেনাগণ ॥

দূতমুখে শুনি তবে সিন্ধুর নন্দন।
শরীরে হইল কম্প নহে নিবারণ ॥
শীঘ্রগতি গিয়া কহে যথা দুর্য্যোধন।
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ আমার কারণ ॥
কালি রণে মোরে পার্থ করিবেক ক্ষয়।
প্রতিজ্ঞা করিল এই শুন মহাশয় ॥
যদি পার্থ কালি মোরে বধিবারে নারে।
আপনি মরিবে সেই পুড়ি বৈশ্বানরে ॥
এমত প্রতিজ্ঞা পার্থ করে পুনঃপুন।
কালি সত্য যুদ্ধে মোরে মারিবে অর্জ্জুন ॥
ইহার উপায় কিছু না দেখি যে আমি।
নিজ দেশে যাই আমি আজ্ঞা কর তুমি।
এত শুনি হরষিত হ'ল দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথে বলে শুন আমার বচন ॥
কি শক্তি অর্জ্জুন তোমা করিবে সংহার।
তোমারে রাখিবে যোদ্ধা যতেক আমার।
এত বলি দুর্য্যোধন জয়দ্রথে লয়ে।
যথা দ্রোণ গুরু গৃহে উত্তরিল গিয়ে ॥
প্রণাম করিয়া তবে বলে দুর্য্যোধন।
অবধান কর গুরু মম নিবেদন ॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ কুন্তীর নন্দন।
কালি যুদ্ধে জয়দ্রথে করিবে নিধন ॥
জয়দ্রথবধ বিনা সূর্য্য অস্ত হয়।
অগ্নিতে শরীর ত্যাগ করিবে নিশ্চয় ॥
এত শুনি জয়দ্রথ মহাভয় পেয়ে।
আমারে কহিল আমি যাইব পলায়ে ॥
সাক্ষাতে দেখহ ভয়ে কাঁপিছে শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে সে হয়ত সুস্থির ॥
কালি যদি ধনঞ্জয় মারিতে না পারে।
অবশ্য মরিবে পার্থ কহি যে তোমারে ॥
এত শুনি দ্রোণ জয়দ্রথে আশ্বাসিল।
নাহিক তোমার ভয় বলিতে লাগিল ॥
কর্ণ আদি করি যত মহাযোদ্ধাগণ।
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন ॥
কালি আমি এক ব্যূহ করিব রচন।
যাহা লঙ্ঘিবারে নাহি পারে দেবগণ ॥

তোমারে রাখিব ব্যূহ-মধ্যে লুকাইয়া।
দুর্য্যোধন আদি সবে থাকিব বেড়িয়া॥
কর্ণ বলে জয়দ্রথ না করিহ ভয়।
অবশ্য মরিবে কালি বীর ধনঞ্জয়॥
হেন বুঝি অনুকূল হইলেক ধাতা।
অর্জ্জুন কহিল সেকারণে হেন কথা॥
কালি যদি ধনঞ্জয় মরিবে নিশ্চয়।
জানিহ স্বরূপ তবে হইবে বিজয়॥
এত শুনি জয়দ্রথ ত্যজিলেক ভয়।
অবশ্য হইবে কালি অর্জ্জুনের ক্ষয়॥
হরষিত দুর্য্যোধন জয়দ্রথে লয়ে।
আপনার গৃহে গেল আনন্দিত হয়ে॥
কৃপাচার্য্য বলে তবে দ্রোণাচার্য্য প্রতি।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি॥
নিশ্চয় জানিল এই রাজা দুর্য্যোধন।
অবশ্য হইবে কালি পার্থের নিধন॥
ত্রিদশের নাথ কৃষ্ণ যাঁহার সহায়।
হেন জন নাহি পায় কদাচ অপায়॥
অবশ্য হইবে জয়দ্রথের নিধন।
কহিলাম জান মম স্বরূপ বচন॥
এত শুনি দ্রোণ কন হরষিতমন।
যতেক কহিলে তুমি বেদের বচন॥
দ্রোণপর্ব্ব-সুধারস অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্য জন॥

জয়দ্রথ-বধের বৃত্তান্ত।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
জয়দ্রথবধ-কথা অপূর্ব্ব কথন॥
অর্দ্ধগত নিশা নিদ্রাগত বীরগণ।
অতি চিন্তান্বিত কৃষ্ণ অর্জ্জুন কারণ॥
অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
না বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে ক্রোধমন॥
জয়দ্রথ হেতু সবে করি প্রাণপণ।
করিবে দারুণ যুদ্ধ না হয় খণ্ডন॥
জয়দ্রথ বীরে তবে মারিবে কেমনে।
এই সে ভাবনা মোর হয় অনুক্ষণে॥

অর্জ্জুন বলেন প্রভু কর অবগতি।
কারে ভয় তুমি যার থাকিবে সংহতি॥
উৎপত্তি প্রলয় যাঁর কটাক্ষেতে হয়।
হেন জন সহায়েতে কিবা আছে ভয়॥
অর্জ্জুন-বিনয় শুনি দেব জগন্নাথ।
উঠিলেন কৃষ্ণ ধরি অর্জ্জুনের হাত॥
কপিধ্বজ রথে দোঁহে করি আরোহণ।
সঙ্গোপনে যান যথা হরের ভবন॥
পার্ব্বতীর সনে একাসনে ভূতনাথ।
দেখি কৃষ্ণার্জ্জুন করিলেন প্রণিপাত॥
করযোড়ে শ্রীনাথ কহেন স্তুতি বাণী।
তুমি দেব লোকনাথ তুমি শূলপাণি॥
সমুদ্রমথনে ঘোর উঠিল গরল।
সে সর্ব্ব সংসার দহে হইয়া অনল॥
সৃষ্টিনাশ দেখি দেবগণ স্তুতি করে।
সদয় হইয়া দেবদেব দয়া ভরে॥
গণ্ডূষে করিয়া পান রাখিলে জগৎ।
ঘুষিতে রহিল যশঃ জগতে মহৎ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি আদ্য মূল।
নিবেদন করি নাথ হও অনুকূল॥
গোবিন্দের স্তুতি শুনি দেব গঙ্গাধর।
ঈষদ্ হাসিয়া করিলেন এ উত্তর॥
আমার বিধাতা তুমি বিশ্বের পালক।
যে না জানে সেই বলে নন্দের বালক॥
ভূভার নাশিতে ভূমে অবতার হয়ে।
করিছ বিহার কত ধনঞ্জয়ে লয়ে॥
যে হয় তোমার আজ্ঞা করিব পালন।
করহ আদেশ এবে দেব নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন দেব কর অবধান।
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ নহে সমাধান॥
অন্যায় সমর করি অভিমন্যু বীরে।
বেড়িয়া কৌরবগণে মারিল তাহারে॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ বিপক্ষ নাশিতে।
না পারিলে নিজ দেহ ত্যজিবে অগ্নিতে।
এই হেতু নিবেদি যে শুন গঙ্গাধর।
জয়দ্রথে জিনি পার্থ জিনিবে সমর॥

হর বলিলেন হরি শুন অবধানে।
অর্জ্জুন বিজয়ী হবে জিনি শত্রুগণে ॥
অর্জ্জুনের সহায় হইব আমি রণে।
রণে গিয়া নিধন করিব কুরুগণে ॥
অনন্তরে প্রণমিয়া দেবীর চরণে।
কৃষ্ণার্জ্জুন স্তুতি করে বিবিধ বিধানে ॥
শঙ্করী বলেন শুন কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
মম বরে কর গিয়া সব শত্রু ক্ষয় ॥
পাইয়া হরের বর কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
ধনলাভে দরিদ্র যেমন হৃষ্ট হয় ॥
সেই মত মহানন্দে প্রফুল্ল অন্তরে।
প্রণাম করিয়া দোঁহে শঙ্করী শঙ্করে ॥
বিদায় হইয়া গিয়া আপন শিবিরে।
করিল শয়ন সকলের অগোচরে ॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নান দান।
সসজ্জ হইয়া যুদ্ধে করেন প্রয়াণ ॥
তবে দ্রোণ মহাবীর সর্ব্বসৈন্য লয়ে।
করিল অদ্ভুত ব্যূহ রণস্থলে গিয়ে ॥
বার ক্রোশ ব্যাপি রাখে বহু সেনাগণ।
তার মধ্যে জয়দ্রথ রাজা দুর্য্যোধন ॥
এ রূপ করিয়া সবে রহিলেক রণে।
বেড়িয়া রহিল সবে সিন্ধুর নন্দনে ॥
হোথা সর্ব্বসৈন্য লয়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
গোবিন্দেরে আগে করি হলেন বাহির ॥
যাঁর নাম স্মরণেতে সর্ব্ব বিঘ্ন নাশে।
সে প্রভু সারথি যার তার ভয় কিসে ॥
তবে ধনঞ্জয় ডাকিলেন যোদ্ধাগণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আর ভীমসেনে ॥
যুধিষ্ঠিরে সবা প্রতি করি সমর্পণ।
কহেন তোমরা সবে কর গিয়া রণ ॥
জয়দ্রথ-বধ হেতু আমি যাই রণে।
যথায় পাইব আজি সিন্ধুর নন্দনে ॥
ভীম বলে তুমি যাহ জয়দ্রথ যথা।
যুধিষ্ঠির হেতু কিছু নাহি মনোব্যথা ॥
শুনি কৃষ্ণ বলিলেন শুন ধনঞ্জয়।
এতেক প্রতিজ্ঞা তব উচিত না হয় ॥

যদি জয়দ্রথ আজি নাহি হয় বধ।
তবে কি করিবে মোরে কহ তার পথ ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রভু তোমার প্রসাদে।
আজি জয়দ্রথে আমি মারিব নির্ব্বাদে ॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
যত কিছু করি আমি তোমারি কারণ ॥
বহু সঙ্কটেতে তুমি করিলে তারণ।
যত বল বুদ্ধি মম তুমি নারায়ণ ॥
শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ হরিষ অন্তর।
বড় বিচক্ষণ তুমি মহাধনুর্দ্ধর ॥
অচিরে হইবে তব প্রতিজ্ঞা পূরণ।
আজি সে হইবে সর্ব্ব শত্রুর নিধন ॥
এত বলি নারায়ণ ছাড়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবগণ গণিল প্রমাদ ॥
তবে কৃষ্ণ দারুকেরে কহেন তখন।
মম রথখানি আন করিয়া সাজন ॥
শার্ঙ্গ ধনুরাদি সব তুলহ তাহাতে।
জয়দ্রথ হেতু রণ করিব নিশ্চিতে ॥
কদাচিৎ ধনঞ্জয় ন্যূন যদি হয়।
একাকী করিব আজি কৌরবের ক্ষয় ॥
যেক্ষণে হইবে শঙ্খ-নিনাদ আমার।
শব্দ শুনি রথ লয়ে হবে আগুসার ॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
বায়ুবেগে চালাইয়া দেন অশ্বগণ ॥
ব্যূহমুখে দ্রোণাচার্য্য আছেন আপনে।
তাঁহার পশ্চাতে যত কুরুসেনাগণে ॥
হেনকালে দ্রোণাচার্য্য ব্যূহের দ্বারেতে।
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে ॥
দ্রোণে দেখি ধনঞ্জয় করি নমস্কার।
করযোড়ে কহিতেছে কুন্তীর কুমার ॥
কি হেতু যুদ্ধের সজ্জা দেখি মহাশয়।
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার তনয় ॥
জয়দ্রথ-বধ হেতু প্রতিজ্ঞা আমার।
তোমারে জানাই যাই কারণ তাহার ॥
দ্রোণ কহে এই কথা না হয় উচিত।
কুরুসৈন্যগণ দেখ আমার রক্ষিত ॥

আমার অগ্রেতে তারে করিবে ঘাতন।
কেমনে দেখিব আমি শুনহ অর্জ্জুন॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহেন পার্থেরে।
উপরোধ কেন তুমি করহ দ্রোণেরে॥
সপ্তরথী বেড়ি মারে একাকী বালকে।
অতি শিশু অভিমন্যু রণে মারে তাকে॥
কোন উপরোধ গুরু করিল তোমারে।
তুমি কেন উপরোধ করহ উহারে॥
সন্ধান পূরিয়া মার তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।
যেই মতে দ্রোণাচার্য্য হয় অচেতন॥
এতেক শুনিয়া পার্থ অতিক্রুদ্ধমন।
দ্রোণে চাহি লাগিলেন বলিতে তখন॥
বিলম্বে নাহিক তবে আর প্রয়োজন।
উপায় করহ যাহে বাঁচে কুরুগণ॥
আজি যুদ্ধে কৌরবেরে করিব সংহার।
দেখিব কেমনে সবে করহ উদ্ধার॥
এতেক শুনিয়া গুরু অতিক্রুদ্ধমন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
দশ বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন পার্থ আচার্য্যের বাণ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি দ্রোণ ক্রোধে কম্পমান।
গগন ছাইয়া বীর বরিষয়ে বাণ॥
শীঘ্র হস্তে ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন যত আচার্য্যের বাণ॥
দ্রোণ-ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
সব যোদ্ধাগণ দেখে থাকিয়া অন্তর॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ধনঞ্জয় প্রতি।
আমি যাহা কহি তাহা কর অবগতি॥
জয়দ্রথ বধহেতু আছে বড় ভার।
দ্রোণ সহ যুদ্ধ কর না বুঝি বিচার॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কহেন কৃষ্ণেরে।
কিমতে যাইব দ্রোণ পথ রুদ্ধ করে॥
কৃষ্ণ বলিলেন শুন আমার বচন।
দ্রোণের দক্ষিণ দিকে আছে সেনাগণ॥
এই সেনাগণে বাণে কাটি পাড় তুমি।
সেইখান দিয়া রথ চালাইব আমি॥

এত শুনি ধনঞ্জয় পূরেন সন্ধান।
নিমেষে করেন বহু সৈন্য খান খান॥
তবে কৃষ্ণ সেই পথে রথ চালাইল।
দ্রোণেরে পশ্চাৎ করি সৈন্যে প্রবেশিল॥
দ্রোণ বলে ধনঞ্জয় এ কোন বিচার।
পলাইয়া যাও তুমি অগ্রেতে আমার॥
অর্জ্জুন বলেন গুরু করি নমস্কার।
তোমারে জিনিবে হেন শক্তি আছে কার॥
জয়দ্রথ-বধ-হেতু যাইব এখন।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য হাসিতে লাগিল।
এক ভিতে রথ রাখি পথ ছাড়ি দিল॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অতিশয় ক্রোধে।
যারে পায় তারে মারে নাহি উপরোধে॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ।
রথ অশ্ব পদাতিক করে খান খান॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নাহি রয়।
মহাক্রোধে আগে হ'ল দ্রোণের তনয়॥
ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা দোঁহে মহারণ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত সেনাগণ॥
মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
তবে ক্রোধে মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন।
দ্রৌণির হাতের ধনু কাটেন তখন॥
আর ধনু লয়ে বীর দ্রোণের তনয়।
বাণবৃষ্টি করে বীর নির্ভয়-হৃদয়॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন ভূতলে॥
এড়েন যুগল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা হ'ল অচেতন॥
সেইক্ষণে সারথি আসিল এক আর।
অচেতন রথে বীর দ্রোণের কুমার॥
কতক্ষণে অশ্বত্থামা পাইয়া চেতন।
ধনু ধরি পুনরপি করে মহারণ॥
মহাপরাক্রম দোঁহে সমান সমর।
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি অবসর॥

তবে ধনঞ্জয় ক্রোধে হইয়া অস্থির।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রৌণির শরীর॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
অচেতন হয়ে বীর রথেতে পড়িল॥
রথেতে পড়িল বীর হয়ে অচেতন।
হাহাকার করি ধায় যত যোদ্ধাগণ॥
হেনকালে আগে হ'ল মিহির-নন্দন।
ধনুক ধরিয়া আসে করিবারে রণ॥
তর্জ্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনেরে আঁটি।
লেগেছে তোমারে মৃত্যু তেঁই ছটফটি॥
দ্রোণ সেনাপতি বলে মোর বধ্য নহে।
সেকারণে ভালে ভালে দিন কত রহে॥
নিশ্চয় আমার হাতে তোমার মরণ।
কহিলাম সত্য এই বিধির ঘটন॥
অর্জ্জুন বলেন হাসি হতজ্ঞান তুমি।
পশু জ্ঞান করি তোমা বিনাশিব আমি॥
কুপিয়া বলিছে কর্ণ বুঝিব এখন।
কেমনে সারিয়া আজি যাহ মোর রণ॥
এত বলি সূর্য্যসুত সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র সহস্র নাগ পার্থে গিয়া বেড়ে॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল সর্প করিল ভক্ষণ॥
সর্পেরে গিলিয়া কর্ণে গিলিবারে আসে।
অগ্নি বাণ কর্ণ তবে এড়িল তরাসে॥
অগ্নিতে পক্ষীর পাখা পুড়িল সকল।
হইল প্রলয় অগ্নি সেই রণস্থল॥
এড়েন বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
জলেতে নিবৃত্ত হ'ল যত হুতাশন॥
হইল প্রলয় নীর সেই রণস্থলে।
হয় হস্তী পদাতিক ভাসি বুলে জলে॥
শোষক নামেতে বাণ কর্ণ এড়ে রোষে।
শুষিল সকল নীর চক্ষুর নিমেষে॥
কর্ণ-ধনঞ্জয়-যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর॥
তবে পার্থ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
একবারে মারিলেন দশ গোটা বাণ॥

কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
রণে ভঙ্গ দিয়া গেল কর্ণ যোদ্ধাপতি॥
তবে ধনঞ্জয় বীর মহাক্রোধমনে।
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাগণে বিনাশিল রণে॥
হেনমতে ছয় ক্রোশ পথ চলি গেল।
গগনমণ্ডলে বেলা দু-প্রহর হ'ল॥
হেনকালে কৃষ্ণ কন শুন ধনঞ্জয়।
শ্রমযুক্ত হ'ল চারি রথের যে হয়॥
বাণে বিদ্ধ হ'ল বড় চলিতে না পারে।
কিমতে যাইব তবে সংগ্রাম ভিতরে॥
দিবা হ'ল বহু তৃণ জল নাহি পায়।
হের দেখ ঘন ঘন মম মুখ চায়॥
সমর করহ যদি নামি ভূমিতল।
তবে আমি খাওয়াই অশ্বে তৃণ জল॥
এত শুনি কৃষ্ণ প্রতি কহে গুড়াকেশ।
কেন অসম্ভব কথা কহ হৃষীকেশ॥
সংগ্রামের স্থল ইথে নাহি জলাশয়।
তৃণশূন্য এই স্থল ধূলা উড়ে বায়॥
গোবিন্দ বলেন ক্ষণ রহ হেথা তুমি।
যথা পাই আনি জল খাওয়াইব আমি॥
অর্জ্জুন বলেন বড় হইল বিস্ময়।
যে কহিলে নারায়ণ শুনি ভয় হয়॥
ছল করি ছাড়িবারে চাহিতেছ হরি।
সিন্ধুমাঝে ডুবাইয়া আমারে[illegible]হারি॥
বুঝিলাম অপরাধ হ[illegible] পায়।
তুমি যদি ছাড় তবে নাহিক উপায়॥
তুমি বল তুমি বুদ্ধি পাণ্ডবের প্রাণ।
যার অনুগ্রহে সঙ্কটেতে পাই ত্রাণ॥
হৃদয় নির্দ্দয় এবে বুঝি মোরে দেখি।
অনাথের নাথ হয়ে কেন কর দুঃখী॥
আমার প্রতিজ্ঞা যত সে হইল মিছা।
এ ছার জীবনে তবে আর কিবা ইচ্ছা॥
কেমনে সমরসিন্ধু তরিবারে পারি।
তরণী ফেলিয়া হরি চলিলে কাণ্ডারী॥

কমলনয়ন কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
করহ আক্ষেপ সখা কিসের লাগিয়া ॥
পঞ্চ ভাই তোমরা পাণ্ডব যাজ্ঞসেনী।
রেখেছ ভক্তিতে পার্থ মোরে সদা কিনি ॥
পলাতে পারি কি যে পলাইতে চাই।
হৃদয় নিগড়ে বন্দী এড়াইতে নাই ॥
কে জানে কহি যে সত্য তোমা ছয় জনে।
নাহি পারি একদণ্ড পাসরিতে মনে ॥
ভূমিতলে নামি যদি করহ সংগ্রাম।
তবেত অশ্বেরে আমি করাই বিশ্রাম ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় নামিয়া ভূমিতে।
সংগ্রাম করেন বীর ধনুঃশর হাতে ॥
তবে কৃষ্ণ রথ হতে ভূমিতলে উলি।
ক্রমে ক্রমে ঘুচালেন যত কড়িয়ালি ॥
তৃষিত হইল অশ্ব ক্ষত গাত্র বাণে।
জানি নারায়ণ তবে বলেন অর্জ্জুনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ দেখ অশ্বগণে।
তৃষ্ণার কারণে চাহে মম মুখ পানে ॥
বিনা জলপানে অশ্ব না পারে চলিতে।
তাহার বিধান আমি করি যে ত্বরিতে ॥
তবেত করিহ যুদ্ধ কুরুসৈন্য সনে।
হউক ক্ষণেক যুদ্ধ মল্ল মল্লগণে ॥
এতেক কহিলে কৃষ্ণ কমললোচন।
এক সরোবর হ'ল অপূর্ব্ব রচন ॥
নানা জাতি পক্ষিগণ ক্রীড়া করে তাহে।
নানাপুষ্প ফোটে তার গন্ধে মন মোহে ॥
হংসগণ ক্রীড়া করে হংসীর সহিত।
সারস সারসী ক্রীড়া করে আনন্দিত ॥
পদ্মের সৌরভে গন্ধ চতুর্দ্দিকে যায়।
লাখে লাখে মত্ত অলি মধুলোভে ধায় ॥
অমৃত সমান হ'ল সরোবর-নীর।
তাহাতে নামেন অশ্ব লয়ে যদুবীর ॥
জলেতে ধোয়ান কৃষ্ণ অশ্বের শোণিত।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হইল বিস্মিত ॥
অর্জ্জুনেরে ভূমে দেখি যত যোদ্ধাগণ।
সন্ধান পূরিয়া করে অস্ত্র বরিষণ ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন তবে পূরেন সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দিব্য বাণ ॥
শূন্যেতে দোঁহার বাণ একত্র হইল।
গ্রহের সদৃশ হয়ে শূন্যেতে রহিল ॥
আনন্দে গোবিন্দ তবে লয়ে অশ্বগণে।
জলপান করালেন হরষিতমনে ॥
জলপানে অশ্বগণ হ'ল বলবান।
পূর্ব্বের সদৃশ হ'ল করি জলপান ॥
তবে কৃষ্ণ অশ্বগণে লইয়া সংহতি।
রথেতে উঠেন গিয়া অতি শীঘ্রগতি ॥
অশ্বগণে রথে যুড়ি বলেন অর্জ্জুনে।
বলবান হ'ল অশ্ব দেখ জলপানে ॥
অতঃপর রথে আসি চড় মহামতি।
রথ চালাইয়া আমি দিব শীঘ্রগতি ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় ধনুঃশর হাতে।
এক লাফ দিয়া বীর উঠিলেন রথে ॥
কৃতাঞ্জলি ধনঞ্জয় বলে সবিনয়।
এক নিবেদন করি শুন মহাশয় ॥
তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে না পারি।
আপন বৃত্তান্ত মোরে কহ কৃপা করি ॥
নিরবধি অপরাধ করি তব স্থান।
চিনিতে না পারি আমি বড়ই অজ্ঞান ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ না কর বিস্ময়।
মম পরিচয় তোমা দিব ধনঞ্জয় ॥
এত বলি দেন কৃষ্ণ চালাইয়া হয়।
সমর করেন ধনু ধরি ধনঞ্জয় ॥
দ্রোণপর্ব্ব-সুধারস জয়দ্রথবধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

ব্যূহ প্রবেশ পূর্ব্বক কৌরবদিগের সহিত
সাত্যকির নানা যুদ্ধ।

মুনি বলে শুন শুন রাজা জন্মেজয়।
করেন দারুণ যুদ্ধ বীর ধনঞ্জয় ॥
হোথায় ধর্ম্মের পুত্র না দেখি অর্জ্জুনে।
কৃষ্ণেরে না দেখি দুঃখ ভাবিলেন মনে।
বহু দূর গেল রথধ্বজ নাহি দেখি।
চিন্তাকুল হয়ে রাজা ডাকেন সাত্যকি ॥

ডাক শুনি সাত্যকি আসিল সেইক্ষণ।
সাত্যকিরে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
একেশ্বর গেল পার্থ কৌরব ভিতর।
না জানি কিরূপ তথা করয়ে সমর ॥
রথধ্বজ নাহি দেখি কিসের কারণ।
এ সকল ভাবি মোর স্থির নহে মন ॥
শীঘ্রগতি রথে চড়ি করহ গমন।
ডাকিলাম তোমারে যে এই সে কারণ ॥
সাত্যকি বলিল রাজা করি নিবেদন।
তোমার রক্ষার্থ আমি নিযুক্ত এখন ॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি যাইব কিমতে।
এই নিবেদন মম তোমার অগ্রেতে ॥
শুনি যুধিষ্ঠির বলিলেন আরবার।
মম অর্থে চিন্তা কিছু নাহিক তোমার ॥
অর্জ্জুনের তত্ত্ব জানি আইস সত্বর।
তবে সে সুস্থির হবে আমার অন্তর ॥
এত শুনি সাত্যকি কহিল ভীমসেনে।
সাবধান হয়ে তুমি থাকিবে আপনে ॥
অর্জ্জুনের তত্ত্ব নিতে কহেন রাজন।
অতএব তথা আমি করিব গমন ॥
যুধিষ্ঠিরে তব স্থানে করি সমর্পণ।
রাজার নিকটে রহ যত যোদ্ধাগণ ॥
সাবধান হয়ে তুমি থাকিবে হেথাই।
পুনরপি আসি যেন যুধিষ্ঠিরে পাই ॥
ভীম বলে তুমি যাহ অর্জ্জুনের তথা।
যুধিষ্ঠির হেতু তব নাহি কোন ব্যথা ॥
সহদেব নকুলাদি যত যোদ্ধাগণে।
রাজারে রাখিবে সবে অতি সাবধানে ॥
সাত্যকি তোমার মত নাহি কোন জন।
কি দিয়া শুধিব গুণ তোমার এখন ॥
এত শুনি সাত্যকি উঠিল রথোপরে।
একা রথে যায় বীর নির্ভয় অন্তরে ॥
নিমেষেকে প্রবেশিল বূহের ভিতর।
অর্জ্জুনের শিষ্য বীর মহাধনুর্দ্ধর ॥
সাত্যকিরে দেখি যত কৌরবেয়গণ।
ঝটিতি আসিল সবে করিবারে রণ ॥

নানা অস্ত্রে রথিগণ ছাইল গগন।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন মেঘ বরিষণ ॥
পরিঘ মুষল শেল শূল জাঠা জাঠি।
ভুষণ্ডী পরশু নানা অস্ত্র কোটি কোটি ॥
দেখিয়া সাত্যকি বীর সন্ধান পূরিল।
সবাকার অস্ত্র কাটি নিরস্ত্র করিল ॥
তবে ক্রোধে দুঃশাসন পূরিল সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধে দশগোটা বাণ ॥
সাত্যকি কাটিল সেহ বাণ সেইক্ষণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর শিনির নন্দন ॥
দশ গোটা বাণ তবে পূরিল সন্ধান।
দুঃশাসন-ধনু কাটি করে খান খান ॥
আর ধনু ধরি বীর ধৃতরাষ্ট্রসুত।
সাত্যকি উপরে বাণ মারেন অযুত ॥
কাটিল সকল বাণ শিনির তনয়।
সন্ধান পূরিয়া বীর করে অস্ত্রময় ॥
দশ বাণ মারে বীর ধৃতরাষ্ট্রসুতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া দুঃশাসন পড়ে রথে ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া বীরে সারথি সত্বর।
অমনি পলায় রথ লয়ে অতঃপর ॥
সাত্যকি দেখিল পলাইল দুঃশাসন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
ভাদ্রপদ মাসে যেন পাকাতাল পড়ে।
সেইমত সৈন্যমুণ্ড কাটি কাটি পাড়ে ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় পৃথিবী ছাইল।
সাত্যকির বাণে সব উচ্ছিন্ন হইল ॥
সাত্যকি মথিল কুরুবল একেশ্বর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর ॥
আকাশে অমরবৃন্দ পুষ্পবৃষ্টি করে।
ধন্য ধন্য করি তবে বলে সাত্যকিরে ॥
এতেক দেখিয়া তবে সুবলনন্দন।
হাতে ধনু করি আসে করিবারে রণ ॥
শকুনিরে দেখিয়া সাত্যকি ধনুর্দ্ধর।
সন্ধান পূরিয়া মারে চোখ চোখ শর ॥
এড়িল বিংশতি অস্ত্র শকুনি উপর।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা সুবল-কোঙর ॥

বাণ ব্যর্থ দেখি বীর কোপে কাঁপে তনু।
পুনরপি বাণ এড়ে টঙ্কারিয়া ধনু ॥
দশ বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
দুই বাণে ধ্বজ কাটি করে খান খান ॥
চারি বাণে চারি অশ্ব কাটে বীরবর।
দুই বাণে সারথিরে নিল যমঘর ॥
আর দুই বাণে কাটে শকুনির ধনু।
দশ বাণ এড়ি বীর বিন্ধিলেক তনু ॥
শকুনি-সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধাগণ।
হাহাকার করি তবে ধায় সেইক্ষণ ॥
দুঃশাসন-রথে চড়ি সুবলনন্দন।
রথ ছাড়ি শীঘ্রগতি করিল গমন ॥
অবহেলে সাত্যকি করয়ে শরবৃষ্টি।
বিপক্ষে জানিল আজি মজিলেক সৃষ্টি ॥
সাত্যকির যুদ্ধ দেখি যত সৈন্যগণ।
ভয়ে পলাইয়া গেল লইয়া জীবন ॥
সাত্যকির সারথি সে অতি বিচক্ষণ।
চালাইয়া দিল রথ পবন-গমন ॥
পঞ্চ ক্রোশ মহাবীর গেল মুহূর্ত্তেকে।
অর্জ্জুনের রথধ্বজ তথা হতে দেখে ॥
রথধ্বজ দেখি বীর আনন্দিতমন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
সাত্যকিরে দেখি কৃষ্ণ বলেন অর্জ্জুনে।
আসিল সাত্যকি বীর অই দেখ রণে ॥
সাত্যকি দেখিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
তার যুদ্ধ দেখি তবে সানন্দ হৃদয় ॥
সাত্যকিরে দেখি ভুরিশ্রবা নরপতি।
রথে চড়ি ধনু ধরি আসিল ঝটিতি ॥
সাত্যকিরে দেখি বলে সোমদত্তসুত।
আমি আসিলাম তোর হয়ে যমদূত ॥
বহুদিনে পাইলাম তোর দরশন।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
এত বড় গর্ব্ব তোর হইল এখন।
একা রথে আসিয়াছ করিবারে রণ ॥
শুনিয়া সাত্যকি তবে করিল উত্তর।
কি কারণে এত গর্ব্ব করিস বর্ব্বর ॥
মরণ নিকট প্রায় বুঝিনু লক্ষণে।
এমন বচন তোর তাহার কারণে ॥
অবশ্য তোমারে আমি করিব সংহার।
এক বাণে দেখাইব যমের দুয়ার ॥
এতেক শুনিয়া ভুরিশ্রবা নরপতি।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে শীঘ্রগতি ॥
মহাক্রোধে ভুরিশ্রবা এড়ে দশ বাণ।
বাণে কাটি সাত্যকি করিল খান খান ॥
হেনমতে বাণবৃষ্টি করিল বিস্তর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
ভুরিশ্রবা সাত্যকিতে হ'ল ঘোর রণ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে সব যোদ্ধাগণ ॥
তবে ভুরিশ্রবা সাত্যকির প্রতি বলে।
তুমি আমি এস যুদ্ধ করি ভূমিতলে ॥
এত বলি ভুরিশ্রবা অসি চর্ম্ম লয়ে।
রথ হতে ভূমে পড়ে এক লাফ দিয়ে ॥
হেরিয়া সাত্যকি তবে ত্যজে ধনুঃশর।
অসি চর্ম্ম লয়ে বীর নামিল সত্বর ॥
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে ফিরে চারিভিতে
সাত্যকির চর্ম্ম বীর কাটে আচম্বিতে ॥
সুধু খড়্গ লয়ে বীর করয়ে সংগ্রাম।
ন্যায় যুদ্ধ করে বীর অতি অনুপম ॥
সাত্যকি হইল তবে ক্রোধে কম্পমান।
ভুরিশ্রবা চর্ম্ম-কাটি করে খান খান ॥
খড়্গ হস্তে দুই বীর করয়ে সমর।
খড়্গের প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
জড়াজড়ি করি দোঁহে পড়ে ভূমিতলে।
সাত্যকিরে ধরে ভুরিশ্রবা মহাবলে ॥
বুকের উপরে উঠে ধরিয়া চিকুরে।
দেখিয়া সাত্যকি বীর বায়ুবেগে ঘুরে ॥
হাতে খড়্গ করি তবে সোমদত্তসুত।
সাত্যকিরে কাটিবারে হইল উদ্যত ॥
কুমারের চাক যেন ঘুরয়ে সাত্যকি।
অদ্ভুত ঘটনা সবে দেখে দূরে থাকি ॥
এতেক দেখিয়া তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
ডাকিয়া বলেন হের ওহে ধনঞ্জয় ॥

ভূরিশ্রবা ধরিয়াছে সাত্যকির চুলে।
সাত্যকি ঘুরিছে মহাবেগে ভূমিতলে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হইলেন ব্যস্ত।
বাণে কাটি পাড়িলেন ভূরিশ্রবাহস্ত॥
এত শুনি রাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল।
কহ মুনিবর এত অদ্ভুত হইল॥
অশ্বত্থামা আদি করি যত যোদ্ধাগণে।
একাকী সাত্যকি বীর জিনে সর্ব্বজনে॥
সাত্যকিরে ভূরিশ্রবা করে পরাজয়।
আশ্চর্য্য শুনিয়া মম হইল বিস্ময়॥
দ্রোণপর্ব্বে সুধারস জয়দ্রথবধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

ভূরিশ্রবা কর্ত্তৃক সাত্যকির পরাজয়
বৃত্তান্ত বর্ণন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সাত্যকি হইল যেই মতে পরাজয়॥
এক দিন বসুদেব পিতৃশ্রাদ্ধকালে।
নিমন্ত্রণ করি যত কুটুম্ব আনিলে॥
সোমদত্ত বাহ্লীক যে পাঞ্চাল রাজন।
শাল্ব শিশুপাল আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ॥
আসিল অনেক রাজা না হয় বাখান।
সবাকারে বসুদেব করে অভ্যুত্থান॥
বিচিত্র আসনে পরে বসে সর্ব্বজন।
তার মধ্যে সোমদত্ত করিল গমন॥
সভার মধ্যেতে যদি সোমদত্ত গেল।
সোমদত্তে দেখি শিনি ক্রোধেতে জ্বলিল॥
বসুদেবখুড়া শিনি সাত্যকির বাপ।
সোমদত্তে দেখি শিনি পাইলেক তাপ॥
ডাকিয়া বলিল শিনি শুন সোমদত্ত।
সভা মধ্যে বৈস তুমি এ কোন মহত্ত্ব॥
আমা সবে না মানিস কোন অহঙ্কারে।
পৃথিবীর মধ্যে কেবা না জানে তোমারে॥
মর্য্যাদা থাকিতে শীঘ্র যাহ পলাইয়া।
আপন সদৃশ যোগ্য স্থানে বৈস গিয়া॥
এত শুনি সোমদত্ত ক্রোধেতে জ্বলিল।
অগ্নির উপরে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥
সোমদত্ত বলে শিনি না করিস গর্ব্ব।
তোমার মহত্ত্ব যত জানি আমি সর্ব্ব॥
এতেক উত্তর মোরে করিল বর্ব্বর।
কোন অর্থে ন্যূন আমি পৃথিবী ভিতর।
তোমা হতে ন্যূন কেবা আছয়ে ধরণী।
মোর অগোচর নহে সব আমি জানি॥
এতেক শুনিয়া শিনি মহাকোপমন।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে শুনে সর্ব্বজন॥
এত অহঙ্কার তোর ওরে কুলাঙ্গার।
পরে নিন্দ ছিদ্র নাহি জান আপনার॥
ইহার উচিত ফল দিব আজি তোরে।
এত বলি মহাক্রোধে উঠিল সত্বরে॥
শিনি দেখি সোমদত্ত উঠি সেইক্ষণ।
হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ করে দুই জন॥
তবে শিনি মহাক্রোধে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া উঠিল হাস্য যত সভাস্থলে॥
কেশে ধরি চড় মারে বজ্রের সমান।
এক চড়ে দন্তগুলা করে খান খান॥
তবে সবে উঠি দোঁহা বারণ করিল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশে নাহি গেল॥
সভামধ্যে সোমদত্ত পেয়ে অপমান।
তপস্যা করিতে বনে করিল প্রয়াণ॥
দ্বাদশ বৎসর তপ করে অনাহারে।
একচিত্তে সোমদত্ত সেবিল শঙ্করে॥
তপস্যাতে বশ হইলেন মহেশ্বর।
বৃষেতে চাপিয়া আসে বনের ভিতর॥
হর বলিলেন বর মাগহ রাজন।
এত বলি সোমদত্তে ডাকে পঞ্চানন॥
ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিলেক হর।
বিভূতিভূষণ জটাধারী গঙ্গাধর॥
আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া শঙ্করে।
বিবিধ প্রকারে রাজা বহু স্তুতি করে॥
সোমদত্ত বলে যদি হলে কৃপাবান।
এক নিবেদন আমি করি তব স্থান॥
সভামধ্যে শিনি মোরে অপমান কৈল।
যতেক নৃপতিগণ বসিয়া দেখিল॥

অগ্নিবৎ অঙ্গ দহে সেই অপমানে।
এই নিবেদন আমি করি তব স্থানে ॥
যদি মোরে বর দিবে দেব পশুপতি।
মহাধনুর্দ্ধর মম হউক সন্ততি ॥
তার পুত্রে মোর পুত্র জিনিবে সমরে।
রাজগণ মধ্যে যেন অপমান করে ॥
ইহা বিনা আর বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মহাপ্রভু আজ্ঞা কর তুমি ॥
শঙ্কর বলেন বর দিলাম তোমারে।
তোর পুত্র জিনিবেক শিনির কুমারে ॥
প্রাণে মারিবারে তারে নহিবে শকতি।
এত বলি কৈলাসে গেলেন পশুপতি ॥
শিবস্থানে হেন বর পেয়ে নরবর।
আনন্দিত হয়ে গেল আপনার ঘর ॥
ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে জিনে শিববরে।
তার উপাখ্যান এই জানাই তোমারে ॥
দ্রোণপর্ব্বে পুণ্যকথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভূরিশ্রবা-বধ।

মুনি বলে অত্যাশ্চর্য্য শুন জন্মেজয়।
শিববরে সাত্যকি হইল পরাজয় ॥
ভূরিশ্রবা-হস্ত যদি কাটেন অর্জ্জুন।
ভূমিতে পড়িয়া হইলেক অচেতন ॥
পুনরপি উঠি বসে সমরের স্থলে।
নিন্দা করি ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনেরে বলে ॥
ধিক্ ধিক্ ধনঞ্জয় বীরপণা তোর।
অন্যায় করিয়া হস্ত কাটিলেক মোর ॥
সাত্যকি সহিত রণ আছিল আমার।
কাটিলে আমার হস্ত তুমি কুলাঙ্গার ॥
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি স্বর্গে যাই আমি।
এই পাপে ধনঞ্জয় হবে অধোগামী ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হলেন লজ্জিত।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ কেন হও ভীত ॥
কৃষ্ণ ডাকি বলিলেন ভূরিশ্রবা প্রতি।
একা অভিমন্যু বীরে বেড়ে সপ্ত রথী ॥
কোন ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যুরে মারিলে।
এবে বুঝি সে সকল কথা পাসরিলে ॥
মৃত্যুকালে ধর্ম্মবুদ্ধি হইল তোমার।
অর্জ্জুনেরে নিন্দা কর তুমি কুলাঙ্গার ॥
কটুবাক্য শুনি ভূরিশ্রবা নরপতি।
কহিতে লাগিল নিন্দা করি কৃষ্ণ প্রতি ॥
ভূরিশ্রবা বলে কৃষ্ণ কহিলে প্রমাণ।
তোমা হতে এত সব হ'ল অপমান ॥
কি কারণে নিন্দা আমি করি অর্জ্জুনেরে
তোমা সম দুষ্ট নাহি পৃথিবী ভিতরে ॥
তোমার কুবুদ্ধে হ'ল সকল সংহার।
নির্লজ্জ তোমারে আমি কি কহিব আর।
এত বলি ভূরিশ্রবা হইল বিমন।
কি কর্ম্ম করিনু আমি নিন্দি নারায়ণ ॥
আপনার কর্ম্মভোগ করি যে আপনে।
তবে কেন বড় হয়ে নিন্দি নারায়ণে ॥
অন্তকালে যেই জন স্মরে নারায়ণ।
চতুর্ভুজরূপে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
এতেক ভাবিয়া ভূরিশ্রবা নরপতি।
বিবিধ প্রকারে করে গোবিন্দেরে স্তুতি ॥
ডাকিয়া বলিল কৃষ্ণ তোমারে নিন্দিয়া।
কি গতি আমার হবে না পাই ভাবিয়া ॥
অধম দেখিয়া মোরে হও কৃপাবান।
নরক হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
কায়মনোবাক্যে আমি নিলাম শরণ ॥
সর্ব্বকাল তোমা বিনা নাহি জানি আমি
মৃত্যুকালে তোমা নিন্দি হই অধোগামী।
আপনার গুণে নাথ আমায় উদ্ধার।
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমার ॥
এত বলি ভূরিশ্রবা মৌনেতে রহিল।
হৃদয়-পঙ্কজে পদ ভাবিতে লাগিল ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তুমি ত্যজ দুঃখমন।
স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাহ বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
সিদ্ধ ঋষি যোগী যেই স্থান নাহি পায়।
তথাকারে যাহ তুমি আমার আজ্ঞায় ॥

বৈকুণ্ঠেতে আগে তুমি করহ গমন।
তথা গিয়া তোমা সঙ্গে করিব মিলন॥
ভূরিশ্রবা প্রতি কৃষ্ণ এতেক কহিল।
কৃষ্ণ ধ্যান করি রাজা মৌনেতে রহিল॥
হেনকালে সাত্যকি উঠিয়া ভূমি হতে।
খড়্গ লয়ে যায় ভূরিশ্রবারে কাটিতে॥
হাতে চুল জড়াইয়া খড়্গ লয়ে করে।
খণ্ড খণ্ড করি বীর কাটিল তাহারে॥
এতেক দেখিয়া কৌরবের সেনাগণ।
সাত্যকি উপরে করে বাণ বরিষণ॥
এক লাফে সাত্যকি উঠিল গিয়া রথে।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া অস্ত্র নিল হাতে॥
নিমেষেকে মারে লক্ষ লক্ষ সেনাগণ।
বাণবৃষ্টি করে বীর মহাকোপমন॥
দ্রোণপর্ব্বে পুণ্যকথা জয়দ্রথবধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

ব্যূহ প্রবেশ পূর্ব্বক ভীমের যুদ্ধে দুর্য্যোধনের দশ ভ্রাতার মৃত্যু।

মুনি বলে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
হেনমতে শিনিপুত্র করে মহারণ॥
হোথা রাজা যুধিষ্ঠির সচিন্তিত মন।
অনুক্ষণ করিছেন পার্থের ভাবন॥
তৃতীয় প্রহর বেলা হ'ল আসি প্রায়।
নাহি জানি পার্থ করে কেমন উপায়॥
প্রতিজ্ঞা করিল বীর বড়ই দুষ্কর।
জয়দ্রথে না মারিয়া না আসিবে ঘর॥
অতএব গেল তার উদ্দেশ কারণ।
নাহি জানি কোথা গেল সিন্ধুর নন্দন॥
তত্ত্ব জানিবারে তবে পাঠাই সাত্যকি।
প্রহর পর্য্যন্ত হ'ল তারে নাহি দেখি॥
এই সব ভাবি মম মন নহে স্থির।
এত বলি বৃকোদরে ডাকে যুধিষ্ঠির॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা শুনি বীর বৃকোদর।
রণ ত্যজি সেইক্ষণে আসিল সত্বর॥
রাজার অগ্রেতে রহে করি যোড়কর।
ভীমে দেখি কহিলেন ধর্ম্ম নৃপবর॥
অর্জ্জুনের তত্ত্ব ভাই নাহি পাওয়া গেল।
সাত্যকিরে পাঠাইনু সেহ নাহি এল॥
একা বিপক্ষের মাঝে গেল পার্থ বীর।
তারে না দেখিয়া মম বিকল শরীর॥
এ হেতু তোমারে ডাকি ভাই বৃকোদর।
অর্জ্জুনের তত্ত্ব জানি আইস সত্বর॥
ভীম বলে মহারাজ করি নিবেদন।
অর্জ্জুনের হেতু কেন করহ ভাবন॥
ত্রিদশ-ঈশ্বর কৃষ্ণ যাহার সারথি।
তার অর্থে চিন্তা কেন কর নরপতি॥
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা যদি করে রণ।
তথাপিহ অর্জ্জুনেরে জিনে কদাচন॥
যুধিষ্ঠির বলে ভাই কহিলে প্রমাণ।
জানি শুনি তবু স্থির নহে মম প্রাণ॥
পুনরপি কহে ভীম রাজারে চাহিয়া।
কিমতে যাইব আমি তোমারে ছাড়িয়া
অনুক্ষণ দ্রোণ আসে তোমারে ধরিতে।
আমি গেলে কে যুঝিবে তাহার সহিতে।
রাজা বলিলেন চিন্তা নাহিক তোমার।
তুমি আন গিয়া অর্জ্জুনের সমাচার॥
এত বলি ধৃষ্টদ্যুম্নে ডাকি বৃকোদর।
প্রত্যক্ষে কহিল যত রাজার উত্তর॥
অর্জ্জুনের তত্ত্বে আমি যাইব ত্বরিত।
রাজারে রাখিবে সবে হয়ে সাবহিত॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে চিন্তা নাহিক তোমার।
রাজারে রাখিতে ভার রহিল আমার॥
দ্রোণপুত্র আসুক আপনি দ্রোণ আসে।
এক বাণে পাঠাইব যমের উদ্দেশে॥
এত শুনি ভীম হ'ল হরিষ অন্তর।
বিশোকে বলিল রথ সাজাহ সত্বর॥
বিশোক সারথি সেই অতি বিচক্ষণ।
রথের উপরে তোলে নানা প্রহরণ॥
শত শত ধনু তোলে গদা বহুতর।
শেল শূল কোটি কোটি ভুষণ্ডী তোমর॥

শ্রীহরি স্মরিয়া বীর চড়ে গিয়া রথে।
মহা দুর্দ্ধরিষ ধনু তুলি নিল হাতে॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ছাড়ে হুহুঙ্কার।
পর্ব্বত পড়িল শব্দে হইয়া বিদার॥
প্রমত্ত কেশরী সম রণমত্ত বীর।
সংগ্রামে কাহার শক্তি আগে হয় স্থির॥
সারথি সমীর জিনি চালাইল হয়।
উত্তরিল ব্যূহমধ্যে পবনতনয়॥
বাণ হানে টানে হস্তে রিপু করে নাশ।
বিপক্ষ পড়য়ে লক্ষ গণিয়া হুতাশ॥
সিংহ দেখি শিবা যেন হ'ল সৈন্যগণ।
ভয়েতে আকুল মন কম্পে ঘনে ঘন॥
কেহ বলে কার মুখ চাহি আসে ভীমা।
মৃত্যুপতি মূর্ত্তি হয়ে আসে কালনিমা॥
পলাইলে বধে প্রাণে গোড়াইয়া পাছে।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হেন কোথায় কে আছে॥
দন্তে কুটা করি যেবা মাগে পরিহার।
সকল এড়িয়া করে তাহারে সংহার॥
পলাইলে কি হইবে না বাঁচিব তায়।
প্রাণপণে কর যুদ্ধ নিজ ভরসায়॥
মরিব ভীমের হাতে নাহিক এড়ান।
যে থাকে কর্ম্মের ফল কে করিবে আন॥
চিন্তিয়া সাহসে ভর করি সেনাগণ।
চতুর্দ্দিকে ফেলি অস্ত্র করে বরিষণ॥
সিংহের সম্মুখে কিবা শিবার গণনা।
হুহুঙ্কার ছাড়ে ভীম পড়য়ে ঝনঝনা॥
লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ নাশয়ে বাণ ঘায়।
বড় বড় হস্তী পাড়ে প্রহারি গদায়॥
একেরে মারিতে আর পড়ে মূর্চ্ছা হয়ে।
পলাইলে প্রাণ তাঁর আগে বধে গিয়ে॥
পড়িল ভীমের রণে রথ অশ্ব হাতী।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকে বসুমতী॥
ভীমের সমর দেখি দ্রোণবীর রোষে।
দ্বার আগুলিয়া বীর কহে ক্রোধাবেশে॥
মোরে না জিনিয়া ভীম যাইবে কেমনে।
এত বলি বাণ যোড়ে ধনুকের গুণে॥

গভীর গর্জ্জনে ভীম করে মেঘধ্বনি।
অপরাধ হয় পাছে এই ভয় মানি॥
উপরোধ রক্ষা কর দেহ পথ ছাড়ি।
নহে চূর্ণ করি দেব মারি গদাবাড়ি॥
শুনিয়া হইল গুরু ক্রোধে হুতাশন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বৃষ্টির পসলা যেন বরিষার কালে।
ঢাকিল ভীমের রথ পথ শরজালে॥
কুপিল দারুণ ভীম যেন কালসাপ।
রথ হতে ভূমে পড়ে দিয়া এক লাফ॥
সাপটিয়া আচার্য্যের রথখান ধরে।
টান দিয়া ফেলে রথ যোজন অন্তরে॥
তাহার চাপনে দল তল যায় কত।
সারথি হইল নাশ অশ্বগণ হত॥
ধ্বজ ভাঙ্গে নেড়ামুড়া রথ হয়ে রয়।
লাফ দিয়া পলাইল দ্রোণ মহাশয়॥
পশ্চাতে করিয়া দ্রোণে বীর বৃকোদর।
অতিবেগে প্রবেশিল ব্যূহের ভিতর॥
গদা হাতে গর্জ্জে বীর গতি দীর্ঘপদে।
প্রকাণ্ড পর্ব্বত তনু মত্ত বীরমদে॥
সমরে প্রচণ্ড শূর চূর করে ঘায়।
গদাঘাতে রথ রথী পদাতি লোটায়॥
বিশোক চালায় বায়ুবেগে অশ্বগণ।
উত্তরিল ব্যূহমধ্যে পবননন্দন॥
দেখিয়া সৈন্যের ক্ষয় রবির নন্দন।
আগুলিল ভীমে আসি অতিক্রুদ্ধমন॥
কর্ণেরে দেখিয়া ভীম মহাক্রুদ্ধ হ'ল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া দিব্য অস্ত্র নিল॥
কর্ণ বলে ভীম আজি দেহ মোরে রণ।
অবশ্য পাঠাব তোমা যমের সদন॥
এত শুনি বৃকোদর ক্রোধে হুতাশন।
কর্ণেরে চাহিয়া বলে করিয়া তর্জ্জন॥
কৌরব-কিঙ্কর তোর গৌরব যে জানি।
জানিয়া তোমারে পাপ পোষে কালফণী
কুমন্ত্রণা দিয়া কুরু করিলি বিনাশ।
নিকট হইল মৃত্যু বিফল প্রয়াস॥

ওরে মূঢ়মতি এত গর্ব্ব যে তোমার।
এমত প্রতিজ্ঞা কর অগ্রেতে আমার॥
আজি তোরে বাণে আমি করিব সংহার।
কহিনু জানিহ বাক্য স্বরূপ আমার॥
এত বলি বৃকোদর এড়ে অস্ত্রগণ।
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ॥
যত বাণ এড়ে ভীম কাটে কর্ণবীর।
দেখি বৃকোদর বীর কম্পিত শরীর॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর মারে দশ বাণ।
দুই বাণে ধ্বজ কাটি করে খান খান॥
চারি বাণে চারি অশ্ব কাটিল সত্বর।
চারি বাণে সারথিরে নিল যমঘর॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাবল॥
কর্ণ পলাইল দেখি বীর বৃকোদর।
মহাক্রোধে বাণ এড়ে সৈন্যের উপর॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে রক্তে বহে নদী॥
দেখিয়া আকুল বড় রাজা দুর্য্যোধন।
সহোদরগণে ডাক দিল সেইক্ষণ॥
দশ জন যুঝিবারে হ'ল আগুয়ান।
অযুতেক হস্তী আসে মহাবলবান॥
মুষল মুদ্গর বান্ধা শুণ্ডে সবাকার।
ঈষাদন্ত সম হস্তী পর্ব্বত আকার॥
হস্তিগণে দেখি ভীম ত্যজি ধনুঃশর।
হাতে গদা করি নামে সংগ্রাম ভিতর॥
শত মণ লৌহ দিয়া গড়া গদাখান।
মহাভয়ঙ্কর দেখি কালের সমান॥
হেন গদা লয়ে বীর ধাইল সত্বর।
নিমেষেকে মারে দশ সহস্র কুঞ্জর॥
গদার প্রহার যেন বজ্রের সোসর।
শত শত একবারে মারে বৃকোদর॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আসে দশ জন।
ভীমের উপরে করে অস্ত্র বরিষণ॥
লাফ দিয়া লঙ্ঘে ভীম যোজনেক বাট।
পলাইতে কুরুর পড়িয়া মরে ঠাট॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর গদা লয়ে ধায়।
রথ অশ্ব সহ বীর চূর্ণ করি যায়॥
দশ জন মারে বীর গদার প্রহারে।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হাহাকার করে॥
সঞ্জয় কহেন ধৃতরাষ্ট্রে সমাচার।
দশ পুত্র রাজা তব হইল সংহার॥
গদার প্রহারে মারে বীর বৃকোদর।
অযুতেক হস্তী পড়ে মহাভয়ঙ্কর॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হ'ল অচেতন।
বহু বিলপিয়া অন্ধ করয়ে রোদন॥
ক্ষণেক থাকিয়া বলে শুনহ সঞ্জয়।
বড়ই দারুণ ভীম নির্দ্দয়-হৃদয়॥
একবারে দশ পুত্রে করিল সংহার।
এতেক বলিয়া অন্ধ করে হাহাকার॥
সঞ্জয় বলিল কেন করহ রোদন।
পূর্ব্বে যত কহিলাম না কৈলে শ্রবণ॥
অধর্ম্ম করিলে নহে ভদ্র আপনার।
যতেক করিলে জান সব সমাচার॥
অর্থলোভে রাজ্যলোভে করিলে তখনে।
কিংজিতং কিংজিতং করি কহিলে আপনে
বিদুর প্রভৃতি করি বলিল তোমারে।
কার বাক্য না শুনিলে তুমি অহঙ্কারে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ আমারে সঞ্জয়।
কভু না শুনিনু পাণ্ডবের পরাজয়॥
যতেক শুনি যে পড়ে মোর সেনাগণ।
বিশেষিয়া কহ মোরে ইহার কারণ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা শুন সাবধানে।
পাণ্ডবের দলে কৃষ্ণ আছেন আপনে॥
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম জানিহ রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন॥
পুত্র সম স্নেহ নাহি দৈব সম বল।
বিদ্যা সম বন্ধু নাহি ব্যাধি সম খল॥
সর্ব্বকাল দৈব বল আছে ধর্ম্মসুতে।
বিরোধ তাহার সঙ্গে আপনা খাইতে॥
দূত হয়ে ত্রিভুবনপতি যার বোলে।
বিপদে করেন পার করি নিজ কোলে॥

জানিয়া না জানি যে শুনিয়া নাহি শুনি।
ধরিয়া আনিল পাশাকালে যাজ্ঞসেনী ॥
সভায় তাহার বস্ত্র হরে তব স্থত।
আপনি তাহার কর্ম্ম শুনিলে অদ্ভুত ॥
হরিতে বাড়িল বাস নহে অবসান।
অনুকূল হয়ে লজ্জা রাখে ভগবান ॥
এখন পার্থের কৃষ্ণ হইল সারথি।
তাহারে জিনিবে হেন কাহার শকতি ॥
ভদ্র নাহি আর তব শুন মহীপাল।
নিশ্চয় কুরুর বংশ গ্রাসিলেক কাল ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন দৈব বলবান।
নিরর্থক পুরুষার্থ করহ বাখান ॥
দ্রোণপর্ব্বে পুণ্যকথা জয়দ্রথবধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

ভীমের হস্তে দুর্য্যোধনের
ত্রিশ ভ্রাতৃবধ।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে বৃকোদর করে মহারণ ॥
পুনরপি কর্ণবীর রথেতে চড়িয়া।
যুদ্ধ করিবারে আসে তর্জ্জন করিয়া ॥
গদা হাতে বৃকোদর দেখি ভূমিতলে।
শীঘ্রগতি কর্ণবীর নানা অস্ত্র ফেলে ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন বরিষয়ে জল।
সেইমত অস্ত্র ফেলে কর্ণ মহাবল ॥
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্প কায়।
বায়ুবেগে গদা বীর মস্তকে ফিরায় ॥
গদায় ঠেকিয়া বাণ চূর্ণ হয়ে উড়ে।
এক লাফে ভীম তার রথে গিয়া চড়ে ॥
চারি অশ্ব মারিলেক রথের উপর।
এক চড়ে সারথিরে নিল যমঘর ॥
কর্ণে-চুলে ধরি বীর অতি শীঘ্রগতি।
মারিতে উদ্যম কৈল ভীম মহামতি ॥
হেনকালে আচম্বিতে মনেতে পড়িল।
কর্ণেরে মারিতে পার্থ প্রতিজ্ঞা করিল ॥
আজি যদি যুদ্ধে আমি কর্ণে করি ক্ষয়।
হইবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পার্থের নিশ্চয় ॥

এত বলি কর্ণে ছাড়ি দিল বৃকোদর।
আপনার রথে গিয়া চড়িল সত্বর ॥
অপমান পেয়ে কর্ণ লজ্জিত বদন।
আর রথে চড়ি বীর করিল গমন ॥
কৃপাচার্য্য প্রভৃতি দ্রোণ কহিল তখন।
হের দেখ ভীম করে কর্ণেরে নিধন ॥
এতেক বলিয়া দোঁহে হাসিতে লাগিল।
হাস্য দেখি কর্ণবীর লজ্জিত হইল ॥
কর্ণ পলাইল দেখি বীর বৃকোদর।
পুনরপি ধনু ধরি করয়ে সমর ॥
সৈন্যের উপরে বীর বাণবৃষ্টি করে।
মারিল অসংখ্য সৈন্য গেল যমঘরে ॥
ভীমের দেখিয়া কোপ অনল সমান।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান ॥
এতেক দেখিয়া তবে দুঃশাসন বেগে।
হাতে ধনু করি গেল ভীমসেন আগে ॥
যেই বেগে আগে হ'ল গান্ধারীতনয়।
চারি বাণে কাটে তার চারিটী যে হয় ॥
দুই বাণে ধ্বজ কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড ॥
না করিতে যুদ্ধ এত অপমান হয়।
ভয়ে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র কম্পমান কায় ॥
রথ এড়ি দুঃশাসন পলায় সত্বর।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে বীর বৃকোদর ॥
অরে মূঢ়মতি কেন পলাইস রণে।
স্থির হয়ে যুদ্ধ কর বুঝি বীরপণে ॥
শৃগালের প্রায় যাস না করিয়া রণ।
ধিক্ থাক দুঃশাসন তোমার জীবন ॥
মনে কর পলাইয়া পরাণ পাইব।
খুঁজিয়া ধরিব আমি যেখানে দেখিব ॥
শোণিত খাইব তোর বিদারিয়া বুক।
পাসরিব পূর্ব্বকার তবে যত দুঃখ ॥
যাহ যাহ নির্লজ্জ পামর তুই পশু।
করিব তোমারে বধ কালি কি পরশু ॥
এসেছিলি এই মুখে করিতে সমর।
পলাইলি ভেক হয়ে ভয়েতে পামর ॥

বিষম বাক্যের বাণে দহে তার তনু।
শুষ্কতৃণ পেয়ে যেন জ্বলয়ে কৃশানু॥
এত শুনি দুঃশাসন ক্রোধে নেউটিল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া দিব্য অস্ত্র নিল॥
দেখি বৃকোদর বীর হরিষ অন্তর।
কালদণ্ড সম হাতে নিল ধনুঃশর॥
সন্ধান পূরিয়া মারে দুঃশাসন-বুকে।
বাণাঘাতে দুঃশাসন ঘূরে ঘন পাকে॥
অচেতন হয়ে রথে পড়ে দুঃশাসন।
ঝলকে ঝলকে হয় শোণিত বমন॥
দেখি ক্রোধে ধায় দিবাকরসুত রোষে।
হারিয়া নাহিক লজ্জা নির্লজ্জ বিশেষে॥
কর্ণে দেখি মহাক্রোধে বীর বৃকোদর।
ধিক্ ধিক্ অরে দুষ্ট নির্লজ্জ পামর॥
পুনঃপুনঃ পলাইস শৃগালের প্রায়।
বড়ই নির্লজ্জ তুই দেখিনু সভায়॥
এত শুনি মহাক্রোধে কর্ণ এড়ে বাণ।
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান॥
যত অস্ত্র এড়ে কর্ণ কাটে বৃকোদর।
ক্রোধে শক্তি মারে বীর ভীমের উপর॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর পূরিল সন্ধান।
দুই বাণে শক্তি কাটি করে খান খান॥
দিব্য ভল্ল দশ গোটা ক্রোধে এড়ে বীর।
কবচ কাটিয়া তার ভেদিল শরীর॥
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ ভূমিতে পড়িল।
সারথি সত্বরে রথ লয়ে পলাইল॥
তবে আর আগুয়ান নহে কোন রথী।
সিংহনাদ করি বুলে ভীম মহামতি॥
একেশ্বর ভীম করে সৈন্য লণ্ডভণ্ড।
লক্ষ লক্ষ পদাতিক করে খণ্ডখণ্ড॥
অশ্ব হস্তী কাটি পাড়ে নাহি লেখাজোখা।
কত শত রথী পাড়ে ভীমসেন একা॥
ভীমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির।
পলায় সকল সৈন্য বিকল শরীর॥
এতেক দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবর।
যুদ্ধ করিবারে আসে ত্রিশ সহোদর॥
ভয়ঙ্কর ত্রিশ হস্তী আরোহণ করি।
ভীমের অগ্রেতে গেল হাতে ধনু ধরি॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণে দেখি বৃকোদর।
হাতে গদা করি ধায় হরিষ অন্তর॥
আট শিরা গদা গোটা মহাভয়ঙ্কর।
শত শত ঘণ্টা বাজে দেখিতে সুন্দর॥
হেন গদা ভীম বীর হাতেতে করিয়া।
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে যায় খেদারিয়া॥
আনন্দিত বৃকোদর নির্ভয় শরীর।
ছাগপুঞ্জ দেখি যেন ব্যাঘ্র নহে স্থির॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণে করিতে বিনাশ।
ক্রোধে ধায় বৃকোদর ছাড়িয়া নিশ্বাস॥
করি-কুম্ভস্থলে মারে গদা বজ্রবাড়ি।
ত্রিশ ঘায় ত্রিশ হস্তী যায় গড়াগড়ি॥
হস্তী সব চূর্ণ করি ধায় বৃকোদর।
নিমেষেকে বিনাশিল ত্রিশ সহোদর॥
ব্যাকুল হইয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
আজিকার যুদ্ধে সব হইল নিধন॥
হোথায় সঞ্জয় বার্ত্তা কহে অন্ধ স্থানে।
চল্লিশ কুমার তব পড়ি গেল রণে॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে হয়ে অচেতন।
সিংহাসন ছাড়ি রাজা করিছে রোদন॥
কতক্ষণ থাকি রাজা বলিল বচন।
একা ভীম মোর বংশ করিল নিধন॥
সঞ্জয় বলেন কিবা হয়েছে এখন।
একা ভীম তব বংশ করিবে নিধন॥
যুধিষ্ঠির-ধর্ম্ম-হেতু সবে বলবান।
আপনি সহায় কৃষ্ণ সদা তাঁর স্থান॥
যথা কৃষ্ণ তথা সব দেবের আলয়।
দেবগণে কোন জন করে পরাজয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে সত্য কহিলে সঞ্জয়।
ধর্ম্মবন্ত যুধিষ্ঠির তেঁই হয় জয়॥
বৈশম্পায়ন বলেন জন্মেজয় শুনে।
সূতমুনি কহে যত শুনে মুনিগণে॥
পৃথিবীতে শুনে লোক হয়ে একমতি।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হয় দিব্য গতি॥

ব্যাস-বিরচিত দিব্য ভারত-কথন।
একমন হয়ে শুন যত ভক্তজন ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ হয়।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয় ॥
দ্রোণপর্ব্ব-সুধারস জয়দ্রথবধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

ভীম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের পঞ্চাশৎ
সহোদর-নিধন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে ভীমসেন করে ঘোর রণ ॥
ভীমের সংগ্রাম দেখি ভীত কুরুদল।
হাহাকার মহাশব্দ হ'ল গণ্ডগোল ॥
পুনরপি ভীম উঠে রথের উপর।
রথ চালাইয়া দিল বিশোক সত্বর ॥
বিশোক চালায় রথ বায়ুসম গতি।
যুঝিতে যুঝিতে যান ভীম মহামতি ॥
কত দূর গিয়া ভীম সাত্যকি দেখিল।
আনন্দিত হয়ে তারে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল ॥
ভীম বলে কহ অর্জ্জুনের সমাচার।
কি কারণে রথধ্বজ নাহি দেখি তার ॥
সাত্যকি কহিল অই দেখ বৃকোদর।
দ্রোণ সহ ধনঞ্জয় করয়ে সমর ॥
পুনরপি বলে ভীম কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ছাড়ি এলে হেথা কি কারণ ॥
ভীম বলে যুধিষ্ঠির পাঠান আমারে।
অর্জ্জুনের সমাচার জানিবার তরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্থানে তাঁরে করি সমর্পণ।
তত্ত্ব জানিবারে তব আসিনু এখন ॥
শুনিয়া সাত্যকি তবে আনন্দিত হ'ল।
ভীমে দেখি কর্ণবীর পুনশ্চ আইল ॥
কর্ণেরে দেখিয়া ভীম বলে ডাক দিয়ে।
পুনঃপুনঃ আসি পুনঃ যাইস পলায়ে ॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুঝ তবে জানি কথা।
এক বাণে আজি তোর কাটি পাড়ি মাথা ॥
এত বলি বৃকোদর নিল ধনু খান।
কর্ণের উপরে মারে তীক্ষ্ণ দশ বাণ ॥
বাণাঘাতে ব্যথান্বিত হ'ল অঙ্গপতি।
পলাইল যুদ্ধ ছাড়ি কর্ণ শীঘ্রগতি ॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর অনল সমান।
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে তার নাহি অন্ত।
গিরি সম হস্তী পড়ে ঈষা সম দন্ত ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকাদি পড়ে সারি সারি।
যতেক পড়িল সৈন্য লিখিতে না পারি ॥
আট অক্ষৌহিণী সেনা পড়ে সেই দিনে।
এতেক করিল ক্ষয় বীর তিন জনে ॥
অর্জ্জুন সাত্যকি দোঁহে চারি অক্ষৌহিণী।
চারি অক্ষৌহিণী ভীম জিনিল আপনি ॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সব এতেক দেখিয়া।
আসিল পঞ্চাশ জন রথেতে চড়িয়া ॥
সৈন্যসজ্জা কোলাহল হয় হস্তী রথ।
চারিদিক ঘেরি বেড়ে আবরিয়া পথ ॥
দেখিয়া ধাইল তবে বীর বৃকোদর।
পুনরপি গদা লয়ে সংগ্রাম ভিতর ॥
রথসহ চূর্ণ করি যায় বৃকোদর।
পঞ্চাশ ভ্রাতারে ক্রমে নিল যমঘর ॥
নবতি সোদর পড়ে দেখি দুর্য্যোধন।
ভ্রাতৃগণ-শোকে রাজা করয়ে ক্রন্দন ॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নরবর।
সহোদর নবতিরে মারে বৃকোদর ॥
কি বল কি বল বলে অন্ধ নরপতি।
মূর্চ্ছিত হইয়া তবে পড়ি গেল ক্ষিতি ॥
শুনিয়া গান্ধারী দেবী হ'ল অচেতন।
বংশনাশ করে মোর পাণ্ডুর নন্দন ॥
অন্তঃপুরে উঠে রোদনের কোলাহল।
হাহাকার করে সবে না বান্ধে কুন্তল ॥
শত শত বধূগণ করয়ে রোদন।
টানিয়া ফেলিল নিজ বস্ত্র আভরণ ॥
চুল ছিঁড়ে বস্ত্র ছিঁড়ে শিরে মারে ঘাত
আমা সবা ছাড়ি কোথা গেলে প্রাণনাথ
ইন্দ্র বিদ্যাধরী জিনি রূপ সবাকার।
দিব্য অস্ত্র পরিধান রত্ন অলঙ্কার ॥

কোমল শরীর সবে পরমা সুন্দরী।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হাহাকার করি ॥
ক্রন্দন শুনিয়া তবে অন্ধ নরবর।
বিলাপ করয়ে কত হইয়া কাতর ॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয় ক্ষণেকে চেতন।
হা পুত্র হা পুত্র বলি করয়ে রোদন ॥
সোণার আগার মম শূন্যময় হ'ল।
ভীমের সমরে পুত্র সকল মরিল ॥
বড়ই নিষ্ঠুর ভীম নাহি দয়ালেশ।
ভীম হতে হ'ল আজি মম বংশ শেষ ॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নরবর।
এখন কি হবে রাজা হইলে কাতর ॥
এই হেতু পূর্ব্বে কত কহিনু তোমারে।
কারো কথা না শুনিলে তুমি অহঙ্কারে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সুমতি।
বিবিধ প্রকারে বুঝাইল তোমা প্রতি ॥
বিদুর বলিল কেন কান্দ নরবর।
তব হিত হেতু পূর্ব্বে কহিনু বিস্তর ॥
ধনলোভে রাজ্যলোভে কৈলে অপকর্ম্ম।
আপনি করিলে রাজা আপন অধর্ম্ম ॥
তাহার অসাধ্য রাজা ছিল কোন কর্ম্ম।
তবু যুধিষ্ঠির নাহি করিল অধর্ম্ম ॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল জিনিবারে পারে।
তথাপিহ যুধিষ্ঠির ক্ষমিল তোমারে ॥
পঞ্চ গ্রাম মাগিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
একখানি নাহি দিল দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
এখন সে সব কথা হইল বিদিত।
অধর্ম্ম করিলে ভাল নহে কদাচিত ॥
বিদুরে চাহিয়া তবে কহিল রাজন।
পুনঃপুনঃ কটুবাক্য কহ কি কারণ ॥
পুত্রগণশোকে মোর দগ্ধ হ'ল মন।
কটুভাষা পুনঃপুনঃ কহ অনুক্ষণ ॥
নিঃশব্দে রহিল এত বলি নরপতি।
পুত্রগণ-শোকে রাজা কান্দে দুঃখমতি ॥
জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।
কিমতে হইল বধ আর দশ জন ॥
পিতামহ চরিত্র অপূর্ব্ব উপাখ্যান।
অমৃত হইতে রস শুনি তব স্থান ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাণ ॥

দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন বিনা
অষ্ট ভ্রাতার মৃত্যু ও
জয়দ্রথ বধ।

মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
হেনমতে যুদ্ধ করে ভীম মহামতি ॥
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণে বধিয়া সমরে।
সহস্রেক হস্তী মারে গদার প্রহারে ॥
শোকেতে আকুল হইলেক দুর্য্যোধন।
ভ্রাতৃগণ-মৃত্যু দেখি করয়ে রোদন ॥
অবশিষ্ট ছিল আর দশ সহোদর।
সবা লয়ে দুর্য্যোধন চলিল সমর ॥
দুর্য্যোধনে দেখি ধায় পবননন্দন।
গদা ফিরাইল যেন সাক্ষাত শমন ॥
তর্জ্জন করিয়া ভীম কহে দুর্য্যোধনে।
ধৃতরাষ্ট্র-বংশনাশ হবে আজি রণে ॥
এত বলি বৃকোদর গদা লয়ে ধায়।
মৃগ মারিবারে যেন মৃগপতি যায় ॥
ভীমে দেখি দুর্য্যোধন গদা লয়ে করে।
রথ এড়ি মারিবারে ধাইল সত্বরে ॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে অবনী উপর।
হুহুঙ্কার শব্দে দোঁহে গর্জ্জে নিরন্তর ॥
মহাক্রোধে বৃকোদর গদা প্রহারিল।
কবচ কাটিয়া তার মর্ম্মেতে ভেদিল ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর সংগ্রাম ভিতর।
দেখিয়া ধাইল তার নয় সহোদর ॥
দুঃশাসন সহ আসে ভাই অষ্ট জন।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
দেখিয়া কুপিত হ'ল পবননন্দন।
গদা হাতে করি যায় পবনগমন ॥
রথসহ অষ্টজনে করিল নিধন।
দেখি ভয়ে পলাইয়া গেল দুঃশাসন ॥

কেবল রহিল দুর্য্যোধন দুঃশাসন।
সমরে পড়িল আর সব ভ্রাতৃগণ ।।
কান্দিতে কান্দিতে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
রথে চড়ি পলাইল লইয়া জীবন ।।
পুনরপি কর্ণ বীর লয়ে ধনুর্ব্বাণ ।
ভীমের সম্মুখে গেল পূরিয়া সন্ধান ।।
ক্রমে ক্রমে কর্ণ ছয়বার পলাইল ।
পুনরপি ধনু ধরি যুঝিতে আসিল ।।
গদা হাতে করি ধায় বীর বৃকোদর ।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারে অসংখ্য কুঞ্জর ।।
তবে কর্ণ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
দশ বাণে গদা কাটি করে খান খান ।।
নিরস্ত্র হইল বীর সংগ্রাম ভিতর ।
কাটা হস্তী তুলি ফেলে কর্ণের উপর ।।
যত হস্তী ফেলে তাহা কাটে কর্ণ বীর ।
বাণে খণ্ড খণ্ড কৈল ভীমের শরীর ।।
কাটা অশ্ব গজ ছিল সব ক্ষয় গেল ।
দুই হাতে কাটাস্কন্ধ ফেলিতে লাগিল ।।
কর্ণ বীর বাণ এড়ে সংগ্রামে প্রচণ্ড ।
যত সব কাটা স্কন্ধ করে খণ্ড খণ্ড ।।
বাণে খণ্ড খণ্ড হ'ল ভীমের শরীর ।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া তার বহিছে রুধির ।।
অশক্ত হইল বীর সংগ্রাম ভিতরে ।
শীঘ্রগতি কর্ণ বীর ধরিল ভীমেরে ।।
গুণ সহ ধনু ধরি দিল তার গলে ।
হাতেতে ধরিয়া তবে কর্ণ বীর বলে ।।
এই বল ধরি তুই করিস সমর ।
কি উপায় এবে বল আরে বৃকোদর ।।
গুরুজন সহ তুমি না করিহ রণ ।
সমানের সহ সদা কর ক্ষত্রপণ ।।
এতেক কহিতে কর্ণ রবির নন্দন ।
কুন্তীর বচন মনে হইল স্মরণ ।।
পাছে এই কথা সব দুর্য্যোধন শুনে ।
শীঘ্রগতি ছাড়ি দিল পবননন্দনে ।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয় ।
কর্ণ বীর করিলেক ভীমের সংশয় ।।

আজি বৃকোদর বড় পায় অপমান ।
উপহাস করে কর্ণ দেখি বিদ্যমান ।।
দেখি ধনঞ্জয় হ'ল বিষণ্ণ বদন ।
ভীম গিয়া নিজ রথে চড়িল তখন ।।
মহাক্রোধে ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান ।
হয় রথ পদাতিরে করে খান খান ।।
হেনমতে একাদশ ক্রোশ গেল রথ ।
আর এক ক্রোশ মধ্যে আছে জয়দ্রথ
চারি দণ্ড বেলামাত্র আছয়ে গগনে ।
দেখিয়া হইল চিন্তা প্রভু নারায়ণে ।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ চল শীঘ্রগতি ।
চারি দণ্ড আছে মাত্র দিনকর স্থিতি
এক ক্রোশ পথ যেতে হইবেক আর ।
এথায় সংগ্রাম কর না বুঝি বিচার ।।
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ করি নিবেদন ।
সৈন্যমধ্যে নাহি দেখি সিন্ধুর নন্দন ।
ইহার উপায় কৃষ্ণ কহ মম স্থানে ।
কিমতে করিব বধ সিন্ধুর নন্দনে ।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন চিন্তা নাহিক তোমার ।
আজি জয়দ্রথ হবে অবশ্য সংহার ।।
এত বলি শ্রীকৃষ্ণ চালান অশ্বগণ ।
সিংহনাদ করি যান ইন্দ্রের নন্দন ।।
নিকটেতে দেখি তবে অর্জ্জুনের রথ ।
মহাভয়ে লুকাইল রাজা জয়দ্রথ ।।
জয়দ্রথে না দেখিয়া কৃষ্ণ মহাশয় ।
অতিশয় হইলেন চিন্তিত হৃদয় ।।
জয়দ্রথ লুকাইল জানি নারায়ণ ।
ভাবেন কেমনে তার পাই দরশন ।।
ভাবিয়া ভুবনপতি কন অর্জ্জুনেরে ।
বিপত্তি হইল বড় লইয়া তোমারে ।।
পলায়িত জনে লভিবারে বড় দায় ।
ভাবিয়া না পাই কিছু ইহার উপায় ।।
না শুনি প্রতিজ্ঞা পার্থ অগ্রে কৈলে বড়
পড়িল সংশয় তোমা লয়ে দেখি দড় ।।
দিবা আছে দণ্ড দুই অবহেলে যাবে ।
ইহার উপায় তবে কেমনে হইবে ।।

অর্জ্জুন অঞ্জলি করি কন কৃষ্ণ আগে।
একান্ত তোমারে পাণ্ডবের ভার লাগে॥
যে কর সে কর কৃষ্ণ তোমা বিনা নাই।
পাণ্ডবের প্রভু বলি সংসারে বড়াই॥
সেবক পালক তুমি সংসারের সার।
সবকে রক্ষিতে প্রভু তুমি অবতার॥
তুমি বর্ত্তমানে হয় পাণ্ডবের ক্ষতি।
জগতে তোমার নিন্দা হইবে সংপ্রতি॥
পাণ্ডবের রথে কৃষ্ণ সারথি আছিল।
তথাপি পাণ্ডবগণ সমরে হারিল॥
এই নিন্দা অবনীতে হইবে তোমার।
এ কারণে চিন্তা কিছু নাহিক আমার॥
যাহা জান তাহা কর এ ভার তোমার।
অভিমন্যু-শোকে মন পুড়িছে আমার॥
তাহাতে নিধন ভাল নিবায় অনল।
রহিয়াছি তব ভাষা শুনিয়া শীতল॥
পার্থের আক্ষেপ-বাক্য নারায়ণ শুনি।
সন্তুষ্ট হইয়া কহে দেব চক্রপাণি॥
কি ভয় আছয়ে ইথে উপায় করিব।
জয়দ্রথে আজি সত্য নিধন সৃজিব॥
এত বলি সুউপায়-চিন্তি নারায়ণ।
সুদর্শনে করিলেন সূর্য্য আচ্ছাদন॥
আচম্বিতে দেখে সবে হইল রজনী।
কুরুসেনাগণে হ'ল জয় জয় ধ্বনি॥
অর্জ্জুন দেখিয়া চিত্তে মানিয়া বিস্ময়।
ত্রাস পেয়ে কৃষ্ণ প্রতি বলে সবিনয়॥
পার্থ বলিলেন কহ কি করি বিধান।
কিরূপে হইবে আজি মম পরিত্রাণ॥
জয়দ্রথ-বধ-হেতু প্রতিজ্ঞা হইল।
প্রতিজ্ঞা নহিল পূর্ণ রজনী আসিল॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কৈলে যত পাপ হয়।
আপনি জানহ তাহা শুন মহাশয়॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে নাহি কিছু ভয়।
প্রতিজ্ঞা পূরণ তব হইবে নিশ্চয়॥
এতেক কহিতে তথা কুরুবীরগণে।
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি আসিল সেখানে॥
এখনি মরিবে পার্থ হেন করি মনে।
আনন্দিত দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে॥
তবে জয়দ্রথ দেখি সন্ধ্যার সময়।
সত্বরে আসিয়া অর্জ্জুনের প্রতি কয়॥
জয়দ্রথ বলে শুন বীর ধনঞ্জয়।
কি দেখ হইল আসি সন্ধ্যার সময়॥
আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করহ এখন।
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি যাহ ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি প্রবেশহ অগ্নির ভিতর॥
মিছা মায়া মিছা কায়া জল-বিম্ববত।
এ মহীমণ্ডল যাবে পড়িবে পর্ব্বত॥
যদি রিপু জিনি রাজ্য কর মহাশয়।
চিন্তিয়া দেখহ তাহা চিরকাল নয়॥
অধর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম যে করে সাধন।
অতিশীঘ্র হয় তার সবংশে পতন॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা বলে পঞ্চ জনে।
করিলে প্রতিজ্ঞা তাহা লঙ্ঘিবে কেমনে॥
অর্জ্জুন উত্তর দেন শুন জয়দ্রথ।
তুমি যে কহিলে কথা রাখি ধর্ম্মপথ॥
ধর্ম্মেতে বিচার করি ধার্ম্মিকের সনে।
অধর্ম্মে জিনিতে দোষ নাহি দুষ্টজনে॥
অন্যায় সমর করি শিশু কৈলে হত।
কহ দেখি সেই কর্ম্ম ধর্ম্মের সম্মত॥
এখনি বধিয়া তোমা আমিহ মরিব।
পাইয়া পরম শত্রু ছাড়িয়া না দিব॥
শুনিয়া শুকায় মুখ জয়দ্রথ বীরে।
ভয় নাই আশ্বাসিয়া কহে পার্থ তারে॥
বিশ্বাসঘাতকী তব রাজা সম নহি।
কি করিব নিজ কর্ম্ম লব ধর্ম্মবহি॥
শরীর ছাড়িব সত্য করিয়াছি পণ।
এত বলি আনি অগ্নি জ্বালিল তখন॥
কৃষ্ণ সাজায়েন কাষ্ঠ দিয়া গন্ধসারে।
সৌরভ সহিত গন্ধ উঠিল সত্বরে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
বীরকর্ম্ম করি বধ কৈলে ক্ষত্রচয়॥

এখন নিরস্ত্র হয়ে মরিবে কেমনে।
অস্ত্র সহ প্রবেশহ জ্বলন্ত দহনে ।।
কৃষ্ণবাক্য অভিপ্রায় বুঝিয়া অর্জ্জুন।
নিলেন গাণ্ডীব ধনু করিয়া সগুণ ।।
সাতবার প্রদক্ষিণ করি হুতাশন।
প্রসন্ন কৃষ্ণের মুখ চান ঘনে ঘন ।।
দুর্য্যোধন নৃপতির হৃদে বড় সুখ।
মরিল প্রধান রিপু আর নাহি দুঃখ ।।
হাস্যমুখে কহে আগে চাহিয়া অর্জ্জুনে।
বিলম্বে বাড়িবে মায়া পুড়িতে আগুনে ।।
টান দিয়া কর হতে ফেল শর চাপ।
চক্ষু বুঝি দেহ শীঘ্র হুতাশনে ঝাঁপ ।।
অর্জ্জুন বলেন এই ঝাঁপ দিয়া পড়ি।
জয়দ্রথে লয়ে তুমি সুখে যাহ বাড়ী ।।
জয়দ্রথে দেখি কৃষ্ণ আনন্দিতমন।
সেইক্ষণে ছাড়িলেন সূর্য্য আচ্ছাদন ।।
চারি দণ্ড বেলা আছে গগনমণ্ডলে।
দেখিয়া হইল ত্রাস কৌরবের দলে ।।
কৌরব জানিল তবে নিতান্ত কপট।
বিষম কৃষ্ণের মায়া বুঝিতে সঙ্কট ।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে শুন সাবধানে।
জয়দ্রথ বধিবারে দেরী আর কেনে ।।
কাটহ উহার মুণ্ড ভূমে না পাড়িবে।
পশ্চাৎ সে সব কথা জানিতে পারিবে ।।
উহার জনক তপ কাম্যবনে করে।
ফেলাইবে মুণ্ড তার হাতের উপরে ।।
বাণে বাণে মুণ্ড লয়ে ফেল তার হাতে।
তবে সে হইবে রক্ষা জানহ ইহাতে ।।
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
জয়দ্রথ-ললাটেতে মারে এক বাণ ।।
শীঘ্রগতি মুণ্ড কাটি আর এক বাণে।
বাণে লয়ে গেল তার জনকের স্থানে ।।
সন্ধ্যা করে সিন্ধুরাজ দুই হাত কোলে।
হেনকালে মুণ্ড তার হস্তে লয়ে ফেলে ।।
ত্রাস পেয়ে মুণ্ডগোটা ভূমিতে ফেলিল।
সেইক্ষণে তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হ'ল ।।

হেনমতে সিন্ধুরাজ হইল নিধন।
জয়দ্রথ সহ গেল যমের সদন ।।
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিবে বিধান।
কৃপা করি কহ জয়দ্রথ-উপাখ্যান ।।
ভূমিতে ফেলিলে মুণ্ড মরিবে সেক্ষণে
হেন বর কেবা দিল সিন্ধুর নন্দনে ।।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন বীর ধনঞ্জয়।
জয়দ্রথ হয় সিন্ধুরাজার তনয় ।।
বহুকাল জয়দ্রথ সেবিল শঙ্করে।
অনাহারে তপ করে বনের ভিতরে ।।
নানা উপহার দিয়া সেবিল মহেশ।
তুষ্ট হয়ে বর তারে যাচেন বিশেষ ।।
বর মাগ জয়দ্রথ যেই মনোনীত।
এত শুনি জয়দ্রথ হ'ল আনন্দিত ।।
জয়দ্রথ বলে যদি মোরে দিবে বর।
এক নিবেদন করি তোমার গোচর ।।
মোর শির কাটি যেই ফেলিবে ধরণী
তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইবে তখনি ।।
শঙ্কর বলেন এই বর লহ তুমি।
সে মরিবে তব মুণ্ড যে ফেলিবে ভূমি
হরে প্রণমিয়া বীর আনন্দিতমন।
আপনার দেশে গেল সিন্ধুর নন্দন ।।
সে কারণে ধনঞ্জয় তোমা কহিলাম।
তব রক্ষাহেতু এইরূপ করিলাম ।।
ভূমে মুণ্ড ফেলি তার জনক মরিল।
নিশ্চয় জানিহ ইহা যেরূপ হইল ।।
এত শুনি ধনঞ্জয়ে লাগে চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে বীর কৈল নমস্কার ।।
স্তুতি করিলেন পার্থ যোড় করি কর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর ।।
তোমা বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
এমত বিপদে মোরে করিলে তারণ ।।
তোমার কারণে হয় প্রতিজ্ঞা পূরণ।
তোমার প্রসাদে আমি দেখি বন্ধুজন
তোমার কৃপায় জয় হইল সকল।
তোমার ভরসা আমি করিহে কেবল।

শুন কৃষ্ণ তুমি মম হও বুদ্ধি বল।
তোমার কারণে আমি পাইব সকল ॥
তোমার কারণে কত দিন রহি ক্ষিতি।
তোমার কৃপায় ভোগ করি বসুমতী ॥
তোমার দয়ায় কৃষ্ণ করিব সমর।
তোমার কৃপায় তরি সঙ্কট সাগর ॥
কাণ্ডারী করুণাময় তরাইতে সিন্ধু।
অখিলের নাথ কৃষ্ণ অনাথের বন্ধু ॥
দয়ার ঠাকুর দীননাথ দীন জনে।
সদা মন রহে যেন তোমার চরণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে তুমি বিচক্ষণ।
চিনিলে আমারে তুমি ইন্দ্রের নন্দন ॥
তোমা হতে প্রিয় মম নাহিক সংসারে।
নিশ্চয় জানিহ কহিলাম হে তোমারে ॥
তোমা পঞ্চজনে মম প্রীতি অতিশয়।
অতএব তব কার্য্য করি ধনঞ্জয় ॥
কায়মনোবাক্যে যেই চিন্তয়ে আমারে।
অনুক্ষণ তারে রাখি বিপদসাগরে ॥
অনুক্ষণ মম নাম লয় যেই জন।
তাহার নাহিক ভয় যমের সদন ॥
জল ভেদি পদ্ম যেন উঠে ক্রমে ক্রমে।
সেই মত মুক্ত আমি করি ভক্তগণে ॥
তুমি প্রিয় বন্ধু মম ইন্দ্রের নন্দন।
অতএব তব কার্য্যে করি প্রাণপণ ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হয়ে পূর্ণকাম।
গোবিন্দের পদে বীর করেন প্রণাম ॥
জয়দ্রথ-বধ-কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণার্জ্জুনের পরস্পর
নানা কথা।

তবে জন্মেজয় মুনিবরে জিজ্ঞাসিল।
কহ শুনি মুনিরাজ কি কর্ম্ম হইল ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
হেনমতে জয়দ্রথ হইল নিধন ॥
অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণ আনন্দিতমন।
করে ধরি আলিঙ্গন করেন তখন ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন কহি ধনঞ্জয়।
তব হেতু চিন্তান্বিত ধর্ম্মের তনয় ॥
অতএব শীঘ্রগতি চল তথাকারে।
না জানি আছেন যুধিষ্ঠির কি প্রকারে ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় চলেন সত্বর।
সাত্যকি সহিত আর বীর বৃকোদর ॥
পবন-গমনে রথ চালান সারথি।
বাহির হলেন ব্যূহ হতে তিন কৃতী ॥
নিরখিয়া সবাকারে ধর্ম্মের নন্দন।
আলিঙ্গন করিলেন হরষিতমন ॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ কহ বিবরণ।
কি রূপে হইল জয়দ্রথের নিধন ॥
প্রত্যক্ষে কহেন সব কৃষ্ণ মহাশয়।
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা সানন্দহৃদয় ॥
হেনকালে আসিলেন ব্যাস তপোধন।
তাঁরে দেখি উঠি প্রণমিল সর্ব্বজন ॥
আশীর্ব্বাদ করি বৈসে ব্যাস মহাশয়।
হেনকালে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয় ॥
এক নিবেদন করি শুন মুনিবর।
কহিবে বৃত্তান্ত সব আমার গোচর ॥
যে কালে গেলাম আমি যুদ্ধ করিবারে।
ব্যূহমধ্যে প্রবেশিয়া কৌরবভিতরে ॥
হেনকালে আসি যুদ্ধ আরম্ভ করিতে।
এক মহাবীর আসে শূল করি হাতে ॥
পর্ব্বত আকার অতিদীর্ঘ কলেবর।
হাতেতে ত্রিশূল যেন তাল তরুবর ॥
সূর্য্যের সদৃশ তেজঃ প্রকাণ্ড শরীর।
আচম্বিতে রণস্থলে আসে মহাবীর ॥
মম রথ আগে করি ধায় বায়ুবেগে।
অশ্ব হস্তী রথ বিন্ধে ত্রিশূলের আগে ॥
তিনি নাশিলেন যত কুরুসৈন্যগণ।
সমরে কেবল করি অস্ত্র বরিষণ ॥
ইহার যথার্থ তত্ত্ব কহ মুনিবর।
কেবা সেই মহাবীর দীর্ঘ কলেবর ॥
এত শুনি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
সমুদ্র সদৃশ বুদ্ধি বড় বিচক্ষণ ॥

বলিতেছি ধনঞ্জয় শুন সাবধানে।
ইহার বৃত্তান্ত আমি কহি তব স্থানে॥
পূর্ব্বেতে তোমারে কহিলেন পঞ্চানন।
তোমার সহায় আমি হব অনুক্ষণ॥
অতএব শিব আসি করেন সমর।
তোমারে জানাই শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
রুদ্ররূপে সৃষ্টি তিনি করেন সংহার।
নিশ্চয় জানিহ এই কুন্তীর কুমার॥
এত শুনি ধনঞ্জয় মানেন বিস্ময়।
এই কথা সত্য সবে জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি নিজ স্থানে যান তপোধন।
মহা-আনন্দিত হ'ল সব যোদ্ধাগণ॥
নানা বাদ্য বাজে সবে ছাড়ে সিংহনাদ।
কৌরবের সেনাগণ গণিল প্রমাদ॥
জয় জয় শব্দ হ'ল পাণ্ডবের দলে।
না শুনি শ্রবণে কিছু বাদ্য-কোলাহলে॥
শত শত শঙ্খ বাজে তরঙ্গের রোল।
শত শত ঢাক বাজে শত শত ঢোল॥
কোটি কোটি বীরকালি বাজে জগঝম্প।
বাদ্যের নিনাদে হ'ল কৌরবের কম্প॥
মুহুর্মুহু হুহুঙ্কার ছাড়ে বীরগণ।
মেঘের নিস্বন যেন রথের নিস্বন॥
গর্জ্জন করয়ে হয় হস্তী অনুক্ষণ।
গর্জ্জিতে লাগিল মহাশব্দে সেনাগণ॥
মহানন্দে ভাসে সব পাণ্ডবের দল।
শুনি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিকল॥
দুর্য্যোধন বলে শুন সর্ব্ব যোদ্ধাগণ।
রাত্রি দিন যুদ্ধ কর নাহি নিবারণ॥
উলুকা জ্বালিয়া আজি করহ সমর।
পুনঃপুনঃ বলে রাজা হইয়া কাতর॥
এত বলি শত শত উলুকা জ্বালিল।
উলুকা জ্বালিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল॥
এতেক দেখিয়া পাণ্ডবের সেনাগণ।
উলুকা জ্বালিল লক্ষ লক্ষ সেইক্ষণ॥
দুই দুই উল্কা ধরি রথের উপর।
হেনমতে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর॥

সংসপ্তকে চলিলেন পার্থ নারায়ণ।
মহাঘোর যুদ্ধ হ'ল না যায় লিখন॥
চক্রব্যূহ করে হেথা দ্রোণ মহাবীর।
পাণ্ডবের সেনাগণে করিল অস্থির॥
নিবারিতে না পারিল বীর বৃকোদর।
রাজারে ধরিতে যায় দ্রোণ ধনুর্দ্ধর॥
হেনকালে শীঘ্রগতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
হাতে ধনু ধরি ধায় নির্ভয় শরীর॥
বাণবৃষ্টি করে দ্রোণ তাহার উপর।
নিবারয়ে বাণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনুর্দ্ধর॥
তবে ক্রোধে দ্রোণাচার্য্য এড়ে পঞ্চ বাণ
কবচ কাটিয়া তার করে খান খান॥
আর বাণ এড়ে দ্রোণ তারা হেন ছোটে
ধৃষ্টদ্যুম্ন অঙ্গে বাণ বজ্র সম ফুটে।
রথেতে পড়িল বীর হয়ে অচেতন।
সারথি পলায় রথ লয়ে সেইক্ষণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাইল দেখি দ্রোণ বীর।
বাণে বাণে খণ্ড করে রাজার শরীর॥
রাজার সংশয় দেখি সাত্যকি সত্বর।
শত শত বাণ এড়ে দ্রোণের উপর॥
সন্ধান পূরিয়া করে বাণ বরিষণ।
সাত্যকি দেখিয়া বীর হ'ল ক্রোধমন॥
সাত্যকি উপরে গুরু পূরিল সন্ধান।
একবারে প্রহারিল এক শত বাণ॥
দেখিয়া সাত্যকি বীর পূরিল সন্ধান।
খান খান করি কাটে আচার্য্যের বাণ॥
কাটিয়া সকল বাণ শিনির নন্দন।
দ্রোণের উপরে এড়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হ'ল অচেতন।
খসিয়া পড়িল হাত হতে শরাসন॥
বাণে খণ্ড খণ্ড হ'ল দ্রোণের শরীর।
মুষলের ধারে অঙ্গ বহিছে রুধির॥
সিংহনাদ করি বুলে শিনির নন্দন।
মুহূর্ত্তেকে নিপাতিল বহু সেনাগণ॥
সাত্যকির যুদ্ধ দেখি ধর্ম্মের কুমার।
ধন্য ধন্য করি প্রশংসেন বহুবার॥

কতক্ষণে দ্রোণাচার্য্য পাইল চেতন।
হাতে ধনু করি বীর মহাক্রোধমন॥
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া এড়ে দিব্য বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান॥
একবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ।
রথে পড়ে শিনিপুত্র হইয়া অজ্ঞান॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
সাত্যকিরে লয়ে পলাইল শীঘ্রগতি॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ অস্ত্রবৃষ্টি করে।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে সংগ্রামভিতরে॥
দ্রোণের বিক্রম দেখি ধর্ম্মের তনয়।
সৈন্যগণ পড়ে বহু দেখি হ'ল ভয়॥
চিন্তাকুল যুধিষ্ঠির কুন্তীর নন্দন।
কি করিব কি হইবে কে করিবে রণ॥
দুঃখিত হইয়া তবে ধর্ম্ম নরপতি।
রথ ছাড়ি সেই স্থলে বসিলেন ক্ষিতি॥
রাজারে চিন্তিত দেখি হিড়িম্বানন্দন।
সত্বরে আসিল বীর দেখিতে ভীষণ॥
যুধিষ্ঠির আগে কহে করি যোড়কর।
কিসের কারণে দুঃখ ভাব নরবর॥
মোরে আজ্ঞা কর যদি শুন নরনাথ।
একেশ্বর কৌরবেরে করিব নিপাত॥
এত শুনি আনন্দিত ধর্ম্মের নন্দন।
শিরে চুম্ব দিয়া তারে কৈল আলিঙ্গন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহাবীর।
তোমার বিক্রমে দেবগণ নহে স্থির॥
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র কুরুসেনাগণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর ভীমের নন্দন॥
ঘটোৎকচ বলে তুমি দেখ নরপতি।
অবশ্য মারিব আমি দ্রোণসেনাপতি॥
এত বলি মহাবীর গদা লয়ে করে।
শীঘ্রগতি প্রবেশিল ব্যূহের ভিতরে॥
মহাশব্দ করি বীর ব্যূহে প্রবেশিল।
দেখিয়া পাণ্ডব বল সানন্দ হইল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যে আর বৃকোদর।
সহদেব নকুল ও পাঞ্চাল-ঈশ্বর॥
শতানীক মদিরাক্ষ মৎস্য নরবর।
জরাসন্ধসুত সহদেব ধনুর্দ্ধর॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
এক যোটে চলে যত লক্ষ লক্ষ বীর॥
মার মার করি সবে ব্যূহে প্রবেশিল।
রথ রথী গজে গজে মহাযুদ্ধ হ'ল॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনি আর।
কিরূপে করিল যুদ্ধ ভীমের কুমার॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহাশয়।
কৃপা করি মুনি মোর খণ্ডাহ বিস্ময়॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস ঘটোৎকচবধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে॥

কুরুসৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের মহাযুদ্ধ ও অলম্বুষ-বধ।

মুনি বলে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন।
মহাপরাক্রম বীর হিড়িম্বানন্দন॥
তাল তরু সম গদা হাতে মহাবীর।
কুরুসৈন্যমধ্যে ধায় নির্ভয় শরীর॥
গদা লয়ে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ পদাতিক চূর্ণ করি যায়॥
সৃষ্টি নাশ করে যেন প্রচণ্ড তপন।
সেই মত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন॥
পর্ব্বত আকার কৈল দীর্ঘ কলেবর।
অভেদ্য শরীর কৈল বজ্রসম শর॥
কৈল দশ যোজন সুদীর্ঘ কলেবর।
মেঘের আকাশ বর্ণ মহাভয়ঙ্কর॥
মুখখান যুড়ে পৃথ্বী গগনমণ্ডল।
আনন্দিত ঘটোৎকচ হাসে খল খল॥
মুখ দেখি কুরুসৈন্য হারায় চেতন।
বিনা যুদ্ধে শত শত ত্যজিল জীবন॥
ঘটোৎকচ-মুখ দেখি কুরুসেনাগণ।
সত্বরে পলায় সবে লইয়া জীবন॥
শিমূলের তুলা যেন উড়ায় পবন।
হেনমতে পলাইল সব সেনাগণ॥
ঘটোৎকচ আগেতে না রহে কোন বীর।
সিংহনাদ করে বীর নির্ভয় শরীর॥

হেনকালে আসে দুঃশাসনের নন্দন।
দোষণ তাহার নাম রূপেতে মদন ।।
রথে চড়ি ধনু ধরি আসে শীঘ্রগতি।
শরজালে আবরিল ঘটোৎকচ রথী ।।
আনন্দিত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
গদা লয়ে ধায় যেন কাল হুতাশন ।।
ক্ষুধার্ত্ত গরুড় যেন পাইল ডুণ্ডুভ।
মহাক্রোধে ঘটোৎকচ ধায় সেই রূপ ।।
গদার প্রহার কৈল তাহার উপর।
রথ অশ্ব সারথিরে নিল যমঘর ।।
লাফ দিয়া যায় দুঃশাসনের নন্দন।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধমন ।।
অষ্টশিরা গদা গোটা লয়ে বীর হাতে।
হাসিতে হাসিতে মারে দোষণের মাথে ।।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হয়।
সেই মত পড়ে দুঃশাসনের তনয় ।।
দোষণ পড়িল দেখি কান্দে দুঃশাসন।
হাহাকার করি কান্দে যত যোদ্ধাগণ ।।
পুত্রশোকে দুঃশাসন মহাক্রুদ্ধ হয়ে।
হাতে ধনু করি আসে দিব্য অস্ত্র লয়ে ।।
সন্ধান পূরিয়া যোড়ে চোখ চোখ শর।
দেখি ঘটোৎকচ বীর হরিষ অন্তর ।।
দুঃশাসনে ডাকি বলে ঘটোৎকচ বীর।
আজি যুদ্ধ দেহ মোরে হইয়া সুস্থির ।।
কৌতুক দেখিবে আজি যত যোদ্ধাগণ।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন ।।
এত বলি দিব্য অস্ত্র নিল ঘটোৎকচ।
দশ বাণে বিপক্ষের কাটিল কবচ ।।
আর দশ বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
দুঃশাসন-অঙ্গ কাটি করে খান খান ।।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দুঃশাসন বীর।
রথ ত্যজি পলাইল হইয়া অস্থির ।।
দুঃশাসনভঙ্গ দেখি হাসে মহাবীর।
সিংহনাদ করি বুলে নির্ভয় শরীর ।।
নানা মায়া করি বুলে ভীমের নন্দন।
রাক্ষসী মায়ায় বীর বড় বিচক্ষণ ।।

কোনখানে অগ্নিরূপে দহে সেনাগণ।
দাবানলে দগ্ধ যেন করে মহাবন ।।
সিংহরূপ ধরি কোথা হস্তী করে নাশ।
দেখিয়া কৌরবগণে গণিল তরাস ।।
ঘটোৎকচ-যুদ্ধ দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ধন্য ধন্য করি প্রশংসেন বীরগণ ।।
কৌরবের দলে হ'ল রোদন অপার।
একা ঘটোৎকচ বীর কৈল মহামার ।।
সৈন্যগণ পড়ে দেখি কান্দে দুর্য্যোধন।
হেনকালে আসে কর্ণ রবির নন্দন ।।
ক্রোধে ধনু ধরি বীর চলে সেইক্ষণ।
ঘটোৎকচ সহ গেল করিবারে রণ ।।
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
গদা তুলি মারে বীর কর্ণের উপর ।।
অশ্ব সহ সারথিরে করিলেক চূর।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাশূর ।।
কর্ণ পলাইল দেখি ভীমের নন্দন।
মহাকোপে বহু সৈন্য করিল নিধন ।।
শত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে।
লক্ষ লক্ষ পদাতিক নিমেষে সংহারে ।।
শত শত রথ পড়ে হয়ে খান খান।
দেখিয়া কৌরব বল হ'ল কম্পমান ।।
হাহাকার শব্দ করে যত যোদ্ধাগণ।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা শোকাকুলমন ।।
ঘটোৎকচ-যুদ্ধ দেখি দ্রোণের নন্দন।
সিংহনাদ করি গেল করিবারে রণ ।।
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা এড়ে বাণ।
দেখি ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে কম্পমান ।।
এক লাফে নিজ রথে চড়ে বীরবর।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইল সত্বর ।।
হাতে তুলি নিল বীর দুর্দ্ধরিষ ধনু।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রোণপুত্র-তনু ।।
শীঘ্র অস্ত্র অশ্বত্থামা পূরিয়া সন্ধান।
নিমেষেকে নিবারিল ঘটোৎকচ-বাণ ।।
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর সন্ধান পূরিল।
তীক্ষ্ণভল্ল দশ গোটা অঙ্গেতে মারিল ।।

মোহ গেল ঘটোৎকচ রথের উপর।
সিংহনাদ করি বুলে দ্রোণের কোঙর ॥
কতক্ষণে ঘটোৎকচ পাইল চেতন।
ক্রোধে মূর্ত্তি দেখি যেন কাল হুতাশন ॥
ধনু এড়ি গদা লয়ে ধাইল সত্বর।
দোহাতির বাড়ি মারে রথের উপর ॥
গদার প্রহারে রথ খণ্ড খণ্ড হ'ল।
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা বেগে পলাইল ॥
ভয়ে কম্পমান হ'ল দ্রোণের নন্দন।
শীঘ্রগতি পলাইল লইয়া জীবন ॥
তবে ঘটোৎকচ হ'ল কুপিত অন্তরে।
হাতে গদা করি বীর ভ্রময়ে সমরে ॥
লেখাজোখা নাহি যত পড়ে সেনাবর।
পলাইয়া যায় সবে ত্যজিয়া সমর ॥
বায়ুবেগে ধায় যত অশ্ব আসোয়ার।
পলায় পদাতিগণ লেখা নাহি তার ॥
হেনমতে ঘটোৎকচ করে মহামার।
কৌরবের দলে উঠে শব্দ হাহাকার ॥
হেনকালে অলম্বুষ আসিল রাক্ষস।
মহাপরাক্রম বীর অসম সাহস ॥
রাক্ষসের সেনা লয়ে ধাইল সত্বর।
পর্ব্বত আকার বীর মহাভয়ঙ্কর ॥
রাক্ষস দেখিয়া ধায় ঘটোৎকচ বীর।
মহাগদা হাতে করি নির্ভয় শরীর ॥
গদার প্রহার করে রাক্ষস উপর।
তুই জনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতর ॥
অশ্ব হস্তী পদাতিক সম্মুখে যে পায়।
গদার প্রহারে বীর চূর্ণ করি তায় ॥
কোটি কোটি সৈন্য পড়ে না যায় লিখন।
দেখি পলাইয়া যায় যত যোদ্ধাগণ ॥
তবে ক্রোধে অলম্বুষ রাক্ষস-ঈশ্বর।
গদা লয়ে ধায় বীর সংগ্রাম ভিতর ॥
তবে ক্রোধে ঘটোৎকচ ভীমের কোঙর।
গদা প্রহারিল অলম্বুষের উপর ॥
গদার প্রহারে বীর হইল জর্জ্জর।
ত্রাসে পলাইয়া গেল আকাশ উপর ॥
অন্তরীক্ষে থাকি বীর করে ঘোর রণ।
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বানন্দন ॥
অন্তরীক্ষে ঘটোৎকচ উঠিল সত্বর।
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে শূন্যের উপর ॥
ত্রাস পেয়ে অলম্বুষ মেঘে লুকাইল।
দেখি ঘটোৎকচ বীর কুপিত হইল ॥
মায়া করি লুকাইল হিড়িম্বানন্দন।
দেখি ভয়ে অলম্বুষ পলাল তখন ॥
তথা হতে অলম্বুষ নামে রণস্থল।
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবল ॥
পুনরপি তুই জনে হইল সংগ্রাম।
নানা মায়া করে বীর অতি অনুপম ॥
দিব্য রথে অলম্বুষ করি আরোহণ।
ভীমের নন্দনে করে বাণ বরিষণ ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর গদা লয়ে ধায়।
রথ অশ্ব চূর্ণ বীর করে এক ঘায় ॥
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস-ঈশ্বর।
পুনরপি গদা লয়ে ধাইল সত্বর ॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে অবনী উপর।
গদার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
পুনরপি রাক্ষস হইল লুকিকায়।
কোথায় আছয়ে কেহ দেখিতে না পায়।
কতক্ষণে রাক্ষস আসিল আরবার।
সৈন্যের উপরে করে গদার প্রহার ॥
দেখিয়া ধাইল বীর হিড়িম্বানন্দন।
পুনরপি তুই জনে করে মহারণ ॥
দিব্য রথে চড়ি দোঁহে করয়ে সমর।
বাণেতে দোঁহার অঙ্গ হইল জর্জ্জর ॥
তবে কোপে বাণ এড়ে ঘটোৎকচ বীর।
বাণে বিন্ধি অলম্বুষে করিল অস্থির ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল শীঘ্রগতি।
পুনরপি লুকাইল রাক্ষসের পতি ॥
মায়া করি গিরিরূপ হ'ল নিশাচর।
শত শৃঙ্গ ধরে গিরি মহাভয়ঙ্কর ॥
তার এক শৃঙ্গে রহে রাক্ষসের পতি।
রণস্থলে গিরি এক হ'ল শীঘ্রগতি ॥

মহাশব্দ করি পড়ে রাক্ষস উপর।
রথধ্বজ চূর্ণ করে সংগ্রাম ভিতর ॥
দেখি ঘটোৎকচ বীর ধাইল সত্বর।
এক লাফে চড়ে গিয়া রথের উপর ॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গে যেন বসেছে রাক্ষস।
গদা হাতে করি ধায় অসম সাহস ॥
এক গদাঘাতে সব মায়া কৈল চুর।
অলম্বুষ পলাইয়া গেল অতিদূর ॥
পুনরপি অলম্বুষ আসে আচম্বিত।
দেখি ধায় ঘটোৎকচ নহে কিছু ভীত ॥
এক লাফে চড়ে তাঁর রথের উপর।
অলম্বুষ রাক্ষসেরে ধরিল সত্বর ॥
চুলে ধরি রাক্ষসেরে ভূমিতে পাড়িল।
মুকুটির ঘায়ে তার মস্তক ভাঙ্গিল ॥
রাক্ষস পড়িল দেখি ভীত কুরুবল।
মহামার ঘটোৎকচ করে রণস্থল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কর্ণ কর্ত্তৃক ঘটোৎকচ-বধ।

পিতার বিনাশ দেখি অলম্বুষি বীর।
সিংহনাদ করি আসে নির্ভয় শরীর ॥
হস্তীর উপরে বীর আরোহণ করি।
নানা মায়া করে বীর হাতে ধনু ধরি ॥
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবলে।
গদার প্রহার করে করিকুম্ভস্থলে ॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস দুর্জ্জন ॥
পুনরপি অলায়ুধ চড়ি দিব্য রথে।
সংগ্রামের স্থলে আসে ধনুঃশর হাতে ॥
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে ঘটোৎকচ বীরে।
সর্ব্ব অঙ্গ রক্তবর্ণ হইল রুধিরে ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে ভয়ঙ্কর।
গদা ফেলি মারে তার রথের উপর ॥
গদার প্রহারে রথ চূর্ণ হয়ে গেল।
লাফ দিয়া অলায়ুধ ভূমিতে পড়িল ॥
ধনু অস্ত্র এড়ি তবে গদা নিল করে।
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রাম ভিতরে ॥
মহাকোপে ডাক ছাড়ে করে মার মার
দোঁহে দোঁহাকারে করে গদার প্রহার ॥
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে ফিরে চারিভিত।
কোপে হুহুঙ্কার ছাড়ে অতি বিপরীত ॥
তবে ঘটোৎকচ বীর মহামার কৈল।
অলায়ুধ সব্য হস্তে গদা প্রহারিল ॥
দারুণ প্রহারে হস্ত খণ্ড খণ্ড হ'ল।
মর্ম্মব্যথা পেয়ে বীর ভূমিতে পড়িল ॥
লাফ দিয়া ধরে ঘটোৎকচ মহাবল।
এক চড়ে ভাঙ্গে তার দীর্ঘ বক্ষস্থল ॥
দারুণ রাক্ষস যদি পড়ে ভূমিতলে।
দেখিয়া হইল ভয় কৌরবের দলে ॥
অলায়ুধ পড়ে যদি দেখি যোদ্ধাগণ।
ভয়ে কোন বীর আর নহে আগুয়ান ॥
গদা হাতে করি ধায় ঘটোৎকচ বীর।
গদার প্রহারে সৈন্য করিল অস্থির ॥
মহাকোপে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ সৈন্য অশ্বগণে চূর্ণ করি যায় ॥
লক্ষ লক্ষ পদাতিক হইল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার ॥
আজি ঘটোৎকচ বীর করিল সংহার।
মোর সৈন্যে বীর নাহি সমান ইহার ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ সম দুই জনা।
অন্য বীর নাহি এই দোঁহার তুলনা ॥
ভীমের সমান বীর মহাপরাক্রম।
গদা হাতে করি ধায় যেন কাল যম ॥
হেনকালে পাণ্ড্য রাজা রথেতে আসিল
দুর্য্যোধন প্রতি তবে ডাকিয়া বলিল ॥
কি কারণে মহারাজ চিন্তা কর তুমি।
দেখ ঘটোৎকচ বীরে বিনাশিব আমি ॥
এত বলি ধনু ধরি যায় নৃপবর।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হরিষ অন্তর ॥
ঘটোৎকচ দেখি বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
আজি তোর ঘুচাইব সংগ্রামের সাধ ॥

স্থির হয়ে ঘটোৎকচ দেহ মোরে রণ।
এক বাণে পাঠাইব যমের সদন॥
এত শুনি ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধ হ'ল।
হাতে গদা করি বীর সত্বরে ধাইল॥
সন্ধান পূরিয়া পাণ্ড্য রাজা এড়ে বাণ।
গদায় ঠেকিয়া বাণ হ'ল খান খান॥
তবে পাণ্ড্য রাজা কোপে এড়ে পঞ্চবাণ।
পঞ্চবাণে গদা কাটি করে খান খান॥
গদা যদি কাটা গেল অস্ত্র নাহি আর।
চড় চাপড়েতে বীর করে মহামার॥
মহাকোপে ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
রথ খান সাপটিয়া ধরে সেইক্ষণ॥
এক টানে ফেলে বীর দ্বাদশ যোজন।
হেনমতে পাণ্ড্য রাজা ত্যজিল জীবন॥
এতেক দেখিয়া সবে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সেনাগণ গণিল অসার॥
দুর্য্যোধন বলে শুন সর্ব্ব যোদ্ধাগণ।
সবে মিলি ঘটোৎকচে করহ নিধন॥
সর্ব্বনাশ কৈল মোর ভীমের নন্দন।
কোনমতে জয় হবে আজিকার রণ॥
ইহার বিধান সবে কহত আমারে।
ঘটোৎকচ বধ করি কিমত প্রকারে॥
দুর্য্যোধনে সকাতর দেখি যোদ্ধাগণ।
রথে চড়ি ধায় সবে করিবারে রণ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করয়ে সমর।
নানা অস্ত্র ফেলে ঘটোৎকচের উপর॥
ভুষণ্ডী তোমর শক্তি শেল জাঠা জাঠি।
ত্রিশূল পট্টিশ নানা অস্ত্র কোটি কোটি॥
মুষলের ধারে যেন বৃষ্টি হয় নীর।
হেনমতে অস্ত্র ফেলে সব মহাবীর॥
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বানন্দন।
কোপেতে লোহিত নেত্র সাক্ষাৎ শমন॥
শীঘ্রগতি ধনু ধরি করিল সন্ধান।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সবাকার বাণ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ভীমের তনয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥

বাণাঘাতে যোদ্ধাগণ হ'ল অচেতন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায় সর্ব্বজন॥
তবে ক্রোধে ঘটোৎকচ যমের সমান।
নিমেষেকে মারিলেক লক্ষ সেনাগণ॥
দেখিয়া ব্যাকুল বড় হ'ল দুর্য্যোধন।
রোদন করিয়া যায় যত যোদ্ধাগণ॥
রথ এড়ি পথ বহে হয় ছাড়ি ধায়।
আতঙ্কেতে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায়॥
বিষম সমরে সেনা করিল নিধন।
বিমানে বসিয়া দেখে সব দেবগণ॥
শোকাকুল দুর্য্যোধন হইল মূর্চ্ছিত।
জ্ঞানহীন হ'ল যেন নাহিক সম্বিত॥
কি করিব কি হইবে ইহার উপায়।
ভাবিতে ভাবিতে তাঁর হৃদয় শুকায়॥
হইল চিন্তার জ্বর থর থর কাঁপে।
আগুন ছুটিল গায় মহা অনুতাপে॥
হেনকালে অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
কর্ণেরে কহিল শুন আমার বচন॥
একঘাতী অস্ত্র আছে তোমার সদনে।
বজ্রের সদৃশ কেহ নারে নিবারণে॥
সেই অস্ত্র এড়ি মার ভীমের নন্দন।
অবশ্য সংহার হবে না যায় খণ্ডন॥
ইহা বিনা আর কিছু না দেখি উপায়।
সেই বাণে হবে ক্ষয় কহিনু নিশ্চয়॥
কর্ণ বলে সেই বাণে বধিব অর্জ্জুনে।
যতনে রাখিনু আমি তাহার কারণে॥
কবচ বিতরি পাই সেই মহা বাণ।
যাহাতে অর্জ্জুন বীর না ধরিবে টান॥
এই অস্ত্রাঘাতে যদি ঘটোৎকচে বধি।
নিশ্চয় লিখিল মম মৃত্যু তবে বিধি॥
অর্জ্জুনের হাতে মম অবশ্য মরণ।
করিল বিধাতা এই তার সংঘটন॥
বধিতাম অর্জ্জুনে অবশ্য এই বাণে।
যত্ন করি রাখিয়াছি তাহার কারণে॥
অশ্বত্থামা বলে ভাল বলিলে বিধান।
আজি ঘটোৎকচ বীরে কর সমাধান॥

ইহার হাতেতে রক্ষা যদি পাও রণে।
তবে অর্জ্জুনেরে তুমি বধিও জীবনে ।।
এত শুনি কর্ণ কহে আনন্দিতমন।
ভাল যুক্তি কহিলে হে গুরুর নন্দন ।।
দুর্য্যোধন বলে শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
এই অস্ত্রে রাক্ষসেরে বধহ সত্বর ।।
হেন অস্ত্র আছে যদি তোমার সদনে।
তবে চিন্তা কর তুমি কিসের কারণে ।।
অর্জ্জুনে বধিবে বলি রাখিয়াছ বাণ।
যে হয় পশ্চাৎ তার করিব বিধান ।।
আজি রক্ষা কর শীঘ্র রাক্ষসের হাতে।
কেমনে দেখহ সেনা সংহারে সাক্ষাতে ।।
এই কালে শীঘ্র কর রাক্ষস সংহার।
কোটি কোটি সৈন্য দেখ মারিল আমার ।।
এত শুনি কর্ণ বীর চলিল সত্বর।
হাতে ধনু করি উঠে রথের উপর ।।
মহাদম্ভ করি যায় রবির নন্দন।
দেখি দুর্য্যোধন হ'ল আনন্দিতমন ।।
তবে কর্ণ মহাবীর সন্ধান পূরিয়া।
ঘটোৎকচ সন্নিকটে উত্তরিল গিয়া ।।
কোপে ঘটোৎকচ বীর গদা লয়ে করে।
হুহুঙ্কার করি ধায় সংগ্রাম ভিতরে ।।
গদার প্রহারে মারে বড় বড় রথী।
নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী ।।
গলা ধরি ঘোড়া মারে করিকুম্ভে গদা।
গর্জ্জিয়া গজেন্দ্র পড়ে পাড়ে রক্তে পদা ।।
রাহু যেন রাক্ষস রুধিয়া হুতাশন।
পদের চালন যার যুড়িয়া যোজন ।।
প্রসারিলে মুখখান যেন সরোবর।
রবি যেন চক্ষু রাঙ্গা দেখি লাগে ডর ।।
চরণের দপদপে বসুমতী কাঁপে।
সাগর লঙ্ঘিতে যার শক্তি একলাফে ।।
বাণ নাহি বিন্ধে গায় উখড়িয়া পড়ে।
ঘন ঘন সংগ্রামেতে সিংহনাদ ছাড়ে ।।
বিপরীত রাক্ষসের মহাবক্রগতি।
দেখি মহাকোপে ধায় অঙ্গদেশপতি ।।
লইয়া একঘ্নী অস্ত্র রবির তনয়।
সন্ধান পূরিয়া মারে তাঁহার হৃদয় ।।
অনল সমান চলে একঘাতী অস্ত্র।
দেখি ঘটোৎকচ ভয়ে হ'ল মহাত্রস্ত ।।
অস্ত্র যেন আসিতেছে গিরি সম হয়ে।
পড়িছে অনলকণা তাহে বরষিয়ে ।।
বাণ দেখি রাক্ষসের উড়িল পরাণ।
নিতান্ত ইহার ঠাঁই নাহিক এড়ান ।।
নানা অস্ত্র এড়ে বীর বাণ কাটিবারে।
মুষল মুদ্গর মারে অস্ত্রের উপরে ।।
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ করি ধায় বাণপতি।
বক্ষোদেশে বিন্ধিলেক ঘটোৎকচ রথী।
বাণাঘাতে সুব্যথিত হয়ে বীরবর।
ডাকিয়া বলিল শুন বাপ বৃকোদর ।।
হেন বুঝি অন্তকাল হইল আমার।
মৃত্যুকালে কি করিব তব উপকার ।।
এত শুনি বৃকোদর শোকেতে আকুল।
ডাকিয়া বলিল চাপি পড় কুরুকুল ।।
বীরকর্ম্ম কৈলে পুত্র অতুল সংসারে।
সম্মুখ সংগ্রামে পড়ি যাহ স্বর্গপুরে ।।
এত শুনি ঘটোৎকচ হ'ল ভয়ঙ্কর।
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ কৈল কলেবর ।।
কুরুবল চাপি পড়ে সেই মহাশূর।
লক্ষ লক্ষ রথ অশ্ব করিলেক চূর ।।
শত শত হস্তী পড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত।
পদাতিক যত পড়ে নাহি তার অন্ত ।।
কুরুবল ক্ষয় করে ভীমের নন্দন।
দেখি শোকাকুল হ'ল যত বন্ধু জন ।।
দুই দলে হইল ক্রন্দন কোলাহল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র-কল্লোল ।।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর অন্ধকার।
এইকালে ঘটোৎকচ হইল সংহার ।।
রোদন করয়ে যত পাণ্ডবের সেনা।
কুরুকুলে জয় জয় বাজিছে বাজনা ।।
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস ঘটোৎকচ বধে।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির ছন্দে ।।

কর্ণের নিকটে কপটে ইন্দ্রের কবচ গ্রহণ।

মুনিবলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে ঘটোৎকচ হইল নিধন ॥
পুত্র হত দেখি ভীম করয়ে রোদন।
হাতে গদা করি ধায় মহারুষ্টমন ॥
সৃষ্টি নাশ হেতু যেন দীপ্তিমান চণ্ড।
সেইমত করে বীর সৈন্য লণ্ডভণ্ড ॥
শত শত হস্তী পড়ে গদার প্রহারে।
নিমেষেকে পদাতিকে নিল যমঘরে ॥
ভীমকে দেখিয়া কাল শমন সমান।
ভয়েতে পলায় সবে লইয়া পরাণ ॥
সমস্ত রজনী যুদ্ধ করি সেনাগণ।
গদাঘাতে খণ্ড খণ্ড হ'ল সর্ব্বজন ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন কলেবর।
রথীগণ সেনাগণ নিদ্রায় কাতর ॥
দুর্য্যোধন-ভয়ে কেহ না পারে যাইতে।
হাতে অস্ত্র করি রথী পড়ি যায় রথে ॥
এতেক দেখিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
সৈন্যের দুর্গতি দেখি ব্যথিত হৃদয় ॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ শুন সর্ব্বজন।
আজিকার মত যুদ্ধ কর নিবারণ ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে হইল পীড়িত।
এত শুনি সর্ব্বজন হ'ল আনন্দিত ॥
ধন্য ধন্য বলি পার্থে বলে সর্ব্বজন।
মহাধর্ম্মশীল তুমি ইন্দ্রের নন্দন ॥
দয়াশীল ধর্ম্মশীল তুমি মহাশয়।
অচিরে হইবে পার্থ তোমার বিজয় ॥
এত বলি আনন্দিত হ'ল সেনাগণ।
নিদ্রাযুক্ত হয়ে সবে পড়ে সেইক্ষণ ॥
রণস্থলে পড়ে সবে হইয়া কাতর।
রথিগণ পড়ি গেল রথের উপর ॥
গজেতে মাহুত পড়ে অশ্বে আসোয়ার।
ভূমিতলে সৈন্য পড়ে শবের আকার ॥
নিদ্রাযুক্ত হয়ে সবে পড়ে রণস্থলে।
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণীর তলে ॥
রাজগণ রথে পড়ে মৃতপ্রায় হয়ে।
রতন মুকুট সব পড়িল খসিয়ে ॥
কন্দর্প সমান রূপ কোমল শরীর।
রূপবন্ত বলবন্ত সবে মহাবীর ॥
বিহনে পালঙ্ক খাট নিদ্রা নাহি হয়।
রাজচক্রবর্ত্তী সবে রাজার তনয় ॥
সুবর্ণ প্রদীপ জ্বলে রত্নগৃহ মাঝে।
কুসুমশয্যায় নিদ্রা যায় মহারাজে ॥
মনোহর নারীগণ করয়ে সেবন।
এমত করিলে নিদ্রা যায় কদাচন ॥
হেনমতে রাজপুত্র নবীন যৌবন।
রণস্থলে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন ॥
সৈন্যের শোণিতে সব হইয়া কর্দ্দম।
হেনমতে রণস্থলে দেখি হয় ভ্রম ॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বিপরীত ডাকে।
প্রেত ভূত পিশাচাদি আসে ঝাঁকেঝাঁকে ॥
দুর্গন্ধ কারণে লোক পথ নাহি চলে।
দেবগণ ভয় করে সেই রণস্থলে ॥
নিদ্রা যায় রাজগণ হয়ে অচেতন।
শবের উপরে সবে করিল শয়ন ॥
এতেক দেখিয়া পার্থ কুন্তীর নন্দন।
দুর্য্যোধনে নিন্দা করি বলিছে বচন ॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন তোমার জীবনে।
এতেক দুর্গতি দুষ্ট কৈল জ্ঞাতিগণে ॥
এতেক বলিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
শিবিরেতে চলিলেন লয়ে নারায়ণ ॥
ঘটোৎকচ-শোকে কান্দে বীর বৃকোদর।
বিলাপ করেন পার্থ বিষণ্ণ অন্তর ॥
অভিমন্যুশোকে মম বিকল শরীর।
মহাশোক দিয়া গেল ঘটোৎকচ বীর ॥
বলেন কৃষ্ণেরে চাহি বীর ধনঞ্জয়।
কি করিব আজ্ঞা মোরে কহ মহাশয় ॥
দুই পুত্র শোকে মম পুড়িছে শরীর।
কি কর্ম্ম করিব আজ্ঞা কর যদুবীর ॥
এমত শুনিয়া কহিছেন ভগবান।
বড় কর্ম্ম কৈল তব ভীমের সন্তান ॥

তাহার কারণে মৃত্যু নহিল তোমার।
শুনহ কহি যে তার পূর্ব্ব সমাচার ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন অর্জ্জুন বৃত্তান্ত।
তোমার লাগিয়া সেই আসে শচীকান্ত ॥
অক্ষয় কবচ ধরে কর্ণ মহাবীর।
শ্রবণে কুণ্ডল যুগ্ম সমান মিহির ॥
কর্ণের সমান দাতা নাহিক ভুবনে।
যে যাহা মাগয়ে তাহা দেয় সেইক্ষণে ॥
তব হিত হেতু আসে সহস্রলোচন।
উত্তরিল ইন্দ্র যথা রবির নন্দন ॥
দ্বিজরূপে যান ইন্দ্র কর্ণের নিকটে।
দ্বিজ দেখি কর্ণ প্রণমিল করপুটে ॥
প্রণাম করিয়া কহে রবির তনয়।
কোন দেশে ঘর তব কহ মহাশয় ॥
কিসের কারণে এথা গমন তোমার।
বিবরিয়া কহ মোরে সব সমাচার ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন সহস্রলোচন।
এক দান দেহ মোরে সূর্য্যের নন্দন ॥
এত শুনি কর্ণ বলে কহ দ্বিজবর।
কোন দ্রব্যে অভিলাষ মাগহ সত্বর ॥
ইন্দ্র বলে সত্য আগে কর ধনুর্দ্ধর।
তবে সে মাগিব আমি তোমার গোচর ॥
এতেক শুনিয়া কর্ণ ভাবে মনে মনে।
নাহি জানি দ্বিজরূপে এল কোন্ জনে ॥
যাহা হোক সত্য মম এই অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে দিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥
এত বলি কহে কর্ণ শুন দ্বিজবর।
দিবত সর্ব্বথা আমি কহিনু সত্বর ॥
জানহ আমার এই সত্য অঙ্গীকার।
যদি প্রাণ চাহ দিব না করি বিচার ॥
এত শুনি কহে ইন্দ্র কর্ণের গোচর।
কবচ কুণ্ডল দান করহ সত্বর ॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ ভাবে মনে মন।
হেনকালে সূর্য্যবাক্য হইল স্মরণ ॥
যোড়হাতে কর্ণ বলে করি নিবেদন।
জানিনু আপনি তুমি সহস্রলোচন ॥
অর্জ্জুনের হেতু তুমি আসিয়াছ হেথা।
কুণ্ডল কবচ দিব কত বড় কথা ॥
প্রাণ যদি চাহ তবু না করিব আন।
এত বলি কর্ণ বীর করিল প্রণাম ॥
পুনরপি কর্ণ বলে শুন মহাশয়।
অর্জ্জুনের হেতু তুমি কেন কর ভয় ॥
অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণ কমললোচন।
তাহারে মারিবে হেন আছে কোন জন
আমারে মারিবে পার্থ না যায় খণ্ডন।
যখন হইবে কুরুক্ষেত্রে মহারণ ॥
এত বলি কর্ণ বীর হাতে খড়্গ লয়ে।
অঙ্গ কাটি কবচ দিলেন ফেলাইয়ে ॥
কর্ণের সাহস দেখি দেব পুরন্দর।
তুষ্ট হয়ে বলিলেন মাগি লহ বর ॥
কর্ণ বলে বর যদি দিবে মঘবান।
একঘাতী অস্ত্র দেব মোরে দেহ দান ॥
কর্ণেরে একঘ্নী অস্ত্র দিয়া পুরন্দর।
কবচ কুণ্ডল লয়ে গেল নিজঘর ॥
বজ্রসম বাণ সেই নহে নিবারণ।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ ॥
তোমারে মারিতে কর্ণ রাখিল যতনে।
বহুদিন গুপ্ত রাখে কেহ নাহি জানে ॥
ঘটোৎকচ-হস্তে দেখি সবার সংহার।
অতএব কর্ণ তারে করিল প্রহার ॥
ঘটোৎকচ-হেতু মৃত্যু নহিল তোমার।
নিশ্চয় জানহ এই কুন্তীর কুমার ॥
অতএব শোক নাহি কর ধনঞ্জয়।
আপনার বীর্য্য জানি শত্রু কর ক্ষয় ॥
কৃষ্ণের বচনে সবে হরষিতমন।
শিবিরেতে গিয়া সবে করিল শয়ন ॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
সংসার সাগর ঘোর তরিতে তরণী ॥
অবহেলে যেই জন শুনে মন দিয়ে।
অন্তকালে স্বর্গে যায় চতুর্ভুজ হয়ে ॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে।
দৃঢ় করি ভজ ভাই গোবিন্দ-চরণে ॥

যুদ্ধে দ্রুপদ রাজার মৃত্যু।

মুনি বলে অনন্তর শুনহ রাজন।
প্রভাতে আসিল সবে হয়ে একমন॥
সংসপ্তকে চলি যান কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
দুই সৈন্য কোলাহলে হইল প্রলয়॥
মহাকোপে যোদ্ধাগণ করয়ে সমর।
বাণবৃষ্টি করে যেন বর্ষে জলধর॥
ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ হয় ঘোরতর।
সাত্যকি সহিত কর্ণ করয়ে সমর॥
দ্রোণের সহিত যুঝে পাঞ্চালনন্দন।
বিরাটের সহ সোমদত্ত করে রণ॥
শকুনি করয়ে সহদেব সহ রণ।
নকুলের সহ যুদ্ধ করে দুঃশাসন॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল রাজন।
যুধিষ্ঠির সহ মদ্রপতি করে রণ॥
শিখণ্ডী সহিত যুঝে দ্রোণের নন্দন।
সমানে সমানে বাধে ঘোরতর রণ॥
প্রলয় কালেতে যেন মেঘের গর্জ্জন।
সেই মত যোদ্ধাগণ করয়ে তর্জ্জন॥
কৃপাচার্য্য সহ জরাসন্ধের তনয়।
কৃতবর্ম্মা চেকিতানে মহাযুদ্ধ হয়॥
কাশীরাজ সহ যুঝে সুমন্ত নৃপতি।
শতানীক করে যুদ্ধ পৌরব সংহতি॥
হেনমতে যুদ্ধ করে সব যোদ্ধাগণ।
মহাকোপে করে সব অস্ত্র বরিষণ॥
ভীম সহ গদাযুদ্ধ করে দুর্য্যোধন।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে চমকিতমন॥
মহা বলবান দোঁহে করয়ে সমর।
তাল বৃক্ষ সম গদা অতি ভয়ঙ্কর॥
ভীমের সদৃশ দুর্য্যোধন নহে বাণে।
গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধন সমান দুজনে॥
দোঁহে দোঁহাকারে গদা করয়ে প্রহার।
গদার প্রহার শুনি লাগে চমৎকার॥
চারি ভিতে ফিরে দোঁহে করিয়া মণ্ডলী।
ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে দোঁহে মহাবলী॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর পবন-কোঙর।
গদা প্রহারিল দুর্য্যোধনের উপর॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হ'ল কম্পমান।
মর্ম্মে ব্যথা পেয়ে বীর হইল অজ্ঞান॥
পুনশ্চ চেতন পায় রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমের উপরে গদা করিল ক্ষেপণ॥
মহাবলী বৃকোদর পবননন্দন।
লাফ দিয়া বীর গদা করিল হেলন॥
পুনঃ দুর্য্যোধন রাজা গদা লয়ে হাতে।
দোহাতির বাড়ি মারে ভীমের মাথাতে॥
গদার প্রহারে ভীম হইল জর্জ্জর।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হরিষ অন্তর॥
ক্রোধে বৃকোদর বীর অনল সমান।
দুর্য্যোধনে মারে গদা বজ্রে অধিষ্ঠান॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হইয়া কাতর।
বেগে পলাইয়া গেল সৈন্যের ভিতর॥
দুর্য্যোধন-ভঙ্গ দেখি যত যোদ্ধাগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর পবননন্দন।
গদা হাতে করি বীর করে মহারণ॥
শত শত হস্তী মারে অশ্ব লক্ষ লক্ষ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ মানিল অশক্য॥
সাত্যকি সহিত কর্ণ করে মহারণ।
দোঁহাকারে দোঁহে বিন্ধে অতি বিচক্ষণ।
প্রাণপণে কর্ণ বীর এড়ে নানা বাণ।
কাটি পাড়ে সাত্যকি সে করি খান খান।
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে রবির নন্দন।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে নানা অস্ত্রগণ॥
এড়িল বিংশতি অস্ত্র কর্ণ মহাবীর।
বাণাঘাতে শিনিপুত্র হইল অস্থির॥
পুনশ্চ সাত্যকি বীর হ'ল সচেতন।
কর্ণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে তীক্ষ্ণ দশ বাণ।
বাণে কাটি কর্ণ তাহা করে খান খান॥
অস্ত্র ব্যর্থ করি কর্ণ এড়ে পঞ্চ বাণ।
সাত্যকির অঙ্গে ফুটে বজ্রের সমান॥

অঙ্গেতে ফুটিয়া বাণ বহিছে রুধির।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে রথে মহাবীর ॥
অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
সাত্যকি লইয়া পলাইল শীঘ্রগতি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ দ্রোণ করয়ে সমর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর ॥
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে নাহি লেখা জোখা।
প্রাণপণে যুদ্ধ করে নাহিক উপেক্ষা ॥
মহাকোপে দ্রোণ ভরদ্বাজের নন্দন।
গগন ছাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥
শত শত বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর তাহা করে খান খান ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর কুপিত হইল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া সন্ধান পূরিল ॥
দশ গোটা বাণ গুরু রোষে প্রহারিল।
কবচ ভেদিয়া তার অঙ্গে প্রবেশিল ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হ'ল কম্পমান।
খসিয়া পড়িল হাত হতে ধনুর্ব্বাণ ॥
অচেতন হয়ে বীর রথেতে পড়িল।
দেখি কুরুযোদ্ধাগণ সানন্দ হইল ॥
পুনরপি ধৃষ্টদ্যুম্ন হ'ল সচেতন।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করে মহারণ ॥
সন্ধান পূরিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্র এড়ে।
খণ্ড খণ্ড করি দ্রোণ বাণে কাটি পাড়ে ॥
বাণ ব্যর্থ করি দ্রোণ পূরিল সন্ধান।
পুনরপি প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চ বাণ ॥
নিবারিতে না পারিল পাঞ্চাল নন্দন।
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হ'ল অচেতন ॥
রথেতে পড়িল বীর নাহিক সম্বিত।
রথ লয়ে সারথি হইল একভিত ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাইল দেখি দ্রোণ বীর।
বাণবৃষ্টি করে বীর নির্ভয় শরীর ॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
কন্দর্প সমান রূপ কোমল শরীর ॥
শকুনি যতেক এড়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।
নিবারয়ে সহদেব মাদ্রীর নন্দন ॥

তবে কোপে সহদেব পূরিল সন্ধান।
শকুনির ধনু কাটি কৈল খান খান ॥
আর ধনু ধরি বীর গান্ধারনন্দন।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ ॥
পুনরপি সহদেব পূরিয়া সন্ধান।
শকুনিরে প্রহারিল পঞ্চ দশ বাণ ॥
দুই বাণে ধ্বজ কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড ॥
চারি বাণে চারি অশ্ব করিলেক ক্ষয়।
সপ্তবাণে বিন্ধিলেক শকুনি-হৃদয় ॥
অচেতন হয়ে পড়ে গান্ধার-নন্দন।
দেখিয়া ধাইল তবে সব যোদ্ধাগণ ॥
শকুনি অপর রথে করি আরোহণ।
পলাইয়া গেল শীঘ্র লইয়া জীবন ॥
নকুলেতে দুঃশাসনে হয় মহারণ।
কোপে দোঁহাকারে দোঁহে করে প্রহরণ
সন্ধান পূরিয়া বীর মদ্রসুতাসুত।
দুঃশাসন-অঙ্গে বাণ মারিল বহুত ॥
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে করিল প্রবেশ।
শোণিত পড়য়ে অঙ্গে প্রাণমাত্র শেষ ॥
অজ্ঞান হইয়া বীর রথের উপর।
খসিয়া পড়িল হাত হতে ধনুঃশর ॥
তবে কতক্ষণে বীর পাইল চেতন।
ধনু ধরি দুঃশাসন এড়ে অস্ত্রগণ ॥
দুই জনে বাণ এড়ে দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
নকুল এড়িল তবে কোপে দুই বাণ।
রথধ্বজ কাটি তার কৈল খান খান ॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে ॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
দেখি দুঃশাসন ভয়ে হইল বিকল ॥
রথ ছাড়ি দুঃশাসন বেগে পলাইল।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হাসিতে লাগিল ॥
ভগদত্ত সহ যুঝে পাঞ্চাল ঈশ্বর।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর ॥

পর্ব্বত আকার হস্তী করি আরোহণ।
দ্রুপদ সহিত যুঝে নরকনন্দন ॥
প্রাণপণে দিব্য অস্ত্র এড়িল দ্রুপদ।
কাটি পাড়ে ভগদত্ত যেন তৃণবত ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
ভগদত্তে প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চ শর ॥
কবচ ভেদিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
ভগদত্ত-অঙ্গ হতে শোণিত বহিল ॥
স্থির হয়ে ভগদত্ত পূরিল সন্ধান।
দ্রুপদের ধনু কাটি কৈল খান খান ॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত এড়ে অস্ত্রগণ।
সারথি তুরঙ্গ কাটি পাড়ে ততক্ষণ ॥
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে ভগদত্ত নৃপবর।
দুই খান করি কাটে পাঞ্চাল ঈশ্বর ॥
দ্রুপদ পড়িল দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাশোকে হইলেন নিতান্ত অস্থির ॥
হাহাকার শব্দ করে যত সেনাগণ।
পিতৃশোকে ধৃষ্টদ্যুম্ন হ'ল অচেতন ॥
আনন্দিত কুরুসৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের দলে বড় হইল বিষাদ ॥
শিখণ্ডী সহিত যুঝে অশ্বত্থামা বীর।
বাপের সদৃশ শিক্ষা সুন্দর শরীর ॥
শিখণ্ডী এড়য়ে বাণ পূরিয়া সন্ধান।
বাণে কাটি অশ্বত্থামা করে খান খান ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর কুপিত অন্তর।
পঞ্চবাণ এড়ে অশ্বত্থামার উপর ॥
বক্ষস্থলে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশবাণ।
রথে পড়ে অশ্বত্থামা হইয়া অজ্ঞান ॥
চেতন পাইয়া কতক্ষণে বীরবর।
হাতে ধনু করি বীর কুপিত অন্তর ॥
যমদণ্ড নামে বাণ পূরিল সন্ধান।
দেখিয়া শিখণ্ডী ভয়ে হ'ল কম্পমান ॥
বায়ুগতি ছোটে বাণ কি কহিব কথা।
সকুণ্ডল কাটি পাড়ে শিখণ্ডীর মাথা ॥
শিখণ্ডী পড়িল দেখি লাগে চমৎকার।
যতেক পাণ্ডববল করে হাহাকার ॥

যুধিষ্ঠির হইলেন শোকাকুল মন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দেখি বহু করয়ে রোদন ॥
কৃপাচার্য্য সহ যুঝে সহদেব রাজা।
জরাসন্ধপুত্র সেই বলে মহাতেজা ॥
অনুপম যুদ্ধ করে সংগ্রাম ভিতর।
ধন্য ধন্য করি সবে বাখানে বিস্তর ॥
মহাকোপে কৃপাচার্য্য যত বাণ এড়ে।
তত অস্ত্র সহদেব বাণে কাটি পাড়ে ॥
বাণ ব্যর্থ করি বীর পূরিল সন্ধান।
কৃপাচার্য্যের হৃদয়ে মারে পঞ্চ বাণ ॥
কবচ ভেদিয়া অঙ্গ করিল ছেদন।
শোণিত পড়য়ে ধারে হরিল চেতন ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া রথে পড়ে বীরবর।
সারথি পলায় রথ লয়ে শীঘ্রতর ॥
কৃপাচার্য্য-ভঙ্গ দেখি রবির নন্দন।
সহদেব সহ তবে করে মহারণ ॥
কৃতবর্ম্মা চেকিতানে মহাযুদ্ধ করে।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপরে ॥
দুই জনে বাণ এড়ে যত শিক্ষা জানে।
দুই জনা বিন্ধে দোঁহে চোখ চোখ বাণে ॥
তবে কৃতবর্ম্মা বীর পূরিয়া সন্ধান।
রথধ্বজ কাটি তার করে খান খান ॥
দুই বাণে ধনু কাটি পাড়ে সেইক্ষণ।
চারি বাণে চারি অশ্ব করিল ছেদন ॥
দুই বাণ কৃতবর্ম্মা এড়ে আচম্বিতে।
চেকিতান-মাথা কাটি পাড়িল ত্বরিতে ॥
চেকিতান পড়ে সৈন্য পলাইল ভয়ে।
দেখিয়া ধর্ম্মের পুত্র ব্যথিত হৃদয়ে ॥
কাশীরাজ সহ যুঝে যুযুৎসু ভূপতি।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে প্রাণের শকতি ॥
যুযুৎসু নৃপতি যোড়ে চোখ চোখ বাণ।
কাশীশের ধনু কাটি কৈল খান খান ॥
আর ধনু লয়ে কাশীরাজ এড়ে বাণ।
সেই বাণ যুযুৎসু করিল খান খান ॥
তবে কোপে কাশীরাজ কম্পমান হয়ে।
রথ এড়ি ধায় বীর খড়্গ চর্ম্ম লয়ে ॥

খড়্গের প্রহারে মারিলেক চারি হয়।
সারথির মাথা কাটি নিল যমালয়॥
এক লাফে রথে চড়ে কাশীর ঈশ্বর।
এক চোটে যুযুৎসুরে নিল যমঘর॥
যুযুৎসুরে মারি তবে কাশীরাজ গেল।
দেখিয়া পাণ্ডববল সশঙ্ক হইল॥
ত্রাসযুক্ত হয়ে সৈন্য সকল পলায়।
দুর্য্যোধন রাজা দেখি মহানন্দ পায়॥
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা শোকাকুলমন।
রথে চড়ি চলিলেন করিবারে রণ॥
হেনকালে রথে চড়ি আসে শল্যরাজা।
সম্মুখ হইল মুখামুখি মহাতেজা॥
কোপে যুধিষ্ঠির রাজা পূরিয়া সন্ধান।
দুই বাণে কাটিলেন তার ধনুখান॥
আর ধনু লয়ে শল্য গুণ দিয়া টানে।
যুধিষ্ঠির তাহা কাটিলেন সেইক্ষণে॥
পুনঃপুনঃ শল্যরাজা যত ধনু লয়।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে ধর্ম্মের তনয়॥
দেখিয়া হইল শল্য কোপাবিষ্টমন।
হাতে গদা লয়ে তবে ধায় সেইক্ষণ॥
ত্রস্ত হয়ে যুধিষ্ঠির যুড়ি অস্ত্রগণ।
কবচ কাটিয়া অঙ্গ করেন ছেদন॥
বাণাঘাতে শল্য রাজা ব্যথিত অন্তর।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর॥
গদার প্রহারে রথ গেল চূর্ণ হয়ে।
ভূমিতে পড়েন যুধিষ্ঠির লাফ দিয়ে॥
ভয়ে পলাইয়া যান পাণ্ডবের নাথ।
প্রাণপণে যান রাজা না চান পশ্চাৎ॥
দেখি শল্য রাজা তবে কহিল হাসিয়ে।
অহে মহারাজ কেন যেতেছ পলায়ে॥
স্থির হয়ে যুদ্ধ আসি কর মহাশয়।
ক্ষত্র হয়ে কেন কর মরণের ভয়॥
এতেক বলিয়া শল্য গেল নিজ রথে।
গদা এড়ি পুনরপি ধনু নিল হাতে॥
তবে শতানীক সহ পৌরব রাজন।
করয়ে অতুল যুদ্ধ বাণ বরিষণ॥

দোঁহাকারে দোঁহে তবে অস্ত্র প্রহারিল।
বাণবৃষ্টি করি তবে সূর্য্য আচ্ছাদিল॥
তবে শতানীক বীর এড়ে দিব্য বাণ।
পৌরবের ধনু কাটি কৈল খান খান॥
চারি বাণে চারি অস্ত্র কাটিল তাহার।
দুই বাণে সারথিরে করিল সংহার॥
দেখিয়া পৌরব বড় হইল ফাঁফর।
রথ এড়ি পলাইল হইয়া কাতর॥
তবে বৃকোদর বীর গদা লয়ে করে।
মহাকোপে প্রবেশিল সৈন্যের ভিতরে॥
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত যূথপতি।
সেই মতে সৈন্য মারে পবনসন্ততি॥
শত শত রথ ভাঙ্গে গদার প্রহারে।
লক্ষ লক্ষ সৈন্য বীর নিমেষে সংহারে॥
দেখি ভগদত্ত বীর কুপিত অন্তরে।
হাতী টুয়াইয়া দিল ভীমের উপরে॥
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে জল।
মহাকোপে ধায় তবে ভীম মহাবল॥
গদা ফিরাইয়া যায় যমের সমান।
দেখি ভগদত্ত বীর এড়ে দিব্য বাণ॥
দশ বাণে গদা কাটি কৈল খান খান।
কোপে ধায় বৃকোদর অনল সমান॥
যোজনেক পদ হস্তী মহাভয়ঙ্কর।
ঈষা সম দন্তগুলা দেখি লাগে ডর॥
ভীমেরে ধরিতে যায় শুণ্ড পসারিয়া।
বেগে ধায় হস্তী গোটা তর্জ্জন করিয়া॥
তবে কোপে বৃকোদর ধরে দুই পায়।
অচল সমান করী স্থাবরের প্রায়॥
মহাকোপে ধরি বীর টানে বৃকোদর।
তুলিতে নারিল হস্তী যেন গিরিবর॥
মহাকোপে হস্তী যদি টানে বৃকোদরে।
অঙ্গুলি পর্য্যন্ত তার নাড়িতে না পারে॥
এড়িলে এড়ান নাহি তুলি দেয় পদ।
বিপাকে ঠেকিয়া ভীম হ'ল বুঝি বধ॥
সঙ্কটে পড়িয়া ভীম না পায় এড়ান।
হারিয়া গজের ঠাঁই মৃতের সমান॥

ভীমের সঙ্কট দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
হাহাকার করি ধায় সহ যোদ্ধাগণ ॥
তবে কতক্ষণে বৃকোদর মহাবলে।
মুষ্টির প্রহার কৈল করী-কুম্ভস্থলে ॥
দারুণ প্রহারে করী বিকল অন্তর।
পলাইয়া গেল শীঘ্র ছাড়ি বৃকোদর ॥
তবে বৃকোদর বীর চড়ি নিজরথে।
করয়ে দারুণ যুদ্ধ ধনু লয়ে হাতে ॥
অতিক্রোধে ভগদত্ত করয়ে সংগ্রাম।
লিখনে না যায় তার যুদ্ধ অনুপম ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারে চক্ষের নিমেষে।
ভগদত্ত-যুদ্ধ দেখি দুর্য্যোধন হাসে ॥
পাণ্ডবের সেনাগণ হইল অস্থির।
দেখি মহাভয় পান রাজা যুধিষ্ঠির ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বৈষ্ণবাস্ত্রের উপাখ্যান ও ভগদত্ত-বধ।

অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কর অবধান।
হের দেখ ভগদত্ত অনল সমান ॥
সৈন্যগণ ক্ষয় মোর করিল বিস্তর।
অতএব রথ তুমি চালাও সত্বর ॥
আজি আমি রণে তারে করিব নিধন।
নিশ্চয় কহিনু আমি শুন নারায়ণ ॥
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ হয়ে আনন্দিত।
ভগদত্ত-অগ্রে রথ চালান ত্বরিত ॥
বায়ুবেগে চলে রথ পবনগমন।
ভগদত্ত সম্মুখেতে আসে সেইক্ষণ ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ধায় ভগদত্ত বীর।
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে নীর ॥
তর্জ্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
আজি যুদ্ধ কর পার্থ আমার সংহতি ॥
অবশ্য করিব আজি তোমারে সংহার।
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা এই জানিবে আমার ॥
এত শুনি কোপবন্ত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ডাকিয়া বলেন গর্ব্ব ত্যজহ বর্ব্বর ॥
কোন কর্ম্ম করি তোর এত অহঙ্কার।
আমার অগ্রেতে হেন প্রতিজ্ঞা তোমার ॥
সাক্ষাতে দেখিবে এবে যত যোদ্ধাগণ।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
অর্জ্জুনের কটুবাক্য শুনি ভগদত্ত।
মহাকোপে চালাইয়া দিল গজমত্ত ॥
বায়ুবেগে হস্তী পড়ে রথের উপর।
দেখিয়া চিন্তিত হন দেব দামোদর ॥
তথা হতে রাখিলেন রথ এক ভিত।
রাজা যুধিষ্ঠির হন অতি আনন্দিত ॥
পুনরপি দুই জনে হইল সমর।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র এড়ে দোঁহে দোঁহার উপর ॥
কোপে ভগদত্ত বীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুনেরে প্রহারিল চোখ চোখ বাণ ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভগদত্ত-বাণ করিলেন খান খান ॥
কাটেন সকল অস্ত্র পার্থ কুতূহলে।
নারাচ মারিল বীর করী-কুম্ভস্থলে ॥
দারুণ প্রহারে করী ভূমেতে পড়িল।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ বিদারিল ॥
হস্তী যদি পড়ে তাহা দেখি ভগদত্ত।
সারথি যোগায় হেনকালে এক রথ ॥
মহাবল যাটি হস্তী সেই রথ বহে।
বিস্ময় মানিয়া সব যোদ্ধাগণ চাহে ॥
হেন রথে ভগদত্ত চড়ি সেইক্ষণ।
অতিকোপে করে বীর বাণ বরিষণ ॥
যত বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমেষে করেন পার্থ তাহা খান খান ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি ভগদত্ত বীরবর।
অর্জ্জুন উপরে মারে চৌষট্টি তোমর ॥
অন্ধকার করি পড়ে অর্জ্জুন উপর।
নিবারিতে নাহি পারে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন অস্থির।
খরতর স্রোতে বহে শরীরে রুধির ॥
অচেতন হয়ে পড়ে রথের উপর।
ক্রোধ করি কহে তবে দেব দামোদর ॥

কি হেতু অশক্ত তোমা দেখি আজি রণে।
অন্য মন কর তুমি কিসের কারণে ॥
প্রতিজ্ঞা করিলে ভগদত্তে মারিবারে।
তবে কেন অচেতন হলে একেবারে ॥
ভগদত্তে বধ কর এড়ি দিব্যবাণ।
আকর্ণ পূরিয়া তুমি করহ সন্ধান ॥
আশা পেয়ে হাসে দেখ দুষ্ট দুর্য্যোধন।
দেখ কুরুকুল সব প্রফুল্ল বদন ॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ লজ্জিত হইয়া।
দিব্য অস্ত্র যুড়িলেন ধনু টঙ্কারিয়া ॥
গগন ছাইয়া বাণ এড়েন তখন।
মুষলের ধারে যেন বর্ষে নবঘন ॥
অস্ত্র বিনা সৈন্যমধ্যে নাহি দেখি আর।
দিবসে হইল যেন ঘোর অন্ধকার ॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত পূরিয়া সন্ধান।
নিমেষেকে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ ॥
তবে কোপে ভগদত্ত কহে অর্জ্জুনেরে।
এই অস্ত্রে ধনঞ্জয় বিনাশিব তোরে ॥
দেখিব কেমনে অস্ত্র কর নিবারণ।
এত বলি ভগদত্ত করয়ে তর্জ্জন ॥
বৈষ্ণব নামেতে বাণ নিয়োজিল চাপে।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্র আদি দেবগণ কাঁপে ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়িলেক বাণ।
চলিল বৈষ্ণব অস্ত্র অনল সমান ॥
দেখিয়া বৈষ্ণব অস্ত্র দেব নারায়ণ।
চিন্তান্বিত হইলেন অর্জ্জুন কারণ ॥
অর্জ্জুনে পশ্চাৎ করি দেব নারায়ণ।
আপনি দিলেন বুক পাতি সেইক্ষণ ॥
কৃষ্ণের শরীরে আসি লিপ্ত হ'ল বাণ।
দেখি যত যোদ্ধাগণ হ'ল কম্পমান ॥
এতেক দেখিয়া পার্থ লজ্জিত বদন।
কৃতাঞ্জলি করি কৃষ্ণে করে নিবেদন ॥
নিবেদি তোমারে দেব কর অবধান।
কি হেতু হৃদয়ে তুমি ধরিলে এ বাণ ॥
কোন কাজে ন্যূন মোরে দেখিলে কখন।
এবে অস্ত্র ধর তুমি কিসের কারণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখে কহিলে প্রমাণ।
তোমা হতে নিবারণ নহে এই বাণ ॥
বৈষ্ণব অস্ত্রের তুমি না জান মহিমা।
মহাতেজোময় অস্ত্র নাহি তার সীমা ॥
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ কহিবে আমারে।
হেনমত অস্ত্র কেবা দিলেক উহারে ॥
আমার অসাধ্য অস্ত্র কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ নারায়ণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন পার্থ কহি তব স্থান।
চারি মূর্ত্তি মম তুমি জানহ প্রমাণ ॥
এক মূর্ত্তি তপশ্চর্য্যা করে অনুক্ষণ।
আর মূর্ত্তি ত্রিভুবন করিছে পালন ॥
আর মূর্ত্তি ধরি সৃষ্টি করি যে সৃজন।
অন্তরূপে এক মূর্ত্তি সংহার কারণ ॥
নরক পাইল অস্ত্র আমার সদনে।
তাহা হতে পায় পৃথ্বী সে দিল নন্দনে ॥
পৃথিবীর পুত্র ভগদত্ত মহারাজা।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিচক্ষণ বলে মহাতেজা ॥
এই অস্ত্রবলে জিনে সর্ব্ব ভূমণ্ডল।
ভগদত্ত সহ সখ্য কৈল আখণ্ডল ॥
তোমা হতে অস্ত্র জানি নহে নিবারণ।
আপনি ধরি যে আমি তাহার কারণ ॥
ত্রৈলোক্যবিজয়ী বাণ বৈরী বিনাশিতে।
ব্রহ্মা আদি রক্ষা নাহি পায় যাহা হতে।
কদাচিৎ ব্যর্থ যদি চক্র মম হয়।
অব্যর্থ বৈষ্ণব বাণ ব্যর্থ কভু নয় ॥
না পারিতে তুমি এই বাণ নিবারিতে।
অমর হইলে মৃত্যু তবু ইহা হতে ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ লজ্জিত অন্তর।
পুনরপি ধনঞ্জয়ে কহে গদাধর ॥
এড়িল বৈষ্ণব অস্ত্র ভগদত্ত বীর।
এই কালে শীঘ্র কাটি পাড় তার শির ॥
নিক্ষেপ করিতে বাণ না ছিল প্রস্তুত।
শত জন এলে নাহি হইত শকত ॥
তব ভাগ্যে রাজা বাণ করিল ক্ষেপণ।
বিনা ক্লেশে বধ তারে করহ এখন ॥

আছিল বাণের তেজে বিষ্ণুর সমান।
সমরে হইত কার শক্তি আগুয়ান ॥
এবে চিন্তা কিছু নাহি কর ধনঞ্জয়।
এক্ষণে হইবে জয় জানিবে নিশ্চয় ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হরষিত মন।
সন্ধান পূরিয়া এড়িলেন অস্ত্রগণ ॥
কোপে ধনঞ্জয় বীর এড়ি পঞ্চ বাণ।
ভগদত্ত-ধনু কাটি করে খান খান ॥
আর ধনু ধরি ভগদত্ত করে রণ।
সেহ ধনু ধনঞ্জয় কাটেন তখন ॥
পুনঃপুনঃ ভগদত্ত যত ধনু লয়।
ক্রমে ক্রমে কাটিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥
কোপে ভগদত্ত বীর শক্তি নিল হাতে।
ফেলিয়া মারিল শক্তি অর্জ্জুনের মাথে ॥
ধনু টঙ্কারিয়া পার্থ মারিলেন বাণ।
কাটিলেন তার শক্তি হেন শক্তিমান ॥
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ি বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভগদত্তে মারিলেন কুলিশসমান ॥
দুই খান হয়ে পড়ে রথের উপর।
এক ঘায় ভগদত্ত গেল যমঘর ॥
রণেতে পড়িল ভগদত্ত মহাবীর।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল অস্থির ॥
ভগদত্ত-রথ লয়ে সারথি সত্বর।
ভ্রমণ করিয়া বুলে সংগ্রাম ভিতর ॥
শত শত সেনা পড়ে রথের চাপনে।
হেন বীর নাহি নিবারয়ে রথখানে ॥
দেখি কোপে ধায় বীর পবননন্দন।
সাপটিয়া রথখান করিল ধারণ ॥
বায়ুবেগে বৃকোদর ফেলে রথখান।
দেখিয়া কৌরব বল হ'ল কম্পমান ॥

দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু।

মুনি বলে মহাশয়, শুন রাজা জন্মেজয়,
হেন মতে পড়ে ভগদত্ত।
দেখি রাজা দুর্য্যোধন, শোকেতে আকুলমন
আরোহণ কৈল গজ মত্ত ॥
অশ্বত্থামা নামে হস্তী, তার তুল্য অন্য নাস্তি,
এমনি উত্তম গজবর।
বর্ণে জিনি জলধর, ঈষা দন্ত সম শর,
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥
তাহে আরোহণ করি, আসে কুরু অধিকারী
যথা আছে বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর, রোষ যুক্ত নৃপবর,
ভীম সনে করিতে সমর ॥
দেখি ধায় বৃকোদর, হাতে গদা ভয়ঙ্কর,
শমন সমান মহাবীর।
মহাকোপে অঙ্গ কাঁপে, দশনে অধর চাপে
বজ্রসম কঠিন শরীর ॥
গদা যেন কালদণ্ড, সৈন্য করে লণ্ডভণ্ড,
এক ঘায় মারে শত শত।
হস্তী অশ্ব পড়ে যত, লিখিতে না পারি তত,
শত শত চূর্ণ করে রথ ॥
আনন্দিত বৃকোদর, যুদ্ধ করে ঘোরতর,
বায়ু জিনি গতি মহাবীর।
কোপে ভয়ঙ্কর তনু, যেন প্রভাতের ভানু,
দেখি আনন্দিত যুধিষ্ঠির ॥
হেনকালে দুর্য্যোধন, করীবরে আরোহণ,
গদা লয়ে ধায় বীরবর।
দেখি যত যোদ্ধাগণ, সবে সশঙ্কিত মন,
সংগ্রাম হইল ঘোরতর ॥
তবে কোপে বায়ুসুত, যেন ঠিক যমদূত,
গদা প্রহারেন করীমুণ্ডে।
বজ্রাঘাতে যেন গিরি, সেইমত পড়ে করী,
খণ্ড খণ্ড হয় সেই দণ্ডে ॥
ভয়েতে কম্পিত মন, এক লাফে দুর্য্যোধন,
হস্তী ত্যজি পড়িল ধরণী।
গদা লয়ে দুই করে, প্রহারিল বৃকোদরে,
বজ্রের সদৃশ শব্দ শুনি ॥
গদাঘাতে বৃকোদর, ক্রোধে কাঁপে থরথর,
নিজ গদা ধরে দৃঢ়মুষ্টি।
ভানুবর্ণ জিনি মূর্ত্তি, যুগান্তের সমবর্ত্তী,
সংহার করিতে যেন সৃষ্টি ॥

অতিক্রোধে বৃকোদর, মারে গদা খরতর,
দুর্য্যোধন রাজার উপর।
গদাঘাতে দুর্য্যোধন,অঙ্গকাঁপে ঘনেঘন,
পলাইল ত্যজিয়া সমর ।।
দুর্য্যোধন-ভঙ্গ দেখি,ভীমসেন হয়ে সুখী,
সংহারিল বহু সৈন্যগণ।
সৈন্যকেহনহেস্থির,দেখিকোপেদ্রোণবীর
দ্রুতগতি আসিল তখন ।।
আকর্ণ পূরিয়া দ্রোণ,এড়ি নানা অস্ত্রগণ,
বিন্ধিলেক ভীমের হৃদয়।
মূর্চ্ছিত হইল বীর, অঙ্গে বহিছে রুধির,
পলাইল পবনতনয় ।।
পলাইল ভীমসেন,দেখি আনন্দিতদ্রোণ,
বাণ বৃষ্টি করে মহাবীর।
শত শত সৈন্য পড়ে,কদলী যেমন ঝড়ে,
যোদ্ধাগণ হইল অস্থির ।।
তবে কোপে ধনঞ্জয়,দেখি সৈন্য অপচয়,
শীঘ্র আসে দ্রোণের সম্মুখে।
ক্রোধে করেবাণবৃষ্টি,যেনসংহারিতেসৃষ্টি,
দিব্য অস্ত্র ফেলে লাখে লাখে ।।
অর্জ্জুনেরে দশ বাণ, দ্রোণাচার্য্য বলবান,
মারিলেক সমর ভিতরে।
খাইয়া দ্রোণের বাণ,পার্থ হয়ে হতজ্ঞান,
পড়িলেন রথের উপরে ।।
অর্জ্জুনে বিমুখ করি,দ্রোণাচার্য্যগেলফিরি
সেনাগণে করিতে বিনাশ।
দারুণ দ্রোণের বাণে,স্থির নহেকোনজনে
যুধিষ্ঠির গণেন হুতাশ ।।
যেইবীর রণেপৈশে,দ্রোণেরসম্মুখেআসে
তারে দ্রোণ করয়ে সংহার।
যেন যুগান্তের যম,দেখি দ্রোণ কাল সম,
পাণ্ডবের নাহিক নিস্তার ।।
দেখি কৃষ্ণ সেনা নাশ,কহেন মধুর ভাষ,
শুন দ্রোণ আমার বচন।
অশ্বত্থামা পুত্র তব,আজি হয়ে পরাভব,
ভীমহস্তে হইল নিধন ।।

শুনি দ্রোণাচার্য্য বীর,হলেন তাহেঅস্থির
মনেতে হইল বড় ত্রাস।
অশ্বত্থামা জন্ম যবে,শূন্যবাণী হ'ল তবে,
চিরজীবী কহিলেন ব্যাস ।।
সুমেরু ভাঙ্গিয়াপড়ে,চন্দ্র সূর্য্যস্থান ছাড়ে
তবু মিথ্যা নাহি কহে মুনি।
অসম্ভব কথা হেন, কহিলেন নারায়ণ,
এ কথা বিস্ময় বড় মানি ।।
এত ভাবি কহে দ্রোণ,শুন প্রভু নারায়ণ,
তব মায়া বুঝিতে না পারি।
পূর্ব্বে ব্যাস দিল বর,চারিযুগে সে অমর,
এবে কেন হেন কহ হরি ।।
পুনঃ কন দামোদর, বিনাশিল বৃকোদর,
হয় নয় পুছ ভীম স্থানে।
মিথ্যা নাহিকহিআমি,নিশ্চয় জানিহতুমি,
অশ্বত্থামা পড়িয়াছে রণে ।।
এতশুনিদ্রোণাচার্য্য,পুত্রশোকে হীনধৈর্য্য,
পুনরপি কহিল তখন।
তবে আমি সত্যমানি,যদি কহে নৃপমণি,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন ।।
তবে প্রভু নারায়ণ, কহিলেন সেইক্ষণ,
যুধিষ্ঠিরে ডাকি নিজ পাশ।
অশ্বত্থামা হত বাণী,দ্রোণে কহ নৃপমণি,
দ্রোণ যেন জানে সত্য ভাষ ।।
কৃষ্ণের শুনিয়া বাণী, কহেন পাণ্ডবমণি,
কিরূপে কহিব মিথ্যা বাণী।
আমাতেবিশ্বাসকরি,দ্রোণজিজ্ঞাসিবেহরি
মম বাক্য সত্য হেন জানি ।।
কি রূপে কহিব মিথ্যা,যুক্ত নহেএই কথা,
যদি মম হয় সর্ব্বনাশ।
বিশ্বাসঘাতিতা করি,কিমতে কহিব হরি,
মহাপাপ নাশিলে বিশ্বাস ।।
পুনরপি নারায়ণ, করিছেন বিজ্ঞাপন,
প্রকার করিয়া কহ দ্রোণে।
অশ্বত্থামাহতবাণী,আমি তাহা সত্যজানি
ইতি গজ পড়ি গেল রণে ।।

পুনঃ কন যুধিষ্ঠির, শুন শুন যদুবীর,
তথাপিহ অধর্ম্ম বিস্তর।
মিথ্যা যদি কহি আমি,হইব নরকগামী,
উদ্ধারের বলহ উত্তর॥
এত শুনি বৃকোদর,ক্রোধেকাঁপে কলেবর,
কহিতে লাগিল সেইক্ষণ।
হইয়া পাণ্ডবস্বামী, সকল নাশিলে তুমি,
তব সত্য না জানি কেমন॥
অধর্ম্ম করিলে যদি,হয়লোক অধোগতি,
কি করিল রাজা দুর্য্যোধন।
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি সপ্ত রথিগণে,
একা শিশু করিল নিধন॥
সত্যবাদী সদা ধর্ম্ম,তুমি কিকরিলে কর্ম্ম,
নাশিলে সকল রাজ্য ধন।
আমার বচন শুনি, কই তুমি নৃপমণি,
এই কথা স্বরূপ বচন॥
মোরেযদিপুছেদ্রোণ,কহি আমিপুনঃপুনঃ
পুনঃ কহি এক শত বার।
ইহা বলি বৃকোদর, কহিলেন দৃঢ়তর,
অশ্বত্থামা হত সারোদ্ধার॥
শুন দ্রোণ কহি সার,সমরেতে আজিকার,
মম হতে অশ্বত্থামা হত।
জানাই স্বরূপ আমি,নিশ্চয় জানহ তুমি,
এই কথা নহে অন্যমত॥
এত শুনি কহে দ্রোণ,প্রত্যয় না হয় মন,
তোমার বচনে বৃকোদর।
হত যদি মোর পুত্র, কহ ধর্ম্ম সুচরিত্র,
নিজ মুখে ধর্ম্ম নৃপবর॥
শুনি দেব নারায়ণ, কুপিত হইল মন,
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
কহ তুমি নৃপমণি, এই কথা সত্যবাণী,
তবে বধ করিবে দ্রোণেরে॥
তাহা শুনি ধর্ম্মসুত, হইয়া বিষাদযুত,
কহিলেন দ্রোণের গোচর।
অশ্বত্থামা হ'ল নাশ, ইতি গজ সত্যভাষ,
জানহ স্বরূপ এ উত্তর॥

পুনরপি কহে দ্রোণ,সত্য কহ হে রাজন,
অশ্বত্থামা হইল বিনাশ।
কহেন ধর্ম্মের সুত, অশ্বত্থামা হ'ল হত,
ইতি গজ সত্য এই ভাষ॥
দ্রোণ পুছে যত বার, কহিলেন ততবার,
যুধিষ্ঠির সেমত উত্তর।
লঘুস্বরে নৃপমণি, কহে ইতি গজবাণী,
পুনঃপুনঃ দ্রোণের গোচর॥
যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি,সত্য হেন দ্রোণজানি,
পুত্রশোকে হলেন আকুল।
ধনুধরিবামকরে,কান্দেদ্রোণউচ্চৈঃস্বরে,
লোহে ভিজে অঙ্গের দুকুল॥
পুত্রশোকে গুরুদ্রোণ, হইলেন অচেতন,
চেতন হারান দ্বিজবর।
কণ্ঠতলেধনুরাখি,কান্দে দ্রোণ হয়েদুঃখী,
অশ্রু পড়ে গুণের উপর॥
হেনকালে রমাপতি,বলেন অর্জ্জুন প্রতি,
হের দেখ বীর ধনঞ্জয়।
কালসর্প দংশেদ্রোণে,শীঘ্রকাটিপাড়বাণে
এইকালে কুন্তীর তনয়॥
তবে পার্থ বীরবর, অস্ত্র মারি দৃঢ়তর,
সর্প বলি কাটে ধনুর্গুণ।
কণ্ঠতল বিন্ধি ধনু, অস্থির হইল তনু,
রথেতে পড়িয়া গেল দ্রোণ॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন,রথে পড়েদেখি দ্রোণ,
খড়্গ লয়ে ধাইল সত্বর।
যথা ধায় মৃগপতি, তথা ধায় শীঘ্রগতি,
উঠে গিয়া রথের উপর॥
কাটিল দ্রোণের শির,দেখে যত কুরুবীর,
হাহাকার করে সর্ব্বজন।
লইয়া দ্রোণের শির, ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর,
নিজরথে আসিল তখন॥
দ্রোণের নিধন দেখি,দুর্য্যোধন হয়েদুঃখী,
বিলাপ করয়ে বহুতর।
হাহাকার শব্দকরি,কান্দে কুরুঅধিকারী,
পড়ি গেল ধরণী উপর॥

ব্যাস বিরচিত গাথা, অপূর্ব্ব ভারতকথা,
শ্রবণেতে কলুষনাশন।
যজ্ঞ ব্রত হোম দান, নহে ইহার সমান,
মুক্ত হয় শুনে যেই জন ॥
গোবিন্দের গুণকর্ম্ম, শুনিলে বাড়য়ে ধর্ম্ম,
ইহা বিনা সুখ নাহি আর।
রক্ত পদ কোকনদ, ভক্ত জন সিদ্ধপদ,
অখিলের আপদ সংহার ॥
নানারূপে অবতরি, দৈত্যগণে ক্ষয় করি,
পাতকীর পরিত্রাণ হেতু।
এঘোর সাগরমঝে,উদ্ধারিতে দেবরাজে,
নিজ নামে বান্ধি দিলে সেতু ॥
অভয়চরণে মন, ভক্তি রহে ত্রিবিক্রম,
এই মাত্র করি নিবেদন।
সংসার সাগরঘোরে,উদ্ধার করিবেমোরে
কাশীরাম দাস বিরচণ ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা।

মুনি বলে শুন জন্মেজয় নৃপবর।
দ্রোণাচার্য্য পড়ি গেল সংগ্রাম ভিতর ॥
সন্ধ্যার সময় দ্রোণ পড়ি গেল রণে।
রোদন করয়ে তবে যত কুরুগণে ॥
দুর্য্যোধন রাজা কান্দে করি হাহাকার।
সৈন্যমধ্যে মহাশব্দ ক্রন্দন অপার ॥
দুর্য্যোধন কান্দি বলে শুন যোদ্ধাগণ।
কোন জন কিবা রূপে করিবে তারণ ॥
এমন গুরুকে শত্রু সংহারিল রণে।
কে তারিবে কে মারিবে পাণ্ডবের গণে ॥
পিতামহ বীর ছিল ভুবনে দুর্জ্জয়।
তাঁহাকে পাণ্ডবগণ নিল যমালয় ॥
যাঁহার বিক্রমে ভৃগুরাম নহে স্থির।
হেন পিতামহে মারে ধনঞ্জয় বীর ॥
অতি শোকাকুল হয়ে কান্দে দুর্য্যোধন।
হেনকালে তথা আসে সূর্য্যের নন্দন ॥
কর্ণে দেখি দুর্য্যোধন বলে অভিমানে।
ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতি পড়ি গেল রণে ॥
এখন কি বল সখে আছে কি উপায়।
কর্ণ বলে শুন রাজা বলি হে তোমায় ॥
বড়ই দুর্ব্বল পুরাতন বৃদ্ধ ছিল।
বাণ শিক্ষা ছিল তাই সমর করিল ॥
দোঁহা হেতু শোক নাহি কর দুর্য্যোধন
আমিই বান্ধিয়া দিব পাণ্ডবের গণ ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিব সমর ভিতর।
রণস্থলে শোক নাহি কর নৃপবর ॥
হেনকালে তথা আসিলেন অশ্বত্থামা।
কৃতবর্ম্মা সঙ্গে আর কৃপাচার্য্য মামা ॥
পিতার বিনাশ শুনি হলেন অস্থির।
শোকে অচেতন হ'ল অশ্বত্থামা বীর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-হস্তে শুনি পিতার নিধন।
মহাকোপে কাঁপে বীর দ্রোণের নন্দন।
দুর্য্যোধনে চাহি বলে দ্রোণের তনয়।
আমি যাহা কহি তাহা শুন মহাশয় ॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে ধনু যদি ধরি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় নরকেতে পড়ি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে না মারিয়া না আসিব ঘরে।
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি সবার গোচরে ॥
গো-বধে ব্রাহ্মণ-বধে যত পাপ হয়।
সেই পাপ মোরে যদি না মারি নিশ্চয়
এত শুনি আনন্দিত কৌরব কুমার।
যুদ্ধ নিবারিয়া গেল স্থানে আপনার ॥
পাণ্ডবের দলে হ'ল আনন্দ অপার।
সবে বলে কুরু আজি হইল সংহার ॥
বাদ্যের নিনাদ হ'ল না যায় লিখন।
আনন্দেতে নৃত্য করে নট নটীগণ ॥
রত্নসিংহাসনে বৈসে রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃগণ সহ আনন্দিত যত বীর ॥
ঋষিমুখে জন্মেজয় করেন শ্রবণ।
এত দূরে দ্রোণপর্ব্ব হ'ল সমাপন ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে যেই জন।
অন্তকালে হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥
হরি হরি বল ভাই হরি কর সার।
অনায়াসে যাবে চলি ভবসিন্ধু পার ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণন।

"গোকুলে গোকুলানন্দং দেবং বৃন্দাবনেশ্বরং।
মূর্ত্তিমন্তং বৈকুণ্ঠেশং নমামি বরদং হরিং॥"

গোবিন্দ চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
রচিলাম দ্রোণপর্ব্ব পুথি।
বিরচিল ব্যাসমুনি, অমৃত সমান জানি,
শ্রবণে নাশয়ে অধোগতি॥
গোবিন্দের লীলারস, যাহাতে সংসারবশ,
ত্রিভুবনে এই মাত্র সার।
ভজ সাধু অনুক্ষণ, নিবিষ্ট করিয়া মন,
নাহি ভয় রবে যমদ্বার॥
পূর্ণ হিমকর সম, মুখচন্দ্র নিরুপম,
পদ নখ যেন দশ বিধু।
রক্তোৎপল জিনি পদ, ভুবনে অতুল্যপদ,
প্রেমরসে বৃষ্টি করে মধু॥
চতুর্ভুজ পীতাম্বর, বনমালা মনোহর,
কৌস্তুভ শোভিত বক্ষদেশ।
মুকুট কুণ্ডল শোভা, দীপ্ত দিনকর আভা,
বিচিত্র আসন নাগ শেষ॥
ক্ষীরোদসাগরজলে, নিদ্রা যান মায়াছলে,
নাভিপদ্মে সৃষ্টি করে ধাতা।
ত্রিভুবন করি সৃষ্টি, করেন পীযূষ বৃষ্টি,
ব্রহ্মারে করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা॥
মুখচন্দ্র যাঁর দীপ্ত, ত্রিভুবন হইল তৃপ্ত,
চন্দ্ররূপে ভুবন প্রকাশ।
স্থিতি যাঁর অন্তরীক্ষে, শূন্যভরে দুইপক্ষে,
নিজ গুণে তমঃ হয় নাশ॥
নানারূপ মূর্ত্তি ধরি, বিষ্ণুমায়া সৃষ্টি করি,
মোহিত করেন সর্ব্বজনে।
মায়াতেআচ্ছন্নহয়ে, নানারূপে ক্লেশপেয়ে
যায় লোক যমের ভবনে॥
গোবিন্দ-সেবক যেই, সর্ব্বত্র বিজয়ী সেই,
নাহি তার শমনের ভয়।
নিজ রথ আরোহণে, পাঠাইয়া ভক্তজনে
লয়ে যান আপন আলয়॥
অনুক্ষণ ধ্যান করি, একমনে ভাবি হরি,
রচিলাম ভারত আখ্যান।
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস, শুনিলে কলুষ নাশ,
এত দূরে হ'ল সমাধান॥

দ্রোণপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

ভারত-রত্ন।

কর্ণপর্ব্ব।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব [illegible]
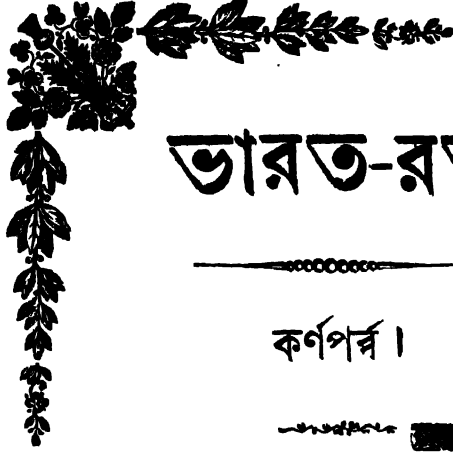
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

কর্ণকে সেনাপতিত্বে বরণ।

বীর যোদ্ধা ক্রমে সবে পড়িল সমরে।
দৈবের বিপাকে হেন বিদিত সংসারে॥
ভীষ্ম দ্রোণ হত হলে চিন্তে দুর্য্যোধন।
কারে সেনাপতি করি কে করিবে রণ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা আকুল পরাণ।
মন্ত্রিগণে আনি তবে করয়ে বিধান॥
শকুনি কহিল কর্ণ আছে মহামতি।
সেনাপতি পদে তারে বর শীঘ্রগতি॥
করুক সমর কর্ণ বলে বীরগণ।
কি ছার পাণ্ডব করে তার সহ রণ॥
রণজয়ী হবে কর্ণ ভাবি দুর্য্যোধন।
সৈন্যাপত্যে অভিষেক করে সেইক্ষণ॥
কর্ণে অভিষেক করি সানন্দ হৃদয়।
অবশ্য জিনিবে কর্ণ ভাবিল নিশ্চয়॥
দুর্য্যোধন বলে সখা কহি যে তোমারে।
ভীষ্ম দ্রোণ রণে মৈল উপেক্ষি সমরে॥
ক্ষমা-করি না বুঝিল জানিনু তখন।
নৈলে কেন মোর সৈন্য হইবে নিধন॥
এখন করহ সখা মোর হিত কার্য্য।
যুধিষ্ঠিরে জিনি মোরে সব দেহ রাজ্য॥
হেন মতে বহুরূপ করিল বিনয়।
দুর্য্যোধন-বাক্য শুনি সূর্য্যপুত্র কয়॥
আমার প্রতাপ তুমি জান ভাল মতে।
অবশ্য জিনিব আমি পাণ্ডবের নাথে॥
তোমার বিজয় যশ করি দিব আমি।
সসাগরা পৃথিবীতে তুমি হবে স্বামী॥
কর্ণের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
আনন্দে রজনী বঞ্চে লয়ে বীরগণ॥
পর দিন প্রভাতেতে কর্ণ-আজ্ঞা ধরি।
অস্ত্র লয়ে বীর সব গেল আগুসরি॥
গজ বাজী ধ্বজ ছত্র শত শত যায়।
সাজিল কৌরবগণ সমুদ্রের প্রায়॥
নানা অস্ত্রে সাজি কর্ণ চড়ে গিয়া রথে।
চলিল সংগ্রামভূমে ধনুঃশর হাতে॥ (১)
কটক চলিল বহু রথী হ'ল কর্ণ।
বাসুকি জিনিতে যেন চলিল সুপর্ণ॥
দ্রোণের নন্দন চলে মহাধনুর্দ্ধর।
অস্ত্রধারী অশ্বত্থামা সমরে প্রখর॥
অবশিষ্ট নৃপতির যত অনুচর।
চলিল সংগ্রামভূমে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর॥
মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে প্রচণ্ড।
কৃতবর্ম্মা ও বাহ্লীক ধরে ছত্রদণ্ড॥

নারায়ণী সেনা আর কৃপ মহাশয়।
রাজার দক্ষিণে আছে সংগ্রামে নির্ভয় ॥
ত্রিগর্ত্ত সৌবল আদি যত মহাবীর।
বাম ভাগে রহে সবে নির্ভয় শরীর ॥
সাজিল কৌরবদল দেখি যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনে কহেন তবে ধর্ম্মমতি ধীর ॥
দেবাসুর নাহি সহে যাহার প্রতাপ।
সেই কর্ণ আসে রণে করি বীরদাপ ॥
হের ঐ আইসে কর্ণ করিতে সংগ্রাম।
দেবাসুর ভয় করে শুনি যার নাম ॥
কর্ণেরে জিনিয়া ভাই শীঘ্র যশ লও।
ত্রিভুবন মধ্যে যদি মহাবীর হও ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ধনঞ্জয় বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ করি সৈন্য করে স্থির ॥
বাম শৃঙ্গে ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
দক্ষিণ পৃষ্ঠেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয় ॥
মধ্যবর্ত্তী ধনঞ্জয় বীর ধনুর্দ্ধর।
পৃষ্ঠে যুধিষ্ঠির সহ দুই সহোদর ॥
যুদ্ধসাজে রহিলেন দুই মহাবীর।
অর্জ্জুনের কাছে রহে নির্ভয় শরীর ॥
ব্যূহমুখে বীর সব করে সিংহনাদ।
দুই দলে বাদ্য বাজে নাহি অবসাদ ॥
কর্ণের বিক্রম দেখি কুরু করে গর্ব্ব।
দ্রোণের বীরত্ব যত করিলেক খর্ব্ব ॥
দুই দলে যুদ্ধ হয় অতি অসম্ভব।
দুই দলে হানাহানি উঠে মহারব ॥
রথে রথে গজে গজে পদাতি পদাতি।
আসোয়ারে আসোয়ারে ধানুকি সংহতি ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ আর ক্ষুর তীক্ষ্ণ শর।
অক্ষয় সন্ধান করি এড়িছে তোমর ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পড়ে ভরিয়া গগন।
পৃথিবী যুড়িয়া পড়ে যত যোদ্ধাগণ ॥
যেন পূর্ণ মহীতলে অবতার ভানু।
যেমন পোড়ায় বন জ্বলন্ত কৃশানু ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে শরজালে পূরিল ধরণী।
ধূলায় আঁধার নাহি দেখি দিনমণি ॥

ক্রোধ করি ভীমসেন ধরে ধনুঃশর।
লাফ দিয়া উঠে বীর হস্তীর উপর ॥
সাত্যকি শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিক্রমে প্রধান ॥
ভীমসেনে বেড়ে সবে সিংহনাদ করি
রোষে বীর ধায় যেন হস্তীকে কেশরী
বাহিনী মথিয়া আসে বীর বৃকোদর।
দেখিয়া রুষিল ক্ষেমধূর্ত্তি নৃপবর ॥
কুলূত দেশের রাজা ক্ষেমধূর্ত্তি নাম।
বিক্রমে সিংহের প্রায় সমরে শ্রীরাম।
মহাগজে আরোহিয়া আসে ক্রুদ্ধমনে
প্রথমে তোমর বাণ মারে ভীমসেনে।
শরেতে তোমর করে ভীম খণ্ড খণ্ড।
ছয় বাণ বিন্ধে বীর সমরে প্রচণ্ড ॥
ক্রোধ করি ভীমসেন বরিষয়ে শর।
বাণ মারে ক্ষেমধূর্ত্তি হস্তীর উপর ॥
শরাঘাতে ভঙ্গ দিল গজেন্দ্র বিশাল।
রাখিতে না পারে ক্ষেমধূর্ত্তি মহীপাল
কতক্ষণে ক্ষেমধূর্ত্তি সুযোগ পাইল।
ভীমেরে বিন্ধিতে বীর সমরে ধাইল ॥
খুরপা বাণেতে কাটে ভীম-শরাসন।
আর ধনু নিল হাতে ভীম বিচক্ষণ ॥
নারাচ মারিয়া কৈল হস্তীর নিধন।
লাফ দিয়া এড়াইল বীর বিচক্ষণ ॥
ধন্য ধন্য করি সবে বাখানে তখন।
ধন্য বীর ক্ষেমধূর্ত্তি বলে কুরুগণ ॥
গদাহাতে ভীমসেন পেয়ে বড় লাজ।
ক্ষেমধূর্ত্তি নৃপতির মারে গজরাজ ॥
লাফ দিয়া ক্ষেমধূর্ত্তি হস্তী এড়াইল।
গদা মারি ভীম তারে ভুমিতে পাড়িল
সিংহের প্রতাপ যেন পড়িল মাতঙ্গ।
ক্ষেমধূর্ত্তি পড়ে দেখি সৈন্য দিল ভঙ্গ ॥
তবে কর্ণ মহাবীর পাণ্ডবে ধাইল।
পাণ্ডব সৈন্যেতে মহাক্রোধে প্রবেশিল।
বাছিয়া বাছিয়া বাণ বরিষয়ে কর্ণ।
সর্পের সভায় যেন পশিল সুপর্ণ ॥

সেনা ভঙ্গ দিল আর পড়ে অশ্ব গজ।
ছয় বাণে কাটি পাড়ে যত রথধ্বজ ॥
নিরন্তর কর্ণবীর বরিষয়ে বাণ।
লক্ষ লক্ষ বীর পড়ে ভীম বিদ্যমান ॥
অশ্বত্থামা বীর সনে যুঝে বৃকোদর।
শ্রুতকর্ম্মা সনে চিত্রসেন ধনুর্দ্ধর ॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ সাত্যকির রণ।
প্রতিবিন্ধ্য সহ যুঝে চিত্র যশোধন ॥
দুর্য্যোধন সহ যুঝে রাজা যুধিষ্ঠির।
নারায়ণী সেনা সহ পার্থ মহাবীর ॥
কৃপ আর ধৃষ্টদ্যুম্নে সমর দুর্জ্জয়।
শিখণ্ডী সহিত কৃতবর্ম্মা মহাশয় ॥
মদ্রপতি সহ শ্রুতকীর্ত্তির বিক্রম।
দুঃশাসন সহ সহদেব যমসম ॥
বিন্দ অনুবিন্দ সহ হইল সংগ্রাম।
সাত্যকি রণেতে পটু অতি অনুপম ॥
দুই বীরে হানাহানি ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ বলে মার মার ॥
বিন্দ অনুবিন্দ বীর বাণ বরিষয়।
শত শত বাণ পড়ে নাহি করে ভয় ॥
কাটিলেক সাত্যকির দিব্য শরাসন।
আর ধনু হাতে নিল বীর বিচক্ষণ ॥
ক্ষুরপা বাণেতে তবে সাত্যকি প্রবীর।
তৃণবৎ করি কাটি পাড়ে তার শির ॥
অনুবিন্দ পড়ে দেখি তার সহোদর।
মহাকোপে বিন্দ বীর বরিষয়ে শর ॥
খরস্রোতে রক্ত পড়ে সাত্যকি-শরীরে।
দুই জনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে ॥
পরস্পর অশ্ব রথ সারথি কাটিল।
দোঁহে মহাবীর্য্যবান কেহ না টলিল ॥
বিবর্ণ হইল দোঁহে করি বহুরণ।
পরস্পর মহাযুদ্ধ করে দুই জন ॥
বাণে বাণে হানাহানি করে দুই বীর।
বলহীন হ'ল দোঁহে নিস্তেজ শরীর ॥
দুই জনে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
বাণেতে জর্জ্জর তনু হ'ল অচেতন ॥
চিত্রসেন সহ শ্রুতকর্ম্মা করে রণ।
দুই জনে মহাবীর যুদ্ধে বিচক্ষণ ॥
ধ্বজ কাটা গেল তবে পরস্পর শরে।
দুই বীরে মিশামিশি সংগ্রাম ভিতরে ॥
তবে শ্রুতকর্ম্মা বীর মহাধনুর্দ্ধর।
চিত্রসেন-মাথা-কাটি ফেলে ভূমিপর ॥
পড়িলেক চিত্রসেন কৌরবের ত্রাস।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর পাইল প্রকাশ ॥
পড়িলেক চিত্রসেন চিত্র তবে রোষে।
তাহার বিক্রম দেখি প্রতিবিন্ধ্য হাসে ॥
রথের কাটিল ধ্বজ বিন্ধিল সারথি।
সংগ্রামে কাতর অতি চিত্র মহারথী ॥
তবে শক্তি ফেলি মারে চিত্ররাজ-মাথে
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর কাটে অর্দ্ধপথে ॥
মহাগদা লয়ে বীর মারে আরবার।
রথের সারথি তবে করিল সংহার ॥
পুনরপি রথে পড়ে মহাধনুর্দ্ধর।
বিংশতি তোমর মারি ভেদিল অন্তর ॥
দুই বাহু প্রসারিয়া পড়ে মহাবীর।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর সমরে সুধীর ॥
শরে শর নিবারিয়া মারে কুরুবল।
ক্রোধে আসে অশ্বত্থামা বলে মহাবল ॥
সেইক্ষণে ভীমসেন হাতে নিল ধনু।
শরবৃষ্টি করি বিন্ধে দ্রোণপুত্রতনু ॥
বলি সঙ্গে ইন্দ্র যেন করিল সংগ্রাম।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় অনুপম ॥
সন্ধান করয়ে দিব্য অস্ত্র দুই বীর।
নানা অস্ত্র বিন্ধে দোঁহে নির্ভয় শরীর ॥
সর্ব্ব দিকে বিজলি চমকে হেন দেখি।
তারা যেন গগনেতে ছোটয়ে নিরখি ॥
অস্ত্রের মুখেতে ঘন বাহিরায় অগ্নি।
আকাশে উঠয়ে যেন বজ্র ঝনঝনি ॥
দশদিক আবরিল নাহিক সঞ্চার।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় অন্ধকার ॥
মহাঘোর যুদ্ধ হ'ল দুই মহাবলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে ॥

সাধু সাধু বলি ধন্য দেয় সর্ব্বজন।
বিমানে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ ॥
বহুক্ষণ পরে দুই বীর অচেতন।
কেহ কারে নাহি পারে সম দুই জন ॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ হাতে ধনু।
নবজলধর যেন ধরিলেক তনু ॥
বরিষা কালেতে যেন বরিষে নির্ঝর।
শরবৃষ্টি করে বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
নারায়ণী সেনা মারে ধনঞ্জয় রোষে।
খদ্যোতগণেরে যথা দিনকর নাশে ॥
কত শত বীরমাথা কাটে ধনঞ্জয়।
ধনু দণ্ড ছাতা কাটে পার্থ মহাশয় ॥
বাণেতে কাটিয়া বাণ করিলেন রাশি।
সারি সারি মাথা পড়ে গগন পরশি ॥
গজ বাজী পড়ে সব রথী সারি সারি।
পড়িল যতেক সৈন্য লিখিতে না পারি ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বত্থামা আসে মহাবীর।
দিব্য অস্ত্র আরোপিয়া সৈন্য কৈল স্থির ॥
তবে দুই মহাবীরে হ'ল মহারণ।
শরে অন্ধকারাচ্ছন্ন নর নারায়ণ ॥
অতিক্রোধে ধনঞ্জয় বিন্ধে বহু শর।
দ্রোণনন্দনের তনু করেন জর্জ্জর ॥
মগধের পতি আসে দণ্ডধার নাম।
হস্তী অশ্ব রথ সৈন্য লয়ে অনুপম ॥
মহাবীর দণ্ডধার করে মহারণ।
সেইক্ষণে অর্জ্জুন কাটেন হস্তিগণ ॥
বজ্রাঘাত পড়ে যেন পর্ব্বত উপর।
অর্জ্জুনের বাণে গজ পড়িল বিস্তর ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তারে করেন সংহার।
হস্তী হতে ভূমিতলে পড়ে দণ্ডধার ॥
অনিবার মহাযুদ্ধ করেন অর্জ্জুন।
যুগান্ত প্রলয় যেন সংগ্রামে নিপুণ ॥
পাণ্ডবের সেনা যত মহা বীরবর।
যুঝিতে লাগিল সবে নির্ভয় অন্তর ॥
অশ্বত্থামা বীর মারে পাণ্ডু সেনাগণ।
ক্রোধ করি পার্থ যুঝে রণে বিচক্ষণ ॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
কর্ণ সহ কুরুবল আসিল তখন ॥

কর্ণের সহিত যুদ্ধে নকুলের
পরাভব।

দুঃশাসনে জিনি তবে নকুল প্রবীর।
কর্ণের অগ্রেতে গেল নির্ভয় শরীর ॥
বুভুক্ষু ভুজঙ্গ যেন নকুল প্রচণ্ড।
তীক্ষ্ণ বাণে মহাবীরে কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
আপনি মারেন বীর অস্ত্র হাতে করি।
সদর্পে নকুল কর্ণে বলে আগুসরি ॥
যাহা ছিল কর্ণ তুই করিলি প্রকাশ।
তোমা হতে ক্ষত্রকুল হইল বিনাশ ॥
আজি রণমধ্যে তোরে করিব সংহার।
কৃতকৃত্য হইবেন ধর্ম্ম অবতার ॥
হাসিয়া বলিল কর্ণ তুই অল্পবুদ্ধি।
কিছু না জানিস্ তুই বিক্রমের শুদ্ধি ॥
কি কর্ম্ম করিয়া প্রশংসহ আপনাকে।
আজি ছন্ন হলে দেখি কর্ম্মের বিপাকে
নকুলে এতেক বলি রুষে কর্ণবীর।
পঞ্চ শত শরে বিন্ধে তাহার শরীর ॥
শর হানি কর্ণ তার কাটিলেক ধনু।
আর শত বাণে তার বিন্ধিলেক তনু ॥
আর ধনু লয় বীর নকুল সুমতি।
ত্রিশ বাণ কর্ণ বীরে বিন্ধে শীঘ্রগতি ॥
তিন বাণ সারথিরে মারিল প্রচণ্ড।
ক্ষুরবাণ মারি তারে কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
ঊনত্রিশ বাণ তারে মারিলেক কর্ণ।
সর্ব্বগাত্রে রক্ত পড়ে দেখিতে বিবর্ণ ॥
আশ্বস্ত হইয়া বাণ মারিল নকুল।
কর্ণের ধনুক কাটি করিল আকুল ॥
আর ধনু নিল কর্ণ সংগ্রাম ভিতর।
সেহ ধনু কাটিলেক নকুল সুন্দর ॥
আর ধনু লয়ে কর্ণ যুড়িলেক শর।
শরে সমাচ্ছন্ন নকুলের কলেবর ॥
শরে শর নিবারয়ে নকুল প্রচণ্ড।
মহাবীর কর্ণ শর করে খণ্ড খণ্ড ॥

কর্ণবাণে নভোমার্গ হ'ল অন্ধকার।
সূর্য্যের কুমার বীর সূর্য্য অবতার॥
কাটিল হাতের ধনু রথের সারথি।
সচিন্তিত হ'ল তবে নকুল সুমতি॥
চারি ঘোড়া কাটে বীর সমরে প্রচণ্ড।
তৃণবৎ করি রথ করে খণ্ড খণ্ড॥
ধ্বজ-পতাকাদি কাটে কাটে অলঙ্কার।
শর হানি কর্ণবীর করে কদাকার॥
নকুল পরিঘ লয়ে ধাইল সত্বর।
পরিঘ কাটিল শরে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
ভয় পেয়ে মাদ্রীপুত্র চাহে চারি ভিত।
পরিহাস করে কর্ণ সংগ্রামে পণ্ডিত॥
গলায় ধনুক দিয়া বান্ধিয়া রাখিল।
মনে মনে নকুলের সঙ্কট হইল॥
হাসিয়া বলয়ে কর্ণ শুন শিশুমতি।
যুদ্ধ না করিহ আর গুরুর সংহতি॥
আপনার সমকক্ষ সহ কর রণ।
বলবান সহ নাহি যুঝ কদাচন॥
কভু না করিহ রণ চলি যাহ ঘরে।
কহ গিয়া এবে তব যত সহোদরে॥
এত বলি কর্ণ বীর নকুলে এড়িল।
কুন্তীর বচন মানি তারে না মারিল॥
লজ্জিত নকুলবীর কর্ণের বচনে।
চলিল আপন দলে বিরস বদনে॥
পাঞ্চালে দেখিয়া তবে সূর্য্যের নন্দন।
হাতে যমদণ্ড ধায় করিয়া গর্জ্জন॥
পাণ্ডবের সেনাপতি পাঞ্চাল নৃপতি।
কৌরবের সেনাপতি উলূক সুমতি॥
দুই দলে মহারণ করে দুই জন।
পশিল সমর মাঝে পাঞ্চাল রাজন॥
তুমুল বাধিল রণ বীর দুই জনে।
সকল পাঞ্চালগণ ধায় একমনে॥
নিবারিল শরজাল কর্ণ বীরবর।
সন্ধান করিল বাণ নির্ভয় অন্তর॥
একে একে করে কর্ণ বাণের প্রহার।
রথধ্বজ-পতাকাদি করিল সংহার॥
ভঙ্গ দিয়া সব দল চারি ভিতে ধায়।
মৃগেন্দ্র দেখিয়া যেন হরিণী পলায়॥
কেহ কারে নাহি চায় পলায় সত্বর।
রাখিবারে নাহি পারে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ক্রোধমুখে ধনঞ্জয় কর্ণ পানে চায়।
ক্ষুধার্ত্তিত সিংহ যেন গজরাজে ধায়॥
কর্ণ বাণ বরিষয়ে নিবারে অর্জ্জুন।
শিশির পাইয়া যেন শোষেন তপন॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ উঠয়ে আকাশ।
অন্ধকার হ'ল সূর্য্য নাহিক প্রকাশ॥
কোথায় মুষল বৃষ্টি পরিঘ বিশাল।
কোথায় পড়িছে শেল কোথা ভিন্দিপাল।
অর্জ্জুনের বাণ পড়ে যমের সোসর।
ভয়ে চক্ষু মুদি রহে যত কুরুবর॥
নর অশ্ব গজ রথ পড়ে সারি সারি।
কুরুবল ভঙ্গ দিল সহিবারে নারি॥
যুগান্ত কালেতে যেন প্রলয় তরঙ্গ।
ত্রাস পেয়ে কুরুবল রণে দিল ভঙ্গ॥
দিন অবশেষ হ'ল রজনী প্রবেশে।
সকল কৌরব গেল আপনার বাসে॥
বিজয় দুন্দুভি বাজে পাণ্ডবের দলে।
শিবিরে চলিল রাজগণ কুতূহলে॥

কর্ণ-দুর্য্যোধন-সংবাদ।

শিবিরেতে গেল দুর্য্যোধন মহারাজ।
অর্জ্জুনের সহ রণে পেয়ে বড় লাজ॥
কাহার বাহন নাহি কারো নাহি ধনু।
অর্জ্জুনের বাণে সবে ছিন্ন-ভিন্ন-তনু॥
মুখে গদগদ বাণী বদন বিবর্ণ।
অপমানে বসিলেক ভূমিতলে কর্ণ॥
দশন ভাঙ্গিয়া যেন বারণ পলাল।
মহাভুজঙ্গমে যেন চরণে পিষিল॥
সেমত কৌরবগণ মহা লজ্জা পায়।
মনোদুঃখী দুর্য্যোধন শিবিরেতে যায়॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া রাজা দুর্য্যোধন বলে।
কি করিব কি হইবে বলহ সকলে॥

দুর্য্যোধন বলে শুন সূর্য্যের তনয়।
তোমা হতে হ'ল মম কুরুকুল ক্ষয়॥
প্রতিজ্ঞা করিলে তুমি জিনিব পাণ্ডবে।
সেনাপতি করিলাম বুঝি অনুভবে॥
তোমার বচনে আমি যুদ্ধ কৈনু পণ।
তুমি জয় করি দিবে পাণ্ডুর নন্দন॥
পুনঃপুনঃ কহিলে যে করি অহঙ্কার।
আমার সাক্ষাতে সে পাণ্ডব কি ছার॥
তোমার সামর্থ্য যত সব ব্যর্থ হ'ল।
তব আগে পার্থ মোর সৈন্য নিপাতিল॥
যদ্যপি কহিতে আগে জিনিতে নারিবে।
স্মরণ নিতাম তবে পাণ্ডবের তবে॥
অনেক নিন্দিয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন।
ভূমিতলে বসিলেন বিরস বদন॥
দেখিয়া শুনিয়া বীর কর্ণ মহাবল।
ক্রোধেতে জ্বলয়ে যেন জ্বলন্ত অনল॥
হাতে হাত কচালয়ে ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস।
অহঙ্কারে কর্ণ বীর চাহিছে আকাশ॥
দুর্য্যোধন-মুখ চাহি ভাবে বীর কর্ণ।
দেবাসুর মধ্যে যেন রুষিল সুপর্ণ॥
যোদ্ধামধ্যে বুদ্ধিমন্ত অর্জ্জুন বিশেষ।
শ্রীকৃষ্ণ সতত তারে দেয় উপদেশ॥
করযোড়ে বলে কর্ণ শুন মহাশয়।
আজি তার গর্ব্ব আমি খণ্ডাব নিশ্চয়॥
কর্ণের বচনে হৃষ্ট হ'ল দুর্য্যোধন।
উল্লাসিত হইলেক কৌরবের গণ॥
মহাবীর কর্ণ যুদ্ধে অপমান গণি।
ফুকারি ফুকারি চিত্তে কাটায় রজনী॥
প্রভাতে চলিয়া গেল সভা বিদ্যমানে।
মূর্ত্তিমন্ত সর্প যেন আপনা বাখানে॥
মোর সম বীর নাহি ভুবন ভিতরে।
কোন গুণে গুণী পার্থ কিবা বল ধরে॥
আজি তারে মারি পাঠাইব যমঘরে।
কিম্বা সে মারুক মোরে সংগ্রাম ভিতরে
গাণ্ডীব নামেতে ধনু আছে তার করে।
বিজয় নামেতে ধনু রাম দিল মোরে॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বিজয় শরাসন।
ইন্দ্র যারে ধরি কৈল অসুর নিধন॥
বাসবেরে আরাধিয়ে পায় ভৃগুরাম।
রাম মোরে অর্পিলেন ধনু অনুপম॥
দিব্য দিব্য অস্ত্র দিল রাম মহাবীর।
অক্ষয় কবচ যাহে অভেদ্য শরীর॥
অর্জ্জুনেরে মারি তোমা দিব আজি যশ।
সাগরান্ত বসুমতী করি দিব বশ॥
পার্থের সারথি নিজে সেই নারায়ণ।
আমা হতে অধিক সে সেই সে কারণ॥
কৃষ্ণের সমান গুণ সেই সে বিশাল।
আমার সারথি হৌক শল্য মহাপাল॥
তবে সে নিমিষে আমি অর্জ্জুনে জিনিব।
অপর পাণ্ডবগণে বান্ধিয়া আনিব॥
দ্রুপদ প্রভৃতি আর যত মহারাজে।
মুহূর্ত্তেকে জিনি দিব নিজ ভুজতেজে॥
শল্যেরে সারথি যদি করি দেহ মোরে।
নিষ্পাণ্ডব করি রাজ্য দিবত তোমারে॥
এত শুনি দুর্য্যোধন চলে শীঘ্রগতি।
যথা বসিয়াছে রাজা মদ্র-অধিপতি॥
রাজারে দেখিয়া শল্য জিজ্ঞাসে কারণ।
কহ মহারাজ হেথা কেন আগমন॥
রাজা বলে নিকটেতে আসিনু তোমার।
ভয়ার্ত্ত জনের তুমি হবে কর্ণধার॥
অবধান কর রাজা করি নিবেদন।
পার্থ হতে বলাধিক রবির নন্দন॥
পার্থের সারথি যেই নিজে নারায়ণ।
মহাবুদ্ধি সেহ রথে মন্ত্রী বিচক্ষণ॥
যেন কৃষ্ণ তেন তুমি মহা মতিমান।
মহাতেজোবন্ত তুমি ইথে নাহি আন॥
কর্ণরথে যন্ত্রী তুমি হও মহাশয়।
তবে পরাজিবে কর্ণ কৃষ্ণ ধনঞ্জয়॥
শল্য রাজা বলে আমি বিদিত ভুবন।
কি ছার মনুষ্য কর্ণ কহত রাজন॥
রথেতে সারথি আমি হইব তাহার।
হেন অপমান আর না কর আমার॥

পৃথিবী সহিতে নারে মোর অস্ত্র বল ।
প্রতাপে শুষিতে পারি সমুদ্রের জল ॥
মোর অপমান নাহি কর দুর্য্যোধন ।
আজ্ঞা কর মহারাজ যাই নিকেতন ॥
এত বলি শল্য রাজা উঠিয়া চলিল ।
স্তুতি করি দুর্য্যোধন কহিতে লাগিল ॥
আপনা হইতে যার হয় শ্রেষ্ঠ গুণ ।
তাহারে সারথি করি সংগ্রামে নিপুণ ॥
ত্রিপুর দহিতে যবে যান শূলপাণি ।
ব্রহ্মারে সারথি কৈল পরাক্রম জানি ॥ (২)
জানি তুমি মহাবীর পুরুষপ্রধান ।
মোর দলে বীর নাহি তোমার সমান ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ শকুনি সৌবল ।
অশ্বত্থামা ভগদত্ত তুমি মহাবল ॥
এই সব বীর লয়ে মোর অহঙ্কার ।
ছলযুদ্ধে তা সবারে করিল সংহার ॥
তুমি আর কর্ণ বীর দুই অবশেষ ।
অর্জ্জুনে মারিতে যত্ন করহ বিশেষ ॥

শল্যের সারথ্য-স্বীকার ও কর্ণের আত্মশ্লাঘা ।

দুর্য্যোধন নৃপতির শুনিয়া বচন ।
সারথি হইতে শল্য করিল মনন ॥
নানা অস্ত্র পরিপূর্ণ পতাকা নিচয় ।
চড়িল কর্ণের রথে শল্য মহাশয় ॥
হাতেতে পাঁচনি লয়ে হইল সারথি ।
যুদ্ধ করিবারে যায় কর্ণ মহামতি ॥
শল্যের অগ্রেতে কর্ণ আপনা বাখানে ।
চিত্ররথ আসে যদি বিনাশিব বাণে ॥
যদি যম আদি সঙ্গে আসে দেবরাজ ।
জিনিব সবারে আজি সংগ্রামের মাঝ ॥
সবারে মারিয়া আজি মারিব অর্জ্জুন ।
দুই দলে দেখিবেক আজি মোর গুণ ॥
শুনিয়া কর্ণের বাণী বলে শল্যপতি ।
বিষম বীরত্ব তোর অহঙ্কার অতি ॥
অশক্ত দুর্ব্বল তুমি নহ পার্থসম ।
ধনঞ্জয় মহাবীর পুরুষ উত্তম ॥
যদুসেনা জিনি আনে সুভদ্রারে হরি ।
শঙ্করে তুষিল হিমালয়ে যুদ্ধ করি ॥
দহিল খাণ্ডববন জিনি দেবগণে ।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া রাখে রাজা দুর্য্যোধনে ॥
আপনি হারিলে তুমি উত্তর গোগ্রহে ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি প্রতাপ না সহে ॥
প্রাণপণে পার্থ সহ যদি কর রণ ।
জানি যে নিশ্চয় আজি তোমার মরণ ॥
শল্যেরে চাহিল অনাদরে কর্ণ বীর ।
জয় জয় করি চলে রণকর্ম্মে ধীর ॥
রথ চালাইল বীর পবনের বেগে ।
প্রবেশিল কর্ণ বীর সংগ্রামের আগে ॥
পাণ্ডবের রথ আদি পূর্ব্বভাগে দেখে ।
অহঙ্কারে কর্ণ বীর বলয়ে কৌতুকে ॥
যে মোরে দেখাবে আজি ধনঞ্জয় বীর ।
সুবর্ণে ভূষিত তার করিব শরীর ॥
যে মোরে দেখাবে আজি পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
এক শত গ্রাম দিব পরম সুন্দর ॥
যে মোরে দেখাবে পার্থে সংগ্রাম ভিতর ।
সুবর্ণে মণ্ডিত হস্তী দিব মনোহর ॥
পঞ্চ শত অশ্ব দিব মণিতে মণ্ডিত ।
চারি শত গবী দিব বৎসের সহিত ॥
ছয় শত রথ দিব রত্নে সুশোভিত ।
এক শত দাসী দিব রত্নেতে ভূষিত ॥
যে আমারে দেখাইবে অর্জ্জুন দুর্জ্জয় ।
যাহা চাহে তাহা দিব বলিনু নিশ্চয় ॥
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণে করিব সংহার ।
যত ধন পাই আমি সকলি তাহার ॥
এত বলি কর্ণ বীর করে সিংহনাদ ।
সকল কৌরব করে জয় জয় বাদ ॥
তবল দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ বহুল ।
সৈন্য করে সিংহনাদ শব্দেতে তুমুল ॥
পুনঃ বলে শল্যরাজ শুন কর্ণ বীর ।
দেখিবে অর্জ্জুন বীরে না হও অস্থির ॥
কি কারণে দিবে ধন অশ্ব হস্তীগণে ।
কৃষ্ণ সহ ধনঞ্জয়ে দেখিবে এক্ষণে ॥

কৃষ্ণার্জ্জুনে কহ তুমি করিবে সংহার।
হেন ছার বাক্য কহ করি অহঙ্কার॥
বন্ধুগণ তোমারে না করে নিবারণ।
কাল পরিপূর্ণ হ'ল তোমার মরণ॥
গলায় বান্ধিয়া শিলা সমুদ্র তরিতে।
একেশ্বর ইচ্ছা তুমি করিতেছ চিতে॥
একত্র হইয়া যুঝে সকল কৌরবে।
অর্জ্জুনের ঠাঁই তবু পরাভব পাবে॥
দুর্য্যোধন আদি করি বলি সবাকারে।
শুন কর্ণ যদি বাঞ্ছা আছে বাঁচিবারে॥
সবান্ধবে লহ গিয়া ধর্ম্মের শরণ।
তবে সে অর্জ্জুন হাতে এড়াবে মরণ॥
শল্যের বচনে কহে কর্ণ বীর রোষে।
না বুঝিয়া জ্ঞানহীন মহাজনে দোষে॥
অর্জ্জুনে প্রশংসা করে মোরে নাহি বলে
আজি অর্জ্জুনেরে আমি মারিব সমূলে॥
যদি বজ্রহস্তে আসে দেবের ঈশ্বর।
নিবারিতে নারে সেহ কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
শল্য বলে কর্ণ বীর না করহ দাপ।
আপনি জানহ মনে অর্জ্জুন-প্রতাপ॥
দুই জনে বিসম্বাদ হইল বিস্তর।
ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ যায় সংগ্রাম ভিতর॥
সৈন্যগণ সঙ্গে গেল রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনি সৌবল কৃপ দ্রোণের নন্দন॥
দুঃশাসন কৃতবর্ম্মা উলূক নৃপতি।
সাজিয়া আসিল রণে সব নরপতি॥
ব্যূহ করি কর্ণ বীর হ'ল আগুয়ান।
দুই পার্শ্বে দুই বীর কর্ণের সমান॥
অর্জ্জুনে কহিল তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
সংগ্রামে সাজিয়া আসে কর্ণ মহাবীর॥
প্রতিব্যূহ করি শীঘ্র কর নিবারণ।
সৈন্য যেন না লঙ্ঘয়ে রাধার নন্দন॥
রাজার আদেশ পেয়ে বীর ধনঞ্জয়।
প্রতিব্যূহ করিলেন বিপক্ষ বিজয়॥
অগ্নিদত্ত রথে বীর আরোহণ করি।
কৃষ্ণ সঙ্গে সাজিলেন নানা অস্ত্র ধরি॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ বাজয়ে মাদল।
সিংহনাদ করি সৈন্য করে কোলাহল
নারায়ণী সেনা আর সংসপ্তকগণ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি অস্ত্র করে বরিষণ॥
মহাবলবান সেই সংসপ্তকগণ।
একেশ্বর যুঝে বীর ইন্দ্রের নন্দন॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া কর্ণ মহাহৃষ্ট হ'ল।
সৈন্য সৈন্য রথ সহ বহু যুদ্ধ হ'ল॥
সৈন্য সাগরের মধ্যে গেল ধনঞ্জয়।
সেই যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব হয়॥

কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাভব।

কর্ণের বচন শুনি শল্য বলে দাপে।
বিস্তর করিল রণ আপন প্রতাপে॥
এই দেখ রণে আসে সর্ব্ব সৈন্যগণ।
কাহার সামর্থ্য করে পার্থে নিবারণ।
হের দেখ ভীমসেন পবনকুমার।
সহদেব বীর দেখ পর্ব্বত আকার॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির দেখ বিদ্যমান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি অগ্নির সমান॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র কি দিব তুলনা।
ইহাদের পুরোভাগে যাবে কোন জনা
শিখণ্ডী সাত্যকি দেখ নৃপ-আগুয়ান।
চলহ সমরে আজি হয়ে সাবধান॥
সিদ্ধ হ'ল মনোরথ দেখ ধনঞ্জয়।
সংগ্রামে করহ আজি অর্জ্জুনের ক্ষয়।
বলিতে বলিতে মিশামিশি দুই দল।
মহাযুদ্ধ বাধে ক্রমে মহা কোলাহল।
ক্রোধ করি কর্ণ বীর প্রবেশিল রণে।
সিংহ যেন চলি যায় কুতূহলমনে॥
প্রবেশিয়া কর্ণ বীর করে মহারণ।
বাছিয়া বাছিয়া মারে বড় বীরগণ॥
সংগ্রামেতে প্রবেশিল কর্ণের কুমার।
দশ বাণে ভীম তারে করিল সংহার।
সাক্ষাতে দেখিয়া কর্ণ আপনা পাসরে
পুত্রের কাটিল মাথা বীর বৃকোদরে।

কর্ণপুত্রে নাশি কাটে কৃপাচার্য্য ধনু।
তিন বাণে বিন্ধিলেক দুঃশাসন-তনু ॥
ছয় বাণে শকুনিরে করিল বিকল।
রথ কাটি উলূকেরে বিন্ধে তার পর ॥
থাক্ থাক্ সুষেণ কাটিব তোর শির।
এত বলি বাণ মারে ভীম মহাবীর ॥
তিন বাণে বিন্ধিলেক ভীম বীর তাকে।
সুষেণ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র মারে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
নকুল সহিত যুদ্ধ বাড়িল বহুল।
দুঃশাসন সাত্যকিতে সংগ্রাম তুমুল ॥
অতিক্রোধে কর্ণ বীর রণে প্রবেশিল।
ইন্দ্র দেবরাজ যেন সমরে আসিল ॥
একে কর্ণ মহাবীর পেয়ে অপমান।
নিজ পুত্র পড়ি গেল নিজ বিদ্যমান ॥
যুধিষ্ঠির বধে যুক্তি কৈল কর্ণ বীর।
ক্রোধে পরিপূর্ণ কর্ণ কাঁপয়ে শরীর ॥
একবারে যুড়ি মারে শত শত বাণ।
পাণ্ডবের সৈন্য বিন্ধি করে খান খান ॥
মহাধনুর্দ্ধর বীর বরিষয়ে শর।
বিচিত্র বিক্রম দেখি কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
মহারথিগণে বিন্ধে নিবারিতে নারে।
একেশ্বর কর্ণ যুঝে পাণ্ডব সমরে ॥
গজ বাজী ধ্বজ ছত্র রথ সারি সারি।
অযুত অযুত পড়ে লিখিতে না পারি ॥
মুণ্ড কাটি পাড়ে কার কুণ্ডল সহিত।
অস্ত্র সহ হস্ত কাটি পাড়িল ত্বরিত ॥
যুধিষ্ঠিরে রক্ষিবারে ধায় বহু দল।
দৃষ্টিমাত্রে কাটি পাড়ে কর্ণ মহাবল ॥
যুধিষ্ঠির কর্ণে তবে কহে উচ্চৈঃস্বরে।
শুন কর্ণ এক কথা বলি যে তোমারে ॥
দুর্য্যোধনবাক্যে কর মম সহ রণ।
যুদ্ধ অভিলাষ তোর খণ্ডাব এখন ॥
এত বলি ধর্ম্ম মারিলেন দশ বাণ।
তাঁর শরাসন কাটে কর্ণ ধনুষ্মান্ ॥
ক্রোধভরে যুধিষ্ঠির যেন হুতাশন।
টঙ্কারিয়া লইলেন অন্য শরাসন ॥
যমদণ্ড সম ধনু অতি ভয়ঙ্কর।
মহেশের শূল যেন জ্বলে বৈশ্বানর ॥
বজ্রের সমান সেই বাণে যুধিষ্ঠির।
কর্ণের দক্ষিণ ভাগে বিন্ধিলেন বীর ॥
বেদনা পাইল তাহে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর ॥
অবশ হইল তনু খসি পড়ে ধনু।
অশোক কিংশুক যেন রক্তে বহে তনু ॥
হাহাকার কুরুবলে তখনি উঠিল।
পাণ্ডবের সৈন্যে জয়ধ্বনি প্রকাশিল ॥
মহা সিংহনাদ করে পাণ্ডবের দল।
চেতন পাইয়া উঠে কর্ণ মহাবল ॥
যুধিষ্ঠির-বধ কর্ণ চিন্তি মনে মন।
টঙ্কারিয়া হাতে নিল দিব্য শরাসন ॥
বিজয় নামেতে ধনু নিল আরবার।
দিব্য ধনু যেন চন্দ্র সূর্য্যের আকার ॥
সত্যসেন ও সুষেণ কর্ণের দু-সুত।
তিন বাণে ধর্ম্মে বিন্ধে বিক্রমে অদ্ভুত ॥
বিন্ধেন নৃপতি সত্যসেনের শরীরে।
তিন বাণে বিন্ধিলেন কর্ণ মহাবীরে ॥
সব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ একেশ্বর।
সপ্তবাণে বিন্ধে যুধিষ্ঠির-কলেবর ॥
রাজারে রাখিতে আসে যত যোদ্ধাগণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন দ্রুপদনন্দন ॥
সুষেণ নকুল সহদেব কাশীপতি।
শিশুপাল-পুত্র আসে অতি শীঘ্রগতি ॥
একেবারে অস্ত্র এড়ে কর্ণের উপর।
সব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে পরাজয়।
কালান্তক যম যেন কর্ণ মহাশয় ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির কাটিলেক ধনু।
সন্ধান পূরিয়া বীর বিন্ধিলেক তনু ॥
কবচ কাটিয়া পাড়ে ধরণী উপরে।
রুধির পড়িছে ধারে ধর্ম্ম-কলেবরে ॥
ক্রোধে শক্তি ফেলি মারে রাজা যুধিষ্ঠির
শক্তিঘাতে ভেদিলেন কর্ণের শরীর ॥

তবে ক্রোধে কর্ণ বীর মারে তীক্ষ্ণ শর।
সেই শরে বিন্ধিলেক ধর্ম্ম-কলেবর ॥
হৃদয়ে বিন্ধিল আর বিন্ধিল কপাল।
ধ্বজ ছত্র কাটে বীর বিক্রমে বিশাল ॥
গজ অশ্ব কাটা গেল ঘটিল প্রমাদ।
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সৈন্য করে আর্ত্তনাদ ॥
আর রথে চড়িলেন ধর্ম্ম নৃপবর।
রথ চালাইয়া দেন কর্ণের উপর ॥
জিনিলেক কর্ণ বীর পাণ্ডবের নাথে।
উপহাস করে কর্ণ ধর্ম্মের সাক্ষাতে ॥
ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছ তুমি মহাজন।
বাণেতে কাতর হয়ে পরিহর রণ ॥
ক্ষত্রধর্ম্মে দক্ষ বলি তোমা নাহি গণি।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মে রায় তোমাকে বাখানি ॥
আর যুদ্ধ না করিও কর্ণ বীর সনে।
যদি প্রাণে রক্ষা চাও যাহ নিজ স্থানে ॥
এত বলি কর্ণ বীর এড়িল নৃপতি।
ক্ষমিল সকল বীরে কর্ণ সেনাপতি ॥
ক্রোধেতে আসিল ভীম মহাবলধর।
রাজারে করিল পাছু দুই সহোদর ॥
কর্ণ ভীম সমাগমে হ'ল মহারণ।
বিমানে চড়িয়া দেখে যত দেবগণ ॥
কালদণ্ড সম যেন বিজলি ঝঙ্কার।
কর্ণেরে মারিল ভীম যম অবতার ॥
শরে কর্ণ বীরবরে করে ছারখার।
মহাশব্দে ভীমসেন করে মহামার ॥
হাতে ধনু লয় ভীম সমরে প্রচণ্ড।
শরেতে রাধার পুত্র করে খণ্ড খণ্ড ॥
দুই বীরে শরবৃষ্টি করিল প্রকাশ।
অন্ধকারময় শূন্য না চলে বাতাস ॥
আকর্ণ পুরিয়া কর্ণ করিল সন্ধান।
ভীমের হাতের ধনু করে খান খান ॥
গদাঘাত কর্ণ বীরে করে বৃকোদর।
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণ রথের উপর ॥
রথ ফিরাইল তবে সারথি সত্বর।
ক্ষণেকে চেতন পায় কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥

বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে নির্ভয় শরীর।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত দোঁহে মহাবীর ॥
অশ্বত্থামা বীর তবে প্রতিজ্ঞা করিল।
রাজার গোচরে গিয়া কহিতে লাগিল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর বটে মোর পিতৃবৈরী।
তোমারে তুষিব আজি তাহারে সংহারি।
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে যদি যুদ্ধ করি।
আজিকার যুদ্ধে আমি হব পিতৃবৈরী ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর আসিলেক রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি আসিল তখনে ॥
হুহুঙ্কার করি যুঝে দ্রোণপুত্র সনে।
অশ্বত্থামা মহাবীর মিলিল সমানে ॥
মহাবীর অশ্বত্থামা সংগ্রামে নিপুণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের যে কাটে ধনুর্গুণ ॥
অশ্ব সহ সারথিরে করিল সংহার।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু দ্রোণের কুমার ॥
ক্রোধভরে আসে অশ্বত্থামা মহাবীর।
মনে ভাবি কাটিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন শির ॥
ভীমসেন করিলেন তার পরিত্রাণ।
আকাশে অমরগণ করয়ে বাখান ॥
মহাবীর কর্ণ তবে বরিষয়ে শর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষে নির্ঝর ॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডবসৈন্য কর্ণ বীর শরে।
রাখিতে নারেন সৈন্য ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
পুনঃ যুধিষ্ঠিরে ধায় কর্ণ মহাবীর।
নারাচ বাণেতে বিন্ধে রাজার শরীর ॥
যুধিষ্ঠির-হৃদয়েতে বিন্ধে সাত বাণ।
ধর্ম্মের শরীর বিন্ধি কৈল খানখান ॥
রাখিবারে নৃপতিরে আসে যোদ্ধাগণ।
কর্ণ বীর বাণে তাহা করে নিবারণ ॥
সহদেব ও নকুল ধর্ম্ম পাশে থাকে।
দুইভাই বিপক্ষেরে মারে লাখে লাখে ॥
ত্রিভুবনে বীর নাহি কর্ণের দোসর।
কাটিল রাজার ধনু কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
এক বাণে শরাসন করিল কর্ত্তন।
শর ধনু কাটি বীর পাড়ে সেইক্ষণ ॥

অবিলম্বে অশ্ব রথ কাটে কর্ণ বীর।
নিরন্তর অস্ত্র মারে ধর্ম্মের উপর॥
দুই ভাই চড়িলেন সহদেব-রথে।
পুনরপি কর্ণ বীর ধনু নিল হাতে॥
পাণ্ডবের মামা যিনি মদ্র-অধিপতি।
কর্ণের সারথি সেই বীর মহামতি॥
ভাগিনার দুঃখ দেখি কৃপায় আকুল।
বিস্তর বলিল হয়ে পাণ্ডু অনুকূল॥
শুন কর্ণ মহাশয় আমার বচন।
আপন প্রতিজ্ঞা কেন বিস্মর এখন॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে রণ প্রতিজ্ঞা করিলে।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সঙ্গে আরম্ভিলে॥
হীন অস্ত্র যুধিষ্ঠির কবচ রহিত।
তাঁহাকে বিন্ধিতে কর্ণ না হয় উচিত॥
পার্থে এড়ি যুধিষ্ঠিরে মারিবার আশ।
কৃষ্ণ সনে পার্থ করিবেক উপহাস॥
শল্যের বচন শুনি ফিরে কর্ণ বীর।
লজ্জা পেয়ে শিবিরেতে যায় যুধিষ্ঠির॥
রথ হতে নামিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
সরক্ত শরীর রাজা সবিকল মতি॥
সহদেব নকুলেরে পাঠান সত্বর।
যথা যুদ্ধ করে মহাবীর বৃকোদর॥
যুধিষ্ঠিরে এড়ি কর্ণ অন্যকে ধাইল।
মৃগযূথমধ্যে যেন গজেন্দ্র পড়িল॥
যত অস্ত্র ভৃগুরাম দিল মহাবীরে।
অস্ত্র মারে কর্ণ সেই নির্ভয় অন্তরে॥
পাণ্ডবের সৈন্যমাঝে পড়ে হাহাকার।
যুগান্তের যম যেন করিল সংহার॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন করি মহানাদ করে।
ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর গেল কোথাকারে॥
সংসপ্তকগণ সঙ্গে সংগ্রাম দুষ্কর।
আসিতে অর্জ্জুন নাহি পান অবসর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন ধনঞ্জয় বীর।
সংহার করিল সব সৈন্য কর্ণ বীর॥
পরশুরামের অস্ত্র করিল সন্ধান।
লক্ষ কোটি বাণ মারে দেখ বিদ্যমান॥

যুগান্তের যম যেন কর্ণ বীর ধায়।
হের দেখ সৈন্য সব সংগ্রামে পলায়॥
কৌরবের সৈন্য সব করে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের সৈন্য সব গণিল প্রমাদ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া যুদ্ধ করে বৃকোদর।
যুধিষ্ঠিরে নাহি দেখি সংগ্রাম ভিতর॥
শুনিয়া কহেন ধনঞ্জয় গদাধরে।
সত্বরে চালাহ রথ দেখি যুধিষ্ঠিরে॥
সংসপ্তকগণ মম আছে অবশিষ্ট।
শীঘ্রগতি চল প্রভু দেখি মোর জ্যেষ্ঠ॥
অর্জ্জুনবচনে কৃষ্ণ দেন অনুমতি।
যুধিষ্ঠির স্থানে তবে যান শীঘ্রগতি॥
শঙ্খনাদ করি তবে যান ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুনে ধাইল অশ্বত্থামা মহাশয়॥
দিব্য অস্ত্র দুই বীর করিল সন্ধান।
দেবাসুর যুদ্ধ যেন নাহি অবসান॥
দ্রোণপুত্রে ত্বরা জিনি পার্থ মহাবীর।
ভীমের পশ্চাতে আসিলেন অতি ধীর॥
জিজ্ঞাসেন ভীমসেনে রাজার বৃত্তান্ত।
কর্ণযুদ্ধ-কথা ভীম কহে আদ্যোপান্ত॥
কর্ণশরে ছিন্ন ভিন্ন হ'ল কলেবর।
গেলেন বিষাদে রাজা শিবির ভিতর॥
দৈবে বাঁচিলেন ভাই ধর্ম্ম নরপতি।
এত বলি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মহামতি॥
শুনিয়া বিকল কৃষ্ণ অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
ভীমেরে বলেন তবে বীর ধনঞ্জয়॥
কৃপ কর্ণ দ্রোণপুত্র রাজা দুর্য্যোধন।
ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব এখন॥
আমি হেথা যুদ্ধ করি তুমি যাও তথা।
বৃত্তান্ত কহিয়া এস রাজা আছে যথা॥
তবে ভীমসেন বলে আমি আছি রণে।
যুদ্ধ হইতেছে মোর কুরুসৈন্য সনে॥
হেনকালে যদি আমি ত্যজি যাই রণ।
নিন্দিবে পলাল বলি যত কুরুগণ॥
যুদ্ধ ছাড়িবার এই নহেত সময়।
দেখিয়া আইস যুধিষ্ঠির মহাশয়॥

ভীমেরে রাখিয়া তবে সংগ্রাম ভিতরে।
কৃষ্ণ পার্থ আসিলেন দেখিতে রাজারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের নিকটে অর্জ্জুনের কর্ণ-বধে প্রতিজ্ঞা।

শয়ন করিয়া আছে রাজা যুধিষ্ঠির।
চরণ বন্দেন গিয়া ধনঞ্জয় বীর ॥
উল্লাসেতে উঠি বসিলেন যুধিষ্ঠির।
মনে মনে ভাবে পড়িয়াছে কর্ণ বীর ॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তে মনে মনে।
কর্ণ মোরে মহাদুঃখ দিল ঘোর রণে ॥
আনন্দে আসিল কৃষ্ণ পার্থ দুই জন।
বিনা কর্ণে মারি নহে হেথা আগমন ॥
এত চিন্তি যুধিষ্ঠির নিবারিয়া দুঃখ।
হরিষে দেখেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মুখ ॥
জিজ্ঞাসা করেন যুধিষ্ঠির বারবার।
কহ ভাই পার্থ এবে যুদ্ধ-সমাচার ॥
দেবাসুরজয়ী বীর সূর্য্যের নন্দন।
সভামধ্যে যারে পূজে মানী দুর্য্যোধন ॥
যাহারে পরশুরাম দিল দিব্য ধনু।
অভেদ্য কবচ যার আবরিল তনু ॥
যার ভুজবীর্য্যে দগ্ধ হই রাত্রি দিনে।
ত্রয়োদশ বর্ষ মোরা আছিনু কাননে ॥
মন স্থির নহে মোর না ঘুচে তরাস।
নিরন্তর দেখি কর্ণ আসে মম পাশ ॥
হেন কর্ণে আজি বুঝি মারিলে সমরে।
আনন্দ না ধরে আজি আমার অন্তরে ॥
মহাবীর কর্ণে তুমি কেমনে মারিলে।
মহাসিন্ধু হতে তুমি কেমনে তরিলে ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর।
সশঙ্কিত ধনঞ্জয় দিলেন উত্তর ॥
আমারে অরিষ্ট ছিল সংসপ্তকগণ।
তার সনে এতক্ষণ হতেছিল রণ ॥
তাহে অশ্বত্থামা সনে আছিল বিরোধ।
শরবৃষ্টি করি তারে করিয়া নিরোধ ॥
কর্ণে মারিবারে যাই করিয়া সন্ধান।
ভীম-মুখে শুনিলাম তব অপমান ॥
তোমার কুশল জানি যাই আরবার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণেরে সংহার ॥
অক্ষয় আছয়ে কর্ণ শুনিয়া বচন।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
কর্ণশরে ত্রাসিত যে পাণ্ডবের পতি।
অর্জ্জুনেরে ভর্ৎসিয়া বলে মহামতি ॥
মোরে পরাজিয়া সৈন্য করে লণ্ডভণ্ড।
মহাযুদ্ধ করে কর্ণ সমরে প্রচণ্ড ॥
একেশ্বর যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর।
আসিলে তাহারে যুদ্ধে রাখিয়া সত্বর ॥
কর্ণেরে মারিবে বলি করিয়াছ পণ।
তারে দেখি এবে কেন কর পলায়ন ॥
তব জন্মদিবসেতে হ'ল দৈববাণী।
পৃথিবী জিনিয়া মোরে দিবে রাজধানী ॥
দৈবের বচন মিথ্যা হ'ল হেন দেখি।
তোমা পুত্রে পুত্রবতী কুন্তী কেন লিখি ॥
কেন না পড়িলি গর্ভ হতে পঞ্চমাসে।
বিফল ধরিল কুন্তী তোরে গর্ভবাসে ॥
অগ্নি তোরে ধনু দিল ইন্দ্র দিল শর।
ভুবন-সংহার অস্ত্র দিল মহেশ্বর ॥
মায়ারথ দিল তোরে গন্ধর্ব্বের পতি।
অশ্ব সব আছে তোর পবনের গতি ॥
রথধ্বজে হনুমান মহাবলবন্ত।
আপনি সারথি কৃষ্ণ প্রতাপে অনন্ত ॥
গাণ্ডীব শোভিছে হাতে আর ধনুঃশর।
পলাইলে কর্ণভয়ে প্রাণেতে কাতর ॥
গাণ্ডীবের যোগ্য তুমি নহ ধনুর্দ্ধর।
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ শুন রে বর্ব্বর ॥
আগে কৃষ্ণে দিতে যদি গাণ্ডীব তোমার।
এত দিনে কুরুকুল হইত সংহার ॥
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ কৃষ্ণ হৌন রথী।
রথের উপরে তুমি হওত সারথি ॥
এতেক দুর্ব্বাণী শুনি পার্থ বারেবারে।
খড়্গ লয়ে উঠিলেন নৃপে কাটিবারে ॥

নিবারিয়া কৃষ্ণ তারে করেন ভৎ সন।
জ্যেষ্ঠ ভাই কাটিবারে চাহ কি কারণ ॥
অর্জ্জুন বলেন মম প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়।
হেন বাক্য বলে যেই তারে করি ক্ষয় ॥
গাণ্ডীব ছাড়িতে মোরে যে জন বলিবে।
অবশ্য কাটিব তারে গুরু যদি হবে ॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় নরক অনন্ত।
গুরু বধ কৈলে হয় নরক দুরন্ত ॥
দুই কর্ম্মে নরকেতে হইবে প্রয়াণ।
তুমি দেব জান বেদশাস্ত্রের বিধান ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
গুরুজনে না বধিও আছয়ে উপায় ॥
ক্ষান্ত হও ধনঞ্জয় স্থির কর মন।
শুনিয়া কহেন পার্থ বিনয় বচন ॥
দোষ না জানিয়া যেবা করে অপমান।
শাস্ত্রেতে আছয়ে তার মরণ বিধান ॥
গোসাঁই রাখিল তেঁই রহিল পরাণ।
নিজে ভয় পেয়ে করে মম অপমান ॥
আপনি ভয়ার্ত্ত হও কর্ণযুদ্ধ দেখি।
হারিয়া আসিলে তুমি সংগ্রাম উপেক্ষি ॥
ভীম নাহি দেয় কার মনে অনুতাপ।
দুর্নিবার রণে যার অতুল প্রতাপ ॥
শত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে।
যূথে যূথে অশ্ব বীর বৃকোদর মারে ॥
করয়ে দুষ্কর কর্ম্ম ভাই বৃকোদর।
সে নাহি নিন্দয়ে মোরে বলিয়া বর্ব্বর ॥
তুমি কর অপকর্ম্ম সভার ভিতর।
পাশাতে হারিলে যত ধন রত্ন ঘর ॥
তোমার কারণে মোরা চারি সহোদর।
নানা দুঃখ ভুঞ্জিলাম বনের ভিতর ॥
তোমার কারণে নষ্ট হ'ল বন্ধুজন।
তোমার কারণে নষ্ট হ'ল ক্ষত্রগণ ॥
বিপদের হেতু তুমি হলে জ্যেষ্ঠভাই।
তোমার কারণে মোরা এত দুঃখ পাই ॥
আপনা কাটিতে চান বীর ধনঞ্জয়।
হাতে হতে খড়্গ লন কৃষ্ণ মহাশয় ॥

অর্জ্জুন বলেন করিলাম কোন কর্ম্ম।
গুরুনিন্দা করিলাম যাহাতে অধর্ম্ম ॥
আপনারে বধ করি প্রায়শ্চিত্ত বিধি।
আজ্ঞা কর নিষেধ না কর গুণনিধি ॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ।
আপনা প্রশংসা কর মরণ সমান ॥
নিজের প্রশংসা তুমি কৈলে বারবার
তবে ত প্রতিজ্ঞা হতে হইবে উদ্ধার ॥
আপনা প্রশংসা তবে করেন অর্জ্জুন।
আমার সমান কেবা কত ধরে গুণ ॥
মম সম ধনুর্দ্ধর নাহিক সংসারে।
বাহুবলে চারি দিক জিনেছি সমরে ॥
সংসপ্তকগণে আমি করেছি সংহার।
কর্ণবীর সঙ্গে যুদ্ধ করি বারবার ॥
মম সম বীর নাহি পৃথিবী ভিতর।
ভুবন বিখ্যাত আমি মহা ধনুর্দ্ধর ॥
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়ি দুই কর।
অপরাধ ক্ষমা চান ধর্ম্মের গোচর ॥
লজ্জায় কহেন পার্থ পড়িয়া চরণে।
নিন্দা করিয়াছি আমি ধর্ম্মের কারণে ॥
অপরাধ ক্ষমা কর হরষিতমনে।
ক্ষমহ সকল দোষ প্রসন্নবদনে ॥
বিস্তর বলেন তবে কৃষ্ণ মহামতি।
অর্জ্জুন উপরে তুষ্ট হলেন নৃপতি ॥
প্রতিজ্ঞা করেন তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আজি কর্ণে সংহারিব সংগ্রাম ভিতর ॥
এই চাপ ধরি কর্ণে সংহারিব শরে।
কর্ণে না মারিয়া আমি না আসিব ঘরে ॥
তব পদ পরশিয়া কহিলাম সার।
সত্যভ্রষ্ট হই যদি কর্ণে রাখি আর ॥
ভক্তিভরে মন রাখি গোবিন্দ চরণে।
রথে উঠিলেন পার্থ শ্রীকৃষ্ণের সনে ॥
শ্রীকৃষ্ণেরে বলিলেন বীর ধনঞ্জয়।
তোমার প্রসাদে আমি লভিব বিজয় ॥
আজি ধৃতরাষ্ট্র হবে পুত্রপৌত্রে হীন।
আজি বসুমতী হবে ধর্ম্মের অধীন ॥

আজি দুর্য্যোধন রাজা নিধন হইবে।
শকুনি সহায়ে পাশা কভু না খেলিবে ॥
আজি সুখে নিদ্রা যাইবেন যুধিষ্ঠির।
আজি যুদ্ধে পড়িবেক কর্ণ মহাবীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভীম কর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান।

হেন মতে চলিলেন সংগ্রাম ভিতর।
কৃষ্ণের সহিত পার্থ মহাধনুর্দ্ধর ॥
মাদ্রীপুত্রদ্বয় সহ বীর বৃকোদর।
নিরখিয়া কুরুবর বরিষয়ে শর ॥
সারথি বিশোক নামে তারে ভীম পুছে।
আমার রথেতে দেখ কত অস্ত্র আছে ॥
সমরে হেরিব আজি সব কুরুবর।
যাবৎ না আসে পার্থ মহা ধনুর্দ্ধর ॥
অথবা কর্ণেরে মারি সংগ্রাম ভিতরে।
নিস্তেজ করিব আজি দুর্য্যোধন বীরে ॥
ভীমের বচনে তবে বিশোক দেখিল।
ষাইট হাজার শর গণিয়া বলিল ॥
তীক্ষ্ণ ক্ষুর বাণ আছে অযুতে অযুত।
নারাচ সহস্র ত্রিশ আছয়ে প্রস্তুত ॥
অযুতেক বাণ আছে বজ্রের সমান।
আর যত বাণ আছে কে করে সংখ্যান ॥
অবশিষ্ট কত বাণ রথো'পরি রহে।
বিশোক সারথি তবে ভীম প্রতি কহে ॥
তবে ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করিল।
আজিকার রণে কৌরবেরা হত হ'ল ॥
যতক্ষণ না আইসে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
সসজ্জ করহ রথ লভিতে বিজয় ॥
সহসা উত্তরদিকে হ'ল কোলাহল।
ছাইল অর্জ্জুন-বাণ গগনমণ্ডল ॥
চতুরঙ্গ সেনা পড়ে অর্জ্জুনের বাণে।
হাহাকার শব্দ করে যত কুরুগণে ॥
সৌবল বলিল শুন রাজা দুর্য্যোধন।
হের দেখ সৈন্য ক্ষয় করিল অর্জ্জুন ॥
আমি আগুসরি করি ভীমেরে সংহার।
মজিল কৌরবসেনা নাহিক নিস্তার ॥
বলিষ্ঠ সৌবল দেখ ভীম প্রতি ধায়।
মহাযুদ্ধ ঘোরতর হইল তথায় ॥
শক্তি ফেলি হানিলেক সৌবলের মাথে।
সৌবল ধরিল সেই শক্তি বাম হাতে ॥
সেই শক্তি ফেলি মারে ভীমের উপরে।
বাহু বিন্ধি রথোপরে পাড়িল ভীমেরে ॥
পুনঃ উঠি ভীমসেন বিন্ধিল সৌবলে।
মূর্চ্ছিত সৌবল রাজা পড়িল ভূতলে ॥
রথ ফিরাইয়া নিল রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল কুরুবল যত সেনাপতি ॥
ভঙ্গ দিল তাহা দেখি নিজে দুর্য্যোধন।
যত সৈন্যগণ নিল কর্ণের শরণ ॥
যুদ্ধেতে আসিল কর্ণ দেখি সৈন্যভঙ্গ।
জ্বলন্ত অনল যেন দেখিতে তরঙ্গ ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব বরিষয়ে শর।
বেড়িয়া মারয়ে সবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
বিংশতি শরেতে তবে বিন্ধে সাত্যকিরে
শিখণ্ডীকে দশ বাণ পঞ্চ বৃকোদরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে শত বাণ মারে বজ্রশরে।
সপ্তদশ বাণ মারে দ্রুপদকুমারে ॥
সংসপ্তকে মারে সহদেব দশ শর।
নকুল মারিল সাত বাণ ধনুর্দ্ধর ॥
ক্রমেতে বিন্ধিল ভীম ত্রিশ মহাশর।
সব শর নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
হাসিয়া বিজয় ধনু লইলেক হাতে।
বাণাঘাতে সর্ব্ব সৈন্য যায় চতুর্ভিতে ॥
সাত্যকির ধ্বজ কাটি কাটে শরাসন।
হৃদয়ে বিন্ধিল আর বাণ সেইক্ষণ ॥
তিন বাণে সারথিরে করিল নিধন।
রথশূন্য হইলেক সাত্যকি তখন ॥
নিমেষে বিমুখ কৈল সব ধনুর্দ্ধর।
ভীত হয়ে সব সৈন্য পলায় সত্বর ॥
ত্রাসেতে পাণ্ডব সৈন্য পলায় সকল।
খণ্ড খণ্ড করিলেক পাণ্ডবের দল ॥

জ্বলন্ত অনলে যেন দহে তুলারাশি।
রণভূমি চাপি যেন বিপক্ষ গরাসি॥
দূরে থাকি দেখিছেন পার্থ মহাবীর।
দেবাসুর যুদ্ধে যার নির্ভয় শরীর॥
কৃষ্ণেরে বলেন মহাবীর ধনঞ্জয়।
হের দেখ কর্ণবীর যুঝয়ে নির্ভয়॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডবদল সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পলাইয়া যায় যেন আকুল কুরঙ্গ॥
ত্বরিত চালাহ রথ কৃষ্ণ মহাবল।
সংগ্রামে মারিব আজি কৌরব সকল॥
হাসিয়া চালান রথ গোবিন্দ সারথি।
দূরে থাকি রথ দেখে কুরু নরপতি।
কর্ণেরে বলিল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
হের দেখ আসিতেছে নরনারায়ণ॥
ক্রোধভরে আসিতেছে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
উহা সম বীর নাহি সংগ্রাম ভিতর॥
সর্ব্বসৈন্যে আদেশিল কর্ণ মহামতি।
সবে মেলি বধ কর পার্থ মহারথী॥
অশ্বত্থামা দুঃশাসন বীর আদি করি।
অর্জ্জুনে বেড়িল আসি কর্ণ-আগুসরি॥
হইল দারুণ রণ দেবাসুর তুল।
দুই দলে মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল॥
অর্জ্জুনের বাণে সবে বিমুখ হইল।
হাতে অস্ত্র কর্ণ বীর রণে প্রবেশিল॥
সাত্যকি বিন্ধিল বাণ কর্ণ বিদ্যমান।
কাটিয়া সকল সৈন্য করে খান খান॥
গদা লয়ে ভীমসেন করে মহারণ।
সহস্র সহস্র পড়ে অশ্ব গজগণ॥
তবে দুঃশাসন বীর বাছি মারে শর।
তিন বাণে বিন্ধিলেক ভীম-কলেবর॥
কাটিল হাতের ধনু রথের সারথি।
শরেতে জর্জ্জর হ'ল ভীম মহামতি॥
মত্ত গজ সম ভীম গদা লয়ে হাতে।
যম সম আসিলেক সংগ্রাম করিতে॥
গদা ফেলি মারিলেক দুঃশাসন-শিরে।
দুঃশাসন পড়ে শত ধনুক অন্তরে॥
সারথি কবচ অশ্ব আর শরাসন।
গদার প্রহারে চূর্ণ কৈল সেইক্ষণ॥
রণেতে পড়িল যদি বীর দুঃশাসন।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভীম করিল স্মরণ॥
শীঘ্র গেল যথা পড়ে দুষ্ট দুঃশাসন।
রথ হতে লাফ দিয়া পড়ে সেইক্ষণ॥
দাণ্ডাইয়া দেখে যত কৌরবকুমার।
বাহু আস্ফালিয়া ভীম বলে বারবার॥
দুরাত্মা দুঃশাসনের রক্ত করি পান।
কার শক্তি আজি এরে করে পরিত্রাণ॥
ক্রোধমনে ভীমসেন কহে উচ্চৈঃস্বরে।
হইল রাক্ষস মূর্ত্তি সংগ্রাম ভিতরে॥
অতিক্রোধে ভীমসেন বিক্রমে অপার।
খড়্গ লয়ে বিদারিল হৃদয় তাহার॥
করিয়া শোণিত পান কহে বৃকোদর।
অমৃত পানেতে যেন ভরিল উদর॥
ঘৃত মধু শর্করাতে নাহি পরিতোষ।
মায়ের দুগ্ধেতে যত না হয় সন্তোষ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ বীর দেখে বিদ্যমান।
ভীমসেন করে দুঃশাসন-রক্ত পান॥
রক্ত পীয়ে ভীমসেন সংগ্রাম ভিতরে।
রাক্ষস বলিয়া লোক পলাইল ডরে॥
দেখিয়া আসিল বীর কর্ণ মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ মারে শীঘ্রগতি॥
যুধামন্যু মহাবীর যুড়ি শর মারে।
চিত্রসেন মহাবীর পড়িল সমরে॥
দুঃখী হয়ে কর্ণ বীর ভ্রাতার মরণে।
পাণ্ডব সৈন্যেতে তবে আসিল আপনে॥
মহাভাতের কথা অমৃত যেমন।
কাশী কহে কর্ণ পর্ব্বে মরে দুঃশাসন॥

কর্ণপুত্র বৃষসেন বধ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় যুদ্ধ বিবরণ।
ব্যক্ত করি যুদ্ধকথা কহে তপোধন॥
কর্ণেরে বলিল দুর্য্যোধন মহাশয়।
গাণ্ডীব লইয়া আসে বীর ধনঞ্জয়॥

রক্তপান করি তবে বীর বৃকোদর।
দুঃশাসন-রুধিরেতে লেপে কলেবর ॥
দুর্য্যোধন যথা আছে সেনাগণ সঙ্গে।
অস্ত্র লয়ে তথা ভীম ধায় মনোরঙ্গে ॥
দশ বাণ মারি ক্রমে কাটে পাঁচ জন।
ভয়েতে পলায় সেই শোকে দুর্য্যোধন ॥
দেখি কর্ণ আসিলেক করিবারে রণ।
কর্ণে দেখি পলাইল পাণ্ডু-সৈন্যগণ ॥
সর্ব্বসৈন্য ভঙ্গ দিল নাহি চায় পাছে।
ভ্রাতৃশোকে দুর্য্যোধন প্রাণমাত্র আছে ॥
সর্ব্বমুখ্য কর্ণ বীর খ্যাত ধনুর্দ্ধর।
মুখ্য বীর বৃষসেন হাতে নিশ শর ॥
নকুল সহিত কর্ণপুত্র করে রণ।
নকুলের রথ কাটি ফেলে সেইক্ষণ ॥
ভীম-রথে চড়িলেক নকুল দুর্জ্জয়।
মহাবলবন্ত বীর সমরে নির্ভয় ॥
মাদ্রীপুত্রদ্বয় আর ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নির্ভয় শরীর ॥
ভীম খেদাড়িয়া চলে বীর বৃষসেনে।
কিঞ্চিৎ নাহিক ভয় কর্ণের নন্দনে ॥
অশ্বত্থামা কৃপ দুর্য্যোধন নরপতি।
বৃষসেনে রক্ষিবারে আসে শীঘ্রগতি ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ অস্ত্রের নির্ঘাত।
চতুরঙ্গ দলে হ'ল বহুল নিপাত ॥
তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
তিন বাণে অর্জ্জুনেরে বিন্ধে সেইক্ষণ ॥
মারিল দ্বাদশ শর কৃষ্ণ-কলেবরে।
মহাবীর বৃকোদরে বিন্ধিলেক শরে ॥
সাত বাণে নকুলের নাশে অহঙ্কার।
মহাবীর বৃষসেন সমরে দুর্ব্বার ॥
রুষিয়া অর্জ্জুন বীর হাতে লয়ে শর।
তাহাতে বিন্ধেন বৃষসেন-কলেবর ॥
ক্ষুরবাণে ধনঞ্জয় কাটি ধনুর্ব্বাণ।
মাথা কাটি পাড়িলেন কর্ণ বিদ্যমান ॥
কর্ণের লোচনে পুত্রশোকে জল ঝরে।
উল্কাপাত পড়ে যেন পৃথিবী উপরে ॥
পুত্রশোকে কর্ণ বীর ধাইল সত্বর।
যুগান্তের যম যেন হাতে ধনুঃশর ॥
সিংহনাদ ছাড়ে বীর বলে ধর ধর।
দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্য পলায় সত্বর ॥
অর্জ্জুনে বলেন কৃষ্ণ শুন মহামতি।
পুত্রশোকে ধায় দেখ কর্ণ সেনাপতি ॥
দেবাসুরজয়ী জান কর্ণ মহাবীর।
সাবধানে যুদ্ধ কর না হও অস্থির ॥
হের দেখ শরজাল করে কর্ণ বীর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষয়ে নীর ॥
ইন্দ্রের ধনুক যেন দেখ বিদ্যমান।
কর্ণের হাতেতে শোভে কিবা ধনুর্গুণ
দুর্য্যোধন মহাবীর করে সিংহনাদ।
ধনুক টঙ্কার শুনি জয় জয় বাদ ॥
রণ করি কর্ণ বীরে করহ নিধন।
তোমার সমান বীর নাহি কোন জন।
প্রসন্ন হইয়া বর দিল শূলপাণি।
কর্ণে সংহারিবে তুমি ইহা আমি জানি
অর্জ্জুন বলেন কৃষ্ণ না কর বিস্ময়।
কর্ণেরে মারিব আজি জানহ নিশ্চয়।
হেনকালে কর্ণ আসে সংগ্রাম ভিতরে
পুত্রশোকে শোকবারি নয়নেতে ঝরে
দুই বীরে দেখাদেখি হইল সত্বর।
রণেতে শোভিল যেন দুই দিবাকর ॥
দুই রথে দীপ্তিমান উভয়ের ধ্বজ।
এক ধ্বজে কপি শোভে আর ধ্বজে গজ
কর্ণে বেড়ি কৌরবেরা করে সিংহনাদ
শঙ্খ ভেরী বাজে আর জয় জয় নাদ।
অর্জ্জুনেরে বেড়ি নানাবিধ বাদ্য বাজে
সিংহনাদ শব্দ করে পাণ্ডব-সমাজ ॥
নানা অস্ত্র মারি সৈন্য করয়ে নিধন।
মহাবজ্রাঘাতে যেন পড়ে তরুগণ ॥
অন্য গজ দেখি যেন গজেন্দ্র রুষিল।
ঊর্দ্ধমুখ করি সৈন্য সংগ্রামে পশিল ॥
দুই দলে মিশাইয়া চাহে কুতূহলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আসে গগনমণ্ডলে ॥

যতেক দানব যক্ষ পিশাচ রাক্ষস।
সকলে বাঞ্ছয়ে সদা রাধেয়ের যশ॥
ইচ্ছেন অর্জ্জুন-যশ সকল অমর।
অন্তরীক্ষে পুত্রযশ বাঞ্ছে দিবাকর॥
অর্জ্জুনের যশ চান ত্রিদশ-ঈশ্বর।
দুই বীরে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর॥
শল্যেরে জিজ্ঞাসে তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
আমারে স্বরূপ কহ শল্য বীরবর॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধে যদি আমি পড়ি রণে।
তবে তুমি কিবা কর্ম্ম করিবে আপনে॥
হাসিয়া বলিল শল্য আমি একেশ্বরে।
কৃষ্ণ সহ সংহারিব পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
যদ্যপি আমারে কর্ণ করে পরাজয়॥
কি কার্য্য করিবে তুমি নিজে নারায়ণ।
কেমনে হইবে তবে কর্ণের নিধন॥
হাসিয়া বলেন তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
শুন বীর ধনঞ্জয় কহিব নিশ্চয়॥
শূন্য হতে ভ্রষ্ট যদি হন দিবাকর।
খণ্ড খণ্ড হয় যদি ধরণীমণ্ডল॥
অনল শীতল যদি হয় বিপরীত।
নারিবে জিনিতে তোমা কর্ণ কদাচিত॥
অর্জ্জুন বলেন তবে করি অহঙ্কার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণেরে সংহার॥
শঙ্খ ভেরী আদি করি ঘন ঘন বাজে।
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় রণমাঝে॥
শরে শর নিবারিল দুই মহাবীরে।
চারিদিকে বীরগণ ছাইলেক শরে॥
অর্জ্জুনে বিন্ধিল দশ বাণে কর্ণ বীর।
হাসেন অর্জ্জুন বীর অক্ষয় শরীর॥
আকর্ণ পূরিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
দশ বাণ মারিলেন কর্ণের হৃদয়॥
এই মতে বাণযুদ্ধ হইল বিস্তর।
অক্ষয় শরীর দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥
নারাচ বরিষে কত অতি খরশান।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপ্রাদি আর নানা বাণ॥
অস্ত্রগণ পড়ে যেন পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে।
ভ্রুকুটি কটাক্ষে যেন বিজলি ঝলকে॥
কর্ণেরে পরশুরাম ব্রহ্ম-অস্ত্র দিল।
হেন অস্ত্র কর্ণ বীর সন্ধান পূরিল॥
যুগান্তের যম যেন উড়ি যায় শর।
নিবারিতে নারিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সিংহবেগে পড়ে বাণ অর্জ্জুন উপরে।
হেনকালে কৃষ্ণ তাহা ধরি দুই করে॥
ব্রহ্মঅস্ত্র নিবারণ কৈল নারায়ণ।
কৃষ্ণার্জ্জুনে ভীম তবে বলিল বচন॥
উপরোধ ছাড় ভাই না করিহ হেলা।
কর্ণ বধ কর অস্ত্র যোড় এই বেলা॥
সাবধানে মার অস্ত্র না হও বিমন।
তব বিদ্যমানে পড়ে তব সৈন্যগণ॥
অযুত অযুত অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়।
মহাসত্ব কর্ণ বীর নাহি করে ভয়॥
বাণে অন্ধকার করিলেক কর্ণ বীর।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ হইল অস্থির॥
নানাবাণে বিদ্ধ হ'ল পার্থ-কলেবর।
সব বাণ কাটি ফেলে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
মারিল নারাচ বাণ কৃষ্ণের শরীরে।
আর যত বাণ পড়ে কে বর্ণিতে পারে॥
সর্ব্বলোক চিন্তাযুক্ত চাহি দুই জনে।
কৃষ্ণার্জ্জুনে নিবারিল কর্ণ মহাবাণে॥
সর্ব্বাঙ্গ হইল ক্ষত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অজস্র এড়েন বাণ কর্ণের উপর॥
কর্ণ শল্য কুরুবল বাণে আবরিল।
অন্ধকার করি সবে বাণ বরিষিল॥
শল্যকে বিন্ধেন পার্থ তীক্ষ্ণ সপ্ত শরে।
বিন্ধেন দ্বাদশ বাণ কর্ণের শরীরে॥
রুধির পড়িছে ধারে কর্ণের শরীরে।
পুনঃ সপ্ত বাণ বিন্ধে কর্ণ মহাবীরে॥
সহস্র সহস্র বাণ নিমেষে চলিল।
অন্ধকার করি অস্ত্র গগন ভরিল॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন বিজলি-তরঙ্গ।
নষ্ট হ'ল কুরুবল রণে দিল ভঙ্গ॥

ভঙ্গ দিল কুরুবল কর্ণ একেশ্বর।
সারথি দুর্জ্জয় তাহে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
জয়নাদ করে অস্ত্র ধরি করে বীর।
দেবাসুর-যুদ্ধে যার নির্ভয় শরীর॥
কর্ণ বীর অর্জ্জুনের বধ মনে করি।
অর্জ্জুনে মারিতে এড়ে অস্ত্র সারি সারি॥
শরজালে কর্ণ বীর পূরিল গগন।
কম্পমান হ'ল যত পাণ্ডুসৈন্যগণ॥
সহসা ভুজঙ্গ এক রাক্ষস সমান।
উঠিয়া পাতাল হতে হ'ল আগুয়ান॥
যুদ্ধ করে কর্ণ বীর পার্থের সহিতে।
দাণ্ডাইয়া কহে সর্প কর্ণের সাক্ষাতে॥
মোর মাতৃবধ কৈল কুন্তীর কুমার।
এই কালে করি আমি পার্থের সংহার॥
কোনরূপে করি আজি অর্জ্জুনে সংহার।
অতিক্রোধে সর্প তবে বলে বারবার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কর্ণবধ।

দহিতে খাণ্ডববন, মোর মায়ে বিনাশন,
করিলেক পাণ্ডুর নন্দন।
আজিবৈরীউদ্ধারিব,অর্জ্জুনেরেসংহারিব,
কর্ণ সনে করিব মিলন॥
এতেক ভাবিয়ানাগ,মনেতে করিয়া রাগ,
আকাশে উঠিল সেইক্ষণ।
জননীর বৈরীশোধি,কিরূপে অর্জ্জুনেবধি,
এই যুক্তি ভাবে মনে মন॥
আপনি সুবুদ্ধি বীর, সঙ্কুচিয়া স্বশরীর,
রণমধ্যে করিল প্রবেশ।
মুখেতে অনল জ্বলে,উল্কা যেন ভুমিতলে,
যোগবলে হ'ল বাণ-বেশ॥
হেনকালে দিব্য বাণ, কর্ণ পূরিল সন্ধান,
অর্জ্জুনের বধ মনে করি।
সুবিখ্যাত কর্ণ বীর,ক্রোধভরে নহে স্থির,
রুদ্রবাণ নিজ করে ধরি॥
রুদ্রবাণ লয়ে হাতে, মহাবীর অঙ্গনাথে,
অধিষ্ঠান তাহে হ'ল সর্প।
সন্ধান পূরিল বীর, বিনাশিতে পার্থবীর,
পরশুরামের যত দর্প।
ভুবন কাঁপয়ে ডরে, উল্কাপাত মহীপরে,
মহাশব্দ শুনিতে নির্ঘাত।
হাহাকারকরেলোক,দিক পালকরেশোক,
আজি হ'ল অর্জ্জুন নিপাত॥
বুঝিয়া বিষম কাজ,মানা করে শল্যরাজ,
ভাগিনারে করিবারে ত্রাণ।
শুন কর্ণ বীরবর, পুনশ্চ সন্ধান কর,
শরাসন নহে পরিমাণ॥
ক্রোধমুখে কহে কর্ণ, নয়ন অরুণ বর্ণ,
না করিব সেই শর বৃষ্টি।
মারে আর দুই শর, বিন্ধি করে জর জর,
উপদেশ না করে অনিষ্টি॥
মারিবঅর্জ্জুনতোকে,দেখিবে সকললোকে,
এত বলি কর্ণ এড়ে শর।
আকাশেআসিছেবাণ,অগ্নিযেনদীপ্তিমান,
ব্যস্ত হ'ল দেব দামোদর॥
পায়ে চাপি রথবর, বসায়েন ভুমিপর,
হাঁটু গাড়ি তুরঙ্গ পশিল।
প্রশংসয়ে দেবগণ, সুশিক্ষিত জনার্দ্দন,
এক হস্তে পৃথিবী ধরিল॥
পার্থ মহাবীরবর, নাশিতে নারেন শর,
মাথার কিরীট কাটা গেল।
বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মাইল,নানারত্ন শোভা ছিল,
যে কিরীট ইন্দ্র দিয়াছিল॥
যেন অস্ত গিরিবর, একা রহে দিনকর,
গিরি হতে চূড়া পড়ে খসি।
সে হেন কিরীট পড়ি,ভুমে যায় গড়াগড়ি,
প্রভা উঠে গগন পরশি॥
পুনঃ গেল সর্প বাণ, কর্ণ বীর বিদ্যমান,
বিনয়ে কহিল বহুতর।
না পাই সন্ধান যোগ,বিফল হইল ভোগ,
এড়ে পুনঃ উল্কাসম শর॥

পুছে কর্ণ মহাশয়, সর্প দিল পরিচয়,
পুনঃ রণে কর্ণ মহাশয়।
পূর্ব্বের সংগ্রাম যত, সকলি হইল হত,
এবে করি অর্জ্জুনের ক্ষয়॥
জানিয়া কর্ণের দর্প,পুনঃ গেল কালসর্প,
অর্জ্জুনেরে করিতে সংহার।
মুখেতে অনল বৃষ্টি, ধাইলেক ঊর্দ্ধদৃষ্টি,
সর্ব্বলোক দেখে ভয়ঙ্কর॥
জানিয়া সর্পের তত্ত্ব,শ্রীকৃষ্ণ কহেন সত্য,
সন্ধান করহ ধনঞ্জয়।
সত্বরে আসিছে সর্প, অগ্নি সম মহাদর্প,
শীঘ্র তারে কর পরাজয়॥
ছয় বাণ যুড়ি বীর, কাটেন সর্পের শির,
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল।
সর্পে পরাজয় করি,কৃষ্ণ দুই হাতে ধরি,
ভূমি হতে রথ উদ্ধারিল॥
পুনঃ কর্ণ ধরি ধনু, বিন্ধে অর্জ্জুনের তনু,
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে বাণ।
বাণে নিবারিয়া বাণ, ধনঞ্জয় ধনুষ্মান,
নিজ বাণ করেন সন্ধান॥
কর্ণের শরীর ভেদি,রক্তে যেন বহে নদী,
সর্ব্বগায়ে বহিছে রুধির।
কর্ণ বীর অস্ত্র মারে, সব অস্ত্র নাশ করে,
পুনঃ অস্ত্র এড়ে মহাবীর॥
ভেদিল দ্বাদশশরে, দামোদর কলেবরে,
আর বাণ মারে শীঘ্রগতি।
সন্ধান করিয়া শরে,বিন্ধিলেক পার্থবীরে,
হাসে বীর কর্ণ যোদ্ধাপতি॥
ইন্দ্র যেন এড়ে শর,ক্রোধে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
কর্ণের বিন্ধেন কলেবর।
রুদ্র-পরাক্রমে বীর,সঘনে ছাড়েন তীর,
রবিসুত হইল কাতর॥
ব্যথা পায় কর্ণ বীর, তিল অর্দ্ধ নহে স্থির,
মাথার মুকুট পড়ে খসি।
অর্জ্জুনকাটিয়া পাড়ে,মুকুট ভূমিতেপড়ে,
প্রভা উঠে গগন পরশি॥

দৃঢ়তর সুসন্ধানে, কবচ কাটেন বাণে,
নিবারিতে নারে কর্ণ বীর।
বাছিয়া মারেন শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
পুনঃপুনঃ মারিছেন তীর॥
হ'ল যেন বজ্রাঘাত,কম্পে যেন দিননাথ,
কর্ণ বীর সহিতে না পারে।
বাছিয়া মারিয়া শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
সত্বরে বিন্ধেন কর্ণ বীরে॥
অবশ হইল তনু, খসিল হাতের ধনু,
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণ বীর।
কর্ণেরে মূর্চ্ছিত দেখি,কহেন শ্রীকৃষ্ণডাকি,
শুন ধনঞ্জয় মহাবীর॥
সাবধানে কর রণ, আজি কর নিপাতন,
শীঘ্র বিন্ধ কর্ণের শরীর।
প্রকাশিয়া নিজ শৌর্য্য, কর কর্ণ-বধকার্য্য,
যাহা কহিলেন যুধিষ্ঠির॥
শুনিয়া কৃষ্ণেরবাক্য,নাশিতে বিপক্ষপক্ষ,
পার্থ মারিলেন বহু শর।
আবরিল অশ্ব রথ, ছাইল গগনপথ,
অন্ধকার কৈল দিনকর॥
যেন শত কুঞ্জতরু, জড়িত পর্ব্বত গুরু,
সেইরূপ কর্ণ মহাবল।
মহাঅস্ত্র যত ছিল, সে সকল পাসরিল,
গুরুপাপে হইয়া বিকল॥
মহাসত্ত্ব কর্ণ বীর, চৈতন্য পাইল ধীর,
নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
খরতর সুসন্ধানে, অশ্ব হস্তী সেনাগণে,
কর্ণ বীর করিল নিধন॥
তিন বাণে জনার্দ্দনে,বিন্ধিলেকসেইক্ষণে,
সাত বাণ মারে ধনঞ্জয়ে।
পুনর্ব্বার দশবাণে, বিন্ধিলেক সেইক্ষণে,
মহাবীর পার্থ মহাশয়ে॥
তবে তেজোময় বাণ,পার্থ করেন সন্ধান,
বিন্ধিলেন কর্ণ ধনুর্দ্ধরে।
অর্জ্জুনের অস্ত্র যত, নিবারিল শত শত,
শর ব্যর্থ ভাবে পার্থ বীরে॥

কাটা গেল ধনুর্গুণ, লজ্জিত হইয়া পুন,
আর গুণ দিয়া যুড়ি শরে।
অর্জ্জুন মারেন শর, কাটে কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
হাসি পুনঃ বাণ নিল করে॥
ধরিয়া বিজয় ধনু, বিন্ধিল অর্জ্জুন-তনু,
শরে কর্ণ করে অন্ধকার।
অর্জ্জুনে ফাঁফরদেখি,শ্রীকৃষ্ণ কহেন ডাকি,
শীঘ্র কর কর্ণের সংহার॥
কৃষ্ণবাক্যে রুদ্রবাণ, পার্থ করেন সন্ধান,
বজ্র যেন হাতে নিল শক্র।
ব্যর্থ হয় ব্রহ্মশাপ, কর্ণ পায় অনুতাপ,
পৃথিবী গ্রাসিল রথচক্র॥
ক্রন্দন করয়ে বীর, নয়নেতে বহে নীর,
অর্জ্জুনে কহিল উচ্চৈঃস্বরে।
মুহূর্ত্তেক ক্ষমা কর, ওহে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
রথচক্র উদ্ধারিব করে॥
যেই জন মুক্তকেশ,প্রহারে বিকল বেশ,
শরণ মাগয়ে যদি রণে।
কবচ রহিত জনে, না ধরয়ে অস্ত্রগণে,
তারে মারে কাপুরুষ জনে॥
তুমি লোকে নরোত্তম,তব কীর্ত্তি অনুপম,
ধর্ম্মজ্ঞানে তোমারে বাখানি।
রথেরউপরেতুমি,অভাগ্যেতেআমিভূমি,
মুহূর্ত্তেক ক্ষমা কর জানি।
কৃষ্ণহতে নাহিভয়, তোমাতেসংশয় হয়,
সে কারণে সাধি হে তোমাকে।
বিধিমোরেহ'লবক্র, পৃথিবী গ্রাসিলচক্র,
ক্ষমা করি উদ্ধার আমাকে॥
শুনিয়াকর্ণেরবাণী, ক্রোধেকন চক্রপাণি,
বিপদ কালেতে শুনি ধর্ম্ম।
একবস্ত্রা রজস্বলা, দ্রুপদনন্দিনী বালা,
সভামধ্যে কৈলে কোন কর্ম্ম॥
শকুনি সৌবলসনে, নরাধম দুর্য্যোধনে,
কপটে রচিলে পাশা সারি।
ক্ষত্রধর্ম্ম ছাড়ি কার্য্য,কপটেলইলে রাজ্য,
কোন শাস্ত্রে পাইলে বিচারি॥

সন্দেশমিশ্রিতবিষেভীমেখাওয়ালেশেষে,
বান্ধিয়া তাহার কলেবর।
ফেলাইয়া দিলে জলে,রক্ষাপায় ধর্ম্মবলে,
সেই কথা কহিতে বিস্তর॥
জৌগৃহ নির্ম্মাণ করি,তাহাতেপাণ্ডবেভরি,
অগ্নি দিলে কি বিচার করি।
কোন্‌শাস্ত্রে হেন ধর্ম্ম,বিচারিয়া কহমর্ম্ম,
দৈবে তাহা আনিল উদ্ধারি॥
দ্বাদশ বৎসর বনে, বঞ্চিলেক পঞ্চজনে,
বৎসরেক রহে অজ্ঞাতেতে।
সভাতেমাগিল যবে,রাজ্যনাহিদিলেতবে,
হেন ধর্ম্ম বুঝাও কিমতে॥
অভিমন্যুগেল রণে,বেড়ি মারেসপ্তজনে,
দুগ্ধপোষ্য শিশুত কুমার।
কোন্‌ধর্ম্মেমার তারে,কহিবেস্বরূপমোরে
কোথা ছিল ধর্ম্মের বিচার॥
শুনিয়াকৃষ্ণের কথা,অর্জ্জুনের বাড়েব্যথা,
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথা মনে হয়।
বাড়িল পার্থেরক্রোধ,না মানেন উপরোধ,
রক্ত চক্ষু ওষ্ঠ কম্পময়॥
তবেকর্ণমহাক্রোধে,নিতান্ত মরিববোধে,
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে সেইক্ষণ।
অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র মারি, কর্ণ-বাণ ব্যর্থ করি,
দিব্য অস্ত্র যোড়ে শরাসনে॥
পার্থ যুড়ি অগ্নিবাণ,যেন অগ্নি দীপ্তিমান,
কর্ণ পানে চান একদৃষ্টি।
বরুণ বাণেতে কর্ণ, জলে করে পরিপূর্ণ,
অনল নিবায় করি বৃষ্টি॥
অর্জ্জুনের বায়ুবাণ, মেঘ করে খান খান,
পুনঃ কর্ণ যোড়ে মহাশর।
হাহাকার দেবগণে,ভূমিকম্প ক্ষণে ক্ষণে,
বাণ এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
হৃদয়ে বিন্ধিল শর, রক্ত পড়ে নিরন্তর,
আপনা বিস্মৃত ধনঞ্জয়।
খসিল হাতের ধনু, স্তব্ধ হ'ল সর্ব্বতনু,
অতি ব্যগ্র কৃষ্ণ মহাশয়॥

পেয়ে তবে অবসর, কর্ণ মহাধনুর্দ্ধর,
রথ উদ্ধারিতে বীর চলে ।
না পারিল দুইহাতে,শ্রমহ'ল অঙ্গনাথে,
পুনঃ রথ পশিল ভূতলে ।।
সচেতন ধনঞ্জয়, দেখি কৃষ্ণ মহাশয়,
অর্জ্জুনে কহেন কুতূহলে ।
আমার বচন ধর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
কাটি পাড় কর্ণ মহাবলে ।।
কৃষ্ণের বচন শুনি, অর্জ্জুন হৃদয়ে গনি,
গাণ্ডীবে যুড়েন ক্ষুরবাণ ।
ক্ষুর প্রবেশিল চণ্ড,কাটি পাড়িলেক দণ্ড,
লজ্জা পায় কর্ণ মহাবল ।।
ঝাঁকেঝাঁকেশৌর্য্যবান্,পার্থছাড়িছেনবাণ,
বজ্র যেন ছাড়ে পুরন্দর ।
সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর, দেখি দিব্য মহাশর,
বেগে ধায় শব্দ ঘোরতর ।।
নিক্ষেপিয়া মহাশর, ভাবিলেন ধনুর্দ্ধর,
সর্ব্ব কথা আছয়ে স্মরণে ।
যদি হই পার্থবীর, কাটি পাড়ি কর্ণশির,
নাশিব কর্ণেরে আজি রণে ।।
ছেদিব কর্ণের শির, এত বলি পার্থবীর,
মহাশর মারেন কর্ণেরে ।
সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর, দেখি যেন রুদ্রশর,
বেগে পড়ে কর্ণের শরীরে ।।
সন্ধ্যাকালে পড়ে কর্ণ, গগন লোহিতবর্ণ,
সর্ব্বলোক চাহিয়া বিস্ময় ।
উঠিয়া গগনোপরে, প্রবেশিল দিনকরে,
কর্ণের যতেক তেজশ্চয় ।।
কর্ণ হ'ল অপচয়, পৃথিবী কম্পিত হয়,
রথ লয়ে গেল মদ্রপতি ।
কুরুবলে হাহাকার, সব হ'ল অন্ধকার,
কর্ণ বিনা কি হইবে গতি ।।
হাহা কর্ণ বীরবর, মোর প্রাণের দোসর,
হারাইল ভুবন দুর্জ্জয়ে ।
এত বলি দুর্য্যোধন,শ্বাস ছাড়ে ঘনেঘন,
কুরুবল ভঙ্গ দিল ভয়ে ।।

ভীম করে সিংহনাদ,শুনি জয় জয় বাদ,
বিজয় দুন্দুভি বাজে দলে ।
সর্ব্ব সেনাপতিগণ, আশ্বাসিয়া ঘনেঘন,
নাচে গায় সবে কুতূহলে ।।
সিংহ যেনমারে গজ,কর্ণ মারি কপিধ্বজ,
প্রতিজ্ঞা পূরান বাহুবলে ।
উৎসবাদি কোলাহল,উল্লাসিত পাণ্ডুবল,
নানা বাদ্য বাজে কুতূহলে ।।
শল্যমুখে রাজা শুনি, কর্ণের নিধনবাণী,
দুর্য্যোধন করে অশ্রুপাত ।
হাহা কর্ণ বীরবর, আমি হনু একেশ্বর,
সঘনে হৃদয়ে হানে ঘাত ।।
ভাই মোর শতজন, সব হইল নিধন,
কত দুঃখ সহিব পরাণে ।
ভ্রাতৃহেতু নাহিতাপ,আছিল পূর্ব্বেরশাপ,
কর্ণ সদা আশ্বাসিত মনে ।।
কর্ণ বীর কৈল যত, সকলি হইল হত,
দ্রোণ ভীষ্ম স্বরূপ বচন ।
না শুনিনু গুরুবাক্য, তাহার উচিত দুঃখ,
ধিক্ আমি ত্যজিব জীবন ।।
এত ভাবি দুর্য্যোধন,আদেশিল সৈন্যগণ,
কর গিয়া পাণ্ডব সংহার ।
যুদ্ধ করি সর্ব্বজন, কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জন,
বিনাশেতে করহ বিচার ।।
রাজারআদেশ পেয়ে,সৈন্যগণ গেলধেয়ে,
সাগর কল্লোল শব্দ করে ।
গদাহস্ত বৃকোদর, ক্রোধে অতি ভয়ঙ্কর,
ক্ষণমাত্রে বহু সৈন্য মারে ।।
আপনি নৃপতিসাজে,নিষেধিলশল্যরাজে,
আজি ক্ষমা কর নৃপবর ।
পড়ে মহাবীর কর্ণ, সৈন্য হ'ল ছিন্নভিন্ন,
নাহি হয় যুদ্ধ অবসর ।।
আক্রমিলকর্ণশোক,সান্ত্বাইল রাজলোক,
শিবিরে চলিল দুর্য্যোধন ।
দেবঋষি গেল ঘর, হরষিত পাণ্ডুবর,
শিবিরেতে গেল সর্ব্বজন ।।

অর্জ্জুনেরেদিয়াকোল,গোবিন্দবলেনবোল,
তোমারে সদয় পুরন্দর ।
কাটিলে কর্ণের শির,ত্রিভুবন মধ্যে বীর,
ধন্য তুমি ভুবন ভিতর ।।
শিবিরেতে গেল সব, কর্ণ হ'ল পরাভব,
সবাই কহিল যুধিষ্ঠিরে ।
কর্ণের নিধন শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
প্রশংসা করেন অর্জ্জুনেরে ।।
রথে চড়ি যুধিষ্ঠির, দেখিলেন কর্ণবীর,
পুত্র সনে পড়িয়াছে রণে ।
চন্দ্রসনে যেন ভানু,তেজে যেন বৃহদ্ভানু,
বার বার দেখেন নয়নে ।।
কৃষ্ণেরে করেন স্তুতি, যুধিষ্ঠির নরপতি,
আজি মোর সুস্থ হ'ল মন ।
তুমি যার সুসারথি,ভাগ্যবান্ সেই রথী,
জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন ।।

আজিআমি রাজ্যপাব,আজি নরপতিহ:
আজি সে সফল পরিশ্রম ।
কর্ণ বীর মহাবল, পড়িল অবনীতল
সংগ্রামে সাক্ষাৎ ছিল যম ।।
হেনমতে মনোরঙ্গে,রাজা যুধিষ্ঠির সঙ্গে
সর্ব্ব লোক শিবিরে আসিল ।
আনন্দিত পাণ্ডুদলে, নৃত্যগীত কুতূহলে
যে যার শিবিরে প্রবেশিল ।।
ইহকালেশুভ যোগ,পরকালে স্বর্গভোগ,
ভারতের পুণ্যকথা শুনি ।
শ্রবণেতে পাপক্ষয়,সংগ্রামে বিজয় হয়,
কাশীরাম বিরচিল গণি ।।
অনুক্ষণ ধ্যান করি, একমনে ভাবি হরি
রচিলাম ভারত আখ্যান ।
কর্ণপর্ব্ব সুধারস, শুনিলে কলুষ নাশ,
এত দূরে হ'ল সমাধান ।।

কর্ণপর্ব্ব সম্পূর্ণ ।

ভারত-রত্ন।

শল্যপর্ব্ব।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

শল্যের সৈন্যাপত্য স্বীকার।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনির সদন।
তদন্তরে কি করিল রাজা দুর্য্যোধন ॥
কর্ণ হেন মহারথী হত হ'ল রণে।
তথাপি আশ্বাস নাহি টুটে দুর্য্যোধনে ॥
কিরূপে পাণ্ডব সহ পুনঃ হ'ল রণ।
সেনাপতি অতঃপর হ'ল কোন জন ॥
বৈশম্পায়ন বলেন শুন নৃপবর।
সমরে পড়িল যদি কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
হাহাকার করি কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে হয়ে অচেতন ॥
হাহা কর্ণ প্রিয়সখা প্রাণের দোসর।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে রাজা হইয়া কাতর ॥
শকুনি সৌবল কৃপ দ্রোণের নন্দন।
রাজারে বুঝায়ে বলে প্রবোধ বচন ॥
স্থির হও মহারাজ সন্তাপ না কর।
এতেক কাতর কেন তোমার অন্তর ॥
এখন কাতর হ'লে কি হইবে আর।
আপন মঙ্গল রাজা করহ বিচার ॥
এত বলি ধরি তুলে সর্ব্ব যোদ্ধাগণ।
রাজারে চাহিয়া বলে দ্রোণের নন্দন ॥
অকারণে শোক কেন কর নরপতি।
এখনো আছয়ে কত মহা যোদ্ধাপতি ॥
হিতবাক্য কহি আমি শুন দুর্য্যোধন।
আমার বচনে রাজা স্থির কর মন ॥
কর্ণের মরণে রাজা না করিহ ভয়।
মহারথী আছে রাজা তোমার সহায় ॥
মহারাজ শল্য আছে মদ্র-অধিপতি।
অর্জ্জুনে জিনিবে হেন আছয়ে শকতি ॥
শল্যেরে সম্বোধি তবে কহে দুর্য্যোধন।
সেনাপতি হয়ে আজি তুমি কর রণ ॥
তোমা বিনা যোদ্ধাপতি নাহিক আমার।
কেবল ভরসা আমি কার হে তোমার ॥
সেনাপদে-পদে তোমা করিনু বরণ।
তুমি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর নন্দন।
পাণ্ডবে করিয়া ক্ষয় তুমি লহ জয়।
এতেক শুনিয়া কহে শল্য মহাশয় ॥
দর্প করি কহে শল্য নির্ভয় শরীর।
কি ছার করম ইহা মন কর স্থির ॥
ওহে মহাশয় চিন্তা না করিহ তুমি।
একাকী পাণ্ডবগণে বিনাশিব আমি ॥
কোন্ কর্ম্ম হেতু চিন্তা কর মহাশয়।
আমি সব বিনাশিব জানিহ নিশ্চয় ॥

এত শুনি দুর্য্যোধন হরষিতমন।
শল্যরাজে দিল বহু মান আর ধন ॥
বিজয়ী দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ কাহাল।
ঝাঁঝরি মহুরি বাজে কাঁংস্য করতাল ॥
ভেয়ূর ভুরঙ্গ বাজে সানি জগঝম্প।
বরাক খবাক বাজে কোটি কোটি ডম্ফ ॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জ্জন।
ধ্বজ পতাকায় সব ঢাকিল গগন ॥
বাদ্যের নিনাদে ঘন কম্পে বসুমতী।
সর্ব্ব-সৈন্য-সমাবেশ করিল ভূপতি ॥
কর্ণের মরণে দুঃখ সব গেল দূর।
সাজিল কৌরব সেনা সমরে অসুর ॥
প্রলয় অনল যথা অতি তেজোময়।
ততোধিক সেনাগণ সমরে দুর্জ্জয় ॥
এতেক জানিয়া কৃষ্ণ কহেন তখন।
সাজিল কৌরব সেনা সমুদ্র যেমন ॥
দেখ রাজা যুধিষ্ঠির কুরুসৈন্য এল।
সৈন্য-সমাবেশ করি কুরুক্ষেত্রে গেল ॥
শল্য শীঘ্র সাজিল না করহ বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া কর যুদ্ধের আরম্ভ ॥
নিধন করহ শল্যে নাহি কালাকাল।
সাহায্য করুক আসি বিরাট পাঞ্চাল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি বিনাশিলে রণে।
কি করিতে পারে শল্য যুঝি তার সনে ॥
শত্রুবেশ আত্ম জ্ঞান না করিহ মনে।
বিনাশ করহ শল্যে আজিকার রণে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিতমন।
তবে অর্জ্জুনেরে ডাকি কহেন রাজন ॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি কর যুদ্ধক্রম।
তবেত জানিব আমি তোমার বিক্রম ॥
হেন মতে যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কহেন তখন ॥
কি কারণে চিন্তা তুমি কর মহাশয়।
কেবল ভরসা কৃষ্ণ সংগ্রামের জয় ॥
এই মতে সর্ব্বজন রজনী বঞ্চিয়া।
সৈন্য-সমাবেশ করে প্রভাতে উঠিয়া ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা করিলেন যোদ্ধাগণে।
বাজায় বিবিধ বাদ্য না যায় লিখনে ॥
ঢাক ঢোল কাড়া পড়া দুন্দুভি বিশাল
খনক টমক বাজে কাংস্য করতাল ॥
বাদ্যের নিনাদে সৈন্যে হ'ল কোলাহল
শব্দ শুনি কাঁপে ঘন যত চলাচল ॥
দুই দলে মিশামিশি হ'ল মহারোল।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্রকল্লোল ॥
করিল বিচিত্র ব্যূহ শল্য মহারাজ।
ভুজঙ্গম ব্যূহ কৈল পাণ্ডব সমাজ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শল্যের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ।

ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ সঞ্জয় বিশেষ।
উভয় দলেতে সৈন্য কিবা আছে শেষ ॥
শল্য দুর্য্যোধন তবে কি কর্ম্ম করিল।
আপন বুদ্ধিতে পুত্র সব বিনাশিল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যে নাশিল রণে।
হেন জন সঙ্গে যুদ্ধ করে কি কারণে ॥
সঞ্জয় বলেন রাজা ইথে দেহ মন।
আত্মশেষ সৈন্য লয়ে যুঝে দুর্য্যোধন ॥
একাদশ সহস্র অযুত আছে রথ।
তিন কোটি মত্ত হস্তী সমান পর্ব্বত ॥
দুই পদ্ম অশ্ব আছে রণে অনিবার।
পবন গমন জিনি গমন যাহার ॥
তিন কোটি পদাতিক আছে যম সম।
সৈন্যের সহিত যুঝে করিয়া বিক্রম ॥
পাণ্ডবের শেষ সেনা আছে মহামতি।
আছয়ে গণনে রাজা সহস্রেক হাতী ॥
অশ্ব আছে এক লক্ষ লক্ষ পদাতিক।
ন্যূন নহে ইহা হতে বরঞ্চ অধিক ॥
যুধিষ্ঠির যোদ্ধাপতি পাণ্ডববাহিনী।
দুই দলে মহাযুদ্ধ শুন নৃপমণি ॥
যুধিষ্ঠির-পরাক্রমে সৈন্য ভঙ্গ দিল।
দেখি শল্য নরপতি অগ্রসর হ'ল ॥

দিব্য রথে চড়ি বীর আসে সেইক্ষণে ।
শল্য বলে সেনাগণ যুঝ একমনে ॥
নকুলের যুদ্ধ কর্ণ-পুত্র চিত্রসেনে ।
কাটিল নকুল-ধনু চিত্রসেন বাণে ॥
সারথি কাটিয়া রথ করিল বিরথী ।
বাণে বিদ্ধ হয়ে চিন্তে নকুল সুমতি ॥
তবে খড়্গ চর্ম্ম হাতে তার রথে চড়ি ।
চিত্রসেনে কাটি বীর ফেলে ভূমে পাড়ি ॥
নকুলের পরাক্রমে ধন্য ধন্য ধ্বনি ।
সত্যসেন ও সুষেণ আসে বীরমণি ॥
নকুল সহিত যুদ্ধ করে বীরবর ।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতর ॥
সত্যসেন শক্তি মারে সহিল নকুল ।
নিজ শক্তি মারি তারে করিল আকুল ॥
সত্যসেন পড়িল সুষেণ যুঝে বেগে ।
নকুলের অশ্ব রথ কাটি পাড়ে আগে ॥
বিরথী হইয়া তবে মাদ্রীর নন্দন ।
শীঘ্রগতি আর রথে কৈল আরোহণ ॥
সন্ধান পূরিয়া কাটে সুষেণের শির ।
সিংহনাদ করি উঠে নকুল প্রবীর ॥
শুন মহারাজ তব বাহিনী সকল ।
দলিয়া চলিল সব পাণ্ডবের দল ॥
দেখি শল্য আগে হ'ল ধরিয়া ধনুক ।
পরাক্রম দেখি কেহ না রহে সম্মুখ ॥
যুধিষ্ঠির রাজা সহ হইল মিলন ।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ বরিষণ ॥
যুঝিল নকুল ভীম রাজার পশ্চাতে ।
যোদ্ধাগণ আগে যুঝে রথ রথী সাথে ॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা আদি মহাবীর ।
শল্যের নিকটে যুঝে হইয়া অস্থির ॥
গদা হাতে ভীমসেন হ'ল আগুসার ।
মহাক্রোধে ধায় যেন অগ্নি অবতার ॥
নিবারিতে নারে শল্য ভীম গদা হাতে ।
রথের সারথি ভীম মারে এক ঘাতে ॥
লাফ দিয়া শল্য গিয়া চড়ে আর রথে ।
অটল পর্ব্বত প্রায় আছে গদাহাতে ॥

শল্য বলে ভীম তোর বড়ই সাহস ।
অকস্মাৎ গদা হানি চাহ নিজ যশ ॥
সহ দেখি মম অস্ত্র বুঝি পরাক্রম ।
এত দিনে আজি তোরে লইবেক যম ॥
এত বলি শক্তি ছাড়ি দিল শল্যরাজ ।
পড়িল নির্ভরে গিয়া ভীমবক্ষ-মাঝ ॥
বুক হতে ভীম শক্তি নিলেক তুলিয়া ।
শল্য প্রতি মারে বেগে হুহুঙ্কার দিয়া ॥
আঘাতে মূর্চ্ছিত হয় মদ্র-অধিপতি ।
অন্তর হইয়া রথ রাখিল সারথি ॥
কোপে শল্য রাজা গদা নিল তার পর ।
আইস মাতুল বলি ডাকে বৃকোদর ॥
আত্মপক্ষ ত্যাগ কৈলে পরপক্ষে গিয়া ।
এই অপরাধে মৃত্যু হইল আসিয়া ॥
গদায় জানি যে তুমি বিক্রমে বিশাল ।
তোমার সহিত যুদ্ধ বাঞ্ছি চিরকাল ॥
এত বলি দুই বীরে হ'ল বোলচাল ।
গদায় গদায় যুদ্ধ বিক্রমে বিশাল ॥
কুম্ভকার-চক্র প্রায় ফেরে দুই গদা ।
ঘূর্ণাকার দেখি সব লোকে লাগে ধাঁধা ॥
গদাযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে মহাবীর ।
বদন-ভ্রুকুটি নাদে বাহিনী অস্থির ॥
গদাঘাতে কম্পমান দোঁহাকার অঙ্গ ।
বজ্রাঘাতে ইন্দ্র যেন ভাঙ্গে গিরিশৃঙ্গ ॥
প্রথমে বিহ্বল দোঁহে সম দেখি বল ।
স্বর্গেতে প্রশংসা করে অমর সকল ॥
ধরণী কম্পিত হয় ভীম-সিংহনাদে ।
কৃপ আদি যোদ্ধাগণ পড়িল প্রমাদে ॥
গদা এড়ি ধনু নিল মদ্রপতি রাজা ।
মহাযুদ্ধ করে বীর ভীম মহাতেজা ॥
তবে বৃকোদর বীর রথে চড়ে গিয়া ।
দেখি কৃপাচার্য্য বীর আসিল ধাইয়া ॥
হইল তুমুল যুদ্ধ নাহি পরিমাণ ।
দুর্য্যোধন শল্য আসে আর চেকিতান ॥
মহাঘোর যুদ্ধ হ'ল না যায় বর্ণনা ।
অশ্ব গজ রক্তে ভাসে দেখে সর্ব্বজনা ॥

শল্য সহ যুঝে পুনঃ প্রধান পাণ্ডব।
মহাযুদ্ধ হ'ল যেন উথলে অর্ণব ॥
চন্দ্রসেন মদ্রসেন হ'ল আগুয়ান।
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে হয়ে সাবধান ॥
যুদ্ধ করি গেল তারা শমনসদন।
ধনুঃ ধরি শল্য আসি পুনঃ করে রণ ॥
ভীমসেন সাত্যকি সহিত পঞ্চ সাথ।
শল্যের উপরে করে ঘন বাণাঘাত ॥
নিজ অস্ত্রে কাটি পাড়ে শল্য মহাবীর।
পুনঃ আসি উপস্থিত যথা যুধিষ্ঠির ॥
উভয়েতে মহাযুদ্ধ বলে অপ্রমিত।
বৃষ্টিধারা পড়ে যেন দেখি চতুর্ভিত ॥
কাটেন শল্যের ধ্বজ ধর্ম্মনরপতি।
ধর্ম্মের ধনুক শল্য কাটে শীঘ্রগতি ॥
আর ধনু লয়ে যুদ্ধ করে যুধিষ্ঠির।
নিবারিয়া করে যুদ্ধ শল্য মহাবীর ॥
ক্রোধে ধায় চতুর্ভিতে বাহিনী বিনাশে।
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা ভাবেন বিশেষে ॥
আপন ভাগিনা বধ কৈল মদ্রপতি।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যাহে না হইল কৃতী ॥
ভীম সংহারিল দুর্য্যোধন-সহোদর।
মদ্রপতি বিনাশিতে হইল দুষ্কর ॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা আছে শল্যের নিধনে।
দুর্জ্জয় দেখি যে শল্যে আজিকার রণে ॥
হারিলে কি গতি হবে পাব মহালাজ।
এই মত ভাবি তবে কহে ধর্ম্মরাজ ॥
চক্রব্যূহ করি মোরে দোঁহে বল রাখ।
সহদেব ও নকুল মম বামে থাক ॥
দক্ষিণেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহিত সাত্যকি।
ভীমসেন ধনঞ্জয় প্রধান ধানুকি ॥
বিনাশিল শল্য আজি মাতুল প্রবল।
শুনি চারিদিকে রহে হয়ে অনুবল ॥
হইল প্রলয় যুদ্ধ ধর্ম্মরাজ ভাগে।
শল্যের সহায় দ্রৌণি রহিলেন আগে ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে।
দক্ষিণে নিবারে ভীম কৌরব প্রধানে ॥

কৃপাচার্য্য নিবারেন বীর ধনঞ্জয়।
এইরূপে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয় ॥
যুধিষ্ঠির-শল্য যুদ্ধ সমান সন্ধান।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির পড়ে দোঁহারি সমান।
যুধিষ্ঠিরে কম্পমান দেখি শল্য রণে।
চারিদিকে রণে সবে যুঝে সাবধানে।
গোবিন্দ সহায় পাছে বলেন ডাকিয়া।
নাশহ মাতুল উপরোধ কি লাগিয়া ॥
কৃষ্ণের বচনে যুধিষ্ঠির সাবধান।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান ॥
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মমতি যুদ্ধে ধর্ম্ম রাখে।
অন্যায় নাহিক দুই রথীর সম্মুখে ॥
অনুক্রমে মহাশর ছাড়ে মহীপতি।
সেই মত কাটে শল্য ধর্ম্ম ক্রুদ্ধমতি ॥
কাটেন শল্যের অস্ত্র মারি সাত বাণ।
রথধ্বজ সহ ছত্র হয় খান খান ॥
রথ লণ্ডভণ্ড দেখি ক্রোধে মদ্রপতি।
সুসজ্জ করিয়া রথ আনে শীঘ্রগতি ॥
শল্য বলে ভাগিনেয় যুদ্ধে মহাধীর।
যুদ্ধেতে এমন কেন দেখি যুধিষ্ঠির ॥
আত্মমত বলে দেখি বুদ্ধি যত যার।
এতক্ষণ যুঝ তুমি অগ্রেতে আমার ॥
যুধিষ্ঠির বলে মামা করি উপরোধ।
সব জানি যুদ্ধশাস্ত্র শুন মহাযোধ ॥
বিধিমত যুদ্ধ আজি তোমার সংহতি।
তোমারে জিনিলে জয় হইবে সংপ্রতি
ক্ষত্রকুলে ধর্ম্মযুদ্ধ বিজয় ঘোষণা।
যম সম শত্রু আর না করি গণনা ॥
মোর ভাগ্য হেতু তুমি হলে রিপুগত।
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখিবারে সব হ'ল হত ॥
এক্ষণে মাতুল তব হইবে বিনাশ।
শমনভবনে যাহ হইয়া নিরাশ ॥
অপরাধ না লইবে অস্ত্রের ঘাতনে।
আশীর্ব্বাদ কর আমা জীবন রক্ষণে ॥
শল্য বলে ধর্ম্মাচারে তুমি সে প্রধান।
তোমার বিজয় সত্য নাহিক এড়ান ॥

পূর্ব্বে তব পক্ষে যেতে ইচ্ছা মোর ছিল।
পথে পেয়ে দুর্য্যোধন আমারে বরিল ॥
সে সব বৃত্তান্ত দূত কৈল তব আগে।
কাজে কাজে হতে হ'ল দুর্য্যোধন দিগে ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখ যদি নাহি তাহে দোষ।
সম্বন্ধের উপরোধে দূর কর রোষ ॥
কহিতে কহিতে দোঁহে করে বাণবৃষ্টি।
প্রলয়ের মেঘ যেন মজাইতে সৃষ্টি ॥
অসংখ্য বরিষে বাণ যেন জলধারা।
খসিয়া পড়য়ে যেন আকাশের তারা ॥
ধর্ম্মরাজ ডাকি তবে বলে যোদ্ধাগণে।
শল্যেরে মারহ বাণ পূরিয়া সন্ধানে ॥
ন্যায়যুদ্ধ বিনা ধর্ম্মে নাহি অন্য মতি।
বাণে অন্ধকার হ'ল তুল্য দিবা রাতি ॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর।
দোঁহে দোঁহা বিন্ধি শরে করে জর জর ॥
মহাবাণ বজ্র এড়িলেন ধর্ম্মসুত।
শল্যের ধনুক কাটি কাটে অশ্ব রথ ॥
আর ধনু লয়ে শল্য হ'ল আগুসার।
হইল প্রলয় যুদ্ধ বাণে অন্ধকার ॥
ধনু কাটাকাটি পুনঃ হ'ল পরস্পর।
পুনঃ ধনু নিল দোঁহে দোঁহে সমশর ॥
দোঁহে দোঁহা বাণবৃষ্টি সমর ভিতর।
বাণে বাণ নিবারেন ধর্ম্ম নৃপবর ॥
সমান সন্ধান দোঁহে পরম সন্ধানী।
দোঁহে দোঁহা বিনাশিব এই মনে জানি ॥
অসিমুখ বাণ শল্য এড়িলেক কোপে।
বুকে বাজি ধর্ম্ম রহিলেন মৃতরূপে ॥
ক্ষণে মূর্চ্ছাভঙ্গ হয়ে উঠে ধর্ম্মকারী।
বাণগুটি ফেলে কাটি নিজ করে ধরি ॥
ভীম ধনঞ্জয় আর সাত্যকি প্রভৃতি।
বিনাশে কৌরব সেনা করিয়া দুর্গতি ॥
যুধিষ্ঠিরে অবসন্ন দেখি ভীম বীর।
শল্যের সম্মুখে যুঝে হইয়া সুস্থির ॥
ভীমের কবচ কাটি পাড়ে শল্য বাণে।
শল্য-অশ্ব কাটে ভীম করিয়া সন্ধানে ॥
তাহা দেখি শল্য বীর মহাক্রুদ্ধমনে।
পঞ্চ বাণ ভীমসেনে মারিল সন্ধানে ॥
শল্য-বাণে ভীমসেন হইল জর্জ্জর।
নিবারিতে নাহি পারে পবনকোঙর ॥
তাহা দেখি পুনঃ যুধিষ্ঠির মহারাজ।
সন্ধান পূরিয়া আসে সমরের মাঝ ॥
বাণেতে পীড়িত শল্য দেখি যদুপতি।
ধর্ম্মরাজে ডাকি তবে বলে শীঘ্রগতি ॥
বিনাশ করহ শল্যে কেন কর ব্যাজ।
যুদ্ধকালে উপরোধ নহে ধর্ম্মরাজ ॥

শল্যবধ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন মাতুল পীড়িত।
প্রহারের কাল কৃষ্ণ নহেত উচিত ॥
গোবিন্দ বলেন রিপু পাই যবে পাশ।
কালাকাল নাহি চাহি করি যে বিনাশ ॥
যাহার মরণে ভদ্র দেখি মহারাজ।
তাহে বিনাশিতে দোষ নাহি যুদ্ধমাঝ ॥
গোবিন্দ-বচনে তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
ডাকিয়া বলেন সাবধান মদ্রবীর ॥
শুনি শল্য ধনুকেতে বাণ যোড়ে বেগে।
ভীম আদি বাণ কাটে রহি চারিদিগে ॥
হুঙ্কারে ছাড়েন শক্তি ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ্মণেরে শক্তি যেন এড়িল রাবণ ॥
গোবিন্দ রহেন তার শক্তিশেলমুখে।
গমনে আগুণ উঠে ঝলকে ঝলকে ॥
তাহা দেখি শল্যবীর বাণেতে তৎপর।
শক্তি নিবারিতে বাণ এড়িল সত্বর ॥
শক্তিতে ঠেকিয়া বাণ খণ্ড খণ্ড হয়।
শল্য বলে মোর আজি জীবন সংশয় ॥
পড়িলেক শক্তি আসি শল্যরাজবুকে।
শক্তিঘাতে পড়ে শল্য সংগ্রামসম্মুখে ॥
বিষম প্রহারে প্রাণ ছাড়িল সত্বর।
ভূমিতে পড়িল তবে শল্য নৃপবর ॥
বাহু প্রসারিয়া অধোমুখে শল্যরাজ।
ছিন্ন হয়ে বক যেন পড়ে ক্ষিতিমাঝ ॥

জীবন ছাড়িল শল্য পাইয়া বেদনা।
সমরে পড়িল শল্য কটকে ঘোষণা ॥
শল্যরাজানুজ আসি শোকেতে মিলিল।
ধর্ম্মরাজ সহ তবে রণে প্রবেশিল ॥
বাণবৃষ্টি করি ধর্ম্মরাজে আচ্ছাদিল।
চতুর্দ্দিকে বাণ বর্ষি অন্ধকার কৈল ॥
দোঁহাকার বাণ কাটে দোঁহে বলবান।
বজ্রবাণ এড়ে দোঁহে পূরিয়া সন্ধান ॥
বাণ দেখি মনে মনে চিন্তিত হইয়া।
যুধিষ্ঠির বাণ এড়িলেন বিশেষিয়া ॥
নির্ভরে পড়িল গিয়া তাহার শরীরে।
শল্যের অনুজ বীর পড়ে ভূমিপরে ॥
ধর্ম্মরাজ সহ যুদ্ধে মদ্ররাজ ম'ল।
সংগ্রামের স্থানে বহু কোলাহল হ'ল ॥
সমরে পড়িল শল্য হ'ল কলরব।
কৌরববাহিনী ভঙ্গ সানন্দ পাণ্ডব ॥
পাণ্ডব দলেতে সবে করে সিংহনাদ।
শুনি কুরুবলে হ'ল বড়ই বিষাদ ॥

উভয় দলে পরস্পর যুদ্ধ।

শল্য যদি পড়ে রণে, ভঙ্গ দিল কুরুগণে,
বিমুখ হইয়া রণমাঝে।
বিজয়ীদুন্দুভি বাজে,আনন্দিত ধর্ম্মরাজে,
দেখি ক্রোধে বলে কুরুরাজ ॥
রণে নাহিকর ক্ষমা,কৃপ আর অশ্বত্থামা,
কৃতবর্ম্মা কর গিয়া রণ।
শুনিয়া যতেক রথী, বেড়িল পাণ্ডবপতি,
আগুলিয়া রাখে যোদ্ধাগণ ॥
কৃতবর্ম্মা মহাবীর, রণে পেয়ে যুধিষ্ঠির,
ছিন্ন ভিন্ন করে বাণাঘাতে।
তবে যুধিষ্ঠির রণে,সন্ধান পূরিয়া হানে,
তার রথ কাটেন ত্বরিতে ॥
অশ্ব লয়ে কৃতবর্ম্ম, যুঝয়ে সহিত ধর্ম্ম,
বাণে বাণ কাটে ধর্ম্মরাজ।

গুরুপুত্র অশ্বত্থামা, কৃপ আর কৃতবর্ম্মা,
সকলে বেষ্টিত যুধিষ্ঠির।
তাহা দেখিভীমসেন,আসিল ধর্ম্মেরস্থান,
মহাদম্ভে বাণ এড়ে বীর ॥
দেখিয়াভীমের বাণ,অশ্বত্থামাক্রোধবান,
বাণে বাণ কাটি করে ক্ষয়।
তাহাদেখিভীমসেন,ক্রোধেযেন হুতাশন,
বাণ ছাড়ে বেগে অতিশয় ॥
অন্য অন্য বীরগণ, করিল প্রলয় রণ,
যেন বৃষ্টি বর্ষে বিপরীত।
দেখি বড় বিসম্বাদ, দুই দলে পরমাদ,
সকলে হইল চমকিত ॥
অশ্বত্থামা মহাবীর,গম্ভীর সংগ্রামেধীর,
বাণ এড়ে রাজার উপর।
তাহাদেখিভীমসেন,ক্রোধেহ'লঅগ্নিহেন,
বাণে বাণ কাটেন সত্বর ॥
মধ্যাহ্নকালেরবেলা, সৈন্যবিনাশিতেগেলা
দুই দলে নাহি ছাড়ে রণ।
সঞ্জয় বলেন বাণী, শুন অন্ধ নৃপমণি,
সব নষ্ট তুমি সে কারণ ॥
শল্য হ'ল রণে হত, লইয়া সত্বর রথ,
কৌরবপ্রধান আগুয়ান।
চড়িয়া কুঞ্জরোপর,যেন শোভে পুরন্দর,
কৃপ আদি চলে পাছুয়ান ॥
যুধিষ্ঠিরে বেড়ে আসি,বাণবৃষ্টি অহর্নিশি,
অন্ধকারে কিছু নাহি দেখি।
শকুনি হইল আগু, রহ রহ ডাকে লঘু,
আশ্বাসিয়া যোদ্ধাগণে রাখি ॥
কেহ নাহি শুনেবোল,সব হ'ল উত্তরোল,
আসি কহে রাজার নিকটে।
ভাঙ্গে সেনা প্রাণভয়,নিবারণ নাহি হয়,
কি করিব বিষম সঙ্কটে ॥
শুনিয়াত কুরুপতি, কহেন সঞ্জয় প্রতি,
কোন কর্ম্ম কৈল দুর্য্যোধন।

মহাভারতের কথা, বিচিত্র ভারত গাঁথা,
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

শকুনি-দুর্য্যোধন সংবাদ।

মাতুল-বচন শুনি দুর্য্যোধন রাজা।
সেনাভঙ্গ দেখি ধায় রণে মহাতেজা॥
মহাযত্ন করি তাকে করিল আশ্বাস।
কি করিলে যায় সবে পাইয়া তরাস॥
মাতুল বুঝাও তুমি সব সেনাগণে।
ত্যাগ করি কেন যায় অসমাপ্ত রণে॥
সমর করহ সবে নাহি কর ভয়॥
সংগ্রামে মরিলে বীর শীঘ্র স্বর্গে যায়॥
জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়।
রণে ভঙ্গে দিয়া কেন হও নিন্দাশ্রয়॥
পলাইয়া প্রাণ রাখে লজ্জা নাহি ছাড়ে।
স্থির হয়ে যুদ্ধ কর যাহে যশ বাড়ে॥
সাহস করিয়া সবে যুদ্ধ কর সার।
মরণে লভিবে যশ পাপে হবে পার॥
আপনে বুঝিয়া আজি মারহ পাণ্ডবে।
দেখিবে কৌতুক পরে দাঁড়াইয়া সবে॥
আশ্বাস পাইয়া সেনা হইল প্রবল।
কালপ্রাপ্ত মৃত্যু আসি হইল নিশ্চল॥
শুনিয়া শকুনি বলে শুন কুরুরাজ।
ভদ্র না দেখি যে আমি ছাড় যুদ্ধ কাজ॥
আরম্ভ হইতে হ'ল রণ যত দিন।
দিন দিন সেনাগণ হইতেছে ক্ষীণ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী বাহিনী গণিত।
অধিক হইবে কত না হয় লিখিত॥
সকলি বিনষ্ট হ'ল অল্পমাত্র শেষ।
দেখিয়া না দেখ রাজা না বুঝ বিশেষ॥
অসাধ্য প্রয়াসে তাত নাহি প্রয়োজন।
অতঃপর যুদ্ধে ক্ষমা দেহ দুর্য্যোধন॥
দৈববলে কুন্তীপুত্র হইল বলিষ্ঠ।
যাহার গোবিন্দ সখা সবাকার ইষ্ট॥
পাণ্ডবের তেজ দেখি সেনারা আকুল।
দিনে দিনে দেখ সেনা হইল নির্ম্মূল॥
নিষ্ফল আরম্ভ দম্ভ আর নাহি সাজে।
অমাত্য বান্ধব নষ্ট হ'ল এই কাজে॥
দেখি ক্ষমা দেহ এবে ওহে কুরুরাজ।
শেষ রক্ষা করি থাক যুদ্ধে নাহি কাজ॥
কর্ণ আদি করি দর্প কি করিল তব।
আগু পাছু না গণিয়া নষ্ট কৈল সব॥
পাণ্ডবের মূল হরি সাত্যকি পাঞ্চাল।
কি কর্ম্ম সাধিলে তুমি হইয়া বিশাল॥
কত যত্ন কৈল গুরু আর ভীষ্ম কত।
কি সাধিল তব কার্য্য সব হ'ল হত॥
বৃথা অভিলাষ কর চেষ্টা বিধিমতে।
কিছু না হইল কার্য্য কাল বিপরীতে॥
কৃষ্ণ আদি করি সবে করিল বারণ।
না শুনিলে তাহা বিধি ঘটাল তেমন॥
ভয়ে যারা পলাইয়া গেল নানা স্থান।
এবে সে পাণ্ডব হ'ল সবার প্রধান॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
অতঃপর ক্ষমা দেহ নাহি কর রণ॥
ইন্দ্র-দেবরাজ-রিপু বলি মহাশয়।
কৃষ্ণ তারে কালক্রমে করিলেন ক্ষয়॥
তুমি যদি অনুমতি দেহ এইক্ষণ।
আসিয়া ভজিবে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন॥
যে হইল সে হইল করহ বিচার।
আপনি রাখহ শেষ না কর সংহার॥
মাতুল-বচন শুনি কহে কুরুরায়।
বুঝিনু মাতুল তুমি পাইয়াছ ভয়॥
এই যুদ্ধে মৃত্যু যদি না হয় তোমার।
তবে বুঝি কদাচিত মৃত্যু নাহি আর॥
মরণের হেতু ভয় কিসের কারণ।
কালপ্রাপ্তে নিজ বুদ্ধি হারায় সুজন॥
ভাবিয়া দেখহ মনে কিসের শোচন।
সংগ্রামে দেখাও তুমি নিজ পরাক্রম॥
নিশ্চিত যদ্যপি থাকে এ যুদ্ধে মরণ।
কি মতে বাঁচিবে তবে গান্ধারনন্দন॥

নীতি অনুগামী হও ছাড় মৃত্যুভয়।
সমর করিব যেবা ভাগ্যে মোর হয়॥
এতেক বলিল রাজা মাতুলের প্রতি।
শুনিয়া রহিল মৌনে গান্ধারসন্ততি॥
অনন্তর কহে রাজা সারথির প্রতি।
রথ সাজি আন যুদ্ধে যাব শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া রাজার বাক্য সারথি সত্বর।
রথ সাজি আনে শীঘ্র রাজার গোচর॥
আজ্ঞামাত্র সুসজ্জিত করে রথখান।
মণিময় রথখান বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
রথে আরোহিল রাজা সংগ্রামের বেশে।
শকুনি জানিল মৃত্যু হইল বিশেষে॥

শকুনি-বধের উপক্রমে নানা যুদ্ধ।

সেনাগণে আশ্বাসিয়া কহে দুর্য্যোধন।
আগু হয়ে যুঝ শত্রু করিব নিধন॥
জয় পরাজয় মৃত্যু দৈবের ঘটন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন॥
এত বলি কুরুপতি রথ আরোহণে।
রথেতে ভেটিল আসি ভীমসেন সনে॥
দুই মত্তহস্তী যেন করিছে গর্জ্জন।
দুই সিংহে মিলি যেন করে মহারণ॥
ভীম ডাকি বলে এস কুরু-কুলাধম।
করিলে সকল নাশ করি পরাক্রম॥
এবে বল বুদ্ধি কর্ণ সেই গেল কোথা।
দুঃশাসন দুরাচার মৈল দুষ্ট ভ্রাতা॥
দেখিয়া না দেখ চক্ষে তুমি অন্ধমতি।
কুলান্তক তোমা করি সৃজিয়াছে বিধি॥
রণে ক্ষমা দিয়া ভজ ধর্ম্মের নন্দনে।
জীবনের আশা যদি কর মনে মনে॥
নতুবা চলহ যথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ।
দুই পথ কহিলাম যাহাতে প্রসন্ন॥
দুর্য্যোধন বলে ভীম সহ পরিবারে।
শমন-সদনে আজি পাঠাইব তোরে॥
বারে বারে অপমান কৈলে নানামতে।
এখন পূরিল কাল চল যমপথে॥
দ্রৌপদীর অপমান পাসরিলে কেনে।
কিরাত সমান হয়ে ভ্রমিলে কাননে।
শুনি ভীম বলে তব জেনেছি বিক্রম।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া তোরে লইল যখন॥
নিজ বল পরাক্রম কি জানাব তোমা
ভজ ধর্ম্মরাজে তিনি করিবেন ক্ষমা॥
আপনা রাখহ রাখ অন্ধ পিতা মাতা।
হিত বাক্য কহিলাম না কর অন্যথা॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা ক্রোধে কটু কয়
সমরে পাণ্ডবে আজি করিব বিজয়॥
মহাযুদ্ধ ঘোরতর বাধে হেনকালে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
বাণবৃষ্টি করি সৈন্য করিল অস্থির।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে নীর॥
ভীমের নারাচ বাজে দুর্য্যোধন-বুকে।
ব্যাকুল সারথি রথ ফিরায় বিমুখে॥
গদা হাতে ভীমসেন ধায় শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্রে সংহারিল যত যোদ্ধাপতি॥
আথালি পাথালি বীর মারে গদাবাড়ি
সহস্র সহস্র রথ ফেলে চূর্ণ করি॥
গদাহাতে ধায় বীর সমরে প্রচণ্ড।
বজ্রহাতে ইন্দ্র যেন যায় কালদণ্ড॥
সম্মুখ বিমুখ নাহি মারে খেদাড়িয়ে।
পলায় সকল সৈন্য রণে ব্যস্ত হয়ে॥
দূরে থাকি ধায় সবে পাইয়া তরাস।
পাছু পাছু ধায় বীর করিয়া বিনাশ॥
যত যুদ্ধ করে বীর তত বল বাড়ে।
তাহা দেখি কুরুসৈন্য ধায় উভরড়ে॥
একা ভীম সংহারিল সহস্র পদাতি।
তুরঙ্গ সহস্র পঞ্চ সহস্রেক হাতী॥
সম্বিত পাইয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন।
আশ্বাসিয়া বলে ভয় নাহি যোদ্ধাগণ।
অর্জ্জুন সহিতে যুদ্ধে ধায় যোদ্ধাগণ।
কুঞ্জর সহিত আসে রাজা দুর্য্যোধন॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ বাণ বরিষণ।
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ॥

কৌরবের যোদ্ধাপতি শাল্ব নৃপবর।
হস্তীতে চড়িয়া আসে সংগ্রাম ভিতর।।
হস্তীর বিনাশে বাণ পাঞ্চাল এড়িল।
বিষম প্রহারে হস্তী ভূমেতে পড়িল।।
ক্রোধে বীর লাফ দিয়া ভূমিতে নামিল।
দেখিয়া সাত্যকি তার অগ্রগামী হ'ল।।
কাটিল শাল্বের ধনু করি খণ্ড খণ্ড।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা হইল প্রচণ্ড।।
দুই জনে বাণ মারি করে অন্ধকার।
মহাপ্রলয়েতে যেন সৃষ্টির সংহার।।
সাত্যকি এড়িল বাণ কৃতবর্ম্মা বীরে।
সেই বাণ বাজে তার বক্ষের উপরে।।
বাণে বাণে আচ্ছাদিল কৃতবর্ম্মা বীর।
রথ ফিরাইল তবে সারথি সুধীর।।
পুনঃ শাল্ব সাত্যকিতে বাধিল সমর।
দোঁহে দোঁহা বাণে বিন্ধি করে জরজর।।
সাত্যকির বাণে শাল্ব ত্যজিল জীবন।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা আসিল তখন।।
শাল্ব বীরে নিপাতিত দেখি মহাবীর।
কৃতবর্ম্মা আসি রণে হইল সুস্থির।।
পুনরপি কৃতবর্ম্মা সাত্যকিতে রণ।
দোঁহাকার সংগ্রামের কি দিব তুলন।।
উভয়ে হইল রণ নাহি পাঠান্তর।
রথে চড়ি আসে দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর।।
ধ্বজ ছত্র কাটা গেল দেখি বিপরীত।
অশ্ব কাটা গেল রথ গমনরহিত।।
ভূমে নামে কৃতবর্ম্মা হইয়া বিরথী।
দেখি কৃপ নিজরথে তোলে শীঘ্রগতি।।
পুনরপি দুর্য্যোধন যুঝে ক্রোধমনে।
শরাসনে করে রণ পাণ্ডবের সনে।।
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গ দিল পাণ্ডববাহিনী।
যুধিষ্ঠির সহ রণে মিলিল শকুনি।।
মুহূর্ত্তেকে মহাযুদ্ধ বাধে ঘোরতর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর।।
ধর্ম্মের সারথি রথ কাটিল তখনি।
লাজ পেয়ে ধর্ম্মরাজ নামিল ধরণী।।

হেনকালে সহদেব ত্বরিতে আসিয়া।
আপনার রথে ধর্ম্মে নিলেন তুলিয়া।।
পুনঃ দিব্য রথ আনি যোগায় সারথি।
ধনু ধরি তাহে উঠে ধর্ম্ম নরপতি।।
সসজ্জ হইয়া রাজা রহিয়া তথায়।
শকুনি বধিতে আজ্ঞা দিলেন ত্বরায়।।
চতুর্দ্দিকে সেনাগণ রহ সাবধান।
শকুনিরে মারি কর যশের বাখান।।
সহস্র সামন্ত পঞ্চ সহস্র তুরঙ্গ।
সপ্ত শত মত্ত করী চলে তার সঙ্গ।।
পদাতি সহস্র ত্রিশ চলিল প্রধান।
এ সবার সহদেব কর্ত্তা আগুয়ান।।
জানিয়া সমরে ধায় গান্ধারনন্দন।
অনুবল পাছে পাছে দেয় দুর্য্যোধন।।
ষষ্টিশত অশ্বরথ আছয়ে বিভাগ।
পদাতি পঞ্চাশ কোটি সহস্রেক নাগ।।
সকল যোদ্ধার মাঝে শকুনি প্রধান।
দুই দলে মিশামিশি বাধিল সংগ্রাম।।
প্রতিজ্ঞা আছয়ে পূর্ব্বে শকুনি বিনাশে।
সেই হতে সহদেব অধিক আবেশে।।
সহদেব শকুনিতে হ'ল মিশামিশি।
বাণে অন্ধকার নাহি জানি দিবানিশি।।
অবিশ্রাম রণ করে বীর দুই জন।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে করিয়া গর্জ্জন।।
রথে রথে গজে গজে তুরঙ্গে তুরঙ্গ।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ দেখি যোদ্ধাভঙ্গ।।
কেশাকেশী মুখামুখী ভুজে যায় তাড়ি।
চরণে চরণ ছেদি যায় গড়াগড়ি।।
হেনমতে যোদ্ধাগণ করে মহারণ।
মার মার শব্দ করি করয়ে গর্জ্জন।।
বাণে অন্ধকার হ'ল সংগ্রামের স্থলী।
রথী রথী মহাযুদ্ধ সবে মহাবলী।।
শোণিতের বহে নদী অতিভয়ঙ্কর।
হস্তী ঘোড়া ভাসি চলে সংগ্রাম ভিতর।।
শ্বান-শিবা-কলরব পিশাচের ঘটা।
নানাবর্ণ পক্ষী উড়ে যেন মেঘছটা।।

বিষম সমরে বহু পড়িল বাহিনী।
সপ্তশত অশ্ব শেষ রহিল শকুনি ॥
রাজার আজ্ঞায় যুঝে পরম সাহসে।
পাণ্ডববাহিনী ভঙ্গ দিল চারি পাশে ॥
সাহসে শকুনি যুঝে ধরিয়া ধনুক।
বাণাঘাতে পাণ্ডুসেনা নাহি বান্ধে বুক ॥
হস্ত পদ বক্ষ কার করে খণ্ড খণ্ড।
কুণ্ডল সহিত কার কাটি পাড়ে মুণ্ড ॥
সমরে শকুনি বহু সেনা বিনাশিল।
তাহা দেখি সহদেব সত্বরে ধাইল ॥
বাহিনী-দুর্গতি দেখি কৃষ্ণ মহাশয়।
ডাকিয়া বলেন কেন সেনাভঙ্গ হয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সমুদ্র তরিয়া।
শকুনির যুদ্ধে কেন মজিলে আসিয়া ॥
মারহ দুষ্টেরে আজি অনর্থের মূল।
তার অপরাধে ক্ষত্র হইল নির্ম্মূল ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন ক্রোধে গাণ্ডীব ধরিয়া।
ক্ষুদ্র মৃগে যায় যেন সিংহ খেদাড়িয়া ॥

শকুনি-বধ।

গাণ্ডীব ধরিয়া পার্থ যুঝেন তখন।
ছিন্ন ভিন্ন করিলেন কুরু-সেনাগণ ॥
কেহ ডাকে মাতা পিতা কেহ চাহে জল।
সাহসে শকুনি যুঝে বাহিনী বিকল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন।
মহাঘোর যুদ্ধ হয় ঘোর দরশন ॥
বাণে কাটি পাড়ে তাহা রাজা দুর্য্যোধন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
সন্ধান পূরিয়া আসে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া কাটে সারথির শির ॥
পঞ্চ বাণে ধনু কাটে ধ্বজ ছত্র আর।
বাণে খণ্ড খণ্ড রথ করিল রাজার ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দুর্য্যোধন।
লাফ দিয়া সৈন্যমধ্যে পড়িল তখন ॥
ভঙ্গ দিয়া অশ্বে চড়ি রাজা মহামতি।
পাছু নাহি ফিরে চাহে ধায় শীঘ্রগতি ॥

অপমান পেয়ে ধায় রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনির কাছে আসি দিল দরশন ॥
তরে রাজা কৃতবর্ম্মা মহাবলবান।
ভীমসেন সহ যুঝে হয়ে সাবধান ॥
ক্ষণেক রহিয়া তবে ভীম মহাবীর।
বাণেতে বিন্ধিল যোদ্ধাগণের শরীর ॥
বাণে বাণ কাটে কৃতবর্ম্মা ক্রুদ্ধমন।
মহাকোপে আসে বীর পবননন্দন ॥
যুদ্ধ করে কৃতবর্ম্মা করিয়া বিক্রম।
সমরে প্রচণ্ড দোঁহে নাহি পরিশ্রম ॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ করে বারবার।
তাহা দেখি যোদ্ধাগণ হ'ল আগুসার।
ভীমসেন করে যুদ্ধ অনেক বিশেষ।
নির্ম্মূল হইল সেনা অল্প অবশেষ ॥
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মদমত্ত হাতী।
কানন কাটিয়া যেন মুক্ত কৈল ক্ষিতি।
একা ভীম সর্ব্বসৈন্য করিল বিনাশ।
দেখিয়া কৌরবসৈন্য পাইল তরাস ॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুন নিবেদন।
অশ্ব আরোহণে রণে আছে দুর্য্যোধন
যোদ্ধাগণ কতগুলি আছয়ে সংহতি।
দেখিয়া কহেন পার্থ গোবিন্দের প্রতি
হের দেখ লজ্জাহীন দুষ্ট দুর্য্যোধন।
তবু ক্ষমা নাহি রণে বিনাশ কারণ ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আগু হয়ে মার শীঘ্র পাপী কুরুবর ॥
অর্জ্জুন দেখহ সেনা প্রায় ভঙ্গিয়ান।
ক্ষণেক করহ যুদ্ধ হয়ে সাবধান ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা কি কব বিশেষ।
সকল হইল নষ্ট কিছুমাত্র শেষ ॥
অবশেষ আছে তব দুই শত রথ।
ত্রিসহস্র পদাতিক অশ্ব পঞ্চ শত ॥
কৌরববাহিনী রাজা এই মাত্র শেষ।
জানিয়া অর্জ্জুন প্রতি কন হৃষীকেশ ॥
মহাধনুর্দ্ধর পার্থ বাণে অনিবার।
তোমা হতে শত্রু সব হইল সংহার ॥

আজি ভুজবলে যুধিষ্ঠির অধিকারী।
রহিল তোমার যশ ত্রিভুবন ভরি॥
আজি যুধিষ্ঠিরোপরে রবে রাজ্যভার।
আজি হ'ল কুরুকুল সমূলে সংহার॥
অর্জ্জুন বলিল প্রভু তোমার প্রসাদে।
সমরে বিজয়ী আমি হলেম জগতে॥
কহিতে কহিতে যুদ্ধস্থলে ধনঞ্জয়।
বাণে বাণে করিলেন অন্ধকারময়॥
মহাপরাক্রম পার্থ যেন ধনুর্ব্বেদ।
পঞ্চ বাণে করে সুশর্ম্মার শিরচ্ছেদ॥
তাহার তনয় কোপে রণে প্রবেশিল।
পার্থের নারাচ বাণে সেহ কাটা গেল॥
তবে ক্রোধে বীরবর ছাড়ে সিংহনাদ।
যুঝয়ে সমরে বীর নাহিক বিষাদ॥
দক্ষসেন বীর গেল সমরের মুখে।
তাহারে বধিল ভীম পরম কৌতুকে॥
তাহার অনুজ ছিল সমরে দুর্জ্জয়।
তাহারে মারিল বীর পবনতনয়॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে জর্জ্জর শরীর॥
শকুনি নিকটে আসে সহদেব বীর।
বাণেতে জর্জ্জর কৈল শকুনি-শরীর॥
সসম্বিত হয়ে উঠে পাইয়া চেতনা।
সিংহনাদ করে বীর পড়য়ে ঝঞ্ঝনা॥
ভয়ে ভীত ভঙ্গিয়ান দেখি কুরুবলে।
দুর্য্যোধন আশ্বাসিয়া রাখিল সকলে॥
দেব অবতার বীর সহদেব রোষে।
অবিশ্রান্ত ক্ষান্ত নহে বিশিখ বরিষে॥
শকুনির ধনু কাটি ফেলে অবহেলে।
অন্য ধনু লয়ে যুদ্ধ করে সেহ বলে॥
উলূক শকুনিপুত্র অতি বলধর।
পিতার সাহায্য হেতু আসিল সমর॥
ভীমের সহিত যুদ্ধ করে অনিবার।
ক্ষুরবাণে ভীম তারে করিল সংহার॥
পুত্রশোকে যুঝে বীর মরণ ভাবিয়া।
নির্ভয়েতে ধনুর্গুণ সন্ধান পূরিয়া॥
বাণে আচ্ছাদন কৈল মাদ্রীর নন্দনে।
গলিত রুধির অঙ্গ ভয় নাহি মনে॥
মাদ্রীপুত্র মহাবীর মহাকোপভরে।
বাণে শকুনির তনু খণ্ড খণ্ড করে॥
কোপে শক্তি লয় তুলি গান্ধারকুমার।
নিক্ষেপ করিল তারে করিতে সংহার॥
দৃষ্টিমাত্র শক্তি কাটে সহদেব বীর।
শক্তি ব্যর্থ গেল দেখি শকুনি অস্থির॥
ভিন্দিপাল শক্তি ভল্ল পরশু তোমর।
শেল শূল জাঠি জাঠা যতেক অপর॥
সন্ধান পূরিয়া কত শকুনি মারিল।
মাদ্রীসুত সহদেব সকলি কাটিল॥
কাটিল সারথি রথ করি লণ্ডভণ্ড।
তীক্ষ্ণ বাণে কাটি পাড়ে তুরঙ্গের মুণ্ড॥
বিরথী হইয়া বীর রহিল দাঁড়ায়ে।
পরাক্রম গেল সব আতঙ্ক পাইয়ে॥
রথ হতে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
বিমুখ সংগ্রামে বীর পিঠ দিয়া চলে॥
চঞ্চল চরণ গতি নাহি বুদ্ধি বল।
করতালি দিয়া পাছু খেদাড়ে সকল॥
ধিক্ ধিক্ ক্ষত্র হয়ে পলাইস্ কেনে।
ইহার অধিক ভাল সংগ্রামে মরণে॥
অবলার প্রায় যাস্ ছাড়ি বীরপণা।
মরণ এড়াবি হেন না কর ভাবনা॥
অপমান-বাক্য শুনি পুনঃ নেউটিল।
মরণ ভাবিয়া রণে আসিয়া পশিল॥
রণভূমে পড়ে ছিল যত অস্ত্র তাই।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ লইয়া সবাই॥
যত অস্ত্র ফেলি মারে কাটে মহাবীর।
অবসন্ন হয়ে থাকে গান্ধার সুধীর॥
ক্রুদ্ধ হয়ে মাদ্রীপুত্র চুলে ধরি আনে।
শকুনি দুঃখের মূল সর্ব্বলোকে জানে॥
পশুর সদৃশ করি শকুনিরে আনে।
কম্পমান কলেবর আছে অচেতনে॥
সহদেব বলে তুমি দুষ্টের প্রধান।
এই হেতু তোমা প্রতি নহি ক্ষমাবান॥

পাশায় যতেক দুঃখ দিলে দুষ্টমতি।
উপহাস করিলে যে রাজার সংহতি ॥
ভুঞ্জাব তাহার সুখ আজিকার রণে।
যে হাতে ধরিলে পাশা কপটবিধানে ॥
সেই হাত অগ্রে কাটি অস্ত্র তার পরে।
আজি রণে শিখাইব নরাধম তোরে ॥
শকুনি কহিল মোরে মার দিব্য বাণ।
বধ কর কিন্তু নাহি কর অপমান ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।
কাটি পাড় মুণ্ড যদি ক্ষমা নাহি হয় ॥
এত শুনি দর্প করি সহদেব বীর।
পূর্ব্বদুঃখ মনে করি হইল অস্থির ॥
অঙ্গুলি পর্য্যন্ত কাটি পাড়ে বাহুমূল।
পূরিল প্রতিজ্ঞা আজি শুন হে মাতুল ॥
কাতর শকুনি বীর করে ছট্‌ফটি।
ক্রোধে সহদেব বীর ফেলে মুণ্ড কাটি ॥
কর্ম্ম অনুরূপ ফল বলে সর্ব্বলোকে।
পূর্ব্বের বিধান ফল পাইল প্রত্যেকে ॥
সময় পাইলে কর্ম্ম অবশ্য যে ফলে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল সব ভুঞ্জ এতকালে ॥
শকুনি পড়িল রণে হ'ল সিংহনাদ।
কুরুসৈন্য ভঙ্গ দিল গণিয়া প্রমাদ ॥
পলাইতে নারে সবে যারে পড়ে চখে।
প্রাণের সহিত মারে যারে আগে দেখে ॥
সৈন্যগণ ভঙ্গ দিল যেবা ছিল শেষ।
একা দুর্য্যোধনমাত্র আছে অবশেষ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাগণ নাশি।
শোকে নৃপতির মুখে নাহি আর হাসি ॥
হইল পৃথিবী শূন্য জানি মহামতি।
অশ্ব ছাড়ি ভূমিতলে করিলেন গতি ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে কহ সঞ্জয় বিশেষ।
পাণ্ডবের সেনা কত আছে অবশেষ ॥
সঞ্জয় বলেন শুন কুরুবংশপতি।
আছে যে পাণ্ডবদলে দ্বিসহস্র রথী ॥
তুরঙ্গ অযুত শত সহস্র মাতঙ্গ।
লক্ষ পদাতিক আছে পাণ্ডবের সঙ্গ ॥
যত সৈন্য ছিল সব বিনষ্ট হইল।
কৌরবের শেষ যেই এখন রহিল ॥
কৃপ অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধন।
শুনহ নৃপতি শেষ এই চারি জন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন-হ্রদে প্রবেশ।

সঞ্জয় বলেন রাজা কর অবগতি।
আপন সমর শেষ দেখি মহীপতি ॥
কুরুবলে সিংহ যেন ছিল মহারাজ।
দাবানল দহে যেন শুষ্কবন মাঝ ॥
অগাধ শুষিল যেন মহোদধিজল।
পাণ্ডবে শুষিল তথা কৌরবের বল ॥
অমাত্য বান্ধব যত সব হ'ল হত।
সমর সমাজে অনুকূল ছিল যত ॥
শোকে লাজে অভিমানে না দেখি উপায়।
শূন্য হ'ল বসুমতী জানিয়া নিশ্চয় ॥
জয় পরাজয় কর্ম্ম বিধির ঘটন।
আপনার শক্য নহে কর্ম্ম নিবন্ধন ॥
এত ভাবি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
হাতে গদা ধায় যেন মত্ত করিবর ॥
সর্ব্বশূন্য অবশেষ দেখিয়া বিমন।
দ্বিতীয় বান্ধব নাহি সঙ্গে এক জন ॥
চিন্তাযুক্ত দুর্য্যোধন করিল গমন।
কেহ না দেখিল কোথা গেল দুর্য্যোধন ॥
দৈবাৎ সঞ্জয় রণে আসিয়া মিলিল।
দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আদেশিল ॥
দেখহ কৌরবপক্ষে আসিল সঞ্জয়।
রাখিয়া কি কার্য্য এরে শীঘ্র কর ক্ষয় ॥
শুনিয়া সাত্যকি তবে নিল খড়্গ করে।
বিনাশিতে সঞ্জয়েরে ধায় ক্রোধভরে ॥
অকস্মাৎ আসি সত্যবতীর নন্দন।
সাত্যকির প্রতি করিলেন নিবারণ ॥
তথা হতে আসিতেছে সঞ্জয় নগরে।
দেখিলেক পথে অতি দীন কুরুবরে ॥

গদাহাতে দুর্য্যোধন অতি দীনবেশ।
নেত্রে নীর ঝরে মুখে নাহি বাক্যলেশ॥
দেখিয়া সঞ্জয়ে জিজ্ঞাসিল কুরুরায়।
কে আছে জীবিত কহ আমার সহায়॥
সঞ্জয় কহিল আছে এই মাত্র সার।
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা দ্রোণের কুমার॥
এতেক শুনিয়া রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।
অচেতন হ'ল পুনঃ মুখে নাহি ভাষ॥
গদগদ ভাষে রাজা কহেন করুণে।
এমন করিবে বিধি নাহি ছিল মনে॥
জন্মিলে মরণ আছে নাহিক অন্যথা।
অপমান যত কিছু সেই কাটা মাথা॥
সঞ্জয় সকলি জান কি কহিব আর।
বিধি বিড়ম্বিল মোরে মজিল সংসার॥
সর্ব্বনাশ কৈল মোর দারুণ বিধাতা।
জনকের স্থানে সব কহিবে বারতা॥
কিছু না রহিল সেনা আমার সমাজ।
ত্বরিত গমনে যাহ যথা অন্ধরাজ॥
আমার দৈবের কথা কহিবে বিশেষ।
নিশ্চয় হইনু এবে সবংশে নিঃশেষ॥
বৃদ্ধকালে শোকে অন্ধ হইলেন তাত।
এখন আমার ভাগ্যে যে থাকে পশ্চাত॥
কাল প্রাপ্ত হলে লোক না শুনে বচন।
কালেতে সংহার করে দৈবের কারণ॥
সুখ দুঃখ কর্ম্মভোগ বিধাতার বশ।
অনিত্য সংসার কিন্তু নিত্য কীর্ত্তি যশ॥
আমার বাসনা তাত ছাড়হ এখন।
পাত্র মিত্র জ্ঞাতি আর ইষ্ট বন্ধুগণ॥
সকল মরিল আমি জীবিত কেবল।
বংশনাশ হ'ল মোর জীবন বিফল॥
বিফল জীবনে আর নাহিক বাসনা।
দৈবের নির্ব্বন্ধ এই না করি ভাবনা॥
সঞ্জয় কহিও শীঘ্র গিয়া সমাচার।
ইহ পরলোকে দেখা নাহি হবে আর॥
এত বলি হ্রদজলে করিল গমন।
প্রবেশ করিল দুঃখে রাজা দুর্য্যোধন॥

সঞ্জয় চলিল তবে হয়ে বিষাদিত।
হইল সাক্ষাৎ পথে তিনের সহিত॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামা আর।
জিজ্ঞাসিল সঞ্জয়ে কি কহ সমাচার॥
মহারাজ দুর্য্যোধন আছেন কোথায়।
কি করিব মন দহে না দেখি উপায়॥
শুষ্ক বন দহে যেন জ্বলন্ত আগুণে।
কহত সঞ্জয় কোথা পাব দুর্য্যোধনে॥
শুনিয়া সঞ্জয় কহে বচন বিশেষ।
দুর্য্যোধন রাজা হ্রদে করিল প্রবেশ॥
এত শুনি তিন বীর করিল প্রয়াণ।
উপনীত হ'ল আসি হ্রদ সন্নিধান॥
উদ্দেশে চলিল তারা শুনিয়া বারতা।
ধর্ম্মরাজ না জানেন দুর্য্যোধন কোথা॥
নানামতে ভাই সব করে অনুমান।
কোথা গেল দুর্য্যোধন না জানি সন্ধান॥
দূত পাঠাইয়া দিল কৌরবের পুর।
আসি জিজ্ঞাসিল যথা আছয়ে বিদুর॥
ক্ষত্তা বলে নাহি জানি রণ হ'ল শেষ।
কোথা গেল কুরুরাজ না জানি বিশেষ॥
দূত বলে রণ শেষ হইলেক যবে।
গদা হাতে পূর্ব্বমুখে রাজা গেল তবে॥
ইহার অধিক আমি না জানি বারতা।
বিস্মিত বিদুর শুনি এই সব কথা॥
সমর জিনিয়া সবে চলিল শিবির।
দুর্য্যোধন হেতু চিন্তান্বিত যুধিষ্ঠির॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম্মনরপতি।
ধৃতরাষ্ট্র প্রতি কহে সঞ্জয় সুমতি॥
শুনিয়া সঞ্জয়বাক্য অন্ধ নরপতি।
শোকেতে ব্যাকুল হয়ে ছন্ন হ'ল মতি॥
হাহা পুত্র কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন।
কেন প্রাণ আছে মোর না জানি কারণ॥
জন্মে জন্মে কত পাপ করিনু বিস্তর।
সে কারণে মম হৃদি ব্যথায় কাতর॥
দুর্য্যোধন বলি ডাকে কোথা দুঃশাসন।
কভু কর্ণ বলি ডাকে কভু ডাকে দ্রোণ॥

পুত্র পৌত্র বন্ধু আর অমাত্য সকল।
পড়িল সকল বীর রণে মহাবল ॥
কতেক ডাকিব আর কত পড়ে মনে।
সমুদ্রের ঢেউ যেন বহে সমীরণে ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধন।
তাহার এ গতি হ'ল দৈবের কারণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র শোকে কান্দে পড়িয়া অবনী।
এমন করিবে বিধি মনে নাহি জানি ॥
বৃদ্ধ অন্ধ মাতা পিতা না করিল মনে।
নিষ্ঠুর হইয়া গেল রাজা দুর্য্যোধনে ॥
পুত্রহীন বৃদ্ধকালে জীবনে মরণ।
সহায় সম্পত্তি নাহি কি করি এখন ॥
অনাথ করিয়া গেল যত অবলারে।
অমাত্য বান্ধব পুত্র গেল সুরপুরে ॥
পক্ষহীন পক্ষী যেন রহিল পড়িয়া।
জলহীন মীন যেন মরয়ে ভাবিয়া ॥
পুণ্যহীন দেহ যেন ফলহীন বৃক্ষ।
বিষহীন সর্প যেন ধনহীন লোক ॥
হস্ত হতে রত্ন যেন গেল ছাড়াইয়া।
প্রাণহীন দেহ যেন রহিল পড়িয়া ॥
রাজাভোগ তৃণ সম ছাড়ি গেলে তুমি।
কি গতি হইবে সদা এই চিন্তি আমি ॥
কেন না লইলে মোরে সঙ্গেতে করিয়া।
বৃদ্ধ পিতামাতা কেন গেলে বিসর্জ্জিয়া ॥
বধূগণ অনাথিনী হারাইয়া কুল।
কেমনে ধরিবে প্রাণ হইয়া আকুল ॥
সুরাসুর-জয়ী যেই গঙ্গার নন্দন।
শিখণ্ডীর হাতে হ'ল তাঁহার নিধন ॥
ভগদত্ত বীর আদি যত যোদ্ধাগণ।
কর্ণ মহাবীর যেই সংগ্রামে নিপুণ ॥
তাহারে মারিল পার্থ সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
শত পুত্র মারে মোর পবন-তনয় ॥
যার যত পরাক্রম করিল সকল।
ভাগ্যহীন হেতু মোর সকলি বিফল ॥
কতেক কহিব দুঃখ কহনে না যায়।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর হৃদয় শুকায় ॥

ভীমের বচন আর সহিতে না পারি।
শোকেতে কাতর হ'ল গান্ধারকুমারী।
শুনহ সঞ্জয় মোর এই দৃঢ় আশ।
অনলে পশিব নহে যাব বনবাস ॥
সঞ্জয় বলেন রাজা শুনহ বচন।
জয় পরাজয় দেখ বিধির ঘটন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়-সংবাদ।

সঞ্জয় বলেন শুন অন্ধ নরপতি।
কালবশে দুর্য্যোধন পাইল দুর্গতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সমরে দুর্জ্জয়।
একে একে বিনাশিল বীর ধনঞ্জয় ॥
যাহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন।
তাহার সর্ব্বদা বশ এ তিন ভুবন ॥
দুর্য্যোধন কত কৈল পাণ্ডব কারণ।
জতুগৃহ করিলেক বধিতে জীবন ॥
তথা হতে নিজদেশে আসি পুনর্ব্বার।
রাজসূয় যজ্ঞ কৈল পৃথিবীর সার ॥
সম্পদ দেখিয়া তার দুঃখী হ'ল মন।
পাশা খেলাইল পুনঃ হিংসার কারণ ॥
হারিয়া পাণ্ডব পুনঃ গেল বনবাস।
ধন ছিল রাজ্য ছিল সবেতে নিরাশ ॥
কাম্যবনে নিবসতি কৈল কত দিন।
দুঃখের নাহিক সীমা হয়ে ধনহীন ॥
কত দিনে দুর্য্যোধন গেল সেই বনে।
ঘোষযাত্রা করি গেল প্রভাসের স্নানে।
গন্ধর্ব্বের সনে তথা হইল সমর।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া নিল স্বর্গের উপর ॥
যুধিষ্ঠির সন্নিধানে আসে যত রাণী।
বিনয় বচনে তুষে সবে ধর্ম্মমণি ॥
সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম কহিল পার্থেরে।
গন্ধর্ব্বে জিনিয়া আন দুর্য্যোধন বীরে ॥
আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় আনে সেইক্ষণে।
গন্ধর্ব্ব সহিত আনে রাজা দুর্য্যোধনে ॥

যুধিষ্ঠির রাজা দেখি বলিল বিস্তর।
হেন কর্ম্ম কদাচিত না করিহ আর॥
দোঁহারে বিদায় করি দিল যুধিষ্ঠির।
অভিমানে গেল সবে আপন মন্দির॥
তবে কত দিনান্তরে রাজা দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথে পাঠাইল দ্রৌপদী কারণ॥
শূন্যপথে জয়দ্রথ সদা ফিরে বনে।
রথ আরোহণ করি সদা চিন্তে মনে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
শূন্য বন দেখি দুষ্ট হরিল তখন॥
দ্রৌপদী হরিয়া লয়ে যায় দুষ্টমতি।
রথেতে ক্রন্দন করে কৃষ্ণা গুণবতী॥
হেনকালে তথা আসিলেন বৃকোদর।
তথা হতে দ্রৌপদীর শুনিলেন স্বর॥
কৃষ্ণারে লইয়া যায় জয়দ্রথ বীর।
দেখি তবে দুই ভাই হইল অস্থির॥
কপিধ্বজ রথে চড়ি ধরিল তাহারে।
অনেক ভৎসনা কৈল বিবিধ প্রকারে॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন।
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ আছে নিরূপণ॥
এরূপে সঞ্জয় কহে অনেক ভারতী।
শুনিয়া নিঃশব্দ হ'ল অন্ধনরপতি॥
এইরূপে শোকাকুল অন্তঃপুরে যত।
বিদুর প্রভৃতি কান্দে হয়ে মৌনবত॥
তথা যুধিষ্ঠির রাজা করেন ভাবনা।
দুর্য্যোধন কোথা গেল কহ সর্ব্বজনা॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি বিচারিল মনে।
যুযুৎসেরে কহে রাজা মধুর বচনে॥
হস্তিনানগরে তুমি হও আগুসার।
জ্যেষ্ঠ তাতে বল গিয়া সব সমাচার॥
গান্ধারী বিদুর আর অম্বিকানন্দনে।
সমভাবে নমস্কার কর সর্ব্বজনে॥
শোকাকুল হয়ে সবে করেন ক্রন্দন।
আপনি সবারে যত্নে করিবে সান্ত্বন॥
কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন সবে দিল অনুমতি।
প্রণমি যুযুৎসু তবে চলে শীঘ্রগতি॥
শঙ্খনাদ করি যায় হস্তিনাভবন।
অন্তঃপুরে আসি সবে দিল দরশন॥
গান্ধারী বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের চরণে।
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল সবা বিদ্যমানে॥
সঞ্জয় বলিল শুন অন্ধ নৃপবর।
যুযুৎসু আসিল এই তোমার কোঙর॥
শ্রুতমাত্র ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে কৈল কোলে।
স্নান করাইল তারে নয়নের জলে॥
গান্ধারী প্রভৃতি নারী কান্দিতে কান্দিতে।
আসিল সত্বরে সবে যুযুৎসু দেখিতে॥
বিপরীত বেশ সবে মুক্ত কেশ বাস॥
উচ্চস্বরে কান্দে সবে ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
বিদুর সঞ্জয় আদি যুযুৎসু তখন।
জনে জনে সবাকারে করিল সান্ত্বন॥
হেথা দুর্য্যোধন রাজা দ্বৈপায়ন হ্রদে।
কুলক্ষয় করি সেথা রহিল বিষাদে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য মোর ছিল।
একে একে ভীম সব সংহার করিল॥
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
পরিণামে লাভ বিনা হয় হেন গতি॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় জানিহ রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির মত।
এত দূরে শল্যপর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥

শল্যপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

ভারত-রত্ন।

গদাপর্ব্ব।
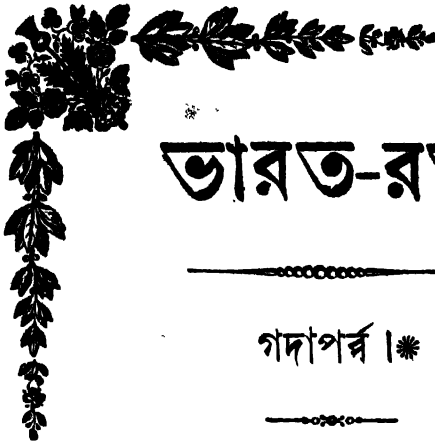
"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ।।"

সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের হ্রদ-নিকটে গমন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইল দুর্য্যোধন ।।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ খুঁজিয়া বেড়ায়।
দুর্য্যোধন নৃপতিরে দেখিতে না পায় ।।
আপন শিবিরে যান ধর্ম্ম নরবর।
দুর্য্যোধনে অন্বেষিতে পাঠালেন চর ।।
এত শুনি জিজ্ঞাসিল শ্রীজনমেজয়।
কহিলে অপূর্ব্ব কথা মুনি মহাশয় ।।
কুরুকুলপতি মহারাজ দুর্য্যোধন।
হ্রদমধ্যে কি প্রকারে রহিল তখন ।।
কি উপায় করিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে বাঞ্ছা বড় বল তপোধন ।।
মুনি বলে অবধান কর নরপতি।
যেইমতে হত দুর্য্যোধন দুষ্টমতি ।।
গদাপর্ব্ব-কথা কহি শুন নৃপবর।
যেইরূপে পুনরপি হইল সমর ।।
সমর জিনিয়া যুধিষ্ঠির নরপতি।
বিচিত্র মন্দিরে রহে নৃত্য গীতে মাতি ।।
অপমানে মনে মনে হয়ে দুঃখীমন।
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিল দুর্য্যোধন ।।
গদার প্রহারে বীর সলিল বিদারি।
তাহাতে পশিল রাজা হাতে গদা করি ।।
ভ্রাতৃ বন্ধু সঙ্গে লয়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
দুর্য্যোধন অন্বেষণে যান বহু বীর ।।
বন উপবন খুঁজিলেন নানা দেশ।
না পাইয়া দুর্য্যোধনে ভাবেন বিশেষ ।।
মারিয়া বিপক্ষ করিলাম কোন কার্য্য।
পুনরপি দুর্য্যোধন লইবেক রাজ্য ।।
পুনর্ব্বার আসি দুষ্ট করিবেক রণ।
পলাইয়া আছে কোথা রাজা দুর্য্যোধন ।।
এত ভাবি বসি রহিয়াছে ধর্ম্মরায়।
হেথা তিন বীর দুর্য্যোধন-কাছে যায় ।।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ সুপণ্ডিত।
হ্রদের নিকটে গিয়া হ'ল উপনীত ।।
জলস্তম্ভে দুর্য্যোধন আছেন নির্জ্জনে।
হ্রদের উপরে থাকি ডাকে তিন জনে ।।
উঠ উঠ রাজা যুদ্ধে না হও বিমুখ।
যুধিষ্ঠিরে জিনি রণে ভুঞ্জ রাজ্যসুখ ।।
পলাইয়া কেন তুমি পাও অধোগতি।
রণেতে কাতর নহে ক্ষত্রিয় এমতি ।।
পাণ্ডবের সৈন্য সব করিব সংহার।
রাখিতে নারিবে কৃষ্ণ সহায় তাহার ।।

আমা সবা সঙ্গে করি কর তুমি রণ।
তোমারে জিনিবে হেন আছে কোন জন॥
তা'সবার বাক্য শুনি বলে দুর্য্যোধন।
বড় ভাগ্যে রক্ষা পেলে তোমা তিন জন॥
যে বলিলে সে সম্ভবে তোমা সবাকায়।
যুদ্ধে জয়ী হব তোমা সবার কৃপায়॥
পড়িল আমার সৈন্য নাহি এক জন।
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে মহারণ॥
একেশ্বর রণ করা নহে সমুচিত।
বলবন্ত সহ রণে নহে কভু হিত॥
তবে অশ্বত্থামা বড় দর্পের আগার।
প্রতিজ্ঞা করিল করি মহা অহঙ্কার॥
মারিব একাকী আমি সব পরদল।
উঠ দুর্য্যোধন নাহি হও হীনবল॥
পঞ্চালক সোমবংশ করিব সংহার।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন সারোদ্ধার॥
পাঞ্চালে না মারি যদি কবচ এড়িব।
ধিক্ অকারণ ব্যর্থ শরীর ধরিব॥
এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শুন মহারাজ।
প্রাণপণে যত্ন করি সাধিব স্বকাজ॥
শুন মহারাজ তুমি না করিহ ভয়।
চারি বীরে বিনাশিব বিপক্ষ নিচয়॥
মোরা তিন বিদ্যমানে কেন তব ডর।
পুনরপি চারি বীরে করিব সমর॥
হয় ধনঞ্জয়ে জিনি পুনঃ রাজ্য পাব।
নতুবা সমরে পড়ি সত্ত্ব স্বর্গে যাব॥
হেন জানি দুর্য্যোধন রণে দেহ মন।
চারি মহাবীরে মোরা করিব যে রণ॥
হেন কথা শুনি বলে রাজা দুর্য্যোধন।
শুন মহারথী সব আমার বচন॥
প্রাণেতে পীড়িত আমি শুন চারি বীর।
অস্ত্রাঘাতে ভগ্ন মোর সকল শরীর॥
রণে জিনিবারে যদি করিয়াছ মন।
আজি নিশি বঞ্চি কালি করিব যে রণ॥
দুর্য্যোধন-বাক্য শুনি তবে দ্রোণসুত।
আত্মশ্লাঘা দম্ভবাক্য বলিল বহুত॥

এইরূপে নানা কথা কহে চারি জন।
পক্ষী মারিবারে ব্যাধ গেল সেই বন॥
ভীমের তোষণ লাগি মৃগয়া করিয়ে।
সেই হ্রদে জলপানে গেল মৃগ লয়ে॥
সে ব্যাধ শুনিল তবে সব সমাচার।
ব্যাধ বলে বড় কর্ম্ম হইল আমার॥
যাহারে খোঁজেন সদা রাজা যুধিষ্ঠির।
হ্রদে পলাইয়া আছে সেই কুরুবীর॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলে এ সব বিবরণ।
আনন্দিত হইবেন পাণ্ডুর নন্দন॥
এত ভাবি ব্যাধ সেই হরষিতমনে।
দ্রুত গিয়া নিবেদিল ভীমের চরণে॥
শুনি ভীমসেন হ'ল হরষিতচিত।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে কহিল ত্বরিত॥
জলমধ্যে লুক্কায়িত আছে দুর্য্যোধন।
কুলের কলঙ্ক পাপ বড়ই দুর্জ্জন॥
ভীমের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃ বন্ধু সব সহ আনন্দে অস্থির॥
যথা আছে জলমধ্যে রাজা দুর্য্যোধন।
তথাকারে সর্ব্ব বীর করিল গমন॥
কৃষ্ণে আগু করি সবে তথা গেল চলি।
পাণ্ডুর নন্দন সব বলে মহাবলী॥
লোকের জনতা মহারোল কোলাহল।
ডিম ডিম বাদ্য বাজে বাড়ে কুতূহল॥
সৈন্য সহ চলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
যথা জলমধ্যে আছে দুর্য্যোধন বীর॥
কটকের শব্দ হ'ল মহাবিপরীত।
শব্দ শুনি চারি বীর হ'ল বড় ভীত॥
কৃপ কৃতবর্ম্মা বলে হইল অকাজ।
সৈন্য সহ আসিলেন যুধিষ্ঠির রাজ॥
কি করিব মহারাজ বলহ উপায়।
কোন আজ্ঞা হয় দুর্য্যোধন কুরুরায়॥
দুর্য্যোধন বলে হও তোমরা অন্তর।
আমি মায়া করি থাকি জলের ভিতর॥
রাত্রি অনুসারে সবে হব এক স্থান।
যুধিষ্ঠিরে মারি পুনঃ লভিব সম্মান॥

রাজার বচনে চলি গেল তিন বীর।
নরপতি ডুবাইল সলিলে শরীর ॥
তিন জন বনমধ্যে করিল নিবাস।
রাজারে স্মরিয়া ঘন ছাড়িল নিশ্বাস ॥
নানামতে শোকদুঃখ করে তিন বীর।
হেনকালে তথা আসিলেন যুধিষ্ঠির ॥
হ্রদতীরে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন।
জলমধ্যে দুর্য্যোধন কেমনে আছেন ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বলেন শ্রীহরি।
মায়াবন্ত দুর্য্যোধন আছে মায়া করি ॥
মন্ত্রের প্রভাবে আছে সেই দুরাচার।
উপায়েতে রাজা দেখা পাইবে তাহার ॥
মায়া করি ইন্দ্র সব দানবে দলিল।
বামন হইয়া হরি বলিরে ছলিল ॥
উপায়েতে কার্য্য সিদ্ধি করে বিজ্ঞ জনে।
চিন্তহ উপায় রাজা আমার বচনে ॥
তোমা হতে অভিমানী বড় দুর্য্যোধন।
সহিতে না পারে কভু নিন্দিত বচন ॥

দুর্য্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের
ভৎর্সনা।

এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন রাজায়।
জলের ভিতরে কেন রয়েছ মায়ায় ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু বান্ধবেরে মারিয়া পামর।
আপনার প্রাণ লাগি হইলি কাতর ॥
উঠ উঠ দুষ্ট দুরাচার কুরুবর।
ভয় পরিহরি তুমি করহ সমর ॥
দেশে দেশে গেল তোর পৌরুষ সুখ্যাতি।
সব পরিহরি লুকাইলি দুষ্টমতি ॥
নিজ বাহুবলে তুই শাসিলি সংসার।
এবে সে হইলি তুই কুলের অঙ্গার ॥
তর্জ্জিস্ গর্জ্জিস্ সবাকারে বারেবার।
তবে কেন জলে লুকাইলি দুরাচার ॥
আপনি পণ্ডিত বট জান ধর্ম্মাধর্ম্ম।
নৃপতির যোগ্য নহে পলায়ন কর্ম্ম ॥
সমর সাগরে যেই ক্ষত্র নহে পার।
মনে ভাবি দেখ তার জীবন অসার ॥
ইষ্ট বন্ধু সখা সব সম্বন্ধী মাতুল।
সবারে মারিয়া তুই করিলি নির্ম্মূল ॥
মরে তোর মহাযোদ্ধা উনশত ভাই।
মিছা জীবনের আশা কর মোর ঠাঁই ॥
রিপুরে দেখিয়া কেন পরিহর রণ।
যত দর্প করেছিলি সব অকারণ ॥
উঠিয়া পুনশ্চ রণ কর নৃপমণি।
নিজের বীরত্ব বুঝ নিজ মনে গণি ॥
হইলি স্বধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্ম-আচারী।
প্রাণ লয়ে পলাইলি রণ পরিহরি ॥
কর্ণ শকুনির যত শুনিলি বচন।
তার ফল ভুঞ্জ এবে পাপী দুর্য্যোধন ॥
এতেক কটূক্তি যদি বলিলেন ধর্ম্ম।
শুনি দুর্য্যোধন কোপে জ্বলিলেক মর্ম্ম ॥
আমার বীরত্বে ধিক্ ধিক্ ভুজভার।
হেন নিন্দাবাক্য কাণে না সহে আমার ॥
এত বলি দুর্য্যোধন কম্পিত শরীর।
বলে শুন মম বাক্য রাজা যুধিষ্ঠির ॥
দেব-দৈত্য-নর-মধ্যে সবে আছে ভয়।
স্বরূপ জানহ রাজা নাহিক সংশয় ॥
সংগ্রামে সারথি পদাতিক হ'ল হত।
বন্ধু বান্ধবাদিগণ পড়িল বহুত ॥
যোদ্ধাপতি বিনিপাত হ'ল মিছা কাজে।
এ হেন নাহিক সখা রণে আসি যুঝে ॥
আমার নাহিক কভু জীবনের আশ।
সংগ্রামে সকল গেল বড়ই হুতাশ ॥
সেই হেতু পশিলাম জলে মহারাজ।
সমর করিব পুনঃ লইয়া সমাজ ॥
তুমি বা তোমার চারি অনুজ উদ্ধত।
আর যত রথিগণ যুঝিতে উদ্যত ॥
যে যুঝিবে তারে আমি দিবত সংগ্রাম।
মুহূর্ত্তেক মহারাজ করহ বিশ্রাম ॥
এত শুনি বলে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ।
পাবে তুমি পাত্র মিত্র পদাতি সমাজ ॥
যদ্যপি পাণ্ডবে রণে জিনিবে আপনি।
তবে পুনরপি তুমি লইবে ধরণী ॥

সমরেতে হত যদি হও নরপতি।
তবে রাজা চলি যাবে অমরবসতি॥
এত শুনি বলে দুর্য্যোধন মহাবীর।
তুমি জ্যেষ্ঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মান্য যুধিষ্ঠির॥
শাসিলে তোমরা ধরা মিলি পঞ্চ ভাই।
গুণাগুণ বলাবল ইহাতে না চাই॥
ভাই হতে যুদ্ধে ভঙ্গ নহে অন্য ঠাঁই।
পড়িল সমরে মোর ঊনশত ভাই॥
ধনে জনে পরিপূর্ণ হলে মহীতলে।
হত হ'ল সব ক্ষত্র তোমাদের বলে॥
অশোভন ভূমি হ'ল বিধবা সদৃশ।
রাজ্য করিবারে মম নাহিক হরিষ॥
কি হেতু করিব রণ জিনিতে সকল।
পাণ্ডব পাঞ্চাল সোমকাদি যত বল॥
দ্রোণ সেনাপতি মোর রণে হ'ল হত।
কর্ণের যতেক গুণ কহিব বা কত॥
পাণ্ডব যতেক তারে মনে মনে ডরে।
হেন কর্ণে মারিলেন অন্যায় সমরে॥
তাসবার শোকে কেন জীবন না যায়।
ছার রাজ্য সুখ মোর অরণ্যের প্রায়॥
অশ্ব গজ সৈন্য মল বান্ধব সকল।
ইহা দেখি মম হৃদে বাড়ে শোকানল॥
তপ সাধিবারে যাব ব্রত অনুসরি।
আপনি নৃপতি ভুঞ্জ লইয়া সুন্দরী॥
এত শুনি হাস্য করিলেন যুধিষ্ঠির।
কহিলেন তারে বাক্য জলদগম্ভীর॥
এবে দুর্য্যোধন তোর চিত্তে ক্ষমা হ'ল।
এমত বিবেক তোর আজি দেখা গেল॥
শৃগাল না পারে কভু মৃগেন্দ্র ধরিতে।
না পারিলে চিরানন্দ লভিবারে চিতে॥
শকুনি-বাক্যেতে পাশা খেলিলে তখন।
এখন ধরম কথা কহ দুরাত্মন্॥
নিজ রাজ্য চাহিলাম বিনয় বিশেষে।
নিজে হৃষীকেশ গেল তোমার সকাশে॥
তবু এক গ্রাম নাহি দিলে কুলাধম।
এবে রাজ্য ছাড় দেখি নিকটেতে যম॥
আপনি হইলে তুমি প্রাণেতে কাতর।
সসাগরা ধরা রায় এবে পরিহর॥
তোমার বচন শুনি মোরে হ'ল লাজ।
কতবার কর রাজা হাস্যাস্পদ কাজ॥
যবে বলিলাম রাজা বুঝি কার্য্য কর।
না বুঝি প্রতিজ্ঞা কৈলে ওহে নৃপবর॥
তীক্ষ্ণ সূচি অগ্রে যত ভূমি ভেদ করে।
তত ভূমি কদাচ না দিব পাণ্ডবেরে॥
এত বলি প্রতিজ্ঞা যে কৈলে কতবার।
এবে কেন ধরা রাজা কৈলে পরিহার।
রাজা হয়ে বাঞ্ছিতেছ তপস্যার যোগ।
পুনরপি রণ জিনি কর রাজ্যভোগ॥
জলে বাস কর যদি সহস্রেক সমা।
তথাচ মারিব তোরে না করিব ক্ষমা॥
তোরে না মারিলে ক্ষমা নাহিক আমার।
হেন জানি যুদ্ধ আসি কর দুরাচার॥

যুধিষ্ঠির-দুর্য্যোধন-সংবাদ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন যদি কুবচন।
নারিল সহিতে তাহা রাজা দুর্য্যোধন।
গর্ব্বিতস্বভাব রাজা বলে মহাবল।
সহিতে নারিল নিন্দা বচন সকল॥
পুনঃপুনঃ শ্বাস ছাড়ে বলে কোপমনে।
নিষ্পাণ্ডবা ধরা আজি করিব যে রণে॥
শুন যুধিষ্ঠির তুমি সৈন্যেতে বেষ্টিত।
একেশ্বর আমি আছি পদাতি রহিত॥
একাকী করিব রণ শুন ধর্ম্মরায়।
অনিয়ম রণ করিবারে না যুয়ায়॥
একাকী সংগ্রাম করিবারে নাহি ভয়।
আসুক তোমার ভীম কিম্বা ধনঞ্জয়॥
অপর তোমার যত নৃপতি সকল।
একেশ্বর পেয়ে বিনাশিব পরদল॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
আপনিত রাজনীতি জান দুর্য্যোধন॥
তব ভুজপরাক্রম জানে সব জন।
নৃপতি লক্ষণ গুণ না যায় বর্ণন॥

সাধু সাধু দুর্য্যোধন বীর-শিরোমণি।
তোমার বীরত্ব গুণে পূরিল মেদিনী ॥
একাকী উঠিয়া রণ কর দুর্য্যোধন।
দেখুক দেবতা দৈত্য নর আদি গণ ॥
পুনরপি বলে দুর্য্যোধন কুরুবীর।
শুন মোর বাক্য এবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
হয় হস্তী রথ রথী নাহি সৈন্য আর।
সবে মাত্র গদা আছে হাতেতে আমার ॥
গদাযুদ্ধ করিবারে কর নিরূপণ।
আমার সহিত তব কে করিবে রণ ॥
এত শুনি পুনরায় বলে যুধিষ্ঠির।
উঠিয়া করহ রণ দুর্য্যোধন বীর ॥
গদা লয়ে রাজা তুমি করহ সমর।
যে বীর সহিত রণ বুঝি পণ কর ॥
তারে যদি পরাজিবে পুনঃ পাবে রাজ।
নহে রণে পড়ি রাজা যাবে স্বর্গমাঝ ॥
পুনঃ বলে দুর্য্যোধন পাইয়া প্রবোধ।
গদাযুদ্ধ দেহ মোরে ভীম মহাযোধ ॥
অর্জ্জুন নকুল সহদেব যুধিষ্ঠির।
নারিবে সহিতে গদা এই সব বীর ॥
একাকী গদার যুদ্ধে ভীমকে বধিব।
রিপুকে মারিয়া রণে শল্য উদ্ধারিব ॥
এত শুনি তারে পুনঃ বলে নৃপবর।
উঠ শীঘ্র ভীম সঙ্গে গদাযুদ্ধ কর ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরিষবদন।
হাতে গদা করি নাচে আনন্দিতমন ॥
সুবর্ণে মণ্ডিত গদা নিজ করে ধরি।
দীপ্যমান কুরুরাজ যেন হেমগিরি ॥
ভুজবলে জল বিদারিয়া মহাশয়।
উঠিল মৈনাক যেন হ'তে জলাশ্রয় ॥
করে ধরি নিল রাজা গুরুতর গদা।
দেখি রিপুগণ ক্ষুব্ধ হয়ে রহে সদা ॥
কঠিন কঠোর গদা লোহার গঠিত।
স্থানে স্থানে শোভা করে কনক রচিত ॥
হাতে গদা দীপ্ত যেন সূর্য্যের উদয়।
পাণ্ডব দেখিয়া তারে গণিল প্রলয় ॥
যুধিষ্ঠির বলে শুন দেব নারায়ণ।
অন্যায় সাহস দেখ করে দুর্য্যোধন ॥
যুঝিবে পুনশ্চ রাজা নাহি ছিল মনে।
কটূক্তি করিনু কত তাহার কারণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন মানী দুর্য্যোধন রায়।
কটুবাক্য তার মনে সহ্য নাহি হয় ॥
ক্রোধেতে আসিল রাজা একাকী সমরে।
অন্যের কি সাধ্য উহা সহ যুদ্ধ করে ॥
অসম্ভব কথা রাজা সাহসে কহিলে।
দুর্য্যোধন সহ যুদ্ধ একক ইচ্ছিলে ॥
তোমা আদি করি যত আছে বীরচয়।
দুর্য্যোধন সহ যুঝে নাহি মহাশয় ॥
অন্য সহ যুদ্ধ যদি চাহিত তখন।
তবে বল কি করিতে কহত রাজন ॥
ভাগ্যে ভীমে আক্রমিল রাজা দুর্য্যোধন।
তাই কিছু আশা মাত্র রক্ষার কারণ ॥
ভীম বিনা পাণ্ডবেতে নাহি কোন বীর।
দুর্য্যোধন সহ রণে হয়ে রবে স্থির ॥
মহাপরাক্রান্ত ভীম বিখ্যাত সংসারে।
সুরাসুর গন্ধর্ব্বেরা কাঁপে যার ডরে ॥
তথাপি তাহার ভীম নহেত সদৃশ।
দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে অধিক সরস ॥
যদি যথোচিত মতে করিবে সমর।
তবে জয় না পাইবে ধর্ম্মনৃপবর ॥
শুন ওহে ধর্ম্মরায় পাণ্ডুর কুমার।
বুঝিলাম রাজ্য ভোগ না হয় তোমার ॥

ভীমসেন-দুর্য্যোধন-সংবাদ।

এতেক বলিল যদি দেব গদাধর।
বিনয় করিয়া বলে বীর বৃকোদর ॥
পাণ্ডবের দীক্ষা শিক্ষা বল বুদ্ধি হরি।
বিপদ সাগরে তুমি আছ মাত্র তরী ॥
তুমি যদি পাণ্ডবের প্রতি দয়াময়।
ভকতবৎসল তবে না কর সংশয় ॥
বীরত্ব দেখহ আজি মোর বাসুদেব।
সমরে বধিব দুর্য্যোধন কুরুদেব ॥

দারুণ দুর্ব্বার মম গদার প্রহারে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সুরাসুর ভয় করে॥
সমর করিব প্রভু যাহে ঘুচে রিষ্ট।
এত শুনি নারায়ণ মনে মনে হৃষ্ট॥
শ্লাঘা করি ভীমসেন কহেন বচন।
রিপু পরাজিয়া রাজ্য করহ রক্ষণ॥
অর্জ্জুন নকুল সহদেব পাণ্ডুসুত।
ভীমসেন নানাকথা কহিল বহুত॥
হরির চরণে নতি করি ভীমসেন।
যুধিষ্ঠির নৃপতিরে বিনয় করেন॥
হৃদয়ের শল্য উদ্ধারিব যুদ্ধমুখে।
ধর্ম্মরাজ রাজ্য তুমি ভুঞ্জ মনসুখে॥
এত বলি ভীমসেন গদা ধরি ধায়।
বৃত্রাসুরে বধিবারে ইন্দ্র যেন যায়॥
তাহা দেখি পুরোবর্ত্তী হন কুরুবীর।
মাথায় ফিরায় গদা প্রকাণ্ড শরীর॥
গদা ধরি দুই বীর হইল সম্মুখ।
চাহিতে না পারে কেহ ভয়ঙ্কর মুখ॥
ভীমসেন বলে অরে পাপী দুর্য্যোধন।
আজি দেখিলাম তোর নিকট মরণ॥
পতিব্রতা সতী সেই পাঞ্চালকুমারী।
তাহারে আনিলে সভামধ্যে পাপাচারী॥
শকুনির বাক্যে তুমি কৈলে যত কর্ম্ম।
তার ফল ভুঞ্জ এবে শুন কুলাধম॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা আর সোমদত্ত।
কর্ণ বীর যা বলিল জান সেই তত্ত্ব॥
শুনিয়া কহিতে আরম্ভিল দুর্য্যোধন।
ভীমসেন তুমি দর্প কর অকারণ॥
দেখ রণে আজি তোর প্রাণ যদি থাকে।
তবেত করিহ দর্প লোকে যেন দেখে॥
সম্মুখ সংগ্রামে আছি প্রতিজ্ঞা করিয়ে।
পাণ্ডব বিনাশ হেতু হাতে গদা লয়ে॥
যদি তোর বল আছে কর আসি রণ।
নহে দর্প কর যত হবে অকারণ॥
যথোচিত বাক্য তবে কহে দুর্য্যোধন।
শুনিয়া প্রশংসা করে সর্ব্ব রাজগণ॥
একেশ্বর দুর্য্যোধন মনে ক্রোধ করি।
ভীমসেন-অগ্রে দাণ্ডাইল গদা ধরি॥
সম্মুখ হইল ভীম রাজা দুর্য্যোধনে।
মহাক্রোধে দুই বীর গর্জ্জিছে সঘনে॥
নৃপগণে সুবেষ্টিত দেখে যুধিষ্ঠির।
দেখিতে লাগিল হরিষেতে যত বীর॥
গদা হস্তে দাণ্ডাইয়া আছে দুই জন।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
মিলিল দেখিতে যুদ্ধ শূন্যে দেবগণ।
হেনকালে তথা আসে রেবতীরমণ॥
তীর্থযাত্রা করি রাম পৃথিবী ভ্রমিয়া।
দ্বৈপায়ন হ্রদে রাম উপনীত গিয়া॥

বলদেবের তীর্থযাত্রা বিবরণ।

শ্রীজনমেজয় কহে কহ মুনিবর।
তীর্থযাত্রা করিলেন কেন হলধর॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি ইথে দেহ মন॥
নৈমিষ কাননে শৌনকাদি মুনিগণ।
বসিয়া করেন মহাভারত শ্রবণ॥
শ্রীসূত গোস্বামী গ্রন্থ করেন পঠন।
ষাইট হাজার মুনি করেন শ্রবণ॥
ব্যাসাসনে বসি কথা-কর্ত্তা সূতমুনি।
কহেন ভারতকথা বিজ্ঞচূড়ামণি॥
সেখানে গেলেন এইকালে বলরাম।
মুনিগণে সাদরেতে করেন প্রণাম॥
মুনিগণ দিল তাঁরে দিব্য কুশাসন।
পরস্পর হ'ল সবে শুভ জিজ্ঞাসন॥
সূতমুনি বসিয়াছে আসন উপর।
রামে অভ্যর্থনা নাহি করে মুনিবর॥
মনে করে সর্ব্ব মুনি নিত্য মোরে সেবে।
সবারে প্রণাম করে আসি বলদেবে॥
বিশেষে রয়েছি ব্যাস-আসন উপর।
মম সমাদরযোগ্য নহে হলধর॥
এই বিবেচনা করি রহিল আসনে।
সমাদর না করিল রেবতীরমণে॥

বলরাম জানি তবে সুত-অহঙ্কার।
মনে মনে করিলেন এমত বিচার॥
কোন হার সুত নাহি করে সম্বর্দ্ধনা।
মারিব উহারে দেখি রাখে কোন জনা॥
নীচ জাতি হয়ে নাহি সমাদর করে।
ডাকিয়া কহেন রাম অতি ক্রোধভরে॥
অরে সুত নরাধম অতি নীচ জাতি।
এবে জানিলাম আমি তোমার প্রকৃতি॥
সমাদর আমারে না কর অহঙ্কারে।
মনে কর বসিয়াছ আসন উপরে॥
এখনি মারিব তোরে সবার সাক্ষাতে।
ঠেকিলে আপন দোষে এবে মম হাতে॥
সুত বলে শুন প্রভু বচন আমার।
অপরাধ করিনু কি অগ্রেতে তোমার॥
ব্যাসের আসনে আমি আছি যে বসিয়া।
কিমতে উঠিব আমি তোমারে দেখিয়া॥
ব্যাসাসনে থাকি যদি উঠি তাহে দোষ।
এই হেতু মোরে নাথ না কর আক্রোশ॥
এতেক কহিল যদি সুত হলধরে।
কম্পমান হয়ে রাম উঠে ক্রোধভরে॥
কাদম্বরী পানে ঘূরে যুগল লোচন।
প্রভাতের ভানু যেন শোণিত বরণ॥
যুগল অধর কোপে কাঁপে থর থর।
কদম্বকুসুম যেন হ'ল কলেবর॥
বসিয়া ছিলেন রাম দেন এক লম্ফ।
দেখিয়া রামের কার্য্য সবাকার কম্প॥
প্রলয়ের মেঘ জিনি দারুণ গর্জ্জন।
ক্ষিতি টলমল করে কাঁপে নাগগণ॥
দিগগজ কাতর হ'ল সমুদ্র উথলে।
সকল পর্ব্বত নড়ে রাম-কোপানলে॥
সঘনে উৎপাত হয় রক্ত বরিষণ।
অমর সহিত কাঁপে সহস্রলোচন॥
হলে আকর্ষিয়া সুতে আনিয়া নিকটে।
খড়্গ দিয়া শির তার কাটে এক চোটে॥
দেখি হাহাকার করে যত মুনিগণ।
কি হ'ল বলিয়া সবে করয়ে রোদন॥

হায় হায় করে যত মুনির সমাজ।
সবে বলে রাম নাহি কৈলে ভাল কাজ॥
ব্রহ্মবধ আক্রমিল ওহে মহাশয়।
করিলে দারুণ কর্ম্ম পাপে নাহি ভয়॥
পরম পণ্ডিত সুত ধর্ম্মেতে তৎপর।
সকল পুরাণ পাঠে ব্যাসের সোসর॥
ব্রাহ্মণ্য দিলেন ব্যাস দেখি জ্ঞানবান।
হেন জনে বধ কর অযুক্ত বিধান॥
তোমারে না শোভে হেন কর্ম্ম দুরাচার।
ব্রহ্মবধ কর রাম কি বলিব আর॥
সুতের কারণে মুনিগণ ভাবে দুঃখ।
লজ্জাতে মলিন রাম হন অধোমুখ॥
অন্তর্যামী ব্যাস পরাশরের নন্দন।
অকস্মাৎ আসিলেন নৈমিষ কানন॥
তাঁরে দেখি শৌনকাদি মুনির সমাজ।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া পুজে মুনিরাজ॥
রাম আসি প্রণমেন মুনির চরণে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি শান্তমনে॥
দেখিয়া রামের কর্ম্ম ব্যাস তপোধন।
লাগিলেন কহিবারে করুণবচন॥
সুতে বধ করি রাম কি কার্য্য করিলে।
সুতের নিধনে রাম ব্রহ্মবধী হলে॥
আঠার পুরাণ আমি বিরচিয়া সার।
দিলাম সে সকলের পাঠে অধিকার॥
চৌদ্দ শাস্ত্র চারি বেদ আর যত শাখা।
ব্রাহ্মণ্য সুতেরে দিয়া করিলাম দীক্ষা॥
আগম প্রভৃতি আর আছে তন্ত্র যত।
আমার বরেতে সুত ছিল অবগত॥
অকারণে বধ রাম করিলে তাহারে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ হ'ল তোমার শরীরে॥
রাম কন না জানিয়া হ'ল দুষ্টাচার।
এ পাপ হইতে মোরে করহ উদ্ধার॥
কেমনে হইব পার এ পাপ হইতে।
মোরে আজ্ঞা কর আমি করি সেইমতে॥
ব্যাস কহিলেন যত তীর্থ পৃথিবীতে।
অনুক্রমে পার যদি ভ্রমণ করিতে॥

যতি হয়ে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিয়া।
চান্দ্রায়ণ করি তীর্থ আইস ভ্রমিয়া॥
কর যজ্ঞ হোম আর ব্রাহ্মণ ভোজন।
নানা দান দিবে দ্বিজে অতিথি সেবন॥
ইত্যাদি কহিয়া ব্যাস গেলেন স্বস্থান।
তীর্থযাত্রা হেতু রাম করেন বিধান॥
সূতের তনয় ছিল সৌতি নাম তাঁর।
ডাকিয়া আনেন তারে রোহিণীকুমার॥
কহিলেন কর পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণ।
শ্রাদ্ধ করি করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন॥
পুনঃ তারে বলদেব করি আমন্ত্রণ।
পুরাণ পাঠের হেতু করেন বরণ॥
সৌতিরে বসান ব্যাসাসনে হলধর।
দেখি মুনিগণ হ'ল সহর্ষ অন্তর॥
বিদায় হইয়া তবে দেব হলপাণি।
চলিলেন তীর্থযাত্রা করিতে আপনি॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
কহিব অপূর্ব্ব কথা অতি পুরাতন॥
কৌরব পাণ্ডবে পাশা খেলাইল যবে।
বলরাম তীর্থ হেতু চলিলেন তবে॥
জন্মেজয় বলিলেন কহ বিবরিয়া।
কোন্ কোন্ তীর্থে রাম গেলেন ভ্রমিয়া॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥
মনেতে ভাবিয়া ব্যাসদেবের চরণ।
কাশীরাম দাস করে পয়ার রচন॥

বশিষ্ঠ-তীর্থ বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ নৃপতি।
যেই যেই তীর্থে রাম করিলেন গতি॥
একমনে শুন কথা ওহে নরবর।
ইহার শ্রবণে পাপহীন হয় নর॥
গেলেন বশিষ্ঠতীর্থে সরস্বতী-তীরে।
স্নান করি দান করিলেন ধনার্থীরে॥
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইল বলরাম।
অতিথি সেবিয়া পূর্ণ করিলেন কাম॥

রাজা বলে সেই তীর্থ হ'ল কি কারণ।
বশিষ্ঠতীর্থের কথা কহ তপোধন॥
মুনি বলে অবগতি কর মহারাজ।
যে হেতু বশিষ্ঠতীর্থ শুন তার কাজ॥
বিশ্বামিত্রে বশিষ্ঠেতে বিবাদ সতত।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি হয়েছ বিদিত॥
বড়ই তেজস্বী ক্রোধী মুনি বিশ্বামিত্র।
যুক্তিতে মারিল বশিষ্ঠের শত পুত্র॥
সৌদাস রাজারে ব্রহ্মরাক্ষস করিয়া।
বশিষ্ঠের পুত্রে মুনি দেখাল লইয়া॥
শক্তিরে ধরিয়া রাজা করিল ভক্ষণ।
গর্ভমধ্যে আছিল যে শক্তির নন্দন॥
পরাশর হইলেন বংশের রক্ষণ।
তাঁর পুত্র হইলেন ব্যাস তপোধন॥
এই বিসম্বাদ দোঁহে রাত্রি দিবা আছে।
বশিষ্ঠ করেন স্থিতি সরস্বতী কাছে॥
পূর্ব্বকূলে বশিষ্ঠের আশ্রম সুন্দর।
তথা রহি তপশ্চর্য্যা করে মুনিবর॥
বশিষ্ঠের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সতত করিতে।
বিশ্বামিত্র রহিলেন পশ্চিম কূলেতে॥
কিছু কাল দুই জনে রহে দুই পারে।
বশিষ্ঠের ইচ্ছা নাহি দ্বন্দ্ব করিবারে॥
কলহে আসক্ত বড় বিশ্বামিত্র হয়।
নিরন্তর বশিষ্ঠের চাহে ছিদ্রচয়॥
অগাধ সলিল বহে নাহি পারাপার।
দুজনে দেখিতে পান আশ্রম দোঁহার॥
বশিষ্ঠের মনে নাহি কলহ বিবাদ।
বিশ্বামিত্র চাহে বশিষ্ঠের অপরাধ॥
এক দিন বিশ্বামিত্র আশ্রমে বসিয়া।
সরস্বতী বাহিনীরে ডাকে আশ্বাসিয়া॥
বিশ্বামিত্র-ভয়ে ভীতা সদা সরস্বতী।
সাক্ষাৎ করিল গিয়া ধরিয়া আকৃতি॥
পরম তেজস্বী মুনি একান্ত জানিয়া।
বিশ্বামিত্র আগে গেল বুকে হাত দিয়া॥
বিশ্বামিত্র কহে শুন নদী সরস্বতী।
এক কথা কহি আমি কর অবগতি॥

বশিষ্ঠে আমাতে দ্বন্দ্ব আছে পূর্ব্বাপর।
বিশেষ জানহ তুমি সব অবান্তর ॥
বশিষ্ঠ আছয়ে যোগে বসিয়া আসনে।
অন্তর্বাহ্য জ্ঞান তার নাহিক কখনে ॥
জলে একাকার করি ভাসাও মুনিরে।
অবিলম্বে বশিষ্ঠেরে আনহ এ পারে ॥
শুনি সরস্বতী ভয়ে করিল স্বীকার।
কি জানি শাপিতে পারে মুনি দুরাচার ॥
আপনার স্থানে যান নদী সরস্বতী।
নিশামধ্যে জলপূর্ণা হইলেন অতি ॥
বশিষ্ঠের তপোবন ভাসে স্রোতজলে।
বশিষ্ঠে আনিল ভাসাইয়া পর কূলে ॥
বশিষ্ঠ আছেন ধ্যানে কিছু নাহি জ্ঞান।
উপনীত করিলেন বিশ্বামিত্র স্থান ॥
দেখি বিশ্বামিত্র বড় অনন্দিত হয়ে।
সরস্বতী প্রতি কহে আশ্বাস করিয়ে ॥
বশিষ্ঠেরে নিজে তুমি রাখ এই খানে।
খড়্গ আনি গিয়া আমি ইহার নিধনে ॥
ভয়ে সরস্বতী বড় হইল ফাঁফর।
অঙ্গীকার করিলেন করি যোড়কর ॥
বিশ্বামিত্র খড়্গ আনিবারে গেল যদি।
সভয় হইয়া মনে ভাবে পুণ্য নদী ॥
বড়ই দুর্ব্বার বিশ্বামিত্র মুনিরাজ।
বশিষ্ঠে আনিয়া নাহি হ'ল ভাল কাজ ॥
আপন আশ্রমে মুনি আছিল বসিয়ে।
এ পারে আনিনু আমি সলিলে ভাসায়ে ॥
আমা হতে মুনিবর ত্যজিবে পরাণ।
ব্রহ্মবধী হব আমি জানিনু বিধান ॥
ব্রহ্মবধ পাপ নাহি খণ্ডে কদাচন।
হেন মন্দ কর্ম্ম করিলাম কি কারণ ॥
বিশ্বামিত্র শাপ-ভয়ে হৃদয় আকুল।
আপনার কর্ম্ম দোষে হারানু দুকূল ॥
বিশ্বামিত্র অভিশাপ যদি দেয় মোরে।
কৃপাবশে কোন দেব উদ্ধারিতে পারে ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ ভয়ে কম্পিত অন্তর।
মুনিরে বাঁচাই আমি যা করে ঈশ্বর ॥

এত ভাবি বশিষ্ঠেরে পুনশ্চ ভাসায়ে।
নিজাশ্রমে পুনর্ব্বার স্থাপিল লইয়ে ॥
মুনিরে রাখিয়া নদী ভয়েতে লুকাল।
খড়্গ লয়ে বিশ্বামিত্র সেখানে আসিল ॥
দেখিল বশিষ্ঠ গেল আপন আশ্রমে।
সরস্বতী নদী আর নাহি সেইখানে ॥
মহাক্রুদ্ধ হয়ে বলে বিশ্বামিত্র মুনি।
আমারে হেলন তুই করিলি পাপিনি ॥
ইহার উচিত ফল দিব এবে তোরে।
তোরে শাপ দিব তাহা কে খণ্ডাতে পারে ॥
রজস্বলা হও তুমি দিলাম এ শাপ।
শোণিত হউক সদা তব সব আপ ॥
আজ্ঞামাত্রে সরস্বতী রজস্বলা হ'ল।
দেখিয়া রাক্ষসগণ আনন্দ পাইল ॥
প্রেত ভূত পিশাচাদি আনন্দে মগন।
অনায়াসে রক্ত পান করে অনুক্ষণ ॥
রক্ত-মাংসাহারী সব পৃথিবী ভ্রমিয়া।
রহিত শোণিত বিনা উপোষ করিয়া ॥
বিশ্বামিত্র-অনুগ্রহে হর্ষ সবাকার।
শোণিত করয়ে পান নাহিক নিবার ॥
বিশ্বামিত্রে ধন্যবাদ দেয় সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য বিশ্বামিত্র মহাতপোধন ॥
যাহার প্রসাদে মোরা করি রক্তপান।
সকল মুনির মধ্যে তুমি ভাগ্যবান ॥
তোমার চরিত্র যত হইল বিখ্যাত।
রক্তাহারিগণে তুমি ঈশ্বর সাক্ষাত ॥
রাক্ষস আদির বড় হইল আনন্দ।
রাজঋষি দেবঋষিগণ নিরানন্দ ॥
সরস্বতী-স্নান নাহি করে মুনিগণ।
হাহাকার করি সবে বলে অনুক্ষণ ॥
ধর্ম্মপথ বিনাশিল বিশ্বামিত্র মুনি।
সংসারে হইল হেন কুযশ কাহিনী ॥
নারদ দেবর্ষি গিয়া ব্রহ্মারে কহিল।
সরস্বতী নদী বিশ্বামিত্র বিনাশিল ॥
রজস্বলা হও বলি অভিশাপ দিল।
আদ্য অন্ত সর্ব্ব স্থানে রক্তজল হ'ল ॥

স্নান তর্পণাদি নাহি হ'ল সবাকার।
শোণিত হইল জল রাক্ষস-আহার॥
ইহার উপায় প্রভু করহ আপনি।
শুনি নারদের বাক্য কন পদ্মযোনি॥
করুক শিবের সেবা যত মুনিগণ।
উপায় না দেখি কিছু বিনা ত্রিলোচন॥
ত্রিলোচন তুষ্ট হলে সকল মঙ্গল।
রক্ত জল দূর হয়ে হবে পূর্ব্বজল॥
এতেক শুনিয়া মুনি ব্রহ্মার বচন।
সরস্বতীতীরে গেল যথা মুনিগণ॥
ব্রহ্মার বচন সবে কহিল সাদরে।
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা শিবে সেবিবারে॥
মহেশ সদয় হলে হইবেক জল।
আরাধনা কর সবে সেবকবৎসল॥
সেবাতে সন্তুষ্ট যদি হন পশুপতি।
তবে পূর্ব্বমতজলা হবে সরস্বতী॥
ইহা কহি দেবঋষি করেন গমন।
যতেক ব্রাহ্মণ করে শিব-আরাধন॥
নিরাহারে নীরাহারে হরের চরণ।
করিয়া মৃণ্ময় লিঙ্গ করয়ে পূজন॥
শর্করা তণ্ডুল ঘৃত মধু পুষ্প দিয়া।
শিব শিব বলি কেহ বেড়ায় নাচিয়া॥
মুখবাদ্য করতালি ডম্বুর বাজন।
বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ বলে সর্ব্বজন॥
হর মহেশ্বর শিব অনাথের গতি।
শঙ্কর পিনাকী শূলপাণি পশুপতি॥
নীলকণ্ঠ উমাকান্ত ত্রিপুরনাশন।
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ মদনদলন॥
অনাদিনিধন জ্ঞান-যোগের ঈশ্বর।
ধুস্তূর-কুসুমপ্রিয় দেব জটাধর॥
প্রমথ ঈশ্বর হর প্রেত ভুত সঙ্গ।
হরিহর এক তনু গৌরী অর্দ্ধ অঙ্গ॥
বৃষভবাহন ভূতনাথ ত্রিনয়ন।
সত্ত্ব রজস্তমোগুণ তোমার ভূষণ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে মুনিগণ।
প্রসন্ন হলেন তবে দেব পঞ্চানন॥
বলদ-বাহন হাতে ত্রিশূল ডমরু।
ত্রিপত্র শিরেতে কিবা শোভিছে সুচারু॥
রজত পর্ব্বত জিনি শুভ্র কলেবর।
জটা বিভূষণ ভালে চারু শশধর॥
শুভ্রপদ্ম জিনি আভা বেষ্টিত অমর।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ভস্ম অঙ্গোপর॥
এইরূপে আবির্ভূত হন কৃত্তিবাস।
দেখি মুনিগণে বড় হইল উল্লাস॥
মহেশ কহেন বর মাগ মুনিগণ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যেবা লয় মন॥
মুনিগণ বলে প্রভু যদি কর দয়া।
ইষ্টবর মাগি দেহ ছাড়ি নিজ মায়া॥
রক্তজলা হইয়াছে সরস্বতী নদী।
পূর্ব্বমত জল হ'ক আজ্ঞা কর যদি॥
তথাস্তু বলিয়া হর কহিলেন কথা।
অমনি হইল জল পূর্ব্বে ছিল যথা॥
আদ্য অন্ত হ'ল জল অতি মনোহর।
তীর্থের মহিমা কহিলেন মহেশ্বর॥
এ বশিষ্ঠতীর্থ হ'ল ইহার আখ্যান।
এই পুণ্য জলে যেই করে স্নানদান॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
মিত্রদ্রোহ করে যেই স্থাপিত হরণ॥
গুরুদারা হরে যেই পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোনকালে নাহি যার পরলোকে গতি।
ইত্যাদি পাতকী যদি ইথে করে স্নান।
সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয় তাহে নাহি আন॥
কোটি কোটি জন্ম-পাপ খণ্ডয়ে প্রসঙ্গে।
ইহা বলি মহেশ্বর চলিলেন রঙ্গে॥
শুনিয়া নীরক্ত হ'ল সরস্বতীজল।
হাহাকার করি আসে রাক্ষস সকল॥
মুনিগণে আসি সবে কহে ক্রোধবাণী।
আমা সবাকার ভক্ষ্যে কেন কৈলে হানি॥
দুঃখ পাব মোরা সব আহার লাগিয়া।
তপোবনে তোমা সবে খাইব ধরিয়া॥
নতুবা মোদের ভক্ষ্য করি দেহ মুনি।
অকার্য্য হ'বেক পাছু কহি হিত বাণী॥

রাক্ষস সকল শুন কহে মুনিগণ।
আজি হতে ভক্ষ্য এই হ'ল নিরূপণ ॥
যজ্ঞশেষ দ্রব্য যত উদ্বৃত্ত হইবে।
সে সকল দ্রব্যজাত তোমরা খাইবে ॥
পর্য্যুষিত অন্ন যাহা হাড়িমধ্যে রাখে।
সেই সব ভক্ষ্য হ'ল খাও গিয়া সুখে ॥
এত কহি মুনিগণ হন অন্তর্দ্ধান।
রাক্ষস সকল গেল আপনার স্থান ॥
রাম তথা উত্তরিয়া করিলেন স্নান।
দ্বিজগণে ভুঞ্জাইয়া করিলেন দান ॥
নানারূপে বিপ্রগণে করে পরিতোষ।
শুনিয়া জনমেজয় পাইল সন্তোষ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনে যেই তরে ভববারি ॥

সোমতীর্থ প্রস্তাবে কার্ত্তিকেযের
জন্মকথা।

কহেন বৈশম্পায়ন শুন একমনে।
সোমতীর্থে রাম চলিলেন পর্য্যটনে ॥
তথা গিয়া স্নানদান করি বহুতর।
বসন কাঞ্চন গবী দিলেন বিস্তর ॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
সোমতীর্থ নাম হ'ল কিসের কারণ ॥
মুনি কহে প্রকাশিব সেই ইতিহাস।
একমনে শুন রাজা করিয়া বিশ্বাস ॥
পূর্ব্বকালে শিব দুর্গা কৈলাস-শিখরে।
অত্যন্ত আকুলচিত্ত শয়নমন্দিরে ॥
বহুকাল দুই জনে হয় রতিরঙ্গ।
বিপরীত প্রেম বাড়ে নাহি হয় ভঙ্গ ॥
মহেশের বীর্য্য তবে পড়ে যেইকালে।
অসহ্য দেখিয়া গৌরী ফেলে গঙ্গাজলে ॥
সহিতে নারিয়া গঙ্গা শিব-বীর্য্যতাপ।
অকস্মাৎ তাঁর হৃদে হ'ল মহা কাঁপ ॥
গঙ্গা ভাসাইয়া লয়ে শরমূলে ফেলে।
ষড় মুখ কুমার তাহে জন্মে শুভকালে ॥
রোহিণী প্রভৃতি চন্দ্রমার ছয় নারী।
উত্তম কুমার দেখি নিল কোলে করি ॥
সমান ধারাতে স্তন দেন ছয় মুখে।
কার্ত্তিক বলিয়া নাম রাখিলেন সুখে ॥
কৃত্তিকা তাঁহারে আগে কোলে করেছিল।
এ হেতু তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় হ'ল ॥
মহাবলবান শিশু শিবের কুমার।
দেবগণ আসিলেন তাঁরে দেখিবার ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হ'ল যত দেবগণ।
হেনকালে শিবে কহে সহস্রলোচন ॥
দেবসেনা কন্যা আছে পরম সুন্দরী।
কার্ত্তিকে বিবাহ দিব কহ ত্রিপুরারি ॥
দেবসেনাপতি নাম হইবে ইহার।
তারকাদি অসুরেরে করিবে সংহার ॥
অনুমতি দেন হর হয়ে হৃষ্টমনা।
কার্ত্তিকের হ'ল বশ যত দেবসেনা ॥
দেবসেনাপতি করি করিল বরণ।
নানা অস্ত্র তারে আনি দিল দেবগণ ॥
কার্ত্তিক হইল যদি দেবসেনাপতি।
সর্ব্ব দেবগণ হ'ল আনন্দিতমতি ॥
তারকের যুদ্ধে ইন্দ্র হারিয়া আপনি।
কার্ত্তিক-শরণাগত হ'ল বজ্রপাণি ॥
কার্ত্তিকে বিনয়ে কহে দেব সহস্রাক্ষ।
আপনি নিধন কর দৈত্য তারকাক্ষ ॥
ইন্দ্রবাক্যে কার্ত্তিকেয় করে অঙ্গীকার।
সমরে তারকে আমি করিব সংহার ॥
এতেক কহিল যদি দেব ষড়ানন।
তাঁর পরাক্রম সব জানি দেবগণ ॥
সবে মেলি অস্ত্র আনি দিল কার্ত্তিকেরে।
সহস্রলোচন বজ্র দিল তাঁর করে ॥
শঙ্কর দিলেন শূল বিষ্ণু চক্রবাণ।
যাহার প্রতাপে দৈত্য নাহি ধরে টান ॥
শমন দিলেন উৎক্রান্তিদা শক্তি নাম।
বরুণ দিলেন পাশ লোকে অনুপম ॥
সর্ব্ববলে যুক্ত হয়ে যত দেবগণ।
কার্ত্তিকের সঙ্গে রণে করেন গমন ॥
নানা বাদ্য বাজাইছে যত দেবগণ।
শুনিয়া তারকাসুর কোপাবিষ্ট মন ॥

আপনার সেনাগণে সজ্জিত করিয়া।
যুদ্ধ করিবার হেতু আসিল ধাইয়া ॥
মহাকোলাহল হ'ল নাহিক অবধি।
দেবতাগণের হ'ল অসুর বিবাদী ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর।
ভয়ে পলাইয়া গেল সকল অমর ॥
যুঝেন কার্ত্তিক একা মনে নাহি ভয়।
চারিদিকে দৈত্যগণ নিঃশঙ্কহৃদয় ॥
আগে বাগ্‌যুদ্ধ শেষে করে অস্ত্রাঘাত।
সংগ্রামে তারকাসুর যুঝে দৈত্যনাথ ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারয়ে যার যত শিক্ষা।
গুরুস্থানে যত অস্ত্র পাইলেক দীক্ষা ॥
কার্ত্তিকের বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
দৈত্যের সকল সেনা হইল সংহার ॥
মন্ত্রপূত করি শক্তি লইলেন হাতে।
কার্ত্তিক মারেন তাহা তারকের মাথে ॥
শক্তির আঘাতে দৈত্য চূর্ণ হ'ল ঠায়।
শেষ সেনাপতি যত সকলে পলায় ॥
বাণ নামে সেনাপতি তারকের ছিল।
ভয়ে পলাইয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে রহিল ॥
পর্ব্বতের মধ্যে ছিল অতুল গহ্বর।
গোপনে রহিল দৈত্য তাহার ভিতর ॥
বাণ না মরিল দেবগণের হুতাশ।
অঞ্জলি করিয়া কহে কার্ত্তিকের পাশ ॥
বাণ যদি না মরিল নহে ভাল কার্য্য।
কোন দিন দেবে মারি লবে দেবরাজ্য ॥
এতেক কহিল যদি সব দেবগণ।
বাণেরে মারিতে চলিলেন ষড়ানন ॥
বাণ ছিল ক্রৌঞ্চ গিরিগহ্বরে পশিয়া।
শরে শক্তিধর গিরি ফেলেন ভেদিয়া ॥
বাণাঘাত ভয়ে বাণ দৈত্য পলাইল।
কার্ত্তিকের নাম ক্রৌঞ্চদারণ হইল ॥
ব্রহ্মার বচনে সেই স্থান তীর্থ হয়।
স্নানদানে সেই স্থানে বহু পাপক্ষয় ॥
মুনি বলে এই কার্ত্তিকের জন্মকথা।
হলধর হইলেন উপনীত তথা ॥
স্নান যজ্ঞ করিলেন দান বহুতর।
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন বিস্তর ॥
বদরপাচন তীর্থে গেলেন লাঙ্গলী।
স্নান দান করিলেন হয়ে কুতূহলী ॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
কেন হ'ল তীর্থ নাম বদরপাচন ॥
ভারতের পুণ্যকথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ॥

বদরপাচন তীর্থের কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
একমন হয়ে রাজা করহ শ্রবণ ॥
ভরদ্বাজ ঋষিকন্যা নাম শ্রুবাবতী।
পরম সুন্দরী কন্যা যেন রম্ভাবতী ॥
তাহার সমান রূপ তিন লোকে নাই।
মন স্থির করি তারে গঠিল গোঁসাই ॥
যার পানে চাহে কন্যা হরে তার প্রাণ
আপনার মনে কন্যা করে অনুমান ॥
আমার সমান রূপ নাহি ত্রিজগতে।
মনুষ্য কি ছার হয় আমারে বরিতে ॥
দেবের দুর্লভ এই আমার যৌবন।
স্বামী-পদে ইন্দ্রে আমি করিব বরণ ॥
এই বিবেচনা করি মুনির তনয়া।
শক্রের তপস্যা করে একান্তে বসিয়া ॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুণি
অধঃশিরা ঊর্দ্ধপদে থাকয়ে ভাবিনী ॥
বরিষাতে তৃণগুলি আসন করিয়া।
জপয়ে ইন্দ্রের নাম বৃষ্টিতে বসিয়া ॥
শরৎকালে সূর্য্যতাপ না করে বারণ।
অবিরত জপে নাম সহস্রলোচন ॥
প্রবল শীতের কালে জলে রহে ডুবি।
কেবল ইন্দ্রের নাম মানসেতে ভাবি ॥
জলাহার বাতাহার নিরম্বু করিয়া।
অস্থিচর্ম্মসার হ'ল তপ আচরিয়া ॥
শচীপতি এই মর্ম্ম জানি নিজ মনে।
বশিষ্ঠের মূর্ত্তি ধরি আসিল সেখানে ॥

পাঁচটী বদর হাতে করিয়া লইল।
শ্রুবাবতী কাছে আসি উপনীত হ'ল ॥
মুনিরে দেখিয়া কন্যা করে সমাদর।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া পূজে বহুতর ॥
মুনি বলে শ্রুবাবতী কেন কর ক্লেশ।
করিলে যৌবন নষ্ট প্রথম বয়েস ॥
এ নব যৌবনে কেন না কর বিবাহ।
কি প্রকারে বয়ঃক্রম করিবে নির্ব্বাহ ॥
কন্যা বলে নিবেদন শুনহ গোঁসাই।
মনুষ্যলোকেতে মম যোগ্য বর নাই ॥
ইন্দ্রকে বরিব করি মনে অভিলাষ।
এই হেতু তাঁর তপ করি বারমাস ॥
ছদ্মরূপী ইন্দ্র বলে শুন শ্রুবাবতী।
কদাচিত তব স্বামী হয় সুরপতি ॥
যাহা তব মনে হয় করহ আপনি।
আমি এক কথা কহি শুন সুবদনি ॥
পাক করি দেহ মোরে পাঁচটী বদর।
স্নান সন্ধ্যা করি আমি আসিব সত্বর ॥
বদর দিলেন তারে দেবতার নাথ।
শ্রুবাবতী লইলেন যুড়ি দুই হাত ।
স্নানে যাই বলি ইন্দ্র করেন প্রয়াণ।
অন্তর্দ্ধান হয়ে যান আপনার স্থান ॥
হেথা শ্রুবাবতী বনে কাষ্ঠ আহরিয়া।
বদর করেন পাক তপস্যা ত্যজিয়া ॥
বনেতে যতেক শুষ্ক কাষ্ঠ সব ছিল।
একে একে শ্রুবাবতী সব পোড়াইল ॥
দ্বাদশ বৎসর এইরূপে পাক করে।
পাক না হইল কন্যা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
বদরী আমাকে দিয়া মুনি গেল স্নানে।
না হয় বদরী পাক বৃথা এ জীবনে ॥
দ্বাদশ বৎসর গেল না হইল পাক।
হা কৃষ্ণ দ্বারকানাথ বলি ছাড়ে ডাক ॥
বহুকাল গেল বিপ্র কেন না আসিল।
এক দ্বিজ আরাধনে শক্তি নাহি হ'ল ॥
বৃথায় জীবন ধরি কি কার্য্য জীবনে।
কাষ্ঠাভাবে দুই পদ দিলেক আগুনে ॥
ক্রমেতে জঘন পদ সকলই পোড়ে।
অমনি আছয়ে কন্যা পদ নাহি নাড়ে ॥
পদ হতে ক্রমে নাভি পর্য্যন্ত পুড়িল।
জানি শচীপতি তথা ত্বরায় আসিল ॥
নিজবেশ ধরি আসে দেব শচীনাথ।
দেখি কন্যা প্রণমিল করি যোড়হাত ॥
ইন্দ্র বলে শ্রুবাবতী কি কর্ম্ম করহ।
ছাড়িয়া বদর পাক এখানে এসহ ॥
কন্যা বলে মুনি দিল পাঁচটী বদর।
করিতে না পারি পাক দ্বাদশ বৎসর ॥
ইতিমধ্যে মুনি যদি এখানে আসিয়া।
বদর না পায় যাবে অভিশাপ দিয়া ॥
না দেখি উপায় আর নারায়ণ বিনে।
মুনি-কোপানলে পার পাইব কেমনে ॥
ইন্দ্র বলে শুন কন্যে আমার বচন।
বশিষ্ঠের বেশে সেই মম আগমন ॥
সে ভয় করহ দূর শুন বরাননি।
আপন বাঞ্ছিত বর মাগহ এখনি ॥
দুই পদ পোড়া গিয়া হইল সংহার।
ইন্দ্রের কৃপায় পদ হ'ল পুনর্ব্বার ॥
শ্রুবাবতী বলে শুন ত্রিদশঈশ্বর।
আমারে বিবাহ কর এই মাগি বর ॥
ইন্দ্র বলে জন্মান্তরে হব তব পতি।
শচীর সমান প্রেম হবে তোমা প্রতি ॥
বৃথা আর ক্লেশ কর এ নব যৌবনে।
তপস্যায় ক্ষমা দেহ আমার বচনে ॥
কন্যা বলে এই জন্মে না হইলে স্বামী।
কি কর্ম্ম করিব মোরে আজ্ঞা দেহ তুমি ॥
এই স্থানে তপশ্চর্য্যা আমার হইল।
মম কর্ম্মাধীন ফল তেমনি ফলিল ॥
মোরে বর দেহ এই দেব সুরেশ্বর।
এই স্থানে তাপে মুক্ত হয় যেন নর ॥
ইন্দ্র বলে শ্রুবাবতী কর অবধান।
এই মহাতীর্থে যদি করে স্নান দান ॥
অনন্ত জন্মের পাপ থাকে যার যত।
ক্ষণমাত্রে সর্ব্বপাপ হইবেক হত ॥

বদরপাচন নাম হইল ইহার।
জন্মান্তরে স্বামী আমি হইব তোমার॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হ'ল সুরপতি।
সে শরীর ত্যাগ করিলেক শ্রুবাবতী॥
শুনিলেন জন্মেজয় কথা পুরাতন।
এই হেতু নাম হ'ল বদরপাচন॥
কামপাল সেই তীর্থে করিলেন স্নান।
ব্রাহ্মণেরে বহুবিধ করিলেন দান॥
তার পরে যান রাম দেবল তীর্থেতে।
দেবল মুনির স্থান ঘোষে ত্রিজগতে॥
দেবল হইল সিদ্ধ তপস্যা করিয়া।
সেই তীর্থ বলরাম পাইলেন গিয়া॥
রাজা বলে কোন রূপে সিদ্ধ হ'ল মুনি।
বিস্তার করিয়া মোরে বলহ আপনি॥
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব রচন।
কাশীরাম দাস কহে করহ শ্রবণ॥

দেবলতীর্থের কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
ভারত শ্রবণে নর মোক্ষের ভাজন॥
দেবল করেন তপ থাকি নিরাহার।
তাঁর তপে মুনিগণ করে হাহাকার॥
একাহারী কত দিন সেই তপোধন।
কত দিন বৃক্ষপত্র করেন ভক্ষণ॥
কত কাল জলাহারে তপ আচরণ।
বাতাহারে কত কাল শরীর ধারণ॥
কত দিন উপবাসে যায় দুই পক্ষ।
মাসান্তেতে ফল মূল করিলেন ভক্ষ্য॥
এক মাস ফল মূল করি আহরণ।
এক দিন মুনি করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥
অতিথি ব্রাহ্মণে ফল মূল দিয়া দান।
শেষ ফল মূলে তাঁর হয় জলপান॥
এইরূপে কত দিন নির্ব্বাহেন মুনি।
তার পর শুন রাজা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
একদা করেন মুনি শ্রাদ্ধ ফলে মূলে।
তার পর দ্বিজসেবা অতিথি সেবিলে॥
শেষ ফল মূল মুনি করিতে ভক্ষণ।
তথায় আসিল জৈগীষব্য সেইক্ষণ॥
ডাকিয়া দেবলে কহে শুন মুনিবর।
ক্ষুধানলে দগ্ধ হয় আমার অন্তর॥
কিছু যদি পার মোরে ভক্ষ্য আনি দিতে।
তবে প্রাণ বাঁচে মম জানহ নিশ্চিতে॥
জৈগীষব্য-বাক্য শুনি তবে মহামুনি।
নিজ ভক্ষণের ফল মূল দেন আনি॥
ভক্ষণ করিয়া জৈগীষব্য মহাশয়।
আশীর্ব্বাদ করি গেল আপন আলয়॥
মাস অন্তে সেই দিন আসি জৈগীষব্য।
ভক্ষণ করয়ে দেবলের ভক্ষ্য দ্রব্য॥
মুনিবর তপশ্চর্য্যা করে অনাহারে।
জানেন আসিবে জৈগীষব্য মম ঘরে॥
ফল মূল যত কিছু প্রস্তুত করিয়ে।
জৈগীষব্য হেতু মুনি রহেন দাঁড়ায়ে॥
বিলম্ব হইল বহু না আসেন তিনি।
তাঁহার উদ্দেশে চলিলেন মহামুনি॥
সমুদ্রের কূলে গেল যথায় আলয়।
তথায় নাহিক জৈগীষব্য মহাশয়॥
সপ্তম পাতাল মুনি করেন ভ্রমণ।
কোথায় না পাইলেন তাঁর দরশন॥
ভূলোক ও ভুবর্লোক স্বর্গলোক আর।
অন্বেষণ করি ভ্রমে মুনির কুমার॥
তপলোক সত্যলোক আর জনলোক।
গোলোক পর্য্যন্ত গেল অঙ্গিরার লোক॥
তথা না দেখিল জৈগীষব্য মুনিবরে।
ফিরিয়া আসেন মুনি আপনার ঘরে॥
পুনরপি জনলোকে আসে দ্রুতগতি।
তথায় দেখিল জৈগীষব্য মহামতি॥
তার পর সত্যলোকে আসে ক্রমে ক্রমে।
জৈগীষব্য তথা মুনি দেখিল সম্ভ্রমে॥
তার পর ভুবর্লোকে করিল গমন।
দেখিল তথায় জৈগীষব্য মহাজন॥
ভবলোকে আসে মুনি হয়ে ত্বরান্বিত।
দেখিল সেখানে জৈগীষব্য অধিষ্ঠিত॥

ভূলোকে আসিল পুনঃ অঙ্গিরার সুত।
তথা দেখে জৈগীষব্য আছেন প্রস্তুত॥
দেবল নামেতে মুনি অতলেতে যান।
দেখেন তথায় জৈগীষব্য অধিষ্ঠান॥
তার পরে বিতলেতে করিল গমন।
তথায় পাইল জৈগীষব্য দরশন॥
গমন করেন পরে যথায় সুতল।
তথায় দেখেন জৈগীষব্য মহাবল॥
তার পর মহামুনি গেল মহাতল।
জৈগীষব্যে সেখানেতে দেখেন দেবল॥
তলাতল মহামুনি করে আগুসার।
জৈগীষব্য তথা দেখে অঙ্গিরাকুমার॥
গেলেন দেবল রসাতলে তার পর।
সেথা জৈগীষব্যে দেখে মহাতেজস্কর॥
পাতালে প্রবেশ করে তার পরে মুনি।
জৈগীষব্য তথা আছে বসিয়া আপনি॥
তার পর আসিলেন সমুদ্রের তীরে।
জৈগীষব্য তথা আছে আপনার ঘরে॥
তবে মুনি আসিলেন নিজ নিকেতন।
তথা পাইলেন জৈগীষব্য-দরশন॥
দিব্য কুশাসনে জৈগীষব্য বসিয়াছে।
সম্ভ্রমে দেবল মুনি গেল তাঁর কাছে॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
কহিল দেবল মুনি সব বিবরণ॥
দেবল বলেন মুনি তোমারে খুঁজিয়া।
ভ্রমিলাম চতুর্দ্দশ ভুবন ঘূরিয়া॥
সর্ব্বত্র তোমারে দেখিলাম মহাশয়।
অচিন্ত্য তোমার রূপ না হয় নির্ণয়॥
জৈগীষব্য বলে বাপু নাহি যাই কোথা।
ভিক্ষার কারণে আমি বসিয়াছি হেথা॥
যে কিছু সামগ্রী আছে আন শীঘ্রতর।
জঠর অনলে মম কাঁপে কলেবর॥
দেবল আনিল নানাবিধ ফল মূল।
জৈগীষব্য তার পরে হ'ল অনুকূল॥
জৈগীষব্য প্রিয়ভাষে বলেন বচন।
তোমার সমান কেহ নাহি তপোধন॥
বহুকাল তপ কৈলে করি অনাহার।
বর মাগ দেবল যা বাঞ্ছিত তোমার॥
দেবল বলেন প্রভু করি হে প্রার্থনা।
মম মনে নাহি কিছু সংসার বাসনা॥
ব্রহ্মজ্ঞান দেহ মোরে ওহে মহাশয়।
অন্তে যেন ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মে হয় লয়॥
জৈগীষব্য বলে তুমি তার যোগ্য হও।
ব্রহ্মজ্ঞান দিব তুমি এইক্ষণে লও॥
জৈগীষব্য দেবলেরে দেন ব্রহ্মজ্ঞান।
যত জীব আসিলেক জৈগীষব্য স্থান॥
রোদন করিয়া সবে করে কাকুবাদ।
মো'সবার বধভাগী হলে অচিরাৎ॥
দেবলেরে ব্রহ্মজ্ঞান তুমি দিলে যদি।
আমা সবাকার মৃত্যু ঘটাইল বিধি॥
পরম সরল চিত্ত দেবল মুনির।
সর্ব্ব জীবে দয়া করে অতীব সুধীর॥
দেবল সমান দয়া কেহ নাহি করে।
তত্ত্বজ্ঞান যদি পায় এই মুনিবরে॥
অন্তর্বাহ্য জ্ঞান নাহি রহিবে ইহার।
আমা সবে দয়া করে কেহ নাহি আর॥
রোদন করয়ে প্রাণী হইয়া কাতর।
দেবলেরে জৈগীষব্য কহেন তৎপর॥
শুনহ দেবল মুনি কহি একমনে।
এ চারি আশ্রম ধাতা সৃজিল যতনে॥
গৃহী বাণপ্রস্থ উদাসীন অবধূত।
এ চারি আশ্রম মধ্যে গৃহস্থ মহত॥
পুরাণ ভারত স্মৃতি বেদের বচন।
গৃহস্থের সর্ব্ব ধর্ম্ম শুন তপোধন॥
পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ আর অতিথি সেবন।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দুঃখী করাবে ভোজন॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে সংযত।
কুটুম্ব বান্ধবে স্নেহ করিবে নিয়ত॥
অতিথি আসিলে অগ্রে দিবে পীঠ জল।
বিনয় বচন কবে হইয়া সচ্ছল॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিবে বিনয়।
গৃহমধ্যে যেই দ্রব্য উপস্থিত হয়॥

আনিবে অতিথি পাশে হয়ে ত্বরান্বিত।
বিধিমতে সেবা করিবেক যথোচিত ॥
গৃহে যদি কিছু নাহি অতিথি সেবনে।
ভিক্ষা করিবেক গিয়া প্রতিবাসিজনে ॥
ভিক্ষা করি যদি তাহে কিছু নাহি পায়।
অতিথি নিকটে পুনঃ আসিবে ত্বরায় ॥
রোদন করিবে আসি অতিথি নিকটে।
বিনয় বচন কহিবেক করপুটে ॥
তবে ধর্ম্ম রক্ষা হয় পাপ নাহি থাকে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গলোকে।
এতেক কহিল জৈগীষব্য মহাশয়।
শুনিয়া দেবল মুনি মানিল বিস্ময় ॥
জৈগীষব্য কহে শুন দেবল সুজন।
সকল আশ্রম হতে গৃহস্থ উত্তম ॥
জৈগীষব্য বলে বর মাগ মুনিবর।
বিদায় হইয়া আমি যাইব সত্বর ॥
দেবল বলেন প্রভু কর অবধান।
এই ইষ্ট বর আমি চাহি তব স্থান ॥
এই স্থানে তপ করিলাম বহুতর।
পুণ্যতীর্থ হবে এই মোরে আজ্ঞা কর ॥
জৈগীষব্য বলে সিদ্ধ হইলে দেবল।
পরম দুর্লভ তীর্থ হ'ল এই স্থল ॥
ইহাতে আসিয়া যদি করে স্নান দান।
যজ্ঞ ব্রত করি বিপ্রে যদি করে দান ॥
অসংখ্য জন্মের পাপ হইবেক ক্ষয়।
সত্য সত্য পুনঃ সত্য জানহ নিশ্চয় ॥
এত কহি জৈগীষব্য হ'ল অন্তর্দ্ধান।
দেবল আপন গৃহে করিল প্রয়াণ ॥
সেই মহাতীর্থে তবে যান হলধর।
স্নান দান করিলেন যজ্ঞ নিরন্তর ॥
অনেক ব্রাহ্মণ তথা করান ভোজন।
বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করেন পূজন ॥
দিলেন গো অশ্ব হস্তী স্বর্ণ রৌপ্য দান।
নমুচি তীর্থেতে রাম করেন প্রয়াণ ॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় শুন তপোধন।
নমুচি তীর্থের যত কহ বিবরণ ॥

নমুচিতীর্থের কথা।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুরায়।
নমুচি তীর্থের কথা কহিব তোমায় ॥
নমুচি দানব ছিল কশ্যপতনয়।
বাল্যকালে ছিল সেই অতি তেজোময় ॥
ব্রহ্মার তপস্যা আরম্ভিল দৈত্যবর।
অনাহারে তপ করে সহস্র বৎসর ॥
তুষ্ট হয়ে প্রজাপতি দিতে আসি বর।
কহিলেন মাগ বর দানব ঈশ্বর ॥
নমুচি বলিল শুন দেব পিতামহ।
বর দিয়া মোরে তুমি অমর করহ ॥
ব্রহ্মা বলিলেন বৎস মাগ অন্য বর।
অমর নাহিক কেহ ভুবন ভিতর ॥
সৃষ্টির কারণ আমি সর্ব্ব সৃষ্টি মোর।
আমার আয়ুর দেখ আছে অন্ত ওর ॥
অষ্টাদশ নিমেষেতে এক কাষ্ঠা হয়।
ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে কলা জানহ নিশ্চয় ॥
ত্রিংশৎ কলায় হয় জান এক ক্ষণ।
দ্বাদশ ক্ষণেতে হয় মুহূর্ত্ত গণন ॥
ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে হয় এক অহোরাত্র।
পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ মাত্র ॥
শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ নিরূপণ তার।
দুই পক্ষে এক মাস সৃজন ধাতার ॥
বার মাসে মনুষ্যের একটী বৎসর।
মনুষ্যের মাসে পিতৃলোকের বাসর ॥
পিতৃলোক-বর্ষে দেবতার এক দিন।
ত্রিশ দিনে এক মাস শুনহ প্রবীণ ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যে যুগ চারি।
এক মন্বন্তর হয় যুগ একাত্তরি ॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর মম এক দিন।
ত্রিশ দিনে এক মাস ইথে নহে হীন ॥
দ্বাদশ মাসেতে বর্ষ ইথে নাহি আন।
ষাইট সহস্র বর্ষ আয়ু পরিমাণ ॥
তার পর হইবেক আমার পতন।
আমার পতন আছে তুমি কোন জন ॥

শরীর ধরিলে মৃত্যু অবশ্য হইবে।
অমর নাহিক কেহ বিধিসৃষ্ট ভবে ॥
অন্য বর মাগ তুমি সম্ভব যে হয়।
আপন অভীষ্ট মাগ মনে যেবা লয় ॥
নমুচি বলিল প্রভু শুনহ বচন।
যুদ্ধস্থলে মম যেন না হয় মরণ ॥
যুদ্ধে যেন জিনিতে না পারে মোরে কেহ।
মম মনোনীত এই বর প্রভু দেহ ॥
কপট করিয়া যদি কেহ আসি মারে ॥
মম মুণ্ড দুঃখ দিবে প্রচুর তাহারে ॥
মোরে পিতামহ তুমি দেহ এই বর।
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা গেল নিজ ঘর ॥
নমুচি আপন গৃহে দিল দরশন।
সর্ব্বদেব জিনি সেই হইল রাজন ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ হইয়া বিকল।
মনুষ্য আকার হয়ে ভ্রমে মহীতল ॥
এই রূপে তথা দেখ দীর্ঘ কাল যায়।
বিচার করিল নিজমনে দেবরায় ॥
নমুচি থাকিতে মম নাহিক কল্যাণ।
ছল করি দুরাত্মার বধিব পরাণ ॥
নমুচি সহিত প্রীতি করে পুরন্দর।
বহু প্রীতি দুই জনে এক কলেবর ॥
এইরূপে কতকাল উভয়ে যাপিল।
দৈবে ইন্দ্র এক দিন একাকী পাইল ॥
পথ মাঝে মুণ্ড কাটি করে দুইখান।
স্কন্ধ পড়ে মুণ্ড ধায় অগ্নির সমান ॥
মুখ প্রসারিয়া মুণ্ড যায় গিলিবারে।
প্রাণভয়ে দেবরায় পলায় সত্বরে ॥
ভ্রমিল পাতাল সপ্ত ভয়ে পুরন্দর।
পাছে পাছে খেদাড়িয়া যায় মুণ্ডবর ॥
সপ্ত স্বর্গ ক্রমে ক্রমে করিল ভ্রমণ।
ধেয়ে গিয়া ইন্দ্র কহে ব্রহ্মার সদন ॥
রক্ষা কর পিতামহ লইনু শরণ।
ত্বরায় করহ রক্ষা দেব বেদানন ॥
ছল করি নমুচিরে করিলাম বধ।
নমুচির মুণ্ড মম ঘটায় আপদ ॥
ভ্রমি সপ্ত স্বর্গ আর পাতাল বেড়াই।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে রক্ষা নাহি পাই ॥
কিরূপে পাইব রক্ষা কহ মহাশয়।
নমুচির মুণ্ড মোরে গিলিবে নিশ্চয় ॥
অতএব কর প্রভু ইহার উচিত।
ব্রহ্মা বলিলেন ইন্দ্র যাও ত্বরান্বিত ॥
সরস্বতী স্নান গিয়া কর সুরপতি।
পতন হইবে মুণ্ড ঘুচিবে দুর্গতি ॥
এই কথা ইন্দ্রে কহিছেন পদ্মাসন।
হেনকালে মুণ্ড তথা আসিল তখন ॥
বিকৃত আকার মুণ্ড মুখ পরিসর।
প্রলয় কালেতে যেন দীপ্ত বৈশ্বানর ॥
দেখিয়া পলায় ইন্দ্র নাহি বান্ধে কেশ।
ইন্দ্রের দুর্গতি দেখি দুঃখী সর্ব্ব দেশ ॥
বেগে ধায় ইন্দ্র নাহি পাছু পানে চায়।
নমুচি দৈত্যের মুণ্ড পশ্চাতে গোড়ায় ॥
কতক্ষণে উত্তরিল সরস্বতী তীরে।
অতিবেগে উপনীত মুণ্ড তথাকারে ॥
মুণ্ড দেখি দেবরাজ জলে ডুব দিল।
সেই খানে মুণ্ড বেগে ভূমিতে পড়িল ॥
নিস্তার পাইল ইন্দ্র মহাপাপ হতে।
মুনিগণে সম্বোধিয়া লাগিল কহিতে ॥
তোমরা শুনহ যত মহামুনিগণ।
এই তীর্থবর আমি করিনু সৃজন ॥
বলিবে নমুচিতীর্থ এবে সর্ব্বজন।
ইহার স্নানের কথা শুন দিয়া মন ॥
কোটি কোটি জন্মে যত মহাপাপ হয়।
ইহার স্নানেতে সর্ব্ব খণ্ডিবে নিশ্চয় ॥
তীর্থ নিরূপণ করিলেন দেবরায়।
নমুচি তীর্থের কথা কহিনু তোমায় ॥
তথা উপনীত হয় রোহিণীনন্দন।
স্নান করি তুষিলেন ভোজনে ব্রাহ্মণ ॥
যজ্ঞ হোম করি বিপ্রে দিয়া নানা দান।
তথা হতে করিলেন মুষলী প্রয়াণ ॥
বৃদ্ধকন্যা আশ্রমেতে হ'ল উপনীত।
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিরে ত্বরিত ॥

বৃদ্ধ বলি বলিতেছ অথচ যে কন্তে।
আশ্চর্য্য হইল মম এই কথা শুনে॥
বিস্তারিয়া সব কথা কহ তপোধন।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার কারণ॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥
গদাপর্ব্বে তীর্থযাত্রা অপূর্ব্ব কথন।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচন॥

বৃদ্ধকন্যাতীর্থ বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন নৃপবর।
বৃদ্ধকন্যা-উপাখ্যান অতি মনোহর॥
গর্গের নন্দিনী হ'ল অতি রূপবতী।
তার তুল্য রূপবতী না দেখি সম্প্রতি॥
যৌবন সময়ে কন্যা ভাবিল হৃদয়ে।
তপ করি দেব ভর্ত্তা লভিব নিশ্চয়ে॥
এত চিন্তি প্রতিদিন করি অনাহার।
বহুকাল তপ করে অস্থি চর্ম্ম সার॥
অনেক কঠোর কৈল নাহি পরিমাণ।
দেখিয়া তাহার তপ সবে কম্পমান॥
যুবাকাল গেল তার বার্দ্ধক্য সময়।
তথাপিহ তপ করে নাহি কোন ভয়॥
আসিল নারদ সেই কন্যার নিকটে।
দেখি কন্যা মুনিবরে নমে করপুটে॥
নারদ বলেন কন্যে কি কর্ম্ম করিলে।
তপস্যা করিয়া রূপলাবণ্য নাশিলে॥
বৃথা এ যৌবন বিনাশিলে কি কারণ।
তপ করি না হইলে মোক্ষের ভাজন॥
বৃদ্ধা হলে যুবাকাল গেল নিবড়িয়া।
এ সময়ে কে-তোমারে করিবেক বিয়া॥
বিবাহ নহিলে তার নহে কোন গতি।
বিবাহ হইলে হয় স্বর্গেতে বসতি॥
শুনিয়া মুনির বাক্য কন্যা বিধুমুখী।
মুনির চরণ ধরে উপায় না দেখি॥
আমার উপায় মুনি করহ আপনি।
বিবাহ না হলে আমি নহি স্বর্গগামী॥

বিবাহ করিবে মোরে কেবা মহাশয়।
আপনি নির্ব্বাচি তাহা বলহ নিশ্চয়॥
নারদ কহেন কন্যে আর কিবা বল।
বিবাহ করিবে কেবা যুবাকাল গেল॥
তপোবনে আছে বহু মুনির সন্তান।
বর গিয়া পাও যদি করিয়া সন্ধান॥
এত বলি দেবঋষি গেল নিজ ঘর।
বিবাহ কারণে কন্যা অন্বেষয়ে বর॥
তপোবনে ছিল এক মুনি শৃঙ্গবান্।
তাহার নিকটে কন্যা করিল প্রস্থান॥
অনেক বিনয় স্তুতি করি শৃঙ্গবানে।
কহিতে লাগিল কন্যা করুণবচনে॥
বৃথা মম জন্ম যায় শুন তপোধন।
আমারে বিবাহ কর মুনির নন্দন॥
শৃঙ্গবান বলে কন্যা না কহিলে ভাল।
বার্দ্ধক্য হইল তব গেল যুবাকাল॥
বিবাহ করয়ে যুবা যুবতী দেখিয়া।
তোমারে বিবাহ করি কিসের লাগিয়া॥
যৌবন থাকিলে স্বামী করয়ে আদর।
যৌবন বিহনে নারী হয় হতাদর॥
বিবাহ কিমতে আমি করিব তোমাকে।
করি যদি পিতৃলোক পড়িবে নরকে॥
বিবাহ না হতে তুমি হলে ঋতুমতী।
রজস্বলা বিবাহেতে কুযশ অখ্যাতি॥
ঋতুমতী দারা গ্রহ করে যেই জন।
কন্যাপিতা তার পিতা নরকে গমন॥
বিশেষ কন্যার যদি থাকে যুবদশা।
পুরুষ বিবাহ করে যৌবনের আশা॥
কদাচিত শৃঙ্গবান না হয় সম্মত।
পুনঃপুনঃ কন্যা তার হয় পদানত॥
সম্মত না হয় মুনি কহে কটুভাষে।
হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে॥
দৈববশে দৈববাণী কেহ নাহি শুনে।
দেবগণ ডাকি তবে কহে শৃঙ্গবানে॥
শুন শৃঙ্গবান মুনি আকাশ-ভারতী।
পরম পবিত্র কন্যা পতিব্রতা সতী॥

তপস্যাতে সিদ্ধা হ'ল নাহি কোন দোষ।
বিবাহ করিয়া এরে করহ সন্তোষ ॥
এত শুনি শৃঙ্গবান ভাবিল হৃদয়।
অঙ্গীকার করি কহে করি পরিণয় ॥
কিন্তু এক রাত্রি আমি তোমার সংহতি।
বঞ্চিব বাসর এই শুন রসবতী ॥
ইথে যদি অভিলাষ থাকয়ে তোমার।
করহ আমার অগ্রে সত্য অঙ্গীকার ॥
কন্যা বলে যেই আজ্ঞা দিলে মহাশয়।
মম নিরূপণ এই শুনহ নিশ্চয় ॥
পুনঃ তথা আসিলেন নারদ আপনি।
দোঁহার বিবাহ দিল সেই মহামুনি ॥
নারদ গেলেন শেষে আপন আগার।
বৃদ্ধকন্যা শৃঙ্গবানে করেন বিহার ॥
তপোবলে হ'ল কন্যা পরম রূপসী।
বদন সুন্দর যেন শরদের শশী ॥
নয়ন হেরিয়া হারে কুরঙ্গবালক।
ভুরূযুগ ধনু ধরে কুসুমশায়ক ॥
চামর জিনিয়া কেশ শুকচঞ্চু নাসা।
শ্রবণ বিষম ফাদ পিক জিনি ভাষা ॥
সুপক্ক দাড়িম্ববীজ জিনিয়া দশন।
কম্বু জিনি যুগ স্কন্ধ অতি নিরুপম ॥
মৃণাল জিনিয়া দুই ভুজ মনোহর।
কদম্বকোরক জিনি দুই পয়োধর ॥
কূপ নিন্দি নাভি মাজা মৃগপতি জিনি।
কনক কলস দুই নিতম্বধারিণী ॥
করিকর জিনি উরু অতি অনুপম।
কিবা চারু পদযুগ কোকনদ সম ॥
দশনখে দ্বিতীয়ার চন্দ্র বিরাজিত।
রূপের নাহিক সীমা মদন মোহিত ॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে অনঙ্গমোহিনী।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যেন ইন্দ্রের নর্ত্তকী ॥
বিচিত্র কুসুম শয্যা করিয়া রচন।
দম্পতী দোঁহাতে তাহে করিল শয়ন ॥
নানা ভক্ষ্য রাখে দোঁহে শয়ন-মন্দিরে।
বঞ্চেন সুরতি-সুখ কুসুম-বাসরে ॥

ভ্রমর ভ্রমরী গায় মধুর সঙ্গীত।
এক ফুলে মধু পিয়ে নহে বিচলিত ॥
কোকিল সঘনে ডাকে মধুর সুস্বর।
সুশীতল সমীরণ বহে নিরন্তর ॥
ষড়ঋতু এককালে হ'ল উপনীত।
ডাহুক ডাহুকী ধ্বনি করে সুললিত ॥
চাতক চাতকী ডাকে জলের আশ্বাসে।
মন্দ মন্দ মেঘগণ গরজে আকাশে ॥
মাতিল দোঁহার মন অনঙ্গ আবেশে।
আবেশে আকুল চিত্ত মন্দ মন্দ হাসে ॥
এরূপে প্রভাতা ক্রমে হ'ল বিভাবরী।
পূর্ব্বমত বৃদ্ধরূপা হইলেক নারী ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে ভাবে শৃঙ্গবান।
কেমনে করিব আমি প্রতিশ্রুতি আন ॥
যদি কন্যা এবে মোরে করে অনুমতি।
একত্র নিবাস করি ইহার সংহতি ॥
কন্যারে জিজ্ঞাসে শৃঙ্গবান মুনিবর।
কি কর্ম্ম করিব প্রিয়ে কহ অতঃপর ॥
কন্যা বলে শুন প্রভু তপের গোঁসাই।
তোমার সহিত মম আর দায় নাই ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বিভা করিলে আমারে।
আমার কি শক্তি আছে রাখিতে তোমারে
আমার প্রতিজ্ঞা জান তোমার সাক্ষাতে।
হইবে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ রাখিব কিমতে ॥
তোমারে বিদায় করিলাম মহামতি।
তোমারে রাখিলে হবে কুযশ অখ্যাতি ॥
বিদায় হইয়া ঋষি যায় তপোবনে।
নারদ আগত শেষে কন্যার সদনে ॥
তুষ্ট হয়ে কহে তবে দেব তপোধন।
ইষ্টবর মাগ কন্যা যাহা লয় মন ॥
বৃদ্ধকন্যা বলে অবধান মুনিবর।
এই বর মাগি আমি তোমার গোচর ॥
বহুকাল তপ করিলাম এই স্থানে।
বৃদ্ধকন্যা-তপোবন বলে যেন জনে ॥
পুণ্যতীর্থ বলি এই থাকুক ঘোষণা।
ইথে আসি করিবেক স্নান যেই জনা ॥

অসংখ্য জন্মের পাপ খণ্ডে সেইক্ষণে।
আজ্ঞা কর এই বর চাহি তব স্থানে ।।
তথাস্তু বলিয়া মুনি হ'ল অন্তর্দ্ধান।
যোগবলে বৃদ্ধকন্যা ত্যজিলেক প্রাণ ।।
বিষ্ণুলোকে গেল বৃদ্ধকন্যা গুণবতী।
সেই তীর্থে উপনীত রেবতীর পতি ।।
স্নান দান করিলেন তথা বহুতর।
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন বিস্তর ।।
ভিক্ষুকেরে বহু দান করিয়া লাঙ্গলী।
তথা হতে যান রাম দধীচির স্থলী ।।
শুনিয়া জন্মেজয় বলে সেইক্ষণ।
দধীচি তীর্থের কথা কহ তপোধন ।।
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ।।
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাসের এ পয়ার রচন ।।

দধীচি-তীর্থের বিবরণ।

বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুরায়।
দধীচি তীর্থের কথা জানাই তোমায় ।।
ত্বষ্টা নামে মুনি এক বিরিঞ্চিনন্দন।
মহাতেজোময় ছিল তপে তপোধন ।।
অসুরের এক কন্যা বিবাহ করিল।
ত্রিশিরা নামেতে পুত্র তাহাতে জন্মিল ।।
তিন মুণ্ড হ'ল তার দেখিতে সুন্দর।
এক মুখে বেদ পাঠ করে নিরন্তর ।।
আর মুখে রাম নাম করে অহর্নিশি।
অন্য মুখে মদ্যপান করে মহা-ঋষি ।।
মুনিপুত্র যজ্ঞ করে যখন যেখানে।
লুকাইয়া যজ্ঞ-ভাগ দেয় দৈত্যগণে ।।
মাতামহকুলে তার বড়ই আদর।
জানিল দেবতাগণ সব অবান্তর ।।
ইন্দ্রেরে কহিল শুন দেবতার পতি।
দেখ ত্বষ্টা-মুনিপুত্র করিছে অনীতি ।।
লুকাইয়া যজ্ঞভাগ দেয় মাতামহে।
এতেক বচন ইন্দ্রে দেবগণ কহে ।।
শুনিয়া কুপিল ইন্দ্র অগ্নির সমান।
দেবগণবাক্যে শান্ত নহে মরুত্বান্ ।।
খড়্গ দিয়া ত্রিশিরার কাটিলেন মাথা।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হ'ল সকল দেবতা ।।
ত্বষ্টা মুনি পায় ক্রমে এই সমাচার।
শচীপতি প্রতি কোপ করিল অপার ।।
যজ্ঞ করে ত্বষ্টা মুনি ইন্দ্রে কোপ করি।
সঘনে অমরগণ কাঁপে থরহরি ।।
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে জন্মিল নন্দন।
বৃত্রাসুর নাম তার অতি অলক্ষণ ।।
পরম তেজস্বী হ'ল বৃত্র মহাশয়।
ত্রিভুবনে কোন জনে নাহি করে ভয় ।।
বিষ্ণুপরায়ণ হ'ল পরম বৈষ্ণব।
তার কর্ম্ম দেখি ভয়ে কাঁপয়ে বাসব ।।
মিলিল অনেক সেনা বৃত্রের সংহতি।
ইন্দ্রত্ব লইল খেদাড়িয়া সুরপতি ।।
সকল অমরগণে লণ্ডভণ্ড কৈল।
স্বর্গের দেবতাগণ ভয়েতে লুকাল ।।
পলাইয়া গেল সব ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে কহিল গিয়া সব বিবরণ ।।
বৃত্রাসুর কাড়ি নিল সব অধিকার।
আপনি ইহার প্রভু কর প্রতীকার ।।
প্রজাপতি বলে শুন ওহে দেবগণ।
দেবের অবধ্য ত্বষ্টা-মুনির নন্দন ।।
নারায়ণ-স্থানে সবে করহ গমন।
নিজ নিজ দুঃখকথা কর নিবেদন ।।
এত বলি দেবগণে লইয়া সংহতি।
নারায়ণ-পাশে যান দেব প্রজাপতি ।।
গোলোক ধামেতে যথা দেব নারায়ণ।
উপনীত হইলেন সহ দেবগণ ।।
প্রণাম করেন গিয়া অমরনিকর।
বসিতে আদেশ করিলেন বিশ্বম্ভর ।।
আদেশ পাইয়া সবে বৈসে সন্নিধানে।
কহেন চতুরানন বিনয়বচনে ।।
শুন প্রভু নারায়ণ আমার বচন।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন ।।

গদাপৰ্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন ।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন ॥

বিষ্ণুর নিকটে দেবগণের দুঃখ নিবেদন ।

ব্রহ্মা আদি সুরগণ, একান্ত একাগ্রমন,
স্তুতি করে হরির চরণে ।
শুন প্রভু নারায়ণ, যতেক দেবতাগণ,
নিবেদন করে একমনে ॥
শুনহ কৈটভশক্র, বাড়িল পরম শক্র,
বৃত্রাসুর নিল অধিকার ।
বসে ইন্দ্র-সিংহাসনে,খেদাড়িল দেবগণে,
অমরের নাহিক নিস্তার ॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল, ভয়ে ইন্দ্র পলাইল,
অমরের নিল রাজ্যখণ্ড ।
দেবতা ছাড়িল ধর্ম্ম, লইল অগ্নির কর্ম্ম,
বরুণে করিল লণ্ডভণ্ড ॥
পবনের অধিকার, লইলেক দুরাচার,
চন্দ্রার্কের কি কব দুর্গতি ।
বৃত্র করে পরাভব, ইদানী দেবতা সব,
মনুষ্য সমান ভ্রমে ক্ষিতি ॥
দারুণ দৈত্যের ভয়,প্রাণ নাহি স্থির হয়,
দেবতার নাহিক নিস্তার ।
তুমি ত্রিলোকের পতি,সকল দেবের গতি,
চিন্তহ ইহার প্রতীকার ॥
দুর্ব্বল দেবতা সবে,তুমি না রাখিলে তবে,
কে করিবে বিপদে উদ্ধার ।
কৃপা করি বিতরণ, শুন শ্রীমধুসূদন,
বধ তারে করিয়া প্রকার ॥
রজোগুণে দিয়া দৃষ্টি,আপনি করিলেসৃষ্টি,
সত্ত্বগুণে করহ পালন ।
সৃজন পালন নাশ, তব কর্ম্ম সুপ্রকাশ,
তমোগুণে কর সংহরণ ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব, করিল দেবতা সব,
শুনিয়া দুঃখিত ভগবান ।
সম্বোধিয়া দেবগণে, কহেন সরস মনে,
দেবগণ কর অবধান ॥
ভারত মঙ্গল কথা, শুনিলে খণ্ডয়ে ব্যথা,
সকলের কলুষ বিনাশ ।
গদাপৰ্ব্ব সুধাধার, ব্যাসের রচন সার,
পাঁচালী রচিল কাশীদাস ॥

দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ ।

গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা ।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ দূর কর ব্যথা ॥
আমার অবধ্য বৃত্র শুন দেবগণ ।
আমার পরম ভক্ত দৈত্যের রাজন ॥
দধীচি মুনির অস্থি আন সর্ব্বজন ।
তাহাতে করহ বজ্র-অস্ত্র সুগঠন ॥
সেই অস্ত্রে বৃত্রাসুর হইবে পতন ।
এই তার বধোপায় আছে নিরূপণ ॥
শুনি ইন্দ্র কহে তবে করি যোড় কর ।
দধীচি ছাড়িবে কেন নিজ কলেবর ॥
অনেক পুণ্যেতে হয় মনুষ্যের কায় ।
কেমনে ছাড়িবে কায় সেই মুনিরায় ॥
তাহাতে ব্রাহ্মণ-অঙ্গ শ্রেষ্ঠতম গণি ।
ব্রাহ্মণ শরীর হলে মুক্ত হয় প্রাণী ॥
চৌরাশী সহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়া ।
পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ-অঙ্গ লভয়ে আসিয়া ॥
কর্ম্মক্রমে পারে যদি সাবধান হতে ।
দুই জন্মে মুক্ত হয় কহে বেদমতে ॥
তপস্যাতে মহাতেজা দেবের সমান ।
আমার লাগিয়া কেন ছাড়িবেন প্রাণ ॥
ইহার বিধান প্রভু বলহ আমারে ।
নিধন করিব কিবা রূপে বৃত্রাসুরে ॥
গোবিন্দ কহেন শুন সকল দেবতা ।
দধীচির পূর্ব্বকার কহি এক কথা ॥
পরম দয়ালু মুনি উপকারে রত ।
পর উপকারে প্রাণ ত্যজে অতি দ্রুত ॥
অশ্বিনীকুমার স্বর্গবৈদ্য দুই জন ।
উপাসনা হেতু গেল দধীচি-সদন ॥
অনেক বিনয়ে স্তব কৈল মুনিবরে ।
সদয় হইয়া মুনি জিজ্ঞাসে দোঁহারে ॥

কি হেতু আসিলে দোঁহে আমার সদন।
কি কার্য্য সাধিব শীঘ্র কহ দুই জন ॥
প্রাণ দিলে যদি কিছু হিত কার্য্য হয়।
অবশ্য করিব তাহা কহিনু নিশ্চয় ॥
অশ্বিনীকুমার বলে শুন মুনিবর।
তোমার হইব শিষ্য দুই সহোদর ॥
শুনিয়া কহেন মুনি করিব অবশ্য।
উপদেশ দিয়া দোঁহে করি লব শিষ্য ॥
অঙ্গীকার করি আমি নাহিক সন্দেহ।
আজি দিন ভাল নহে যাহ নিজ গৃহ ॥
এই বাক্য শুনি দোঁহে প্রণাম করিয়া।
আপনার গৃহে গেল বিদায় হইয়া ॥
এ কথা শুনিয়া ইন্দ্র নারদের স্থানে।
তখনি গেলেন দধীচির সন্নিধানে ॥
ইন্দ্রেরে দেখিয়া মুনি করিল আদর।
পাদ্য অর্ঘ্য আসনেতে পূজিল বিস্তর ॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বসেন আসনে।
দধীচি জিজ্ঞাসে তাঁরে মধুর বচনে ॥
কিবা হেতু আগমন হ'ল সুরেশ্বর।
কি কার্য্য সাধিব আজ্ঞা করহ সত্বর ॥
পুরন্দর কহে শুন মুনি মহাশয়।
হেথায় আসিয়াছিল অশ্বিনীতনয় ॥
শুনিনু করাবে দোঁহাকারে উপাসনা।
এই হেতু আসিলাম করিবারে মানা ॥
কোন ছার দুই বেটা অশ্বিনীকুমার।
স্বর্গবৈদ্য হয়ে ইচ্ছা সমান আমার ॥
যদ্যপি নিতান্ত তারে কর তুমি শিষ্য।
তোমার মস্তক আমি কাটিব অবশ্য ॥
মুনিবর আখণ্ডলে নিষেধ করিল।
না করিব সেই কর্ম্ম নিশ্চয় কহিল ॥
শুনিয়া বিদায় হয়ে গেল সুরপতি।
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিবর প্রতি ॥
ইহার কারণ মুনি বলহ আমারে।
নিষেধ করিল ইন্দ্র কেন দধীচিরে ॥
কোন শাস্ত্রে বড় ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারে।
বিশেষ করিয়া মুনি কহিবে আমারে ॥

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেহেতু নিষেধ করে সহস্রলোচন ॥
ইন্দ্র-উপাসিতা যেই বিদ্যা সারাৎসার
মুনিরে মাগিল তাহা অশ্বিনীকুমার ॥
সেই বিদ্যাবলে ইন্দ্র স্বর্গ-অধিপতি।
গ্রহণ করিবে মম বিদ্যা মূঢ়মতি ॥
সে বিদ্যা গ্রহণে হবে সমান আমার।
মন্ত্রবলে নিতে পারে মম অধিকার ॥
নিষেধ করিল ইন্দ্র ভাবিয়া এতেক।
শুন রাজা পূর্ব্বকার বৃত্তান্ত যতেক ॥
শুনি জন্মেজয় কহে হয়ে হৃষ্টমন।
হরি পুনঃ কি কহেন কহ তপোধন ॥
বিদায় হইয়া যদি আখণ্ডল গেল।
দোঁহে মুনি সন্নিধানে প্রভাতে আসিল
মুনিবরে প্রণমিয়া দুই সহোদর।
নিকটে বসিল দোঁহে হরিষ অন্তর ॥
কথোপকথন বহু হ'ল মুনি সনে।
ইন্দ্রের সংবাদ মুনি কহে দুই জনে ॥
তোমা দোঁহে উপদেশ যদি দেই আমি
মস্তক ছেদিবে মম দেব সুরস্বামী ॥
মন্ত্র দিয়ে আমি কি হে হারাইব প্রাণ।
বুঝি দুই জনে যাহা করহ বিধান ॥
অশ্বিনীকুমার বলে শুন মহাশয়।
এই বাক্যে মুনিবর না করিহ ভয় ॥
অনেক ঔষধ মোরা জানি মুনিবর।
ক্ষণে জীয়াইতে পারি মৃত কলেবর ॥
অশ্বিনীকুমার স্বর্গবৈদ্য দুই ভাই।
যতেক ঔষধি কিছু অগোচর নাই ॥
প্রতিজ্ঞা করিল ইন্দ্র কাটিবে তোমায়।
নিবেদন শুন বলি ওহে মহাশয় ॥
কাটিয়া তোমার মুণ্ড রাখি গুপ্তস্থানে।
গুপ্ত মুণ্ড-কথা যেন ইন্দ্র নাহি শুনে ॥
অশ্বমুণ্ড তব স্কন্ধে করিয়া যোজন।
সেই মুণ্ডে মন্ত্র মোরা লব দুই জন ॥
মন্ত্র দিলে দেবরাজ কুপিত হইয়া।
তোমার অশ্বের মুণ্ড যাবেক কাটিয়া।

তোমার স্বকীয় মুণ্ড মোরা দুই জন।
পুনরপি তব স্কন্ধে করিব যোজন॥
শুনিয়া দধীচি মুনি করিল স্বীকার।
মুনিশির কাটিলেক অশ্বিনীকুমার॥
অশ্বমুণ্ড যোড়া দিল মুনিবর-স্কন্ধে।
পরাণ পাইল মুনি নাহি কোন সন্দে॥
অশ্বমুণ্ড পরিগ্রহ করি মুনিবরে।
উপাসনা করাইল অশ্বিনীকুমারে॥
বিদায় হইয়া দোঁহে গেল নিকেতন।
নারদ জানিয়া সব গেল বিবরণ॥
সকল সংবাদ কহিলেক পুরন্দরে।
খড়্গ হাতে করি ইন্দ্র ধায় ক্রোধভরে॥
যোগে যথা আছে বসি সে দধীচিমুনি।
তথা গিয়া উপনীত হ'ল বজ্রপাণি॥
দেখিল ধেয়ানে মুনি আছেন বসিয়া।
মুনির অশ্বের মুণ্ড ফেলিল কাটিয়া॥
অশ্বমুণ্ড লয়ে ইন্দ্র করিল গমন।
দধীচি মুনির স্কন্ধ আছয়ে তেমন॥
অশ্বিনীকুমার-চর ছিল সেইখানে।
দ্রুতগতি বার্ত্তা গিয়া দিল দুইজনে॥
অশ্বিনীকুমার তথা গেল শীঘ্রতর।
মুনিমুণ্ড যুড়িলেক স্কন্ধের উপর॥
ঔষধ পরশে মুনি পাইল পরাণ।
অশ্বিনীকুমারে বহু করিল ব্যাখ্যান॥
শুন সবে দধীচির এই অবান্তর।
পরকার্য্যে দিল মুনি নিজ কলেবর॥
পর উপকারে যদি যায় নিজ প্রাণ।
মোক্ষের ভাজন সেই ইথে নাহি আন॥
সকলে চলিয়া যাহ দধীচির স্থান।
দেবের কারণে মুনি ছাড়িবে পরাণ॥
এতেক কহেন যদি দেব নারায়ণ।
বিদায় হইল তবে যত দেবগণ॥
প্রণাম করিয়া সবে চলিল সত্বরে।
সঙ্গেতে করিয়া নিল অশ্বিনীকুমারে॥
উপনীত হ'ল যথা মুনি মহাশয়।
প্রণাম করিল গিয়া দেবতানিচয়॥

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল সবারে।
বসিল সকল দেব আসন উপরে॥
জিজ্ঞাসিল মুনি সবে গমন কারণ।
কহিতে লাগিল তবে সহস্রলোচন॥
অবধান কর মুনি তপের গোঁসাই।
আগমন হেতু তোমা কহিতে ডরাই॥
বৃত্রাসুর হ'ল এবে স্বর্গ-অধিকারী।
নারায়ণ-স্থানে সবে করিনু গোহারি॥
কহিলেন কৃষ্ণ বৃত্র-বধের কারণ।
সকল দেবতা যাহ দধীচি-সদন॥
দেব-উপকার হেতু মুনির কুমার।
দয়া করি ছাড়িবেন প্রাণ আপনার॥
তাঁর অস্থি লয়ে বজ্র রচ আখণ্ডল।
বজ্রাঘাতে মার বৃত্র দৈত্য মহাবল॥
শুন মুনি রক্ষা হয় নাহিক অন্যথা।
আপনার প্রাণ যদি ছাড়হ সর্ব্বথা॥
মুনি বলে হেন বাক্য নাহি শুনি কাণে।
পরের লাগিয়া কেহ ছাড়ে নিজ প্রাণে॥
অনেক পুণ্যেতে প্রাণী নরযোনি পায়।
কেমনে ছাড়িতে তাহা বল দেবরায়॥
অতীব দুর্লভ এই মনুষ্য জনম।
আর যত দেহ দেখ সকলি অধম॥
শূকর জনম হয়ে বিষ্ঠা মূত্র খায়।
শরীর ছাড়িতে সেহ মনে ব্যথা পায়॥
মারিতে উদ্যম যদি কেহ করে তায়।
শরীরে মমতা হেতু সঘনে পলায়॥
কাক গৃধ্র শিবা শ্বান খচর গর্দ্দভ।
পিপীলিকা সর্প ভেক দেখ যত সব॥
অধম যোনির মধ্যে যেই প্রাণ ধরে।
ইচ্ছাবশে কোন্ জন ছাড়ে কলেবরে॥
সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য প্রধান।
বহু পুণ্যে পাইয়াছি দেখ বিদ্যমান॥
বিশেষে ব্রাহ্মণদেহ হয়েছে আমার।
বহু পুণ্যে দ্বিজতনু পাইনু এবার॥
সকল প্রাণিতে জ্ঞান আছয়ে নিশ্চয়।
আহার মৈথুন নিদ্রা আর আছে ভয়॥

মনুষ্য সমান জ্ঞানী নাহি কোন জন।
এ দেহ অনেক কর্ম্ম ভজন ভাজন ॥
হেন দেহ ছাড়িবারে কহ দেবরাজ।
আমি যদি মরি তবে সিদ্ধ হবে কাজ ॥
না হইল তোমার কার্য্য মম কিবা দায়।
না বুঝি আদেশ কেন কর দেবরায় ॥
না ছাড়িব প্রাণ আমি শুনহ বিচার।
শুনিয়া সবার মনে লাগে চমৎকার ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ অধোমুখ হয়ে।
ক্ষিতি বিলিখন করে মৌনেতে বসিয়ে ॥
ভয়ে কারো মুখে নাহি বচন নিঃসরে।
সদয়-হৃদয় মুনি জানিল অন্তরে ॥
কহিতে লাগিল পুনঃ সদয় বচন।
ভয় ত্যজি মম বাক্য শুন দেবগণ ॥
আমি ম'লে রক্ষা পায় দেবের সমাজ।
এ ছার শরীরে মম তবে কিবা কাজ ॥
অবশ্য মরিব আমি দেবের কারণ।
মম অস্থি লয়ে ইন্দ্র সাধ প্রয়োজন ॥
যত যত কর্ম্ম করিলাম বহু পুণ্য।
আমার সার্থক জন্ম হ'ল ধন্য ধন্য ॥
আশ্বাস পাইয়া ইন্দ্র কহে যুড়ি কর।
কত কল্প অমর হইলে মুনিবর ॥
তোমার অস্থিতে হবে অস্ত্র বলবান।
এ তোমার মৃত্যু নহে জীবন সমান ॥
এতেক শুনিয়া মুনি করিল স্বীকার।
যোগাসনে বসি প্রাণ ত্যজে আপনার ॥
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হ'ল আনন্দিত।
পুষ্পবৃষ্টি মুনি'পরে করে অপ্রমিত ॥
নাচিতে লাগিল দেবগণ ঊর্দ্ধবাহু।
কার্য্য সিদ্ধি হেরি সবে হর্ষ করে বহু ॥
বাজায় দুন্দুভি ভেরী শঙ্খ সুবিশাল।
বীণা ডম্ফ ঘন ঘন ফুকারে কাহাল ॥
তেঘাই কাঁসর শানি বাজে মধুরিম।
মৃদঙ্গ পটহ ঢাক বাজয়ে ডিণ্ডিম ॥
মধুর সুনাদ বাঁশী বাজে শত শত।
উৎসব করয়ে আসি অপ্সরাদি যত ॥
মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা আর তিলোত্তমা।
জানপদী সহজন্যা রূপে অনুপমা ॥
নানা রঙ্গে বারাঙ্গনা যত নৃত্য করে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় হরিষ অন্তরে ॥
মহামহোৎসব হ'ল না পারি বর্ণিতে।
ডাক দিয়া দেবরাজ লাগিল কহিতে ॥
হরিষ বিধানে কহে দেব আখণ্ডল।
আজি হতে পুণ্যতীর্থ হ'ল এই স্থল ॥
দধীচির তীর্থ নাম করি নিরূপণ।
আমার ভারতী এই শুন দেবগণ ॥
অনন্ত জন্মের পাপ খণ্ডিবে ইহাতে।
স্নান দান করে যেই দধীচিতীর্থেতে ॥
তথাস্তু বলিয়া চলিলেন দেবগণ।
দধীচির অস্থি লয়ে সহস্রলোচন ॥
বিশ্বকর্ম্মা দেবে ডাকি কহে শীঘ্রগতি।
বজ্র নির্ম্মাইয়া মোরে দেহ মহামতি ॥
আজ্ঞা পেয়ে বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নিরমিল।
সকল অস্ত্রের তেজ তাহে সমর্পিল ॥
হইল অব্যর্থ অস্ত্র বিশ্বকর্ম্মা দেখি।
বাসবেরে সমর্পিল হইয়া কৌতুকী ॥
ব্রহ্মার নিকটে লয়ে গেলেন মঘবা।
প্রণাম করিল ইন্দ্র হয়ে নতগ্রীবা ॥
বজ্র দেখি হরষিত হয়ে পদ্মযোনি।
ব্রহ্মমন্ত্রে অভিষেক করেন তখনি ॥
জীবন্যাস দিয়া ইন্দ্রে বলেন বচন।
এই অস্ত্র লয়ে কর দানব মর্দ্দন ॥
বজ্র লভি দেবরাজ মহা আনন্দিত।
ব্রহ্মারে প্রণাম করি চলিল ত্বরিত ॥
দেবসৈন্য আদি সব করি সমাবেশ।
নিজরাজ্য প্রাপ্তি হেতু উদ্যোগী সুরেশ ॥
যুঝিতে চলিল বৃত্রাসুরের সংহতি।
ইন্দ্রের নিনাদ পাইলেক দৈত্যপতি ॥
নিজ সৈন্য সহ সাজি চলে দৈত্যবর।
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর ॥
রথী রথী মহাযুদ্ধ হ'ল বাণে বাণে।
পদাতি পদাতি যুদ্ধ হইল সঘনে ॥

ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুদ্ধ হয় মহামার।
বাণে বাণে নভোমার্গ হ'ল অন্ধকার ॥
অনল বায়ব্য বাণ দোঁহে এড়ে রণে।
দুই বাণ নষ্ট হয় দোঁহাকার বাণে ॥
মুখ মেলি দৈত্য ইন্দ্রে গিলিবারে যায়।
দেখিয়া বৃত্রের বল বাসব পলায় ॥
ইন্দ্র পলাইল দূরে লয়ে সব দেবে।
বিষ্ণুর শরণ লইলেন গিয়া সবে ॥
যুদ্ধ-সমাচার কহে দেব নারায়ণে।
বিষ্ণু বলিলেন ইন্দ্র শুন সাবধানে ॥
বিষ্ণুতেজ নাহি কিছু তোমার শরীরে।
এই মম তেজ ধর দিলাম তোমারে ॥
বিষ্ণুতেজ লভি তবে হ'ল বলবান।
পুনঃ যুদ্ধ করিবারে গেল মরুত্বান ॥
মহাযুদ্ধ সুরাসুরে হয় ঘোরতর।
পড়িল অনেক সেনা সংগ্রাম ভিতর ॥
যুদ্ধকালে বৃত্রাসুর ইন্দ্রে বলে বাণী।
আমারে করহ বধ দেব বজ্রপাণি ॥
ধর্ম্মপরায়ণ বৃত্র পরম বৈষ্ণব।
নানারূপে বৃত্রাসুর শক্রে করে স্তব ॥
সুরপতি বলে বৃত্র তুমি বলবান।
তোমারে ক্ষমিয়া আমি সম্বরিনু বাণ ॥
বৃত্র বলে কার্য্যসিদ্ধ নহিল আমার।
ইন্দ্র মোরে ক্ষমা কৈল করি পরিহার ॥
শুন মূর্খ রণে পড়ি যাব স্বর্গলোক।
এ কর্ম্ম না করি আমি বৃথা করি শোক ॥
এত বলি বৃত্রাসুর ইন্দ্রে দেয় গালি।
শুনরে পামর ইন্দ্র তোর প্রতি বলি ॥
হরিলি গুরুর দারা কৈলি মহাপাপ।
তোরে মারি গৌতমের খণ্ডাব সন্তাপ ॥
এতেক কুবাক্য বৃত্র বাসবেরে বলে।
শুনি সুরপতি কোপে অগ্নি হেন জ্বলে ॥
কুলিশ ধরিয়া ইন্দ্র বৃত্রাসুরে মারে।
চূর্ণ হ'ল বৃত্রাসুর বজ্রের প্রহারে ॥
অপর সকল দৈত্য পলাইল রণে।
ইন্দ্র পুনঃ রাজা হ'ল অমরভুবনে ॥
যার যেই কার্য্য সেই লভিল সত্বর।
সকল অমর হ'ল সুস্থির অন্তর ॥
শুনহ ভূপাল কুরুবংশচূড়ামণি।
কহিলাম দধীচির তীর্থের কাহিনী ॥
সেই তীর্থে বলরাম হয়ে উপনীত।
স্নান দান যজ্ঞ করিলেন নিয়মিত ॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ॥

শাণ্ডিল্য-আশ্রমে নারদ-বলরামের সংবাদ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
পুনঃ কোন্ তীর্থে চলিলেন হলধর ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
হইয়া একাগ্রমনা করহ শ্রবণ ॥
পৃথিবীর যত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া।
শাণ্ডিল্য আশ্রমে রাম উত্তরেন গিয়া ॥
শাণ্ডিল্য আশ্রম সেই যমুনার তীরে।
তথায় দেখেন রাম নারদ মুনিরে ॥
তথা স্নান দান করি মনের হরিষে।
ব্রাহ্মণ ভোজন আদি করান বিশেষে ॥
নারদ সহিত তথা হইল দর্শন।
বলদেবে মুনিবর কহেন বচন ॥
তীর্থযাত্রা হেতু তুমি গেলে দেশান্তর।
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ হ'ল ঘোরতর ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী দুর্য্যোধন-সেনা।
মরিল নৃপতি বহু কে করে গণনা ॥
সপ্ত অক্ষৌহিণীপতি রাজা যুধিষ্ঠির।
তাহার সহায় হ'ল মহা মহা বীর ॥
আপনি হলেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনসারথি।
সেই যুদ্ধে নষ্ট হয় সকল নৃপতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি পড়িল সমরে।
আরো তব ভাগিনেয় অভিমন্যু মরে ॥
দুর্য্যোধন একা মাত্র কৃপ অশ্বত্থামা।
অবশেষ এই মাত্র কহিলাম সীমা ॥
পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই কৃষ্ণা পঞ্চ সুত।
অবশেষ আর কিছু নাহিক প্রস্তুত ॥

হত সেনা দেখি পলাইল দুর্য্যোধন।
দ্বৈপায়নহ্রদে গিয়া পশিল রাজন॥
তথাপি কৃষ্ণের মনে না হইল দয়া।
হ্রদ হতে উঠাইল সেই স্থানে গিয়া॥
ভীম দুর্য্যোধনে হবে গদার সমর।
দেখিতে বাসনা যদি থাকে হলধর॥
দ্রুতগতি বলদেব যাহ সেই স্থানে।
বাঁচাইতে পার যদি রাজা দুর্য্যোধনে॥
চক্র করি চক্রী তারে করিবেন নাশ।
চক্রীর চক্রেতে পড়ি কার থাকে শ্বাস॥
শুনিয়া নারদবাক্য দেব বলরাম।
সেখানে গেলেন দ্রুত না করি বিশ্রাম॥
দ্বৈপায়নহ্রদে হইলেন উপনীত।
দেখিয়া গোবিন্দ উঠিলেন ত্বরান্বিত॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সম্ভ্রমে করিল সবে চরণ বন্দন॥
গোবিন্দেরে আলিঙ্গন দেন বলরাম।
কৃষ্ণ-বলরাম-শোভা দেখি অনুপম॥
প্রেম-অশ্রুজলে দোঁহে করিলেন স্নান।
প্রীতিবাক্যে জিজ্ঞাসেন সবার কল্যাণ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চ জনে করি আশীর্ব্বাদ।
শুভ জিজ্ঞাসেন রাম হরিষ বিষাদ॥
গোবিন্দে কহেন রাম শুন জগন্নাথ।
পৃথিবীর রাজগণে করিলে নিপাত॥
যতেক নৃপতিগণ হইল সংহার।
ক্ষিতি ভার বিনাশিতে তব অবতার॥
উত্তম করিলে ভাই ইথে নাহি দোষ।
এই কর্ম্মে সবাকার হইল সন্তোষ॥
রামের বচন শুনি কৃষ্ণ মহাশয়।
নিবেদিতে সব-কথা করে অভিপ্রায়॥
হেনকালে দুর্য্যোধন কান্দিতে কান্দিতে।
প্রণাম করিল রামে ব্যাকুল-মনেতে॥
দুর্য্যোধনে কোলে নিয়া বহে নেত্রজল।
বলরাম জিজ্ঞাসেন তাহারে কুশল॥
কহিল সকল দুর্য্যোধন নৃপমণি।
শুনিয়া ভর্ৎসেন কৃষ্ণে দেব হলপাণি॥

তুমি বিদ্যমানে হেন কভু না যুয়ায়।
সামঞ্জস্য কেন নাহি করিলে দোঁহায়॥
জগন্নাথ কহে রামে করি যোড়হাত।
নিবেদন করি শুন রেবতীর নাথ॥
শিশুকালে পাণ্ডবে যে কৈল দুরাচার।
সকল আছয়ে দেব গোচর তোমার॥
ত্রয়োদশ বর্ষ নাহি ছিলে তুমি দেশে।
যতেক করিল দুষ্ট শুনহ বিশেষে॥
কপটে খেলিয়া পাশা নিল রাজ্যধন।
কপট পাশাতে কৈল দ্রৌপদীরে পণ॥
শকুনির বশে ছিল সেই পাশা সারি।
যুধিষ্ঠির রাজা হারিলেন নিজ নারী॥
দুঃশাসন দ্রৌপদীরে আনে সভামাঝ।
তাহারে আদেশ কৈল দুর্য্যোধন রাজ॥
দ্রৌপদী হইল দাসী নাহিক বিচার।
শীঘ্রগতি আন যত বস্ত্র অলঙ্কার॥
সভামাঝে দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়ি লয়।
কুলবধূ প্রতি হেন যুক্তি কভু নয়॥
তবে অন্ধ বর দিয়া কৈল পরিত্রাণ।
পুনঃ পাশা খেলিবার করিল বিধান॥
হারিলে দ্বাদশ বর্ষ সেহ যাবে বন।
অজ্ঞাত বৎসর এক কৈল নিরূপণ॥
আজ্ঞাকারী পাশা যেই ছিল শকুনির।
সেই পণে হারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
দ্বাদশ বৎসর বনে ভ্রমিয়া পাণ্ডব।
যত দুঃখ লভে বনে কি কহিব সব॥
অজ্ঞাত বৎসর বঞ্চিলেন মৎস্যদেশে।
অজ্ঞাতে উদ্ধার হ'ল উপায় বিশেষে॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেন স্বীয় রাজ্যভার।
কদাচিৎ রাজ্য নাহি দিল দুরাচার॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেন গ্রাম পঞ্চখানি।
দুর্য্যোধন নাহি দিল হেন অভিমানী॥
দূত হয়ে আসিলাম যথা দুর্য্যোধন।
আমারে রাখিতে চাহে করিয়া বন্ধন॥
কটুবাক্য মোরে কত কহে দুর্য্যোধন।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥

বে সে হইল নাথ যুদ্ধ সমাবেশ।
দ্ধে রাজগণ সব হ'ল অবশেষ॥
ম অপরাধ এতে কি হ'ল গোঁসাই।
র্য্যোধন তুল্য দুষ্ট পৃথিবীতে নাই॥
মারে দিতেছ দোষ না জানি কারণ।
কল করিল নষ্ট দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
হারে করহ শান্ত রেবতীরমণ।
প্রিয় শিষ্য হয় রাজা দুর্য্যোধন॥
নো পাণ্ডব চাহে পঞ্চমাত্র গ্রাম।
মঞ্জস্য করি তুমি দেহ তাহা রাম॥
আজ্ঞা যুধিষ্ঠির না করে লঙ্ঘন।
হারে কহিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারণ॥
সকল গিয়াছে একা আছে দুর্য্যোধন।
তবু পঞ্চগ্রাম মাগে ধর্ম্মের নন্দন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য রোহিণীনন্দন।
দুর্য্যোধনে সম্বোধিয়া বলেন বচন॥
শুন ভাই দুর্য্যোধন মম হিত কথা।
যুদ্ধ পরিহার তুমি করহ সর্ব্বথা॥
সর্ব্ব সৃষ্টি নাশ হ'ল আর নাহি কেহ।
যুদ্ধে কিছু কার্য্য নাহি চিত্তে ক্ষমা দেহ॥
হৃদ্যতা করাই তোমা পাণ্ডব সহিতে।
অর্দ্ধ রাজ্য দেহ তুমি পাণ্ডবে সম্প্রীতে॥
এতেক কহিল যদি দেব হলধর।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন করিল উত্তর॥
মোরে আর হিত বাণী না বল গোঁসাই।
পাণ্ডবের সহ আর মম প্রীতি নাই॥
যত দুঃখ দিনু আমি পাণ্ডুপুত্রগণে।
ভগ্নস্নেহে প্রীতি পুনঃ হইবে কেমনে॥
সব দুঃখ পাণ্ডবেরা পারে পাশরিতে।
অভিমন্যু-শোক নাহি ভুলিবেক চিতে॥
একত্র হইয়া সপ্তরথী আসি রণে।
মারিনু অন্যায় যুদ্ধে সুভদ্রানন্দনে॥
এবে মম রাজ্য চিন্তা কিছু নাহি মনে।
সৌহৃদ্য করিতে দেব বল অকারণে॥
পূর্ব্বে পণ করিয়াছি সভার ভিতরে।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব পাণ্ডবেরে॥
সূচিকাগ্রে যতখানি উঠিবেক ভূমি।
বিনা যুদ্ধে ততখানি নাহি দিব আমি॥
সমরে আমারে ভীম করিবে সংহার।
যুধিষ্ঠির পাইবেন সর্ব্বরাজ্যভার॥
সসাগরা ধরা শাসিলাম বাহুবলে।
সকল নৃপতি ছিল মম করতলে॥
সবার ঈশ্বর হয়ে ভুঞ্জিলাম ক্ষিতি।
যুদ্ধে মরি স্বর্গে গিয়া করিব বসতি॥
রাজত্ব আমারে আর শোভা নাহি পায়।
যুদ্ধে মম প্রাণ পণ করেছি নিশ্চয়॥
এত যদি দুর্য্যোধন কহিল ভারতী।
তাহারে কহেন তবে রেবতীর পতি॥
যাহা ইচ্ছা মনে হয় তাহা কর তুমি।
যুদ্ধ কর দোঁহে দ্বারাবতী যাই আমি॥
গোবিন্দ বলেন দেব ওহে হলপাণি।
পাণ্ডবের অপরাধ শুনিলে এখনি॥
এইক্ষণে দ্বারকায় যেতে যুক্তি নয়।
দোঁহাকার গদাযুদ্ধ দেখ মহাশয়॥
বলরাম কহে শুন ওহে দামোদর।
দেখিতে হইল তবে গদার সমর॥
যুধিষ্ঠিরে চাহি তবে বলে বলরাম।
এ ভূমিতে না করাহ দোঁহার সংগ্রাম॥
সমন্তপঞ্চক নাম কুরুক্ষেত্রে জানি।
মহামুনিগণ-মুখে শুনি সে কাহিনী॥
সেইখানে হয় যার সমরে বিনাশ।
চিরকাল হয় তার স্বর্গেতে নিবাস॥
হ্রদতীর নহে শুন সংগ্রামের স্থান।
এরূপ ধর্ম্মেরে কহে রাম ভগবান॥
সাধুবাদ করি তবে সবে হলধরে।
তখনি গেলেন কুরুক্ষেত্র তীর্থবরে॥
সমর আরম্ভ হ'ল ভীম দুর্য্যোধনে।
বসিল সকল লোক যথাযোগ্য স্থানে॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥

কুরুক্ষেত্রের বিবরণ।

জিজ্ঞাসে বৈশম্পায়নে শ্রীজনমেজয়।
কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্যাদি বল মহাশয়॥
পুণ্যক্ষেত্র কি প্রকারে হ'ল সেই স্থান।
আমারে বলহ মুনি করিয়া ব্যাখ্যান॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
তোমারে জানাই কুরুক্ষেত্র-বিবরণ॥
তব পূর্ব্ব পুরুষ আছিল কুরু রাজা।
পালিত পুত্রের সম যত সব প্রজা॥
প্রতাপে আছিল রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
সসাগরা পৃথিবীর হইল ঈশ্বর॥
দানেতে সমান কেহ না ছিল রাজার।
ব্রাহ্মণ অদৈন্য হ'ল দানেতে যাঁহার॥
বিপক্ষ-দলন মহারাজ চক্রবর্ত্তী।
পৃথিবী পূরিল যাঁর যশ আর কীর্ত্তি॥
ধনুকে অভ্যাস ভৃগুরামের সমান।
পরম যোগীন্দ্র শুকদেব সম জ্ঞান॥
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করি স্নান পূজা।
বৃহৎ লাঙ্গল এক স্কন্ধে লয়ে রাজা॥
নীল দুই বৃষ নিজ যুড়িয়া লাঙ্গলে।
প্রহর পর্য্যন্ত চষে মহাকুতূহলে॥
প্রহর পর্য্যন্ত বৃষ যত দূর যায়।
সেইক্ষণে চাষে ক্ষমা দেন কুরুরায়॥
তার পরে রাজকার্য্য করে নৃপবর।
দরিদ্র দুঃখীরে দান করে নিরন্তর॥
প্রতিদিন এইমতে চষেন ভূপতি।
সহস্র বৎসরাবধি চষে সেই ক্ষিতি॥
এক দিন চষে রাজা আপনার মনে।
ছদ্মবেশে সহস্রাক্ষ গেলেন সেখানে॥
রাজারে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র চাতুরী করিয়া।
এই ক্ষেত্র নৃপবর চষ কি লাগিয়া॥
রাজা হয়ে কর কেন কৃষকের কর্ম্ম।
ইহার কি মর্ম্ম রাজা ইথে কোন ধর্ম্ম॥
রাজা বলে স্বর্গমধ্যে ইন্দ্রের শাসন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করে ভূমে যত রাজগণ॥
যজ্ঞ-অগ্রভাগ আগে পান সুরপতি।
তাঁর অংশে যত রাজা বসে বসুমতী॥
পুরন্দর তুষ্ট হলে সর্ব্ব ধর্ম্ম হয়।
চারি বেদে এই কথা বিদিত নিশ্চয়॥
স্বর্গেতে অধিপ হ'ল কশ্যপের সুত।
তাঁর অংশে রাজগণ ভূমি-পুরুহূত॥
যত কর্ম্ম করিবেক ক্ষিতির রাজন।
তার ধর্ম্মাধর্ম্মভোগী সহস্রলোচন॥
আমি যজ্ঞ করিব যে এই ক্ষেত্রমাঝে।
অগ্রভাগে সন্তোষিব দেব দেবরাজে॥
রাজার এতেক শুনি ধার্ম্মিক বচন।
তুষ্ট হয়ে কহিলেন সহস্রলোচন॥
আমি ইন্দ্র শুন রাজা কহি পরিচয়।
বর মাগি লহ রাজা যেবা মনে লয়॥
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা গলে বস্ত্র দিয়া।
ইন্দ্রের চরণযুগে পড়িল লুটিয়া॥
কহে ছদ্মরূপধারী তুমি সুরপতি।
চর্ম্মচক্ষে চিনিতে না পারি মূঢ়মতি॥
কত দোষ করিলাম তোমার চরণে।
অপরাধ ক্ষমা কর জ্ঞানহীন জনে॥
ইন্দ্র বলে রাজা তব নাহি কিছু পাপ।
কাকুবাদ করি কেন বাড়াহ সন্তাপ॥
বর মাগ রাজা তব যেবা লয় মন।
মনোনীত বর দিব শুনহ রাজন॥
রাজা বলে সুরপতি কর অবধান।
মোরে বর দিয়া প্রভু কর সমাধান॥
সহস্রবৎসর আমি চাষ দিনু ভূমে।
কুরুক্ষেত্র বলি নাম হউক ভুবনে॥
এ ক্ষেত্রের ধূলি উড়ি লাগে যার গায়।
অসংখ্য জন্মের পাপ সে জন এড়ায়॥
অনিচ্ছায় ইচ্ছায় বা মরিলে এ স্থানে।
নির্ব্বাণ মুকতি যেন পায় সেইক্ষণে॥
পৃথিবীতে যত যত রহে তীর্থগণ।
তীর্থ-চূড়ামণি নামে ইহার গণন॥
এই বর দেহ মোরে দেব দৈত্যভেদী।
এই তীর্থ রহিবেক চন্দ্র-সূর্য্যাবধি॥

তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র হ'ল অন্তর্দ্ধান ।
কুরুরাজ নিজ গৃহে করিল পয়াণ ।।
এই হেতু কুরুক্ষেত্র শুন নৃপমণি ।
তোমারে জানানু কুরুক্ষেত্রের কাহিনী ।।
শ্রীজনমেজয় বলে কহ তপোধন ।
তার পর কি করিল ভীম দুর্য্যোধন ।।
মুনি বলে শুন তবে অপূর্ব্ব কথন ।
দুই জনে যুদ্ধ হয় শুনহ রাজন ।।
হেথায় সঞ্জয় কহে অন্ধ নৃপতিরে ।
দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে পড়িল সমরে ।।
শুনি হাহাকার করি করয়ে ক্রন্দন ।
মহাশোকাকুল রাজা হয় অচেতন ।।
সঞ্জয় বলেন রাজা কেন কান্দ আর ।
সর্ব্বনাশ হ'ল রাজা কপটে তোমার ।।
কহ রাজা কি হইবে এখন কান্দিলে ।
কিংজিতং কিংজিতং বলি তুমি জিজ্ঞাসিলে
পাণ্ডবেরে যত তুমি কৈলে ভিন্ন ভাব ।
সে সব কর্ম্মেতে এবে হ'ল এই লাভ ।।
ধৃতরাষ্ট্র বলে শুন সূতের নন্দন ।
কিমতে করিল যুদ্ধ ভীম দুর্য্যোধন ।।
সঞ্জয় বলেন রাজা শুন মন দিয়া ।
ভীম-দুর্য্যোধন-যুদ্ধ কহি বিস্তারিয়া ।।
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ।।
ব্যাসের বচন শিরে করিয়া ধারণ ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুজন ।।

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ।

ভীম দুর্য্যোধন, করে মহারণ,
দেখে সবে কুতূহল ।
দেখিতে সমর, লইয়া অমর,
আসিলেন আখণ্ডল ।।
চড়িয়া বাহন, করে আগমন,
তেত্রিশ কোটি অমর ।
যার যেই বেশ, করিয়া বিশেষ,
বসিল যুড়ি অম্বর ।।
অপ্সরী অপ্সর, কিন্নরী কিন্নর,
গন্ধর্ব্ব পিশাচ রক্ষ ।
প্রেত ভূতগণ, না যায় গণন,
আসিলেক লক্ষ লক্ষ ।।
হংসে পদ্মাসন, বৃষে পঞ্চানন,
পার্ব্বতী কেশরী-যানে ।
দেব জলেশ্বর, আসিল সত্বর,
চড়িয়া নিজ বাহনে ।।
হরিণে পবন, নরে বৈশ্রবণ,
মূষিকে বিঘ্ননাশন ।
হইয়া কৌতুকী, চাপি মত্তশিখী,
আসিলেন ষড়ানন ।।
শমন মহিষে, পরম হরিষে,
আসিল দেখিতে রণ ।
অষ্টলোকপাল, সজ্জা করি ভাল,
করিলেন আগমন ।।
দিবা-নিশা-পতি, রমণী সংহতি,
আসে রথ অরোহণে ।
যত সিদ্ধগণ, না যায় গণন,
আসিল যুদ্ধসদনে ।।
দেব ঋষি আদি, নাহিক অবধি,
নারদাদি মুনি আর ।
ঊর্দ্ধরেতা যত, হয়ে উল্লাসিত,
করিলেন আগুসার ।।
সবে স্থানে স্থানে, বসিলেন যানে,
দেখেন সমররঙ্গ ।
ভীম দুর্য্যোধন, দোঁহে করে রণ,
উঠিল রণতরঙ্গ ।।
দুই মহাবলী, গদা স্কন্ধে তুলি,
ফিরায় মণ্ডলী করি ।
সঘনে গর্জ্জন, করে দুই জন,
যেমন দুই কেশরী ।।
যেন দুই হাতী, ধায় দ্রুতগতি,
পদভরে কাঁপে ক্ষিতি ।
দুই বৃষে যেন, করয়ে গর্জ্জন,
কম্পিত শেষাহিপতি ।।

ভীম বামাবর্ত্তে, ফিরে মহাসত্ত্বে,
দক্ষিণে কৌরবপতি।
পর্ব্বত সমান, দোঁহে বলবান,
ফিরিছে পবনগতি॥
বাক্যযুদ্ধ আগে, করে দোঁহে রাগে,
কেহ কার নহে ঊন।
ভীম মহাযোদ্ধা, ফিরাইছে গদা,
দুর্য্যোধন পুনঃপুনঃ॥
শন্ শন্ ডাকে, গদা ঘনপাকে,
দুজনে ভ্রময়ে কোপে।
দোঁহা-পদভরে, থর থর করে,
সঘনে অবনী কাঁপে॥
পূরিয়া সন্ধান, কৌরব প্রধান,
ভীমেরে মারিল গদা।
পুষ্পমালা প্রায়, বৃকোদর তায়,
নাহি কিছু পায় ব্যথা॥
দুই গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
ঠন্‌ঠনি শব্দ শুনি।
দুর্য্যোধন-অঙ্গে, ভীম মহারঙ্গে,
করে গদার ঘাতনি॥
মহা গদাঘাত, খেয়ে কুরুনাথ,
পড়িল ধরণীতলে।
পড়ি ক্ষণমাত্র, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র,
সেইক্ষণে উঠে বলে॥
পুনঃ দুই বীরে, গদা লয়ে করে,
মণ্ডলী করিয়া ফিরে।
গদার প্রহার, করে মহামার,
দুজনে মারে দোঁহারে॥
রাজা দুর্য্যোধন, হয়ে ক্রুদ্ধমন,
গদা প্রহারিল ভীমে।
বীর বৃকোদর, কাঁপি থর থর,
সঘনে পড়িল ভূমে॥
হয়ে অচেতন, পবননন্দন,
ভূতলে পড়িল ঠায়।
দেখি নারায়ণে, বিনয় বচনে,
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায়॥

কহ দামোদর, কৌরব-ঈশ্বর,
ভীমে গদা প্রহারিল।
ভীম মহাবল, হইয়া বিকল,
যুদ্ধে অচেতন হ'ল॥
মহাবলবন্ত, কৌরব দুরন্ত,
ভীম হতে বলবান্।
প্রলয় সংগ্রাম, করে অবিরাম,
কহ হেতু ভগবান্॥
কহে জনার্দ্দন, করহ শ্রবণ,
দুর্য্যোধন রণে কৃতী।
জানাই সাক্ষাতে, ভীমসেন হতে,
বলাধিক কুরুপতি॥
শুনি যুধিষ্ঠির, হইয়া অস্থির,
জিজ্ঞাসেন হরিস্থানে।
দুর্য্যোধন কৃতী, বলিলে শ্রীপতি,
বুঝি জয় নাহি রণে॥
কহেন শ্রীকান্ত, রাজা হও শান্ত,
ভয় না করিহ মনে।
উপায় ইহার, আছে সারোদ্ধার,
দেখাব দেখ নয়নে॥
গোবিন্দ-বচনে, স্থির হয়ে মনে,
রহিলেন ধর্ম্মসুত।
পবননন্দন, পাইয়া চেতন,
উঠিলেন অতিদ্রুত॥
পুনঃ গদা তুলি, করিয়া মণ্ডলী,
ভ্রমে ভীম দুর্য্যোধন।
নিজ উরুতলে, করাঘাতছলে,
মারিলেন নারায়ণ॥
পবননন্দন, ছিল বিস্মরণ,
আপন প্রতিজ্ঞা-কথা।
কৃষ্ণের সঙ্কেতে, স্মৃতি হ'ল চিতে,
হইলেন সব-জ্ঞাতা॥
বলরাম কাছে, যুদ্ধস্থলে আছে,
নাহিক অন্যায় রণ।
নাভির নীচেতে, গদা প্রহারিতে,
শাস্ত্রে নাহি কদাচন॥

এই ভয় মনে, পবননন্দনে,
অন্যায় করিতে নারে।
হলধর ভয়, ভাবিল হৃদয়,
রাম যদি ক্রোধ করে ॥
সাত পাঁচ মনে, ভাবে ক্ষণে ক্ষণে,
যে করুন হলধর।
প্রতিজ্ঞা পালন, করিব আপন,
প্রহারিব ঊরুপর ॥
এইরূপে দোঁহে, গদা লয়ে তাহে,
মণ্ডলী করিয়া ভ্রমে।
দুর্য্যোধন গদা, মারিতে সর্ব্বদা,
উদ্যম করিল ভীমে ॥
ঊরুর উপর, বীর বৃকোদর,
মারিতে না করে মন।
মস্তক উপর, মারিতে সত্বর,
ভাবিলেক দুর্য্যোধন ॥
এক লাফ দিয়া, শূন্যেতে উঠিয়া,
বারিব ভীমের গদা।
এই অনুমানি, কুরু নৃপমণি,
লাফ দিয়া উঠে তথা ॥
দৈবের কারণ, না যায় খণ্ডন,
দুর্য্যোধন লাফ দিতে।
ভীম-গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
বাজে তাহার ঊরুতে ॥
লোক দেখে রঙ্গে, দুই ঊরু ভঙ্গে,
ভূমে পড়ে দুর্য্যোধন।
দেখি দেবগণ, চমৎকৃত মন,
ভীম করে আস্ফালন ॥
ব্যাসের-বচন, ভাবি অনুক্ষণ,
পাঁচালী কৈল রচন।
গদাপর্ব্ব বাণী, অপূর্ব্ব কাহিনী,
কাশীদাসের কথন ॥

দুর্য্যোধনের মস্তকে ভীমের পদাঘাত ও
যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

ইন্দ্র যথা গিরিভেদ করে বজ্রাঘাতে।
ঊরু ভঙ্গে কুরুবীর পড়িল তেমতে ॥
কুরুপতি ঊরুযুগ দেখিয়া নয়নে।
কামের অধীন হয়ে ভজে নারীগণে ॥
হেন ঊরু ভঙ্গ হলে পড়ে কুরুপতি।
দুর দুর শব্দে কাঁপে ঘন বসুমতী ॥
অন্যায় সমরে পড়ে যদি কুরুসুত।
উৎপাত হইল তবে দেখিতে অদ্ভুত ॥
বিপরীত বাত বহে নির্ঘাত সদৃশ।
শিবাগণ কান্দে রক্তবৃষ্টি অসদৃশ ॥
দুর্য্যোধনে চাহি ভীম বলিল বচন।
শুন ওহে কুরুপতি মূঢ় দুর্য্যোধন ॥
যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর কৈলে অপমান।
তার ফল ভুঞ্জ এবে শুন রে অজ্ঞান ॥
এত বলি তার মাথে মারিলেক লাথি।
ঊরুভঙ্গে মানভঙ্গে স্তব্ধ কুরুপতি ॥
রাজার মুকুট-মণি ভাঙ্গিল চরণে।
পাষাণ-হৃদয় ভীম দয়া নাহি মনে ॥
হেঁট মাথা করি আছে কুরু মহামতি।
ভীম বামপদে মারিলেক শিরে লাথি ॥
কৃপার সাগর যুধিষ্ঠির সাধু জন।
অশেষ বিলাপ করি ভীমসেনে কন ॥
আরে ভীম কি করিলি কর্ম্ম বিগর্হিত।
এত অপমান করা অতি অনুচিত ॥
সমস্ত পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধন।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র রাজার নন্দন ॥
চরণ-আঘাত কৈলি তারে কুলাধম।
মারিলি কুরুর রাজে করি অনিয়ম ॥
সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তী।
তাহার এমন কেন করিলি দুর্গতি ॥
সুগন্ধ-চন্দন-মৃগমদ-সুবাসিত।
পদ্মমালা শোভে শিরে কাঞ্চন রচিত ॥
ভাস্কর মুকুট মণি দিনকর প্রায়।
দুর্য্যোধন-শিরোমণি ভূমিতে লোটায় ॥
অরে দুষ্ট ভীমসেন বড় দুরাচার।
কেমনে করিলে বামপদের প্রহার ॥
কৃপাবন্ত যুধিষ্ঠির করয়ে ক্রন্দন।
দেখিয়া বিস্মিত হ'ল যত সভাজন ॥

আপনি মরিলে ভাই বান্ধবে মারিলে।
নিজ কর্ম্ম দোষে ভাই সাম্রাজ্য হারালে॥
সসাগরা পৃথিবীর ছিলে অধিকারী।
ভূমিতলে পড়িয়াছ রথ পরিহরি॥
ইন্দ্রের সমান তব প্রচণ্ড প্রতাপ।
সিংহাসন ছাড়ি ভূমে এই বড় তাপ॥
মহারাজগণ নাহি পায় দরশন।
রাজ্যেশ্বর হয়ে এবে ভূমিতে শয়ন॥
সহস্রেক বিদ্যাধরী তব সেবা করে।
মোহন পুরুষ তুমি সংসার ভিতরে॥
এখন লোটাহ তুমি পড়ি ভূমিতলে।
পৃথিবী শাসিলে ভাই নিজ বাহুবলে॥
মাগিলাম পঞ্চগ্রাম কৃষ্ণে পাঠাইয়া।
পাপিষ্ঠ শকুনিবাক্যে না দিলে ছাড়িয়া॥
ভাই হয়ে হলে তুমি চণ্ডাল সমান।
এতেক করিয়া ভাই কি সাধিলে কাম॥
রাজার ক্রন্দন শুনি সকল সমাজ।
পঞ্চালক সোম আর যত মহারাজ॥
কান্দয়ে সকল লোক যুধিষ্ঠির সনে।
ভূমে গড়াগড়ি যায় রাজা দুর্য্যোধনে॥
কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির শোকে মনোদুঃখে।
জানুপরে শির দিয়া কান্দে অধোমুখে॥
ভ্রাতৃবধ-তাপে ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়।
ভাই ভাই বলি রাজা কান্দে উভরায়॥
খাটপাট সিংহাসন সকল ত্যজিয়া।
ভূমিতে লোটাহ ভাই জ্ঞান হারাইয়া॥
কুবুদ্ধি লাগিল ভাই না শুনিলে বোল।
গুরুবাক্য না শুনিয়া যমে দিলে কোল॥
রাজার লক্ষণ ভাই আছিল তোমাতে।
তোমা হেন সত্যবন্ত নাহি পৃথিবীতে॥
সমর-সাগর ঘোর দেখি লাগে ভয়।
একাকী করিলে রণ তুমি মহাশয়॥
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে।
পুত্রশোক ধৃতরাষ্ট্র সহিবে কেমনে॥
কি বলিয়া প্রবোধিব গান্ধারী জননী।
কি বলিয়া আশ্বাসিব যতেক রমণী॥
এতেক বিলাপ করে ধর্ম্ম নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধেন আপনি শ্রীপতি॥
ক্রন্দন করহ কেন ওহে গুণনিধি।
এই দুর্য্যোধন রাজা দুষ্টতা-জলধি॥
সে কালে এ দুষ্ট কারো না ধরিল বোল।
এখন সে মহাপাপে মৃত্যু দিল কোল॥
একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রুপদকুমারী।
সভামধ্যে আনে তারে উপহাস করি॥
জতুগৃহে পোড়াইল তোমা পঞ্চজনে।
ভীমে বিষ দিল দুষ্ট নিধন কারণে॥
মারিল কত যে বন্ধু-মিত্র কুরুরায়।
ইহার চরিত্র-কথা বলা নাহি যায়॥
অনেক পাপেতে রিপু গেল রসাতল।
হেন ছারে বল ধর্ম্ম ভাই মহাবল॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্য্যোধনের কোপ।

এতেক বলেন যদি দেব নারায়ণ।
শুনি দুর্য্যোধন হ'ল অতি ক্রুদ্ধমন॥
বাহুযুগ পৃথিবীতে ভাঁতি দিল ভর।
হাঁটু আরোপিয়া বসি বলে নৃপবর॥
কহিতে লাগিল চাহি কৃষ্ণের বদন।
বুঝিনু আপনি যন্ত্রী তুমি নারায়ণ॥
কহিলে অর্জ্জুনে তুমি উপদেশবাণী।
ভীমে জানাইল পার্থ চক্ষুকোণ হানি॥
তোমার বচনে দুরাচার পাণ্ডুসুত।
অন্যায় সমরে বীর মারিল বহুত॥
কর্ণ ভূরিশ্রবা সোমদত্ত গুরু দ্রোণ।
মারিলে অন্যায় যুদ্ধে তুমি নারায়ণ॥
তোমার চরিত্র আমি ভালমতে জানি।
পাণ্ডবের পক্ষ তুমি চিন্ত মম হানি॥
ধিক্ থাকুক তোমার জীবন অকারণ।
যেন আমি তেন তব পাণ্ডুর নন্দন॥
তুমি সে মারিলে মোর সকল সমাজ।
আমারে মারিয়া তুমি সাধিলে কি কাজ॥
এত শুনি রোষবশে কহে দামোদর।
শুন দুষ্ট দুরাশয় গান্ধারী-কোঙর॥

আপনি মরিলে তুমি অধর্ম্মের ফলে।
দ্রৌপদী সতীরে চাহ করিবারে কোলে ।।
মরিল তোমার পাপে যত রাজগণ।
ভূরিশ্রবা দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ মহাজন ।।
করিলে অধর্ম্ম যত তাহা পড়ে মনে।
সপ্তরথী মিলি মার সুভদ্রানন্দনে ।।
আপনি তোমার কাছে গেলাম যখন।
যুধিষ্ঠির লাগি পঞ্চ গ্রামের কারণ ।।
অঙ্গুলি প্রমাণ নাহি দিলে বসুমতী।
এখন বান্ধব হ'ল ধর্ম্ম নরপতি ।।
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে দুর্য্যোধন।
না জানি মাধব তোর বীরত্ব কেমন ।।
জানিনু পুরাণ বেদ শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম।
জগতে করিল কেবা মম সম কর্ম্ম ।।
করিলাম নানা যজ্ঞ আর বহু দান।
সসাগরা ধরা শাসিলাম বিদ্যমান ।।
ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রধর্ম্ম করিনু পালন।
এবে চলিলাম সঙ্গে লয়ে রাজগণ ।।
লইয়া বিধবা ক্ষিতি পাল যুধিষ্ঠির।
স্বর্গেতে লইয়া যাই যত সব বীর ।।
মম বাহু খ্যাত সর্ব্বলোকে করে পূজা।
এত বলি মৌনভাব ধরে কুরুরাজা ।।
শুনি কিছু না বলেন কেশব প্রভৃতি।
লজ্জিত হলেন বড় ধর্ম্ম নরপতি ।।
দুর্য্যোধন নৃপতির শুনিয়া উত্তর।
মহাকোপে বলিলেন দেব হলধর ।।
অন্যায় সমর আজি করি আকর্ষণ।
দুর্য্যোধন মহারাজে করিলে নিধন ।।
এত বলি ক্রোধে কম্পে রাম মতিমান।
লাঙ্গল ধরেন হাতে সুমেরু সমান ।।
দারুণ প্রহারে মারে ভীম দুরাচার।
অনিয়ম যুদ্ধ করে অগ্রেতে আমার ।।
এত বলি হল লয়ে যুড়ে হলধর।
দেখিয়া পাইল ভয় যত চরাচর ।।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
অবহেলে শুনে যদি বাড়ে দিব্যজ্ঞান ।।

বলদেবের রোষাপনয়ন।

সশঙ্ক হইয়া কহিলেন নারায়ণ।
কোপ দূর কর প্রভু করি নিবেদন ।।
পাণ্ডব কিসের বন্ধু হয়েন আমার।
কি কহিব দুর্য্যোধন দুষ্ট দুরাচার ।।
একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী সুন্দরী।
তাহারে আনিল সভামধ্যে কেশে ধরি ।।
আনিয়া বসাবে বলি নিজ উরুপর।
সে দিনে প্রতিজ্ঞা করে বীর বৃকোদর ।।
হেন কর্ম্ম করে দুষ্ট গোচরে আমার।
সেই হেতু ভীম উরু ভাঙ্গিল ইহার ।।
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।
আপনি এ সব কথা না আছ বিদিত ।।
আর কিছু পূর্ব্বকথা শুন হলধর।
মৈত্রেয় নামেতে ছিল এক ঋষিবর ।।
তার স্থানে অপরাধী ছিল দুর্য্যোধন।
মৈত্র ঋষি ছিল তাহে অতি ক্রুদ্ধমন ।।
তেজস্বী মৈত্রেয় ঋষি দিল তারে শাপ।
ভীম তোর উরু ভাঙ্গি ঘুচাইবে তাপ ।।
সত্য অঙ্গীকার ভীম কৈল সে কারণ।
কুরুপতি-উরু ভাঙ্গি করিল নিধন ।।
ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রধর্ম্ম রাখে আপনার।
ইহাতে করিতে ক্রোধ না হয় তোমার ।।
এতেক শুনিয়া ক্রোধ সম্বরেন রাম।
দুর্য্যোধনে ধন্যবাদ দেন অবিশ্রাম ।।
নিন্দা করি বৃকোদরে বলে বারবার।
ধিক্ ধিক্ ভীমসেন জীবনে তোমার ।।
বীরত্ব দেখালি তুই আজি ভালমতে।
অন্যায় সমরে খ্যাতি রাখিলি জগতে ।।
আছিলেন দুর্য্যোধন রণ পরিহরি।
মারিলে তাহারে তুমি অনিয়ম করি ।।
হেন ছার সভাতলে বসা না যুয়ায়।
এত বলি রথে চড়ি যান যদুরায় ।।
নিন্দা করি বৃকোদরে যান হলধর।
একেশ্বর যান রাম দ্বারকানগর ।।

দুর্য্যোধন-রণ দেখি লভিয়া সন্তুষ্টি।
হরিষে দেবতাগণ করে পুষ্পবৃষ্টি ॥
নৃপগণে সঙ্গে লয়ে তবে ধর্ম্মরাজ।
বিষণ্ণবদনে যান শিবিরের মাঝ ॥
যার যেই শিবিরেতে যায় সর্ব্বজন।
বেলা অবসান অস্ত হইল তপন ॥
পাণ্ডব-বিজয়-কথা অমৃত-সমান।
অবহেলে শুনে যদি বাড়ে দিব্য জ্ঞান ॥
যতেক আছয়ে তীর্থ পৃথিবীমণ্ডলে।
তার ফল লভে মহাভারত শুনিলে ॥

সকল আপদ খণ্ডে জন্মে দিব্য জ্ঞান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
অমৃত-অর্ণব যেই নিগূঢ় রতন।
ইহলোকে সুখ অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
ইহা জানি শুন সবে না করিহ হেলা।
কলি ঘোর সাগর তরিতে এই ভেলা ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥
শ্লোক ছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

গদাপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

ভারত-রত্ন।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

অশ্বত্থামার পাণ্ডব নাশার্থ প্রতিজ্ঞা।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর।
কোন্ জন কোন্ কর্ম্ম কৈল অতঃপর ॥
মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে।
দুর্য্যোধন ভূমে পড়ি রহে রণস্থানে ॥
বিষাদে বিকল রাজা ভাবে মনে মন।
চতুর্দ্দিকে শব্দ করে যত শিবাগণ ॥
হেনকালে কৃতবর্ম্মা কৃপ অশ্বত্থামা।
নৃপতির কাছে রাত্রে আসে তিনজনা ॥
শোক-দুঃখে দ্রোণপুত্র রাজার সাক্ষাতে।
মহা অহঙ্কার করি লাগিল বলিতে ॥
অবধানে শুন রাজা কৌরব-ঈশ্বর।
এক কথা কহি আমি তোমার গোচর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর শল্য আদি বীরে।
সেনাপতি করি সবে পূজিলে সাদরে ॥
সাধিল কি কর্ম্ম বল তারা কোন্ জন।
সবে পাণ্ডবের পক্ষ জানিহ রাজন ॥
সে কারণে তোমার না হ'ল কিছু হিত।
মম ইচ্ছা হয় কিছু করিব বিহিত ॥
তব অপমান আমি সহিতে না পারি।
সেনাপতি কর মোরে কুরু-অধিকারী ॥
মোরে যদি সেনাপতি করিতে সমরে।
সবংশে সংহার করিতাম পাণ্ডবেরে ॥
মোর বীরপণা তুমি জান ভালমতে।
কোন্ জন যুঝিবেক আমার অগ্রেতে ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
আমা সহ রণে যুঝিবেক কোন্ জন ॥
এক দিন যুক্তি নাহি কৈলে মম সনে।
আপন বৈভব তুমি নাশিলে আপনে ॥
জনম অবধি আমি তোমার পালিত।
সেকারণে করিবারে চাহি তব হিত ॥
এখনহ সেনাপতি কর যদি মোরে।
পাণ্ডবে পাঠাব আমি শমনের ঘরে ॥
পাঞ্চাল-পাণ্ডবে আজি করিব নিপাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন নরনাথ ॥
দ্রৌণির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু বলি তাঁরে করে নিবেদন ॥
যে সব কহিলে মোরে গুরুর নন্দন।
পাণ্ডবের প্রিয় সবে বুঝিনু এখন ॥
আর কেহ নাহি মম শুন মহাত্মন্।
আপনি যদ্যপি মম নাশহ বেদন ॥
তোমারে সেনার পতি করিব যে আমি
যদবধি আছি কিছু হিত কর তুমি ॥

রাজার বিনয় শুনি দ্রোণের নন্দন।
গর্ব্ব করি কহে বিনাশিব সর্ব্বজন ।।
কৌরবের পতি শুনি এতেক বচন।
কৃপেরে চাহিয়া তবে বলিছে তখন ।।
শীঘ্রগতি জল আনি দেহ মহামতি।
আজি গুরুপুত্রে করি দেখ সেনাপতি ।।
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
দুই বীর চলিলেক জলের কারণ ।।
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চলিল তখনি।
জল অন্বেষিতে ঘোর আঁধার রজনী ।।
স্থানে স্থানে ভ্রমে জল খুঁজিয়া না পায়।
একত্র হইয়া দোঁহে ভাবেন উপায় ।।
রাজার বচনে আসি জল-অন্বেষণে।
কি করিব জল নাহি পাই দুই জনে ।।
কৃপাচার্য্য বলে শুন আমার বচন।
যুদ্ধকালে এনেছিল জল সৈন্যগণ ।।
সেই জল বিনা আর না দেখি উপায়।
এত বলি দুই জন চলিল তথায় ।।

অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে
অভিষেক।

হেম-কলসেতে বারি লয়ে দুই জন।
রাজার নিকটে যায় আনন্দিতমন ।।
বারি দেখি আনন্দিত কৌরবের পতি।
অভিষেক হেতু রাজা উঠে শীঘ্রগতি ।।
উরু ভাঙ্গি পড়িয়াছে উঠিতে না পারে।
স্পর্শ করি দিল বারি অশ্বত্থামা-করে ।।
আপনি লইয়া বারি ঢালিলেক শিরে।
এইরূপে সেনাপতি করিল দ্রৌণিরে ।।
বিদায় হইয়া তবে বীর তিন জন।
পাণ্ডব-শিবিরে যায় সত্বর গমন ।।
ঘোর অন্ধকার নিশা পথ নাহি চিনি।
ধীরে ধীরে চলি যায় শব্দ নাহি শুনি ।।
হেনমতে কত দূর যায় তিন জন।
বৃক্ষতলে বসি করে কথোপকথন ।।
হেনকালে তারা সেই বৃক্ষের উপরে।
দারুণ পেচক পক্ষী পায় দেখিবারে ।।
বৃক্ষোপরে অবস্থিতি করে মৌনভাবে।
ভাবে কতক্ষণে সবে নিদ্রিত হইবে ।।
দেখিতে দেখিতে যত বায়সাদিগণ।
ঘোর নিদ্রাবশে সবে হয় অচেতন ।।
অমনি পেচক দুষ্ট হয়ে অগ্রসর।
মারিয়া ফেলিল যত বিহগনিকর ।।
দেখিয়া উপায় পেয়ে বলে অশ্বত্থামা।
এক বুদ্ধি পাইলাম কৃপাচার্য্য মামা ।।
কহিতে লাগিল বীর দ্রোণের কুমার।
পাঞ্চাল-পাণ্ডবে আজি করিব সংহার ।।
এইমত অশ্বত্থামা কহি দুই বীরে।
হরষিত হয়ে যায় পাণ্ডব-শিবিরে ।।
সমরে বিজয়ী হয়ে আনন্দিতমনে।
সুখে নিদ্রা যায় সব পাণ্ডুর নন্দনে ।।
এইকালে তিন জন উত্তরিল তথা।
বীরদর্প করি অশ্বত্থামা কহে কথা ।।
সবংশে পাণ্ডবে আজি মারিব সমূলে।
এক জন না রাখিব পাণ্ডবের কুলে ।।
কৃপ বলে হেন কর্ম্ম না হয় উচিত।
নিদ্রিত জনেরে নাহি মারি কদাচিত ।।
ভয়ার্ত্ত শরণাগত নিদ্রিত যে জন।
কখন না হেন জনে করি প্রহরণ ।।
নিষেধ না মানি ইহা যেই জন করে।
পঞ্চম পাতকী মধ্যে গণি যে তাহারে ।।
আমার বচন তুমি শুন সাবধানে।
হেন কর্ম্মে বাঞ্ছা নাহি কর কভু মনে ।।
আপন কুকর্ম্মে মজিলেক দুর্য্যোধন।
ধার্ম্মিক পাণ্ডবে হিংসা কৈল অনুক্ষণ ।।
সহায় সম্পদ পাণ্ডবের নারায়ণ।
তাহার অহিত করি জীবে কোন জন ।।
দুর্য্যোধন-হিত হেতু বিচারিয়া মনে।
যুঝিলে সামর্থ্য মত করি প্রাণপণে ।।
তখন নারিলে যুদ্ধ করিবে এখন।
দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া তাত স্থির কর মন ।।
পিতৃবৈরী যদি চাহ করিতে নিধন।
রণমধ্যে ধরি বাণ কর নিপাতন ।।

সৎকর্ম্ম করিবে তাত সদা সযতনে।
অসৎ পথে পদার্পণ কর কি কারণে॥
সৎকর্ম্ম সাধন তাত করহ যতনে।
অসৎ কর্ম্ম করিবারে ইচ্ছা কেন মনে॥
এখন যে কহি আমি শুন সাবধানে।
তিন জন চল যাই ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে॥
সবাকার অধিকারী হয় অন্ধরাজ।
যেমত কহিবে অন্ধ করিব সে কাজ॥
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে যদি শুনে যায় ভব-পার॥

শিবির-দ্বারে অশ্বত্থামার শিব-দর্শন।

কৃপের বচন শুনি দ্রোণের নন্দন।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহিছে বচন॥
করেছি প্রতিজ্ঞা আজি রাজ-বিদ্যমানে।
সকল করিব নষ্ট তোমার বচনে॥
ক্ষত্রধর্ম্মে আছে হেন কহে জ্ঞানী জন।
ক্ষত্র হয়ে করিবেক প্রতিজ্ঞা পালন॥
শত্রুরে করিবে ক্ষয় অশেষ প্রকারে।
বলে ছলে কৌশলেতে নাশিবে তাহারে॥
ক্ষত্রধর্ম্ম লইয়াছি ব্রাহ্মণ হইয়া।
রাখিব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রিপু সংহারিয়া॥
আমারে মন্ত্রণা দিলে নিজ শক্তিমত।
কেবা হেন হতজ্ঞান করিবে সেমত॥
দুরাচার রিপু মম দ্রুপদনন্দন।
অন্যায়ে আমার তাতে করিল নিধন॥
সেই কোপে অদ্যাবধি মম তনু জ্বলে।
নিশ্চয় বধিব তারে নিজ বাহুবলে॥
তাহে যেই জন তার হইবে সহায়।
তাহারে পাঠাব আজি শমন-আলয়॥
যেই দিন ধৃষ্টদ্যুম্ন নাশিলেক তাতে।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি সবার সাক্ষাতে॥
ব্রহ্মবধী মহাপাপী দুষ্ট দুরাচার।
তাহারে মারিতে হেন উত্তর তোমার॥
পাঞ্চাল-পাণ্ডবে আজি করিব নিধন।
পরিতুষ্ট হবে তাহে রাজা দুর্য্যোধন॥
হর্ত্তা কর্ত্তা অন্নদাতা জনম অবধি।
প্রাণপণ করি তার হিত কার্য্য সাধি॥
গৃহমধ্যে যেই জন হয় অন্নদাতা।
তাহারে তুষিতে পাপ নাহিক সর্ব্বথা॥
দুর্য্যোধনে তুষিবারে মারিব যে অরি।
সন্তুষ্ট হইবে তাহে কুরু-অধিকারী॥
এত বলি গর্জ্জে বীর দ্রোণের নন্দন।
নিঃশব্দে রহিল কৃপ না কহে বচন॥
মহাবেগে চলে দ্রৌণি অতি ক্রুদ্ধমনে।
পাছু পাছু দুই জনে চলে তার সনে॥
শিবির-নিকটে উত্তরিল তিন জন।
পশিতে বিরোধী হ'ল নর একজন॥
বিভূতি ভূষণ তাঁর অঙ্গে ফণিহার।
চতুর্ভুজ ত্রিলোচন শিরে জটাভার॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেতে ডম্বুর।
দিব্যরূপ দ্বারে বসি আছে মহাশূর॥
এইরূপে দ্বার রক্ষা করেন শঙ্কর।
নিষেধ করেন তাঁরে যাইতে ভিতর॥
দ্রৌণি বলে যাব আমি শিবির-ভিতর।
দ্বার ছাড়ি দেহ যদি প্রাণে আছে ডর॥
শুনিয়া কহেন শিব ছদ্মবেশধারী।
পুরী রক্ষা করি আমি হইয়া দুয়ারী॥
একেশ্বর আছি আমি দ্বারের রক্ষণে।
আমা না জিনিয়া পুরে যাইবে কেমনে।
শুনিয়া কুপিল দ্রৌণি মারে নানা বাণ।
মুখ মেলি সেই সব গিলে ভগবান॥
যত বাণ এড়ে দ্রৌণি খান ত্রিলোচন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে দ্রোণের নন্দন॥
শূন্য তূণ হ'ল আর অস্ত্র নাহি হাতে।
বিস্ময় মানিয়া দ্রৌণি লাগিল ভাবিতে।
সামান্য মনুষ্য নাহি হবে এই জন।
বাণ গিলে নর হয়ে না দেখি এমন॥
জিজ্ঞাসা করিল তবে দ্রোণের নন্দন।
এক নিবেদন মম শুন মহাজন॥
দারুণ আমার অস্ত্র আপনি গিলিলে।
এত বাণ খেয়ে কিছু ব্যথিত না হ'লে॥

শূন্য হ'ল তূণ মম বাণ নাহি আর।
তোমার চরিত্র দেখি লাগে চমৎকার॥
কোন দেব তুমি হও কহ মহাশয়।
অনুগ্রহ করি নাশ করহ সংশয়॥
এতেক বলিল যদি দ্রোণের নন্দন।
প্রবোধিয়া তারে তবে কহে ত্রিলোচন॥
নাহি জান দ্রোণপুত্র আমি কোন্ জন।
বিশ্বনাথ নাম মম জানে বিশ্বজন॥
এত শুনি কহে দ্রৌণি যোড় করি হাত।
কৃপা করি মোরে দ্বার ছাড় বিশ্বনাথ॥
ধূর্জ্জটি বলেন ইহা কেমনে পারিব।
পাণ্ডবের আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব॥
চিন্তিত হইল দ্রৌণি শুনিয়া বচন।
ভাবে মনে উপায় কি করিব এখন॥
কি করিব কি হইবে ভাবে দ্রৌণি বীর।
করিব শিবের পূজা মনে করে স্থির॥
এত বলি গড়ে লিঙ্গ মৃত্তিকা লইয়া।
শিবের অর্চ্চনা করে বিল্বপত্র দিয়া॥
গঙ্গাজলে পুষ্প দিয়া করিল অর্চ্চন।
পূজা সারি স্তব করে দ্রোণের নন্দন॥
কাশীরাম দাস কহে শুন সর্ব্বজন।
যেরূপে করিল স্তব দ্রোণের নন্দন॥

অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক শিবের স্তব।

শুন প্রভু দিগম্বর, বাঞ্ছা পূর্ণ কর হর,
আমি দীন হীন অভাজন।
ক্ষমা কর দোষ যত, আমি তব অনুগত,
নাহি জানি ভজন পূজন॥
আকাশ পাতাল ভূমি, স্থাবর জঙ্গম তুমি,
দশদিক অষ্ট কুলাচল।
ক্ষিতি অপ তেজঃ ব্যোম, পবন ভাস্কর সোম,
তব মূর্ত্তি-বিশেষ সকল॥
কি কব তোমার তত্ত্ব, তুমি রজঃ তুমি সত্ত্ব,
তমোগুণে করহ সংহার।
পড়িয়াছি এই দায়, উদ্ধার করহ তায়,
তোমা বিনা কেবা আছে আর॥
ভজন-বিহীন জনে, হের প্রভু ত্রিনয়নে,
লজ্জা রক্ষা কর এই বার।
কাতর এদীনে জানি, কৃপা কর শূলপাণি,
তোমা বিনা গতি কি আমার॥
সুমতি কুমতি দাতা, তুমি সবাকার ধাতা,
পাষণ্ড কি জানিবে মহিমা।
ভক্তজন জানে তত্ত্ব, ও চরণে সদা মত্ত,
গুণাতীত গুণের যে সীমা॥
তব ভক্ত যেই জন, তার নহে দুঃখী মন,
সদা সুখে বঞ্চে চিরকাল।
অভক্ত তোমার যেই, সদা দুঃখে মরে সেই,
বদ্ধভাবে দুঃখে কাটে কাল॥
জ্ঞানোদয় নাহি হয়, সদা অন্ধকারময়,
বৃথা সেই ভ্রমে অবিরত।
না বুঝে ধর্ম্মের মর্ম্ম, যেমত আপন কর্ম্ম,
ফল পায় সেই সেই মত॥
যদি জ্ঞান হয় তার, তবে ঘুচে অন্ধকার,
তব পদে আশ্রয় করিলে।
দিনে দিনে বাড়ে মান, পুনঃ হয় পুণ্যবান,
ভক্তিতে কেবল ইহা মিলে॥
এমন নামের গুণ, নির্গুণের জন্ম গুণ,
গুণিগণে অধিক বাহুল্য।
অনায়াসে মুক্ত হয়, যেই জন নাম লয়,
পৃথিবীতে নাহি তার তুল্য॥
এত বলি দ্রোণসুত, স্তব করি শুদ্ধচিত,
মহেশের ভুলাইল মন।
সদয় হইয়া হর, তাহারে যাচেন বর,
কি বাসনা বলহ এখন॥
দ্রৌণি বলে এই বর, দেহ দেব দিগম্বর,
বাঞ্ছা পূর্ণ যেন মম হয়।
করি গিয়া শত্রুনাশ, দ্বার ছাড় কৃত্তিবাস,
এই বর দেহ মহাশয়॥

অশ্বত্থামার শিবিরে প্রবেশ ও
ধৃষ্টদ্যুম্নাদির বধ।

মহেশ বলেন ইহা করিতে না পারি।
পুরী রক্ষা করি আমি হইয়া দুয়ারী॥

এই বর ছাড়ি মাগ যাহা লয় মন।
দ্রৌণি বলে অন্য বরে নাহি প্রয়োজন ॥
যদি কদাচিত এই বর নাহি দিবে।
ব্রহ্মহত্যা পরিগ্রহ কর দেব তবে ॥
এত বলি দিব্য অস্ত্রে জ্বালিয়া অনল।
পুড়িয়া মরিতে যায় দ্রৌণি মহাবল ॥
বহু স্তব করিতে সে না করিল ত্রুটি।
নিবারিয়া বর মাগ বলেন ধূর্জ্জটি ॥
দ্রৌণি বলে যদি বর দিবে ত্রিলোচন।
কৃপায় করহ মম প্রতিজ্ঞা পূরণ ॥
স্তবে বশ হয়ে হর দিল সেই বর।
পুনরপি বলে দ্রৌণি যুড়ি দুই কর ॥
আর এক অনুগ্রহ কর শূলপানি।
কৃপা করি দেহ মোরে তব খড়্গখানি ॥
খড়্গ দিয়া অন্তর্ধান হ'ল পশুপতি।
কৃপেরে চাহিয়া বলে দ্রৌণি মহামতি ॥
দ্বার আগুলিয়া দোঁহে রহ এই খানে।
কাটিহ তাহার মাথা আসিবে যে জনে ॥
খড়্গ হস্তে শিবিরেতে পশে বীরবর।
নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন খট্টার উপর ॥
পিতৃবৈরী পেয়ে বীর মহাক্রুদ্ধমনে।
হাসিয়া ধরিল তবে পাঞ্চালনন্দনে ॥
দুই হস্ত ধরি বক্ষ-উপরে বসিল।
পশুবৎ করি তারে মারিতে ইচ্ছিল ॥
দ্রৌণিরে দেখিয়া বীর বিষণ্ণবদন।
গদগদস্বরে বলে পাঞ্চালনন্দন ॥
খড়্গে মুণ্ড কাটি মোর না কর নিধন।
যুদ্ধ করি কর বীর স্বকার্য্য সাধন ॥
দ্রৌণি বলে ব্রহ্মবধী দুষ্ট দুরাচার।
পশুবৎ করি তোরে করিব সংহার ॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন কহে আরবার।
বিনা যুদ্ধে না মারহ দ্রোণের কুমার ॥
যুদ্ধেতে হইলে মৃত্যু স্বর্গেতে গমন।
এই কার্য্য কর বীর দ্রোণের নন্দন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন যত বলে দ্রৌণি নাহি শুনে।
বজ্র মুষ্টি প্রহারিল অতি ক্রুদ্ধমনে ॥

হস্ত পদ উদরেতে করিল প্রবেশ।
পশুবৎ করি তার ভাঙ্গে মধ্যদেশ ॥
ভীম যেন কীচকেরে করিল সংহার।
সেই মত করিলেক কুষ্মাণ্ড-আকার ॥
একেশ্বর দ্রোণপুত্র মারে সবাকারে।
নিশাযোগে ঘোর রণ শিবিরভিতরে ॥
হাহাকার মহাশব্দ উঠে আচম্বিতে।
প্রাণভয়ে পলাইতে চাহে দ্বারপথে ॥
খড়্গ হস্তে দুই জন রক্ষা করে দ্বার।
বাহির হইতে তারা করয়ে সংহার ॥
বিপাকে পড়িয়া তারা না দেখে নিষ্কৃতি
ঘোর রণ করে তারা দ্রৌণির সংহতি ॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রণেতে প্রচণ্ড।
কাটিল সকল সেনা করি খণ্ড খণ্ড ॥
দাবানলে বন যেন করয়ে দহন।
সেই মত কাটে সেনা দ্রোণের নন্দন ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ছিল এক ঘরে।
এক ঠাঁই শুয়েছিল পঞ্চ সহোদরে ॥
হাত বুলাইয়া দেখে দ্রোণের নন্দন।
ভাবিল পাণ্ডব এই ভাই পঞ্চ জন ॥
মুখে বস্ত্র বান্ধি কাটে সবাকার শির।
একে একে পঞ্চ মুণ্ড কাটে দ্রৌণি বীর।
পঞ্চ মুণ্ড বস্ত্রে বান্ধি তবে দ্রোণসুত।
পাণ্ডব জানিয়া মনে বড় হর্ষযুত ॥
জাগিয়া শিখণ্ডী ধনুর্ব্বাণ নিল হাতে।
করয়ে দারুণ যুদ্ধ দ্রৌণির সহিতে ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দ্রোণের নন্দন।
এইরূপে বহু যুদ্ধ করে দুই জন ॥
তীক্ষ্ণখড়্গ লয়ে বীর দ্রোণের কুমার।
মণ্ডলী করিয়া যুঝে বীর অবতার ॥
ধরাধরি করি দোঁহে করে মহারণ।
মুণ্ডে মুণ্ডে বুকে বুকে চরণে চরণ ॥
মল্লযুদ্ধ করে দোঁহে ক্ষিতিতলে পড়ি।
করিয়া অতুল যুদ্ধ যায় গড়াগড়ি ॥
কখন উপরে দ্রৌণি শিখণ্ডী কখন।
দোঁহারে প্রহার করে দোঁহে ক্রুদ্ধমন ॥

শিখণ্ডী সামর্থ্য মত মারে দ্রোণসুতে।
নাহি ফুটে অঙ্গে তার দৈববল হতে ॥
বজ্রমুষ্ট্যাঘাত মারে শিখণ্ডীর মাথে।
ভাঙ্গিল মস্তকখান বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে ॥
এইমতে শিখণ্ডীকে করিল সংহার।
এক জন অবশেষ না রাখিল আর ॥
পঞ্চমুণ্ড লয়ে দ্রৌণি চলে হরষেতে।
দোঁহাকার সঙ্গে আসি মিলিল দ্বারেতে ॥
দ্রৌণি বলে হ'ল মম প্রতিজ্ঞা পূরণ।
পাণ্ডব প্রভৃতি আর নাহি একজন ॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
দুর্য্যোধনে দিব লয়ে চলহ ত্বরিতে ॥
শুনিয়া হইল সবে আনন্দিতমন।
নির্ভয়-হৃদয়ে তবে করিল গমন ॥
মহানন্দে মগ্ন হয়ে দ্রোণের নন্দন।
দুর্য্যোধনে অন্বেষিয়া ভ্রমে বহুক্ষণ ॥
রাজা দুর্য্যোধন বলি ডাকে রণস্থলে।
ঘোর অন্ধকার নিশা দৃষ্টি নাহি চলে ॥
রাজা রাজা বলি ডাকে খোঁজে বহুতর।
শব্দ শুনি কুরুবর দিলেন উত্তর ॥
রাজার নিকটে আসে বীর তিন জন।
দর্প করি কহে কথা দ্রোণের নন্দন ॥
অবধানে কথা শুন রাজা দুর্য্যোধন।
মারিলাম তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন ॥
পাঞ্চাল বিরাট আদি যত বীর ছিল।
সকলে আমার হাতে আজি মারা গেল ॥
যে প্রতিজ্ঞা করিলাম সাক্ষাতে তোমার।
আজি আমি করিলাম পালন তাহার ॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
এক জন না রাখিনু পাণ্ডব-সৈন্যেতে ॥
এত শুনি হরষিত হ'ল দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু বলি রাজা বলিল বচন ॥

হর্ষ-বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু।

পড়িয়া আছিল রাজা ভূমির উপর।
বাহু-যুগ্মে ভর দিয়া উঠিল সত্বর ॥
রিপু-নাশ শুনি রাজা তুষ্ট হ'ল চিতে।
পাণ্ডবের মুণ্ড রাজা চাহিল দেখিতে ॥
ধন্য মহাবীর তুমি গুরুর নন্দন।
আমার পরম কার্য্য করিলে সাধন ॥
পঞ্চ মুণ্ড দেহ আমি দেখিব নয়নে।
ভীমের মস্তক আমি ভাঙ্গিব চরণে ॥
শুনি পঞ্চ মুণ্ড দ্রৌণি দিল সেইক্ষণ।
হাত বুলাইয়া দেখে রাজা দুর্য্যোধন ॥
কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি।
ভীম বোধে সেই মুণ্ড নিল কুরুপতি ॥
দুই করে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
তিলবৎ মুণ্ড গোটা গুঁড়া হয়ে গেল ॥
দেখিয়া কৌরবপতি মানিল বিস্ময়।
পাণ্ডবের মুণ্ড নহে জানিল নিশ্চয় ॥
একে একে পঞ্চ মুণ্ড ভাঙ্গে দুর্য্যোধন
জানিল পাণ্ডব নহে এই পঞ্চ জন ॥
পর্ব্বত সদৃশ মম গদা গুরুতর।
কত প্রহারিনু তার মস্তক উপর ॥
পর্ব্বত ভাঙ্গিতে পারে করিয়া আঘাত।
দুরন্ত রাক্ষসগণে করিল নিপাত ॥
মারিল হিড়িম্ব বক কির্ম্মীর দুর্দ্ধর।
জটাসুর কীচক ও শত সহোদর ॥
হেন ভীমে কাটিতে কি দ্রৌণির শকতি
এত বলি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কুরুপতি ॥
বিষাদ ভাবিয়া কহে দ্রোণের নন্দনে।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এই পঞ্চ জনে ॥
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য্য সাধিলে
কুরুকুলে জলপিণ্ড দিতে না রাখিলে ॥
পাণ্ডবে মারিতে পারে কাহার শকতি
যাহার সহায় হরি কমলার পতি ॥
নির্ব্বংশ করিলে তুমি ভাই পঞ্চ জনে।
কুরুকুল বংশহীন হ'ল এত দিনে ॥
এত বলি অনুতাপ করে বহুতর।
হরিষ বিষাদে রাজা ত্যজে কলেবর ॥
দেখিয়া ব্যাকুল হ'ল বীর তিন জন।
হাহাকার করি বহু করিল রোদন ॥

দ্রৌণিরে চাহিয়া বলে কৃপ মহামতি।
কি কর্ম্ম সাধিলে তুমি বধি কুরুপতি॥
হাহা দুর্য্যোধন রাজা বীর-শিরোমণি।
তোমা হেন মহারাজ লোটায় ধরণী॥
সুগন্ধি-চন্দনে বিভূষিত কলেবর।
হেন তনু দেখি এবে ধূলায় ধূসর॥
উঠ উঠ দুর্য্যোধন কুরুকুলপতি।
পাণ্ডবে জিনিয়া রণে ভুঞ্জ বসুমতী॥
উঠিয়া সমর কর রাজা দুর্য্যোধন।
নিঃশব্দ হইয়া তুমি আছ কি কারণ॥
পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা কৈলে পাসরিলে কেনে।
করিবে যে রাজসূয় শত্রু জিনি রণে॥
প্রতিজ্ঞা পালন কর উঠ দুর্য্যোধন।
সমরে মারহ আজি পাণ্ডুপুত্রগণ॥
সূচ্যগ্রে যতেক ভূমি পারে বিন্ধিবারে।
ততখানি ভূমি নাহি দিবে পাণ্ডবেরে॥
সমস্ত পৃথিবী ত্যাগ করিলে এখন।
ভূমিতে লোটাও ত্যজি রত্ন-সিংহাসন॥
সহস্র সহস্র নৃপে বেষ্টিত হইয়ে।
বসিতে সভার মাঝে সানন্দ-হৃদয়ে॥
যত যত মহারাজ মুখ্য মন্ত্রিগণ।
ইহকালে অনুগত ছিল সর্ব্বজন॥
অন্তকালে তা-সবারে সংহতি লইলে।
তোমা সম রাজা নাহি হয় ক্ষিতিতলে॥
তোমার জনক অন্ধ অম্বিকানন্দন।
তোমা বিনা কি প্রকারে ধরিবে জীবন॥
কি বলিব গিয়া মোরা তাঁহার গোচরে।
শুনি কি বলিবে অন্ধ আমা সবাকারে॥
গান্ধারী জননী তব ভানুমতী নারী।
অপর যতেক শত শত বিদ্যাধরী॥
তারা কি করিবে বল তোমার বিহনে।
কোন্ মুখে যাব মোরা তোমার ভবনে॥
বিনয় করিব আমি ধর্ম্মের নন্দনে।
তোমা দোঁহে রক্ষা করি মরিব আপনে॥
এইমত তিন জনে করিয়া বিচার।
ভাবে রণসিন্ধু মধ্যে কিসে হব পার॥
মতিচ্ছন্ন হয়ে তুমি দুষ্কর্ম্ম করিলে।
পাণ্ডবের পুত্র বন্ধু সবারে নাশিলে॥
গোবিন্দ সাত্যকি আর পাণ্ডুপুত্রগণ।
না জানি কোথায় আছে তারা সপ্তজন॥
শিবিরে থাকিত যদি তার এক জন।
তবে কি হইত রক্ষা তোমার জীবন॥
সবারে রাখিয়া সেই শিবির ভিতর।
পাণ্ডবেরা গেছে বুঝি হস্তিনানগর॥
এ সকল কথা তারা শুনিয়া শ্রবণে।
পৃথিবী খুঁজিয়া তোমা বধিবে পরাণে॥
তব দোষে দোঁহে মোরা সঙ্কটে পড়িব।
পাণ্ডবের হাতে আজি জীবন হারাব॥
দারুণ দুরন্ত ভীম মহাভীমকায়।
নিশ্চয় মারিবে সেই এক গদাঘায়॥
ঘোর রণ হতে মোরা পাইনু উদ্ধার।
পুনর্জ্জন্ম বলি মনে করিনু বিচার॥
তব দোষে মরিলাম ত্রাণ নাহি আর।
দুরন্ত ভীমের হাতে নাহিক নিস্তার॥
কাহার শরণ লব কে করিবে ত্রাণ।
তব কর্ম্মদোষে আজি হারাইব প্রাণ॥
এইরূপে খেদ করি করয়ে বিচার।
দম্ভ করি বলে তবে দ্রোণের কুমার॥
না বুঝি ভয়ার্ত্ত কেন হও অতিশয়।
পাণ্ডবের হেতু কিছু না করিহ ভয়॥
যদি পাণ্ডবের সহ হয় দরশন।
মোর সহ বিরোধেতে শক্ত কোন জন॥
রণ করি পাণ্ডবেরে লব যমালয়।
মারিব সবারে আমি কহিনু নিশ্চয়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র আছে যাহা নিকটে আমার।
নিবারিতে পারে তাহা হেন শক্তি কার।
ব্রহ্ম-অস্ত্র সন্ধানিয়া মারিব পাণ্ডবে।
যদি রক্ষা করে তাহা দামোদর দেবে॥
হায় বিধি কোন কর্ম্ম করিব এখন।
এইরূপে বহু খেদ করে তিন জন॥
দ্রৌণিরে চাহিয়া বলে কৃপ মহাশয়।
আমি যাহা কহি তাহা শুন দুরাশয়॥

অভয় পঙ্কজপদ চিন্তে মনে মন ।
সুমতি-কুমতি-দাতা সেই নারায়ণ ॥
এইরূপে তিন জন ভাবিতে লাগিল ।
ইতিমধ্যে বিভাবরী প্রভাতা হইল ॥
প্রাণভয়ে তিন জন তথা নহি রয় ।
চলিল নগরমুখে সশঙ্ক-হৃদয় ॥
ভারতে সৌপ্তিকপর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন ।
পয়ার প্রবন্ধে কাশী করে বিরচন ॥
শুনিলে আপদ খণ্ডে জন্মে দিব্য জ্ঞান ।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ ।
বিরচিল কাশীদাস দেবরাজানুজ ॥

সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত ।

ভারত-রত্ন ।

ঐষীকপর্ব্ব ।

" নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ।। "

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বধ শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের খেদ ।

শ্রীজনমেজয় বলে কহ তপোধন ।
ধৃষ্টদ্যুম্নে বধি গেল দ্রোণের নন্দন ।।
শুনিয়া কি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন ।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ তপোধন ।।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় ।
সর্ব্ব সৈন্য বধি গেল রজনী সময় ।।
শোকে দুঃখে ক্রমে হ'ল রজনী প্রভাত ।
ডাকে কাক কোকিলাদি উঠে দিননাথ ।।
পৃথিবী পূর্ণিত রক্তে বহে যেন নদী ।
উড়ি বুলে কাক চিল গৃধ্র কঙ্ক আদি ।।
ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ছিল নিশাকালে ।
জীবন রাখিয়াছিল মড়ার মিশালে ।।
প্রলয় মানিয়া মনে পাইল তরাস ।
দেখিল নিভৃতে রহি সকল বিনাশ ।।
রবির প্রকাশে নিশা প্রসন্ন দেখিয়া ।
যুধিষ্ঠিরে বার্ত্তা দিতে চলিল ধাইয়া ।।
আছে বা না আছে ধর্ম্ম মনের ভাবনা ।
উরুতে চাপড় মুখে রোদন বিমনা ।।
কান্দিয়া কান্দিয়া গেল যথা ধর্ম্মরাজ ।
উপনীত হয়ে তবে কহে সভামাঝ ।।
অবধান কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন ।
নিশাকালে বধি গেল সব সেনাগণ ।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি করি যত বীর ছিল ।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সহিত মারিল ।।
নিশাতে আসিয়া দুষ্ট দ্রোণের নন্দন ।
অকস্মাৎ ব্যূহ মধ্যে করিল গমন ।।
নিদ্রায় কাতর ছিল যত সেনাগণ ।
একে একে বধিলেক নাহি এক জন ।।
মৃত সঙ্গে ছিনু আমি করিয়া প্রকার ।
বার্ত্তা দিতে আসিয়াছি অগ্রে আপনার ।।
শুনিয়া করেন খেদ ধর্ম্মের নন্দন ।
সকল করিল নষ্ট দ্রৌণি দুষ্ট জন ।।
কিরূপে এমত যুদ্ধ হ'ল কহ শুনি ।
সূতপুত্র বলে অবধান নৃপমণি ।।
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কি বলিব আর ।
আজি নিশাকালে সৈন্য করিল সংহার ।।
কোন দেবতারে রাত্রে সহায় পাইল ।
কোন দেবতারে সাধি এ বর লভিল ।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আদি বীরবর ।
সংগ্রামের পরিশ্রমে শ্রান্ত কলেবর ।।
শিবিরে নিশায় সবে আছিল শয়ান ।
আসিয়া দ্রোণের পুত্র বধিল পরাণ ।।

যার যত সেনা ছিল সুহৃদ বান্ধব।
একাকী বধিয়া গেল একি অসম্ভব ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সবার জীবন।
নিদ্রায় কাটিল শির দ্রোণের নন্দন ॥
সংহতি বাহিনী যত ছিল সম্বোধিতে।
সকল মারিল শেষ জান নরপতে ॥
রমণী আছিল যত যাহার সংহতি।
অঙ্গ ভঙ্গ করিয়াছে মারি সবে লাথি ॥
মূর্চ্ছাপন্ন কেহ কেহ ভয়েতে বিনাশ।
প্রহারে পড়িয়া কেহ ঘন বহে শ্বাস ॥
অশ্বত্থামা দুষ্টমতি দয়া নাহি প্রাণে।
কাতরে চরণে পড়ে তবু শিরে হানে ॥
অস্ত্রশস্ত্র-বিবর্জ্জিত ছিল যত সেনা।
কেহ বা শয়নে ছিল না ছিল চেতনা ॥
কেশে ধরি আনি সবে শির ফেলে কাটি।
নিদ্রায় কাতর অতি করে ছট্‌ফটি ॥
তোমারে কহিতে বিধি রাখিল আমায়।
যে ছিল মরিল সবে শুন ধর্ম্মরায় ॥
শুনি রাজা ভূমিতলে পড়ে অচেতনে।
যেমত পড়য়ে বৃক্ষ মূলের ছেদনে ॥
সম্বিত পাইয়া রাজা করেন বিলাপ।
কি করিতে কি হইল কত ছিল পাপ ॥
এখন কি করি আর লইয়া ভুবন।
সর্ব্ব শূন্য দেখি এবে সব অকারণ ॥
কি করিতে কি হইল জানিব কেমনে।
সম্পদে বিপদ ঘটিলেক দিনে দিনে ॥
মুনিগণ সহ ভাল ছিলাম কাননে।
পাপ ভোগ মম হয় রাজ্যের কারণে ॥
জ্ঞাতি বন্ধুগণ যত শ্বশুর মাতুল।
মায়া হেতু আসি সবে হয় অনুকূল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি হেন সহায় আমার।
কোথায় শিখণ্ডী সখা না দেখিব আর ॥
কুটুম্ব প্রধান মম হিতকারী জন।
বলিষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ছিল দুষ্টের দমন ॥
পুত্র পৌত্র সঙ্গে করি পরম উল্লাস।
আসিয়া আমার কার্য্যে হইল বিনাশ ॥
বুদ্ধিমন্ত মহারাজ অতুল পৌরুষ।
ক্ষিতিতে প্রধান ইন্দ্র গণি যে বিশেষ ॥
সাধিয়া আপন কার্য্য স্বচ্ছন্দে শয়নে।
গুরুপুত্র আসি নাশে ধর্ম্ম নাহি মনে ॥
নাম ধরি ধরি কত করেন বিলাপ।
স্বকার্য্য সাধনে মম হ'ল মনস্তাপ ॥
অভিমন্যু মরে রণে মহাযুদ্ধ করি।
সেই মহাশোক আমি পাসরিতে নারি ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিদ্রায় আছিল।
মূঢ়মতি অশ্বত্থামা সবারে মারিল ॥
আমার হিতের হেতু ছিল যত জন।
গৃহেতে না গেল সবে হইল নিধন ॥
জননী রমণী যারা আছে মমাগারে।
কান্দিয়া কতেক নিন্দা করিবে আমারে ॥
এই সব ভাবি মম স্থির নহে মন।
এমন হইল দশা দৈবের ঘটন ॥
বীরশূন্য হইলাম কিছু নাহি সেনা।
বৃথা রাজ্যে কার্য্য নাহি সংসার বাসনা ॥
বাঞ্ছা করি পুনঃ গিয়া বনবাস করি।
তপ-আচরণ করি হয়ে ব্রহ্মচারী ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ মদ্রপতি আদি।
এক এক বীর জিনে পৃথিবী অবধি ॥
সবারে করিনু জয় কৃষ্ণ সহকারে।
কে জানে দুর্দ্দশা শেষে ঘটিবে আমারে।
রাজার বিলাপ শুনি কান্দে সর্ব্বজন।
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে করুণ বচন ॥
পিতৃ মাতৃ আদি করি যত বন্ধুগণ।
এককালে অকস্মাৎ হইল নিধন ॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য হরিল চেতনা।
মস্তক উপরে যেন পড়িল ঝঞ্ঝনা ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী পড়ে অশ্রুজল।
ভাই ভাই বলি কান্দে হইয়া বিকল ॥
জয় হেন মানি চিত্তে আনন্দ বিশাল।
তাহে বিপরীত আজি ঘটাইল কাল ॥
যেমত আনন্দ হ'ল তেন নিরানন্দ।
ভাবিয়া কি হবে এবে বিধি কৈল মন্দ ॥

এমত করিবে বিধি জানিব কেমনে।
কৌরবের সহ দ্বন্দ্ব হইল যখনে॥
সকল করিয়া নাশ আপনি বিনাশ।
পাপরাজ্যে কার্য্য নাহি যাব বনবাস॥
উজ্জ্বল হইয়া দীপ্তি হইল নির্ব্বাণ।
আমার বৈভব লাভ তাহারি সমান॥
যেমন নক্ষত্র চন্দ্র আদি নিশাযোগে।
আকাশে প্রকাশ করে দেখি চতুর্দ্দিকে॥
সেইরূপ সৈন্য ছিল যামিনী শোভনে।
সকল বিনাশ হ'ল নাহি দেখি দিনে॥
এককালে নানা শোক উপস্থিত আসি।
শোকের সাগরে আমি তৃণ হেন ভাসি॥
কষ্ট-ভাগ্যে কষ্ট হয় নাহি হয় দূর।
স্বয়ম্বরে পাই দুঃখ জনকের পুর॥
লক্ষ রাজা স্বয়ম্বরে করিল গমন।
লক্ষ্য বিদ্ধি প্রাপ্ত হ'ল ইন্দ্রের নন্দন॥
তাহাতে অনেক কষ্ট পাইনু অপার।
কৃষ্ণের কৃপায় তাহে হইল নিস্তার॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হইলেন ধর্ম্মরাজ।
ভুবন বিখ্যাত হ'ল রাজসূয় কাজ॥
ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণ করিল সবারে।
কত শত রাজা আসি রহিল দুয়ারে॥
কুবের-সম্পদ জিনি হইল বৈভব।
পৃথিবীকে একচ্ছত্রা করিল পাণ্ডব॥
জনে জনে বিষয়াদি দিল যুধিষ্ঠির।
সম্পদের সংখ্যা নাহি আনন্দ-মন্দির॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করিল মন্ত্রণা।
শকুনি পাপিষ্ঠে আনি দিলেক যন্ত্রণা॥
পাশা খেলি রাজ্য ধন হরিয়া লইল।
সভামধ্যে আমার যে চুলেতে ধরিল॥
বস্ত্রহরণের কষ্ট দিল দুঃশাসন।
কতেক কহিব তাহা না যায় কথন॥
আকর্ষণ করি কেশ টানে পুনঃপুন।
কেহ কিছু নাহি বলে সকলি বিগুণ॥
দুর্য্যোধন পাপমতি দেখাইল উরু।
একারণে ভাঙ্গে ভীম মারি গদা গুরু॥

কর্ণ দুষ্ট মোরে কত বলে কুবচন।
মরণ অধিক হ'ল না যায় কথন॥
যে কষ্ট হইল তাহা নারি কহিবারে।
অমঙ্গল দেখি অন্ধ চিন্তিল অন্তরে॥
আমারে ডাকিয়া অন্ধ দিল বরদান।
ধন রাজ্য দিয়া পুনঃ করিল সম্মান॥
ধন পেয়ে নিজ রাজ্যে করিনু গমন।
পুনঃ পাশা খেলি দুষ্ট পাঠাল কানন॥
পঞ্চ স্বামী সঙ্গে করি গেলাম সে বনে।
কি করিব রহিলাম কাম্যক কাননে॥
বনবাসে নানা কষ্ট হইল ভোগিতে।
কত দিনে দুর্য্যোধন বিচারিল চিতে॥
দুর্ব্বাসা মুনিরে পাঠাইল সেই বন।
ষাইট হাজার শিষ্য লয়ে তপোধন॥
তবে কত দিনে জয়দ্রথে পাঠাইল।
আসিয়া আমার বাসে অতিথি হইল॥
শূন্য ঘর দেখি দুষ্ট হরিল আমায়।
ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন আমারে সে দায়॥
অনন্তরে গিয়া আমি বিরাট-আলয়।
সৈরিন্ধ্রী হইয়া দুঃখ ভোগিলাম তায়॥
তবে কত দিনে দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
আমারে দিলেক দুঃখ অতি পাপমতি॥
প্রকারে মারিল ভীম রজনী সময়।
তাহে পাইলাম রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়॥
না জানি কি আছে আর বিধাতার মনে।
জটাসুর দিল দুঃখ কাম্যক কাননে॥
বলে লয়ে যায় দুষ্ট পৃষ্ঠেতে করিয়া।
তাহাকে মারিল ভীম গদা আস্ফালিয়া॥
তাহাতে পাইনু রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়।
কত দুঃখ কব আর কহনে না যায়॥
এই সব দুঃখ স্মরি জ্বলে বহ্নিজ্বালা।
কত আর নিবাইব হইয়া অবলা॥
এবে শত্রু বিনাশিয়া মনে হ'ল আশ।
যামিনীতে হায় এ কি হ'ল সর্ব্বনাশ॥
এখনো জীবন ধরে এই পাপ তনু।
আমার উচিত হয় পশিতে কৃশানু॥

পিতৃ-ভ্রাতৃ-পুত্র-শোকে জ্বলে কলেবর।
যেমন গরল-জ্বালা জ্বলিছে অন্তর॥
কান্দিয়া শত্রুর নারী মনে পায় ব্যথা।
তাহার অধিক মোরে করিল বিধাতা॥
দ্রৌপদী-ক্রন্দন শুনি ভীম ধনঞ্জয়।
অবসন্ন হয়ে দেখে সব শূন্যময়॥
বিহ্বল হইয়া পড়ে মাদ্রীর নন্দন।
দ্রৌপদী হইতে করে অধিক ক্রন্দন॥
শোকেতে আকুল হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
শিবিরে দেখিতে রাজা করেন গমন॥
কাক চিল উড়ে পড়ে শিবা কঙ্ক আদি।
খরস্রোতে বহিতেছে শোণিতের নদী॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অশ্বত্থামার মুণ্ড ছেদনার্থ
ভীমের যাত্রা।

শিবির দেখিয়া রাজা দুঃখী অসম্ভব।
অশ্রু বহে নেত্রে কান্দে যতেক পাণ্ডব॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি হত দেখি যুধিষ্ঠির।
বিলাপ করেন কত নেত্রে বহে নীর॥
সকল মরিল রাজ্যে কিবা প্রয়োজন।
বৃথা করিলাম এত অসাধ্য সাধন॥
ভীম বলে রাজা শোক কর অনুচিত।
আপনার কর্ম্মভোগ কে করে খণ্ডিত॥
আপনি থাকিলে সর্ব্ব পাবে মহাশয়।
অকারণে কর শোক ইতরের প্রায়॥
কর্ম্মবশে জন্ম মৃত্যু হয় পুনঃপুন।
কোথা ছিলে কোথা যাবে তাহা নাহি গণ॥
কর্ম্মবশে আসি মিলে কেহ নহে কার।
জন্মিলে মরণ আছে নহে খণ্ডিবার॥
যে মরিল সে চলিল যথা কর্ম্মভোগ।
কেবল শরীর ছাড়ে দৈবের সংযোগ॥
কাল পূর্ণ হলে আর কে রাখিতে পারে।
কত শত মহারাজ পুনঃপুনঃ মরে॥
অষ্টাদশ দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে।
বিপক্ষে জিনিয়া মৃত্যু হ'ল নিশাকালে॥

কাল পূর্ণ হলে মরে বিধির নির্ব্বন্ধ।
কালেতে সংহার করে ইথে এই বন্ধ॥
ইথে শোক অনুচিত ভাবিয়া কি কাজ।
শাস্ত্রবিজ্ঞ হয়ে কেন চিন্ত মহারাজ॥
অতঃপর কৃষ্ণা কন অতি শোকাবেশে।
অশ্বত্থামা-মুণ্ড আনি দেহ মম পাশে॥
দ্রৌণির মস্তকে বদ্ধ আছে এক মণি।
মুণ্ড কাটি সেই মণি যদি দেহ আনি॥
তবে শোক নিবারণ হইবে আমার।
নহে ভ্রাতৃ-পুত্রশোকে না বাঁচিব আর।
শুন ভীম মহাবীর তোমা সম নাই।
বিক্রমে বিশাল তোমা করিল গোঁসাই।
সুগন্ধিক পুষ্পোদ্যানে জিনি যক্ষরাজে।
হিড়িম্বে মারিলে তুমি অরণ্যের মাঝে
ব্রাহ্মণ রক্ষণে বকে করিলে বিনাশ।
কিম্মীরে বধিয়া কৈলে কাননে নিবাস॥
জয়দ্রথ-ভয় হতে করিলে উদ্ধার।
কীচকে বধিয়া মান রাখিলে আমার॥
এখন এ শোকসিন্ধু-মধ্যে ডুবি মরি।
রক্ষা কর আমারে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি॥
দুঃশাসন-রক্তপান কৈলে রণমাঝে।
উরু ভাঙ্গি ভূমিতে পাড়িলে কুরুরাজে॥
প্রতিজ্ঞা পূরণে পদাঘাত কৈলে শিরে।
সমুদ্র তরিয়া মরি গোখুরের নীরে॥
আমার বচন ধর মার অশ্বত্থামা।
সকল নিষ্ফল হ'ল তোমার মহিমা॥
এখন উচিত হয় এই সব কথা।
শীঘ্র মোরে আনি দেহ দ্রোণপুত্রমাথা॥
ব্রাহ্মণ হইয়া রাক্ষসের কর্ম্ম করে।
নিদ্রাগত পেয়ে দুষ্ট সবারে সংহারে॥
তাহার বিনাশে নাহি ব্রহ্মবধভয়।
অধর্ম্ম করিল সেই দুষ্ট দুরাশয়॥
কান্দিতে কান্দিতে এত দ্রৌপদী কহিল।
অনুমতি হেতু ভীম ধর্ম্মে জানাইল॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এই সে উচিত।
কর্ম্ম অনুসারে শাস্তি শাস্ত্রের বিহিত॥

এত শুনি ভীমবীর রথে আরোহিয়া।
নকুলে সারথি করি চলিল ধাইয়া॥

যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণ সংবাদ।

ভীমের এতেক সজ্জা আরম্ভ দেখিয়া।
গোবিন্দ বলেন ধর্ম্মরাজে সম্বোধিয়া॥
অশ্বত্থামা বধে পাঠাতেছ বৃকোদরে।
সুযুক্তি নহেক ইহা জানিহ বিচারে॥
অসাধ্য সাধন সেই সিদ্ধি অসম্ভব।
সংসারে বিজয়ী সে কে করে পরাভব॥
পরাক্রম তাহার কি না আছ বিদিত।
না বুঝিয়া হেন কর্ম্ম কর বিপরীত॥
ত্রিভুবনে এক বীর মহাধনুর্দ্ধর।
পরাক্রম করি জিনে সব চরাচর॥
কি করিবে ভীম তার করি মহারণ।
ভীম হতে নাহি হবে তাহার দমন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি যবে ছিলে বনে।
অশ্বত্থামা নিরবধি ভ্রমিত কাননে॥
দৈবে এক দিন গেল দ্বারকাভুবন।
দেখিয়া যাদবগণে হরষিতমন॥
বিক্রম করিয়া বলে আমার সাক্ষাতে।
ব্রহ্মশির অস্ত্র আমি জানি ভালমতে॥
তাহা লয়ে চক্র মোরে দেহ চক্রপাণি।
ত্রিলোক জিনিতে পারি হেন অস্ত্র জানি॥
অব্যর্থ আমার অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
ইহা লয়ে চক্র মোরে দেহ নারায়ণ॥
উপরোধ হেতু আর দেরী না করিয়া।
দ্রৌণিকে দিলাম চক্র তখনি আনিয়া॥
তুলিতে নহিল শক্ত রাখি চক্রবর।
কহিল না লব চক্র রাখ চক্রধর॥
ইহার অধিক মোর আছে ব্রহ্মশির।
বজ্রদণ্ডে জিনি আমি শুন যদুবীর॥
পৃথিবী সংহার দেব করে এই বাণে।
কাহারে না দিয়া অস্ত্র দিল মোর স্থানে॥
করিলাম জিজ্ঞাসা যে দ্রোণের নন্দনে।
তবে চক্র চাহ কেন আমার সদনে॥

অশ্বত্থামা বলে তোমা জিনিবার মনে।
অস্ত্র হতে শ্রেষ্ঠ চক্র জানিনু এক্ষণে॥
কার্য্য নাহি তোমা সহ বিবাদ আমার।
এত বলি তথা হতে কৈল আগুসার॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত রাজা কহিনু তোমায়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা মনে লয়॥
দ্রোণপুত্র দুরাত্মা সে ক্রোধন চঞ্চল।
ব্রহ্মশির অস্ত্র তার সদা করতল॥
আমার বচনে তুমি রাখ ভীমবীরে।
শুনিয়া চিন্তিত রাজা হলেন অন্তরে॥
সকল মজিল রাজ্য কি কার্য্য বিশেষ।
নিশ্চয় মরিব আমি শুন হৃষীকেশ॥
আগে ভীম চলি গেল না শুনি বারণ।
এখন উচিত যাহা কর নারায়ণ॥
তোমা বিনা গতি আর নাহি ত্রিভুবনে।
বল বুদ্ধি পরাক্রম নাহি তোমা বিনে॥
যে হয় উপায় এবে করহ উচিত।
তোমা বিনা পাণ্ডবের অন্য নাহি স্থিত॥
গোবিন্দ বলেন চল ভীমের পশ্চাৎ।
বিলম্ব না কর আর শুন নরনাথ॥
অর্জ্জুন সহিত হরি করেন গমন।
তাহার পশ্চাতে যান ধর্ম্মের নন্দন॥
রথ রথী পদাতিক চলিল অপার।
নানা বাদ্য কোলাহলে কৈল আগুসার॥

অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরাস্ত্র পরিত্যাগ।

অশ্বত্থামা সর্ব্বসৈন্য করিয়া বিনাশ।
ভয়ে পলাইয়া রহে যথা মুনি ব্যাস॥
তথা উপনীত হ'ল ভীম মহাবাহু।
অশ্বত্থামা দেখি যেন চন্দ্রে গিলে রাহু॥
বাহুশব্দে অশ্বত্থামা কম্পিত হইল।
ভীমের গর্জ্জন শুনি বিস্ময় মানিল॥
ভীমে দেখি অশ্বত্থামা করিল সাহস।
মরণ চিন্তিল মনে রাখিবারে যশ॥
অশ্বত্থামা অস্ত্র ধনু নাহি করে ধরে।
মুষ্টি করি লইল ঈষিকা সব্যকরে॥

মন্ত্র পড়ি ছাড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
নিষ্পাণ্ডবা ক্ষিতি করে প্রতিজ্ঞা তাহার॥
ক্রোধ করি অস্ত্র ছাড়ে করিয়া গর্জ্জন।
বাণের মুখেতে অগ্নি হয় বরিষণ॥
হেনকালে তথা পার্থ গোবিন্দ আসিয়া।
প্রলয় অনল উঠে সম্মুখে দেখিয়া॥
অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ কি দেখহ আর।
ক্ষণেক থাকিলে তোমা করিবে সংহার॥
সম্বরণ অস্ত্র জান দ্রোণ-উপদেশে।
সত্বরে সন্ধান পূর অস্ত্রের বিনাশে॥
ক্ষণেক থাকিলে হবে অসাধ্য হে সখা।
প্রলয় অনল উঠে নাহি যাবে রাখা॥

অর্জ্জুনের অস্ত্র পরিত্যাগ।

অর্জ্জুন শুনিয়া উঠিলেন ক্রোধভরে।
করতলে ধরি অস্ত্র সাহসী অন্তরে॥
আগু হয়ে রথ হতে নামি ধনঞ্জয়।
দাণ্ডাইয়া রহিলেন কারে নাহি ভয়॥
যোড়হাতে গুরুপদে করি নমস্কার।
ধনুক-টঙ্কার দেন লোকে চমৎকার॥
এড়িলেন এক বাণ উঠিল আকাশে।
গর্জ্জন করিয়া যায় দ্রোণপুত্র নাশে॥
তন্ত্রে মন্ত্রে বাণ এড়িলেন ধনঞ্জয়।
হইল প্রলয় যুদ্ধ দোঁহেতে দুর্জ্জয়॥
তিন লোক শব্দে কাঁপে কাপে চরাচর।
যেন কালদণ্ড বাণ জ্বলে বৈশ্বানর॥
উল্কাপাত নির্ঘাত সে বাণ হতে খসে।
হইল প্রলয় বড় পৃথিবী বিনাশে॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি হয় ঘনে ঘন।
প্রলয় দেখিয়া স্থান ছাড়ে দেবগণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কাঁপে সর্ব্বলোক।
মহাশব্দে বন যেন পোড়ায় পাবক॥
দুই অস্ত্র সম দেখি কেহ নহে ঊন'।
মহাবীর দুই জন কেহ নহে ন্যূন॥
গিরি বৃক্ষ পোড়ে তাহে প্রাণী কিসে গণি।
অকালে প্রলয় হয় মানে সর্ব্ব প্রাণী॥

মহাশব্দে পুড়ি যায় সব অগ্নিময়।
সমুদ্র মন্থনে যেন বিষের উদয়॥
দ্বাদশ সূর্য্যের দীপ্তি প্রলয়ের কালে।
সেই মত শত শত দোঁহে অস্ত্র ফেলে॥
জল স্থল পুড়ি যায় যেমত ঝঞ্ঝনা।
মহা অস্ত্র দোঁহে নাহি সম্বরে আপনা।

উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মশিরাস্ত্রের প্রবেশ।

সর্ব্ব সৃষ্টি নাশ যায় দেখি লাগে ত্রাস
হেনকালে আসে তথা নারদ ও ব্যাস।
দুই বাণ মধ্যে রহিলেন দুই মুনি।
বিশ্বের নিতান্ত নাশ মনে অনুমানি॥
দোঁহারে বলেন ডাকি দুই তপোধন।
সৃষ্টি নাশ কর কেন কর সম্বরণ॥
উভয়ে বিবাদে কেন সৃষ্টি কর নাশ।
কিবা মনে করিয়াছ কহ এক ভাষ॥
শুনিয়া দোঁহার বাক্য অর্জ্জুন তখন।
করিলেন আপনার অস্ত্র সম্বরণ॥
দ্রৌণি ডাকি কহে শক্য নহে নিবারণ
ক্রোধে অস্ত্র ছাড়িলাম কি করি এখন।
উপরোধ রাখি যদি তোমা দোঁহাকার
পাণ্ডবে মারিয়া অস্ত্র আসুক আমার॥
তবে যদি ক্ষমা করি দোঁহা উপরোধে।
উত্তরার গর্ভপাত করিব বিবাদে॥
যেই পুত্র আছে উত্তরার গর্ভবাসে।
চলিল আমার অস্ত্র তাহার বিনাশে॥
অর্জ্জুন বলেন কাটি দ্রোণপুত্র-শির।
নহিলে নাহিক ক্ষমা জান ফাল্গুনির॥
ব্যাস বলিলেন শুন বীর-অশ্বত্থামা।
শিরোমণি দিয়া পার্থে তুমি কর ক্ষমা।
তব বাণে মরে যদি থাকে গর্ভবাসে।
তারে জীয়াইব আমি চক্ষুর নিমেষে॥
মণি দিলে শির ক্ষত হইবে তোমার।
বৎসর সহস্র তৈলে নাহি প্রতীকার॥
শিরের পীড়ায় তুমি করিবে ভ্রমণ।
যেমন তোমার কর্ম্ম হইল তেমন॥

এত শুনি অশ্বত্থামা করিয়া ছেদন।
শিরোমণি ধনঞ্জয়ে করে সমর্পণ॥
হেথা দ্রৌণি-বাণ বেগে উঠিল আকাশে।
বায়ুবেগে উত্তরার গর্ভেতে প্রবেশে॥
গর্ভে প্রবেশিয়া গর্ভ করিল নিধন।
প্রবেশ করেন গর্ভে কৃষ্ণ সেইক্ষণ॥
গর্ভ বিনাশিয়া বাণ হইল বাহির।
পুনঃ গর্ভ সঞ্জীবিত করে যদুবীর॥
এই মতে শান্ত হ'ল অস্ত্র বরিষণ।
জলেতে নিবৃত্ত যেন হয় হুতাশন॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে শুন ভবসিন্ধু হবে পার॥

অশ্বত্থামার শিরোমণি প্রাপ্তে
দ্রৌপদীর সন্তোষ।

মস্তক জ্বলনে দুঃখ অশ্বত্থামা পায়।
দেখি মুনি ব্যাসদেব কহিলেন তায়॥
যাবৎ তোমার দেহে থাকিবে জীবন।
শিরোমণি তোমার না হবে কদাচন॥
পৃথিবীতে নর তৈল মাখিবার কালে।
তব নামে তিনবার অগ্রে দিবে ফেলে॥
সেই তৈল পড়িবেক পৃথিবী উপরে।
তোমার মস্তকে পড়িবেক মম বরে॥
তাহাতে নিবৃত্ত হবে তোমার জ্বলনি।
নিজ স্থানে যাহ ভয় না করিহ দ্রৌণি॥
তব নামে অগ্রে তৈল যে জন না দিবে।
ব্রহ্মবধ মহাপাপ তারে পরশিবে॥
এইরূপে অশ্বত্থামা দিয়া মণিবর।
বিমনা হইয়া গেল আপনার ঘর॥
ব্যাস-নারদেরে লয়ে পাণ্ডুপুত্রগণ।
কৃষ্ণসহ করিলেন শিবিরে গমন॥
পুনর্জন্ম হ'ল মনে করে ভীমবীর।
গোবিন্দের দয়াবশে সুস্থ যুধিষ্ঠির॥
জানিলেন হরি হতে তরিনু সঙ্কটে।
সতত রাখেন কৃষ্ণ বিঘ্ন যদি ঘটে॥
দ্রৌণির মস্তকমণি লইয়া সত্বর।
কৃষ্ণার নিকটে যান বীর বৃকোদর॥

অগ্রে শিরোমণি রাখি কহেন বৃত্তান্ত।
ভাগ্যে রক্ষা পাইলাম এবার নিতান্ত॥
দ্রৌপদী বলেন মম গেল পরিতাপ।
দুঃখের কারণ মম ছিল পূর্ব্ব পাপ॥
মণি আনি দিয়া তুষ্ট করিলে আমারে।
আমা প্রতি মন আছে জানিনু তোমারে।
এই মণি মহারাজ করুন ধারণ।
তবে ভীম আরো মম তুষ্ট হয় মন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদ।

কৃষ্ণার অভীষ্ট তবে জানি ধর্ম্মরায়।
করিলেন স্বমস্তক ভূষিত তাহায়॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল দেব নারায়ণে।
অন্তর্যামী ভগবান জানহ আপনে॥
না হইল না হইবে এমন মন্ত্রণা।
তোমার রক্ষিত আমি জানে সর্ব্বজনা॥
কার বরে দ্রোণপুত্র রাত্রিতে আসিয়া।
একাকী সকল সৈন্য গেল বিনাশিয়া॥
পূর্ব্বে যদি এইরূপ হ'ত জনার্দ্দন।
সংহার করিত দ্রৌণি যত সৈন্যগণ॥
কহ শুনি জগন্নাথ ইহার কারণ।
কি কারণে অশ্বত্থামা করিল এমন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা জানিলে কি হয়।
কালে করে কালে হরে কাল সর্ব্বময়॥
পরাক্রমে দ্রোণপুত্র পারে কি তোমায়
সাধিল দুষ্কর কার্য্য শিবের কৃপায়॥
ভক্তি হেতু মহাদেব অর্জ্জুনের বশ।
সব রক্ষা করিলেন দিন অষ্টাদশ॥
ক্ষয়কালে উপনীত দ্রোণের নন্দন।
পাইল শিবির-দ্বারে শিব-দরশন॥
ভক্তিভাবে স্তব করে দেব মহেশেরে।
বর পাইলেক দ্রৌণি যা ছিল অন্তরে॥
দয়ার সাগর হর না ভাবি বিষাদ।
দ্রৌণিরে আপন খড়্গ দিলেন প্রসাদ॥

বর দিয়া মহেশ্বর যান নিজালয়।
বধিল সকল সেনা দ্রোণের তনয়॥
পরম কৃপালু হর দেবের দেবতা।
সংহার কারণে রুদ্র প্রলয়-বিধাতা॥
পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন মহেশ।
পুনঃ বর দেন তারে হয়ে ব্যোমকেশ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি আদি দেবগণ।
শিব সেবি সব কার্য্য করিল সাধন॥
যাঁহার আজ্ঞায় জয় হয় ত্রিভুবনে।
ভক্ষণ করিল বিষ সমুদ্র মন্থনে॥
শিববরে দ্রৌণি সব করিল বিনাশ।
নহিলে কাহার শক্তি হেন করে আশ॥
সৃষ্টির সংহার-কর্ত্তা যেই দেবরাজ।
তাঁর আজ্ঞা বিনা কেহ নাহি করে কাজ॥
জন্মাইয়া ত্রিজগৎ করেন পালন।
কাল পরিপূর্ণ হলে আপনি নিধন॥
আদ্যদেব মহাগুরু সর্ব্ব-দেবগুরু।
ভক্তের অধীন সদা বাঞ্ছাকল্পতরু॥
এতেক মহত্ত্ব তব শিব-প্রসাদাৎ।
অর্জ্জুনে তোষেন দেব হইয়া কিরাত॥
যত বীর মরিলেন ভারত সমরে।
কুরুক্ষেত্রে পড়ি সব গেল স্বর্গপুরে॥
তুমি আমি যথাকালে যাব অনায়াসে।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রেতে বিশেষে॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন বচন।
বুঝিলে না বুঝে মন মায়ার কারণ॥
তোমা বিনা নাহি গতি শুন পরমেশ।
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি না পাই উদ্দেশ
দৈব হেতু সব হয় কে খণ্ডিতে পারে।
কর্ম্মদোষে গতায়াত সদা প্রাণী করে॥
তথাপি তোমারে কহি মনের মানসে।
জয় পরাজয় হয় স্ব স্ব কর্ম্মবশে॥
দেখহ গোবিন্দ মম অতি অমঙ্গল।
গেল বন্ধু বান্ধবাদি তনয় সকল॥
বিলাপ করুণা যত কি করি এখন।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি বিধির লিখন॥
তোমার চরণে মতি রহে অনিবার।
জীবন যৌবন ধন মিথ্যা পরিবার॥
গোবিন্দ বলেন রাজা ত্যজ শোক মন।
রাজধর্ম্ম সদাচার কর অনুক্ষণ॥
যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রকুলে প্রধান এ কাজ।
প্রজার পালন কর পৃথিবীর মাঝ॥
জয় পরাজয় হয় নাহিক এড়ান।
পূর্ব্বাপর সংসারেতে আছে এ বিধান।
কৃষ্ণের বচনে রাজা স্থির করে মন।
দ্রৌপদী সুস্থিরা হয়ে চিন্তে নারায়ণ॥
গোবিন্দ-মায়াতে সবে সুস্থির হইল।
অনুক্ষণ কৃষ্ণ নাম জপিতে লাগিল॥
সকল আপদ খণ্ডে জন্মে দিব্য জ্ঞান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
মহাভারতের কথা কাশী বিরচিল।
এইত ঐষীকপর্ব্ব সমাপ্ত হইল॥

ঐষীকপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

ভারত-রত্ন।

স্ত্রীপর্ব্ব।
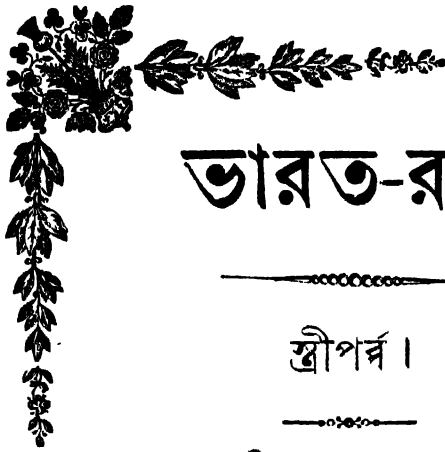
" নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ "

বৈশম্পায়নের প্রতি জনমেজয়ের প্রশ্ন।

শ্রীজনমেজয় বলে কহ মহাশয়।
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ শুনি ঘুচিল সংশয় ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সমরে পড়িল।
তিন জন মাত্র তাহে রক্ষা যে পাইল ॥
পরে কি হইল মুনি বলহ আমারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা জিজ্ঞাসি তোমারে ॥
কি করিল শুনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে।
সান্ত্বনা করিল কহ কোন্ কোন্ লোকে ॥
দুর্য্যোধন হেন পুত্র মরিল যাহার।
কেমনে শোকেতে প্রাণ রহিল তাহার ॥
গান্ধারী কেমনে বাঁচিলেক পুত্রশোকে।
বিবরিয়া সেই সব বলহ আমাকে ॥
মৃত তনু কোন মতে হইল সৎকার।
কুরুক্ষেত্রে হ'ল যত ক্ষত্রিয় সংহার ॥
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মনধন্দ ॥
মুনি বলে শুন রাজা সে সব কথন।
যে কর্ম্ম করিল শোকে কৌরবনন্দন ॥
সঞ্জয় কহিল ধৃতরাষ্ট্র নৃপবরে।
সেই সব বিবরণ কহিব তোমারে ॥

শতপুত্র নাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও তাঁহার সান্ত্বনা।

দুর্য্যোধন-মৃত্যুকথা, সঞ্জয় কহিল তথা,
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে।
যেন হ'ল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্রপাত,
কর্ণ যেন রুদ্ধ হ'ল বাতে ॥
সকল পৃথিবীপতি, দুর্য্যোধন মহামতি,
বলে ইন্দ্র না হয় সোসর।
হেন পুত্র যার মরে, সে কেমনে প্রাণ ধরে,
শোকেতে হইল জর জর ॥
পুত্রশোকে নরপতি, বিহ্বল পড়িল ক্ষিতি,
নয়নে বরষে জলধার।
বায়ুভগ্ন যেন তরু, শোক হ'ল অতি গুরু,
পড়িয়া করয়ে হাহাকার ॥
এক শত পুত্র আর, মরিলেক পরিবার,
সঞ্জয় কহিল নৃপবরে।
হাহা পুত্র পুত্র করি, পড়ে কুরু-অধিকারী,
বজ্রাঘাত পড়ে যেন শিরে ॥
বিধি কৈল হেন দশা, মনে ছিল যত আশা,
দূর হ'ল দৈবের ঘটন।
শত পুত্র বিনাশিল, এক জন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ ॥

হাহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
শোকে মোর না রহে শরীর।
আমারে সঞ্জয় কহ, কোথা তার পিতামহ,
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর॥
কোথা কর্ণ মহাশূর, রিপুদর্প করি দূর,
কোথা গেল শকুনি দুর্ম্মতি।
কুমন্ত্রণা দিল মোরে, সে কারণে পুত্র মরে,
না শুনিল সুহৃদ-ভারতী॥
এত বলি কুরুপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
দুই চক্ষু পূর্ণ জলধারে।
যতেক দুঃসহ শূল, নাহি শোক সমতুল,
এত শোক কে সহিতে পারে॥
বিধাতা পাষাণ দিয়া, গঠিল আমার হিয়া,
সে কারণে বিদীর্ণ না হয়।
রাখিতে এপাপ প্রাণ, নাহি হয় সন্নিধান,
কি করিব বলহ সঞ্জয়॥
আর্ত্তনাদ করে বীর, ভূমিতে লোটায় শির,
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন করি।
পড়ি আছে রাজপাট, মানিক মন্দির খাট,
কি হইল কুরু-অধিকারী॥
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক, পড়িল অমাত্যলোক,
মরিল সুহৃদ্ বন্ধু জন।
করপুটে ভিক্ষা করি, হইব যে দেশান্তরী,
পৃথিবী করিব পর্য্যটন॥
আমার ললাট-তটে, এ লিখন ছিল বটে,
কুরুকুল হইবে সংহার।
সকল পৃথিবী শাসি, ভুঞ্জিয়া বিভবরাশি,
পরিচর্য্যা করিব কাহার॥
হইলাম অতিদীন, যেন পক্ষী পক্ষহীন,
জরাতে হারাই রাজ্যসুখ।
নয়ন-বিহীন তনু, যেন তেজ-হীন ভানু,
কেমনে সহিব এত দুঃখ॥
আমারে সে হিতকাম, প্রবোধ দিলেন রাম,
তাহা আমি না ধরিনু মনে।
ভূপতি-সভাতে আসি, কৈলেন নারদ ঋষি,
তাঁর বাক্য না শুনিনু কাণে॥

ভীষ্মদেব কুরু-গুরু, মহামন্ত্রী কল্পতরু,
হিত কথা কহিল বিস্তর।
না শুনি তাঁহার বোল, বিপদে দিলাম কোল,
হাতে হাতে ফল পাই তার॥
দুর্য্যোধন-বধ-ধ্বনি, দুঃশাসন-মৃত্যুবাণী
কর্ণ-বধ কর্ণে নাহি সয়।
হ'ল দ্রোণ বিনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,
মোর বাক্য শুনহ সঞ্জয়॥
পূর্ব্বে করিয়াছি পাপ, সে কারণে পাই তাপ
বিচারিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম্ম ভোগ, সুত-বন্ধু বিপ্রয়োগ,
কর্ম্মবন্ধে ভোগ সবে করে॥
শুনহ সঞ্জয় তুমি, ইহা নাহি জানি আমি
কখন ভীষ্মের পরাজয়।
সেজনে অর্জ্জুন মারে, একথা কহিব কারে,
মনে বড় জন্মিল বিস্ময়॥
যাঁর সনে ভৃগুরাম, করি রণ অবিশ্রাম,
প্রশংসা করিয়া গেল ঘরে।
তাঁহার হইল নাশ, শুনি মনে পাই ত্রাস,
সঞ্জয় কহিল আসি মোরে॥
দ্রোণ মহাবলবান, পৃথিবী না ধরে টান,
তাহাকে মারিল ধনঞ্জয়।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অর্জ্জুন করিল কুলক্ষয়॥
আমা হেন দুঃখি জন, নাহি দেখি ত্রিভুবন,
আমার মরণ সমুচিত।
শীঘ্র মোরে লহ রণে, দেখাহ পাণ্ডবগণে,
আমি সবে মারিব নিশ্চিত॥
যুড়িয়া ধনুকে বাণ, ভীমের বধিব প্রাণ,
পুত্রশোক সহিতে না পারি।
অর্জ্জুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মনোব্যথা,
ধর্ম্মে দিব হস্তিনানগরী॥
রাজার বচন শুনি, সঞ্জয় মনেতে গণি,
যোড়হাতে করে নিবেদন।
শুন শুন মহারাজ, সকলি বিধির কাজ,
বুঝিয়া না বুঝ কি কারণ॥

বেদশাস্ত্রে মহাজ্ঞান,আগমেতে অবধান,
আর যত পুরাণ আছয়ে।
সকল জানহ তুমি,কি নীতি বুঝাব আমি,
বিচারহ আপন হৃদয়ে ॥
তোমার সমানগুণী,পৃথিবীতে নাহিশুনি,
সংসারেতে তোমার ব্যাখ্যান ।
বৃদ্ধ হতে বৃদ্ধোত্তম, নাহিকেহ তোমাসম,
শোকে কেন হও হতজ্ঞান ॥
নরপতি পুণ্যবান, সৃঞ্জয় তাহার নাম,
পুত্রশোকে ছিল সে পীড়িত।
নারদের উপদেশ, পাইল সে সবিশেষ,
তাহে তার হ'ল সুস্থ চিত ॥
আপনি সেসব কথা,অবশ্য আছেনজ্ঞাতা,
তবে কেন শোকে দেহ মতি।
জীবন মরণ যোগ,সুখ দুঃখভোগাভোগ,
কর্ম্মফলে হয় সে সঙ্গতি ॥
সহজে দুর্ম্মতি জন,রাজা হয়ে দুর্য্যোধন,
সাধুজন-বচন না শুনে।
দুঃশাসন মহাবীর,শকুনি পাপেতে ধীর,
বুদ্ধি দিল কৌরবনন্দনে ॥
কর্ণ বলিলেক যত, তাহে মাত্র অভিরত,
কার বোল না শুনিল কাণে।
ভীষ্মদেব বুঝাইল, কর্ণে তাহা না শুনিল,
গান্ধারীর বাক্য নাহি শুনে ॥
গুরুজন বলে যত, উপহাস করে তত,
এ জনের কেমনে কল্যাণ।
দ্রোণ কৃপ বিধিমতে,বুঝাইল বিদুরেতে,
প্রবোধ দিলেন ভৃগুরাম ॥
পাণ্ডবে মাগিল গ্রাম,আসিলেন ভগবান,
নীতি বুঝাইল নারায়ণ।
অসম্মত দুর্য্যোধন, কেবল মাগয়ে রণ,
কেন নাহি ত্যজিবে জীবন ॥
না শুনে ব্যাসের বাণী,অহঙ্কার মনে গণি,
ধর্ম্মপথ পরিহরি দূরে।
আপনি মধ্যস্থ হলে,কত তারেবুঝাইলে,
দৈবে যাবে শমনের পুরে ॥

পাশা খেলাইল যবে,শকুনি কহিল তবে,
সর্ব্বধন হারিল পাণ্ডব।
কিংজিতংকিংজিতংবলি,হইলেযেকুতূহলী,
কেন তাহা না ভাব কৌরব ॥
ক্ষিতির করিয়া ক্ষয়, শত্রুর বাড়ালে জয়,
পুত্রগণ মরিল অকালে।
তুমি কেন শোক কর, আমার বচন ধর,
কি কারণে লোটাও ভূতলে ॥
জানিয়া করিলে পাপ,শেষে পাও মনস্তাপ,
অনুশোচ না কর তাহাতে।
আপনার কর্ম্ম যত, ফল হয় অনুগত,
বিজ্ঞ জন মুগ্ধ নহে তাতে ॥
জ্বলন্ত অনল কেন, বসনে বান্ধিয়া আন,
সে অগ্নিতে দহিবে শরীর।
এ সব আপনদোষে,কহি রাজাতবপাশে,
তাহে দোষ নাহিক বিধির ॥
পুত্র তব মহাবলী, সুহৃদ-বচন ঠেলি,
রাজ্য-লোভ করিল দুর্জ্জয়।
পূর্ব্বাপর না ভাবিল,অগ্নিতে পতঙ্গ হ'ল,
তাহাতে হইল বংশক্ষয় ॥
সঞ্জয়ের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হয়ে নৃপমণি,
অতি দীর্ঘ ছাড়িল নিশ্বাস।
বিদুর পণ্ডিত-গুরু, উপদেশে কল্পতরু,
নৃপতিরে করিল আশ্বাস ॥
উঠ উঠ মহারাজ, সকল বিধির কাজ,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়তি যার,সেই দিনমৃত্যু তার,
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি ॥
মহা মহা বীর মরে, নিত্য যায় যমঘরে,
মৃত্যুবশ সব চরাচর।
সব সংহারয়ে কাল,নাহি তারকালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তর ॥
পূর্ব্বকথা মনে কর, শুন ওহে নৃপবর,
শকুনি খেলিল যবে পাশা।
সেই অনর্থের মূল, বিনাশিল কুরুকুল,
হাসি তুমি করিলে জিজ্ঞাসা ॥

পাসরিলে সেই বাণী, শুন অন্ধ নৃপমণি,
সে কথা নাহিক তব মনে।
এখন ভাবহ শোক, নিন্দিবেক সর্ব্বলোক,
এই দশা হইল এখনে॥
ক্ষত্রিয় নিধন করি, সম্মুখ সংগ্রামে মরি,
সবে গেল বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
এখন ধরহ ধৈর্য্য, না কর এমন কার্য্য,
দুঃখ ভাব কিসের কারণে॥
যেমত কদলীতরু, প্রবেশে দেখিয়া গুরু,
সংসারেতে কিছু নাহি সার।
নব নব স্তম্ভ ঘর, দেখি অতি মনোহর,
জন্ম জন্ম শরীর সঞ্চার॥
জীর্ণ বস্ত্র পরিহরে, যেন নববস্ত্র পরে,
তেমতি শরীর পরিবর্ত্ত।
কেহ মরে গর্ভবাসে, কেহ মরে দশমাসে,
পৃথিবী পরশ করি মাত্র॥
কেহমরে বাল্যকালে, সকলি কর্ম্মের ফলে,
কেহ কারে মারিতে না পারে।
আমার বচন শুনি, শান্ত হও নৃপমণি,
শোক আর না কর অন্তরে॥
বিদুরের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হ'ল নৃপমণি,
কিন্তু শোকে দহয়ে শরীর।
না শুনে বচন হিত, ধরিতে না পারে চিত,
ধৈর্য্যকে ধরিতে নারে ধীর॥
তবে আসি ব্যাস মুনি, বিদুর সঞ্জয় গুণী,
আর যত সুহৃদ সকলে।
শীতল সলিল সেচি, তালের বিউনী বিঁচি,
চেতন করায় মহীপালে॥
সম্বিত পাইয়া পুন, শোক করে চতুর্গুণ,
ধিক্ ধিক্ মনুষ্য জনমে।
পাই এত দুঃখ সব, পুত্রশোকে পরাভব,
ছার তনু নাহি যায় কেনে॥
শতপুত্র বিনাশিল, এক জন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ।
অনিত্য এ সব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ,
প্রাণ রাখি কিসের কারণ॥

ধৃতরাষ্ট্র নরপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
পুত্রশোক সহিতে না পারে।
ভাবয়ে বান্ধবশোক, ক্ষণেভাবেপরলোক,
নির্ণয় করিতে কিছু নারে॥
আহাপুত্রদুর্য্যোধন, কোথাগেলদুঃশাসন,
দুর্ম্মুখ প্রভৃতি শতপুত্র।
ধরিতেনাপারিহিয়া, লহমোরেউদ্ধারিয়া,
শোকেতে দহিছে মোর গাত্র॥
শকুনি গান্ধারসুত, দুঃখ মোরে দিল এত,
বংশ না রহিল পৃথিবীতে।
কাহারআশ্রয়ে রব, আমিকোনদেশেযাব,
যুক্তি নহে জীবন রাখিতে॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
গোবিন্দ-চরণে মন, নিবেদিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ।

বিষাদ করয়ে নরপতি পুত্রশোকে।
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত পুরলোকে॥
তবে ব্যাস কহিলেন শুন নৃপবর।
গত জীব হেতু তুমি শোক কেন কর॥
আর শোক না করিহ শুনহ রাজন।
মন দিয়া শুন দুর্য্যোধনের কথন॥
একদা গেলাম আমি ব্রহ্মার সভায়।
নারদাদি মুনিগণ আছিল তথায়॥
হেনকালে ধরা দেবী করে নিবেদন।
পরিত্রাণ কর মোরে ওহে পদ্মাসন॥
হরি করিলেন যত দানব সংহার।
ক্ষত্রকুলে জন্ম তারা নিল পুনর্ব্বার॥
অনীতি করয়ে যত কত কব আর।
সহিতে না পারি ভার তাহা সবাকার॥
গিরি আদি যত দেখ হয় মহাভার।
না পারি সহিতে বেদনিন্দকের ভার॥
পাপ-অত্যাচার-ভার না পারি সহিতে।
এই নিবেদন প্রভু কহিনু তোমাতে॥

পৃথিবী কহিল যদি এতেক ভারতী।
আশ্বাস করিয়া তাঁরে কহে প্রজাপতি ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির পুত্র দুর্য্যোধন।
কুরুবংশে জন্মিবে সে বড়ই দুর্জ্জন ॥
সে তোমার খণ্ডাইবে ভার গুরুতর।
শুন বসুমতী তুমি আমার উত্তর ॥
শুনিয়া কাশ্যপী স্তোত্র অনেক করিল।
যোড়হাত করি পুনঃ বলিতে লাগিল ॥
কেমন প্রকারে মোর ঘুচিবেক ভার।
কহ পিতামহ তাহা করিয়া বিস্তার ॥
ব্রহ্মা কন কুরু পাণ্ডু ভাই দুই জন।
চন্দ্রবংশে সমুৎপন্ন হবে বিচক্ষণ ॥
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চ জন তুল্য দেব।
ধর্ম্ম ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির হইবে নন্দন।
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আদি শত জন ॥
বিবাদ হইবে রাজ্য হেতু দুই জনে।
পাণ্ডুর নন্দনে আর ধার্ত্তরাষ্ট্র সনে ॥
পাণ্ডব-সহায় হবে বৈকুণ্ঠ-বিহারী।
কুরুক্ষেত্রে হইবেক ঘোর মারামারি ॥
কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্র যত সংহার হইবে।
শুন বসুমতী তব ভার না থাকিবে ॥
যাহ যাহ বসুমতী আপনার স্থান।
দুর্য্যোধন হেতু তব হবে পরিত্রাণ ॥
এত বলি পৃথিবীরে করিল বিদায়।
এই সব বিবরণ শুনিনু তথায় ॥
সেই দুর্য্যোধন হ'ল তোমার তনয়।
কলি প্রবেশের অগ্রে শুন মহাশয় ॥
মহা-মহীপাল হ'ল মহাক্রোধশালী।
গান্ধারী-উদরে জন্মে মূর্ত্তিমান কলি ॥
সবে হ'ল দুর্নিবার শত সহোদর।
কর্ণ হ'ল সখা তার শকুনি বর্ব্বর ॥
ক্ষত্রিয় বিনাশ হেতু অনর্থ-অঙ্কুর।
শুন মহারাজ সব শোক কর দূর ॥
কৌরবে পাণ্ডবে হ'ল ঘোরতর রণ।
কুরুক্ষেত্রে সব জন হইল নিধন ॥

এই পূর্ব্বকথা আমি জানাই তোমারে।
এত বলি ব্যাস বুঝাইলেন তাঁহারে ॥
সঞ্জয় কহিল তবে করি যোড়হাত।
এক নিবেদন করি শুন নরনাথ ॥
নানা দেশ হতে বহুসংখ্য নরপতি।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেক তোমার সন্ততি ॥
সবান্ধবে কুরুক্ষেত্রে হইল নিধন।
তা'সবার প্রেতকর্ম্ম করহ রাজন ॥
সঞ্জয়ের বাক্যে রাজা নিশ্বাস ছাড়িল।
মৃতবৎ হয়ে ভূমিতলেতে পড়িল ॥
বিদুর প্রবোধ তারে দেয় বারবার।
রথ-সজ্জা করে কুরুক্ষেত্রে যাইবার ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন পরে বিদুরেরে।
স্ত্রীগণে আনহ শীঘ্র গিয়া অন্তঃপুরে ॥
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র রথেতে চাপিল।
স্ত্রীগণে আনিতে তবে বিদুর চলিল ॥
বিদুর বলিল শুন গান্ধারনন্দিনী।
কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন নৃপমণি ॥
শত ভাই দুর্য্যোধন ত্যজিল জীবন।
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য আর কর্ণ মহাজন ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী ত্যজিল পরাণ।
প্রেতকর্ম্ম হেতু রাজা করিল প্রস্থান ॥
রাজার আদেশে আসি তোমা সবা নিতে।
কুরুক্ষেত্রে চল বধূগণে লয়ে সাথে ॥
পুত্রশোক স্মরি দেবী হইল বিমনা।
অন্তঃপুরে কান্দি উঠে ছিল যত জনা ॥
অন্দরে উঠিল ক্রন্দনের কোলাহল।
হার ছিঁড়ে বস্ত্র ছিঁড়ে লোটায় ভূতল ॥
কপালে কঙ্কণাঘাত শুনি গণ্ডগোল।
প্রলয় কালেতে যেন জলের কল্লোল ॥
বিদুর বলেন ইহা উচিত না হয়।
কুরুক্ষেত্রে চল সবে রাজার আজ্ঞায় ॥
বিদুরের বাক্য শুনি গান্ধারী তখন।
বধূগণ সঙ্গে করে রথে আরোহণ ॥
ঘরে ঘরে মহাশব্দ উঠিল ক্রন্দন।
বাল বৃদ্ধ যুবা আদি কান্দে সর্ব্বজন ॥

দেবগণে নাহি দেখে যে সব সুন্দরী।
রণস্থলে যায় তারা এক বস্ত্র পরি ।।
সাধারণ জন সব দেখয়ে সবাকে।
এড়াইতে নারে কেহ দৈবের বিপাকে ।।
সমান সমান দিন নাহি যায় কার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক না করে বিচার ।।
হ্রাস বৃদ্ধি কৌতুকাদি স্বজে নারায়ণ।
দেখিয়া না মানে তাহা অতি মূঢ় জন ।।
এক বস্ত্র পরে নৃপতির পাটেশ্বরী।
পুত্রগণ-শোকে মুক্তা হইল কবরী ।।
শত শত দাসীগণ যার সেবা করে।
সে জন পড়িয়া কান্দে ভূমির উপরে ।।
গলাগলি করি কান্দে যতেক সতিনী।
আহা মরি কোথা গেল কুরু নৃপমণি ।।
ধৃতরাষ্ট্র-সম্মুখেতে কান্দে সর্ব্বজন।
শোকেতে কাতর হয়ে ফেলে আভরণ ।।
কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ফেলাইয়া দূরে।
হা নাথ হা নাথ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।।
মুক্তকেশে কান্দে কেহ শ্বশুরের আগে।
যোড়হাত করি কেহ স্বামী দান মাগে ।।
কেহ বলে রাজ্য দেহ পাণ্ডুর নন্দনে।
কেহ বলে কৃষ্ণ আসে তোমা বিদ্যমানে ।।
কেহ বলে মিথ্যা কথা নাহিক সংগ্রাম।
কৌরবে পাণ্ডবে প্রীতি হ'ল পরিণাম ।।
মিথ্যা কথা কে কহিল রাজার গোচরে।
কুশলে আছয়ে কুরু সংগ্রাম ভিতরে ।।
এত বলি নারীগণে করয়ে করুণা।
তা শুনি রাজার মনে লাগিল বেদনা ।।
চারিভিতে বেড়ি কান্দে যত সব নারী।
নগর-বাহির হ'ল কুরু-অধিকারী ।।
গান্ধারী চাপিল রথে যত বধূ সঙ্গে।
শোকাকুলা সবে কারো বস্ত্র নাহি অঙ্গে ।।
বিচার নাহিক আর শোকে অচেতনা।
হতপতি নারীগণ হইল উন্মনা ।।
পরিল বসন কেহ করিয়া যতন।
অঙ্গেতে তুলিয়া দিল নানা আভরণ ।।
চরণে নূপুর পরে দোসারি মুকুতা।
সিন্দুর পরিল কেহ করি পূর্ণসিঁতা ।।
চন্দনের বিন্দু তার চারিদিকে দিল।
সুন্দর অলকা তাহে বেষ্টিত করিল ।।
তাম্বূল ভক্ষণ করি নানা গীত গায়।
চরণে নূপুর কেহ নাচিয়া বেড়ায় ।।
কেহ অসি চর্ম্ম করে বীরবেশ ধরি।
ধেয়ে যায় কুরুক্ষেত্রে পতি অনুসরি ।।
মুক্তকেশে আম্রশাখা লয়ে কত জন।
কেহ পথে পড়ে কেহ শোকে অচেতন
অনেক চলিল নারী পতি-পুত্রশোকে।
প্রবোধ করিতে সবে নারে কোন লোকে
হস্তিনা হইল শূন্য কেহ না রহিল।
রাজার সঙ্গেতে রাজবধূরা চলিল ।।
প্রথম বয়সে কেহ দেখিতে উত্তমা।
মুক্তকেশে যায় যেন সোণার প্রতিমা ।।
হেনমতে কুরুক্ষেত্রে যায় নরপতি।
সঙ্গেতে নাহিক রথ সৈন্য ঘোড়া হাতী
যুবতী সমূহ সঙ্গে চলিল রাজন।
শূন্য হতে কৌতুকাদি দেখে দেবগণ ।।
শোকাকুল হয়ে পথে যায় নরপতি।
হেনকালে অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি ।।
কৃতবর্ম্মা সহ পথে হ'ল দরশন।
নিরখি রাজাকে তারা আসে তিন জন ।।
পরিচয় নৃপতিকে দিল আপনার।
ধৃতরাষ্ট্র বলে তবে কহ সমাচার ।।
কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে সেই তিন জন।
অবধানে শুন রাজা সব বিবরণ ।।
মুখে না আসিছে বাক্য কহিতে ডরাই।
কহিবার যোগ্য নহে মনে দুঃখ পাই ।।
কেমনে সে সব কথা কহিব তোমারে।
বিধাতা দিলেক দুঃখ বিবিধ প্রকারে ।।
শুন মহারাজ কহি সব সমাচার।
কুরুক্ষেত্রে হ'ল যত ক্ষত্রিয় সংহার ।।
একাদশ অক্ষৌহিণী সকলি মরিল।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ এড়াইল ।।

দৈবে না হইল তিন জনের মরণ।
শত ভাই সহ রণে পড়ে দুর্য্যোধন॥
করিল দুষ্কর কর্ম্ম ভীম দুরাচার।
একাকী মারিল তব শতেক কুমার॥
শুনহ গান্ধারী দেবি করি নিবেদন।
ভীম করিলেক কুরু-বংশের নিধন॥
যত কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
যত কর্ম্ম করিলেক দুঃশাসন ধীর॥
শত পুত্র তোমার করিল যত কর্ম্ম।
যেমন আছিল মাতা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
পরাক্রম করি প্রাণ ত্যজিলেক রণে।
সুরপুরী গেল সবে চাপিয়া বিমানে॥
শোক পরিহর দেবী না কর বিলাপ।
দুর্য্যোধন প্রাণপণে করিল প্রতাপ॥
অন্যায় করিয়া ভীম ভাঙ্গিলেক ঊরু।
সেই ক্রোধে করিলাম মোরা কর্ম্ম গুরু॥
সবান্ধবে পাঞ্চালেরে করিনু সংহার।
বধিলাম দ্রৌপদীর পঞ্চটী কুমার॥
পাণ্ডবের রণে অবশেষ সাত জন।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন॥
শুনহ সকল কথা না করিহ ভয়।
অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে চল মহাশয়॥
আজ্ঞা দেহ মোরা নিজ নিজ স্থানে যাই।
কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেরা আছে পঞ্চ ভাই॥
এত বলি নৃপতির নিল অনুমতি।
প্রদক্ষিণ করি সবে চলে শীঘ্রগতি॥
হস্তিনাপুরেতে গেল কৃপ মহাশয়।
কৃতবর্ম্মা চলি গেল আপন আলয়॥
ব্যাসের আশ্রমে গেল দ্রোণের নন্দন।
কুরুক্ষেত্রে গেল হেথা অন্ধক রাজন॥
ধৃতরাষ্ট্র-আগমন শুনি পঞ্চ ভাই।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তি করেন সবাই॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন যদুনাথ।
কুরুক্ষেত্রে আসিলেন দেখ জ্যেষ্ঠতাত॥
কেমনে তাঁহারে আমি মুখ দেখাইব।
জিজ্ঞাসিলে সমাচার কি কথা কহিব॥
গান্ধারীর ক্রোধে আজি নাহিক নিস্তার।
কি উপায় করি কৃষ্ণ বল এইবার॥
শত পুত্র মরিলেক ভীমের প্রহারে।
এ শোক কেমনে সহে মায়ের অন্তরে॥
সতীর অব্যর্থ বাক্য শুন নারায়ণ।
আজি প্রাণ হারাইব ভাই পঞ্চজন॥
বৃথা যুদ্ধ করিলাম বৃথা পরাক্রম।
বৃথা গুরুহত্যা আর জ্ঞাতির নিধন॥
বৃথা বধিলাম পুত্র সুহৃদ বান্ধব।
বৃথা যুদ্ধ করিলাম শুন শ্রীমাধব॥
আজি গান্ধারীর ক্রোধে নাহিক নিস্তার।
অপাণ্ডব হইবেক সকল সংসার॥
শুন কৃষ্ণ তব পাশে করি নিবেদন।
প্রাণ লয়ে পলাউক ভাই চারি জন॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল কুমার।
পলাইয়া প্রাণরক্ষা করুক এবার॥
আমি যাব ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-গোচরে।
শাপ দিয়া ভস্মরাশি করুন আমারে॥
আমার জীবনে কৃষ্ণ নাহি প্রয়োজন।
লোকের সাক্ষাতে নাহি দেখাব বদন॥
ধর্ম্মের বচন শুনি দেব চক্রপাণি।
বলিলেন তাঁরে সুধামধুর সুবাণী॥
শুন রাজা ভয় তুমি কর কি কারণে।
রাখিতে মারিতে কেহ নাহি আমা বিনে॥
সবাকার আত্মা আমি পুরুষ প্রধান।
রাখিতে মারিতে আমা বিনা নারে আন॥
সবে মেলি চল যাব নৃপতির স্থানে।
দূর কর ভয় তুমি আমার বচনে॥
গান্ধারী না দিবে শাপ আমি ইহা জানি।
হরষিত-চিত্তে তুমি চল নৃপমণি॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
হাসিয়া বলেন তবে শুন যদুবীর॥
তোমার আজ্ঞাতে তবে সবে চলি যাব।
দ্রুতগতি চল নাহি বিলম্ব করিব॥
অনুমতি দেন কৃষ্ণ রাজার বচনে।
হরিষেতে চলে সবে রাজ-সম্ভাষণে॥

পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ সহ যান শীঘ্রগতি।
রাজার চরণে সবে করিল প্রণতি ॥
আমি যুধিষ্ঠির বলি পরিচয় দিতে।
রথ হতে ধৃতরাষ্ট্র নামিল ভূমিতে ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক লৌহভীম
চূর্ণকরণ।

সঞ্জয় রাজারে ধরি বসায় আসনে।
বসিলেন পঞ্চ ভাই রাজ-বিদ্যমানে ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বসেন আপনি।
হেনকালে বলে ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি ॥
কোথা ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য কহ নারায়ণ।
কোথা কর্ণ মহাবীর পুত্র দুর্য্যোধন ॥
গান্ধার-তনয় কোথা দুরাত্মা শকুনি।
কোথা শল্য রাজা আদি কহ চক্রপাণি ॥
এইত অদ্ভুত কথা বড়ই বিস্ময়।
তোমার সাক্ষাতে কেন অবিচার হয় ॥
ধর্ম্মের সপক্ষ তুমি আপদভঞ্জন।
অন্যায় করিল তবে কেন পঞ্চজন ॥
গুরু লঘু নাহি মানে পাণ্ডুর নন্দন।
এমত অন্যায় কর্ম্ম করে কোন্ জন ॥
বলিবে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম আছয়ে সংসারে।
তথাপি চাহিবে লোক ধর্ম্ম পালিবারে ॥
ধর্ম্মবান পাণ্ডুপুত্র বলে সর্ব্বজনে।
রাজ্যলোভে জ্ঞাতি-বধ করিল কেমনে ॥
কহ দেখি হেন কর্ম্ম করে কোন্ জন।
একটী না থু'ল মোর করিতে তর্পণ ॥
মহাগুরু পিতামহ গঙ্গার নন্দন।
পিতৃশোক নাহি জানে যাঁহার কারণ ॥
তাঁহারে করিল বধ রাজ্যলুব্ধ হয়ে।
কহ মায়াধর দেখি শাস্ত্র বিচারিয়ে ॥
সবে বলে ধর্ম্মপুত্র বড় ধর্ম্মবন্ত।
এতদিনে পাইলাম তাহার তদন্ত ॥
অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্য্য বিখ্যাত ভুবনে।
অস্ত্র-শিক্ষা কৈল গিয়া তাঁহার সদনে ॥
মিথ্যা অপভাষা কহি কহিলে বচন।
অশ্বত্থামা হত হ'ল বলে সর্ব্বজন ॥
এই অপভাষা হ'ল সমর-ভিতরে।
পুত্রশোক পেয়ে গুরু ভাবেন অন্তরে।
অমর করিয়া বর দিল প্রজাপতি।
অকালে মরিল পুত্র হইল অনীতি ॥
সত্য মিথ্যা জানিবারে চাহি এই হরি
এই কথা কহে যদি ধর্ম্ম-অধিকারী ॥
তবে সে প্রতীতি মোর হইবে অন্তরে।
নতুবা যাইব আমি ব্রহ্মার গোচরে ॥
তাহাতে মন্ত্রণা কৈলে দেব চক্রপাণি।
অমনি বলিল মিথ্যা ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
অশ্বত্থামা হত এই বাক্য মাত্র শুনি।
হেনকালে বদ্যভাণ্ডে হ'ল মহাধ্বনি ॥
নিশ্চয় জানিয়া গুরু পুত্রের মরণ।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে বীর হয়ে দুঃখীমন।
ধনুর্গুণ কণ্ঠদেশে করিয়া স্থাপন।
তাহাতে শরীর নিজ করিল ধারণ ॥
হেনকালে ধনঞ্জয়ে কহিলে চাহিয়ে।
সর্পে খায় বীর দ্রোণে কি দেখ দাঁড়ায়ে
শশব্যস্তে ধনঞ্জয় জুড়িলেক শর।
সর্প ভ্রমে কাটিলেক দ্রোণ-কলেবর ॥
তোমার সাক্ষাতে যদি হেন কর্ম্ম হয়।
কাহারে কহিব তবে আর মহাশয় ॥
এতেক কহিল যদি অম্বিকানন্দন।
শুনিয়া লজ্জিত হ'ল কমললোচন ॥
গোবিন্দ বলেন শুন কুরু-নৃপমণি।
মর্য্যাদা-সাগর তুমি জ্ঞানে মহাজ্ঞানী।
বেদ-শাস্ত্র কহি কিছু তাহে দেহ মন।
আমি কি কহিব ইহা বিধির ঘটন ॥
কালেতে জনমে প্রাণী কালবশে মরে।
কালপ্রাপ্তে মরে প্রাণী কে রাখিতে পারে
অবশ্য আছয়ে পাপ পুণ্যের উদয়।
আপনি জানহ তাহা ওহে মহাশয় ॥
শকুনির বাক্যে দুর্য্যোধন নরপতি।
নানামতে হিংসিলেক পাণ্ডুর সন্ততি ॥
আপনি নিষেধ কৈলে তাহা না শুনিল।
পাণ্ডুর নন্দনে নানা মতে কষ্ট দিল ॥

আমি মাগিলাম গিয়া পঞ্চখানি গ্রাম।
নাহি দিয়া নিরূপণ করিল সংগ্রাম ।
ক্ষত্রধর্ম্ম পালিলেন পাণ্ডুর কুমার।
সংগ্রামে মারিল শত তনয় তোমার ।।
এই কহিলাম রাজা যত বিবরণ।
সম্মুখে আছয়ে তব পাণ্ডুর নন্দন ।।
এত যদি কহিলেন দেব চক্রপাণি।
আশ্বাসিয়া কহে ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি ।।
কোথা ভীম আইসহ দিব আলিঙ্গন।
তুমি মোর ঘুচাইলে পিণ্ড-প্রয়োজন ।।
উরু-ভাঙ্গি দুর্য্যোধনে করিলে নিধন।
একে একে সংহারিলে শতেক নন্দন ।।
শুনিয়া আমার হ'ল হরিষ বিষাদ।
এস আলিঙ্গন দিয়া করিব প্রসাদ ।।
এতেক বলিয়া রাজা বাড়াইল হাত।
নৃপতির অভিপ্রায় জানি রমানাথ ।।
আছিল লোহার ভীম দিলেন গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি সানন্দ অন্তরে ।।
ধরিয়া লোহার ভীম চাপিল কোলেতে।
অযুত হস্তীর বল রাজার দেহেতে ।।
ভাঙ্গিল লোহার ভীম শব্দমাত্র শুনি।
চূর্ণ হয়ে পৃথিবীতে পড়িল তখনি ।।
শোকেতে নিশ্বাস ছাড়ি পাইলেক সুখ।
পড়িল ভূমিতে রাজা মনে পেয়ে দুঃখ ।।
কপটে কান্দয়ে রাজা হৃদয়ে উল্লাস।
মনেতে জানিল ভীম হইল বিনাশ ।।
পুত্র-শোকে নরপতি নাহি শুনে কাণে।
ভীম মরিলেক বলি হরষিত মনে ।।
নৃপতির দশা তবে দেখি নারায়ণ।
হাসিয়া বলেন সুধামধুর বচন ।।
শুন বৃদ্ধ নরপতি না কান্দিহ আর।
কুশলে আছেন ভীম পাণ্ডুর কুমার ।।
তোমার জন্মিবে ক্রোধ ইহা অনুমানি।
গঠিত লোহার ভীম দিনু নৃপমণি ।।
বিষাদ না কর তুমি শান্ত কর মন।
ভীমেরে মারিলে নাহি পাবে দুর্য্যোধন ।।
আর কেন অপযশ রাখিবে সংসারে।
শুদ্ধচিত্ত হও রাজা জানাই তোমারে ।।
আপনি কহিলে পূর্ব্বে শুনহ রাজন।
আপন তনয় সম পাণ্ডুর নন্দন ।।
তবে কেন হেন কর্ম্ম কর নরপতি।
বুঝিনু খলের কভু নহে শুদ্ধমতি ।।
কোন অংশে পাণ্ডবের নাহি অপরাধ।
আপনি করিলে তুমি নিজ কর্ম্ম বাদ ।।
ভীমে বিষ খাওয়া(ই)ল রাজা দুর্য্যোধন।
জতুগৃহে রাখিলেক পাণ্ডুর নন্দন ।।
তবে শকুনিরে আজ্ঞা দিল নরপতি।
পাশা খেলাইল যুধিষ্ঠিরের সংহতি ।।
প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব হারিল।
দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুলেতে ধরিল ।।
আপনি অনীতি করিলেক দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথে দিয়া করে দ্রৌপদী হরণ ।।
তথাপিহ পাণ্ডবের ক্রোধ না জন্মিল।
তবে দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসারে পাঠাইল ।।
আপনি সকল জান তুমি মহাশয়।
কিছু দোষ নাহি করে পাণ্ডুর তনয় ।।
অন্যায় করিল যুদ্ধ তোমার নন্দন।
অভিমন্যু পুত্রে বেড়ি মারে সাত জন ।।
পশ্চাতে পাণ্ডব পরাক্রম প্রকাশিল।
প্রতিজ্ঞা কারণে সব কৌরবে মারিল ।।
বেদশাস্ত্র জান তুমি আগম পুরাণ।
সজ্ঞান নাহিক কেহ তোমার সমান ।।
আপনি জানহ পাণ্ডবের যত দোষ।
তবে কি লাগিয়া কর এ সব আক্রোশ ।।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি যতেক বুঝাল।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন কিছু না শুনিল ।।
অধিক সকল গুণে হয় পঞ্চ ভাই।
আপনি সকল জান কি হেতু বুঝাই ।।
জানিয়া না জান তুমি আছিলে উদার।
কি কারণে নাহি বুঝ উচিত বিচার ।।
কেবল পুত্রেরে চাহি কর অপকর্ম্ম।
ভীমেরে মারিয়া কেন বিনাশিবে ধর্ম্ম ।।

কি দোষ করিল ভীম বলহ রাজন।
না বুঝিয়া কেন কর হেন আচরণ ॥
কদাচিত পাণ্ডবেরে ক্রোধ না করিহ।
অধর্ম্ম হইবে মম বচন পালহ ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি অন্ধ নরপতি।
দুঃখিত অন্তরে কহে শুন মহামতি ॥
ভাগ্যে রক্ষা হ'ল ভীম তোমার কারণে।
আর না করিব ক্রোধ পাণ্ডুর নন্দনে ॥
এত বলি অন্ধরাজ হাত বাড়াইল।
একে একে আলিঙ্গিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল ॥
তবে কৃষ্ণ আদি সহ পাণ্ডুর নন্দন।
গান্ধারীর কাছে যায় ভয়ার্ত্তিক মন ॥
গান্ধারীর মন আছে শাপিব পাণ্ডবে।
হেনকালে বলিলেন ব্যাসদেব তবে ॥
শুন বধু কেন পাসরিলে পূর্ব্বকথা।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা ॥
যাত্রাকালে তোমা জিজ্ঞাসিল দুর্য্যোধন।
জিনিবেক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কোন জন ॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে।
জয় পরাজয় কার বলহ আমারে ॥
তবে তুমি সত্য কথা কহিলে তখন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন ॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে ॥
সে সব বচন সত্য মম মনে লয়।
এ হেতু যুদ্ধেতে জিনে পাণ্ডুর তনয় ॥
ত্যজহ সকল ক্রোধ আমার বচনে।
পুত্রভাবে ভাব পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে ॥
এত যদি ব্যাসদেব কহিলেন বাণী।
যোড়হাতে বলে তবে অন্ধরাজরাণী ॥
যত কিছু মহাশয় বলিলে বচন।
বেদের সমান তাহা করিনু গ্রহণ ॥
কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি।
এক শত পুত্র মোর গেল যমপুরী ॥
ত্যজিলাম সব ক্রোধ তোমার বচনে।
পুত্র সম স্নেহ হ'ল পাণ্ডুর নন্দনে ॥

গান্ধারী ও পাণ্ডবদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

বসিলেন পঞ্চ ভাই গোবিন্দে লইয়া।
পুনশ্চ গান্ধারী বলে করুণা করিয়া ॥
মনোযোগ কর ভীম আমার বচনে।
মারিলে অন্যায় করি পুত্র দুর্য্যোধনে।
নাভি নিম্নে অনুচিত করিতে প্রহার।
কি হেতু করিলে তবে হেন অবিচার ॥
ভয়ে কম্পে ভীমসেন শুনিয়া বচন।
আগে থাকি যোড়হস্তে করে নিবেদন।
প্রতিজ্ঞা আমার ছিল শুন গো জননি।
সে কারণে হেন কর্ম্ম করিয়াছি আমি।
যুদ্ধে তারে জিনিতে না পারি মোরা সবে
অন্যায় করিয়া যুদ্ধে মারিয়াছি তবে ॥
দেশ ধন যত মম নিল দুর্য্যোধন।
কদাচিত না রাখিল সুহৃদ-বচন ॥
পঞ্চগ্রাম আমি মাগিলাম দুর্য্যোধনে।
সে কথা তোমার পুত্র না শুনিল কাণে
আপনি মধ্যস্থ হয়ে গিয়া নারায়ণ।
দুর্য্যোধনে কহিলেন করিয়া যতন ॥
না শুনিল কৃষ্ণবাক্য তনয় তোমার।
যুদ্ধ বিনা নাহি দিব বলে বার বার ॥
কৃষ্ণকে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন।
বল দেখি হেন কার্য্য করে কোন জন ॥
তবে বুঝাইল ভীষ্ম দ্রোণ মহামতি।
না শুনিল দুর্য্যোধন কাহার ভারতী ॥
নিজে বুঝাইলে তুমি কত দুর্য্যোধনে।
পাসরিলে সেই কথা না পড়িল মনে ॥
কৃষ্ণমুখে সে সকল শুনিয়াছি আমি।
পঞ্চগ্রাম নাহি দিল দুরন্ত এমনি ॥
আমরা প্রতিজ্ঞা তবে করিলাম রণে।
বঞ্চিনু অজ্ঞাত বাস বিরাটভবনে ॥
দ্বাদশ বৎসর বনে পাই নানা দুঃখ।
সে কথা কহিতে মাতা বিদরিছে বুক ॥
অপরাধ করেছিল অনেক প্রকারে।
সে কারণে মারিলাম রণেতে তাহারে।

তোমার চরণে মাতা কহিব কতেক।
দুর্য্যোধন দুষ্ট কর্ম্ম করিল যতেক।।
যখন ছিলাম মোরা কাম্যক কাননে।
জয়দ্রথে পাঠাইল দ্রৌপদীহরণে।।
অনন্তর দুর্ব্বাসারে পাঠাইয়া দিল।
গোবিন্দ-প্রসাদে ব্রহ্মশাপ মুক্ত হ'ল।।
তুমি থাক অন্তঃপুরে না জান বারতা।
দুর্য্যোধন করিলেক যতেক দুষ্টতা।।
অনেক হিংসিতে লজ্জা পাইলাম আমি।
লোকমুখে সে সকল শুনিয়াছ তুমি।।
দুর্য্যোধনে না মারিলে রাজ্য নাহি পাই।
তারে না মারিলে আমি সকল হারাই।।
শুন মাতা দুঃখ লাভে নাহি কারো মন।
সুখের লাগিয়া লোক করে পর্য্যটন।।
এই তত্ত্ব বলিলাম তোমার গোচরে।
যেমত বুঝহ দেবি আপন অন্তরে।।
সে কারণে ধর্ম্মাধর্ম্ম না করি বিচার।
পারিলাম যেই মতে করিনু সংহার।।
সভামধ্যে দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু।
সে কারণে ক্রোধ মম উপজিল গুরু।।
এই হেতু দুই উরু ভাঙ্গিয়া গদায়।
ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা-ধর্ম্ম রাখিলাম তায়।।
বড় দুষ্ট বলবন্ত রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে না পারি মাতা তাহার লক্ষণ।।
শিশুকালে খেলা করিতাম তার সনে।
বিষ খাওয়া(ই)ল মাতা মারিবার মনে।।
জতুগৃহ সজ্জা করি অগ্নি তাহে দিল।
পরমায়ু ছিল তেঁই তাহে রক্ষা হ'ল।।
অনেক দিলেক দুঃখ ছিল মম মনে।
সে কারণে আমি মারিলাম দুর্য্যোধনে।।
তোমার চরণে মাতা করিনু গোচর।
আজি সে হইল মম হরিষ অন্তর।।
গান্ধারী এতেক শুনি নিশ্বাস ছাড়িল।
মহাসতী পতিব্রতা ভীমেরে কহিল।।
যতেক কহিলে বাপু সব কথা সার।
আপনার দোষে হ'ল মরণ তাহার।।
সকল মারিলে বাপু করি মহারণ।
কি দোষে করিলে দুঃশাসনেরে নিধন।।
মারিয়া করিলে তুমি তার রক্ত পান।
বিশেষ কনিষ্ঠ ভাই জ্ঞাতি বিদ্যমান।।
ভীম বলে শুন মাতা করি নিবেদন।
যতেক তোমার গর্ভে সব অভাজন।।
দ্রৌপদীর চুলে সেই ধরিল যখন।
সভাতে প্রতিজ্ঞা করিলাম সেইক্ষণ।।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে হয় বড় দোষ।
তেঁই দুঃশাসনে মারি পরিহর রোষ।।
ভার্য্যার শরীর হয় আপন শরীর।
শুন মাতা সেই দুঃখে পীলাম রুধির।।
অমৃত সমান রক্ত খাইয়াছি আমি।
অপরাধ ক্ষমা কর শুন গো জননী।।
সভাতে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে আছিল আমার।
সে কারণে মারি তব শতেক কুমার।।
ভীমের বচন শুনি পুনঃ বলে দেবী।
বিষম পুত্রের শোক মনে মনে ভাবি।।
শুন ভীমসেন তুমি আমার বচন।
পুত্রশোকে আর মোর না রহে জীবন।।
কুপুত্র সুপুত্র হোক মায়ের সমান।
পাসরিতে নাহি পারে মায়ের পরাণ।।
গান্ধারীর বাক্য এত শুনি যুধিষ্ঠির।
কহেন পুনশ্চ তাঁরে ধার্ম্মিক সুধীর।।
পুত্র সব তব মাতঃ হ'ল দুরাচার।
আপনার পাপে তারা হইল সংহার।।
আপনার দোষে সবে মরিল আপনি।
নিমিত্তের ভাগীমাত্র হইলাম আমি।।
আপনার কর্ম্ম দোষে প্রাণী সব মরে।
বধের নিমিত্ত মাত্র অন্য জনে করে।।
কেহ সর্পাঘাতে কেহ জলেতে ডুবিয়া।
শার্দ্দূল-ভক্ষণে কেহ গলে দড়ী দিয়া।।
আত্মঘাতী হয় কেহ মরে নানা পাকে।
ইহার নিমিত্তভাগী অন্য হয়ে থাকে।।
সেইমত অপযশ হইল আমার।
নিজ দোষে পুত্র শত মরিল তোমার।।

শিশুকালে মরে পিতা হইলাম ছণ্ড।
কৃপা করি জ্যেষ্ঠ তাত দিয়া রাজ্যখণ্ড।।
সুশিক্ষা দিলেন রাজ্যখণ্ড পালিবার।
শুন গো জননি সব গোচর তোমার।।
যদি লোক বিষবৃক্ষ করয়ে রোপণ।
আপনি কাটিলে দোষ কহে মুনিগণ।।
এ সব শাস্ত্রের কথা না শুনিল কাণে।
দুর্যোধন মোরে হিংসা কৈল প্রাণপণে।।
অবশ্য সে সব কথা শুনিয়াছ তুমি।
কৌরবে কুযুক্তি যত দিলেক শকুনি।।
পাশা খেলাইয়া মম নিল দেশ ধন।
তথাপি সে সব কথা না করি মনন।।
প্রতিজ্ঞায় বনবাসে বঞ্চিলাম আমি।
অবশ্য সে সব কথা শুনিয়াছ তুমি।।
তবে পুরোহিতে পাঠাইয়া তার স্থানে।
চাহিলাম নিজ রাজ্য সৌজন্য বিধানে।।
না দিল রাজত্ব আরো করিল বঞ্চনা।
সে কথা শুনিয়া আমি হইনু উন্মনা।।
চিন্তে করিলাম ভাই নাহি দিল রাজ্য।
ভাই ভাই বিসম্বাদে নাহি কোন কার্য্য।।
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত প্রবোধ না মানে।
তবে আমি যুক্তি করি গোবিন্দের সনে।।
বিবাদে নাহিক কার্য্য শুন ভগবান।
আপনি রাজাকে গিয়া মাগ পঞ্চগ্রাম।।
পঞ্চগ্রাম বিনা আমি কিছু নাহি চাই।
লউক সকল রাজ্য দুর্য্যোধন ভাই।।
আমি পাঠালাম এইরূপে ভগবানে।
সে কথা তোমার পুত্র না শুনিল কাণে।।
তবে ভীষ্ম বুঝাইল বিবিধ প্রকারে।
সবে যত বুঝাইল নাহি কাণে ধরে।।
বুঝা'ল নারদ ঋষি আর ভৃগুরাম।
বুঝা'ল বিদুর কত নাহিক বিশ্রাম।।
এ সকল বার্ত্তা বলিলেন চক্রপাণি।
লোকমুখে সব তত্ত্ব শুনিয়াছ তুমি।।
যুদ্ধ যুক্তি নিজে করে রাজা দুর্য্যোধন।
যত যত মহারাজে করি আবাহন।।
ভীমার্জ্জুন শুনি তাহা হ'ল ভীতমন।
অবশেষে অল্পসৈন্য করিল বরণ।।
একাদশ অক্ষৌহিণী বড় বড় বীর।
লইল তোমার পুত্র সমরে সুধীর।।
ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য্য কর্ণ মহাবলী।
সমরে পাণ্ডব-সখা মাত্র বনমালী।।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা হইল আমার।
ভীমার্জ্জুন নিল মুখ্য সংগ্রামের ভার।।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম বিদিত তোমারে।
ভীম আচরিল তাহা সংগ্রাম ভিতরে।।
এই কহিলাম আমি আদ্যন্ত কথন।
দোষ নাহি করি কিছু মোরা পঞ্চজন।।
তবে যদি এত দুঃখ হইল অন্তরে।
শুন গো জননি অভিশাপ দেহ মোরে।
আমি অভিশাপযোগ্য করেছি অকর্ম্ম।
স্বগোত্র বিনাশ করি হইল অধর্ম্ম।।
জ্ঞাতিবধ করি রাজ্যে অভিলাষ বড়।
আমাধিক পাপী নাহি কহিলাম দৃঢ়।।
নিন্দিত এ সব কর্ম্ম শুন গো জননি।
ভাল হ'ল মোরে অভিশাপ দেহ তুমি।
ভাই মারি রাজ্য-সুখ চিন্তিলাম মনে।
অভিশাপ দেহ মোরে কি কাজ জীবনে
এত বলিলেন যদি ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
তাহা শুনি গান্ধারীর পুলক শরীর।।
কিছু নাহি বলি দেবী ছাড়িল নিশ্বাস।
হৃদয়ে রাখিল দেবী না করি প্রকাশ।।
পলাইয়া যান পার্থ গোবিন্দের পাশে।
মাদ্রীর তনয় দুই পলাইল ত্রাসে।।
গান্ধারী ত্যজিয়া ক্রোধ বলিল বচন।
আপন তনয় যেন পাণ্ডুর নন্দন।।
আর ভয় নাহি শুন কুন্তীর কুমার।
সে কর্ম্ম করহ হবে যে যুক্তি তোমার।।

কুন্তীর পুত্র দর্শন।

এত সব কথা যদি গান্ধারী কহিল।
গুরুশাপ হতে সবে উদ্ধার পাইল।।

আজ্ঞা দিল গান্ধারী কুন্তীরে দেখিবারে।
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই যান তথাকারে ॥
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি সঙ্গে করেন গমন।
আসিয়া বন্দেন সবে মায়ের চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া কুন্তী করিলেন কোলে।
পঞ্চ ভাই তিতিলেক নয়নের জলে ॥
চিরদিনে কুন্তী দেবী দেখি পুত্রমুখ।
বদনে চুম্বন দিয়া পাসরিল দুঃখ ॥
হেনকালে বাসুদেব দেন দরশন।
আশীর্ব্বাদ দিয়া রাণী মুছিল বদন ॥
হরিষে বহিছে দুই নয়নের নীর।
ফুকরি ফুকরি কান্দে না হয় সুস্থির ॥
সতত বহিছে তাঁর নয়নের জল।
বস্ত্রেতে মুছিল তাহা ভকতবৎসল ॥
কুন্তীরে প্রবোধ দিয়া কহেন আপনি।
কি লাগি ক্রন্দন কর ওগো ঠাকুরাণি ॥
রাজা হবে যুধিষ্ঠির হস্তিনা নগরে।
কৌরবনন্দন সব গেল যমঘরে ॥
পাণ্ডবের শত্রু আর নাহি কোন জন।
হৃষ্টচিত্তে থাক তুমি না কর ক্রন্দন ॥
আমি যত কহিলাম হইল প্রমাণ।
শুন শুন মহাদেবি যুদ্ধের বিধান ॥
দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ আদি যত কুরুসেনা।
অর্জ্জুনের শরে রণে পড়ে সর্ব্বজনা ॥
ভীম মারে গান্ধারীর শতেক নন্দন।
আর ভয় নাহি মাতা না কর ক্রন্দন ॥
আমি যত কহিলাম হইল প্রমাণ।
এই দেখ ধৃতরাষ্ট্র শোকেতে অজ্ঞান ॥
ঐ দেখ গান্ধারী দেবী কান্দে পুত্রশোকে।
দুর্য্যোধন-নারী দেখ আছে অধোমুখে ॥
বিধবা যুবতী দেখ কান্দে শোকানলে।
পড়িয়া লোটায় এই দেখ ভূমিতলে ॥
কৌরববনিতা যত গণিতে না পারি।
আসিয়াছে কুরুক্ষেত্রে নানা বেশ ধরি ॥
ঘরের বাহিরে যারা না যায় কখন।

নানা আভরণ অঙ্গে আম্রশাখা হাতে।
কাঁখে স্বর্ণকুম্ভ আসে অনুমৃতা হতে ॥
বীরবেশ ধরি পতিহীনা কত নারী।
অই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র ধরি ॥
গান করে পতিহীনা নারীগণ কত।
আপনি চাহিয়া দেখ নহে অন্যমত ॥
যখন গেলাম আমি হস্তিনানগরে।
পঞ্চগ্রাম হেতু ধৃতরাষ্ট্রের গোচরে ॥
মোর আগমন তুমি শুনিয়া শ্রবণে।
কুপুত্র বলিয়া গালি দিলে পঞ্চজনে ॥
তাহাতে আশ্বাস আমি করিনু তোমারে।
সে সব এখন দেখ নয়ন-গোচরে ॥
আর না করিহ ভয় শুন গো জননি।
হস্তিনাতে যুধিষ্ঠির হবে নৃপমণি ॥
যাহা কহিলাম মাতা দেখিলে নয়নে।
বিষাদ করহ দূর হরষিতমনে ॥
এত বলি তুষিলেন শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীকে।
কিন্তু তাঁর মুখ ম্লান কর্ণ-পুত্র-শোকে ॥
একে একে পুত্রগণে কৈল নিরীক্ষণ।
দেখিয়া স্বগণে মৃত ব্যাকুলিত-মন ॥
বাণাঘাত পুত্র-অঙ্গে দেখিল বিস্তর।
হস্ত বুলাইল দেবী অঙ্গের উপর ॥
তবে কুন্তী বলে শুন দেব নারায়ণ।
কোথা অভিমন্যু মোর সুভদ্রানন্দন ॥
অর্জ্জুনের প্রিয়পুত্র সমরে সুধীর।
কোথা অভিমন্যু মোর কহ যদুবীর ॥
পুত্রবধ করিয়াছ রাজ্যলুব্ধ হয়ে।
এ কথা শুনিয়া মোর বিদরয়ে হিয়ে ॥
শুন কৃষ্ণ এক কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।
পাণ্ডবের সখা তুমি বিদিত সংসারে ॥
তোমার মহিমা বেদ-পুরাণে বাখানে।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার বচনে ॥
তোমার আজ্ঞায় চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়।
তুমি এক তুমি বহু ওহে মহাশয় ॥
নিরীহ নির্গুণ তুমি সবাকার পর।

তুমি যন্ত্রী প্রাণী যন্ত্র ইথে নাহি আন।
জীবের জীবন তুমি দেব ভগবান॥
এ সকল কথা শুনিয়াছি ব্যাস-মুখে।
তবে কেন নারায়ণ ভাণ্ডাহ আমাকে॥
প্রধান পুরুষ তুমি বিদিত পুরাণে।
তবে কেন অভিমন্যু হত হ'ল রণে॥
প্রাণ মোর বাহিরায় অভিমন্যু বিনে।
হেন বুঝি ত্যাগ কৈলে আমার নন্দনে॥
অভিমন্যু-মরণেতে হইনু উন্মনা।
শুন কৃষ্ণ সেই হয় তোমার ভাগিনা॥
তোমার ভাগিনা মরে আশ্চর্য্য কথন।
সন্দেহ আমার চিত্তে হ'ল নারায়ণ॥
মোহেতে ব্যাকুলা কুন্তী দেখিয়া শ্রীহরি।
প্রবোধ করেন তাঁরে যোড়হাত করি॥
বিষম কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
করুণা-সাগর কৃষ্ণ কন ধীরে ধীরে॥
শুন পিসি হেন কথা না বলিহ আর।
বিধিলিপি ঘুচাইতে নাহি অধিকার॥
কর্ম্ম অনুরূপ ফল লিখিলেন ধাতা।
আমা হতে সেই সব না হয় অন্যথা॥
যাতায়াত করে প্রাণী আপন কর্ম্মেতে।
কাহার শকতি তাহা পারে ঘুচাইতে॥
জীবন মরণ ভোগ নিজ কর্ম্মে হয়।
না ঘুচে অন্যের বাক্যে এ কথা নিশ্চয়॥
চিরজীবী হয় প্রাণী নিজ কর্ম্ম-ফলে।
আপনার কর্ম্ম-ফলে মরে অল্পকালে॥
কালপ্রাপ্তে প্রাণী মরে ইথে নাহি আন।
সত্য কথা কহিলাম তব বিদ্যমান॥
পাপেতে না মরে লোক পুণ্যে নাহি জীয়ে।
যশ অপযশ মাত্র সংসারে ঘোষয়ে॥
প্রবোধ পাইয়া কুন্তী কিছু নাহি বলে।
দ্রৌপদী প্রণাম আসি করে হেনকালে॥
উত্তরা প্রণাম করে কৃষ্ণের চরণে।
অভিমন্যু শোকে সেই কান্দে রাত্রিদিনে॥
দ্রৌপদী বলিল দুঃখ শুন ঠাকুরাণী।
দ্রৌণি বধিলেক মম পুত্রের পরাণী॥
শয়নে আছিল পুত্র শিবির ভিতরে।
নিশাকালে অশ্বত্থামা মারিল সবারে।
পরম সুন্দর মম পুত্র পঞ্চ জন।
দ্রোণের নন্দন সবে করিল নিধন॥
গুরুপুত্র বলি তাঁরে করিলাম ক্ষমা।
পুত্রশোকে জরজর করিলেক আমা॥
মহাবলবন্ত পুত্র মরিল আমার।
শুন ঠাকুরাণি পদে নিবেদি তোমার॥
বরং পুত্রশোক মোর নিবারণ হয়।
পাসরিতে নারি দুঃশাসনের দুর্নয়॥
শল্য যেন তার বাক্য আছয়ে অন্তরে।
সত্য কথা কহিলাম তোমার গোচরে।
ছিল মুক্ত কেশ মোর দ্বাদশ বৎসর।
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে সভার ভিতর॥
দুঃশাসন-রক্ত আনি দিবে ভীমসেন।
তবেত করিব আমি কবরীবন্ধন॥
দুঃশাসনে বধি আসিলেন বৃকোদর।
তার রক্ত আনিলেক আমার গোচর॥
তৈল সনে রক্ত ঢালি দিল মোর কেশে
আমি ভাবিলাম তবে যাই স্বর্গবাসে।
রুধির পাইয়া আমি আনন্দিতমন।
তবে করিলাম আমি কবরীবন্ধন॥
পূর্ব্বকথা কহিলাম শুন মহাদেবী।
বহু দিন তব পদযুগল না সেবি॥
যে পাপ হইল তাহে ক্ষম মহারাণি।
আমি তব পুত্রবধূ তুমি ঠাকুরাণী॥
হেনমতে সম্ভাষণ করি সর্ব্বজনে।
গান্ধারী চলেন রণভূমে দুঃখীমনে॥
বধূগণ সঙ্গে দেবী লাগিল কান্দিতে।
কৃষ্ণ সহ পঞ্চ ভাই চলিল পশ্চাতে॥
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ করিল গমন।
সঞ্জয় রাজারে ধরি লইল তখন॥
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন রাজার পশ্চাতে।
উপনীত হ'ল গিয়া সমর-ভূমিতে॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে পীয়ে সাধুনর॥

যুদ্ধস্থলে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের গমন ও স্ব স্ব পতিপুত্রের মৃতদেহ দর্শনে খেদ।

মহাভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
শকুনি গৃধিনী শিবা করে কোলাহল॥
হাতে মুণ্ড করি নাচে যত ভূতগণ।
কুক্কুর করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ॥
রক্তের কর্দ্দমে শীঘ্র চলিতে না পারে।
শোকাকুল নারীগণ যায় ধীরে ধীরে॥
কেহ কেহ নাহি পেয়ে পতি দরশন।
ভূতলে পড়িয়া তারা করয়ে ক্রন্দন॥
আভরণ ফেলে কেহ শোকাকুল হয়ে।
পতি-অন্বেষণে কেহ ভ্রময়ে ধাইয়ে॥
ভ্রময়ে সমরস্থলে যত কুরুনারী।
শিবা শ্বান পক্ষিগণে ভয় নাহি করি॥
অনেক যতনে কেহ নিজ পতি পায়।
স্কন্ধে মুণ্ডে যোড়া দিতে মহাব্যগ্র হয়॥
দুই হস্তে কেহ ধরে পতির চরণ।
বিলপয়ে মুখে মুখ করিয়া মিলন॥
পাসরিলে পূর্ব্বকার প্রেমরস যত।
হাস্য-পরিহাস তাহা স্মরাইব কত॥
সমর করিতে গেলে কেমন কুক্ষণে।
পুনঃ না হইল দেখা অভাগিনী সনে॥
হেনমতে পতি লয়ে যতেক সুন্দরী।
বিলাপ করয়ে সব নানা মত করি॥
তা দেখি গান্ধারী প্রাণ ধরিতে না পারে।
পতিশোকে বধূগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
রণভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর।
কপালে কঙ্কণ মারি কান্দিল বিস্তর॥
হেন কেহ নাহি তথা প্রবোধ অর্পিতে।
সবে শোকে অচেতন পড়িয়া ভূমিতে॥
কে কোথা পড়িয়া আছে নাহিক উদ্দেশ।
রণভূমি দেখি দেবে লাগে ভয়াবেশ॥
শবের উপরে শব লেখা নাহি তার।
গান্ধারী দেখিয়া চিত্তে ভাবে চমৎকার॥
গজ বাজি পড়িয়াছে রথ বহুতর।
নানা অলঙ্কার বস্ত্র অস্ত্র মনোহর॥
মাথার মুকুট পড়িয়াছে রণভূমে।
মকরকুণ্ডল পড়িয়াছে নানা ক্রমে॥
ধ্বজ ছত্র আদি পড়িয়াছে রণস্থলী।
ডাকিনী যোগিনীগণ করে নানা কেলি॥
স্বামী পুত্র পৌত্র আর বন্ধু সহোদর।
পড়িয়া আছয়ে যত মৃত কলেবর॥
দুর্য্যোধন অন্বেষণে ভ্রময়ে গান্ধারী।
কত দূরে দেখে হত কুরু-অধিকারী॥
ধূলায় পড়িয়া আছে রাজা দুর্য্যোধন।
গান্ধারী দেখিল সঙ্গে লয়ে বধূগণ॥
পুত্র দরশনে দেবী অজ্ঞানা হইল।
গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল॥
পঞ্চ পাণ্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল॥
গান্ধারতনয়া তবে সম্বিত পাইয়ে।
চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হয়ে॥
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনিরে সঙ্গে কেন না দেখি রাজার।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনুকুমার॥
কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়।
একাকী পড়িয়া কেন আমার তনয়॥
কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি মুক্তাস্রজ।
কোথা গেল হস্তী ঘোড়া কোথা রথধ্বজ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়।
হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলায় লোটায়॥
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন।
হেন তনু ধূলিপরে ওহে নারায়ণ॥
জাতী যূতী পুষ্প আর চাঁপা নাগেশ্বর।
বকুল মালতী আর মল্লিকা সুন্দর॥
এ সকল পুষ্পে পুত্র থাকিত শুইয়া।
হেন তনু লোটে ভূমে দেখ না চাহিয়া॥
অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তুরী।
লেপন করিত সদা অঙ্গের উপরি॥

শোণিতে সে তনু আজি হইল শোভন।
আহা মরি কোথা গেলে বাছা দুর্য্যোধন॥
ত্যজহ আলস্য কেন না দেহ উত্তর।
যুদ্ধ হেতু দেখ তোমা ডাকে বৃকোদর॥
উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে।
গদা-যুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকে তোমা যুদ্ধের কারণ।
প্রত্যুত্তর কেন নাহি দেহ দুর্য্যোধন॥
গান্ধারী এতেক বলি হ'ল অচেতনা।
প্রিয়ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বনা॥
শোক না করিহ আর শুন কুরুরাণি।
সকল দৈবের ক্রিয়া জানহ আপনি॥
দৈবের অধীন দেখ সকল সংসার।
অন্যের নাহিক তাহে কোন অধিকার॥
দেব-দ্বিজ-গুরু-নিন্দা এ সব কুকর্ম্ম।
বেদে বুঝাইল ইহা না করিলে ধর্ম্ম॥
দুষ্কর্ম্ম দুঃসহ ত্যজি থাকিলে সুপথে।
ইহ সুখভোগী অন্তে যায় সে স্বর্গেতে॥
না জানি কুকর্ম্ম করে যেই মূঢ় জন।
পরিণামে দুঃখ পায় বেদের বচন॥
অহঙ্কারে পাপকর্ম্ম করে নিরন্তর।
অবশেষে কর্ম্ম তার হয়ত দুষ্কর॥
না শুনে সুজনবাক্য মত্ত অহঙ্কারে।
অবশেষে সেই জন যায় ছারখারে॥
কিন্তু এ সকল ঘটে নিজ কর্ম্মগুণে।
শোক দূর কর দেবি কান্দ অকারণে॥
শুভাশুভ কর্ম্ম যত বিধির ঘটন।
ভোগ বিনা ক্ষয় নহে শাস্ত্রের লিখন॥
কালে আসি জন্মে প্রাণী কালেতেই মরে।
কালবশ এই সব জানাই তোমারে॥
বিচার করিয়া দেখ শুন নৃপনারী।
অজ্ঞলোক বৃথা শোক করে না বিচারি॥
না কর বেদনা তুমি শুন নৃপজায়া।
বুঝিতে না পারে কেহ বিধাতার মায়া॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি রচে মহাভারত কথন॥

মৃত পতি-পুত্রাদি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের বিলাপ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অনুযোগ।

শ্রীজনমেজয় বলে শুন মহামুনি।
গান্ধারী কি কর্ম্ম করিলেক কহ শুনি॥
কেমনে ধরিল প্রাণ শত পুত্র-শোকে।
ক্রোধ করি কোন কথা কহিল কৃষ্ণকে
পূর্ণব্রহ্ম অবতার দেব নারায়ণ।
জানিয়া শাপিল দেবী কিসের কারণ॥
এই ত আশ্চর্য্য অতি মম মনে লয়।
বিস্তারিয়া এই কথা কহ মহাশয়॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
একচিত্ত হয়ে শুন ভারত-কথন॥
কৃষ্ণের প্রবোধ-বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতনা পাইয়া॥
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা॥
দেখ কৃষ্ণ একশত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল॥
দেখ কৃষ্ণ বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
দেখিতে না পায় যারে কভু সূর্য্যচান্দে
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাহার রূপ রথ রাখে ভানু॥
হেন সব বধূগণ দেখ কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্ন কেশ মত্ত বেশ দেখ তুমি নেত্রে।
অই দেখ নৃত্য করে পতিহীনা বধূ।
মুখ অতি সুশোভন অকলঙ্ক বিধু॥
অই দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
অই দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র ধরি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন
ওহে কৃষ্ণ দেখ মোর পুত্রের অবস্থা।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা॥

নানা আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে তনু ধুলায় লুটে দেখ নারায়ণ ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র তাঁর একই সমান ॥
এক কালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাবে কিরূপে মোরে বলহ মুরারি ॥
পুত্রশোক শেল সম বাজিছে হৃদয়ে।
দেখাবার হলে দেখাতাম মহাশয়ে ॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নহে তার এক ॥
গর্ভধারী হয়ে যেই করেছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের বেদন ॥
এ শোক সহিতে যেবা আছয়ে সংসারে।
বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে ॥
সহিতে না পারি আমি হৃদয়ের তাপ।
ভাবিতে ভাবিতে উঠে মহা মনস্তাপ ॥
মহাবলবন্ত মোর শতেক নন্দন।
কি দিয়া বুঝাবে মোরে বল নারায়ণ ॥
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতি মণ্ডলে ॥
ময়ূরের পাখা যারে করিত ব্যজন।
কুক্কুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ ॥
দেখিতে না পারি আমি এ সব যন্ত্রণা।
শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা ॥
যাত্রাকালে পুত্র মোরে জিজ্ঞাসিল জয়।
যে কথা কহিনু তাহা শুন মহাশয় ॥
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ জয় সেইখানে।
এই কথা আমি কহিলাম দুর্য্যোধনে ॥
না শুনিল মোর বাক্য করি অনাদর।
রাখিল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম করিয়া সমর ॥
কাতর না হইল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন ॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মৃত্যু সম্মুখ সংগ্রামে।
তাহাতে না ভাবি দুঃখ-খেদ কোনক্রমে ॥
হৃদয়ে রহিল কিন্তু বড় এক ব্যথা।
সংগ্রামে আসিল দুর্য্যোধনের বনিতা ॥
এই দুঃখ নারায়ণ না পারি সহিতে।
ওই দেখ বধূগণ আম্রশাখা হাতে ॥
অতএব ব্যথা বড় পাইয়াছি আমি।
আর এক নিবেদন শুন অন্তর্যামী ॥
দুর্য্যোধন না মানিল হিত-উপদেশ।
তাহার উচিত ফল পাইল বিশেষ ॥
শকুনি আমার ভাই বড় দুরাচার।
তার বুদ্ধে হ'ল মোর বংশের সংহার ॥
এক শত পুত্র মৈল নাহিক সন্ততি।
বৃদ্ধকালে নৃপতির হবে কিবা গতি ॥
পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য নিবে আপনার।
পুত্র নাহি কেবা আর যোগাবে আহার ॥
জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এ হেতু ক্রন্দন করি দুঃখে রাত্রি দিনে ॥
গান্ধারী এতেক বলি হ'ল অচেতনা।
করুণাসাগর কৃষ্ণ করেন সান্ত্বনা ॥
কৌরব-বনিতা কান্দে পতি-পুত্রশোকে।
তা দেখি পাণ্ডবগণ রহে অধোমুখে ॥
মৃত পতি কোলে করি করয়ে বিলাপ।
যুধিষ্ঠির নৃপতির বাড়ে মনস্তাপ ॥
এমন সময়ে আসি দ্রৌপদী সুন্দরী।
পুত্রশোকে কান্দে শিরে করাঘাত করি ॥
বিরাটনন্দিনী কান্দে শোকে অচেতনা।
তাহা দেখি হইলেন অর্জ্জুন বিমনা ॥
উত্তরা ধরিয়া অভিমন্যুর চরণ।
লাজ ভয় ত্যাগ করি যুড়িল ক্রন্দন ॥
উত্তরা বলিল মোরে বিধি প্রতিকূল।
হেন জন মরে যার গোবিন্দ মাতুল ॥
ধনঞ্জয় যার পিতা হেন জন মরে।
এ বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে ॥
মোহেতে আকুল বড় রাজা যুধিষ্ঠির।
বিলপিয়া ভূমিতলে পড়ে ভীমবীর ॥
শোকেতে অর্জ্জুন বীর করেন রোদন।
বিলপিয়া কান্দে দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
কুন্তী যাজ্ঞসেনী দোঁহে শোকে অচেতনা।
মহাশোকসিন্ধু মাঝে পড়ে সর্ব্বজনা ॥

ফুকরিয়া কুন্তীদেবী না পারে কান্দিতে।
অন্তরে হইল দগ্ধ কর্ণের শোকেতে ॥
বিলপি উত্তরা কান্দি যায় গড়াগড়ি।
প্রাণনাথ কোথা ওহে গেলে আমা ছাড়ি ॥
গোবিন্দ মাতুল তব পিতা ধনঞ্জয়।
আহা মরি কোথা গেলে অর্জ্জুনতনয় ॥
মরিব তোমার সঙ্গে ইথে নাহি আন।
তোমার বিহনে মোর না রবে পরাণ ॥
অস্থির পাণ্ডবগণে দেখি নারায়ণ।
শান্ত করিলেন কহি মধুর বচন ॥
কুরুক্ষেত্রে উঠে ক্রন্দনের কোলাহল।
অশ্রুতে প্লাবিত হ'ল সংগ্রামের স্থল ॥
না হয় শোকের অন্ত পুনঃপুনঃ বাড়ে।
হা নাথ বলিয়া পতিহীনা ডাক ছাড়ে ॥
পড়িয়া গান্ধারী আছে অচেতনা শোকে।
দুর্য্যোধন বিনা অন্য শব্দ নাহি মুখে ॥
কি বলিব ওহে কৃষ্ণ মকুন্দ মুরারি।
আজি হতে শূন্য হ'ল হস্তিনানগরী ॥
না ধরিল মম বাক্য রাজা দুর্য্যোধন।
তাহার কারণে শত পুত্রের নিধন ॥
শান্তনুতনয় কত বুঝাইল নীত।
দ্রোণ কত বুঝাইল শাস্ত্রের বিহিত ॥
বিদুর কহিল কত বিবিধ প্রকারে।
না শুনিল কদাচিৎ মহা অহঙ্কারে ॥
না শুনিল কার কথা যুদ্ধ কৈল পণ।
সকল জীবের গতি তুমি নারায়ণ ॥
সকল শুনেছি আমি সঞ্জয়ের মুখে।
আর কত অনুযোগ করিব তোমাকে ॥
প্রবোধিলে তুমি হরি কর্ম্মভোগ বলি।
ইহার সিদ্ধান্ত নাহি শুন বনমালী ॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ হ'ল অতিশয়।
পুনরপি শোক ত্যজি গোবিন্দেরে কয় ॥
ওহে কৃষ্ণ জনার্দ্দন দৈবকীকুমার।
তোমা হতে হ'ল মোর বংশের সংহার ॥
অনর্থের মূল তুমি দেব নারায়ণ।
কর্ম্মভোগ বলি কর দোষ বিদূরণ ॥

তোমাতে সংহার হয় মিলয় তোমাতে।
জীবের কারণ আর নাহি তোমা হতে ॥
সকল তোমার মায়া তুমিই প্রধান।
গুণ দোষ ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি ভগবান ॥
থাকিয়া প্রাণীর ঘটে যা বলাও যারে।
প্রাণী করে সেই কর্ম্ম দোষ কেন তারে
অসাধুর মত কোথা ধর্ম্মের বাসনা।
সাধু ব্যক্তি তব পদ কর়য়ে ভাবনা ॥
সাধুমত প্রশংসা করয়ে চক্রপাণি।
সংসার যতেক দেখি তার মূল তুমি ॥
অতএব কহি নাথ কর অবধান।
কৌরবে পাণ্ডব সহ করালে সংগ্রাম ॥
ভেদ জন্মাইলে তুমি ওহে রমাপতি।
না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃতি ॥
কৌরব পাণ্ডব তব উভয় সমান।
তাহে ভেদ যুক্তি নহে শুন ভগবান ॥
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম তোমার বচনে ॥
হিংসার নাহিক লেশ ধর্ম্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলে তুমি কহিয়া তাহারে ॥
যদি বিসম্বাদ হ'ল ভাই দুই জনে।
তোমার কর্ত্তব্য ছিল নাহি থাকা রণে ॥
তারে বন্ধু বলি কৃষ্ণ করায় সমতা।
তুমি শিখাইয়া দিলে বিবাদের কথা ॥
কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে।
সমান সম্বন্ধ তব কুরু পাণ্ডু সনে ॥
বরণ করিতে তোমা গেল দুর্য্যোধন।
পালঙ্কে আছিলে তুমি করিয়া শয়ন ॥
জাগিয়া আছিলে তুমি দেখি দুর্য্যোধনে
কপটে মুদিয়া আঁখি নিদ্রা গেলে কেনে।
পশ্চাতে অর্জ্জুন আসে সে কথা শুনিয়া।
উঠিয়া বসিলে মায়ানিদ্রা তেয়াগিয়া ॥
নারায়ণী সেনা দিলে আমার নন্দনে।
ছলিতে অর্জ্জুন-বাক্য শুনিলে প্রথমে ॥
সারথি হইলে তুমি অর্জ্জুনের রথে।
সমান সম্বন্ধ আর রহিল কিমতে ॥

তাহে এক যুক্তি ছিল শুন যদুপতি।
সৈন্য নাহি দিতে যদি না হতে সারথি ॥
তবে সে হইত ব্যক্ত সমান সম্বন্ধ।
তব সমুচিত ইহা নহে কৃষ্ণচন্দ্র ॥
তার পর এক কথা শুনহ অচ্যুত।
করিলে দারুণ কর্ম্ম শুনিতে অদ্ভুত ॥
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলে তুমি।
চাহিলে যে পঞ্চগ্রাম শ্রুত আছি আমি ॥
না দিলেক পুত্র মোর কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলে তুমি পাণ্ডুর নন্দনে ॥
সদাচারী পাণ্ডুপুত্র রাজ্য নাহি মনে।
তাহে তুমি ভেদ করি কহিলে বচনে ॥
আপনি করিলে ভেদ কৌরব পাণ্ডবে।
নহিলে প্রবৃত্ত হলে রণে কেন তবে ॥
সেকালে আপন ঘরে যেতে যদি তুমি।
সম স্নেহ বলি তবে জানিতাম আমি ॥
যুদ্ধ-যুক্তি দিলে তুমি পাণ্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ ভাণ্ডিলে আমারে ॥
সব জানিলাম তুমি অনর্থের মূল।
করিলে বিনাশ তুমি যত কুরুকুল ॥
কহিতে তোমার কর্ম্ম বিদরিছে প্রাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান ॥
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।
না কহিলে স্বাস্থ্য নাহি জানাই তোমাকে ॥
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখ।
উচিত কহিতে পাছে মনে ভাব দুঃখ ॥
দুঃখ সুখ কহিবেক সবাকার স্থান।
আর কিছু কহি তাহা শুন ভগবান ॥
অনাদি পুরুষ তুমি দেব ভগবান।
বিশ্বেশ্বর হও তুমি পুরুষ প্রধান ॥
সবাকার মূল তুমি দেব জগন্নাথ।
সহজে অবলা আমি কি কব সাক্ষাৎ ॥
কর্ণের আছিল শক্তি অর্জ্জুন নিধনে।
তাহা দিয়া বিনাশিলে ভীমের নন্দনে ॥
যুধিষ্ঠির সহ যুক্তি করি যদুপতি।
যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত করাইলে তুমি রাতি ॥
ভীমসুত ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ কৈল।
ক্রোধে কর্ণ সেই অস্ত্র ভৈমিরে মারিল ॥
ওহে কৃষ্ণ এ সকল তোমার মন্ত্রণা।
কর্ম্ম সর্ব্বমূল বলি প্রবোধিলে আমা ॥
তোমার যতেক কর্ম্ম না পারি কহিতে।
কুরু পাণ্ডু সম বলি বলহ সভাতে ॥
চক্রব্যূহ দ্রোণাচার্য্য করিল রচন।
চক্রব্যূহ যুদ্ধমাত্র জানয়ে অর্জ্জুন ॥
আর কেহ নাহি জানে পাণ্ডবসভাতে।
অভিমন্যু শুনেছিল থাকিয়া গর্ভেতে ॥

জয়দ্রথ-বধোপাখ্যান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর শাপ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনির গোচরে।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিবে আমারে ॥
প্রবেশ জানয়ে বীর না জানে নির্গম।
শুনিতে আশ্চর্য্য বড় কহ তপোধন ॥
মুনি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সারোদ্ধার ॥
গান্ধারী কহিল যেই কথা কৃষ্ণ প্রতি।
সেই কথা কহি রাজা কর অবগতি ॥
এক দিন নিজ গৃহে সুভদ্রা সুন্দরী।
পার্থের অগ্রেতে কহে করযোড় করি ॥
চক্রব্যূহ কথা কহ কি তাহার ক্রম।
কেমনে প্রবেশ হয় কিমতে নির্গম ॥
পার্থ কহিলেন দেবি শুন সাবধানে।
গর্ভেতে থাকিয়া তাহা অভিমন্যু শুনে ॥
কহেন প্রবেশ-কথা সুভদ্রা গোচরে।
হেনকালে নিদ্রা আসি ধরিল তাহারে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডনে।
না শুনিল শেষ কথা নিদ্রা আকর্ষণে ॥
অর্জ্জুননন্দন বীর মহাপরাক্রম।
জননীর দোষে নাহি শুনিল নির্গম ॥
চক্রব্যূহ দ্রোণাচার্য্য করিল রচনা।
শুনিয়া পাণ্ডবগণ হইল উন্মনা ॥
নারায়ণী সেনা সহ যুঝেন অর্জ্জুন।
বিশ্রাম মুহূর্ত্তমাত্র নাহি কদাচন ॥

শুনি দুঃখী হইলেন ধর্ম্ম নৃপমণি ।
এ বার সঙ্কটে রক্ষা কর চক্রপাণি ।।
অভিমন্যু বলে কথা কহি যোড় হাত ।
কোন হেতু চিন্তাকুল দেখি জ্যেষ্ঠতাত ।।
যখন ছিলাম আমি মায়ের গর্ভেতে ।
শুনেছি প্রবেশ-কথা পিতার মুখেতে ।।
এত শুনি ধর্ম্ম হইলেন হৃষ্টমন ।
আলিঙ্গন দিয়া দেন বদনে চুম্বন ।।
ভীম বলে যদি পার প্রবেশ করিতে ।
কদাচিত নাহি পার নির্গম হইতে ।।
তবে ত উপায় আমি করিব পশ্চাতে ।
ভাঙ্গিব সকল ব্যূহ গদার আঘাতে ।।
এত বলি সাজাইল ভীম মহাবীর ।
চলিল সুভদ্রাসুত প্রফুল্ল শরীর ।।
ব্যূহেতে প্রবেশ করে অর্জ্জুনকুমার ।
এক রথে জয়দ্রথ আবরিল দ্বার ।।
পাণ্ডবের সৈন্য নাহি পারে প্রবেশিতে ।
অভিমন্যু মহারণ করে সাহসেতে ।।
বিক্রমে বিশাল বীর মহাধনুর্দ্ধর ।
সপ্তরথী বিন্ধি তারে করে জরজর ।।
মহা-আস্ফালন করি ছাড়ে সিংহনাদ ।
শুনিয়া কৌরবগণ গণিল প্রমাদ ।।
মহাবল ধরে বীর সুভদ্রাকুমার ।
দেখিয়া হইল ভয় অন্তরে সবার ।।
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য গুরুর নন্দন ।
জয়দ্রথ কর্ণ বীর রাজা দুর্য্যোধন ।।
ব্যূহমধ্যে ছয় জন ছিল দ্বারে দ্বারে ।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল সুভদ্রাকুমারে ।।
কাহার কাটিল চক্র কাহার সারথি ।
কাহার কাটিল অশ্ব কাহার পদাতি ।।
কাহার কাটিল ধনু কাহার কবচ ।
এই মত যুদ্ধ করে সুভদ্রা-অঙ্গজ ।।
হইল বিক্ষত ক্ষত সবার শরীর ।
ভেদিয়া কবচ অঙ্গে বহিছে রুধির ।।
ধনঞ্জয় পিতা যার মাতুল মাধব ।
একে একে সবাকারে কৈল পরাভব ।।

আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ ।
ধন্য ধন্য মহাবীর সুভদ্রানন্দন ।।
এইরূপে মহাবীর কৈল মহামার ।
নির্গম হইতে বীর নাহি পায় দ্বার ।।
জ্যেষ্ঠতাত জ্যেষ্ঠতাত বলি করে শব্দ ।
শুনিয়া বায়ুর সুত হ'ল মহাস্তব্ধ ।।
পরাক্রম করি বীর গদা লয়ে যায় ।
হেনকালে জয়দ্রথ দেখিবারে পায় ।।
যমের সমান বীর হাতে ধনুঃশর ।
দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে রথের উপর ।।
শমন সমান তারে দেখি বৃকোদর ।
হাতে হতে গদা খসি পড়িল ভূতল ।।
দুর্ব্বল হইল বীর অঙ্গে হ'ল জ্বর ।
মুখেতে নাহিক বাক্য ভয়েতে কাতর ।
না পারে সহিতে বীর দৈবের ঘটন ।
শিবের আছয়ে আজ্ঞা কে করে লঙ্ঘন
হেথায় সুভদ্রাসুত না পাইল পথ ।
ফাঁফর হইয়া বীর ভয়েতে আবৃত ।।
দ্রোণাচার্য্য ডাকি বলে কি দেখহ আর
মহাযুদ্ধ করে বীর সুভদ্রাকুমার ।।
সহজে বালক বটে মহাতেজ ধরে ।
প্রায় বুঝি সবাকারে লবে যমঘরে ।।
কোমল শরীর বীর সহজে সুন্দর ।
সদা স্নেহ যার প্রতি করে দামোদর ।।
না করে কাহারে ভয় প্রকাণ্ড শরীর ।
ইহার অগ্রেতে কোন জন হবে স্থির ।।
শুনিয়া গুরুর বাক্য সবে জ্বলে কোপে ।
অরুণ সদৃশ বাণ বসাইল চাপে ।।
মুষল মুদ্গর শল্য পরিঘ তোমর ।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর ।।
এইমত ছয় রথী করে শরজাল ।
অভিমন্যু-ভাগ্যে ঘটে বিষম জঞ্জাল ।।
যেই দিকে যায় বীর সেই দিকে শর ।
একাকী সমরে শিশু হইল ফাঁফর ।।
কবচ ভেদিয়া পড়ে রুধিরের ধার ।
রক্ষা কর জগন্নাথ বলে বার বার ।।

অনাথের নাথ তুমি আপদভঞ্জন।
তোমা বিনা ত্রাণকর্ত্তা নাহি কোন জন॥
দেবের দেবতা তুমি অখিলের পতি।
কৃপা করি হলে তুমি পিতার সারথি॥
এই বড় মনে দুঃখ রহিল আমার।
পুনরপি না দেখিনু চরণ তোমার॥
না দেখিনু জ্যেষ্ঠতাতে পিতার বদন।
আর নাহি দেখিলাম মাতার চরণ॥
এত বলি পুনরপি লয়ে শরাসন।
করিল দারুণ যুদ্ধ ঘোর দরশন॥
ছয় রথী এক কালে বরিষয়ে শর।
একাকী সমরে শিশু হইল কাঁফর॥
ব্যাকুলিত কেশপাশ রথেতে পড়িল।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি শরীর ত্যজিল॥
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় দেবগণ।
ধন্য ধন্য মহাবীর সুভদ্রা-নন্দন॥
চক্রব্যূহে অভিমন্যু হইল সংহার।
শুনিয়া পাণ্ডবগণ করে হাহাকার॥
অর্জ্জুন সম্বাদ পেয়ে দূতের মুখেতে।
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথেতে॥
শোকেতে গোবিন্দ অতি নিরানন্দমন।
কহেন চেতন পেয়ে কুন্তীর নন্দন॥
অভিমন্যু মহাবীর আমার নন্দন।
হেন মহাবীরে বধিলেক কোন জন॥
দূত বলে মহাশয় করি নিবেদন।
তব পুত্রে জয়দ্রথ করিল নিধন॥
অর্জ্জুন বলেন পাপী এ কর্ম্ম করিল।
অন্যায় করিয়া মম পুত্রেরে মারিল॥
আজি তারে বিনাশিব করিলাম পণ।
অবশ্য পাঠায়ে দিব শমন সদন॥
শুন কৃষ্ণ নিবেদন চরণে তোমার।
দিবসের মধ্যে তারে করিব সংহার॥
জয়দ্রথে বিনাশিব থাকিতে ভাস্কর।
না ধরিব রাত্রি হলে আর ধনুঃশর॥
তাহারে না বধি যদি অস্ত যায় ভানু।
অগ্নিতে পোড়াব তবে আপনার তনু॥

এই ত প্রতিজ্ঞা করি আসিলেন রণে।
দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথে রাখিল গোপনে॥
বায়ুর শকতি নাহি দেখে জয়দ্রথে।
করেন বীরত্ব হেথা পার্থ নানা মতে॥
তৃতীয় প্রহর বেলা করেন সংগ্রাম।
তথাপি না হয় জয়দ্রথের সন্ধান॥
চারি দণ্ড বেলা আছে যবে শেষ দিন।
ভাবিয়া অর্জ্জুন বীর হইলেন ক্ষীণ॥
তুমি কৃষ্ণ পরামর্শ কৈলে সেই কালে।
জয়দ্রথ বধ হেতু চক্র আরোপিলে॥
তাহাতে সূর্য্যের তেজ হ'ল আচ্ছাদন।
সন্ধ্যাকাল হ'ল হেন মানে সর্ব্বজন॥
পার্থ দেখিলেন হ'ল দিবা অবসান।
ভূমিতে নামেন বীর ত্যজিয়া বিমান॥
অগ্নিকুণ্ড করিলেন মরিবার তরে।
তাহা দেখি জয়দ্রথ আসে দেখিবারে॥
চক্র ঘুচাইলে দীপ্ত হইল ভাস্কর।
অর্জ্জুন আসিল তবে হাতে ধনুঃশর॥
সন্ধান পূরিয়া তারে করিল সংহার।
কহ দেখি বাসুদেব এ দোষ কাহার॥
সঞ্জয়ের মুখে আমি শুনিয়াছি সব।
উপকার যত তুমি করেছ মাধব॥
না ঘুচে মনের দুঃখ কহিব সে কথা।
প্রবোধিলে আমা কর্ম্ম জন্ম লিখে ধাতা
বিধির বিধাতা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাণ্ডিতে নারিবে মোরে শুন দয়াময়॥
যত উপকার কৈলে আমার নন্দনে।
এক মুখে সেই কথা কহিব কেমনে॥
তবে কেন বল তুমি দুকুল সমান।
তোমার এ যুক্তি নহে শুন ভগবান॥
কেবল পাণ্ডবপক্ষ তুমি নারায়ণ।
এই হেতু যুদ্ধজয়ী ভাই পঞ্চজন॥
আপনি করিলে তুমি কুরুকুল ক্ষয়।
ত্রিভুবনে নৈলে কেবা করে পরাজয়॥
ভীষ্ম দ্রোণ দুইজন মহাধনুর্দ্ধর।
শমন সভয় যারে মানে নিরন্তর॥

কি করিবে পাণ্ডুপুত্র অগ্রেতে তাহার।
আপনি করিলে নষ্ট দৈবকীকুমার ॥
এক শত পুত্র মম বলে মহাবলী।
কপটে সবাকে নাশ কৈলে বনমালী ॥
বুঝেছি তোমার মন লোহাতে গঠিল।
তিল আধ তব হৃদে দয়া না জন্মিল ॥
সম্প্রীতি করিয়া যেবা করায় মিলন।
তাহারে সুহৃদ্ বলি শুন নারায়ণ ॥
তুমি দেব নারায়ণ সবার উপর।
তোমাকে আচ্ছন্ন এই যত চরাচর ॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ আছে যত প্রাণী।
সম স্নেহ সবাকারে কর চক্রপাণি ॥
তোমা হতে আসে প্রাণী তোমাতে মিলায়।
বিধাতা করেন সৃষ্টি তোমার কৃপায় ॥
আপনি পালন সৃষ্টি কর সবাকার।
তোমার আজ্ঞায় শিব করেন সংহার ॥
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারণ।
তুমি ধাতা তুমি কর্ত্তা তুমি পঞ্চানন ॥
সুমতি কুমতি তুমি সুযুক্তি মন্ত্রণা।
তোমা হতে ভিন্ন নাহি ভবে কোনজনা ॥
যত জীব তত শিব ঘটেতে তোমার।
বসিয়া প্রাণীর ঘটে করহ বিহার ॥
তুমি যা করিবে দেব সেই কর্ম্ম হয়।
তুমি বল কালে করে এ বড় বিস্ময় ॥
সেই কাল নিজে তুমি হলে নারায়ণ।
কালেতে নিযুক্ত করি করাও নিধন ॥
যত কিছু দেখি নাথ তোমার তরঙ্গ।
সংহার করিয়া সব বসি দেখ রঙ্গ ॥
তুমি বল দুর্য্যোধন ধর্ম্ম নাহি জানে।
কর্ম্মেতে হইয়া বদ্ধ কারে নাহি মানে ॥
আপনার দোষে সেই হইল নিধন।
মিছা অনুযোগ মোরে দেহ অকারণ ॥
তুমি কর্ম্ম তুমি ক্রিয়া তুমি ধ্যান যোগ।
যেমত যাহারে তুমি করাইলে ভোগ ॥
সেইমত দুর্য্যোধন কৈল আচরণ।
তবে কেন দোষ তারে দেহ নারায়ণ ॥

যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র কিছুই না জানে।
ভ্রাতৃজনে শিখাইলে পরম যতনে ॥
শুন দেব নারায়ণ কহিব নিশ্চিত।
এমত করিতে তব না হয় উচিত ॥
তুমি বল আমি নহি কালে সব করে।
ইহা বলি কৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডিলে আমারে ॥
তার আগে কহ যেই জন নাহি জানে।
আপনি নিমিত্তভাগী হইলে এক্ষণে ॥
তুমি সে সবার পর তব পর নাই।
ব্যাসের মুখেতে সব শুনেছি গোসাঁই ॥
ভাল হ'ল দূত হয়ে গিয়াছিলে তুমি।
দুই কুল হিত হয়ে মাগিবারে ভূমি ॥
তাহাতে সম্মত নাহি হ'ল দুর্য্যোধন।
তুমি কেন নিজ দেশে না কৈলে গমন ॥
প্রকার করিয়া তুমি কহিলে ধর্ম্মেরে।
তাহাতে হইল ভেদ উভয় অন্তরে ॥
সুহৃদ হইয়া যেবা হেন কর্ম্ম করে।
তোমাকে না দিয়া দোষ দিব আর কারে।
যদি বিসম্বাদ হ'ল ভাই দুই জনে।
তোমার উচিত নহে রহিবারে রণে ॥
তবে বন্ধু বলিতাম করিতে সমতা।
তুমি শিক্ষাইয়া দিলে বিবাদের কথা ॥
এখন জানিনু তুমি অনর্থের মূল।
বিনাশিলে তুমি মম যত কুরুকুল ॥
কহিতে তোমার কথা বিদরে পরাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান ॥
যাবৎ শরীরে মোর রহিবেক প্রাণ।
তাবৎ জ্বলিবে দেহ অনল সমান ॥
ক্ষত্রিয় ধরমে যুদ্ধ করিয়া মরিত।
শুন কৃষ্ণ তাহে এত দুঃখ না হইত ॥
তা হলে হৃদয়ে নাহি রাখিতাম কথা।
অনুযোগ তোমাকে না করিতাম হেথা ॥
কুরুকুল বিনাশিলে বসুদেবসুত।
কহিতে অনল উঠে কি কব অচ্যুত ॥
পুত্রশোকে কলেবর জ্বলিছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার ॥

শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিব হে তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে।।
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হস্তে কৃষ্ণ হইবে নিধন।।
পুত্রগণ-শোকে আমি যত পাই তাপ।
এরূপ যন্ত্রণা পাবে দিনু অভিশাপ।।
মোর বধূ যেন মত করিছে ক্রন্দন।
এইমত কান্দিবেক তব বধূগণ।।
তুমি যেন ভেদ কৈলে কুরু পাণ্ডবেতে।
যদুবংশ তেন হবে আমার শাপেতে।।
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এইমত হইবে তোমার।।
গোবিন্দেরে শাপ দিল কুপিয়া গান্ধারী।
শুনি কম্পমান হন ধর্ম্ম-অধিকারী।।
অন্তর্যামী হরি জানিলেন এ কারণ।
সতীর অলঙ্ঘ্য বাক্য না হবে লঙ্ঘন।।
আমি জন্মিলাম ভূমিভার নিবারণে।
পৃথিবীর ভার ঘুচি গেল এত দিনে।।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
মম জ্ঞাতি মারিবারে পারে কোন জন।।
উঠহ গান্ধারী নাহি করহ ক্রন্দন।
শাপ দিলে তথাপি না কর সম্বরণ।।
দুর্য্যোধন-দোষে হ'ল বংশের নিধন।
না শুনি আমারে শাপ দিলে অকারণ।।
আমি যদি দোষে থাকি ফলিবেক শাপ।
আপনার দোষে আমি পাব মনস্তাপ।।
এতেক বলিয়া মায়া করি নারায়ণ।
পুত্রশোক গান্ধারীর করেন মোচন।।

যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক মৃত স্বজনগণের শরীর-সৎকার।

কৃষ্ণের বচনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া বলে মহামতি।।
মন দিয়া শুন পুত্র আমার বচন।
কুরুক্ষেত্র-রণে মরিয়াছে যত জন।।
রাজরাজেশ্বর রাজা কুমার রাজার।
গণনা করিতে নারি কতেক হাজার।।
সুহৃদ বান্ধব কার নাহি সহোদর।
সবাকার অগ্নিকার্য্য করহ সত্বর।।
অগ্নিকার্য্য সবাকার করহ এখন।
নিমন্ত্রি আনিল যাহাদিগে দুর্য্যোধন।।
তব আমন্ত্রণে আসিলেক যত রাজ।
না করিলে প্রেতকার্য্য হইবেক লাজ।।
শ্রীধৌম্য সঞ্জয় আর বিদুর সুমতি।
ইন্দ্রসেন জয়সেন যুযুৎসু প্রভৃতি।।
ইহারা সকলে যাক তোমার সহিত।
করুক অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম যে যার উচিত।।
কেকয় প্রভৃতি যোদ্ধা ঘটোৎকচ বীর।
অলম্বুষ রাক্ষসের পোড়াও শরীর।।
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যত এসেছিল প্রাণী।
সবারে সৎকার কর ধর্ম্ম নৃপমণি।।
ধৃতরাষ্ট্র-আজ্ঞা পেয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার করিল গগন।।
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজার আজ্ঞায়।
ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির আছেন সহায়।।
জ্ঞাতিগণে অগ্নি দিল ধর্ম্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার হইল গগন।।
অপর যতেক রাজা মৃত কুরুক্ষেত্রে।
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজ-আজ্ঞামাত্রে।।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইল দাহন।
অনুমৃতা হ'ল তাহে কত নারিগণ।
উত্তরা পুড়িতে চাহে অভিমন্যু সনে।
তাহারে বুঝান কৃষ্ণ বিবিধ বিধানে।।
শুন বধূ না মরিহ অভিমন্যু সাথে।
উত্তম পুরুষ আছে তোমার গর্ভেতে।।
পরীক্ষিত নাম হবে মহা তেজীয়ান।
মহা-ধর্ম্মশীল হবে পুরুষ প্রধান।।
এত বলি শান্ত তারে করিল শ্রীহরি।
কুন্তী আসি উত্তরারে নিল হাতে ধরি।।
বিষাদ পাইয়া ধর্ম্ম করেন রোদন।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন।।
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে।
এ তিন ভুবন আছে যাঁহার শরীরে।।

বিশ্বাস করয়ে লোক এ সব বচনে ।
বিশ্বরূপ যশোমতী দেখে বিস্ময়ানে ॥
চারি ভাই সঙ্গে লয়ে পাণ্ডুর কুমার ।
গেলেন তর্পণ স্নান হেতু যত আর ॥
গঙ্গায় চলিল সবে গোবিন্দ সংহতি ।
পঞ্চ পাণ্ডবাদি ধৃতরাষ্ট্র নরপতি ॥
গান্ধারী প্রভৃতি কুন্তী ক্রপদনন্দিনী ।
উত্তরা প্রভৃতি আর যতেক রমণী ॥
স্নান আদি কৈল সবে জাহ্নবীর জলে ।
ধৌম্য পুরোহিত বাক্য বলায় সকলে ॥
দুর্য্যোধন আদি করি শত সহোদর ।
সবার তর্পণ করিলেন নৃপবর ॥
আর যত রাজগণ সংগ্রামে মরিল ।
একে একে সবাকার তর্পণ করিল ॥
ক্ষত্রমত নিত্যকর্ম্ম ছিল পূর্ব্বাপর ।
সেই মত করিল পাণ্ডুর সহোদর ॥
নর নারী কৈল যত পারত্রিক কর্ম্ম ।
যেমত বিধান ছিল শাস্ত্রমত ধর্ম্ম ॥
হেনকালে কুন্তীদেবী গিয়া সেইখানে ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর বচনে ॥
কর্ণ মহাবীর হয় আমার নন্দন ।
সূতপুত্র বলি যারে বলিলে বচন ॥
কন্যাকালে জন্ম হ'ল আমার উদরে ।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম জানাই তোমারে ॥
অসময়ে জাত বলি করি বিসর্জ্জন ।
মঞ্জুষা করিয়া ভাসাইলাম তখন ॥
তবে সূত পেয়ে তারে করিল পালন ।
প্রসিদ্ধ হইল সেই রাধার নন্দন ॥
বলবান্ বলি দুর্য্যোধন নিল তারে ।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমারে ॥
প্রিয় সহোদর তব কর্ণ অঙ্গপতি ।
তাহার তর্পণ কর ধর্ম্ম মহামতি ॥
মায়ের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির ।
বরিষয়ে দুই ধারে নয়নের নীর ॥
বিষাদ করিয়া ধর্ম্ম করেন রোদন ।
প্রবোধ অর্পেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন ॥

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কুন্তীরে তখন ।
পুনশ্চ কহিল কর্ণ-জন্ম-বিবরণ ॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র পায় যেমন প্রকারে ।
কহিল সকল কথা রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
এতেক শুনিয়া ধর্ম্ম মায়ের বচন ।
মলিনবদনে পুনঃ করেন রোদন ॥
এত দিনে হেন কথা কহিলে জননি ।
কর্ণ মোর সহোদর এত দিনে শুনি ॥
ভ্রাতৃবধ করি আমি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল ।
কর্ণ মোর সহোদর বিক্রমে বিশাল ॥
হাহাকার ধ্বনি করি কান্দে সর্ব্বজন ।
পুনশ্চ প্রবোধ দেন দৈবকীনন্দন ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা শোকেতে জর্জ্জর ।
যোড়হাত করি কহে জননী গোচর ॥
শুন গো জননি আমি করি নিবেদন ।
জানিলে না হত কভু কর্ণের নিধন ॥
গুপ্ত করি রাখিলে না কহিলে আমারে ।
তেকারণে বধিলাম জ্যেষ্ঠ সহোদরে ॥
এ সকল কথা যদি কহিতে জননি ।
তবে কেন বিনাশিব কর্ণ মহাজ্ঞানী ॥
তবে কেন বিনাশিব রাজা দুর্য্যোধনে ।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখাদি ভাই শত জনে ॥
তবে কেন ভীষ্ম বীর ঈদৃশ হইবে ।
অভিমন্যু পুত্র কেন রণেতে পড়িবে ॥
তবে কেন হইবেক দ্রোণের নিধন ।
পূর্ব্বেতে এ সব যদি কহিতে বচন ॥
দৈবে কর্ণ রাজা ছিল হস্তিনানগরে ।
দুর্য্যোধন তার বাক্য অন্যথা না করে ॥
কর্ণ-আজ্ঞাকারী ছিল যত কুরুগণ ।
যুদ্ধ না হইত মাতা জানিলে এমন ॥
হেন ভাই বধিলাম রাজ্যের লাগিয়া ।
ধিক্ ধিক্ প্রাণ মম যাক বাহিরিয়া ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃ তুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ।
এ কলঙ্ক রাখিলাম আপনার কুলে ॥
এ বড় দারুণ শল্য রহিল অন্তরে ।
এত দিনে হেন কথা কহিলে আমারে

মা হইয়া পুত্র প্রতি এমত আচার ।
শুন গো জননী তাপ বাড়িল আমার ॥
শাপ দিব আমি দুঃখ বড় পাই মনে ।
গুপ্তকথা না থাকিবে নারীর বদনে ॥
নারীর উদরে আর কথা না রহিবে ।
অতি গুপ্ত কথা হ'লে প্রকাশ হইবে ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির অতি শোকাকুল ।
পুনঃ প্রবোধেন কৃষ্ণ হয়ে অনুকুল ॥
কৃষ্ণবাক্যে প্রীতি পেয়ে পাণ্ডুর নন্দন ।
শাস্ত্রমত করিলেন কর্ণের তর্পণ ॥
ঘটোৎকচ রাক্ষসের করেন তর্পণ ।
পুনঃ স্নান করি কূলে উঠেন তখন ॥
কূলে রহিলেন ধর্ম্ম হইয়া অসুখী ।
ভীমার্জ্জুন সহদেব কেহ নহে সুখী ॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে বিস্তর কান্দিল ।
পতিহীনা নারীগণ যত সঙ্গে ছিল ॥
শান্ত করি যুধিষ্ঠির আনেন শিবিরে ।
ধৃতরাষ্ট্র আদি সবে রহে অনাহারে ॥
শিবিরে রহিল সবে বিষাদিতমনে ।
গান্ধারী পুত্রের শোকে কান্দে রাত্রিদিনে ॥
অনাহারে তিন রাত্রি করিল যাপন ।
নিশিযোগে ফলাহার কৈল সর্ব্বজন ॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে করেন রোদন ।
আহা মরি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন ॥
আজি তিন দিন হ'ল পুত্র নাহি দেখি ।
কোথা দুর্য্যোধন কোথা দুর্ম্মুখ ধানুকী ॥
গান্ধারী কৃষ্ণেরে কন করিয়া রোদন ।
আজি শূন্য হ'ল মম সকল ভুবন ॥
কোথা গেল দুর্য্যোধন কহ যদুমণি ।
অকারণে প্রাণ ধরি আমি অভাগিনী ॥
সকল সংসার শূন্য পুত্রের বিহনে ।
শুন কৃষ্ণ কত দুঃখ উঠে মম মনে ॥
শত পুত্র যেন মম পূর্ণ শশধর ।
কি হ'ল কোথায় গেল কহ যদুবর ॥
সে হেন সুন্দর মুখ অনলে পুড়িল ।
নানা আভরণ অঙ্গে কেবা কাড়ি নিল ॥

অগুরু চন্দনে লিপ্ত ছিল নিরন্তর ।
কেমনে পোড়ালে বল হেন কলেবর ॥
নানাভোগে নানা রসে থাকিত সকলে ।
হেন তনু ছারখার করিলে অনলে ॥
স্বপ্নবৎ দেখি আমি সকল সংসার ।
কহ কোথা গেল মম শতেক কুমার ॥
স্বর্ণরচিত পুরী নিল কোন্ জন ।
কহ কৃষ্ণ কোথা গেল আমার নন্দন ॥
কনক-বরণ দেহ অতি সুকুমার ।
দুঃশাসন আদি পুত্র কোথা সে আমার ॥
শোক-দুঃখভরে আমি হলেম বিমন ।
কোথা শত পুত্র মোর খঞ্জননয়ন ॥
স্মরণ করিতে মোর বিদরে পরাণ ।
হস্তিনা হইল শূন্য শুন ভগবান ॥
এ বড় অন্তরে দুঃখ রহিল আমার ।
বৃদ্ধকালে কিবা গতি হইবে রাজার ॥
মরিলে পুত্রের হাতে না পাবে আগুণ ।
ইহা ভাবি আরো দুঃখ বাড়ে চতুর্গুণ ॥
কি বুঝিয়া বিধি হেন করিল আমারে ।
শুন হে করুণাময় নিবেদি তোমারে ॥
এত জ্বালা আগেতে না জানি গদাধর ।
পুত্রশোকে আজি মম দহে কলেবর ॥
ওহে ভীমসেন শুন আমার বচন ।
আর বিষ তোমারে না দিবে দুর্য্যোধন ॥
আর কেবা জতুগৃহ করিবে নির্ম্মাণ ।
ঘুচাইল সব ভয় প্রভু ভগবান ॥
শকুনি আমার ভাই গেল কোথাকারে ।
আর কে মন্ত্রণা দিবে আমার পুত্রেরে ॥
ওহে যুধিষ্ঠির তব হ'ল শুভদশা ।
আর কে তোমার সঙ্গে খেলাইবে পাশা ॥
গান্ধারের নাথ কোথা দুরাত্মা শকুনি ।
তোমা সবাকার ভয় ঘুচিল এখনি ॥
গান্ধারী এতেক বলি পড়ে ভূমিতলে ।
যুধিষ্ঠির ধরি তুলিলেন সেইকালে ॥
সান্ত্বনা করেন কৃষ্ণ বিবিধ প্রকারে ।
নানাবিধ শাস্ত্রবাক্যে বুঝালেন তাঁরে ॥

শুন গো গান্ধারী শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
ভূমিষ্ঠ হইল যবে রাজা দুর্য্যোধন ॥
এ শোকে সে সব কথা নহে ত বিধান।
বিদুর কহিল যত সকলি প্রমাণ ॥
দুর্য্যোধন লাগি শোক কেন কর বৃথা।
অনিত্য সংসার এই আমি আছি কোথা ॥
অদ্য বা শতান্তে হবে অবশ্য মরণ।
শুন গো গান্ধারী শোক কর অকারণ ॥
বিজয় পাণ্ডব-কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
শুন শুন সাধুগণ হয়ে একমন।
কাশীরাম দাস কহে ভারত কথন ॥

হস্তিনায় রাজত্ব গ্রহণার্থ যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহ।

বলেন জনমেজয় শুন মুনিবর।
গান্ধারীর শোক শুনিলাম বহুতর ॥
পতিহীনা নারী যত পাইল যাতনা।
কৃষ্ণ তাহে করিলেন কিরূপে সান্ত্বনা ॥
সে সব বৃত্তান্ত মুনি বলহ আমায়।
যুধিষ্ঠির কিরূপেতে আসে হস্তিনায় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন নরপতি।
প্রত্যেক কহিব তোমা সে সব ভারতী ॥
পুনঃপুনঃ বাড়ে শোক নহে নিবারণ।
তাহা দেখি মৃদু হাসি দেব নারায়ণ ॥
বিচারিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির স্থানে।
হস্তিনানগরে তুমি চল এইক্ষণে ॥
শূন্য আছে রাজপাট যাইতে উচিত।
শোক সম্বরণ করি চলহ ত্বরিত ॥
সিংহাসনে বসি কর প্রজার পালন।
অনুকূল তোমা প্রতি যত প্রজাগণ ॥
হস্তিনার লোক দুঃখী তোমা অদর্শনে।
অযোধ্যার লোক যেন রাম গেলে বনে ॥
রাবণ মারিয়া রাম আসিলেন দেশে।
প্রজার পালন করিলেন যে বিশেষে ॥
সেই মত কর তুমি হস্তিনানগরে।
পালহ সকল প্রজা প্রসন্ন অন্তরে ॥

উদ্বেগ কলহ কভু সেখানেতে বাড়ে।
শোকে মন দিলে রাজা লক্ষ্মী তারে ছাড়ে
রামায়ণ শুনিয়াছ শুনিতে কৌতুক।
সুগ্রীব বালিকে মারি পাইলেক সুখ ॥
রাবণ মারিয়া রাজ্য নিল বিভীষণ।
পূর্ব্বাপর নীতি এই শুন বিচক্ষণ ॥
দেবাসুর-যুদ্ধ-কথা শুনিয়াছ তুমি।
পুনঃপুনঃ সেই কথা কত কব আমি ॥
বিলম্ব না কর আর শত্রু হ'ল ক্ষয়।
সুখে রাজ্য কর গিয়া পাণ্ডুর তনয় ॥
পূর্ব্বে কহিলাম যত পাইলে প্রমাণ।
এখন করহ শোক নহে ত বিধান ॥
এত যদি কহিলেন দেব নারায়ণ।
খেদেতে কহেন পুনঃ ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুন কৃষ্ণ আর আমি হস্তিনা না যাব।
মরণ পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রেতে রহিব ॥
রাজ্য ধনে আর মম নাহি প্রয়োজন।
সহিতে না পারি আমি নারীর ক্রন্দন ॥
পতিহীনা যুবতীর শোক নিরন্তর।
শুন কৃষ্ণ গালি মোরে দিবেক বিস্তর ॥
শুনিতে না পারি আমি নিন্দিবেক লোকে
অতএব ক্ষমা কর যাইতে আমাকে ॥
এই সব পাপে আমি না পাব নিস্তার।
হস্তিনা যাইতে প্রভু না বলিহ আর ॥
বড়ই নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছি আমি।
হস্তিনা যাইতে কৃষ্ণ না বলিহ তুমি ॥
আমা সম পাপী নাহি শুন গদাধর।
রাজ্য লাগি বধিলাম জ্ঞাতি সহোদর ॥
ভীমার্জ্জুনে লয়ে তুমি যাও হস্তিনায়।
আমার সুযুক্তি এই জানাই তোমায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে লয়ে নারায়ণ।
ভীমার্জ্জুনে লয়ে কর হস্তিনা গমন ॥
কুন্তী দেবী লয়ে আর দ্রুপদনন্দিনী।
বিরাটতনয়া লয়ে যাহ চক্রপাণি ॥
হস্তিনাতে যাহ তুমি সবাকে লইয়া।
কুরুক্ষেত্র তীর্থে আমি থাকিব বসিয়া ॥

অনাহারে তেয়াগিব দেহ আপনার।
শুন কৃষ্ণ জ্ঞাত করি গোচরে তোমার ॥
যে আছে আমার মনে করিব সে কর্ম্ম।
কদাচিত রাজ্যভোগ না করি অধর্ম্ম ॥
বান্ধব নাহিক মম কি কাজ রাজত্ব।
ভাই বন্ধু বিনাশিয়া কিসের বীরত্ব ॥
পিতামহ গুরু বধে নাহিক নিষ্কৃতি।
কেমনে হস্তিনা যাই বল যদুপতি ॥
গান্ধারীর শোক নিত্য পুত্রের মরণে।
কেমন করিয়া তাহা দেখিব নয়নে ॥
পুত্রশোকে ধৃতরাষ্ট্র ছাড়িবে নিশ্বাস।
সহিতে নারিব তাহা শুন শ্রীনিবাস ॥
উত্তরা কান্দিবে নিত্য অভিমন্যু-শোকে।
অন্যের বনিতা যত নিন্দিবেক মোকে ॥
কর্ণশোকে মাতা মম কান্দিবে বিস্তর।
দেখিতে নারিব তাহা শুন গদাধর ॥
নিত্য নিত্য পাব দুঃখ হস্তিনাতে গিয়া।
ক্ষমা দেহ কৃষ্ণ বলি বিনয় করিয়া ॥
পুনঃ কিছু না বলিহ শুন যদুরায়।
হস্তিনাতে যাহ তুমি দিলাম বিদায় ॥
ভীমার্জ্জুনে লয়ে দেশে করহ গমন।
যত্ন না করিহ তুমি দেব নারায়ণ ॥
শুনহ অর্জ্জুন ভাই আমার ভারতী।
রাজা হয়ে পাল গিয়া এই বসুমতী ॥
ধৃতরাষ্ট্র-আজ্ঞা লয়ে করিবে করম।
তবে সে রহিবে ভাই আপন ধরম ॥
সেবিবে গান্ধারীপদ কুন্তীর সমান।
তবে সে হইবে ভাই সবার কল্যাণ ॥
যাহ ভীম রাজ্যভোগ কর হস্তিনায়।
আমি যাব দুর্য্যোধন গিয়াছে যথায় ॥
যথা কর্ণ সহোদর দ্রোণ মহাবীর।
সেবা হেতু সেইখানে যাব আমি স্থির ॥
বিরাট দ্রুপদ আর শিখণ্ডী শকুনি।
অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু গুণমণি ॥
আর যত মরিলেক আমার কারণে।
তাহা সবা ত্যজি আমি যাইব কেমনে ॥
বীরশূন্য করিলাম বসুমতী আমি।
এ সব নিন্দিত কর্ম্মে বড় ভয় মানি ॥
এত যদি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বুঝায়ে পুনশ্চ তাঁরে কন নারায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার পূর্ব্বাপর ইতিহাস বর্ণন।

ধর্ম্মের বচন শুনি, বিচারিয়া চক্রপাণি,
পূর্ব্বকথা কহেন রাজারে।
ভ্রাতৃবধ বলি তুমি, ভয় কর নৃপমণি,
যুদ্ধ নিত্য হয় দেবাসুরে ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির, নিজ মন কর স্থির,
শুন কহি পূর্ব্বের কথন।
পরাশরসুত ব্যাস, করিলেন যে প্রকাশ,
শ্রবণে কলুষবিনাশন ॥
দিতির হইল সুত, কশ্যপ ঔরসে জাত,
স্বর্গে ইন্দ্র দেবতার রাজা।
অমরাবতীর নাথ, পুষ্প যার পারিজাত,
রমণী যাহার পুলোমজা ॥
দৈত্যগণ মহীতলে, রাজ্য করে বাহুবলে,
নাম কত লইব তাহার।
কোটিকোটি সৈন্যসঙ্গে, সুরপুরে যায় রঙ্গে,
লইতে ইন্দ্রের অধিকার ॥
কুলিশ করিয়া হাতে, আরোহিয়া ঐরাবতে,
শচীপতি করেন সংগ্রাম।
যুদ্ধ হ'ল দুই জনে, বিবুধ দুঃসহ রণে,
কত দিন না করে বিশ্রাম ॥
যুদ্ধ হয় দিবানিশি, নাহি উদে রবি শশী,
কোটি কোটি মরে রণস্থলে।
সে কথা কহিব কত, শুন ওহে ধর্ম্মসুত,
পুরাণ শাস্ত্রেতে হেন বলে ॥
নমুচি সম্বর নাম, দৈত্য ছিল বলবান,
বৃষপর্ব্বা দৈত্যের ঈশ্বর।
যারযশ পৃথিবীতে, লোকে গায় হরষিতে,
যুদ্ধ কৈল সহস্র বৎসর ॥

অগ্নি মন্দানল হ'ল, শাস্ত্রে হেন বুঝাইল,
সে কথা কহিব কত আমি।
ভ্রাতৃমারি কতজন,নিল্য রাজ্য সিংহাসন,
মুনিমুখে শুনিয়াছ তুমি ।।
হিরণ্যকশিপু নাম, দৈত্য ছিল বলবান,
হিরণ্যাক্ষ তার সহোদর ।
উদ্যম করিল কত, বিনাশিল শত শত,
যুদ্ধ পাঁচ হাজার বৎসর ।।
ইন্দ্র বজ্র ধরি করে, বিনাশিল দানবেরে,
ইহা বলি না দিলেক ক্ষমা ।
নীতি আছে পূর্ব্বাপর, আচরহ নৃপবর,
ইথে কেহ না নিন্দিবে তোমা ।।
গরুড় কশ্যপসুত, বিনতা-উদরজাত,
কদ্রুর তনয় নাগগণ ।
সর্প গরুড়েরে দেখে,দায়াদ করিয়া নখে,
নাগ খগেশ্বরের ভক্ষণ ।।
তুমি কর মনে ভয়, শুন ধর্ম্ম মহাশয়,
কিন্তু হইয়াছে পূর্ব্বকালে ।
আমার বচন শুনি, শোক ত্যজ নৃপমণি,
হস্তিনাতে চলহ সত্বরে ।।
শুনিলে পুরাণ কথা, দূর কর মনোব্যথা,
রামায়ণ শুন নরপতি ।
বালি বাসবের সুত,রূপে গুণে বিভূষিত,
সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব সুমতি ।।
বসতি কিষ্কিন্ধ্যাপুরে,সমভাবে কার্য্যকরে,
কত দিনে বিবাদ জন্মিল ।
মায়াবী দুন্দুভি নাম, দুই দৈত্য বলবান,
বালি সঙ্গে যুঝিতে আসিল ।।
সহিতে না পারিরঙ্গ,মায়াবী দিলেকভঙ্গ,
দুন্দুভি যে পড়িল সমরে ।
দৈত্যের দেখিয়া ভঙ্গ,বালির বাড়িল রঙ্গ,
পিছে তার চলিল সত্বরে ।।
দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ,বালিরাজা মনোমত,
সুগ্রীবে রাখিল সেইখানে ।
আপনার বাহুবলে, চলি গেল রসাতলে,
যুদ্ধ হ'ল দানবের সনে ।।

এক সম্বৎসর হ'ল,বালিরাজা না আসিল,
সুগ্রীব তা মনে বিচারিয়া ।
শোণিত সুড়ঙ্গদ্বারে,সুগ্রীব কাঁপিল ডরে,
দ্বার রুদ্ধ কৈল শিলা দিয়া ।।
বালি মৈলরসাতলে,সুগ্রীব পাত্রেরেবলে,
বসিলেক রাজসিংহাসনে ।
তারাউমা সঙ্গেকরি,সুগ্রীব করেনকেলি,
বালিরাজা আসিল কত দিনে ।।
বালিযায়মনস্তাপে,সুগ্রীবেকাটিতেকোপে
পাত্র মিত্র নীতি বুঝাইল ।
সুগ্রীব পাইয়া ভয়,কিষ্কিন্ধ্যায় নাহিরয়,
প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল ।।
ভ্রমণ করিল যত, তাহা-বা কহিব কত,
শ্রীরামের সঙ্গে কৈল মিতা ।
সুগ্রীব বলেন মিতা, শুনহ আমার কথা,
বালি নিল আমার বনিতা ।।
শুনি সুগ্রীবের কথা,শ্রীরাম পাইয়াব্যথা,
বালি বধে করেন স্বীকার ।
শ্রীরামের বাণে বালি,লোটায়ে পড়িলধূলি,
তনু ত্যজি গেল স্বর্গদ্বার ।।
সুগ্রীব হইলরাজা,পেয়ে রাজ্যপালে প্রজা,
তারা উমা লয়ে করে কেলি ।
রামের সাহায্য হেতু,সাগরে বান্ধিলসেতু,
সকল বানরসেনা মিলি ।।
করি আয়োজন নানা,লঙ্কায় করিয়াথানা,
অবস্থিতি শ্রীরাম লক্ষণ ।
সঙ্গে তাঁর সৈন্য যত,তাহা বা কহিব কত,
রাবণের বধিতে জীবন ।।
হেনকালে নিশাচর, রাবণের সহোদর,
বিভীষণ রামের গোচরে ।
রাম সিন্ধুতটে বসি, শরণ লইল আসি,
সকল কহিল রঘুবীরে ।।
রাক্ষস বলিয়া তাতে,ঘৃণা নাহি রঘুনাথে,
মিত্র বলি দেন আলিঙ্গন ।
বহুদিন যুদ্ধ হয়, হইল রাবণ ক্ষয়,
লঙ্কারাজ্য নিল বিভীষণ ।।

এ সকল বিষ্ণু অংশ,ভ্রাতৃগণে করি ধ্বংস,
নানা ভোগ করিল কৌতুকে।
তুমি মিথ্যা কর ভয়, যুধিষ্ঠির মহাশয়,
শীঘ্র তুমি চল হস্তিনাকে ।।
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচিবে ব্যথা,
ভবজন্য হয়ে থাকে যত।
কাশীদাস দেব বলে,সুগতি পাইবে কালে,
ভজ কৃষ্ণচরণ সতত ।।

শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদের নানা উপদেশে
যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় গমন।

বলেন বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
যুধিষ্ঠিরে বহুবিধ কহে নারায়ণ ।।
অঙ্গীকার তথাপি না করেন রাজন।
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ মধুর বচন ।।
শুন ওহে ধর্ম্মরাজ ধৈর্য্য ধর মনে।
হস্তিনানগরে চল আমার বচনে ।।
পৃথিবী পালহ রাজা সিংহাসনে বসি।
ধর্ম্মের নন্দন তুমি হবে রাজ্যবাসী ।।
যে দুঃখ পাইলে তুমি ভ্রমি বনে বনে।
সে সকল কথা কেন নাহি কর মনে ।।
রজস্বলা দ্রৌপদীর কেশেতে ধরিল।
সভামধ্যে দুঃশাসন টানিয়া আনিল ।।
দ্রৌপদীরে উরু দেখাইল দুর্য্যোধন।
তাহা সব পাসরিলে ধর্ম্মের নন্দন ।।
তথাপি এতেক ভয় বুঝিতে না পারি।
বিলম্ব না কর চল হস্তিনানগরী ।।
এত যদি কহিলেন দৈবকীনন্দন।
দিলেন পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ উত্তর বচন ।।
যতেক কহিলে কথা কৃষ্ণ মহাশয়।
কিন্তু মম মনে তাহা কিছুই না লয় ।।
দুর্য্যোধন লভিলেক নিজ কর্ম্মফল।
আমাকে উচিত নহে ভকতবৎসল ।।
রাজ্যভোগ কভু আর নাহি মম মনে।
নিরবধি পড়ে মনে ভাই দুর্য্যোধনে ।।
যুক্তি নয় সে সকল বচন শুনিতে।
ভীমার্জ্জুনে লয়ে তুমি যাহ হস্তিনাতে ।।
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
পুনঃপুনঃ বাক্য মম না কর লঙ্ঘন ।।
তোমাকে না শোভে হেন দিতে অনুমতি।
তুমি রাজা হলে আমি পাইব পীরিতি ।।
এমত কৃষ্ণের লীলা কেহ নাহি জানে।
অনুমতি দেন ধর্ম্ম কৃষ্ণের বচনে ।।
হস্তিনা যাইব চল দেব গদাধর।
শুনিয়া সানন্দ হ'ল বীর বৃকোদর ।
যুধিষ্ঠির রাজা হইবেন হস্তিনার।
শুনি আনন্দিত হ'ল মাদ্রীর কুমার ।।
অর্জ্জুন প্রফুল্ল হন ধর্ম্মের বচনে।
ত্বরা করিলেন অতি হস্তিনা গমনে ।।
হেনকালে ধৃতরাষ্ট্র করেন ক্রন্দন।
কোথায় ছাড়িয়া যাই পুত্র দুর্য্যোধন ।।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখাদি যত যত জন।
স্মরিয়া আমাকে লহ শুন বাছাধন ।।
দেশেতে দেখিব গিয়া আমি কার মুখ।
পাণ্ডব নিলেক রাজ্য ধন জন সুখ ।।
সকরুণে হেন কথা কহিল রাজন।
শুনি যুধিষ্ঠির হইলেন অচেতন ।।
পড়েন ভূমিতে ধর্ম্ম হইয়া মুচ্ছিত।
কৃষ্ণার্জ্জুন সহদেব দেখি হন ভীত ।।
তুলিয়া রাজাকে বসাইলেন শ্রীহরি।
বসিয়া কহেন রাজা কৃতাঞ্জলি করি ।।
কি আর প্রবোধ দেহ ওহে দেব হরি।
জ্যেষ্ঠতাত-শোক আর সহিতে না পারি ।।
কেমনে এ সব কথা শুনিব শ্রবণে।
শুন কৃষ্ণ কার্য্য নাহি মম রাজ্য ধনে ।।
দ্রৌপদী মরিবে পঞ্চ-পুত্র-বিবর্জ্জিতা।
অভিমন্যু-শোকে কান্দে বিরাটদুহিতা ।।
ভাই বন্ধু গেল আমি ক্ষত্রিয়নাশক।
লিখিতে না পারি যত আমার পাতক ।।
প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয় ইহার।
আর কিছু না বলিহ দৈবকীকুমার ।।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি দ্রুপদ রাজন।
রাজ্য হেতু নাশিলাম শুন নারায়ণ ।।

পৃথিবীতে ছিল যত যত নরপতি ।
মম হেতু সবাকার হইল দুর্গতি ॥
কেন পাপ-আশা আমি বাড়াইনু মনে ।
নাশ হ'ল কুরুকুল আমার কারণে ॥
রাজ্যলুব্ধ হয়ে আমি হইনু দুরন্ত ।
ভীষ্ম হেন পিতামহে করিলাম অন্ত ॥
অর্জ্জুনের বাণে পিতামহ ম্রিয়মাণ ।
শিখণ্ডী সম্মুখে গিয়া কৈল অপমান ॥
রথ হতে যবে পড়ে ভীষ্ম মহাবীর ।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥
পুষিয়া পালিয়া মোরে শিখাইল নীত ।
হেন পিতামহে মারি না হয় উচিত ॥
কহিতে অধিক দুঃখ উঠে নারায়ণ ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম পুনঃ যাব বন ॥
তবে ব্যাসদেব প্রবোধেন যুধিষ্ঠিরে ।
শুন ধর্ম্ম শোক কেন ভাবহ অন্তরে ॥
আমি যাহা কহি তাহা শুন মন করি ।
গতজীবে শোক বৃথা মিছা মায়া ধরি ॥
যথায় সংযোগ তথা বিয়োগ অবশ্য ।
সলিলের বিম্ব যেন সংসার-রহস্য ॥
জন্মিলে মরণ আছে জানে সব লোক ।
জন্ম মৃত্যু দেহ ধরি না করিহ শোক ॥
এ সব ঈশ্বরলীলা শুন নরপতি ।
সেই সে বুঝিতে পারে কৃষ্ণে যার মতি ॥
চিরজীবী কেহ নহে শুন যুধিষ্ঠির ।
কালেতে বিনাশ পায় ভৌতিক শরীর ॥
ইহাতে বিষাদ কেন শুনহ রাজন ।
পুনঃপুনঃ কহিছেন নিজে নারায়ণ ॥
এত বলি কহিলেন বহু ইতিহাস ।
প্রবোধ দিলেন যুধিষ্ঠিরে মুনি ব্যাস ॥
সংসার প্রসঙ্গে যেই কথা মুনিগণে ।
সনকেরে জিজ্ঞাসা করিল তপোবনে ॥
শুনিল মুনিরা যাহা সনকের স্থানে ।
সে কথা কহেন ব্যাস ধর্ম্মের নন্দনে ॥
অনিত্য শরীর এই শুনহ রাজন ।
নানামত ব্যাধি হেতু প্রাণীর লিখন ॥

বিধাতা লিখিল যারে যেমত প্রকারে ।
খণ্ডন না যায় তাহা জনমিলে মরে ॥
আপনার কর্ম্ম হেতু মরয়ে আপনি ।
চিরজীবী কেহ নহে শুন নৃপমণি ॥
প্রথম বয়সে কেহ কেহ মধ্যকালে ।
শেষকালে মরে কেহ বার্দ্ধক্য হইলে ॥
বড় ছোট নাহি জানি মরে সর্ব্বজন ।
কর্ম্ম অনুরূপ জান পাণ্ডুর নন্দন ॥
অস্ত্রাঘাতে মরে কেহ জলেতে ডুবিয়া ।
আত্মঘাতী হয় কেহ গরল খাইয়া ॥
সর্পাঘাতে মরে কেহ মরে সন্নিপাতে ।
শার্দ্দূল-ভক্ষণে কেহ মাতঙ্গ হইতে ॥
নানামত ব্যাধি আছে কেহ মরে তাতে ।
কর্ম্ম অনুরূপ ব্যাধি জন্মে শাস্ত্রমতে ॥
যাহার যেমত কর্ম্ম তার সেই গতি ।
হেতুমাত্র মৃত্যু হয় শুন নরপতি ॥
মহাধনবান রাজা নানা ভোগ করে ।
শুন যুধিষ্ঠির সেই কাল বশে মরে ॥
ভিক্ষা মাগি যেই জন খায় প্রতিদিন ।
কাল বশে সেহ মরে শুনহ প্রবীণ ॥
নানা শাস্ত্র বিচারিয়া করয়ে বিচার ।
ভোগ হলে অন্তে মৃত্যু হয় যে তাহার ॥
অতিদুঃখী মরে চিরজীবী কেহ নয় ।
শুন যুধিষ্ঠির এই সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
এ সব ঈশ্বর-আজ্ঞা কালে মরে প্রাণী ।
তুমি জ্ঞানবান কত বুঝাইব আমি ॥
নিত্য শত স্বর্ণ কেহ দ্বিজে দেয় দান ।
কালে তার মৃত্যু হয় না হয় এড়ান ॥
কোন কোন জন নিত্য নিত্য পাপ করে ।
শুন নরপতি সেহ কাল হলে মরে ॥
কিন্তু ধর্ম্মপথে প্রাণী করিবে যতন ।
কদাচিত পাপপথে নাহি দিবে মন ॥
ধর্ম্মপথ আচরিতে বেদের বিধান ।
এ সব ঈশ্বরলীলা শুন মতিমান ॥
আশার কৌতুক দেখ সকল সংসার ।
কালেতে হরিবে সব ধর্ম্মের কুমার ॥

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা যথা হয় পরিবর্ত্ত।
সেইমত দুঃখ সুখ কালের বিবর্ত্ত॥
শুন যুধিষ্ঠির কেহ কারে নাহি মানে।
অগাধ সলিলে মৎস্য থাকয়ে বন্ধনে॥
বনে চরে মৃগ কারে না করে হিংসন।
দেখহ ঈশ্বরলীলা তাহার মরণ॥
ঔষধে না করে ত্রাণ জানাই তোমারে।
কর্ম্মক্ষয় হলে প্রাণী অকস্মাৎ মরে॥
তনয় অকর্ম্মা থাকে বাক্য নাহি সরে।
ভোগ না সমাপ্তি হতে কেন সেই মরে॥
ইথে বল আর শোক কর কেন বৃথা।
মনে বিচারিয়া দেখ তব পিতা কোথা॥
কোথা সে মান্ধাতা পৃথ্বী দিলেক দ্বিজেরে।
যযাতি নহুষ কোথা শিবি নৃপবরে॥
হরিশ্চন্দ্র রুক্মাঙ্গদ ধর্ম্মশীল দাতা।
কালেতে মরিল তারা বল আছে কোথা।
দুইখানি কাষ্ঠ স্রোতে একত্র মিলয়।
পুনশ্চ বিচ্ছেদ হয়ে কে কোথায় রয়॥
সেমত জানিবে ধর্ম্ম বন্ধু-সমাগম।
জ্ঞানবান লোক তাহে নাহি করে ভ্রম॥
নারীগণ গীত বাদ্য করে অনুক্ষণ।
লজ্জাহীন হয়ে শেষে করয়ে ক্রন্দন॥
পিতৃ মাতৃ আর দেখ যত পরিবার।
মনে বিচারিয়া দেখ কেহ নয় কার॥
কার পুত্র কোন জন কেবা কার পিতা।
কে কার জননী কেবা কাহার বনিতা॥
কত জন্ম কত মৃত্যু স্থির নাহি জানি।
জননী রমণী হয় রমণী জননী॥
পুত্র হয়ে পিতা হয় পিতা হয় পুত্র।
অপূর্ব্ব ঈশ্বরলীলা কর্ম্মমাত্র সূত্র॥
পথিক সহিত যেন পরিচয় পথে।
সেইমত দিন কত থাকে এক সাথে॥
তাহাতে বিচ্ছেদ হয় নিজ কর্ম্মগুণে।
শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির কিবা ভাব মনে॥
কালে আসে কালে যায় কেহ নাহি দেখে
কোথাহতে আসে প্রাণী কোথা গিয়াথাকে
ক্ষণিক সংযোগ হয় সদা বিভিন্নতা।
শুন যুধিষ্ঠির তুমি শোক কর বৃথা॥
কোথা আছিলাম পূর্ব্বে কোথা চলি যাব।
কে বুঝে ঈশ্বরলীলা কাহারে কহিব॥
কুম্ভকারচক্র যেন দিবা নিশি ভ্রমে।
সেমত জানিহ ধর্ম্ম বন্ধু-সমাগমে॥
ভাস্করের গতায়াতে দিন হয় ক্ষয়।
সংসার কর্ম্মেতে লোক চৈতন্য হারায়॥
জন্ম জরা মৃত্যু দেখিতেছে সদা হয়।
তথাপি লোকের মনে নাহি হয় ভয়॥
যখন জন্ময়ে লোক এ ভব-সংসারে।
তখনি আইসে প্রাণী যম-অধিকারে।
রসিক জনেতে যেন সেবে মহারস।
জরা জীর্ণ সুখে থাকে নহে মৃত্যুবশ॥
ধ্যানে নিরবধি থাকে তপস্বীর সনে।
শুন যুধিষ্ঠির তারে হরে লয় যমে॥
আপন শরীর রাখিবারে নাহি পারি।
কি হেতু পরের লাগি শোক করি মরি॥
এত সব তত্ত্ব কথা সনক কহিল।
অশ্র নামে ব্রাহ্মণের সন্দেহ ভাঙ্গিল॥
শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির শুন নরপতি।
মহাসুখে ভুঞ্জ সসাগরা বসুমতী॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্ম নৃপবর।
মৌনেতে রহেন কিছু না দেন উত্তর॥
কৃষ্ণেরে কহেন তবে বীর ধনঞ্জয়।
কত ক্লেশ পান রাজা কহিতে সংশয়॥
জ্ঞাতিবধ পাপে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির।
বিশেষে আকুল বড় ভীম মহাবীর॥
কেমনে পাইবে রাজ্য কহ ভগবান।
বৃথা করিলাম তবে এতেক সংগ্রাম॥
আপনি নিশ্চয় কহ রাজা যুধিষ্ঠিরে।
তবে রাজ্য পাই প্রভু জানাই তোমারে॥
রাজ্য হেতু পঞ্চ ভাই মহাদুঃখ পাই।
রাজ্যের লাগিয়া মোরা নীচকর্ম্মে যাই॥
দেশান্তরী হয়েছিনু রাজ্যের কারণে।
স্মরিয়া সে সব কথা দুঃখ উঠে মনে॥

বিরাটনগরে বঞ্চিলাম বৎসরেক।
হীনকর্ম্ম করিলাম কহিব কতেক॥
হেন রাজ্য ত্যজিবারে চান যুধিষ্ঠির।
আপনি বুঝাহ পুনঃ শুন যদুবীর॥
রাজ্য হেতু জ্ঞাতিগণ হইল বিনাশ।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধহ ওহে শ্রীনিবাস॥
বিক্রম করেছি যত শুনহ শ্রীহরি।
বুঝাহ ধর্ম্মেরে তুমি মায়া দূর করি॥
সকল তোমার সাধ্য শুন নারায়ণ।
রাজ্য লাগি করিলাম যত পরাক্রম॥
রাজ্য করিবেন প্রভু বড় ইচ্ছা হয়।
আপনি বিশেষ তাহা জান মহাশয়॥
রাজ্য ধন নাহি চান ধর্ম্ম নৃপমণি।
আমাকে চাহিয়া নৃপে বুঝাহ আপনি॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি উঠেন গোবিন্দ।
নয়ন প্রসন্ন যেন ফুল্ল অরবিন্দ॥
ভক্তি করি কাছে গিয়া বসিয়া আপনি।
যুধিষ্ঠির-হাতে ধরি কহেন তখনি॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
কেন নাহি শুন রাজা ব্যাসের বচন॥
সামান্য লোকের প্রায় নাহি শুন কথা।
আপনি বটহ তুমি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা॥
যে সব মরিল রণে জ্ঞাতি বন্ধু জন।
শোক কৈলে পাবে হেন না হয় রাজন॥
বৃথা শোকে আপনার বুদ্ধি হয় ক্ষয়।
শাস্ত্রকথা কেন নাহি শুন মহাশয়॥
উদ্বেগ কলহ কণ্ডু সেবিলে যে বাড়ে।
শোকে মন দিলে রাজা লক্ষ্মী তারে ছাড়ে॥
আপনি নারদ পুনঃ সঞ্জয়ে কহিল।
তবে ত সঞ্জয় রাজা শোক পাসরিল॥
তিন কথা কহিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাহাতে আপনি কেন না দেহ উত্তর॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
কিছু না কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
পুনঃ ব্যাস মুনি তাঁরে বুঝান বিস্তর।
মৌনভাবে রহে তবু না দেন উত্তর॥

কহিল নারদ মুনি নানা উপদেশ।
না করিহ শোক রাজা কহিনু বিশেষ॥
জ্ঞাতিবধ বলি নাহি ভয় কর চিতে।
শোক নিবর্ত্তিয়া রাজা চল হস্তিনাতে॥
শ্রাদ্ধ শান্তি কর দুর্য্যোধন আদি করি।
ক্ষয় কর মৃতশোক হও দণ্ডধারী॥
ধর্ম্ম-কথা নিরবধি করহ শ্রবণ।
তবে শোকহীন হবে শান্ত কর মন॥
গঙ্গা হতে জাত ভীষ্ম শান্তনুতনয়।
তাঁর দরশনে পাপ হইবেক ক্ষয়॥
মহা বলবান ভীষ্ম শান্তনুনন্দন।
তাঁর দরশনে পাপ হবে বিমোচন॥
শ্রবণ করিতে বেদ অভ্যাস করিল।
ব্রহ্মার তনয় হতে সুশিক্ষা পাইল॥
মার্কণ্ডেয় মুনি হতে ধর্ম্মের কথন।
পরশুরামের পাশে পান অস্ত্রগণ॥
ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সম্পদ।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মার যিনি ছিল সভাসদ॥
মহাধর্ম্মশীল ভীষ্ম মহাতেজোময়।
তিনি ঘুচাবেন সব মনের সংশয়॥
তাঁর দরশনে দূর হবে অমঙ্গল।
শুনিলে জ্ঞানের কথা হইবে নির্ম্মল॥
বুঝায়ে নারদ কহে আর দামোদর।
ব্যাসের বচন রাখ শুন নৃপবর॥
শোক ত্যজ মহারাজ শান্ত কর মন।
হস্তিনাতে কর গিয়া প্রজার পালন॥
অনাথ ব্রাহ্মণ সব চাহেন তোমাকে।
তোমার কারণে নিত্য কান্দে প্রজালোকে॥
অবশেষ যত আছে পৃথিবীর পতি।
উপাসনা হেতু আছে শুন নরপতি॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্মতি।
হস্তিনা-যাত্রাতে তবে দেন অনুমতি॥
ধৃতরাষ্ট্রে আগে করি পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনাপুরীতে শীঘ্র করেন গমন॥
রথে চড়ি যুধিষ্ঠির যান হস্তিনায়।
তাহা দেখি ভীমার্জ্জুন আনন্দিতকায়॥

দিব্য রথে চড়িলেন পাণ্ডবের পতি।
তাহাতে সারথি হ'ল ভীম মহামতি ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন দিব্য রথে চড়ে দুই জন।
মাদ্রীসুত দোঁহে করে রথে আরোহণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি চাপিল বিমানে।
সঞ্জয় যুযুৎসু আদি চলে সবজনে ॥
গান্ধারী সহিত যত লয়ে নারীগণ।
করিলেন কুন্তীদেবী রথে আরোহণ ॥
শোকেতে গান্ধারীদেবী নেউটিয়া চায়।
দুর্য্যোধন বলি দেবী কান্দে উভরায় ॥
থাক কুরুক্ষেত্রে মম শতেক নন্দন।
আমি অভাগিনী যাই আপন ভবন ॥
দারুণ বিধাতা এত করিল আমাকে।
কোথায় ত্যজিয়া আমি যাই যে সবাকে ॥
এত বলি মহাদেবী বিলাপ করিল।
সারথি সুজন রথ শীঘ্র চালাইল ॥
সাত্যকি চাপিল রথে হরষিতচিতে।
কোলাহল করি সবে চলে হস্তিনাতে ॥
ভীম করে সিংহনাদ পেয়ে মনে প্রীত।
তাহা শুনি গান্ধারীর হৃদয় দুঃখিত ॥
শীঘ্রগতি দ্বারে গেল হস্তিনানগরে।
ধর্ম্ম-আগমন জানাইল সবাকারে ॥
দূতমুখে সুসম্বাদ পেয়ে পাত্রগণ।
সবে মিলি করে তবে নগর সাজন ॥
চান্দোয়া চামর আনি টাঙ্গাইল পথে।
প্রবাল মুকুতাদাম শোভে চারিভিতে ॥
বান্ধিল তোরণ সব বড় উচ্চ করি।
কদলী রোপণ করিলেক সারি সারি ॥
পুষ্পমালা বনমালা নগরে নগরে।
সুবর্ণের ঘট শোভে দুয়ারে দুয়ারে ॥
রাজমার্গ সুসংস্কার করিল রচনে।
সুবাসিত কৈল পথ অগুরু চন্দনে ॥
হস্তিনানগরে যত আছয়ে ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্ম-আগমন শুনি আনন্দিতমন ॥
কুসুম চন্দন সবে হাতেতে করিল।
আগুসরি দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ দিল ॥
আনন্দেতে নানা বাদ্য সবে বাজাইল।
শুভক্ষণে ধর্ম্মরাজ পুরে প্রবেশিল ॥
গান্ধারী বলেন তবে যত মুনিগণে।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর হস্তিনা ভুবনে ॥
এত বলি চাহিলেন ধর্ম্মরাজ পানে।
বসি আছেন যুধিষ্ঠির হেঁট বদনে ॥
কি কারণে দুঃখ কর ধর্ম্মের নন্দন।
তোমা হতে বসুমতি হইবে শোভন ॥
নিজ দোষে হত হ'ল মোর পুত্রগণ।
ক্রন্দন করি যে আমি মায়ার কারণ ॥
তোমারে কি নীত আর বুঝাইব আমি।
সকলের মূল কৃষ্ণ আছেন আপনি ॥
সকলের কর্ত্তা আছে দেব যদুবীর।
ধর্ম্মপুত্র হও তুমি ধার্ম্মিক শরীর ॥
নিবেদন করি শুন প্রভু চক্রপাণি।
হস্তিনাতে যুধিষ্ঠিরে কর রাজা তুমি ॥
এত যদি কহিলেন গান্ধার-নন্দিনী।
অধিবাসে মুনিগণ কৈল বেদধ্বনি ॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য বাজে সপ্তসুরা বিনা।
অতঃপর যুধিষ্ঠির পাইল হস্তিনা ॥
হস্তিনা নগরে প্রজা হ'ল হরষিত।
এতদূরে নারীপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥

স্ত্রীপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

কর্ণপর্ব্বের টীকা।

টীকা (১) পৃঃ ১—মহারথ কর্ণ মকরব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া সংগ্রামভূমে অবতীর্ণ হইলেন। ঐ মকর ব্যূহের মুখে স্বয়ং কর্ণ, নেত্রদ্বয়ে শকুনি ও উলূক, মস্তকে অশ্বত্থামা, মধ্যদেশে সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন, গ্রীবায় তাঁহার ভ্রাতৃগণ, বামপাদে নারায়ণী সেনা পরিবৃত কৃতবর্ম্মা ও শল্য, দক্ষিণপাদে ত্রিগর্ত্ত, কৃপাচার্য্য ও সুষেণ এবং পুচ্ছদেশে রাজা চিত্র ও চিত্রসেন অবস্থান করিতে লাগিলেন।

টী (২) পৃঃ ৭—এই স্থানে মহাত্মা কাশীরাম দাস ত্রিপুরোপাখ্যান পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

শল্যরাজে সম্বোধিয়া কহে দুর্য্যোধন।
দেবাসুর-যুদ্ধ বলি করহ শ্রবণ ।।
বলেছিল মার্কণ্ডেয় পিতার গোচরে।
সে সব বিবরি আজি বলিব তোমারে ।।
দেবাসুর-যুদ্ধ যবে হয় বিভীষণ।
তারক অসুর তাহে হইলে নিধন ।।
দৈত্যগণ পরাজিত হইয়া পলাল।
তারকের তিন পুত্র ধরাতলে ছিল ।।
তারকাক্ষ কমলাক্ষ বিদ্যুন্মালী নাম।
তিন পুত্র মহাতপ করে অনুষ্ঠান ।।
কঠোর তপস্যা হেরি দেব পদ্মাসন।
বর দানে আবির্ভূত হলেন তখন ।।
বরদ ব্রহ্মারে হেরি তিন জনে কয়।
যদি বর দিবে তবে শুন মহাশয় ।।
অবধ্যত্ব বর মোরা তব পাশে চাই।
আর কিছু আকিঞ্চন নাহিক গোঁসাই ।।
ব্রহ্মা বলে এই বর দিতে নাহি পারি।
অন্য যাহা বাঞ্ছা হয় মাগহ বিচারি ।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য শুনি তিন জন।
করযোড়ে কহে তবে ওহে পদ্মাসন ।।
তিন পুরে অবস্থান করি তিন জন।
করিব ধরার সর্ব্বস্থানে বিচরণ ।।
সহস্র বরষ পরে আমরা সকলে।
আনন্দে মিলিব তিনে আসি এক স্থলে ।।
একত্ব পাইবে পুরত্রয় সে সময়।
যেই জন এক বাণে ওহে মহাশয় ।।
অই পুর বিনাশিতে নিশ্চয় পারিবে।
মোদের নিহন্তা প্রভু সে জন হইবে ।।
এই বর চাহি মোরা ওগো মহাত্মন্।
তথাস্তু বলিয়া বর দিল পদ্মাসন ।।
বর পেয়ে দৈত্যগণ আনন্দে মাতিল।
ময় দৈত্য তিন পুরী নির্ম্মাণ করিল ।।
স্বর্ণময় পুরী হ'ল অমর নগরে।
রৌপ্যময় পুরী হ'ল আকাশ মণ্ডলে ।।
লৌহপুর ভূমণ্ডলে চক্রোপরি হ'ল।
অসুরগণেরা আসি বসতি করিল ।।
তারকাক্ষ কমলাক্ষ বিদ্যুন্মালী তিনে।
তিন পুরে নিবসতি করে যথাক্রমে ।।
নানা উপদ্রব সবে করিতে লাগিল।
দেবগণ মহাকষ্টে পীড়িত হইল ।।
হরি নামে দৈত্য তারকাক্ষের তনয়।
ব্রহ্মার তপস্যা সেই করে অতিশয় ।।
ব্রহ্মার নিকটে বর পেয়ে সেই জন।
সঞ্জীবনী বাপী করে পুরীতে তখন ।।
যেখানে যে কোন দৈত্য যেই রূপে মরে।
মৃত দেহ আনি ফেলে বাপীর ভিতরে ।।
তখনি সে জন পায় পুনশ্চ জীবন।
এই সব হেরি ভীত যত দেবগণ ।।
বজ্র লয়ে দেবরাজ করিল সমর।
না পারিল বিনাশিতে ত্রিপুর নগর ।।
দৈত্যের দৌরাত্ম্য আর না পারি সহিতে।
দেবগণ মিলি গেল ব্রহ্মার পুরীতে ।।
কাতরে করিয়া স্তব কহে সব জন।
দৈত্যভয়ে রক্ষা কর দেব পদ্মাসন ।।
ব্রহ্মা বলে সত্য বটে ওহে দেবগণ।
দর্পিত হয়েছে অতি দানবেরগণ ।।
কিন্তু এক কথা বলি শুনহ সবারে।
শিব বিনা নাহি গতি দুঃখ-পারাবারে ।।
তিনি বিনা দুর্গত্রয় নাশে কোন্ জন।
অতএব চল সবে তাঁহার সদন ।।
এত বলি দেবগণে সঙ্গেতে লইয়ে।
উপনীত প্রজাপতি শিবের আলয়ে ।।
ভক্তিভরে শিবপদে করিয়া প্রণাম।
নানারূপে স্তব করে হয়ে ভক্তিমান ।।
স্তবে তুষ্ট হয়ে কহে শশাঙ্ক-শেখর।
কি কাজ করিব বল অমর নিকর ।।

ভীত নাহি হও সবে শুনহ বচন।
তোমাদের হিত আমি করিব সাধন ॥
শিবের এতেক বাক্য শুনি প্রজাপতি।
কহিলেন শুন বলি ওহে পশুপতি ॥
তব কৃপাবশে আমি প্রজাপতি হয়ে।
দৈত্যগণে বর দিনু সানন্দ হৃদয়ে ॥
দুরাচারগণ সবে হইয়া প্রবল।
পীড়ন করিছে সবে এই চরাচর ॥
দুষ্টের দমন করা সমুচিত হয়।
ত্রিপুরে বিনাশ কর ওহে মৃত্যুঞ্জয় ॥
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
কহেন দানবগণে করিব নিধন ॥
কিন্তু এক কথা বলি শুনহ সকলে।
দানবেরা মহাবল হয়েছে ভূতলে ॥
মম অর্দ্ধ তেজ সবে করহ গ্রহণ।
মহাবল হয়ে তাহে করহ নিধন ॥
দেবগণ বলে শুন ওহে পশুপতি।
তব তেজ ধরিবারে নাহিক শকতি ॥
তাহা শুনি পুনঃ বলে দেব পঞ্চানন।
তোমাদের অর্দ্ধতেজ করিব গ্রহণ ॥
এত বলি নিত্যময় দেব ত্রিনয়ন।
দেবের অর্দ্ধেক তেজ করিল গ্রহণ ॥
তদবধি মহাদেব হইল আখ্যান।
তেজ ধরি হন দেব অতি বলবান্ ॥
দেবগণে সম্বোধিয়া কহেন তখন।
রথ ধনু শর আদি কর আয়োজন ॥
শ্রুতিমাত্র দেবগণ সমবেত হয়ে।
দিব্যরথ নিরমিল বিশ্বকর্ম্মা দিয়ে ॥
বর্ণিতে রথের কথা কেহ নাহি পারে।
কল্পনা কল্পনাবলে কহিবারে নারে ॥
রথের তুরঙ্গ হ'ল দেব চতুষ্টয়।
রথগুপ্তি হ'ল যত নক্ষত্র নিচয় ॥
বসুমতী নিজে রথ-রূপিণী হইল।
এই রূপে বিশ্বকর্ম্মা রথ নিরমিল ॥
সম্বৎসর ধনু হ'ল অতি বিভীষণ।
বাণ হ'ল বিষ্ণু বহ্নি বিধু তিন জন।
রথাদিতে সমাবৃত হয়ে পঞ্চানন।
ভীষণ মূরতি দেব করিল ধারণ ॥
দেবগণ সমীরণে করি আমন্ত্রণ।
গন্ধ বহনের কার্য্যে করে নিয়োজন ॥
তাঁরে অবলম্বি দেব শশাঙ্কশেখর।
উঠিলেন হর্ষভরে রথের উপর ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি চারিদিক হতে।
স্তব আরম্ভিল সবে পুলকিতচিতে ॥

হেনকালে মহেশ্বর করি সম্বোধন।
দেবগণে কহিলেন ওহে সুরগণ ॥
সারথি নিযুক্ত কর রথেতে আমার।
তবে ত রণেতে আমি হব আগুসার ॥
আমা হতে শ্রেষ্ঠ যেই ওহে দেবগণ।
তাহারে সারথি কার্য্যে কর নিয়োজন ॥
শিবের বচনে যত দেবতা মিলিয়ে।
ব্রহ্মারে কহিল সবে বিনয় করিয়ে ॥
সবার প্রধান তুমি ওহে দয়াময়।
সারথি হইয়া রক্ষ দেবতানিচয় ॥
দেবতার হিত হেতু দেব পদ্মাসন।
ত্বরিতে আসিয়া হন সারথি তখন ॥
রথেতে চড়িয়া কশা গ্রহণ করিল।
চারিদিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল ॥
শরাসন ধরি শিব রথের উপরে।
ঘন ঘন বসুমতী কাঁপে থরে থরে ॥
দেব ঋষি গন্ধর্ব্বাদি পড়ি চারিভিতে।
মহেশের স্তব করে পুলকিতচিতে ॥
হেনকালে পদ্মাসন করি সম্বোধন।
কহিলেন দেবগণে মধুর বচন ॥
কিছুমাত্র ভয় নাহি করিও অন্তরে।
মরিবে দানবগণ মহেশের করে ॥
অভয় পাইয়া যত অমরনিকর।
আনন্দ-পুলকে পুলকিত কলেবর ॥
এদিকে রথেতে চড়ি দেব পঞ্চানন।
ত্রিপুর উদ্দেশে দ্রুত করেন গমন ॥
ব্রহ্মারে সম্বোধি কন শুন প্রজাপতি।
যথা দৈত্যগণ তথা চল দ্রুতগতি ॥
শ্রুতমাত্র অশ্ব চালাইল পদ্মাসন।
শূন্যমার্গে মহাবেগে চলে অশ্বগণ ॥
শিবের বৃষভ ছাড়ে ঘন সিংহনাদ।
শব্দে নাহি কোন দিকে হয় কর্ণপাত ॥
বৃষের দারুণ শব্দ করিয়া শ্রবণ।
তারকনন্দনগণ করে পলায়ন ॥
অন্যান্য দানবগণ যুদ্ধেতে আসিল।
তাহা দেখি মহেশ্বর কুপিত হইল ॥
ক্রোধভরে শরাসনে করেন সন্ধান।
তাহা দেখি ভূতগণ ভয়ে কম্পমান ॥
চারিদিকে দুর্নিমিত্ত হয় ভয়ঙ্কর।
ভূমণ্ডল ঘন ঘন কাঁপে থর থর ॥
শরস্থিত সোম অগ্নি বিষ্ণুর বিক্ষোভে।
রথস্থিত ব্রহ্মা রুদ্র শরাসন ক্ষোভে ॥
অবসন্ন হয়ে রথ ধরায় রহিল।
নারায়ণ বৃষরূপ ধারণ করিল ॥

মহারথ সমুদ্ধৃত করিলেন তিনি।
হেনকালে মহাবল দেব শূলপাণি ॥
বৃষভ মস্তকে আর অশ্বের উপরে।
আরোহিয়া সসম্ভ্রমে ঘন নাদ করে ॥
সেইকালে দেবদেব শিব মহাশূর।
দুই খণ্ড করিলেন বৃষভের খুর ॥
অশ্বের সমস্ত স্তন করিল ছেদন।
তদবধি নাহি হয় তুরঙ্গের স্তন ॥
তদবধি অশ্ব-খুর দ্বিখণ্ড হইল।
এইরূপে মহেশ্বর যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
একত্র পাইল পুরত্রয় হেনকালে।
দেবগণ পুলকিত হলেন অন্তরে ॥
জয়ধ্বনি চারিদিকে উঠিতে লাগিল।
দেব আদি সবে শিবস্তুতি আরম্ভিল ॥
দেখিতে দেখিতে দেবদেব পঞ্চানন।
শরাসনে দিব্য শর জুড়িয়া তখন ॥
মহাবেগে ফেলিলেন ত্রিপুর উপরে।
ভস্মীভূত হ'ল পুর নিমেষ মাঝারে ॥
পুরত্রয় দগ্ধ করি দৈত্য সহকারে।
ফেলিলেন পঞ্চানন পশ্চিম সাগরে ॥
ক্রোধজাত হুতাশনে ডাকিয়া তখন।
কহিলেন শান্ত হও এবে হুতাশন ॥
এত বলি যুদ্ধে শান্ত হন মহেশ্বর।
দেব ঋষি সবে স্তব করিল বিস্তর ॥
প্রজাপতি আদি সবে পুলক অন্তরে।
বিদায় লইয়া যান আপন আগারে ॥
এরূপে মহেশ করি ত্রিপুর নিধন।
দেবতাগণের করে কল্যাণ সাধন ॥
যেরূপ সারথি হয়েছিল প্রজাপতি।
সেরূপ সারথি হও তুমি মহামতি ॥
শিবের সমান কর্ণ নাহিক সংশয়।
তুমি প্রজাপতি সম ওহে মহোদয় ॥
কর্ণের সারথি তুমি হও মহামতি।
বিনাশিবে নিঃসন্দেহ অরাতি সংহতি ॥

কর্ণপর্ব্বের টীকা সমাপ্ত।

গদাপর্ব্বের টীকা।

৺কাশীরাম দাস মহাত্মা গদাপর্ব্ব নামে একটী পৃথক্ পর্ব্ব বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, বস্তুতঃ এটী পৃথক পর্ব্ব নহে, উহা পর্ব্বাধ্যায়মাত্র। গদাপর্ব্বাধ্যায় শল্যপর্ব্বের অন্তর্গত।

ঐষীকপর্ব্বের টীকা।

ঐষীকপর্ব্ব সৌপ্তিকপর্ব্বের অন্তর্গত, সুতরাং উহা পর্ব্বাধ্যায় বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু মহাত্মা কাশীরাম দাস ঐষীকপর্ব্বকে পৃথক পর্ব্ব বলিয়া গণনা করিয়াছেন।